লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা

আট অংশে সম্পূর্ণ উপন্যাস

(পঞ্চম অংশ — অষ্টম অংশ)

'রাদুগা' প্রকাশন

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts V-VIII)

In Bengali

বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৫৬

সূচি

পঞ্চম অংশ ৭
ষষ্ঠ অংশ ১৫৬
সপ্তম অংশ ৩১১
অষ্টম অংশ ৪৩৮
উত্তর নিবেদন ৪৯৯

পঞ্চম অংশ

॥ ১ ॥

প্রিন্স-মহিষী শ্যের-বাৎস্কায়া স্থির করলেন লেণ্ট পরবের আগেই বিবাহানুষ্ঠান অসম্ভব, তার বাকি ছিল মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আর এই সময়ের মধ্যে যৌতুকের অর্ধেকটাই তৈরি হয়ে উঠতে পারবে না; কিন্তু লেভিনের এই কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না যে লেণ্ট পরবের পরে হলে বড়োই দেরি হয়ে যাবে, কেননা প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কির আপন বৃদ্ধা পিসি অতি রুগ্না এবং মারা যেতে পারেন শিগগিরই, তখন শোকতর্পণের জন্য আরো আটকে যেতে পারে বিয়েটা। সেই কারণে যৌতুককে দুই ভাগ — ছোটো আর বড়ো অংশে ভাগ করবেন স্থির করে প্রিন্স-মহিষী লেণ্টের আগেই বিবাহানুষ্ঠানে রাজি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে যৌতুকের ছোটো অংশটা তিনি এখনই প্রস্তুত করে ফেলবেন, বড়োটা পাঠানো যাবে পরে আর লেভিনের ওপর তাঁর ভারি রাগ হল কারণ এই ব্যবস্থায় তিনি রাজি কি না, গুরুত্বসহকারে সে কথার জবাব দিচ্ছিলেন না লেভিন। এই ব্যবস্থাটা আরো বেশি সুবিধাজনক লাগল কেননা বিয়ের পরই তরুণযুগল চলে যাবে গ্রামে, আর সেখানে বড়ো যৌতুকের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে না।

লেভিন থেকে গেলেন বিভোরতার সেই একই ঘোরে, যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিদ্যমান সবকিছুর প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল তিনি আর তাঁর সুখ, এখন তাঁর আর কিছু নিয়ে ভাববার, ব্যতিব্যস্ত হবার কিছু

নেই, অন্যেরাই সব করে দিচ্ছে এবং করে দিচ্ছে তাঁর জন্যই। এমনকি ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্যও তাঁর ছিল না; সে সিদ্ধান্তের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর, ওঁর জানাই ছিল যে সবই চমৎকার হবে। কী তাঁর করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁকে চালাচ্ছিলেন তাঁর দাদা সের্গেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ আর প্রিন্স-মহিষী। তাঁকে যা বলা হচ্ছিল, তিনি শুধু তার সবকিছুতেই পুরো সম্মতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদা তাঁর জন্য টাকা ধার করছিলেন, প্রিন্স-মহিষী পরামর্শ দিলেন বিয়ের পর মস্কো ছাড়তে, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন বিদেশে যেতে। উনি সবেতেই রাজি। তিনি ভাবতেন: 'যা ইচ্ছে হয় করুন যদি তাতে আনন্দ পান আপনারা। আমি সুখী আর আপনারা যাই করুন-না কেন, সুখ আমার বাড়বেও না, কমবেও না।' স্তেপান আর্কাদিচ ওঁদের বিদেশে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে কথা কিটিকে বলায় কিটি তাতে রাজি হল না দেখে ভারি অবাক লেগেছিল লেভিনের। ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে কিটির নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কী একটা যেন চাহিদা ছিল। কিটি জানত যে গ্রামে লেভিনের কী সব কাজকর্ম আছে যা তিনি ভালোবাসেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে সে কাজকর্মগুলো কিটি শুধু বোঝে না তাই নয়, বুঝতে চায়ও না। তবে সেগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে এতে তার বাধা হয় নি। তাই সে জানত যে গ্রামে হবে তাঁদের বাড়ি, তাই বিদেশে যেতে চায় নি, যেখানে সে বাস করবে না, চাইছিল সেখানেই যেতে যেখানে তাঁদের বাড়ি। সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত এই সংকল্পটা বিস্মিত করেছিল লেভিনকে। কিন্তু এতে তাঁর যেহেতু কিছু এসে যায় না, তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে অনুরোধ করেন গ্রামে গিয়ে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মতো এবং যে সুরুচি তাঁর প্রচুর সেই অনুসারে ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে রাখেন, যেন এটা ওঁরই দায়িত্ব।

গ্রামে তরুণযুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিন্তু শোনো, তুমি পাপস্বীকার করেছ উপাসনায়, এমন সাক্ষ্য আছে তোমার?'

'নেই। কিন্তু কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ধুত্তোরি ছাই!' চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি বোধ হয় বছর নয়েক উপবাস আর দীক্ষায় যোগ দিই নি।'

'বেশ!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর আমায় বলো কিনা নিহিলিস্ট! তবে এটা ছাড়া চলবে না। তোমায় যথারীতি উপবাস দিয়ে দীক্ষাশীর্বাদ নিতে হবে।'

'কবে? বাকি আছে যে চারদিন।'

স্তেপান আর্কাদিচ এটারও ব্যবস্থা করলেন। উপোস দিতে লাগলেন লেভিন। নিজে নাস্তিক অথচ অন্যদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ লোকেদের মতো লেভিনের পক্ষেও গির্জায় উপস্থিত থেকে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়াটা ছিল বড়োই কষ্টকর। এখন তাঁর প্রাণের যা অবস্থা, যাতে সবকিছুর প্রতি তিনি সংবেদনশীল ও নম্রীভূত, তাতে ভান করা লেভিনের পক্ষে শুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব ঠেকল। এখন তাঁর যশ, তাঁর শ্রীবৃদ্ধি যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁকে হয় মিথ্যে বলতে হয়, নয় ঈশ্বরনিন্দা করতে হয়। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি জিগ্যেস করলেন উপবাস-দীক্ষাদি ছাড়াই সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেটা অসম্ভব।

'কী আর এমন হল -- দুটো তো দিন? ওটি বেশ অমায়িক বুদ্ধিমান বৃদ্ধ। তোমার এই দাঁতটা এমনভাবে সে তুলে ফেলবে যে তুমিই টেরও পাবে না।'

ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তাঁর মনে যে প্রবল ধর্মভাব জেগেছিল, প্রথম দ্বিপ্রাহরিক উপাসনার সেই কৈশোর স্মৃতি সতেজ করে তোলার চেষ্টা করলেন লেভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে সেটা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি চেষ্টা করলেন এই সবকিছুকে একটা তাৎপর্যহীন ফাঁকা রেওয়াজ হিশেবে দেখবার চেষ্টা করতে, যেরকম রেওয়াজ হল আনুষ্ঠানিক দেখা করার ব্যাপারটা; কিন্তু টের পেলেন যে এটাও তিনি করতে পারছেন না কিছুতেই। ধর্মের ব্যাপারে লেভিন তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকদের মতোই ছিলেন অতি অনির্দিষ্ট এক অবস্থায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সবই অন্যায় — এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল না তাঁর। তাই তিনি যা করছেন তার অর্থমাহাত্ম্যে বিশ্বাস রাখা অথবা ফাঁকা একটা আনুষ্ঠানিকতা হিশেবে এটাকে নির্বিকারভাবে দেখা, এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় না থাকায় উপবাস-দীক্ষার এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ

হচ্ছিল, যা করছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না, তাই তাঁর অন্তর যা বলছিল, করছিলেন কিছু একটা মিথ্যাচার ও অন্যায়।

উপাসনার সময় তিনি প্রার্থনা কখনো শুনছিলেন এবং তাতে এমন অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করছিলেন যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নয়, আবার ও সব তিনি বুঝবেন না কিন্তু তার নিন্দাও করতে হয় এটা অনুভব করে চেষ্টা করছিলেন প্রার্থনা না শুনতে, নিজের ভাবনা, পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিচারণে নিমগ্ন থাকতে চাইছিলেন, যা গির্জায় এই পরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসাধারণ জীবন্ত হয়ে তাঁর মাথায় ঘুরঘুর করছিল।

প্রভাতী দ্বিপ্রাহরিক ও সান্ধ্য উপাসনা তিনি সয়ে গেলেন আর পরের দিন উঠলেন সচরাচরের চেয়ে আগে, চা না খেয়ে সকাল আটটায় প্রভাতী উপাসনা ও বচনামৃত শোনার জন্য।

একজন কাঙাল সৈনিক, দুজন বৃদ্ধা আর গির্জার সেবকরা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না।

পাতলা আলখাল্লার নিচে তরুণ ডিকনের লম্বা পিঠের দুই অর্ধাংশ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিনকে স্বাগত করে তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের কাছে ছোটো একটা টেবিলের সামনে গিয়ে নীতিমালা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ যত এগুতে লাগল ততই, বিশেষ করে 'প্রভু কৃপা করো' কথাটার ঘনঘন ও দ্রুত পুনরুক্তিতে যা শোনাচ্ছিল 'কৃংপক, কৃংপক'-এর মতোই, লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর চিন্তা অবরুদ্ধ ও সীলমোহরাঙ্কিত হয়ে পড়ছে, এখন তাতে ছোঁয়া বা নাড়া দেওয়া অনুচিত, নইলে গোলমাল বেধে যাবে, তাই ডিকনের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ না শুনে, তার ভেতরে প্রবেশ না করে নিজের ভাবনা ভেবে চললেন। কাল সন্ধ্যায় কোণের টেবিলটায় বসে থাকার কথা মনে করে তিনি ভাবছিলেন, 'আশ্চর্য ভাবব্যঞ্জক কিটির হাত।' বরাবরের মতো প্রায় এই সময়টায় তাঁদের বলার কিছু ছিল না, আর কিটি টেবিলে হাত রেখে তা মুঠো করছিল আর খুলছিল আর তার নড়ন-চড়ন দেখে হেসে উঠছিল নিজেই। তাঁর মনে পড়ল যে সে হাতে তিনি চুমু খেয়েছিলেন, তারপর লক্ষ্য করছিলেন গোলাপী তালুতে মিলে যাওয়া রেখাগুলো। 'ফের কৃংপক...' শরীর নুইয়ে এবং ডিকনের স্থিতিস্থাপক অবনত পিঠটা লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিটি তারপর আমার হাতটা টেনে নিয়ে কররেখা দেখতে থাকে।

বলেছিল, 'তোমার চমৎকার হাত'।' নিজের হাতটা আর ডিকনের বেঁটে হাতটা লক্ষ করেন তিনি। 'এবার বোধ হয় শিগগিরই শেষ হচ্ছে' — ভাবলেন তিনি। 'উঁহু, আবার মনে হচ্ছে গোড়া থেকে শুরু হল' — প্রার্থনা শুনতে শুনতে তিনি ভাবলেন, 'না, শেষই হচ্ছে। ঐ তো উনি আভূমি নত হচ্ছেন। শেষ হবার আগে সর্বদাই এই করা হয়।'

ভেলভেটের কফে চুপিচুপি তিন রুবলের নোট পেয়ে ডিকন বললেন যে উনি ওঁর নাম লিখে নেবেন এবং শূন্য গির্জার পাটাতনে নতুন বুটজুতোর তৎপর শব্দ তুলে গেলেন বেদীতে। মিনিট খানেক বাদে সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এবং লেভিনকে ইশারা করলেন আসতে। এতক্ষণ পর্যন্ত অবরুদ্ধ চিন্তা নড়েচড়ে উঠল লেভিনের মাথায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তাকে তাড়ালেন তিনি। 'কোনো রকমে ঠিকঠাক হয়ে যাবে' — ভেবে গেলেন পৈঠার কাছে। সোপান দিয়ে উঠে ডান দিকে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যাজককে। আধপাকা পাতলা দাড়ি তাঁর, ক্লান্ত সহৃদয় চোখ, লেকটার্নের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাগ্রন্থের পাতা ওলটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ যাজক। লেভিনের উদ্দেশে সামান্য মাথা নুইয়ে উনি তক্ষুনি অভ্যস্ত গলায় প্রার্থনাপাঠ শুরু করলেন। সেটা শেষ হলে আভূমি নত হলেন তিনি, মুখ ফেরালেন লেভিনের দিকে।

ক্রসটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনার পাপস্বীকারোক্তি নেবার জন্যে খ্রিস্ট এখানে অদৃশ্য থেকে উপস্থিত আছেন। আমাদের পবিত্র অ্যাপোস্‌ল গির্জা যা শিক্ষা দেয়, তা সবই আপনি বিশ্বাস করেন?' লেভিনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টোলের তলে হাত রেখে তিনি বলে গেলেন।

'সবকিছুতে আমার সন্দেহ আছে এবং সন্দেহ করি' — নিজের কাছেই অপ্রীতিকর একটা কণ্ঠস্বরে লেভিন বললেন এবং চুপ করে রইলেন।

আরো কিছু যদি বলে, এই আশায় কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন যাজক তারপর চোখ বুজে 'ও' স্বরের ওপর দ্রুত জোর দিয়ে ভ্লাদিমির অঞ্চলের টানে বলে গেলেন:

'সন্দেহ মানুষের দুর্বলতার লক্ষণ, কিন্তু করুণাময় প্রভু যাতে আমাদের শক্তি দেন তার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে আমাদের। বিশেষ পাপ কী করেছেন আপনি?' এতটুকু ফাঁক না দিয়ে যোগ করলেন যেন সময় নষ্ট হতে পারে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর।

'আমার প্রধান পাপ সন্দেহ। সর্বদাই সন্দেহ হয় আমার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকি সন্দেহের মধ্যে।'

'সন্দেহ মানুষের দুর্বলতার লক্ষণ' — একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন যাজক, 'প্রধানত কিসে আপনার সন্দেহ?'

'সবকিছুতেই। মাঝে মাঝে এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহ হয় আমার' -- অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন লেভিন আর যা বলেছেন তার অনৌচিত্যে আতংক হল তাঁর। কিন্তু লেভিনের কথায় মনে হল যেন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না যাজকের।

সামান্য লক্ষ্যগোচর একটু হাসি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে?'

লেভিন চুপ করে রইলেন।

'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে, যখন তাঁর সৃষ্টি আপনি দেখছেন?' দ্রুত অভ্যস্ত টানে বলে গেলেন যাজক। 'গগনমণ্ডলকে জ্যোতিষ্ক দিয়ে সাজাল কে? পৃথিবীকে কে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে? স্রষ্টা ছাড়া চলে কি?' লেভিনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে পুরোহিতের সঙ্গে দার্শনিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অশোভন, তাই জবাবে শুধু সেইটে বললেন যা প্রশ্নটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

লেভিন বললেন, 'আমি জানি না।'

'জানেন না? তাহলে ঈশ্বর যে এ সব সৃষ্টি করেছেন, তাতেও সন্দেহ করেন আপনি?' আমুদে একটা বিহ্বলতায় বললেন যাজক।

'আমি কিছুই বুঝি না' — লাল হয়ে উঠে লেভিন বললেন, অনুভব করছিলেন যে তাঁর কথা হবে বোকার মতো, এ অবস্থায় বোকার মতো না হয়ে পারে না।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছে অনুরোধ জানান। এমনকি দেবোপম পাদ্রীদেরও সন্দেহ থাকত, তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। শয়তানের শক্তি অনেক, কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত নয়। ভগবানের উপাসনা করুন, প্রার্থনা করুন তাঁর কাছে। উপাসনা করুন' -- তাড়াতাড়ি পুনরুক্তি করলেন তিনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যাজক যেন কিছু একটা ভাবছিলেন।

'আমি শুনেছি আপনি আমার প্যারিশভুক্ত ও আধ্যাত্মিক পুত্র প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কির কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?' হেসে যোগ করলেন তিনি, 'চমৎকার মেয়ে।'

'হ্যাঁ' – যাজকের বদলে লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবলেন, 'স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ওটা তাঁর কী দরকার।'

এবং যেন তাঁর ভাবনার জবাব দিয়ে যাজক বললেন:

'আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর ঈশ্বর হয়ত বংশধর দিয়ে পুরস্কৃত করবেন আপনাকে, তাই না? কিন্তু শয়তানের প্রলোভন যা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছে তা জয় করতে না পারলে কী শিক্ষা দেবেন আপনার শিশুদের?' নিরীহ ভর্ৎসনায় উনি বললেন। 'আপনার আত্মজনদের যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে সন্তানদের জন্যে আপনি শুধু ধনসম্পদ, বিলাস, মানসম্মানই চাইবেন না; আপনি চাইবেন ওদের ত্রাণ, সত্যের আলোয় তাদের আত্মিক উদ্ভাসন। তাই না? কী আপনি জবাব দেবেন যখন আপনার নিষ্পাপ শিশুসন্তান আপনাকে জিগ্যেস করবে — 'বাবা, এ দুনিয়ায় আমার যা-যা ভালো লাগে — পৃথিবী, জল, সূর্য, ফুল, ঘাস — এ সব কে গড়ে দিল? তাকে কি আপনি বলবেন, 'আমি জানি না?' না জেনে আপনি পারেন না যখন প্রভু তাঁর পরম করুণায় আপনার জন্যে এ সব উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিংবা আপনার ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করবে, 'পরলোকে কী হবে আমার?' কী তাকে বলবেন যখন কিছুই আপনি জানেন না? কী করে জবাব দেবেন তাকে? তাকে দেবেন বিশ্ব আর শয়তানের মাধুর্য? এটা ভালো নয়!' এই বলে মাথা একপাশে হেলিয়ে লেভিনের দিকে তাঁর সহৃদয় নিরীহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থামলেন তিনি।

লেভিন এবার কিছুই বললেন না – সেটা এইজন্য নয় যে যাজকের সঙ্গে তর্কে নামতে চাইছিলেন না তিনি, এই জন্য যে এমন প্রশ্ন তাঁকে কেউ আগে করে নি; আর তাঁর শিশু এই সব প্রশ্ন করার আগে কী জবাব দেবেন ভাববার মতো সময় থাকবে বেশ।

'আপনি জীবনের এমন একটা পর্বে প্রবেশ করছেন' — যাজক বলে চললেন, 'যখন পথ স্থির করে নিয়ে সেটা অনুসরণ করে যেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁর দয়ায় আপনাকে সাহায্য

করেন, ক্ষমা করেন' — উপসংহার টানলেন তিনি, 'প্রভু এবং আমাদের ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট লকের মানবপ্রেমের উদারতায় শিশুকে ক্ষমা করেন...' — অনুমতির প্রার্থনা শেষ করে যাজক লেভিনকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে লেভিনের এই জন্য আনন্দ হল যে অস্বস্তিকর অবস্থাটার অবসান এবং এমনভাবে অবসান হল যে তাঁকে মিথ্যে বলতে হয় নি। তা ছাড়া তাঁর এই একটা ঝাপসা স্মৃতি রয়ে গেল যে সহৃদয় মিষ্টস্বভাব বৃদ্ধটি যা বলছিলেন সেটা প্রথমে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মোটেই তেমন নির্বোধ কিছু নয়, তাঁর কথায় এমন কিছু একটা ছিল যেটা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

লেভিন ভাবলেন, 'এখনই অবশ্য নয়, তবে পরে কোনো এক সময়।' আগের চেয়ে বেশি করে লেভিনের এখন মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রাণের মধ্যে অস্পষ্ট ও দূষিত কিছু একটা আছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছেন যা তিনি অন্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখতেন এবং পছন্দ করতেন না, যার জন্য তিরষ্কারও করেছেন বন্ধু স্ভিয়াজ্স্কিকে।

ভাবী বধূর সঙ্গে লেভিন এ সন্ধ্যাটা কাটান ডল্লির ওখানে, খুবই ফুর্তি লাগছিল তাঁর, স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তাঁর এই চাঙ্গা অবস্থাটার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে হুপের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে শেখানো হচ্ছে যে কুকুরটাকে, তার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে সেটা বুঝে যখন সে তা করে ফ্যালে আর ডাক ছেড়ে, লেজ নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে টেবিলে আর জানলায়, তাঁরও ফুর্তি লাগছে ওই কুকুরটার মতোই।

॥ ২ ॥

বিয়ের দিন রীতি অনুযায়ী (আর সমস্ত রীতি পালনের জন্য কঠোরভাবে জিদ করছিলেন প্রিন্স-মহিষী আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা) নিজের কনেকে লেভিন দেখতে পেলেন না, আহার সারলেন নিজের হোটেলে, হঠাৎ এসে জোটা তিনজন অবিবাহিতের সঙ্গে: সের্গেই ইভানোভিচ, কাতাভাসোভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, এখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর, রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লেভিন ধরে নিয়ে আসেন

নিজের ওখানে এবং চিরিকভ, নিত্‌বর, মস্কোর সালিশী আদালতের জজ, ভালুক শিকারে লেভিনের সহচর। খাওয়া-দাওয়া চলল খুবই আনন্দ করে। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন খুবই শরিফ মেজাজে, কাতাভাসোভের মৌলিকতায় বেশ মজা লাগল তাঁর। তাঁর মৌলিকতার কদর হচ্ছে, লোকে তা ধরতে পাচ্ছে এটা অনুভব করে কাতাভাসোভ তা নিয়ে চাল মারতে লাগলেন। ফুর্তি করে ভালো মনে সবরকম আলাপেই মেতে উঠছিলেন চিরিকভ।

এক-একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল ক্যাথেড্রায়, সেই ভঙ্গিতে কাতাভাসোভ বলছিলেন, 'এই যে আমাদের বন্ধু কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ, গুণী ছেলে ছিল। আমি অবর্তমানদের কথা বলছি, কেননা সে আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার সময় তখন বিজ্ঞানও ভালোবাসত, মানবিক আগ্রহ-কৌতূহলও ছিল; এখন তার আধখানা গুণ যাচ্ছে আত্মপ্রতারণায়, বাকি আধখানা সে প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে।'

'আপনার মতো বিবাহের এত ঘোর শত্রু আমি আর দেখি নি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'না, শত্রু নই। আমি শ্রমবিভাগের বান্ধব। যারা কিছুই করতে পারে না, তারা লোক উৎপাদন করুক, বাকিরা তাদের আলোকপ্রাপ্তি আর সুখে সহায়তা করবে। আমি তো এই বুঝি। এই দুই বৃত্তিকে মিশিয়ে ফেলতে বহু লোকের ভালো লাগে। আমি ওদের দলে নই।'

'আপনি প্রেমে পড়েছেন জানতে পারলে আমি কী সুখীই যে হব!' লেভিন বললেন, 'বিয়েতে আমায় ডাকতে ভুলবেন না যেন।'

'ইতিমধ্যেই প্রেমে পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, কাট্‌ল্‌ মাছের সঙ্গে' — লেভিন দাদার দিকে ফিরলেন, 'জানো, মিখাইল সেমেনিচ নিবন্ধ লিখছেন পুষ্টি আর...'

'থাক, গোলমাল করে ফেলতে হবে না! কী নিয়ে লিখছি তাতে এসে যায় না কিছু। আসল কথাটা হল, আমি সত্যিই কাট্‌ল্‌ মাছ ভালোবাসি।'

'কিন্তু সে তো স্ত্রীকে ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায় না।'

'সে তো ব্যাঘাত ঘটায় না, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় স্ত্রী।'

'কেমন করে?'

'নিজেই দেখবেন। এই তো, আপনি ভালোবাসেন বিষয়-আশয়, শিকার, দেখবেন পরে!'

'আজ আর্খিপ এসেছিল, বললে প্রুদনোয়ের কাছে হরিণ আছে অনেক আর দুটো ভালুক' — বললেন চিরিকভ।

'তা ওগুলোকে আপনি ধরাশায়ী করুন আমাকে বাদ দিয়েই।'

'ঠিক কথা' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এর পর থেকে ভালুক শিকারে সেলাম, বৌ যেতে দেবে না!'

লেভিন হাসলেন। বৌ তাঁকে যেতে দেবে না, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে এতই মনোরম ঠেকল যে ভালুক দর্শনের আনন্দ তিনি তখন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে রাজি।

'কিন্তু এ দুটো ভালুককে অপরে ঘায়েল করবে, এ যে আফশোসের কথা। আর মনে আছে, শেষ বার সেই খাপিলভোতে? চমৎকার হত শিকারটা' — বললেন চিরিকভ।

কিটিকে ছাড়া কোথাও কিছু চমৎকার হতে পারে, এ কথা বলে ওঁকে হতাশ করতে না চেয়ে লেভিন চুপ করে রইলেন।

'অবিবাহিত জীবন থেকে বিদায় নেবার এই রীতিটা গড়ে উঠেছে খামোকা নয়' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'যতই সুখী হও, স্বাধীনতা বিসর্জন দুঃখের কথা।'

'স্বীকার করুন, এরকম একটা জিনিস আছে যে গোগলের বইয়ের বরের মতো ইচ্ছে হয় না কি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্বীকার করছে না!' বলে কাতাভাসোভ হেসে উঠলেন হো হো করে।

'তা জানলা তো খোলাই রয়েছে... এক্ষুনি যাওয়া যাক ত্ভেরে! একটা ভল্লুকী, গুহাতেই পাওয়া যাবে। সত্যি, যাওয়া যাক পাঁচটার ট্রেনে! আর এঁরা থাকুন যেমন খুশি' — হেসে বললেন চিরিকভ।

লেভিন হেসে বললেন, 'কিন্তু হেই ভগবান, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাণের ভেতর এরকম দুঃখ যে খুঁজে পাচ্ছি না!'

'হ্যাঁ, আপনার প্রাণের ভেতব এখন এমনই বিশৃঙ্খলা যে কিছুই খুঁজে পাবেন না' — কাতাভাসোভ বললেন, 'অপেক্ষা করুন, খানিকটা গুছিয়ে উঠতে পারলে তখন পাবেন!'

'না, আমার এই হৃদয়াবেগ (ভালোবাসা — কথাটা ওঁদের সামনে তিনি

বলতে চাইলেন না) আর সুখ ছাড়াও স্বাধীনতা হারানোর জন্যে অন্তত খানিকটা দুঃখও যদি বোধ করতে পারতাম... উল্টে, এই স্বাধীনতা হারানোতেই আমার আনন্দ।'

'খুব খারাপ! কোনো আশা নেই' — বললেন কাতাভাসোভ, 'যাক গে, পান করা যাক ওঁর আরোগ্য লাভের জন্যে অথবা শুধু কামনা করা যাক যেন ওঁর স্বপ্নের অন্তত একশতাংশও সফল হয়। সেটুকুই হবে এমন সুখ যা পৃথিবীতে হয় না।'

আহারের পর অতিথিরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বিবাহোৎসব উপলক্ষে বেশভূষা করে নেবার জন্য।

একলা হয়ে, এই অবিবাহিতদের কথাবার্তা স্মরণ করে লেভিন পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে: যে স্বাধীনতার কথা ওঁরা বলছিলেন তার জন্য তাঁর প্রাণের ভেতর কোনো দুঃখবোধ আছে কি? এ প্রশ্নে হাসলেন তিনি। 'স্বাধীনতা? কিসের জন্যে স্বাধীনতা? সুখ শুধু ভালোবাসায়, তার যা কামনা তাই কামনা করায়, তার যা ভাবনা তাই ভাবায়, অর্থাৎ কোনো স্বাধীনতা নয় — এই হল সুখ!'

'কিন্তু ওর ভাবনা, কামনা, ভাবাবেগ আমি জানি কি?' হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বললে ফিসফিস করে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। সহসা অদ্ভুত একটা অনুভূতি পেয়ে বসল তাঁকে। ভয় আর সন্দেহ হল তাঁর, সবকিছুতে সন্দেহ।

'আমায় যদি সে ভালো না বেসে থাকে? আমায় যদি সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুধু বিয়ে করতে হয় বলে? কী করছে সেটা যদি তার নিজেরই জানা না থাকে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওর চৈতন্য হতে পারে কেবল বিয়ে করার পর। বুঝবে যে আমায় সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।' মনে আসতে লাগল অদ্ভুত, অতি বিশ্রী সব চিন্তা। এক বছর আগের মতো ভ্রন্‌স্কির প্রতি কিটির মনোভাবে ঈর্ষা হল, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কিটিকে তিনি যে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, সেটা যেন গতকালের ঘটনা। তাঁর সন্দেহ হল কিটি তাঁকে সবকিছু বলে নি।

দ্রুত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। হতাশায় মনে মনে বললেন, 'না, এ চলতে পারে না! যাব ওর কাছে, জিজ্ঞাসা করব, শেষ বারের মতো বলব: আমরা বন্ধনহীন, ক্ষান্ত হওয়াই ভালো হবে নাকি? চিরকাল অসুখী হয়ে থাকা, কলংক, বিশ্বাসহানির চেয়ে সেটাই ভালো!!' বুকের মধ্যে

হতাশা আর সমস্ত লোকের ওপর, নিজের ওপর, কিটির ওপর আক্রোশ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন তার কাছে।

বাড়ির পেছনকার ঘরে কিটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিন্দুকের ওপর বসে চেয়ারের পিঠে আর মেঝেয় রাখা একরাশ নানা রঙের পোশাক বাছাবাছি করে দাসীকে কী যেন হুকুম দিচ্ছিল সে।

'আরে!' ওঁকে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিটি, 'কেমন করে তুমি, কেমন করে আপনি?' (এই শেষ দিনটা পর্যন্ত কিটি তাঁকে বলত কখনো 'তুমি', কখনো 'আপনি'।) 'আশাই করি নি! আর আমি আমার কুমারী দিনগুলোর পোশাক বেছে ঠিক করছি কোন্‌টা কাকে দেব...'

'ও! তা ভালো কথা!' দাসীর দিকে নিরানন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন।

কিটি বললে, 'এখন যাও দুনিয়াশা। আমি ডেকে পাঠাব পরে। কী হল তোমার?' দাসী চলে যেতেই স্থির সংকল্পে 'তুমি' সম্বোধন করে জিগ্যেস করল কিটি। লেভিনের বিচলিত, বিমর্ষ, অদ্ভুত মুখ লক্ষ্য করে ভয় হল তার।

'কিটি! কষ্ট হচ্ছে আমার। একলা আমি কষ্ট সইতে চাই না' — কিটির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সানুনয় দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে হতাশাদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। কিটির প্রেমে ঢলঢল সরল মুখখানা দেখে তিনি ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন যে তাকে যা বলবেন ঠিক করেছিলেন তা থেকে কোনো ফল হবে না, তাহলেও তাঁর দরকার ছিল যে কিটি নিজেই তাঁকে আশ্বস্ত করুক। 'আমি বলতে এলাম যে সময় এখনো পেরিয়ে যায় নি। এ সবই ঘুচিয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।'

'কী? কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। কী হল তোমার?'

'তোমায় আমি হাজার বার যা বলেছি এবং না ভেবে পারছি না... যে আমি তোমার যোগ্য নই। আমায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তুমি ভেবে দ্যাখো। ভুল করেছ তুমি। ভালো করে ভেবে দ্যাখো। আমায় ভালোবাসতে তুমি পারো না... যদি তাই... বরং সেটা বলো' — কিটির দিকে না তাকিয়ে বললেন তিনি। 'আমি অসুখী হব। বলুক সবাই যা খুশি; অসুখী হওয়ার চেয়ে সেটাই ভালো... এখনো যখন সময় আছে, সেটাই ভালো...'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না' — সভয়ে বললে কিটি, 'মানে তুমি চাইছ ভেঙে দিতে... দরকার নেই?'

'হ্যাঁ, যদি তুমি আমায় না ভালোবাসো।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!' সরোষে লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিটি।

কিন্তু লেভিনের মুখখানা এত করুণ যে রোষ সংবরণ করলে সে, একটা কেদারা থেকে ফ্রক ছুড়ে বসল ওঁর কাছাকাছি।

'কী তুমি ভাবছ? বলো তো সব।'

'ভাবছি যে আমায় তুমি ভালোবাসতে পারো না। কিসের জন্যে ভালোবাসবে আমায়?'

'উহ্ ভগবান! কী আমি করতে পারি?' এই বলে কেঁদে ফেললে সে।

'এহ্, কী আমি করলাম!' চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, কিটির সামনে নতজানু হয়ে চুমু খেতে লাগলেন তার হাতে।

পাঁচ মিনিট বাদে প্রিন্স-মহিষী যখন ঘরে ঢুকলেন, ওঁদের তখন মিটমাট হয়ে গেছে একেবারে। কিটি লেভিনকে নিঃসন্দেহ করে তোলে যে তাঁকে সে ভালোবাসে, এমনকি কেন সে ভালোবাসে তাঁর এ প্রশ্নেরও জবাব দেয়। কিটি তাঁকে বলে যে ভালোবাসে, কারণ তাঁর সবখানি সে বোঝে, কারণ সে জানে কী কী লেভিন ভালোবাসেন, কারণ উনি যা ভালোবাসেন তা সবই ভালো। এটা লেভিনের কাছে জলের মতো পরিষ্কার লাগল। প্রিন্স-মহিষী যখন ঘরে ঢুকলেন, ওঁরা সিন্দুকের ওপর পাশাপাশি বসে পোশাক বাছছিলেন আর তর্ক করছিলেন: লেভিন যখন পাণিপ্রার্থনা করেন, তখন কিটির পরনে যে বাদামী গাউনটা ছিল, কিটি সেটা দিতে চাইছিল দুনিয়াশাকে আর লেভিন জেদ ধরেছিলেন যে ওটা কাউকে দেওয়া চলবে না, দুনিয়াশাকে দেওয়া হোক নীল রঙেরটা।

'কেন তুমি বোঝো না? ওর চুল যে গাঢ় রঙের। এটা ওকে মানাবে না... সব ভেবে ঠিক করা আছে আমার!'

লেভিন কেন এসেছিলেন সেটা জানতে পেরে প্রিন্স-মহিষী আধা ঠাট্টায়, আধা গুরুত্ব দিয়ে রেগে তাঁকে বেশভূষা করার জন্য ফেরত পাঠালেন হোটেলে, কিটির কবরী বন্ধনে তিনি যেন ব্যাঘাত না ঘটান, কারণ শার্ল এই এসে পড়ল বলে।

'এমনিতেই ও কয়েক দিন ধরে ভালো করে খাচ্ছে না, চেহারা খারাপ

হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ কিনা তোমার যত পাগলামিতে ওর মন খারাপ করে দিতে' — লেভিনকে বললেন তিনি, 'ভাগো তো, ভাগো তো বাছা।'

দোষ আর লজ্জার একটা বোধ থাকলেও স্বস্তি নিয়ে লেভিন তাঁর হোটেলে ফিরলেন। তাঁর দাদা সের্গেই ইভানোভিচ, দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা আর স্তেপান আর্কাদিচ, সবাই পরিপাটী সাজসজ্জা করে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন দেবপট নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন বলে। হচ্ছে হবে করার সময় ছিল না। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে আবার বাড়ি যেতে হবে পমেড-চর্চিত চিকুরকুঞ্চিত ছেলেটিকে আনতে, কনের সঙ্গে দেবপট নিয়ে যাবে সে। তারপর একটি গাড়ি পাঠাতে হবে শাফেরের* জন্য, তারপর আরেকটি সের্গেই ইভানোভিচকে যা নিয়ে যাবে, সেটিকে ফেরত আনতে হবে। মোটের ওপর, খুবই জটিল সব ভাবনা-চিন্তা ছিল অনেক। শুধু একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত যে ঢিমে-তেতালা করা চলবে না, কেননা সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে।

দেবপট নিয়ে আশীর্বাদটা থেকে দাঁড়াল না কিছুই। স্তেপান আর্কাদিচ স্ত্রীর পাশে একটা হাস্যকর-গুরুগম্ভীর ভাব করে দাঁড়ালেন, দেবপট হাতে নিয়ে লেভিনকে বললেন আভূমি নত হতে, তারপর একটা সহৃদয় ও সকৌতুক হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে লেভিনকে চুম্বন করলেন তিনবার; দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাও তাই করলেন এবং তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাবার জন্য আর পুনরায় গাড়িগুলোর গতিবিধির হিসাবে তালগোল পাকালেন।

'তাহলে আমরা এই করব: আমাদের গাড়িটায় করে তুমি চলে যাও ওর জন্যে, আর সের্গেই ইভানোভিচও যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন, তারপর গাড়ি ফেরত পাঠিও।'

'সেকি, সানন্দে যাব।'

'আমি এক্ষুনি ওকে নিয়ে আসছি, জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'পাঠানো হয়েছে' — বলে লেভিন পোশাক দিতে হুকুম করলেন কুজ্‌মাকে।

* গির্জায় বিবাহানুষ্ঠানে বর-কনের পেছনে যে মুকুট ধরে থাকে।

॥ ৩ ॥

বিয়ের জন্য দীপান্বিত গির্জা ঘিরে জুটেছিল একদল লোক, বেশির ভাগ নারী। যারা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় নি, তারা ভিড় করেছিল জানলার কাছে, ঠেলাঠেলি করছিল, ঝগড়া বাধাচ্ছিল, উঁকি দিচ্ছিল জানলার গরাদে দিয়ে।

ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশি গাড়িকে সেপাইরা রাস্তা বরাবর সারি বাঁধিয়ে রেখেছে। হিমেল আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে নিজের উর্দিতে ঝলমল করছিল জনৈক পুলিস অফিসার। অবিরাম আসছিল আরও গাড়ি, ফুলে শোভিত মহিলারা কখনো তাঁদের বসনের কলাপ তুলে ধরে, কখনো পুরুষেরা তাঁদের খাটো টুপি অথবা লম্বা কালো হ্যাট খুলে ঢুকছিলেন গির্জার ভেতর। গির্জার ভেতরে ইতিমধ্যেই জ্বালানো হয়েছে দুটি ঝাড়লণ্ঠন আর দেবপটগুলোর সামনেকার সমস্ত বাতি। পটপ্রাচীরের রক্তিম গাত্রে স্বর্ণাভা, দেবপটগুলির গিল্টি-করা খোদাই-কাজ, কান্ডেলাব্রাস আর মোমবাতিদানগুলির রুপো, মেঝের টালি আর গালিচাগুলি, কয়ের-লফ্‌টের ওপরে পবিত্র নিশানগুলি, বেদীর সোপান, কালো হয়ে আসা প্রাচীন নিত্যকর্মপদ্ধতির পুস্তকগুলি, আলখাল্লা আর জমকালো কৌশিক — সবই আলোয় প্লাবিত। উষ্ণ গির্জার ডান দিকে, ফ্রক-কোট আর শাদা টাই, উর্দি আর জামদানি, মখমল, চিকন রেশম, কেশ, কুসুম, অনাবৃত স্কন্ধ ও বাহু, লম্বা দস্তানার ভিড়টা থেকে উঠছিল সংযত ও সজীব আলাপের কূজন যা একটা বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলছিল উঁচু গম্বুজে। দরজা খোলার ক্যাঁচ শব্দ হতেই প্রতিবার আলাপ থেমে আসছিল, বর-কনেকে আসতে দেখবার আশায় সবাই তাকাচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু দরজা ইতিমধ্যে খুলেছে দশ বারেরও বেশি, কিন্তু প্রতিবার ঢুকেছে বিলম্বিত অতিথি যারা যোগ দিয়েছে ডাইনের আমন্ত্রিতদের কিংবা পুলিস অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে অথবা মিনতি করে কোনো দর্শনার্থিনী, যে যোগ দিয়েছে বাঁ দিকের অনাহূতদের দলে। আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের লোক, সবারই প্রত্যাশার সবকটি পর্যায় কেটে গেল।

বিলম্বটায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে প্রথমে ভাবা হয়েছিল বর-কনে এই এল বলে। পরে শুরু হল ঘন ঘন দরজার দিকে চাওয়া, বলাবলি করলে কোনো অঘটন ঘটল না তো। পরে বিলম্বটা হয়ে উঠল অস্বস্তিকর,

আত্মীয়-স্বজন আর আমন্ত্রিতরা ভাব করার চেষ্টা করলে যেন তারা বরের কথা ভাবছে না, নিজেদের কথাবার্তাতেই তারা মশগুল।

প্রধান ডিকন তাঁর সময়ের মূল্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন এমন অধৈর্যে কাশলেন যে জানলার শার্সি কেঁপে উঠল। কয়ের-লফ্‌ট থেকে শোনা যাচ্ছিল কখনো বেজার গায়কদের গলাসাধা, কখনো নাক-ঝাড়া। পুরোহিত অনবরত কখনো ডিকন, কখনো কোনো স্তোত্রপাঠককে পাঠাচ্ছিলেন দেখতে বর এল কি না। আর নিজে নকসি কোমরবন্ধে আঁটা বেগুনি আলখাল্লায় ঘন ঘন যাচ্ছিলেন পাশের দরজায়, দেখছিলেন বর এল কি না। শেষ পর্যন্ত আমন্ত্রিত জনৈক মহিলা ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারি অদ্ভুত!' এবং সমস্ত অতিথিরই তখন ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, সরবে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁদের বিস্ময় অথবা বিরক্তি। কী ঘটেছে জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন একজন শাফের। কিটি এ সময় তার শাদা গাউন, ফুল-তোলা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তৈরি হয়ে মায়ের বদলি আর বড়দি ল্‌ভভার সঙ্গে বসেছিল শ্যেরবাৎস্কি ভবনের হলঘরে, আধঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, বর গির্জায় পেঁছেছে এ খবর আশা করছিল তার শাফেরের কাছ থেকে।

লেভিন ওদিকে ওয়েস্ট-কোট আর ফ্রক-কোট ছাড়া শুধু প্যাণ্টালুন পরে নিজের কামরায় ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, অবিরাম দরজা খুলে দেখছিলেন করিডরে। কিন্তু যে ব্যক্তির তিনি আশা করছিলেন করিডরে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। হতাশায় ফিরে এসে, হাত ঝাঁকিয়ে নিশ্চিন্তে ধূমপানরত স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বলছিলেন:

'এমন ভয়ংকর আহাম্মকী অবস্থায় কেউ পড়েছে কখনো?'

'হ্যাঁ, বিদঘুটে' — নরম করে আনার হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে শান্ত হও, এখুনি আনবে।'

'কিন্তু শান্ত হব কী করে!' সংযত তিতিবিরক্তিতে বললেন লেভিন। 'এই জাহান্নমী ওয়েস্ট-কোট! সামনেটা খোলা, পরা অসম্ভব!' বললেন তিনি তাঁর দলামোচড়া কামিজের দিকে চেয়ে। 'আমার জিনিসপত্র যদি এর মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে!' হতাশায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'তাহলে আমার শার্টটা পরবে।'

'অনেক আগেই তা পরা উচিত ছিল।'

'হাস্যাস্পদ হয়ে লাভ নেই... দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে লেভিন যখন পোশাক দিতে বলেন, পুরাতন ভৃত্য কুজ্‌মা তখন ফ্রক-কোট, ওয়েস্ট-কোট এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুই এনেছিল।

'কিন্তু কামিজ?' চেঁচিয়ে উঠেছিলেন লেভিন।

'কামিজ তো আপনার পরনেই' — শান্ত হেসে বলেছিল কুজ্‌মা।

পরিষ্কার একটা কামিজ রাখার খেয়াল হয় নি কুজ্‌মার। সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে শ্যেরবাৎস্কিদের পেঁছে দিতে হবে, যেখান থেকে সেই সন্ধ্যাতেই নবদম্পতি রওনা দেবে — এই আদেশ পেয়ে কুজ্‌মা ঠিক তাই করেছে। সে লেভিনের ড্রেস-স্যুটটা ছাড়া সবই বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছে। সকাল থেকে লেভিন যে শার্টটা পরে ছিলেন, সেটা দলামোচড়া হয়ে গিয়েছিল, ফ্যাশনদুরস্ত খোলা ওয়েস্ট-কোটের সঙ্গে তা একেবারেই মানায় না। শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়ি বহু দূরে, লোক পাঠিয়ে ফল হবে না। নতুন একটা শার্ট কেনার জন্য পাঠানো হল খানসামাকে। সে ফিরে এসে বললে সব দোকান বন্ধ, রবিবার। লোক পাঠানো হল স্তেপান আর্কাদিচের ওখানে শার্ট আনার জন্য; দেখা গেল সেটা অসম্ভব চওড়া আর খাটো। শেষ পর্যন্ত শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে মাল খুলতে বলা হল। গির্জায় বরের অপেক্ষা করছে লোকে আর লেভিন এদিকে খাঁচায় বন্ধ পশুর মতো ছটফট করছেন ঘরটায়, তাকাচ্ছেন করিডরে, আতংকে আর হতাশায় তাঁর মনে পড়ছিল কী কথা আজ তিনি বলেছেন কিটিকে, এরপর কী ভাববে সে।

অবশেষে অপরাধী কুজ্‌মা প্রচণ্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল শার্ট নিয়ে।

'কোনোরকমে ধরলাম। গাড়িতে মাল চাপানো শুরু হয়ে গিয়েছিল' — কুজ্‌মা বললে।

তিন মিনিট বাদে পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে এড়াবার জন্য ঘড়ির দিকে দৃক্‌পাত না করেই লেভিন ছুটলেন করিডর দিয়ে।

'ওতে কোনো লাভ হবে না' — লেভিনের পেছু পেছু বিনা ব্যস্ততায় তাঁর সঙ্গ ধরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন হেসে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে... বলছি তোমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

॥ ৪ ॥

'এসে গেছে! — ওই যে! — কোন লোকটি? — অল্পবয়সীটি কি? — আর কনে, মা গো, একেবারে জীবনমৃত!' দেউড়িতে কনেকে সঙ্গে নিয়ে লেভিন যখন গির্জায় ঢুকলেন, ভিড়ের মধ্যে তখন এই সব কথা।

স্ত্রীকে বিলম্বের কারণ জানালেন স্তেপান আর্কাদিচ, অতিথিরা হেসে ফিসফাস করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। কিছুই এবং কাউকেও দেখছিলেন না লেভিন; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর কনের উপর।

সবাই বলেছিল যে এই কয়েক দিনে কিটির চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, আগে তাকে যেমন সুন্দর দেখাত, বিবাহানুষ্ঠানে তেমনটি আর নেই, কিন্তু লেভিনের তা মনে হচ্ছিল না। তার উঁচু কবরী, আলুলায়িত শাদা অবগুণ্ঠন, শাদা ফুল, কুঁচি দেওয়া খাড়া কলার যা তার দীর্ঘ গ্রীবাকে ঘিরে বিশেষ একটা শুচিতায় ঢেকে রেখেছে দু'দিক থেকে, খোলা শুধু সামনের দিকটা, আশ্চর্য সুতনু তার কটির দিকে চেয়ে দেখলেন লেভিন আর তাঁর মনে হল এত সুন্দর কিটিকে তিনি আর কখনো দেখেন নি। সেটা এই জন্য নয় যে ঐ ফুলগুলো, ঐ অবগুণ্ঠন, প্যারিস থেকে আনানো এই গাউনটা তার রূপ বুঝি বাড়িয়ে তুলেছে কিছু, না, সেটা এই জন্য যে সাজের এই ঘটা সত্ত্বেও তার সুমধুর মুখভাব, তার দৃষ্টি, তার অধরে ছিল অপাপবিদ্ধ সততার সেই একই লাবণ্য।

'আমার ভাবনাই হয়েছিল তুমি বুঝি পালাতে চাইছিলে' — লেভিনের দিকে চেয়ে কিটি বললে হেসে।

'এমন হাঁদার মতো কাণ্ড ঘটল যে বলতেও লজ্জা হয়' — লেভিন বললেন লাল হয়ে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসা সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরতে হল তাঁকে।

মাথা নেড়ে হেসে তিনি বললেন, 'মন্দ নয় শার্ট নিয়ে তোর ঝামেলাটা!'

'হ্যাঁ, সত্যি' — লেভিন বললেন কী কথা তাঁকে বলা হচ্ছে সেটা না বুঝেই।

'তা কস্তিয়া, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়' — কপট ত্রাসের ভাব করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'গুরুতর প্রশ্ন। ঠিক এখনই এর সমস্ত

গুরুত্বটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হয়েছে, জ্বালানো মোমবাতি জ্বালানো হবে, নাকি না-জ্বালানো? দশ রুবলের তফাৎ' — ঠোঁট দু'খানা হাসিতে আকুঞ্চিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন বুঝলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না।

'তাহলে কী? জ্বালানো, নাকি না-জ্বালানো।'

'না-জ্বালানো, না-জ্বালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'কিন্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লেভিন যখন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউণ্টেস নর্ড্স্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মুখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল সুখের একটা অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, পুরোহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লেভিনকে কী যেন বললেন পুরোহিত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের বুঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।'

অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে।

অনেকখন ধরে লোকে ঠিক করে দিচ্ছিল তাঁকে। সব আশা তারা প্রায় ছেড়েই দিতে বসেছিল, কেননা যা উচিত সে হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন না, যা উচিত ধরছিলেন না সে হাতটাও। অবশেষে তিনি বুঝলেন যে জায়গা বদল না করে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে কনের ডান বাহু। অবশেষে যেমনটা উচিত সেভাবে যখন বাহুলগ্ন করলেন কনেকে, পুরোহিত কয়েক পা সামনে এসে থামলেন গ্রন্থপীঠের কাছে। আত্মীয় ও পরিচিতদের ভিড়টা গুঞ্জন করে পোশাকের কলাপ খসখসিয়ে এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। কে একজন নুয়ে ঠিক করে দিলে কনের কলাপ। গির্জা এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম গলে পড়ার শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ পুরোহিতের মাথায় উ'চু শিরোভূষণ, ঝকঝকে শাদা চুল দু'পাশে কানের পেছনে গোটানো। পিঠে এম্ব্রয়ডারি করা সোনালী ক্রস দেওয়া ভারী রুপোলী জরির আলখাল্লাটা থেকে তিনি ছোটো ছোটো বুড়োটে হাত বার করে গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করে নিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ সন্তর্পণে তাঁর কাছে কী যেন বললেন ফিসফিস করে তারপর লেভিনের দিকে চোখ মটকে আবার ফিরে এলেন তাঁর জায়গায়।

পুরোহিত পুষ্পালংকৃত দুটি বাতি জ্বালিয়ে বাঁ হাতে তা ধরে রাখলেন কাত করে যাতে তা থেকে মোমের ফোঁটা গড়ায় ধীরে ধীরে, তারপর মুখ ফেরালেন বর-কনের দিকে। ইনি সেই পুরোহিতই যাঁর কাছে পাপস্বীকার করেছিলেন লেভিন। ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি বর-কনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আলখাল্লার তল থেকে ডান হাত বার করে আশীর্বাদ করলেন বরকে, তারপর একইভাবে, কিন্তু কিছুটা সাবধানী একটা কোমলতা নিয়ে তাঁর গি'টগি'ট আঙুল রাখলেন কিটির অবনত মাথার ওপরে। ওঁদের বাতিদুটি দিয়ে ধূপ নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

'এ সব কি সত্যি?' লেভিন ভাবলেন, তাকালেন কনের দিকে। খানিকটা উ'চু থেকে তিনি দেখছিলেন কিটির মুখাবয়ব, তার ঠোঁট আর আঁখিপল্লবের চাঞ্চল্য থেকে বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিপাত সে অনুভব করছে। কিটি মুখ তুলে চাইল না, কিন্তু তার কু'চি দেওয়া খাড়া কলার কে'পে কে'পে উ'চু হয়ে ঠেকল তার ছোট্ট গোলাপী কানে। লেভিন দেখলেন

যে একটা নিশ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল তার বুকে, মোমবাতি ধরা লম্বা দস্তানা পরা ছোট্ট হাতখানা কাঁপছে।

শার্ট নিয়ে গোটা ঝামেলাটা, বিলম্ব, পরিচিতদের, আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা, তাঁদের অসন্তোষ, নিজের হাস্যকর অবস্থা — সব হঠাৎ মিলিয়ে গেল, একাধারে ভয় আর আনন্দ হল তাঁর।

দু'পাশে চাঁচর চিকুর নিয়ে রুপোলী আলখাল্লা পরা সুকুমার দীর্ঘাঙ্গ প্রধান ডিকন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দুই আঙুলে উত্তরীয় সামান্য তুলে ক্ষিপ্রবেগে গিয়ে থামলেন পুরোহিতের সামনে।

'আ-শী-র্বাদ করো হে প্র-ভু!' একের পর এক বায়ুতরঙ্গ তুলে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল সুগম্ভীর ধ্বনি।

'আমাদের প্রভু চিরকাল, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া পুণ্যময়' — নম্র সুরেলা গলায় জবাব দিয়ে পুরোহিত গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর জানলা থেকে গম্বুজ পর্যন্ত গোটা গির্জা গমগম করে কখনো উদাত্তে, কখনো মুহূর্তের জন্য থেমে, আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে উঠতে লাগল অদৃশ্য ঐকতান দলের পরিপূর্ণ, উদার, সুরম্য সুরসঙ্গীত।

বরাবরের মতো প্রার্থনা করা হল স্বর্গীয় শান্তি আর ত্রাণ, সিনোদ আর জারের জন্য; আজ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস সেই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনার জন্যও প্রার্থনা করা হল।

'ওদের ওপর পরম প্রেম, শান্তি, সাহায্য বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে' — সারা গির্জা যেন শ্বসিত হয়ে উঠল প্রধান ডিকনের কণ্ঠস্বরে।

কথাগুলো লেভিন শুনলেন, তাতে অভিভূত হলেন। তিনি নিজের সাম্প্রতিক সমস্ত আতংক ও সন্দেহের কথা স্মরণ করে ভাবলেন, 'সাহায্য, ঠিক সাহায্যই যে দরকার সেটা ওঁরা অনুমান করলেন কেমন করে? কী আমি জানি? এই ভয়ংকর ব্যাপারটায়' — মনে হল তাঁর, 'কী আমি করতে পারি সাহায্য ছাড়া? ঠিক সাহায্যই আমার এখন দরকার।'

ডিকন যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, পুরোহিত তখন বিবাহকৃত্যের গ্রন্থটি নিলেন:

বিনীত সুরেলা বাক্যে তিনি পড়তে লাগলেন, 'অনন্ত ঈশ্বর, যাহারা পৃথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী:

আইজাক ও রেবেকা, তাহাদিগের বংশধরদিগের বরাভয়দাতা এক্ষণে তোমার দাস এই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনাকে আশীর্বাদ করহ, উহাদিগে সমুদয় কল্যাণের পথে চালিত করহ। করুণাময় তুমি, মানবদরদী ঈশ্বর, তোমার পিতা ও পুত্রের জয়গান করিতেছি, এবং পবিত্র প্রেতের, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া।' — 'তথাস্তু!' ফের বাতাসে ঝরে পড়ল অদৃশ্য ঐকতান।

''যাহারা পৃথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী' — কী গভীর এই কথাগুলি এবং মনের এখন যা অনুভূতি, তার সঙ্গে কিরকম মিলে যায়' — ভাবলেন লেভিন, 'ও-ও কি ভাবছে আমার মতোই?'

ওর দিকে চাইতেই দৃষ্টিবিনিময় হল ওঁদের।

আর সে দৃষ্টির ব্যঞ্জনা থেকে তিনি স্থির করলেন সেও তাঁরই মতো ভাবছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়; বিবাহানুষ্ঠানের সময় যেসব গুরুগম্ভীর বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেগুলি হৃদয়ঙ্গম হয় নি কিটির, এমনকি কানেও যায় নি। কথাগুলো শোনা আর তার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে: যে একটা অনুভূতি তার বুক ভরে তুলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, সেটা ছিল খুবই প্রবল। দেড় মাস আগে তার প্রাণের মধ্যে যা ঘটে গেছে আর এই ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে পুলকিত করেছে, কষ্ট দিয়েছে, অনুভূতিটা হল তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ। তাদের আরবাৎ রাস্তার বাড়িতে কিটি যেদিন তার বাদামী পোশাকে লেভিনের কাছে গিয়ে আত্মনিবেদন করেছিল, সেই দিন ও সেই সময়টা থেকে আগেকার গোটা জীবনের সঙ্গে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তার প্রাণের মধ্যে, শুরু হয় একেবারেই নতুন, তার কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত অন্য একটা জীবন, যদিও আসলে পুরনো জীবনই চলছিল। এই ছয় সপ্তাহ তার কাছে ছিল অতি সুখাবেশ, অতি যন্ত্রণার এক কাল। তার সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার কাছে তখনো দুর্জ্ঞেয় এই মানুষটিকে ঘিরে যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে মানুষটার চেয়েও দুর্জ্ঞেয় এক হৃদয়াবেগে, যা কখনো তাকে কাছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, ওদিকে দিন কেটে যেতে লাগল পুরনো জীবনের পরিস্থিতিতেই। পুরনো জীবন কাটাতে কাটাতে তার সমস্ত অতীত — বস্তু, অভ্যাস, যারা তাকে ভালোবাসত আর ভালোবাসে, এমন সমস্ত লোক, এই উদাসীনতায়

মায়ের দুঃখ, তার স্নেহশীল সুকোমল পিতা, আগে যাকে সে ভালোবাসত দুনিয়ায় সবার চেয়ে বেশি — এই গোটা অতীতের প্রতি তার পরিপূর্ণ অপরাজেয় একটা ঔদাসীন্যে ভয় হত তার। কখনো তার ভয় হত এই ঔদাসীন্যে, কখনো আনন্দ হত সেই অবস্থাটার জন্য যা তাকে এই ঔদাসীন্যে নিয়ে এসেছে। এই মানুষটির সঙ্গে জীবন বাদ নিয়ে কিছু ভাবা, কিছু চাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে; কিন্তু সে জীবন তখনো শুরু হয় নি, সেটা এমনকি পরিষ্কার করে কল্পনা করতেও পারছিল না কিটি। ছিল শুধু একটাই প্রত্যাশা: যা নতুন ও অজানা তার ভীতি ও আনন্দ। এখন সেই প্রত্যাশা, সেই অজানাটা, আগের জীবন পরিত্যাগের জন্য খেদ — সবকিছুর অবসান হয়ে নতুনের শুরু হল বলে। অজ্ঞেয়তার জন্য এই নতুনটা ভয়াবহ না হয়ে পারে না; তবে ভয়াবহ হোক বা না হোক, সেটা তার অন্তরের মধ্যে ঘটে গেছে ছয় সপ্তাহ আগে; বহু আগে যা ঘটেছে তার প্রাণের মধ্যে, এখন কেবল মন্ত্রপূত করা হচ্ছে তাকে।

ফের গ্রন্থপীঠের দিকে ফিরে অতি কষ্টে পুরোহিত কিটির ছোট্ট আংটিখানা তুলে নিলেন এবং লেভিনের হাত চেয়ে নিয়ে তা পরালেন আঙুলের প্রথম গিঁটে। 'ঈশ্বরের দাস কনস্তান্তিন ঈশ্বরের দাসী ইয়েকাতেরিনার দারপরিগ্রহ করছেন।' আর বড়ো আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট, গোলাপী, দুর্বলতায় করুণ আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললেন একই কথা।

কী করতে হবে, বর-কনে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করলে, আর প্রতিবারই ভুল হল তাদের, পুরোহিত ফিসফিসিয়ে তাদের শুধরে দিলেন। অবশেষে যা করার ছিল করে আংটি দিয়ে তাদের ক্রস করে পুরোহিত ফের কিটিকে দিলেন বড়ো আংটিটা, লেভিনকে ছোটো; ফের গোলমাল হয়ে গেল ওদের, দু'বার হাতবদল হল আংটিদুটির; তাহলেও যা দরকার ছিল, সেটা হল না।

ডল্লি, চিরিকভ আর স্তেপান আর্কাদিচ এগিয়ে গেলেন সাহায্যে। শুরু হল চাঞ্চল্য, ফিসফিসানি, হাসাহাসি, কিন্তু বর-কনের গুরুত্বপূর্ণ মর্মস্পর্শী মুখভাব বদলাল না; বরং আংটির ব্যাপারে গোলমাল করে ফেলার পর তাদের মুখভাব হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়েও গুরুগম্ভীর আর যে হাসি নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ফিসফিস করে বলছিলেন যে এবার

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আংটি পরুক, সেটা আপনা থেকে মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাঁর মনে হল, যেকোনো হাসিতেই আহত বোধ করবে ওরা।

'আদি হইতে তুমি নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করিলেক' — অঙ্গুরী বিনিময়ের পর পড়তে লাগলেন পুরোহিত, 'সাহায্যের লাগি এবং মানবজাতির বংশরক্ষার লাগি তুমি স্বামীকে দাও স্ত্রী। তোমার উত্তরাধিকারের মধ্যে এবং তোমার প্রতিশ্রুতিতে সত্যকে যিনি প্রেরণ করেন, তোমার দাস, বংশে বংশে নির্বাচিত আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট, হে প্রভু পরমেশ্বর, তোমার দাস কনস্তান্তিন আর দাসী ইয়েকাতেরিনাকে অবলোকন করো এবং বিশ্বাসে, সমভাবনায়, সত্যে ও প্রেমে উহাদিগের পরিণয় সংহত করো...'

লেভিনের ক্রমেই মনে হতে লাগল যে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা ছিল, কিভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর যা স্বপ্ন, সে সবই নেহাৎ ছেলেমানুষি, এটা এমন একটা জিনিস যা তিনি এতদিন পর্যন্ত বোঝেন নি, এখন তো আরো কম বুঝছেন, যদিও ব্যাপারটা ঘটছে তাঁকে নিয়েই; বুকে তাঁর ক্রমেই বেশি করে একটা খামচি বোধ হতে থাকল, চোখ ফেটে বেরুল অবাধ্য অশ্রু।

॥ ৫ ॥

গির্জায় ছিল গোটা মস্কো, আত্মীয় পরিচিত সবাই। বিবাহানুষ্ঠানের সময় আলো-ঝলমল গির্জায়, সুসজ্জিত নারী ও ললনা, শাদা টাই, ফ্রক-কোট, আর ফৌজী উর্দি পরা পুরুষদের ভিড়ে শালীনতা মেনে মৃদু কথোপকথনের আর বিরাম ছিল না। সেটা চালাচ্ছিল প্রধানত পুরুষেরাই. মেয়েরা ছিল অনুষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে তন্ময়, সর্বদাই এগুলি তাদের পবিত্র অনুভূতিকে নাড়া দেয়।

কনের সবচেয়ে কাছের মহলটায় ছিলেন তার দুই দিদি: ডল্লি এবং বিদেশ থেকে আগত ধীর-স্থির সুন্দরী বড়দি ল্ভভা।

'বিয়েতে মারি এ কী একটা বেগুনি গাউন পরে এসেছে, প্রায় কালো বললেই চলে' — বললেন কর্সুনস্কায়া।

‘ওর গায়ের যা রঙ, তাতে এইটেই একমাত্র উদ্ধার’ -- মন্তব্য করলেন দ্রুবেৎস্কায়া, ‘কিন্তু আমার অবাক লাগছে, বিয়ের অনুষ্ঠানটা করা হল সন্ধ্যায় কেন। এ যে বেনিয়াদের রেওয়াজ...’

‘সন্ধ্যেতেই আরও সুন্দর লাগে। আমারও বিয়ে হয়েছিল সন্ধ্যায়’ -- বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্সুন্স্কায়া। তাঁর মনে পড়ল সে দিনটায় কী মধুর দেখিয়েছিল তাঁকে, স্বামী ছিল কী হাস্যকর রকমের প্রেমোন্মাদ আর এখন সবই কী অন্যরকম।

‘লোকে বলে, দশ বারের বেশি যে শাফের হয়, তার বিয়ে হয় না। আত্মরক্ষার জন্যে আমি দশম বার শাফের হব ভাবছিলাম, কিন্তু বেদখল হয়ে গেছে আমার জায়গাটা’ -- সুন্দরী প্রিন্সেস চার্স্কায়াকে বলছিলেন কাউণ্ট সিনিয়াভিন। তাঁর ওপর সুন্দরীর নজর ছিল।

চার্স্কায়া জবাবে শুধু হাসলেন। কিটিকে দেখছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন কবে আর কিভাবে তিনি কাউণ্ট সিনিয়াভিনের সঙ্গে দাঁড়াবেন কিটির অবস্থায় এবং কেমন করে তিনি ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন আজকের এই রসিকতার কথাটা।

বর্ষীয়সী রানী-সহচরী নিকোলায়েভাকে শ্যেরবাৎস্কি বলছিলেন যে তিনি কিটির কুন্তলের ওপর মুকুট তুলে ধরবেন বলে ঠিক করেছেন যাতে সে সুখী হয়।

‘পরচুলা পরতে হত না’ -- বললেন নিকোলায়েভা। অনেক আগেই তিনি স্থির করে রেখেছেন, যে বৃদ্ধ বিপত্নীকটির জন্য তিনি টোপ ফেলছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা হবে নিতান্ত সাদামাটা, ‘এ সব রঙচঙ আমার ভালো লাগে না।’

দারিয়া দ্মিত্রিয়েভনাকে সের্গেই ইভানোভিচ রসিকতা করে বোঝাচ্ছিলেন যে বিয়ের পরই চলে যাওয়ার রেওয়াজটা ছড়াচ্ছে কারণ নববিবাহিতরা সর্বদাই খানিকটা লজ্জা পায়।

‘আপনার ভাইয়ের গর্ব হওয়ার কথা। আশ্চর্য মিষ্টি মেয়ে কিটি। মনে হয় আপনার ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না?’

‘আমি ওটা কাটিয়ে উঠেছি দারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা’ -- জবাব দিলেন তিনি আর মুখখানা তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল বিমর্ষ, গুরুগম্ভীর।

স্তেপান আর্কাদিচ শ্যালিকাকে বলছিলেন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর কৌতুকের কথা।

'ফুলের মুকুটটা ঠিক করে দিতে হয়' — ওঁর কথা না শুনে জবাব দিলেন শ্যালিকা।

'ওর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, কী দুঃখের কথা' — ল্ভভাকে বলছিলেন কাউণ্টেস নর্ডস্টন, 'যাই বলুন, ও কিটির কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। তাই না?'

'তা কেন, ওকে আমার খুবই ভালো লাগে। আর সেটা আমার ভাবী beau-frère* বলে নয়' — জবাব দিলেন ল্ভভা, 'আর কী সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছে! এ অবস্থায় অমন থাকতে পারা — হাস্যকর না দেখানো সহজ নয়। ওকে কিন্তু হাস্যকরও লাগছে না, কাঠখোট্টাও নয়। বোঝা যায় যে বিচলিত।'

'মনে হচ্ছে আপনি এটা চাইছিলেন?'

'প্রায়। কিটি বরাবরই ভালোবেসেছে ওকে।'

'তা বেশ, দেখা যাক ওদের মধ্যে কে আগে দাঁড়াবে গালিচায়; আমি কিটিকে বলে রেখেছি।'

'ওতে কিছু এসে যায় না' — উত্তর দিলেন ল্ভভা, 'আমরা সর্বদাই বাধ্য স্ত্রী। ওটা আমাদের ধাত।'

'আর আমি ইচ্ছে করেই ভাসিলির আগে গিয়ে দাঁড়াই আর আপনি, ডল্লি?'

ডল্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই, ওঁদের কথা শুনছিলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, না কেঁদে কিছু বলতে তিনি পারতেন না। কিটি আর লেভিনের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর; মনে মনে নিজের বিয়ের দিনটায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখছিলেন জ্বলজ্বলে-মুখ স্তেপান আর্কাদিচকে, ভুলে গেলেন নিজের বর্তমান, মনে পড়ছিল কেবল তাঁর প্রথম নিষ্কলংক ভালোবাসার কথা। তিনি স্মরণ করলেন শুধু নিজেকে নয়, নিকট ও পরিচিত সমস্ত নারীদেরই; স্মরণ করলেন তাদের একমাত্র জয়জয়ন্তীর দিনটা যখন কিটির মতোই বুকের মধ্যে ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মুকুটের তলে, অতীতকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করেছিল রহস্যময় ভবিষ্যতে। এই ধরনের যত নববধূর কথা তাঁর মনে হল, তার মধ্যে ছিলেন তাঁর

* জামাতা (ফরাসি)।

মিষ্টি আন্নাও, যাঁর সম্ভাব্য বিবাহবিচ্ছেদের বৃত্তান্ত তিনি শুনেছেন সম্প্রতি। তিনিও এমনি কমলা রঙের ফুলে আর অবগুণ্ঠনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিষ্কলুষ মূর্তিতে। আর এখন?'

'ভারি অদ্ভুত' — বললেন তিনি।

ক্রিয়াকর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি লক্ষ করছিলেন শুধু বোনেরা, বান্ধবীরা এবং আত্মীয়স্বজনেরাই নয়; বাইরের মেয়েরা, দর্শনার্থীরাও পাছে বর-কনের কোনো একটা ভঙ্গি, কোনো একটা মুখভাব দৃষ্টিচ্যুত হয় এই ভয়ে উদ্বেল হৃদয়ে দম বন্ধ করে সব লক্ষ করছিলেন এবং নির্বিকার পুরুষদের রহস্য করে বলা অথবা অবান্তর উক্তির উত্তর দিচ্ছিলেন না, প্রায়শ শুনছিলেনই না।

'অমন কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন? নাকি বিয়ে করছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'অমন সুকুমার একজন বরকে বিয়ে করতে গেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কী আছে? প্রিন্স নাকি?'

'শাদা রেশমের পোশাকে — ও কি ওর বোন? শোনো শোনো ডিকন এবার কেমন করে হেঁকে ওঠে: 'নারী ভয় করো তোমার পতিকে।''

'চুদোভের ঐকতান দল?'

'না, সিনোদের।'

'চাপরাশিকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বলছে যে বর এখুনি ওকে নিয়ে যাবে নিজের মহালে। বলছে, সাংঘাতিক বড়োলোক। সেই জন্যেই বিয়ে দিলে।'

'না, দুটিতে মানিয়েছে বেশ।'

'আর আপনি মারিয়া ভ্লাসিয়েভনা আমায় বলছিলেন যে ক্রনোলিন আজকাল কেউ আর ওরকম পরে না। আলতা রঙের পোশাকে ওই ওকে দেখুন, শুনছি নাকি রাষ্ট্রদূতের বৌ, কী মেখলা... একবার এদিক, আবার ওদিক।'

'আহা, বেচারি কনে, বধ করার আগে যেন সাজানো মেষটি! যতই বলো, করুণা হয় আমাদের বোনেদের দেখলে।'

গির্জার দরজা দিয়ে যারা সেঁধতে পেরেছিল, এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল সে সব দর্শনার্থীদের মধ্যে।

॥ ৬ ॥

অঙ্গুরীবিনিময় অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর গির্জার একজন লোক গোলাপী রঙের এক টুকরো রেশমী বস্ত্র পেতে দিলে গির্জার মাঝখানে গ্রন্থপীঠটার সামনে, ঐকতান দল শুরু করল জটিল ও নিপুণ একটি স্তোত্র, যাতে তারা ও উদারা স্বরগ্রাম বাজছিল সংঘাতে। পুরোহিত ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা গোলাপী বস্ত্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বর-কনেকে। গালিচায় প্রথম যে পা দেবে পরিবারে তারই থাকবে প্রাধান্য, এই সুলক্ষণটা নিয়ে কতবার কত কথাই না তাঁরা শুনেছেন, কিন্তু গালিচার দিকে কয়েক পা তাঁরা যখন এগিয়ে গেলেন, তখন কিটি বা লেভিন কারুর সে কথা মনে পড়ল না। এক দলের মতে লেভিন প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, অন্য দলে দু'জনে গেছে একসঙ্গেই, এই নিয়ে তুমুল মন্তব্য ও বিতর্কও কানে গেল না তাঁদের।

পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে তারা রাজি আছে কিনা, অন্য কাউকে বাগ্‌দান করেছে কিনা, এই সব চলতি প্রশ্নের যেসব জবাব তাঁদের নিজেদের কানেই অদ্ভুত শোনাল, তারপর শুরু হল নতুন আচার। প্রার্থনার কথাগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা করে তা শুনছিল কিটি, কিন্তু মনে ধরতে পারছিল না। অনুষ্ঠান যত এগুচ্ছিল, মন তার ততই ভরে উঠছিল একটা বিজয়বোধ আর সমুজ্জ্বল আনন্দে, মনোনিবেশের ক্ষমতা থাকছিল না তার।

প্রার্থনা করা হল: 'উহাদিগে আরও দান করো শুচিতা ও গর্ভফল, উহাদিগে আহ্লাদিত করো পুত্র ও কন্যার মুখদর্শন করাইয়া।' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, ঈশ্বর আদমের পঞ্জরাস্থি থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং 'তার জন্য মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং দুই দেহ এক হইবেক' আর 'ইহা মহারহস্য'; প্রার্থনা করা হল, ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ মোজেস আর জিপ্পোরাকে যেমন দিয়েছেন, এদেরও তেমনি উর্বরতা আর আশীর্বাদ দিন, এরা যেন নিজেদের পুত্রের পুত্রদের দেখে যায়। এ সব শুনতে শুনতে কিটি ভাবছিল, 'সবই অপূর্ব, এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না' — তার দীপ্ত মুখে জ্বলজ্বল করছিল সুখের হাসি যা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হচ্ছিল অন্যদের মধ্যেও যারা তাকাচ্ছিল তার দিকে।

পুরোহিত যখন ওদের মুকুট পরালেন আর শ্যেরবাৎস্কি তিন বোতামের দস্তানা পরা কাঁপা কাঁপা হাতে সে মুকুট কিটির মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরে রাখলেন, তখন কেউ কেউ যেন পরামর্শ দিলে, 'পুরোপুরি পরিয়ে দিন!'

'পরিয়ে দিন!' হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

কিটির দিকে চাইলেন লেভিন, তার মুখের আনন্দ ঝলকে অভিভূত বোধ করলেন তিনি; অজ্ঞাতসারে সে আনন্দটা সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যেও। কিটির মতোই তিনি উদ্‌ভাসিত আর খুশি হয়ে উঠলেন।

বাইবেল পাঠ এবং শেষ শ্লোকে ডিকনের যে কণ্ঠনির্ঘোষের জন্য বাইরের লোক অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল তা শুনতে ভালো লাগছিল তাঁদের। ভালো লাগছিল চ্যাপ্টা পাত্র থেকে জল-মেশানো উষ্ণ সুরা পান করতে। আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগল যখন পুরোহিত তাঁর আঙরাখা তুলে দু'হাতে ওঁদের নিয়ে গেলেন গ্রন্থপীঠ প্রদক্ষিণে আর জলদগম্ভীর গলায় একক গায়ক গেয়ে উঠল: 'উল্লাস করো ইসায়া'। মুকুটবাহক শ্যেরবাৎস্কি আর চিরিকভও কনের কলাপে জড়িয়ে গিয়ে কেন জানি হাসছিল, আনন্দ হচ্ছিল তাদেরও, কখনো দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল তারা আর পুরোহিত থেমে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল বর-কনের ওপর। আনন্দের যে ফুলকি জ্বলে উঠেছিল কিটির মধ্যে, মনে হল তা যেন গির্জায় উপস্থিত সকলের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর যা ইচ্ছা হচ্ছে, পুরোহিত আর ডিকনও সেইভাবে হাসতে চাইছেন বলে মনে হল লেভিনের।

ওঁদের মাথার ওপর থেকে মুকুট তুলে নিয়ে পুরোহিত পাঠ করলেন শেষ প্রার্থনা, অভিনন্দন জানালেন নবদম্পতিকে। লেভিন চাইলেন কিটির দিকে, এমনটা তাকে আগে আর কখনো দেখেন নি। তার মুখে সুখের যে নতুন প্রভা দেখা দিয়েছে, তাতে অপরূপ লাগছিল তাকে। লেভিন তাকে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিনা। পুরোহিত উদ্ধার করলেন তাঁকে। সহৃদয় মুখে হাসি নিয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'চুম্বন করুন স্ত্রীকে, আর আপনি চুম্বন করুন স্বামীকে।' ওঁদের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে নিলেন তিনি। সন্তর্পণে স্মিত ওষ্ঠপুটে চুম্বন করলেন লেভিন, তারপর কিটিকে বাহুলগ্না করে নৈকট্যের একটা নতুন বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গির্জা থেকে। এটা যে সত্যি তা বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর, বিশ্বাস

করতে পারছিলেন না। শুধু যখন তাঁদের ভীরু ভীরু বিস্মিত দৃষ্টির বিনিময় হচ্ছিল, কেবল তখনই বিশ্বাস করছিলেন তিনি, কেননা অনুভব করছিলেন ওঁরা এখন এক।

নৈশাহারের পর নবদম্পতি সেই রাতেই চলে গেলেন গ্রামে।

॥ ৭ ॥

আন্না আর ভ্রন্স্কি একসঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করছেন আজ তিন মাস। তাঁরা যান ভেনিস, রোম এবং নেপ্‌ল্‌সে। এখন সদ্য এসেছেন ছোটো একটি ইতালীয় শহরে কিছুকাল এখানে কাটাবেন বলে।

পকেটে হাত গুঁজে, অবজ্ঞাভরে চোখ কুঁচকে সমীপবর্তী এক ভদ্রলোককে কী একটা কড়া জবাব দিচ্ছিল সুদর্শন চেহারার হেড ওয়েটার, পমেড মাখানো ঘন চুল তার ঘাড় থেকে পাট করা, পরনে ফ্রক-কোট, বাতিস্ত শার্টে ঢাকা চওড়া বুক, গোল পেটের ওপর একগোছা দোলক। ঢোকবার অন্য মুখ থেকে সিঁড়ির দিকে পদশব্দ যেতে শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং তাদের ওখানে সেরা ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছেন যে রুশী কাউণ্ট, তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে পকেট থেকে হাত বার করে মাথা নুইয়ে জানাল যে কুরিয়ার এসেছিল, পালাৎসো ভাড়া নেওয়া চলবে, সরকার চুক্তি সই করতে রাজি।

'আ, খুশি হলাম' — ভ্রন্স্কি বললেন, 'উনি কি ঘরে আছেন?'

ওয়েটার বললে, 'উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তবে এখন ফিরেছেন।'

চওড়া কানার নরম টুপিটা মাথা থেকে খুলে ভ্রন্স্কি তাঁর ঘর্মাক্ত কপাল আর চুল মুছলেন। চুল নেমে এসেছে কানের আধখানা পর্যন্ত, উল্টো দিকে তা আঁচড়ানোয় ঢাকা পড়েছে টাকটা। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সে দিকে চেয়ে চলে যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

ওয়েটার বললে, 'এ ভদ্রলোক রুশী, আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।'

পরিচিতদের হাত এড়িয়ে কোথাও যাবার নেই বলে বিরক্তি আর নিজের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য লাভের বাসনার একটা মিশ্র অনুভূতি

নিয়ে যে ভদ্রলোক খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দিকে আরো একবার চাইলেন ভ্রন্‌স্কি; আর একই সঙ্গে জ্বলজ্বল করে উঠল দুজনেরই চোখ।

'গোলেনিশ্যেভ!'

'ভ্রন্‌স্কি!'

সত্যিই ইনি গোলেনিশ্যেভ, পেজ কোরে থাকাকালে ভ্রন্‌স্কির বন্ধু। কোরে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের লোক, কোর থেকে বেরন অসামরিক পদ নিয়ে, ফৌজে কোথাও কাজ করেন নি। কোর থেকে উত্তীর্ণ হবার পর দুই বন্ধুর একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, পরে দেখা হয়েছিল কেবল একবার।

সে সাক্ষাৎটা থেকে ভ্রন্‌স্কি বুঝেছিলেন যে গোলেনিশ্যেভ কী-সব উচ্চমার্গীয় উদারনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সে কারণে ভ্রন্‌স্কির ক্রিয়াকলাপ ও পদে নাক সিঁটকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। তাই গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ভ্রন্‌স্কি লোকেদের সামনে বরাবর যা করে থাকেন তেমন একটা শীতল ও গর্বিত ভাব ধারণ করেছিলেন যা শুধু তিনিই পারেন, যাতে বোঝানো হয়: 'আমার জীবনধারা আপনার ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, ওতে আমার কিছুই এসে যায় না; কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইলে সম্মান করতে হবে আমায়।' ভ্রন্‌স্কির ভাবভঙ্গিতে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন ঘৃণাভরে উদাসীন। এ সাক্ষাৎটায় তাঁদের মনোমালিন্য বেড়ে যাবে বলেই মনে হতে পারত। এখন কিন্তু পরস্পরকে চিনতে পেরে জ্বলজ্বলে মুখে তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন আনন্দে। ভ্রন্‌স্কি কখনো ভাবতেই পারেন নি যে গোলেনিশ্যেভকে দেখে এত খুশি হবেন, তবে সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না কত একঘেয়ে লাগছিল তাঁর। গত সাক্ষাৎকার যে অপ্রীতিকর ছাপ ফেলেছিল সেটা তিনি ভুলে গেলেন; আন্তরিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন বন্ধুর দিকে। গোলেনিশ্যেভের মুখেও আগের শংকার ছায়া কেটে গিয়ে ফুটে উঠল একই রকম আনন্দ।

'কী যে খুশি হলাম তোকে দেখে!' অমায়িক হাসিতে নিজের শক্ত শাদা দাঁত উদ্‌ঘাটিত করে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'আমি অবিশ্যি ভ্রন্‌স্কি নামটা শুনেছিলাম, কিন্তু কোন ভ্রন্‌স্কি, জানতাম না। খুব আনন্দ হচ্ছে!'

'চল যাই। কী করছিস তুই?'

'এখানে আমি আছি এই দ্বিতীয় বছর। কাজ করছি।'

'আ!' দরদ দিয়েই বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'চল যাই।'

এবং রুশীদের যা অভ্যাস, চাকরবাকরদের কাছ থেকে যেটা লুকিয়ে রাখতে চান সেটা রুশ ভাষায় না বলে বলতে লাগলেন ফরাসিতে।

'কারেনিনার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে? একসঙ্গে ভ্রমণ করছি আমরা, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি' — মন দিয়ে গোলেনিশ্চেভের মুখভাব লক্ষ করতে করতে তিনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

'বটে! আমি জানতামই না' (যদিও জানতেন) — নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন গোলেনিশ্চেভ, 'কতদিন হল এসেছিস?' যোগ দিলেন তিনি।

'আমি? এই চার দিন' — ফের মন দিয়ে বন্ধুর মুখভাব নজর করে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'না, ও সজ্জন লোক, ব্যাপারটাকে নিচ্ছে যেভাবে নেওয়া উচিত' — গোলেনিশ্চেভের মুখভাব এবং কথাবার্তার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার তাৎপর্য ধরতে পেরে ভ্রন্‌স্কি ভাবলেন মনে মনে, 'আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যা উচিত সেইভাবেই ও নিচ্ছে।'

আন্নার সঙ্গে এই তিন মাস বিদেশে কাটাবার সময় যত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির আলাপ হয়েছে, সর্বদাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিভাবে নিচ্ছেন এই নতুন লোকটি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে যেমন উচিত তেমন একটা উপলব্ধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এবং যাঁরা উচিতমতো বুঝছেন তাঁদের প্রশ্ন করা হত এই উপলব্ধিটা ঠিক কী, তাহলে তিনি এবং তাঁরা বড়োই মুশকিলে পড়তেন।

আসলে ভ্রন্‌স্কির ধারণা অনুসারে 'যেমন উচিত' সেভাবে যাঁরা বুঝছেন, তাঁরা মোটেই সেটা বুঝতেন না, চারিপাশের জীবনের সব দিক থেকে যত জটিল ও অসমাধিত প্রশ্ন ঘিরে ধরে, তাদের প্রসঙ্গে সুসভ্য লোকেরা যে মনোভাব নেন, সাধারণভাবে এঁরাও চলতেন সেইভাবে — চলতেন ভদ্রভাবে, আভাস-ইঙ্গিত ও অশোভন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ভাব করতেন যেন অবস্থাটার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁরা পুরো বোঝেন, বলতে কি স্বীকার এবং অনুমোদনই করেন, তবে মনে করেন যে এ সব বোঝাতে যাওয়া অনুচিত ও অনাবশ্যক।

ভ্রন্‌স্কি তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন যে গোলেনিশ্যেভ ওইরকম একজন লোক, সুতরাং তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দ হল দ্বিগুণ। আর সত্যিই তাই। কারেনিনার কাছে যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যা ভ্রন্‌স্কির পক্ষে মাত্র আশা করাই সম্ভব। স্পষ্টতই, উনি অনায়াসে এমন সমস্ত আলাপই এড়িয়ে গেলেন যা অস্বস্তিকর হতে পারত।

আন্নাকে তিনি আগে দেখেন নি, তাই তাঁর রূপে এবং আরো বেশি করে যেরকম সহজভাবে নিজের অবস্থাটা তিনি নিচ্ছেন, তাতে অভিভূত হলেন তিনি। ভ্রন্‌স্কি যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে আসেন, তখন রাঙা হয়ে ওঠেন আন্না, আর শিশুসুলভ এই যে লালিমাটা তাঁর খোলামেলা সুন্দর মুখখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অসাধারণ ভালো লাগল গোলেনিশ্যেভের। বিশেষ করে তাঁর এইটে ভালো লাগল যে বাইরের লোকের কাছে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, সে জন্য ভ্রন্‌স্কিকে তিনি যেন ইচ্ছে করেই ডাকছিলেন ডাকনাম ধরে, আর বললেন যে ওঁর সঙ্গে নতুন ভাড়া নেওয়া একটা বাড়িতে তাঁরা উঠে যাচ্ছেন, এখানে যাকে বলে পালাৎসো। নিজের অবস্থা সম্পর্কে এই সোজাসুজি, খোলাখুলি মনোভাব গোলেনিশ্যেভের ভালো লাগল। আন্নার দিল-খোলা হাসিখুশি প্রাণবন্ত হাবভাব দেখে এবং আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ও ভ্রন্‌স্কি দুজনকেই চিনতেন বলে গোলেনিশ্যেভের মনে হল তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন আন্নাকে। তাঁর মনে হল আন্না যেটা কখনোই বুঝতে পারেন নি সেটা তিনি বুঝতে পারছেন, যথা: স্বামীকে অসুখী করে, তাঁকে ও পুত্রকে ছেড়ে এসে, নিজের সুনাম হারিয়ে কী করে তিনি নিজেকে প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, সুখী বলে অনুভব করতে পারেন।

'গাইড-বইয়ে ওটার কথা আছে' — ভ্রন্‌স্কি যে পালাৎসোটা ভাড়া নিচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে বললেন গোলেনিশ্যেভ, 'একটা তিনতোরেত্তোও আছে সেখানে। তাঁর শেষ জীবনের কাজ।'

'শুনুন বলি-কি, চমৎকার আবহাওয়া, ওখানে যাওয়া যাক। আরেক বার বাড়িটা দেখে আসি' — ভ্রন্‌স্কি বললেন আন্নাকে।

'খুব ভালো, এক্ষুনি আমি টুপি পরে নিচ্ছি। বলছেন, গরম?' দরজার কাছে থেমে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কির দিকে চেয়ে আন্না বললেন। ফের জ্বলজ্বলে রঙ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে।

তাঁর চাউনি থেকে ভ্রন্স্কি টের পেলেন যে আন্না বুঝতে পারছেন না গোলেনিশ্চেভের সঙ্গে ভ্রন্স্কি কিরকম সম্পর্ক পাতাতে চান, এবং ভ্রন্স্কি যা চাইছিলেন সেভাবে চলেছেন কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছেন আন্না।

আন্নার দিকে দীর্ঘ কমনীয় দৃষ্টিপাত করলেন তিনি।

বললেন, 'না, তেমন গরম নয়।'

এবং আন্নার মনে হল তিনি সব বুঝতে পেরেছেন, প্রধান ব্যাপারটা হল এই যে আন্নার ব্যবহারে তিনি খুশি। তাঁর দিকে হেসে দ্রুত চলনে আন্না বেরিয়ে গেলেন।

দুই বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দু'জনের মুখেই একটা বিব্রত ভাব। স্পষ্টতই, আন্নাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গোলেনিশ্চেভ তাঁর সম্পর্কে কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না সেটা কী, আর ভ্রন্স্কি সেটা জানতেও চাইছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন।

কিছু একটা আলাপ চালাবার জন্য ভ্রন্স্কি শুরু করলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার। তাহলে তুই এখানেই বাসা বেঁধেছিস? ওই একই কাজ নিয়ে আছিস?' ভ্রন্স্কি শুনেছিলেন যে গোলেনিশ্চেভ কী একটা যেন লিখছিলেন, সেটা স্মরণ হওয়ায় কথা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'হ্যাঁ, 'দুই মূলনীতি'র দ্বিতীয় অংশ লিখছি আমি' — এ জিজ্ঞাসায় পরিতোষ লাভ করায় উত্তেজিত হয়ে গোলেনিশ্চেভ বলে উঠলেন, 'মানে, সঠিক বললে, এখনো লিখতে শুরু করি নি, তবে মালমসলা জোগাড় করছি। প্রথম অংশটার চেয়ে এটা হবে অনেক বিস্তারিত, প্রায় সমস্ত প্রশ্নই আলোচিত হবে তাতে। আমাদের রাশিয়ায় লোকে বুঝতে চায় না যে আমরা বাইজান্টিয়ামের উত্তরাধিকারী' — এই বলে একটা লম্বাচওড়া উত্তেজিত ব্যাখ্যা তিনি শুরু করলেন।

প্রথমটায় ভ্রন্স্কির অস্বস্তি হচ্ছিল এই জন্য যে 'দুই মূলনীতি'র প্রথম অংশের কথা তিনি জানতেন না অথচ লেখক তার উল্লেখ করছিলেন এমনভাবে যেন ওটা সকলের পড়া। কিন্তু পরে, গোলেনিশ্চেভ যখন তাঁর বক্তব্যগুলো রাখছিলেন এবং ভ্রন্স্কি তা অনুসরণ করতে পারছিলেন, তখন 'দুই মূলনীতি' না জেনেও তিনি তাঁর কথা শুনছিলেন বিনা আগ্রহে নয়, কেননা গোলেনিশ্চেভ কথা কইছিলেন ভালো। কিন্তু যে ক্ষিপ্ত সুরে গোলেনিশ্চেভ তাঁর বিষয়বস্তুর আলোচনা করছিলেন সেটায়

ভ্রন্স্কির বিস্ময় ও বিরক্তি বোধ হল। গোলেনিশ্চেভ যত বলে যাচ্ছিলেন ততই ধকধক করতে লাগল তাঁর চোখ, কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে আপত্তিতে দেখা যাচ্ছিল ততই তাড়া, মুখভাব হয়ে উঠছিল ততই শংকাবহ ও ক্ষুব্ধ। কোরে গোলেনিশ্চেভকে একটি রোগা প্রাণবন্ত সহৃদয় ও উদার ছেলে বলে ভ্রন্স্কির মনে আছে, সর্বদাই সে ছিল পয়লা নম্বরের ছাত্র, তাই এ উষ্মার কারণ ভ্রন্স্কি বুঝতে পারছিলেন না, বিরূপ বোধ করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এইটে তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না যে বড়ো ঘরের ছেলে হয়েও গোলেনিশ্চেভ নিজেকে এক পঙক্তিতে ফেলছেন কীসব লিখিয়েদের সঙ্গে, যারা তাঁকে চটাচ্ছে এবং তিনি ওদের ওপর রাগছেন। এর কি কোনো মানে হয়? এটা ভ্রন্স্কির ভালো লাগছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে গোলেনিশ্চেভ দুঃখী, তাই কষ্ট হচ্ছিল ওঁর জন্য। উনি যখন আন্নার প্রবেশ পর্যন্ত লক্ষ না করে অধৈর্য ও উত্তেজিত হয়ে নিজের ভাবনাগুলো বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চঞ্চল এবং যথেষ্ট সুন্দর মুখখানায় সে দুঃখটা দেখা যাচ্ছিল যা পড়ে প্রায় উন্মত্ততার পর্যায়ে।

আন্না যখন টুপি আর কেপ পরে সুন্দর হাতে দ্রুত ছাতা নাড়াচাড়া করতে করতে ভ্রন্স্কির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর ওপরে স্থিরনিবদ্ধ গোলেনিশ্চেভের কাতর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে ভ্রন্স্কি বাঁচলেন, প্রাণপ্রচুর্য ও আনন্দে ভরপুর তাঁর অপরূপ বান্ধবীর দিকে চাইলেন নতুন একটা প্রেমাকুল দৃষ্টিতে। সহজে সচেতন হয়ে উঠতে পারছিলেন না গোলেনিশ্চেভ, প্রথম দিকে তিনি হয়ে রইলেন বিষণ্ণ, মনমরা। কিন্তু সবার প্রতি সুপ্রসন্ন আন্না (সে সময় তিনি যা ছিলেন) নিজের সহজ ও হাসিখুশি ভাবভঙ্গিতে অচিরেই চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে। কথোপকথনের নানা প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্রকলার কথায়। এ বিষয়ে খুবই ভালো বলছিলেন তিনি, আন্নাও শুনছিলেন মন দিয়ে। পায়ে হেঁটে গিয়ে ভাড়া করা বাড়িটা তাঁরা দেখলেন।

ওঁরা যখন ফিরে এলেন, গোলেনিশ্চেভকে আন্না বললেন, 'একটা জিনিসে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ভালো একটা স্টুডিও হবে আলেক্‌সেইয়ের। অবশ্য-অবশ্যই তুমি এই ঘরখানা নেবে' -- ভ্রন্স্কিকে তিনি বললেন রুশীতে আর 'তুমি' বললেন কেননা আন্না বুঝেছিলেন যে

তাঁদের নিঃসঙ্গতায় গোলেনিশ্চেভ হয়ে দাঁড়াবেন ঘনিষ্ঠ লোক, তাঁর কাছ থেকে কিছু লুকোবার প্রয়োজন নেই।

'তুই ছবি আঁকিস নাকি?' দ্রুত ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে বললেন গোলেনিশ্চেভ।

লাল হয়ে উঠে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক আগে চর্চা করতাম, এখন অল্পস্বল্প শুরু করেছি।'

'খুবই গুণ আছে ওর' — আন্না বললেন পুলকিত হাসিমুখে, 'আমি অবিশ্যি বিচারক নই। তবে সমঝদাররাও বলেছেন ঐ একই কথা।'

॥ ৮ ॥

নিজের মুক্তি ও দ্রুত স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়টায় আন্না নিজেকে অমার্জনীয় রকমের সুখী ও জীবনানন্দে ভরপুর বলে অনুভব করছিলেন। স্বামীর দুঃখের কথা স্মরণ করে সুখ তাঁর মাটি হচ্ছিল না। সে স্মৃতিটা একদিক থেকে এতই ভয়ংকর যে তার কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে স্বামীর দুঃখ তাঁকে এত বেশি সুখ দিয়েছে যে আসেই না অনুতাপের কোনো কথা। তাঁর পীড়ার পর যা যা ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে মিটমাট, বিচ্ছেদ, ভ্রন্‌স্কির জখম হবার খবর, তাঁর আবির্ভাব, বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন, স্বামীগৃহ ত্যাগ, পুত্রের কাছ থেকে বিদায় — এ সব স্মৃতি তাঁর কাছে মনে হত বিকারগ্রস্ত একটা স্বপ্ন যা থেকে তিনি জেগে উঠেছেন কেবল বিদেশে, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে। স্বামীর যে অনিষ্ট তিনি করেছেন, তার স্মৃতিটায় বিতৃষ্ণার মতো একটা অনুভূতি হত তাঁর, আরেকটা লোক আঁকড়ে ধরায় যে লোকটা ডুবতে বসেছে সে যখন লোকটার হাত ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে, তখন তার যা অনুভূতি হত, এটা অনেকটা তাই। ও লোকটা ডুবল। বলাই বাহুল্য, কাজটা খারাপ কিন্তু নিজে বাঁচার ওইটেই ছিল একমাত্র উপায়, ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা বরং না ভাবাই ভালো।

শান্ত হবার মতো একটা মাত্র যুক্তি তিনি পেয়েছিলেন, তখন বিচ্ছেদের প্রথম মুহূর্তে এবং এখন, যা ঘটেছে তা সব যখন মনে পড়ত তাঁর, তখন তিনি স্মরণ করতেন সেই একমাত্র যুক্তিটা। ভাবতেন, 'ওই মানুষটাকে অসুখী করা ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমি সে

দুঃখটা থেকে নিজে লাভবান হতে চাই না; আমিও তো কষ্ট ভুগছি এবং ভুগে যাব, যা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান তা আমি হারিয়েছি — হারিয়েছি সুনাম আর ছেলেকে। আমি খারাপ কাজ করেছি, তাই সুখ আমি চাই না, বিচ্ছেদ চাই না আমি, কলংক আর ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে কষ্ট সয়ে যাব।' কিন্তু কষ্ট সইবার যত আন্তরিক ইচ্ছাই আন্নার থাক, কষ্ট তাঁর হচ্ছিল না। লজ্জার ব্যাপারও কিছু হয় নি। তাঁদের দু'জনের মধ্যেই যে কাণ্ডজ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে তাতে বিদেশে রুশী মহিলাদের তাঁরা এড়িয়ে যেতেন, বিছছিরি অবস্থায় তাঁরা পড়তে দেন নি নিজেদের, এবং সর্বত্র এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন যাঁরা ভান করতেন যে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তাঁরা পুরোপুরি বোঝেন, এমনকি তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তার চেয়েও ভালো। যে ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদটাতেও প্রথম দিকে কষ্ট হত না তাঁর। মেয়েটি, ওঁর সন্তান এত মিষ্টি আর আন্নার এত ন্যাওটা যে কেবল এই মেয়েটিই যেদিন থেকে তাঁর আছে, ছেলের কথা আন্নার মনে পড়ত কদাচিৎ।

আরোগ্য লাভের ফলে জীবনের বর্ধিত চাহিদা ছিল এত প্রবল এবং পরিস্থিতি ছিল এত নতুন আর ভালো যে আন্না অনুভব করতেন তিনি অমার্জনীয় রকমের সুখী। ভ্রন্স্কিকে তিনি যত বেশি করে জানছিলেন, ততই বেশি ভালোবাসছিলেন তাঁকে। ভালোবাসছিলেন তাঁর নিজের জন্যও এবং আন্নার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যও। তাঁর ওপর আন্নার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল তাঁর কাছে নিয়ত একটা আনন্দ। ভ্রন্স্কির সান্নিধ্য সর্বদাই ছিল মনোরম। ভ্রন্স্কির স্বভাবের যতগুলো দিক তিনি ক্রমেই বেশি করে জানছিলেন ততই তা হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে অনির্বচনীয় মধুর। বেসামরিক পোশাকে তাঁর বাইরের যে চেহারা বদলে গিয়েছিল, সেটা আন্নার কাছে তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যা হয়ে থাকে তরুণী প্রেমিকার ক্ষেত্রে। ভ্রন্স্কি যা-কিছু বলতেন, ভাবতেন, করতেন — সবেতেই আন্না দেখতে পেতেন উন্নত, মহনীয় কিছু একটা। ভ্রন্স্কিকে নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসে নিজেই তিনি ভয় পেয়ে যেতেন প্রায়ই: আন্না খুঁজেছেন কিন্তু অসুন্দর কিছু পান নি তাঁর মধ্যে। ওঁর কাছে নিজের নগণ্যতা প্রকাশ করার সাহস হত না তাঁর। তাঁর মনে হয়েছিল ভ্রন্স্কি এটা জেনে ফেললে শিগগিরই আর ভালোবাসবেন না তাঁকে; আর এখন তাঁর

ভালোবাসা হারাবার ভয়টা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো, যদিও তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে আর সেটাকে তিনি কতটা কদর করছেন তা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে ভ্রন্‌স্কির একটা যোগ্যতা ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট একটা ভূমিকা তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু আন্নার জন্য নিজের উচ্চাশা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য সামান্যতম খেদ করেন নি কখনো। আগের চেয়েও ভ্রন্‌স্কি এখন আন্নার প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত, আর আন্না যাতে তাঁর অবস্থার অস্বস্তিকরতা কখনো না অনুভব করেন, অনুক্ষণ এই উদ্বেগ বোধ করতেন ভ্রন্‌স্কি। অমন পুরুষালী একটা মানুষ, অথচ আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কদাচ তাঁর বিরুদ্ধতা তো করেনই নি, বরং নিজের ইচ্ছাশক্তিই তাঁর থাকত না, মনে হত যেন তাঁর মনোবাসনা অনুমান করতেই তিনি ব্যাপৃত। আন্না এটার কদর না করে পারেন নি যদিও তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোযোগের এই তীব্রতাটাই, যত্নের যে পরিবেশে তিনি তাঁকে ঘিরে রাখছেন সেটাই মাঝে মাঝে পীড়া দিত তাঁকে।

অন্য দিকে, দীর্ঘ দিন ধরে যা কামনা করে এসেছেন তা পুরোপুরি সফল হলেও ভ্রন্‌স্কি সুখী হন নি পুরোপুরি। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে সুখের যে পর্বত তিনি আশা করেছিলেন তার একটি মাত্র কণিকা তাঁকে দিয়েছে তাঁর কামনার চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা তাঁর কাছে দেখিয়ে দিল তেমন একটা বরাবরের ভুল যা লোকে করে বসে কামনাব সিদ্ধিটাকেই সুখ বলে ভেবে। আন্নার সঙ্গে এক হবার পর যখন তিনি বেসামরিক পোশাক গায়ে চাপান, তখন প্রথম প্রথম সাধারণভাবে স্বাধীনতার যে মাধুর্য আগে তিনি জানতেন না, সেটা ও ভালোবাসার স্বাধীনতা অনুভব করে তুষ্ট ছিলেন, তবে বেশি দিন নয়। শিগগিরই তিনি টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বাসনা, মন-পোড়ানি। নিজের ইচ্ছা নির্বিশেষেই তিনি প্রতিটি ক্ষণিক খেয়ালকে আঁকড়ে ধরতেন, ভাবতেন সেটাই তাঁর কামনা ও লক্ষ্য। দিনের ষোলোটা ঘণ্টা কিছু না কিছু নিয়ে থাকতে হত, কেননা পিটার্সবুর্গে সমাজ-জীবনেব যা পরিস্থিতি ছিল তাতে অনেকটা সময়ই কেটে যেত, সে মহলের বাইরে বিদেশে তাঁরা ছিলেন অবাধ স্বাধীনতায়। আগেকার বিদেশ ভ্রমণগুলোয় অবিবাহিত জীবনের যেসব তৃপ্তি নিয়ে ভ্রন্‌স্কি মেতে

থাকতেন, তার কথা এখন ভাবাই চলে না, কেননা এই ধরনের একটা ঘটনা, পরিচিতদের সঙ্গে বেশি রাত করে নৈশাহার আন্নাকে অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত রকমে বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের অনির্দিষ্টতায় স্থানীয় ও রুশী সমাজের সঙ্গে মেশাও চলে না। দর্শনীয় স্থান এমনিতেই যে সব দেখা হয়ে গেছে, সে কথা না বললেও ওটা একজন ইংরেজের কাছে যে দুর্বোধ্য তাৎপর্য ধরে, তাঁর কাছে, একজন রুশী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে সে তাৎপর্য ধরে না।

ক্ষুধার্ত পশু যেমন সামনে যা-কিছু পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য পাবার আশায়, ভ্রন্স্কিও তেমনি একেবারে অজ্ঞাতসারে মেতে উঠছিলেন কখনো রাজনীতি, কখনো নতুন একটা বই, কখনো ছবি নিয়ে।

তারুণ্যে যেহেতু তাঁর ছবি আঁকায় হাত ছিল আর টাকাগুলো নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে যেহেতু এন্‌গ্রেভিং সংগ্রহে লেগেছিলেন, তাই এখন চিত্রকলাতেই এসে থামলেন, চর্চা করতে লাগলেন তার, এবং তাঁর যে অনিয়োজিত বাসনা পরিতৃপ্তি চাইছিল, সেটা নিয়োগ করলেন তাতে।

একটা শিল্পবোধ তাঁর ছিল, সঠিকভাবে এবং সুরুচির সঙ্গে ছবি নকল করতে পারতেন, তাই তিনি ভাবলেন যে শিল্পী হবার জন্য যা দরকার সেটা তাঁর আছে, এবং ধর্মীয়, ঐতিহাসিক অথবা বাস্তববাদী -- কোন ধরনের চিত্রকলা তিনি অবলম্বন করবেন এই নিয়ে কিছুটা দোলায়মানতার পর ছবি আঁকতে লাগলেন। সব ধরনের চিত্রকলাই তিনি বুঝতেন, তার যে কোনোটাতেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন; কিন্তু এইটে তিনি ভাবতে পারতেন না যে কোন কোন ধারার চিত্রকলা আছে তা আদৌ না জেনে, যা আঁকছেন সেটা সুপরিচিত কোনো ধারার মধ্যে পড়বে কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে প্রাণের মাঝে যা আছে তাতেই অনুপ্রাণিত হওয়া যায় সরাসরি। যেহেতু এটা তিনি জানতেন না এবং সরাসরি জীবন থেকে নয়, শিল্পে ইতিমধ্যেই রূপ পেয়েছে যে জীবন তার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, তাই তিনি অনুপ্রাণিত হতেন অতি দ্রুত এবং অনায়াসে, আর তেমনি দ্রুত এবং অনায়াসে তিনি এই ফললাভ করলেন যে তিনি যেটা এঁকেছেন সেটা যে ধারার ছবি তিনি অনুকরণ করতে চাইছিলেন, হয়েছে প্রায় তার মতোই।

অন্যান্য ধারার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল ফরাসি ধারা, যা লাবণ্যময় ও চমকপ্রদ, আর সেই ধারায় তিনি আন্নার প্রতিকৃতি আঁকলেন ইতালীয় পোশাকে। ছবিটা তাঁর কাছে, আর যারা সেটা দেখেছিল তাদের কাছে মনে হয়েছিল অতি সার্থক।

॥ ৯ ॥

পুরনো অবহেলিত পালাৎসোটার উঁচু সিলিং ঢালাই করা, দেয়ালে ফ্রেস্কো, মোজেয়িক করা মেঝে, লম্বা লম্বা জানলায় হলদে রঙের ভারী ভারী পর্দা, কুলুঙ্গিতে আর ফায়ার-প্লেসের ওপর ফুলদানি, ক্ষোদাই কাঠের দরজা, ছবি টাঙানো বিষণ্ণ হলঘর — ওঁরা এখানে উঠে আসার পর এই পালাৎসো তার বাহ্যিক চেহারাতেই দ্রন্স্কির মনে মনোরম এই একটা বিভ্রম জাগাল যে তিনি রুশী জমিদার ও অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার বড়ো একটা নন, বরং শিল্পের সুধী অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক, নিজেও একটু আধটু এঁকে থাকেন, প্রিয়তমা নারীর জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সমাজ, যোগাযোগ, উচ্চাভিলাষ।

পালাৎসোতে এসে দ্রন্স্কি যে ভূমিকাটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা খুবই উৎরে গিয়েছিল, গোলেনিশ্যেভ মারফত চিত্তাকর্ষক কয়েকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম দিকটা বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। জনৈক ইতালীয় প্রফেসারের পরিচালনায় তিনি প্রকৃতির স্থিরচিত্র আঁকতেন এবং চর্চা করতেন মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা নিয়ে। মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা দ্রন্স্কিকে ইদানীং এতই মুগ্ধ করেছিল যে মধ্যযুগের কায়দায় টুপি পরতে আর কাঁধের ওপর কম্বল চাপাতে শুরু করেছেন, সেটা তাঁকে খুবই মানাত।

গোলেনিশ্যেভ একদিন সকালে তাঁর কাছে এলে দ্রন্স্কি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা দিন কাটিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই জানি না। মিখাইলোভের ছবি দেখেছিস তুই?' সদ্য আসা রুশী পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে এই শহরেই যে রুশী শিল্পী বাস করেন, যাঁর ছবি নিয়ে অনেকদিন জনশ্রুতি ছড়াচ্ছিল, আগে থেকেই কিনে নেওয়া সে ছবিটা তিনি শেষ করেছেন — তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটা দেখালেন। অসাধারণ এক শিল্পীকে

উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয় নি বলে প্রবন্ধে ভর্ৎসনা করা হয়েছে সরকার ও শিল্প অকাদমিকে।

'দেখেছি' -- গোলেনিশ্যেভ বললেন, 'বলা বাহুল্য তাঁর গুণ নেই এমন নয়, তবে একেবারে বাজে একটা ধারা অনুসরণ করছেন। খিস্ট ও ধর্মীয় চিত্রকলা সম্পর্কে সেই একই ইভানোভ-স্ট্রাউস্-রেনান্ মার্কা দৃষ্টিভঙ্গি।'

'কী দেখানো হয়েছে ছবিতে?' জিগ্যেস করলেন আন্না।

'পিলাতের সামনে খিস্ট। নব্য ধারার সমস্ত বাস্তবতা দিয়ে খিস্টকে আঁকা হয়েছে ইহুদি করে।'

আর ছবির বিষয়বস্তুটা গোলেনিশ্যেভের অন্যতম একটা প্রিয় প্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি বলতে শুরু করলেন:

'এমন উৎকট ভুল ওঁরা কেমন করে করতে পারেন আমি ভেবে পাই না। মহান প্রাচীনদের শিল্পে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ আছে খিস্টের। ওঁরা যদি ঈশ্বর নয়, বিপ্লবী কি প্রাজ্ঞকে আঁকতে চান, তাহলে ইতিহাস থেকে নিন-না সক্রেটিস কি ফ্র্যাঙ্কলিন, কিংবা শারলত্ কর্দেকে, কিন্তু খিস্টকে নয়। ওঁরা এমন ব্যক্তিকে নিচ্ছেন যাকে শিল্পের জন্যে নেওয়া চলে না আর তারপর...'

'আচ্ছা, সত্য নাকি, এই মিখাইলোভ খুব দুরবস্থায় আছেন?' ভ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন এই ভেবে যে ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক রুশী পৃষ্ঠপোষক হিশেবে তাঁর উচিত শিল্পীকে সাহায্য করা।

'তেমন বড়ো একটা মনে হয় না। উনি প্রতিকৃতি আঁকেন চমৎকার। ওঁর আঁকা ভাসিল্চিকভার প্রতিকৃতিটা দেখেছিস? তবে মনে হয় উনি যেন আর পোর্ট্রেট আঁকতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে অভাবেই পড়েছেন হয়ত। আমি বলছিলাম যে...'

'আন্না আর্কাদিয়েভনার একটা পোর্ট্রেট আঁকতে ওঁকে বলা যায় না কি?' ভ্রন্স্কি বললেন।

আন্না বললেন, 'আমার আবার কেন? তোমার ছবিটার পর আমি আর কারো পোর্ট্রেট চাই না। বরং আনিকে আঁকুন' (নিজের মেয়েটিকে তিনি এই নামে ডাকতেন) 'ওই তো সে' — যোগ দিলেন আন্না। সুন্দরী ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী বাগানে নিয়ে এসেছিল মেয়েটিকে। জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়েই আন্না তক্ষুনি অলক্ষ্যে চাইলেন ভ্রন্স্কির দিকে।

সুন্দরী স্তন্যদাত্রীর মুখ ছবিতে এঁকেছিলেন ভ্রন্স্কি। আন্নার জীবনে ওই মেয়েটিই তাঁর একমাত্র গোপন দুঃখ। ভ্রন্স্কি তার ছবি আঁকতে গিয়ে তার সৌন্দর্য আর মধ্যযুগীয়তায় মুগ্ধ হতেন, আর আন্না যে স্তন্যদাত্রীটিকে ঈর্ষা করতে ভয় পাচ্ছেন সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস হত না এবং সেই কারণেই তাকে আর তার ছোটো ছেলেটির ওপর বিশেষ করে আদর ও স্নেহ বর্ষণ করতেন।

ভ্রন্স্কিও জানলায় আর আন্নার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর তক্ষুনি গোলেনিশ্চেভের দিকে ফিরে বললেন:

'কিন্তু তুই এই মিখাইলোভকে চিনিস?'

'দেখা হয়েছিল। পাগলাটে আর একেবারে অশিক্ষিত। মানে ওই যেসব বুনো নয়া লোকদের আজকাল হামেশাই দেখা যায় তাদেরই একজন; মানে ওই যেসব স্বাধীনচিন্তকরা d'emblée* নাস্তিকতা নেতি আর বস্তুবাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে।' আন্না আর ভ্রন্স্কি দু'জনেই যে কথা বলতে চাইছেন সেটা লক্ষ না করে অথবা লক্ষ করতে না চেয়ে গোলেনিশ্চেভ বলে গেলেন, 'আগে স্বাধীনচিন্তকরা হতেন এমন ব্যক্তি যাঁরা ধর্ম, আইন, নৈতিকতার শিক্ষায় বেড়ে উঠতেন, তারপর নিজে সংগ্রাম আর কষ্ট করে পৌঁছতেন স্বাধীন চিন্তায়। কিন্তু এখন একধরনের আঁকাড়া স্বাধীনচিন্তকের আবির্ভাব ঘটছে যারা বেড়ে উঠছে এমনকি এ কথাটা পর্যন্ত না জেনেই যে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম বলে কিছু একটা ছিল, আছে প্রামাণ্য ব্যক্তি, এরা সবকিছু উড়িয়ে দেবার মনোবৃত্তিতে লালিত অর্থাৎ বুনো। উনিও তেমনি। যতদূর ধারণা উনি মস্কোর এক আর্দালির ছেলে, কোনো শিক্ষা পান নি। শিল্প অকাদমিতে ঢুকে যখন নাম করেন, নেহাৎ নির্বোধ নন বলে শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে যা মনে হয়েছিল শিক্ষার উৎস, অর্থাৎ পত্রপত্রিকা, তাকেই অবলম্বন করেন। আগের কালে লোকে, ধরা যাক, একজন ফরাসি শিক্ষালাভ করতে চাইলে কী করত, সমস্ত চিরায়ত লেখকদের রচনা অধ্যয়ন করত: অধ্যাত্মবাদী, ট্রাজেডি-কার, ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের লেখা, মানে মনীষার সবকিছু যা তার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে লোকে সোজাসুজি গিয়ে পড়ে নেতিবাচক সাহিত্যে, দ্রুত আয়ত্ত করে নেতি

---

* নিমেষে (ফরাসি)।

বিদ্যার সমগ্র সারার্থ — ব্যস, হয়ে গেল! শুধু তাই নয়, বিশ বছর আগে সে এ সাহিত্যে পেতে পারত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে, চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষণ, এ সংগ্রাম থেকে সে বুঝতে পারত যে অন্য কিছু একটাও ছিল; কিন্তু এখন সে সোজা গিয়ে পড়ে এমন একটা ভাবনায় যা পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লড়তে গা পর্যন্ত করে না, স্রেফ বলে দেয়: কিছুই নেই, আছে বিবর্তন, স্বাভাবিক নির্বাচন, অস্তিত্বের সংগ্রাম — ব্যস, হয়ে গেল। আমার প্রবন্ধে আমি...'

'শুনুন এক কাজ করা যাক' — অনেকখন ধরে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে চুপিসারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার পর এইটে জেনেই যে শিল্পীটির শিক্ষাদীক্ষায় ভ্রন্‌স্কির কোনো আগ্রহ নেই, তিনি চাইছেন শুধু তাঁকে সাহায্য করতে আর পোর্ট্রেটের ফরমাশ দিতে, আন্না বললেন। 'শুনুন'— কথায় পেয়ে বসা গোলেনিশ্যেভকে দৃঢ়ভাবে থামিয়ে দিলেন তিনি, 'চলুন যাই ওঁর কাছে!'

সচেতন হয়ে উঠে গোলেনিশ্যেভ রাজি হলেন সাগ্রহেই। তবে শিল্পী দূরের পাড়ায় থাকতেন বলে ঠিক হল একটা গাড়ি নিতে হবে।

এক ঘণ্টা বাদে গোলেনিশ্যেভের পাশে বসা আন্না আর সামনের সীটে বসা ভ্রন্‌স্কিকে নিয়ে গাড়ি এসে থামল দূরের পাড়ায় সুন্দর একটি নতুন বাড়ির সামনে। জমাদারের বৌ তাঁদের কাছে আসতে জানা গেল মিখাইলোভ তাঁর স্টুডিওতে লোকেদের আসতে দেন, কিন্তু এখন তিনি দু'পা দূরে তাঁর বাসায়। তাই নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মেয়েটিকে তাঁর কাছে পাঠানো হল এই অনুরোধ জানিয়ে যে তাঁর ছবি দেখতে তিনি যেন অনুমতি দেন।

॥ ১০ ॥

কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি আর গোলেনিশ্যেভের কার্ড যখন নিয়ে আসা হয় বরাবরের মতো শিল্পী মিখাইলোভ তখন কাজে বসেছিলেন। বড়ো একটা ছবি নিয়ে সকালে তিনি কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে। বাড়ি এসে তিনি স্ত্রীর ওপর চটে ওঠেন কারণ বাড়িউলী টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু স্ত্রী তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি।

'বিশ বার তোমায় বলেছি যে কৈফিয়ৎ দিতে যাবে না কখনো। এমনিতেই তুমি হাঁদা, আর ইতালিয়ান ভাষায় বোঝাতে শুরু করলে হাঁদা হয়ে পড়ো তিনগুণ' — দীর্ঘ কলহের পর স্ত্রীকে বলেছিলেন মিখাইলোভ।

'ভাড়া ফেলে রেখো না তাহলে, দোষ তো আমার নয়। আমার টাকা থাকলে...'

'দোহাই বাবু, শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মিখাইলোভ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন এবং কানে আঙুল দিয়ে পার্টিশনের ওপাশে তাঁর কাজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মনে মনে বলেন, 'নির্বোধ!' তারপর টেবিলের সামনে বসে ফাইল খুলে শুরু করা কাজটার পেছনে লাগেন রোখের মাথায়।

অবস্থা যখন খারাপ এবং বিশেষ করে যখন ঝগড়া হয় স্ত্রীর সঙ্গে, তখন ছাড়া এত রোখ আর সার্থকতায় তিনি কাজ করেন নি কখনো। কাজ চালাতে চালাতে তিনি ভাবলেন, 'আহ্! কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম!' রোষকশায়িত একটি মানুষের মূর্তি আঁকছিলেন তিনি। আঁকাটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে তিনি পারছিলেন না। 'না, ওটা ছিল বরং ভালো... কোথায় সেটা?' চোখ-মুখ কুঁচকে তিনি গেলেন স্ত্রীর কাছে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড়ো মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন যে কাগজটা তিনি তাদের দিয়েছিলেন, সেটা কোথায়। স্কেচ আঁকা পরিত্যক্ত কাগজটা পাওয়া গেল, কিন্তু ময়লা, তাতে স্টিয়ারিনের দাগ লেগে আছে। তাহলেও নিলেন ছবিটা, নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর সেটা রেখে খানিক পিছিয়ে এসে চোখ কুঁচকে দেখতে থাকলেন। হঠাৎ হেসে উঠে হাত দোলালেন তিনি।

'বটে, বটে!' এই বলে তক্ষুনি দ্রুত আঁকতে লেগে গেলেন পেনসিল নিয়ে। স্টিয়ারিনের দাগটায় মানুষটার একটা নতুন ভঙ্গি ফুটেছিল।

এই নতুন ভঙ্গিটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল প্রকাণ্ড থুতনি-ওয়ালা দোকানদারের সতেজ মুখখানার কথা, যার কাছ থেকে তিনি চুরুট কিনেছিলেন। সেই মুখ, সেই থুতনি তিনি আঁকলেন মনুষ্যমূর্তিটায়। আনন্দে হাসলেন তিনি। নিষ্প্রাণ কল্পনা থেকে মূর্তিটা হঠাৎ হয়ে উঠল জীবন্ত এবং এমন যে তা আর বদলানো যায় না। সে মূর্তি সজীব, সুস্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহে সুনির্দিষ্ট। এ মূর্তির দাবির

সঙ্গে মিল রেখে তাতে কিছু অদলবদল করা চলে, পাদুটো রাখা যায় এবং উচিত অন্যভাবে, একেবারে বদলে দিতে হবে বাঁ হাতের অবস্থান, চুল পেছনে ঠেলে দিতে হবে। কিন্তু এই সংশোধনগুলো করতে গিয়ে তিনি বদলাচ্ছিলেন না মূর্তিটাকে, শুধু মূর্তিটা যাতে ঢাকা পড়ছিল সেগুলো ফেলে দিচ্ছিলেন। যেন মূর্তিটার পুরোটা যাতে দেখা যাচ্ছিল না, সে আবরণ খুলে ফেলছিলেন তিনি; স্টিয়ারিনের দাগ পড়ায় হঠাৎ যে বলিষ্ঠতায় মূর্তিটা দেখা দিয়েছিল প্রতিটি নতুন আঁচড়ে তা পুরো ফুটে উঠছিল। যখন তিনি ছবিটা সযত্নে শেষ করছেন, কার্ডদুটো আনা হল তাঁর কাছে।

'এক্ষুনি, এক্ষুনি আসছি!'

স্ত্রীর কাছে গেলেন তিনি।

'নাও হয়েছে, রাগ ক'রো না সাশা' — তিনি বললেন ভীরু ভীরু গলায়, নরম হেসে, 'তোমারও দোষ। আমারও দোষ। আমি সব ঠিকঠাক করে নেব' -- এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মখমলের কলার দেওয়া জলপাই রঙের ওভারকোট আর টুপিটা পরে তিনি গেলেন স্টুডিওতে। উৎরে যাওয়া মূর্তিটার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হোমরা-চোমরা এই রুশীরা যে গাড়ি করে তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন, তাতে তিনি আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করছিলেন।

নিজের যে ছবিটা এখন তাঁর ইজেলে, সেটা সম্পর্কে তাঁর মনের গভীরে ছিল একটা ধারণাই -- এমন ছবি কেউ কখনো আঁকে নি। এ কথা তিনি ভাবতেন না যে ছবিটা রাফায়েলের সমস্ত ছবির চেয়ে সেরা, কিন্তু তিনি জানতেন যে ছবিটায় তিনি যা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছেন, তা কেউ দেখায় নি কখনো। এটা তাঁর সুনিশ্চিত জানা ছিল এবং জানা আছে অনেকদিন ধরেই, ছবিটা আঁকতে শুরু করার সময় থেকে; তাহলেও লোকের মতামত, সেগুলো যাই হোক, তাঁর কাছে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমূল আলোড়িত করে তুলত তাঁকে। সবকিছু মন্তব্য, এমনকি যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর, যাতে বোঝা যেত যে ছবিটায় তিনি যা দেখেছেন, বিচারক দেখছে তার মাত্র সামান্য একটু অংশই, তাও আমূল আলোড়িত করত তাঁকে। তাঁর নিজের যে বোধ ছিল, তার চেয়ে সর্বদাই বেশি প্রগাঢ় একটা বোধ তাঁর বিচারকদের আছে বলে তিনি ধরে নিতেন এবং সর্বদা তাদের কাছ থেকে এমন একটা কিছু

আশা করতেন যা তিনি নিজে দেখতে পান নি তাঁর চিত্রে। আর দর্শকদের মন্তব্যে সেটা তিনি পেলেন বলে তাঁর মনে হত প্রায়ই।

দ্রুত পায়ে তিনি গেলেন তাঁর স্টুডিওর দরজার কাছে এবং নিজের উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি অভিভূত হলেন মৃদু আভাটায় আন্নার মূর্তিতে। আন্না দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশমুখের ছায়ায় এবং গোলেনিশ্যেভ উত্তপ্ত কণ্ঠে তাঁকে যা বোঝাচ্ছিলেন তা শুনছিলেন, তবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে আগতপ্রায় শিল্পীকে দেখতে তিনি উৎসুক। শিল্পী খেয়াল করেন নি যে আন্না যে ছাপটা ফেলেছিলেন সেটা তিনি লুফে নিয়েছেন আর গলাধঃকরণ করেছেন যেমন করেছিলেন চুরুট বিক্রেতার থুতনির বেলায়, কোথায় যেন তা লুকিয়ে ফেলেছেন, সেখান থেকে তা বার করে নেবেন দরকার পড়লে। গোলেনিশ্যেভের কথায় দর্শকদের মোহ আগেই কেটে গিয়েছিল, এখন আরও বেশি কাটল শিল্পীর চেহারা দেখে। বাদামী টুপি, জলপাই-রঙা ওভারকোট আর আঁটো প্যাণ্টালুন পরা (যেখানে অনেক দিন থেকেই ঢিলা ট্রাউজারের চল হয়েছে), মাঝারি লম্বা, গাঁট্টা-গোঁট্টা মিখাইলোভ তাঁর ছটফটে চলনে, বিশেষ করে তাঁর চওড়া মুখের মামুলিয়ানায়, ভীরুতার একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা জাহির করার বাসনায় যে ছাপটা ফেললেন সেটা উপাদেয় নয়।

'আসুন দয়া করে' — একটা নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন তিনি, প্রবেশমুখে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুললেন।

॥ ১১ ॥

স্টুডিওয় ঢুকে শিল্পী মিখাইলোভ আরও একবার অতিথিদের দিকে চাইলেন এবং ভ্রন্স্কির মুখভাব, বিশেষ করে তাঁর গণ্ডাস্থির ছবিটা ধরে রাখলেন কল্পনায়। তাঁর শিল্পীসুলভ অনুভব মালমশলা সংগ্রহ করে অবিরাম কাজ করে যেতে থাকলেও এবং তাঁর কাজের ওপর মতামত দেবার মুহূর্তটা কাছিয়ে আসার দরুন ক্রমাগত বেশি করে অস্থিরতা বোধ করলেও অলক্ষ্য সব লক্ষণ থেকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্রুত ও সূক্ষ্ম একটা ধারণা করে নিলেন। ওটি (গোলেনিশ্যেভ) হলেন স্থানীয় রুশী। ওঁর উপাধি কী, কোথায় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, কী কথাবার্তা তাঁরা কয়েছিলেন

মিখাইলোভের মনে ছিল না। শুধু তাঁর মুখটা মনে ছিল, কাউকে কখনো দেখলে তার মুখ যেমন মনে থেকে যায় তাঁর। এও তাঁর মনে ছিল, মিথ্যে গুরুত্বধারী কিন্তু অভিব্যক্তিতে দীন যে মুখগুলোকে তিনি তাঁর বিশাল প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখতেন, এটা তাদেরই একটা। বড়ো বড়ো চুল আর অতি উন্মুক্ত কপালে বাহ্যিক একটা গুরুত্ব এসেছে মুখে, যেখানে ছেলেমানুষের মতো ছোট্ট একটা অস্থিরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংকীর্ণ নাসাদণ্ডে। মিখাইলোভের অনুমান অনুসারে দ্রন্স্কি আর কারেনিনা বড়ো ঘরের ধনী রুশী হওয়ার কথা, সমস্ত ধনী রুশীর মতো যারা শিল্পের কিছুই বোঝেন না, কিন্তু ভাব করেন যেন শিল্পানুরাগী ও সমঝদার। মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই প্রাচীন দ্রষ্টব্যগুলো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন ঘুরে ফিরছেন নতুনদের স্টুডিওতে — বুজরুক জার্মান আর নির্বোধ প্রাক্-রাফায়েলী ইংরেজটার স্টুডিও ঘুরে আমার কাছে এসেছে কেবল পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্যে।' পল্লবগ্রাহীদের (যতই তারা মেধাবী হয় ততই খারাপ) হালচাল তাঁর বেশ ভালোই জানা আছে, এরা আধুনিক শিল্পীদের স্টুডিও দেখতে যায় কেবল এই কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য যে শিল্পের অধঃপতন ঘটেছে, নতুনদের যত বেশি দেখা যায় ততই বোঝা যায় কী অননুকরণীয় রয়ে গেছেন অতীতের মহান শিল্পাচার্যরা। এই রকমটাই তিনি আশা করছিলেন, এ সবই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে আঁকা, যে নিস্পৃহ অবহেলায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলেন, দেখছিলেন ডামি আর আবক্ষ মূর্তিগুলোকে, শিল্পী কখন চিত্রের আবরণ উন্মোচন করবেন তার প্রতীক্ষায় অবাধে পায়চারি করছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন তা থেকে। তা সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁর স্কেচগুলো বিছাচ্ছিলেন, জানলার খড়খড়ি, ক্যানভাস-ঢাকা কাপড়টা খুলে নিলেন, তখন বড়ো ঘরের সমস্ত ধনী রুশীদের যে মূর্খ ও গর্দভ হওয়ার কথা, তাঁর এই অভিমত সত্ত্বেও তিনি প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা বোধ না কবে পারলেন না, বিশেষ করে এই জন্য যে দ্রন্স্কি এবং আরো বেশি আন্নাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

ছটফটে চলনে দূরে সরে গিয়ে ছবিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আজ্ঞা হোক। এটা পিলাতের ধিক্কার। মথি লিখিত সুসমাচার, ২৭ অধ্যায়।' টের পাচ্ছিলেন উত্তেজনায় ঠোঁট তাঁর কাঁপতে শুরু করেছে। সরে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন ওঁদের পেছনে।

দর্শনার্থীরা যে কয়েক সেকেণ্ড ছবিটা দেখছিলেন নীরবে, মিখাইলোভও

তা দেখলেন এবং দেখলেন বাইরের লোকের উদাসীন দৃষ্টিতে। এই কয়েক সেকেন্ড ধরে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল যে সর্বোচ্চ ন্যায্য রায় দেবেন এঁরা, ঠিক এই লোকগুলিই, এক মিনিট আগে যাঁদের তিনি ঘৃণা করেছিলেন। নিজের ছবি সম্পর্কে আগে, যে তিন বছর ছবিটা তিনি এঁকেছিলেন তখন কী ভেবেছিলেন তা সব ভুলে গেলেন তিনি; তার যে কৃতিত্ব তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত, তা ভুলে গেলেন — ছবিটা তিনি দেখলেন বাইরের লোকের নির্বিকার নতুন একটা দৃষ্টিতে এবং ভালো কিছু পেলেন না তাতে। তাঁর সামনে মুখ্য স্থানে পিলাতের বিরক্ত আর খ্রিস্টের শান্ত মুখ, পিছনে পিলাতের অনুচরদের মূর্তি আর জনের মুখ, কী ঘটছে তা দেখছে সে। প্রতিটি মুখ যা এত অন্বেষণ, ভুলচুক, সংশোধনের ভেতর দিয়ে তাঁর মানসপটে বেড়ে উঠেছিল তাদের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে, প্রতিটি মুখ যা তাঁকে অত কষ্ট আর আনন্দ দিয়েছে, একটা সাধারণ রূপ ফোটাবার জন্য কতবার জায়গা অদল-বদল করা এই সব মুখ, অত কষ্টে অর্জিত বর্ণবিন্যাস ও বর্ণভঙ্গির সমস্ত মাত্রা — ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে এখন এ সবই মনে হল মামুলী, হাজার বার যা পুনরাবৃত্ত হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে মুখখানা সবচেয়ে প্রিয়, খ্রিস্টের মুখ, ছবির কেন্দ্রবিন্দু, যা আবিষ্কার করে তিনি অত উল্লসিত হয়েছিলেন, সেটা ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে তাঁর কাছে মনে হল ওটা একেবারে মূল্যহীন। সুন্দর করে আঁকা ছবিটায় (এমনকি সুন্দরও নয় — একরাশ ত্রুটি এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তাঁর) তিনি দেখলেন টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্সের অসংখ্য খ্রিস্ট আর ওই একই যোদ্ধাদের ও পিলাতের পুনরাবৃত্তি। এ সবই মামুলী, নিঃস্ব, পুরনো, এমনকি আঁকাটাও খারাপ — রঙবেরঙ, দুর্বল। শিল্পীর উপস্থিতিতে কপট কিছু প্রশংসা করে আড়ালে তাঁকে নিয়ে করুণা আর হাসাহাসি করলে ওঁরা ঠিকই করবেন।

এই নীরবতাটা বড়ো বেশি দুঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে (যদিও সেটা মিনিটখানেকের বেশি নয়)। সে নীরবতা ভঙ্গ করা এবং তিনি যে উদ্বেগ বোধ করছেন না তা দেখাবার জন্য তিনি গোলেনিশ্চেভকে বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।' বললেন অস্থির হয়ে কখনো আন্না কখনো ভ্রন্স্কির দিকে তাকাতে তাকাতে যাতে তাঁদের মুখভাবের একটা দিকও দৃষ্টিচ্যুত না হয়।

'বটেই তো! আমাদের দেখা হয় রম্সিতে, সেই যে সন্ধ্যায় মনে আছে

ওই যে ইতালীয়ান ভদ্রকন্যাটি আবৃত্তি করে — নতুন রাশেল' — ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে এতটুকু আফশোস বোধ না করে শিল্পীর দিকে চাইতে অনায়াসে বললেন গোলেনিশ্চেভ।

কিন্তু মিখাইলোভ ছবিটা সম্পর্কে মতামতের অপেক্ষা করছেন লক্ষ করে বললেন:

'আমি শেষ বার ছবিটা যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ওটা অনেক ভালো হয়ে উঠেছে এখন। যেমন তখন, তেমনি এখনো আমায় অসাধারণ অভিভূত করেছে পিলাতের মূর্তি। বেশ বোঝা যায় মানুষটাকে — সদাশয়, খাশা লোক, কিন্তু অস্থিমজ্জায় এক আমলা, যে দেখতে পাচ্ছে না কী সে করছে। তবে আমার মনে হয়...'

মিখাইলোভের চঞ্চল মুখখানা হঠাৎ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যাকুলতাবশে পারলেন না, ভান করলেন যে কাশছেন। গোলেনিশ্চেভের শিল্প বোঝার ক্ষমতাকে আগে তিনি যত তুচ্ছই জ্ঞান করে থাকুন, আমলা হিশেবে পিলাতের মুখভাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সঠিক ওই মন্তব্যটা যত তুচ্ছই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো সম্পর্কে কিছু না বলে প্রথম ওই ধরনের তুচ্ছ মন্তব্য তাঁর কাছে যত অপমানকর লাগতে পারত তা সত্ত্বেও মিখাইলোভ উল্লসিত হয়ে উঠলেন কথাটায়। পিলাতের মূর্তি সম্পর্কে গোলেনিশ্চেভ যা বলেছেন, তিনিও তাই ভাবতেন। লক্ষ লক্ষ অন্যান্য যে মতও সঠিক হত বলে মিখাইলোভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এটা তারই একটা হলেও গোলেনিশ্চেভের মন্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পেল না তাঁর কাছে। এ মন্তব্যের জন্য গোলেনিশ্চেভকে ভালো লেগে গেল তাঁর এবং বিষাদ থেকে হঠাৎ উল্লাসে পৌঁছে গেলেন। সমস্ত জীবিতের অনির্বচনীয় জটিলতা নিয়ে গোটা ছবিটা তৎক্ষণাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। পিলাতকে যে তিনি ওইভাবেই বুঝেছিলেন সেটা আবার বলবার চেষ্টা করলেন মিখাইলোভ; কিন্তু ঠোঁট তাঁর অবাধ্য হয়ে কাঁপতে থাকল, বলতে পারলেন না তিনি। ভ্রন্স্কি আর আন্নাও কী যেন বলাবলি করছিলেন চাপা গলায়, প্রদর্শনীতে যেভাবে লোকে বলে থাকে খানিকটা শিল্পীকে আঘাত না দেবার জন্য আর শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্বোধ যে উক্তি করে বসা খুবই সহজ, সেটা উচ্চকণ্ঠে না বলার জন্য খানিকটা। মিখাইলোভের মনে হল ছবিটা ওঁদের ওপরও ছাপ ফেলেছে। কাছে গেলেন তিনি।

'কী আশ্চর্য খ্রিস্টের মুখভাব!' আন্না বললেন, যাকিছু তিনি দেখেছিলেন তা সবের মধ্যে এই মুখভাবটাই তাঁর ভালো লেগেছিল এবং টের পাচ্ছিলেন যে এটাই ছবিটার মধ্যবিন্দু হওয়ায় তার প্রশংসা শিল্পী-কে খুশি করবে। 'বেশ দেখা যাচ্ছে যে পিলাতের জন্যে করুণা হচ্ছে তাঁর।'

তাঁর ছবি এবং খ্রিস্টের মূর্তি সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ সঠিক যেসব মন্তব্য হতে পারত, এটাও তারই একটা। আন্না বলেছেন যে পিলাতের জন্য খ্রিস্টের করুণা হচ্ছে। খ্রিস্টের মুখে করুণার ভাবও থাকার কথা বৈকি, কেননা তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, অপার্থিব প্রশান্তি, মৃত্যু বরণের আর বাক্যব্যয়ের নিষ্ফলতা সম্পর্কে চেতনার ভাব। বলাই বাহুল্য, পিলাতের মধ্যে আমলা আর খ্রিস্টের মধ্যে করুণা তো থাকবেই, কেননা একজন রক্তমাংসের জীবন অন্যজন আত্মিক জীবনের প্রতিমূর্তি। এই সব এবং আরও অনেক কিছু চিন্তা ঝলক দিয়ে গেল মিখাইলোভের মনে এবং ফের তিনি উল্লসিত বোধ করলেন।

'আর কিভাবে আঁকা হয়েছে মূর্তিটা, কত হাওয়া। প্রদক্ষিণ করা যায়'— গোলেনিশ্চেভ বললেন, স্পষ্টতই এতে করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে মূর্তিটার বিষয়বস্তু ও সারার্থে তাঁর অনুমোদন নেই।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য ওস্তাদি!' বললেন ভ্রন্স্কি, 'পেছনদিককার এই লোকগুলো-কে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! একেই বলে টেকনিক!' কথাটা বললেন তিনি গোলেনিশ্চেভের উদ্দেশে, এই টেকনিক আয়ত্ত করতে ভ্রন্স্কি নিজের হতাশা জানিয়ে ওঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা কয়েছিলেন তার ইঙ্গিত করে।

'সত্যি আশ্চর্য!' পুনরাবৃত্তি করলেন গোলেনিশ্চেভ আর আন্না। মিখাইলোভ তখন একটা তুরীয় অবস্থায় থাকলেও টেকনিক নিয়ে মন্তব্যটা তাঁকে বড়ো মর্মাহত করল, ভ্রন্স্কির দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ চুপসে গেলেন। এই টেকনিক কথাটা প্রায়ই শুনেছেন তিনি, কিন্তু তাতে কী বোঝায় সেটা একেবারেই বোধগম্য হত না তাঁর। তিনি জানতেন যে কথাটায় ছবির মর্মবস্তুর মোটেই অপেক্ষা না করে তা আঁকতে পারার যান্ত্রিক নৈপুণ্য বোঝাচ্ছে। বর্তমান এই প্রশংসাটার মতো প্রায়ই তিনি লক্ষ করেছেন যে টেকনিককে রাখা হয় ভেতরকার পরাকাষ্ঠার বিপরীতে, যেন যে জিনিসটা ভালো নয় তাকেও আঁকা যায় ভালো করে। তিনি জানতেন যে আসল সৃষ্টিটার ক্ষতি না করে তার আবরণগুলো মোচনে, সমস্ত আবরণ

মোচনে অনেক মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন; কিন্তু সেটা শিল্পরচনা নয়, টেকনিকও নয়। তিনি যা দেখছেন তা যদি দেখা দেয় কোনো একজন শিশু বা তাঁর রাঁধুনির কাছে, তাহলে তারাও তিনি যা দেখেছেন তার খোসা ছাড়িয়ে দেবে। অথচ অতি অভিজ্ঞ ও নিপুণ চিত্রকর-টেকনিশিয়ান শুধুই যান্ত্রিক দক্ষতায় কিছুই আঁকতে পারবেন না যদি আগে মর্মবস্তুর রূপরেখা তিনি আবিষ্কার করতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি দেখেছেন যে টেকনিকের কথাই যদি ওঠে, তাহলে তার জন্য তাঁকে বাহবা দেবার কিছু নেই। যাকিছু তিনি এঁকেছেন আর আঁকছেন তার সবেতেই তিনি চোখ-জ্বালানো এমন ত্রুটি দেখছেন যা ঘটেছে আবরণ মোচনের অসতর্কতা থেকে, কিন্তু গোটা সৃষ্টিকর্মটাকে নষ্ট না করে তখন তা আর শোধরানো যায় না। আর প্রায় প্রতিটি মূর্তি আর মুখাবয়বে তিনি দেখতে পেতেন পুরোপুরি মোচন না করা আবরণের অবশেষ যা মাটি করে দিচ্ছে ছবিটাকে।

'আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি...' গোলেনিশ্চেভ বললেন।

'ওহ্, অত্যন্ত খুশি হব, বলুন-না' — মিখাইলোভ বললেন কপট হেসে।

'সে কথাটা এই যে আপনার খ্রিস্ট হয়েছে মনুষ্য-দেব, দেব-মনুষ্য নয়। তবে আমি জানি যে আপনি তাই আঁকতে চেয়েছিলেন।'

'যে খ্রিস্ট আমার প্রাণের মধ্যে নেই, তাঁকে তো আর আঁকতে পারি না আমি' — বিমর্ষ মুখে বললেন মিখাইলোভ।

'তা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি আমার ভাবনাটা আমায় বলতে দেন... ছবিটা আপনার এত সুন্দর যে আমার মন্তব্যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আপনার মত ভিন্ন। আপনার বক্তব্যটাই অন্যরকম। কিন্তু ধরা যাক শিল্পী ইভানভ। আমি মনে করি খ্রিস্টকে যদি একটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পর্যবসিত করা হয়, তাহলে ইভানভের উচিত হত অন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নেওয়া যা আরও তাজা, আরও চিত্তাকর্ষক।'

'কিন্তু শিল্পের কাছে এটাই যদি হয় একটা মহত্তম প্রসঙ্গ?'

'খুঁজলে অন্য প্রসঙ্গও পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে যুক্তি-তর্ক মানে না শিল্প। ইভানভের চিত্রের সামনে আস্তিক বা নাস্তিক দু'য়ের কাছেই প্রশ্ন উঠবে: এটা কি ঈশ্বর নাকি নয়? এতে ভেঙে পড়ছে সাধারণ একটা আবেশ।'

'কেন? আমার ধারণা' — বললেন মিখাইলোভ, 'শিক্ষিত লোকের কাছে এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে না।'

গোলেনিশ্চেভ তা মানলেন না, তাঁর প্রথম মত ধরে থেকে আবেশের যে ঐক্য শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন, সেটা দিয়ে মিখাইলোভকে ভেঙেছেন।

মিখাইলোভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজের কথাটা প্রমাণের মতো কিছু বলতে পারলেন না।

॥ ১২ ॥

বন্ধুর বুদ্ধিমন্ত মুখরতায় বিব্রত হয়ে আন্না আর ভ্রন্স্কি অনেকখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, শেষ পর্যন্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষা না করে ভ্রন্স্কি গেলেন আরেকটা অনতিবৃহৎ ছবির কাছে।

'আরে, কী সুন্দর, কী যে সুন্দর! আশ্চর্য! কী সুন্দর!' সমস্বরে বলে উঠলেন তাঁরা।

'ওটায় কী ওঁদের অত ভালো লাগল?' ভাবলেন মিখাইলোভ! তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে দিনরাত ওটা নিয়ে খাটার সময় যে যন্ত্রণা ভুগেছেন, যে কষ্ট হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলেন তার কথা, যেমন সর্বদা তিনি ভুলে যান পরিসমাপ্ত ছবিগুলোকে। এমনকি ওটার দিকে তাকাতেও তাঁর ভালো লাগত না, টাঙিয়ে রেখেছেন শুধু ওটা কিনতে ইচ্ছুক জনৈক ইংরেজের আগমনের আশায়।

বললেন, 'ওটা এমনি একটা স্কেচ, অনেকদিন আগেকার।'

'কী সুন্দর!' স্পষ্টত সত্যি করেই ছবিটার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বললেন গোলেনিশ্চেভও।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে দুটি ছোটো ছেলে মাছ ধরছে। বড়ো ছেলেটি সবেমাত্র ছিপ ফেলেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে একটা ঝোপ থেকে তার ফাতনাটাকে বার করার, এই কাজেই সে একেবারে মগ্ন; যেটি ছোটো, সে শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, এলোমেলো শণরঙা মাথাটা ভর দিয়ে আছে তার হাতে, নীল ভাবাকুল চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কী সে ভাবছে?

ছবিটার প্রশংসায় মিখাইলোভের মনে তাঁর অতীতের দোলা জেগে উঠেছিল, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, অতীত নিয়ে এই অলস ভাবাবেগ তাঁর ভালো লাগত না, তাই প্রশংসাগুলো তাঁকে আনন্দ দিলেও তিনি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন তৃতীয় একটি ছবিতে।

কিন্তু ভ্রন্‌স্কি শুধালেন ছবিটা বিক্রি হতে পারে কি না। দর্শকদের আগমনের ভাবনায় আন্দোলিত মিখাইলোভের কাছে এখন টাকাকড়ির ব্যাপারটা খুবই বিছছিরি ঠেকল।

বিমর্ষ কুণ্ঠিত মুখে তিনি বললেন, 'ওটা টাঙানো হয়েছে বিক্রির জন্যেই।'

অতিথিরা চলে গেলে মিখাইলোভ বসলেন পিলাত আর খ্রিস্টের সামনে, যা যা বলা হয়েছিল, এমনকি বলা না হলেও অতিথিরা যা ভেবেছেন তাও আওড়াতে লাগলেন মনে মনে। আর আশ্চর্য: ওঁরা যখন এখানে ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যা অত গুরুত্ব ধরেছিল, তা সবই অর্থহীন হয়ে গেল। শিল্পীর আদ্যন্ত দৃষ্টিতে তিনি নিজের ছবিটা দেখতে লাগলেন এবং পরিপূর্ণতা আর সেই হেতু নিজের ছবির তাৎপর্যের একটা নিশ্চয়তায় তিনি পেঁছলেন যা অন্য সবকিছু ভাবনা বর্জন করে যে একান্ত অভিনিবেশেই কেবল তিনি কাজ করতে পারতেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো খ্রিস্টের পা ঠিক তেমনটা হয় নি। রঙের পাত্র নিয়ে আঁকতে লাগলেন তিনি। পা শোধরাতে শোধরাতেই তিনি অনবরত চাইছিলেন গৌণস্থানে রাখা জনের মূর্তির দিকে। দর্শকেরা এটি লক্ষ করেন নি, কিন্তু তিনি জানতেন এ মূর্তি পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা। পা-টা শেষ করে তিনি জনের মূর্তি নিয়ে লাগবেন ভাবছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে বড়ো বেশি উত্তেজিত বলে নিজেকে বোধ হল তাঁর। যখন তিনি নিরুত্তাপ আর যখন তিনি বড়ো বেশি ভাবাকুল, সবকিছু বড়ো বেশি দেখতে পাচ্ছেন, এর কোনো অবস্থাতেই তিনি কাজ করতে পারতেন না। শীতলতা থেকে উদ্দীপনার মাঝখানে কেবল একটা ধাপেই কাজ করা সম্ভব হত তাঁর পক্ষে। কিন্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উদ্বেল। ভাবছিলেন ছবিটা ঢেকে ফেলবেন, কিন্তু থেমে গেলেন, আচ্ছাদনের চাদরটা হাতে ধরে পরমানন্দের হাসি নিয়ে অনেকখন ধরে দেখতে লাগলন জনের মূর্তিটা। অবশেষে যেন

বিষণ্ণ হয়ে চোখ ফেরালেন, চাদরটা টাঙিয়ে ক্লান্ত কিন্তু প্রসন্ন চিত্তে ফিরে গেলেন বাড়ি।

খুব চাঙ্গা হয়ে, ফুর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ভ্রন্‌স্কি, আন্না আর গোলেনিশ্চেভ। মিখাইলোভ আর তাঁর ছবিগুলো নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন। আলাপে বার বার করে উঠছিল প্রতিভা শব্দটা। তাতে তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন মন ও হৃদয় নির্বিশেষে সহজাত, প্রায় দৈহিক একটা সামর্থ্যের কথা, যা দিয়ে তাঁরা শিল্পীর সবকিছু অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে চাইছিলেন। শব্দ তাঁদের দরকার পড়েছিল, কারণ যা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না, অথচ ইচ্ছে হচ্ছিল কথা বলার আর তার একটা নামকরণ দরকার। তাঁরা বলছিলেন যে ওঁর প্রতিভা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেটা বিকশিত হতে পারে না — যেটা আমাদের রুশী শিল্পীদের সাধারণ দুর্ভাগ্য। তবে ছেলেদুটির ছবিটা ওঁদের স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল এবং থেকে থেকেই উঠছিল তার কথা।

'কী অপরূপ! কী করে ওটা উনি করতে পারলেন আর কী সহজে! ছবিটা যে কী সুন্দর তা নিজেই জানেন না। না, ছাড়া চলবে না, কিনব ওটাকে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

॥ ১৩ ॥

ভ্রন্‌স্কিকে ছবি বিক্রি করলেন মিখাইলোভ, আন্নার পোর্ট্রেট আঁকতেও রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে এসে কাজ শুরু করলেন তিনি।

পঞ্চম দিন থেকে ছবিটা সবাইকে, বিশেষ করে ভ্রন্‌স্কিকে চমৎকৃত করে দিলে শুধু আন্নার সঙ্গে তার সাদৃশ্যেই নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যেও। আন্নার ওই বিশেষ সৌন্দর্যটা মিখাইলোভ কেমন করে যে ধরতে পারলেন আশ্চর্য। 'তার অন্তরের এই সুমধুর অভিব্যক্তিটা ধরতে হলে আন্নাকে জানা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, আমি যেমন করে ভালোবাসেছি' — ভ্রন্‌স্কি ভাবলেন, যদিও আন্নার অন্তরের সুমধুর অভিব্যক্তিটা তিনি জানতে পেরেছেন কেবল এই পোর্ট্রেটটা থেকেই। কিন্তু অভিব্যক্তিটা এত সত্য যে ভ্রন্‌স্কির এবং অন্যান্যদের মনে হল ওটা অনেকদিন থেকেই তাঁদের জানা।

তাঁর নিজের আঁকা পোর্ট্রেটটা সম্বন্ধে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমি কত দিন থেকে মাথা ঠুকছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি নি, আর উনি তাকিয়ে দেখেই এঁকে ফেললেন। এই হল টেকনিকের মানে।'

'যথাসময়ে তা দেখা দেবে' — বললেন গোলেনিশ্যেভ, তাঁর ধারণায় ভ্রন্‌স্কির প্রতিভাও আছে এবং বড়ো কথা শিক্ষাও আছে যাতে শিল্প সম্পর্কে একটা সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে তাঁর পক্ষে। ভ্রন্‌স্কির প্রতিভা বিষয়ে গোলেনিশ্যেভের প্রত্যয় পুষ্ট হয়েছে আরও এই জন্য যে তাঁর দরকার ছিল যে ভ্রন্‌স্কি তাঁর প্রবন্ধগুলি আর ভাবধারণায় দরদ দেখান, প্রশংসা করুন এবং তিনি অনুভব করতেন যে প্রশংসা ও সমর্থন হওয়া উচিত পারস্পরিক।

পরের বাড়িতে, বিশেষত ভ্রন্‌স্কির পালাৎসোতে মিখাইলোভকে মোটেই সে মানুষ মনে হত না যা তিনি ছিলেন নিজের স্টুডিওতে। তিনি থাকতেন নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বিরূপ, যেন যাদের তিনি শ্রদ্ধা করেন না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভয় পাচ্ছেন তিনি। ভ্রন্‌স্কিকে তিনি সম্বোধন করতেন হুজুর বলে আর আন্না ও ভ্রন্‌স্কি আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও ডিনারের জন্য থেকে যেতেন না এবং সিটিঙের জন্য ছাড়া আসতেন না এখানে। অন্য যেকোনো লোকের চেয়ে ওঁর সঙ্গেই আন্না মিষ্টি ব্যবহার করতেন বেশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন নিজের পোর্ট্রেটটার জন্য। তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোভাব ছিল শ্রদ্ধারও অধিক এবং স্পষ্টই বোঝা যেত নিজের ছবিটা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। শিল্পের আসল একটা বোধ সম্পর্কে মিখাইলোভকে জ্ঞান দান করার সুযোগ কখনো ছাড়তেন না গোলেনিশ্যেভ। কিন্তু সবার প্রতিই মিখাইলোভ রইলেন সমান নিরুত্তাপ। ওঁর দৃষ্টি থেকে আন্না টের পেতেন যে তাঁকে চেয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে; কিন্তু আন্নার সঙ্গে কথোপকথন এড়িয়ে যেতেন তিনি। তাঁর চিত্রকলা নিয়ে ভ্রন্‌স্কির কথাবার্তায় গোঁ ধরে চুপ করে থাকতেন তিনি, আর ভ্রন্‌স্কির ছবিটা তাঁকে দেখানো হলে সমান গোঁ ধরে চুপ করে রইলেন। গোলেনিশ্যেভের আলাপ তাঁর কাছে কষ্টকর লাগত কিন্তু তাঁর কথায় আপত্তি করতেন না কখনো।

মোটের ওপর ওঁরা যখন মিখাইলোভকে আরও ভালো করে জানতে পারলেন তখন তাঁর চাপা, বিরূপ, যেন-বা শত্রুতামূলকই মনোভাবে ওঁদের সকলেরই ভারি অপছন্দ হয়েছিল তাঁকে। সিটিঙগুলো যখন শেষ হল,

হাতে ওঁদের রয়ে গেল অপূর্ব পোর্ট্রেটটা এবং মিখাইলোভ আসা বন্ধ করলেন, খুশি হয়েছিলেন তাঁরা।

গোলেনিশ্চেভই সবার মনের কথাটা বললেন, যথা — ভ্রন্স্কিকে স্রেফ ঈর্ষা করতেন মিখাইলোভ।

'ধরা যাক ঈর্ষা করতেন না, কেননা প্রতিভা আছে ওঁর, কিন্তু এই জন্যে ওঁর রাগ হত যে উঁচু মহলের ধনী একটি লোক, তদুপরি কাউণ্ট (সবাই ওরা যে এটা ঘৃণা করে) বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই ওঁর চেয়ে এমনকি ভালো হলেও একইরকম আঁকছেন, যেক্ষেত্রে উনি এর পেছনে দিয়েছেন গোটা জীবন। প্রধান কথা হল শিক্ষা, যেটা ওঁর নেই।'

ভ্রন্স্কি মিখাইলোভের পক্ষ নিলেন, কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করতেন কথাটা, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে নিঃস্ব অন্য একটা জগতের লোক ঈর্ষা করবেই।

জীবন থেকে মিখাইলোভ আর ভ্রন্স্কি আন্নার যে একই পোর্ট্রেট এঁকেছেন, তা থেকে তাঁদের ভেতর প্রভেদটা কী সেটা ভ্রন্স্কির চোখে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল না। মিখাইলোভের পরে তিনি শুধু আন্নার যে পোর্ট্রেটটা আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন, মনে করলেন ওটা এখন নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় জীবন নিয়ে তাঁর ছবি কিন্তু এঁকে চললেন তিনি এবং তিনি নিজে, গোলেনিশ্চেভ, বিশেষ করে আন্না, সবার কাছেই ছবিটা মনে হল অতি চমৎকার, কেননা নামকরা ছবিগুলির সঙ্গে তাঁর ছবির মিল মিখাইলোভের চেয়ে বেশি।

ওদিকে মিখাইলোভ কিন্তু আন্নার পোর্ট্রেটে খুব ডুবে গেলেও সিটিংগুলো যখন শেষ হল, শিল্প নিয়ে গোলেনিশ্চেভের মতামত শোনার প্রয়োজন রইল না, ভুলে যেতে পারেন ভ্রন্স্কির ছবিটাকে, তখন তিনি বেশি খুশি হলেন ওঁদের চেয়েও। তিনি জানতেন যে চিত্রকলা নিয়ে ভ্রন্স্কির ছেলেখেলা নিষিদ্ধ করা চলে না; ওঁর এবং সমস্ত অপেশাদারদেরই যা খুশি আঁকার পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বিছছিরি লেগেছিল তাঁর। মোম দিয়ে বড়ো একটা পুতুল বানিয়ে লোকে যদি সেটাকে চুমু খায় তা বারণ করা যায় না। কিন্তু যে প্রেমে পড়েছে, লোকটা যদি তার পুতুল নিয়ে যায় তার কাছে, এবং প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তাকে সে যেভাবে আদর করে সেইভাবে লোকটা আদর করতে থাকে তার পুতুলকে, তাহলে প্রেমিকের খারাপ লাগবে। ভ্রন্স্কির ছবি দেখে সেইরকম একটা বিশ্রী অনুভূতি

হয়েছিল তাঁর: তাঁর একাধারে হাসি পেয়েছিল, রাগ হয়েছিল, কর‌ুণা বোধ করেছিলেন তিনি, নিজেকে মনে হয়েছিল অপমানিত।

চিত্রকলা আর মধ্য যুগ নিয়ে দ্রন্‌স্কির নেশা বেশি দিন টিকল না। শিল্পরুচি তাঁর এতখানি ছিল যে নিজের ছবি তিনি শেষ করতে আর পারলেন না। আঁকা থেমে গেল। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন কী ত্রুটি ছবিটার, প্রথমটায় সামান্য লক্ষণীয় হলেও আঁকা চালিয়ে গেলে সেগুলো হয়ে উঠবে মারাত্মক। তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটল সেটা ঘটেছে গোলেনিশ্চেভের ক্ষেত্রে, যিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর বলার কিছু নেই এবং ক্রমাগত এই বলে আত্মপ্রতারণা করছিলেন যে তাঁর ভাবনাটা এখনো পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি, তিনি খাটছেন সেটা নিয়ে আর মালমশলা সংগ্রহ করে চলেছেন। কিন্তু গোলেনিশ্চেভকে এটা তিক্ত করে তুলছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল, দ্রন্‌স্কি ওদিকে আত্মপ্রতারণা করতে ও নিজেকে কষ্ট দিতে পারেন না, বিশেষ করে পারেন না তিক্ত হয়ে উঠতে। নিজের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তায় তিনি কিছু না বলে, কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়ে শিল্পচর্চা বন্ধ করলেন।

আন্না বিস্মিত হন তাঁর মোহভঙ্গে। অথচ ঐ চর্চাটা ছাড়া ইতালীয় শহরে তাঁর ও আন্নার জীবন তাঁর কাছে এত একঘেয়ে লাগল, পালাৎসো হঠাৎ হয়ে উঠল স্পষ্টত এত জীর্ণ আর নোংরা, কার্নিসের ভাঙা পলেস্তারা, পর্দায় দাগ এবং মেঝেতে ফুটো এত বিশ্রী দেখাত, সেই একই গোলেনিশ্চেভ, ইতালীয় প্রফেসার আর জার্মান পর্যটকের সেই একই সাহচর্য এত বিরক্তিকর দাঁড়াল যে দরকার পড়ল জীবনটা বদলে নেবার। তাঁরা স্থির করলেন যাবেন রাশিয়ায়, গ্রামে। দ্রন্‌স্কি ঠিক করলেন পিটার্সবুর্গে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবেন আর আন্নার ইচ্ছা ছেলেকে দেখার। গ্রীষ্মটা তাঁরা কাটাবেন ভাবলেন দ্রন্‌স্কির পৈত্রিক মহালে।

॥ ১৪ ॥

লেভিনের বিয়ের পর তৃতীয় মাস চলছে। সুখী তিনি, তবে যা আশা করেছিলেন মোটেই সে ধরনে নয়। প্রতি পদে তাঁর চোখে পড়ত আগের স্বপ্নগুলোয় মোহভঙ্গ আর অপ্রত্যাশিত নতুন মোহ। লেভিন সুখী, কিন্তু

সংসার পেতে তিনি প্রতি পদে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যা কল্পনা করেছিলেন সেটা মোটেই ওরকম নয়। প্রতি পদে তিনি যা অনুভব করছিলেন সেটা সেই লোকের দশার মতো যে মুগ্ধ হয়ে হ্রদে মসৃণ, নিশ্চিন্ত নৌকা বাওয়া দেখার পর নিজেই উঠেছে সে নৌকায়। সে দেখতে পাচ্ছে টলমল না করে স্থির হয়ে বসে থাকা দরকার তাই শুধু নয়, মাথাও খিলাতে হবে, মুহূর্তের জন্যও ভোলা চলবে না কোথায় যাওয়া দরকার, পায়ের নিচে জল, দাঁড় বাইতে হবে, অনভ্যস্ত হাত ব্যথা করছে, নৌকা বাওয়া দেখতেই শুধু সহজ, বাইতে যাওয়া অতি আনন্দের হলেও অতিশয় কঠিন।

যখন অবিবাহিত ছিলেন, অন্যদের দাম্পত্য জীবন, ছোটোখাটো ঝামেলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্ষা দেখে তিনি শুধু অবজ্ঞাভরে হেসেছেন মনে মনে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে এ সব শুধু হবে না তাই নয়, মনে হত তার বাইরের চেহারাটাও হবে একেবারেই অন্যদের জীবনের মতো নয়। হঠাৎ তার বদলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জীবনটা বিশেষ রকমের কিছু একটা হয়ে উঠল না শুধু তাই নয়, গড়ে উঠল ঠিক সেই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়েই যাকে তিনি আগে অত অবজ্ঞা করেছেন কিন্তু যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন একটা অসাধারণ ও অকাট্য গুরুত্ব লাভ করেছে। এবং লেভিন দেখলেন যে এই সব তুচ্ছ জিনিসগুলোর সুব্যবস্থা করা মোটেই তেমন সহজ নয়, যা তাঁর মনে হয়েছিল আগে। পারিবারিক জীবনের একটা যথাযথ ধারণা তাঁর আছে বলে ধরে নিলেও অন্য সমস্ত পুরুষের মতোই তিনিও শুধু প্রেমের পরিতৃপ্তিকেই পারিবারিক জীবন বলে কল্পনা করতেন যাতে কোনো কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটতে দেওয়া চলে না, ছোটোখাটো ঝামেলায় তা থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। তাঁর ধারণায়, তিনি নিজের কাজ করে যাবেন আর কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন ভালোবাসার সুখাবেশে। কিটিকে হতে হবে শুধুই প্রিয়তমা। কিন্তু সমস্ত পুরুষের মতো উনিও ভুলে গিয়েছিলেন যে কিটিরও কাজ করা প্রয়োজন। আর তাঁর দেখে অবাক লাগল যে কাব্যময়ী অপরূপা কিটি কিভাবে পারিবারিক জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই শুধু নয়, প্রথম কয়েকটা দিনেই টেবিল-ক্লথ, আসবাব, অতিথিদের জন্য শয্যা, ট্রে, বাবুর্চি, ডিনার ইত্যাদির কথা ভাবতে, মনে করতে, তা নিয়ে ব্যস্ত হতে পারল। সেই পাণি-প্রার্থী থাকার সময়েই যে দৃঢ়তায় কিটি বিদেশে যেতে আপত্তি জানিয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে গ্রামে যাবে, যেন কী দরকার তেমন কিছু একটা তার

জানাই আছে, নিজের ভালোবাসা ছাড়াও বাইরের জিনিস নিয়ে সে ভাবতে পারছে, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন লেভিন। তখন সেটা ক্ষুণ্ণ করেছিল তাঁকে আর এখন বার কয়েক তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছে ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তার ব্যস্ততা আর দুর্ভাবনা। কিন্তু উনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে ওটা কিটির দরকার। আর এই ঝামেলাগুলো কেন সেটা না বুঝলেও, তাতে তাঁর হাসি পেলেও কিটিকে ভালোবাসতেন বলে এতে মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। মস্কো থেকে আনা আসবাবগুলো কিটি যেভাবে সাজিয়েছে, নিজের এবং তাঁর ঘর যেভাবে নতুন করে গোছগাছ করেছে, পর্দা টাঙিয়েছে, যেভাবে ভবিষ্যৎ অতিথিদের এবং ডল্লির জন্য ঘর ঠিক করে ফেলেছে, যেভাবে নিজের নতুন দাসীর জন্য জায়গা বরাদ্দ করেছে, যেভাবে ডিনারের বরাত করত সে, আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে খাদ্যভাণ্ডারের ভার থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাতে হাসতেন লেভিন। বৃদ্ধ পাচক মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখত, হাসত, শুনত তার আনাড়ী ও অসম্ভব হুকুমগুলো; দেখতে পেতেন যে ভাঁড়ারে তরুণী বধূর নতুন নির্দেশগুলোয় আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিন্তিতভাবে সস্নেহে মাথা নাড়ছেন; কিটিকে লেভিনের অসাধারণ মিষ্টি লাগত যখন আধো কেঁদে আধো হেসে তাঁর কাছে এসে সে অনুযোগ করত যে দাসী মাশা তাকে বাবুবাড়ির অকস্মা মেয়ে বলে মনে করে, তাই কেউ তার কথা শোনে না। এটা তাঁর মিষ্টি লাগলেও অদ্ভুত মনে হত এবং তিনি ভাবতেন ওটা বাদ দিতে পারলেই বরং ভালো।

পিতৃগৃহে কিটির মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত ক্ভাস বা বাঁধাকপি, কি চকোলেট খাবে কিন্তু কোনোটাই জুটত না, আর এখন সে যা ইচ্ছা ফরমাশ দিতে পারে, কিনতে পারে স্তূপাকৃতি চকোলেট, যত খুশি টাকা খরচ করা যায়, ইচ্ছামতো বরাত করা সম্ভব মিষ্টি কেকের, এই যে পরিবর্তনটা কিটি অনুভব করত, সেটা বুঝতেন না লেভিন।

কিটি এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডল্লির আসার সানন্দ স্বপ্নে বিভোর, কেননা শিশুগুলির যার যা পেয়ারের কেক তার হুকুম দিতে পারবে সে, আর ডল্লি কদর করবেন তার ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের। কিটি নিজেই জানত না কেন এবং কিসের জন্য, কিন্তু গৃহস্থালী তাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে টানত। স্বতঃবোধে বসন্ত আসন্ন অনুভব করায় এবং এইটে জানা থাকায় যে দুর্যোগের দিনও আসবে, সে তার নীড়টি বাঁধছিল যেমন পারে, তাড়াতাড়ি করছিল একই সঙ্গে বাসা বাঁধতে আর কী করে তা বাঁধতে হয় শিখে নিতে।

বিবাহোত্তর সমুন্নত সুখ সম্পর্কে লেভিনের যা আদর্শ, তার অতি বিরোধী এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিটির এই দুশ্চিন্তা ছিল একটা মোহভঙ্গ; আর এই মধুর যে ব্যস্ততাগুলোর অর্থ তিনি বুঝতেন না, আবার ভালো না বেসেও পারতেন না, তা হল নতুন মুগ্ধতাগুলির একটা।

দ্বিতীয় মোহভঙ্গ ও মুগ্ধতা হল কলহ। লেভিন কদাচ কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর ও স্ত্রীর মধ্যে কোমলতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্ভব; আর হঠাৎ কিনা প্রথম দিনগুলোয় ঝগড়া বাধল আর কিটি ওঁকে বলে দিলে যে উনি ওকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল নিজেকে, কাঁদলে, হাত ঝটকালে।

প্রথম ঝগড়াটা হয়েছিল কারণ লেভিন নতুন একটা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ফেরেন আধ ঘণ্টা দেরি করে, কেননা তাড়াতাড়ি একটা রাস্তা ধরতে গিয়ে পথ হারান। বাড়ি তিনি আসেন কেবল কিটির কথা, তার ভালোবাসা, নিজের সুখের কথা ভাবতে ভাবতে আর যতই কাছিয়ে আসছিলেন ততই বেশি করে তাঁর মধ্যে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠছিল। ঘরে তিনি ঢুকলেন ছুটতে ছুটতে এবং একই হৃদয়াবেগ নিয়ে, শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে গিয়ে তিনি যখন পাণিপ্রার্থনা করেন এটা তার চেয়েও প্রবল। হঠাৎ তিনি দেখলেন কিটির গোমড়া মুখ যা আগে কখনো দেখেন নি। চুমু খেতে চেয়েছিলেন লেভিন, কিন্তু কিটি ঠেলে সরিয়ে দিলে তাঁকে।

'কী হল?'

'তোমার তো ফুর্তি লাগছে দেখছি...' কিটি শুরু করলে শান্তভাবে একটা বিষাক্ত সুর ফোটাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু যেই সে মুখ খুলল, অমনি অর্থহীন ঈর্ষায় ভর্ৎসনার কথাগুলো, এই আধ ঘণ্টা জানলার কাছে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সময় যা কিছু তাকে পীড়িত করেছে তা সব অনর্গল বেরিয়ে এল। বিবাহের পর গির্জা থেকে কিটিকে নিয়ে আসার সময় লেভিন যা বোঝেন নি, সেটা স্পষ্ট বুঝলেন কেবল এই প্রথম। তিনি বুঝলেন যে কিটি শুধু তাঁর আপনজন নয়, তিনি জানেনই না কোথায় কিটির শেষ আর তাঁর শুরু। সেটা তিনি বুঝলেন সেই মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার যে যন্ত্রণাকর অনুভূতি তাঁর হচ্ছিল তা থেকে । প্রথম মিনিটটায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই

তিনি টের পেলেন যে কিটি তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না, কেননা নিজেই তিনি কিটি। প্রথম মুহূর্তটায় তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা সেই লোকের মতো যে পেছন থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গুঁতো খেয়ে রাগে আর প্রতিশোধস্পৃহায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দোষীকে খুঁজে খুঁজে দেখে যে দোষ তারই, এবং নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে নিজেই সে গুঁতো মেরেছে নিজেকে, কারো ওপর রাগ করার নেই, ব্যথাটা মেনে নিয়ে সয়ে যেতে হবে।

এর পরে আর কখনো তিনি এটা এত তীব্রভাবে অনুভব করেন নি, কিন্তু সেই প্রথম বার অনেকখন সুস্থির হতে পারেন নি তিনি। স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তিতে কৈফিয়ৎ দাবি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিটির দোষটা তাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন; কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া, যে ফাটলটা সমস্ত বিপত্তির কারণ তাকে বাড়িয়ে তোলা। অভ্যস্ত একটা প্রবণতা ছিল দোষটা নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে কিটির ওপর চাপানো; কিন্তু প্রবলতর আরেকটা প্রবণতা তাঁকে টানছিল তাড়াতাড়ি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফাটলটাকে বাড়তে না দিয়ে মিটিয়ে ফেলা। এমন অন্যায় একটা অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকা কষ্টকর, কিন্তু নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ওকে দগ্ধানো হবে আরো খারাপ। আধঘুমন্ত লোকের যন্ত্রণা হলে যেমন হয়, তার মতো তিনি চাইছিলেন রুগ্ন অঙ্গটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে, কিন্তু চৈতন্যোদয় হতে টের পেলেন যে রুগ্ন অঙ্গটা তিনি নিজে। সে অঙ্গটা যাতে সহিষ্ণু হয়, তাতে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত এবং সে চেষ্টা তিনি করলেন।

মিটমাট হয়ে গেল ওঁদের। নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিন্তু লেভিনকে তা না বলে কিটি ওঁর প্রতি আরো কোমল হয়ে উঠল, ভালোবাসার দ্বিগুণ একটা নতুন সুখ বোধ করলেন তাঁরা। কিন্তু সংঘাতের পুনরাবৃত্তি হতে এমনকি ঘন ঘনই এবং খুবই অপ্রত্যাশিত ও তুচ্ছ কারণে, কোনো বাধা হল না এতে। সংঘাতগুলো হচ্ছিল ঘন ঘন, কারণ তখনও তাঁরা জানতেন না পরস্পরের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ কারণেও বটে যে এই প্রথম দিকটায় উভয়েরই মেজাজ প্রায়ই থাকত বিগড়ে। একজনের মেজাজ যখন ভালো থাকত আর অন্যজনের খারাপ তখন শান্তিভঙ্গ হত না, কিন্তু যখন দু'জনেরই মেজাজ খারাপ থাকত, তখন সংঘাত বাধত এমন দুর্বোধ্য তুচ্ছ কারণে যে পরে মনে করতে পারতেন না তাঁরা ঝগড়াটা বেধেছিল কী নিয়ে। এ কথা ঠিক যে দু'জনেরই মন ভালো থাকলে জীবনের আনন্দ হয়ে

উঠত দ্বিগুণ। তাহলেও এই প্রথম দিকটায় দুঃখের একটা সময় গিয়েছিল তাঁদের।

প্রথম দিককার গোটা এই সময়টায় বিশেষ তীব্রভাবে অনুভূত হত, যে শেকলটায় তাঁরা বাঁধা, যেন তার দু'দিকেই চলছে এক একটা হেঁচকা টানাটানি। মোটের ওপর মধুচন্দ্রিকা, অর্থাৎ বিয়ের পরেকার মাসটা, লোকপ্রথা অনুসারে যা থেকে অনেককিছু আশা করছিলেন লেভিন, তা মধুময় তো হলই না, বরং দু'জনের মনেই তা তাঁদের জীবনের একটা দুর্বিষহ ও হীনতাসূচক সময়ের স্মৃতি রেখে গেল। এই যে অসুস্থ সময়টায় দু'জনেই স্বাভাবিক থাকতেন কদাচিৎ, স্বপ্রকৃতিস্থ থাকতেন কদাচিৎ, তার সমস্ত কদর্য, লজ্জাকর ঘটনাগুলো তাঁরা দু'জনেই পরবর্তী জীবনে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন সমানভাবে।

মস্কোয় তাঁরা গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। সেখান থেকে ফেরার পর দাম্পত্য জীবনের কেবল তৃতীয় মাসেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠল মসৃণ।

॥ ১৫ ॥

সবে তাঁরা মস্কো থেকে ফিরে একা হতে পেরে খুশি হলেন। লেভিন তাঁর স্টাডিতে টেবিলের সামনে বসে লিখতেন। আর বিয়ের পর প্রথম ক'দিন গাঢ় বেগুণী রঙের যে পোশাকটা সে পরত, লেভিনের কাছে যা ছিল বিশেষ আদৃত ও মনে রাখার মতো, সেটা কিটি আবার পরলে এবং স্টাডিতে লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমলে সর্বদা যেটা থাকত, চামড়া-বাঁধাই সেই পুরনো সোফাটায় বসে broderie anglaise* বুনে যেত। লেভিন ভাবতেন আর লিখতেন এবং সর্বদা কিটির উপস্থিতি অনুভব করে আনন্দ হত তাঁর। বিষয়-আশয় দেখা এবং যে বইটাতে কৃষিকর্মের মূল নীতিগুলি বিবৃত করার কথা, তানিয়ে খাটুনি তিনি ছেড়ে দেন নি; কিন্তু যে অন্ধকারে তাঁর জীবন সমাচ্ছন্ন ছিল, তার তুলনায় আগে যেমন এই খাটুনি আর চিন্তাপ্রয়াস ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি সুখের উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ জীবনের তুলনায় সমান গুরুত্বহীন ও ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল।

* বিলাতি এম্ব্রয়ডারি (ফরাসি)।

কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর মনোযোগের ভারকেন্দ্র সরে গেছে অন্য জিনিসে আর তার ফলে এখন ব্যাপারটা তিনি দেখছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং আরও পরিষ্কার করে। আগে কাজগুলো তাঁর কাছে ছিল জীবন থেকে পরিত্রাণ। আগে তিনি অনুভব করতেন যে এই কাজটা ছাড়া জীবন হবে বড়ো বেশি তিমিরাচ্ছন্ন। এখন জীবন যাতে বড়ো বেশি একটানা রকমের উজ্জ্বল না হয়ে পড়ে তার জন্য কাজটা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। ফের নিজের কাগজগুলো নিয়ে যা লিখেছেন পড়ে দেখে তিনি খুশি হলেন যে কাজটা নিয়ে খাটার সার্থকতা আছে। কাজটা নতুন এবং তা উপকার দেবে। তাঁর আগেকার চিন্তার বহুকিছু তাঁর কাছে মনে হল অবান্তর এবং তা চরমে গেছে, কিন্তু গোটা বিষয়টা মনে মনে নতুন করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ায় অনেক সমস্যাই পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। রাশিয়ার কৃষির দুরবস্থার কারণ নিয়ে নতুন একটা অধ্যায় তিনি লিখলেন এবার। তিনি দেখাচ্ছিলেন যে রাশিয়ায় দারিদ্র্য দেখা দিচ্ছে শুধু ভূসম্পত্তির বেঠিক বণ্টন আর ভুল পরিচালনার জন্য নয়। ইদানীং এতে সহায়তা করছে রাশিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে আমদানি করা বাইরের সভ্যতা, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, যা থেকে ঘটছে শহরগুলির কেন্দ্রীভবন, বিলাস বৃদ্ধি এবং তার পরিণামে কৃষির ক্ষতি করে ফ্যাক্টরি-ভিত্তিক শিল্প, ক্রেডিট আর তার সহচর শেয়ার-বাজারি ফাটকার বিকাশ। তাঁর মনে হচ্ছিল যে দেশে সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই ব্যাপারগুলিই আসবে, তবে শুধু তখন, যখন কৃষিতে যথেষ্ট শ্রম ঢালা হয়েছে, যখন কৃষি চলছে সঠিক পথে, অন্তত নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে; দেশের সম্পদ বাড়া চাই সমভাবে, বিশেষ করে এমনভাবে যাতে সম্পদের অন্যান্য শাখা কৃষিকে ছাড়িয়ে না যায়; কৃষি যে নির্দিষ্ট মানটায় রয়েছে তারই উপযোগী রূপে বাড়া উচিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমাদের ভূমির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে যে রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে, সেটা হয়েছে অকালে এবং রেলপথ দ্বারা কৃষির যে সাহায্য হবে আশা করা হয়েছিল তার বদলে রেলপথ কৃষিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, আর শিল্প ও ক্রেডিটের বিকাশ ঘটিয়ে কৃষিকে থামিয়ে রেখেছে, জীবদেহে কোনো একটা অঙ্গের অকালে ও একপেশে বৃদ্ধিতে যেমন দেহের সাধারণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রাশিয়ায় সম্পদের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইউরোপে

ফ্যাক্টরিগুলি কালোপযোগী এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় হলেও ফ্যাক্টরিগুলির কর্মচাণ্ডল্য বৃদ্ধি আমাদের এখানে কৃষির সুব্যবস্থা করার উপস্থিত প্রশ্ন নাকচ করে দিয়ে ক্ষতিই করেছে।

আর ওদিকে লেভিন যতক্ষণ লিখছেন, কিটি তখন ভাবছে তরুণ প্রিন্স চার্স্কির প্রতি কী অস্বাভাবিক মনোযোগ দেখিয়েছে তার স্বামী। চলে আসার আগে কিটির প্রতি প্রিন্স হয়ে উঠেছিলেন অতি অশিষ্ট ধরনে গদগদ। কিটি ভাবছিল, 'ও যে হিংসে করে! ওহ্ ভগবান, অথচ কী মিষ্টি আর বোকা ও। আমার জন্যে ঈর্ষা হয় ওর! যদি ও জানত যে আমার কাছে ওদের সবার দাম পিওতর বাবুর্চির চেয়ে বেশি নয়' — নিজের কাছেই অদ্ভুত মালিকানা অনুভূতি নিয়ে লেভিনের মাথার পেছনটা আর লাল ঘাড়ের দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে, 'কাজ থেকে ওকে টেনে আনতে কষ্ট হচ্ছে অবিশ্যি (তবে ও পরে লিখে ফেলতে পারবে!), কিন্তু ওর মুখ আমায় দেখতে হবে। ও কি টের পাচ্ছে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি? চাই ও যেন ফিরে তাকায়!.. চাই, কিন্তু!' ওঁর ওপর তার দৃষ্টির এভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য সে চোখ মেললে আরো বড়ো বড়ো করে।

'হ্যাঁ, ওগুলো রসটুকু শুষে নিয়ে একটা মিথ্যে রোশনাই ছাড়ে' — বিড়বিড় করে লেখা থামালেন লেভিন আর কিটি তাঁর দিকে হেসে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মুখ ফেরালেন।

'কী হল?' হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'ফিরে তাকাল তাহলে' — মনে মনে ভাবল কিটি। এবং ওঁর দিকে তাকিয়ে কাজ থেকে সরানো হয়েছে বলে রাগ করেছেন কিনা তা আন্দাজ করার চেষ্টা করে বললে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তুমি যেন আমার দিকে চাও।'

'তা, শুধু দুজনে মিলে থাকতে ভালোই তো লাগে! আমার লাগে' — সুখের হাসিতে জ্বলজ্বলে হয়ে কিটির কাছে এসে লেভিন বললেন।

'এত ভালো লাগছে আমার! কোথাও আমি যাব না, বিশেষ করে মস্কোয়।'

'কী ভাবছিলে?'

'আমি? আমি ভাবছিলাম... না, না, যাও লেখো গে, অন্য দিকে মন দিয়ো না' — কিটি বললে ওষ্ঠ সংকুচিত করে, 'আমায় এখন এইগুলো কাটতে হবে, দেখছ, এই ছেঁদাগুলো।'

কাঁচি নিয়ে কাটতে শুরু করল সে।

'না, বলো কী?' কিটির পাশে বসে ছোট্ট কাঁচটার বক্রাকার গতি লক্ষ করতে করতে লেভিন বললেন।

'ও, কী আমি ভাবছিলাম? ভাবছিলাম মস্কোর কথা, তোমার মাথার পেছনটার কথা।'

'ঠিক কেন যে আমার এত সুখ বলো তো? স্বাভাবিক নয়। বড়ো বেশি ভালো' — লেভিন বললেন ওর হাতে চুমু খেয়ে।

'আমার কাছে উল্টো, যত ভালো ততই স্বাভাবিক।'

'তোমার কিন্তু একগোছা চুল খসে এসেছে' — সন্তর্পণে কিটির মাথাটা ঘুরিয়ে লেভিন বললেন, 'চুল। দেখেছ, এখানে। না, থাক, কাজে ফিরতে হবে আমাদের।'

কাজ আর চলল না, আর কুজ্‌মা এসে যখন বললে যে চা দেওয়া হয়েছে, দোষীর মতো পরস্পর থেকে ছিটকে গেলেন ওঁরা।

'শহর থেকে ওরা এসেছে?' কুজ্‌মাকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'এইমাত্র ফিরল। ডাক বাছছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কিটি বললে লেভিনকে, 'নইলে তোমাকে ছাড়াই চিঠি পড়ে ফেলব। আর শোনো, ডুয়েটে পিয়ানো বাজানো যাক।'

একা হয়ে নিজের খাতাপত্র কিটির কেনা নতুন পোর্টফোলিওটায় গুছিয়ে কিটির সঙ্গে সঙ্গে মনোরম সব সাজ-সজ্জা সমেত নতুন যে ওয়াশস্ট্যান্ডটার উদয় হয়েছে এখানে তাতে হাত ধোবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন লেভিন। নিজের ভাবনাটায় হাসি পেল লেভিনের এবং অননুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সে ভাবনায়: অনুশোচনার মতো একটা মনোভাব বিঁধছিল তাঁকে। তাঁর বর্তমান জীবনে কী একটা যেন আছে লজ্জাকর, থলথলে, তাঁর ভাষায় ঘ্যাঁটের মতো; তাঁর মনে হল, 'এভাবে দিন কাটানো ভালো নয়। তিন মাস হতে চলল অথচ প্রায় কিছুই করি নি আমি। আজ প্রথম গুরুত্ব নিয়ে কাজে লেগেছিলাম, কিন্তু কী দাঁড়াল? শুরু করেই ছেড়ে দিলাম। এমনকি আমার সাধারণ যে কাজ, তাও প্রায় ফেলে রেখেছি। বিষয়কর্ম — তা দেখতেও আমি প্রায় যাই না। কখনো ওকে একলা রেখে যেতে কষ্ট হয়, কখনো দেখতে পাই যে ওর একঘেয়ে লাগছে। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগের জীবনটা সে হলেই হল, চলে যাচ্ছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সত্যিকারের জীবন শুরু

হবে বিয়ের পরে। অথচ তিন মাস তো হতে চলল, এমন অলস আর অসার্থক দিন আমি কাটাই নি কখনো। না, এটা অনুচিত, শুরু করা দরকার। বলা বাহুল্য ওর দোষ নেই। কোনো কিছুর জন্যেই ভর্ৎসনা করা চলে না ওকে। নিজেরই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, রক্ষা করতে হত নিজের পুরুষালী স্বাধীনতা। নইলে এভাবে আমি নিজেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি, ওকেও তাই করে তুলব... বলাই বাহুল্য ওর দোষ নেই' — মনে মনে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে এবং যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাকে নিজের অসন্তোষের জন্য ভর্ৎসনা না করা কঠিন। এবং লেভিনের ঝাপসাভাবে মনে হল দোষ ওর নয় (কোনো কিছুতেই দোষী হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে), দোষ ওর লালনপালনের যা অগভীর, চপল ('যেমন ঐ বাঁদর চার্স্কিটা; আমি জানি যে কিটি ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি')। 'হ্যাঁ, সংসার নিয়ে আগ্রহ ছাড়া (এটা ওর আছে), নিজের প্রসাধন আর broderie anglaise ছাড়া ওর গুরুত্বপূর্ণ কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাজে, বিষয়কর্মে, চাষীদের নিয়ে, সঙ্গীতে, যাতে তার বেশ দখল আছে, বই পড়ায় কোনো আগ্রহ নেই ওর। কিছুই সে করে না আর তাতে খুব তুষ্ট থাকে সে।' মনে মনে লেভিন এটার সমালোচনা করতেন, কিন্তু তখনো বোঝেন নি যে কিটি ক্রিয়াকলাপের সেই পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছে যা আসার কথা, যখন সে হবে একই সময়ে স্বামীর স্ত্রী, গৃহের কর্ত্রী, গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী, শিশুদের পালিকা। লেভিন ভাবেন নি যে কিটি এটা তার সহজবোধে জেনে ফেলেছে এবং তৈরি হচ্ছে এই সাংঘাতিক খাটুনির জন্য, নির্ভাবনা আর প্রেমসুখের যে মুহূর্তগুলিকে সে এখন কাজে লাগিয়ে সানন্দে তার ভবিষ্যৎ নীড় রচনা করে চলেছে তার জন্য আত্মগ্লানি নেই তার।

॥ ১৬ ॥

লেভিন যখন ওপরে গেলেন, স্ত্রী তখন রুপোর নতুন সামোভার আর চায়ের নতুন সরঞ্জামগুলোর সামনে বসে ছোটো একটা টেবিলের কাছে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে বৃদ্ধা আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বসিয়ে

ডল্লির চিঠি পড়ছিল। তাঁর সঙ্গে কিটির অবিরাম পত্র-বিনিময় হত ঘন ঘন।

'দেখছেন তো, মা-ঠাকরুন আমায় এইখানে বসিয়ে তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন' — কিটির দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

আগাফিয়া মিখাইলোভনার কথাগুলো থেকে লেভিন অনুমান করলেন যে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটির মধ্যে ইদানীং যে ঝগড়া চলছিল, তার অবসান হয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, শাসন-ভার কেড়ে নিয়ে নতুন কর্ত্রী যত দুঃখই তাঁকে দিক, তা সত্ত্বেও কিটি জয় করে নিয়েছে আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে, বাধ্য করেছে ভালোবাসতে কিটিকে।

'তোমার চিঠিও আমি পড়ে নিয়েছি' — অশিক্ষিত একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'এটা মনে হয় তোমার ভাইয়ের ওই মাগীটার কাছ থেকে... তবে' — কিটি বললে, 'আমি পড়ি নি। আর এগুলো আমাদের লোকজন আর ডল্লির। কী কাণ্ড! সারমাৎস্কিদের ওখানে শিশুদের বলনাচে গ্রিশা আর তানিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ডল্লি। তানিয়া যায় মার্কুইসের বেশে।'

কিন্তু লেভিন তার কথা শুনছিলেন না: লাল হয়ে তিনি নিকোলাই ভাইয়ের ভূতপূর্ব প্রণয়িনী মারিয়া নিকোলায়েভনার চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। এটা তার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল যে বিনা দোষে ভাই তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে এবং মর্মস্পর্শী সরলতায় যোগ করেছিল যে ফের দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লেও কিছুই সে চায় না, আশা করে না, কিন্তু তাকে ছাড়া ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্য নিকোলাই দ্মিত্রিয়েভিচ টেঁসে যাবেন এই চিন্তাটা তাকে বড়ো কষ্ট দিচ্ছে; তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখতে সে অনুরোধ করেছিল ভাইকে। এখন সে অন্য কথা লিখেছে। নিকোলাই দ্মিত্রিয়েভিচের দেখা পেয়েছে সে, মস্কোয় ওঁর সঙ্গে সে থাকে, তারপর তাঁরা চলে যান মফস্বল শহরে, সেখানে নিকোলাই দ্মিত্রিয়েভিচ চাকরি পান। কিন্তু ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার মস্কো ফেরেন তিনি, কিন্তু পথে এতই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে শয্যা ছাড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখেছে 'কেবলি আপনার কথা বলেন। টাকাকড়িও আর নেই।'

পড়ে দ্যাখো, ডল্লি তোমার সম্পর্কে লিখেছে...' হেসে বলতে যাচ্ছিল কিটি, কিন্তু স্বামীর পরিবর্তিত মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল হঠাৎ।

'কী হল? কী ব্যাপার?'

'ও লিখেছে নিকোলাই ভাই মরণাপন্ন। আমি যাব।'

হঠাৎ বদলে গেল কিটির মুখচ্ছবি। মার্কুইস-বেশে তানিয়ার কথা, ডল্লির কথা, সব উধাও হল মন থেকে।

জিগ্যেস করলে, 'কবে যাবে?'

'কাল।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কেমন?' কিটি বললে।

'কিটি! এটা কী হচ্ছে?' ভর্ৎসনার সুরে লেভিন বললেন।

'কী হচ্ছে মানে?' লেভিন যে তার প্রস্তাবটাকে যেন নিচ্ছেন অনিচ্ছায় এবং বিরক্তি সহকারে এতে আহত বোধ করলে সে। 'আমার যাওয়া চলবে না কেন? আমি তোমার ব্যাপারে বাধা দেব না। আমি...'

'আমি যাচ্ছি কারণ আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কী জন্যে...'

'কী জন্যে? তুমি যে জন্যে সেই জন্যেই...'

'আমার পক্ষে এমন গুরুতর একটা মুহূর্তেও ও ভাবছে কেবল এই কথা যে একলা থাকলে ওর বিচ্ছিরি লাগবে' — লেভিন ভাবলেন এবং এরূপ গুরুতর ব্যাপারে এই কৈফিয়ৎটা রাগিয়ে দিল তাঁকে।

কঠোরভাবে তিনি বললেন, 'এটা অসম্ভব।'

ব্যাপারটা কলহের দিকে গড়াচ্ছে দেখে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আস্তে করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিটির সেটা নজরেই পড়ল না। যে সুরে স্বামী ওই শেষ কথাটা বলেছেন সেটা তাকে আঘাত দিল বিশেষ করে এই জন্য যে কিটি যা বলেছে স্পষ্টতই সেটা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

'আর আমি তোমায় বলছি যে তুমি যদি যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব' — কিটি বললে তাড়াতাড়ি করে এবং সরোষে। 'কেন অসম্ভব? কেন বলছ যে অসম্ভব?'

'কারণ ভগবান জানেন কোথায় যাচ্ছি, কোন রাস্তায়, কোন হোটেলে। তুমি থাকলে মুশকিলে পড়ব' — লেভিন বললেন শান্ত থাকার চেষ্টা করে।

'একটুও না। আমার কিছুই লাগবে না। তুমি যেখানে পারবে, সেখানে আমিও...'

'অন্তত শুধু এই একটা কারণে যে — ওই মেয়েটা থাকবে সেখানে, তার সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা হতে পারে না।'

'আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না কে থাকবে সেখানে, কী থাকবে।

শুধু জানি যে স্বামীর ভাই মারা যাচ্ছে, স্বামী যাচ্ছে তার কাছে, আমিও স্বামীর সঙ্গে চলেছি যাতে...'

'কিটি! রাগ ক'রো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো যে ব্যাপারটা গুরুতর, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে তুমি এখানে নিজের দুর্বলতাটা, একলা থাকতে অনিচ্ছাটা মিশিয়ে ফেলছ। একলা থাকতে বিছছিরি লাগবে, বেশ মস্কো যাও।'

'সবসময় তুমি আমার মধ্যে এটা খারাপ একটা নীচ মতলব দেখতে পাও' — কিটি বললে অপমান ও ক্রোধের অশ্রু নিয়ে, 'আমি কিছু না, দুর্বলতা-টতা কিছু নেই আমার ... আমি শুধু এই বুঝি যে স্বামী যখন দুঃখে পড়েছে, তখন তার সঙ্গে থাকা আমার কর্তব্য। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কষ্ট দিতে চাও আমায়, ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইছ না...'

'না, ভয়ংকর ব্যাপার! কেমন একটা গোলাম হয়ে থাকা!' নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন। কিন্তু তক্ষুনি টের পেলেন যে তিনি আঘাত করছেন নিজেকেই।

'তাহলে কেন বিয়ে করলে তুমি? বেশ তো স্বাধীন ছিলে। কেন, এখন যখন অনুতাপ হচ্ছে তোমার?' এই বলে লাফিয়ে উঠে কিটি ছুটে গেল ড্রয়িং-রুমে।

লেভিন যখন তার কাছে গেলেন, সে ফোঁপাচ্ছিল।

তিনি বলতে শুরু করলেন, খুঁজলেন এমন কথা যা তাকে বুঝ মানাতে না পারলেও অন্তত শান্ত করবে। কিটি কিন্তু শুনছিল না তাঁর কথা, কোনো কিছুতেই সে রাজি হল না। নিচু হয়ে লেভিন তার হাতটা নিলেন যা প্রতিরোধ করছিল। চুমু খেলেন হাতে, চুমু খেলেন চুলে, তারপর আবার হাতে — কিটি চুপ করে রইল। কিন্তু যখন তিনি দুই হাতে কিটির মুখখানা ধরে বলে উঠলেন: 'কিটি!' তখন হঠাৎ সম্বিত ফিরল তার, কেঁদে ফেলে মিটমাট করে নিলে।

ঠিক হল পরের দিন তাঁরা একসঙ্গে রওনা দেবেন। স্ত্রীকে লেভিন বললেন যে সে যেতে চাইছে কেবল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সায় দিলেন যে ভাইয়ের কাছে মারিয়া নিকোলায়েভনা থাকলে অশালীন কিছু হবে না; কিন্তু মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কিটি আর নিজের ওপর। কিটির ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ যখন প্রয়োজন তখন তাঁকে ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর তার হয় নি (ভেবে তাঁর অদ্ভুত লাগল যে কিটি তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ সৌভাগ্যে সেদিনও পর্যন্ত

বিশ্বাস করতে না পারলেও এখন নিজেকে অসুখী মনে হচ্ছে এই জন্য যে কিটি তাঁকে ভালবাসছে বড়ো বেশি!) আর নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তিনি তাঁর মত বজায় রাখতে পারেন নি। মনের গভীরে তাঁর আরো বেশি অমত ছিল এই কথায় যে ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটা আছে তাতে কিটির কিছু এসে যায় না, সম্ভাব্য নানা সংঘাতের কথা তিনি ভাবলেন সভয়ে। তাঁর স্ত্রী, তাঁর কিটি ওই মেয়েটার সঙ্গে থাকবে একই ঘরে, শুধু এই কথা ভেবেই তিনি চমকে উঠছিলেন বিতৃষ্ণা আর আতংকে।

॥ ১৭ ॥

মফস্বলী যে হোটেলটায় নিকোলাই লেভিন ছিলেন, তা তেমনি একটা মফস্বলী হোটেল যা গড়া হয় আধুনিক সব সুব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আরাম, এমনকি রমণীয়তার অতি শুভ সংকল্প নিয়ে, কিন্তু তাতে যেসব লোক ওঠে তাদের দৌলতেই অতি অচিরেই যা পরিণত হয় আধুনিক সুব্যবস্থার জাঁক করা নোংরা একটা সরাইখানায় আর ঐ জাঁকটার দরুনই তা হয়ে দাঁড়ায় সেকেলে নোংরা হোটেলগুলোর চেয়েও খারাপ। এ হোটেলটাও সেই দশায় পৌঁছেছে; প্রবেশদ্বারে ধূমপানরত নোংরা উর্দি পরা যে সৈনিকটির চাপরাশি সাজার কথা, পেটাই লোহার বিমর্ষ, ছ্যাঁদা-ভরা বিশ্রী সিঁড়িটা, নোংরা ফ্রক-কোট পরা চালিয়াত ওয়েটার, লাউঞ্জে টেবিলের ওপর মোম দিয়ে বানানো ফুলের ধূলিধূসর তোড়ার শোভা এবং জঞ্জাল, ধুলো, সর্বত্র বিশৃংখলা আর সেই সঙ্গে হোটেলটার কেমন একটা আধুনিক 'রেলওয়ে-সুলভ' আত্মতৃপ্ত উদ্বেগ — লেভিনদের নবজীবন কাটানোর পর খুবই দুর্বিসহ ঠেকল এইগুলো, বিশেষ করে তাঁরা যা প্রত্যাশা করছিলেন তার সঙ্গে হোটেলটার একটা মিথ্যে ছাপ কিছুতেই মিলছিল না।

ভালো একটা কামরা কী ভাড়ায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের পর বরাবরের মতোই দেখা গেল ভালো কামরা একটাও নেই; একটা ভালো কামরা দখল করেছেন রেলওয়ে পরিদর্শক, আরেকটা মস্কোর জনৈক উকিল, তৃতীয়টা গ্রাম থেকে আগত প্রিন্সেস আস্তাফিয়েভা। বাকি আছে কেবল একটা নোংরা কামরা, তার পাশেই আরেকটা ঘর সন্ধ্যা নাগাদ খালি হতে পারে। যা আশংকা করেছিলেন তাই যে সত্যি হল, আসার প্রথম মুহূর্তেই ভাইয়ের

কী হয়েছে ভেবে তিনি যখন অস্থির, তক্ষুনি তাঁর কাছে ছুটে যাবার বদলে তাঁকে যে স্ত্রীর কথা ভাবতে হচ্ছে, এতে স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন প্রদত্ত ঘরটায়।

তাঁর দিকে ভীরু-ভীরু দোষী-দোষী দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে:

'যাও, যাও ওর কাছে!'

নীরবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন লেভিন আর তক্ষুনি দেখা পেলেন মারিয়া নিকোলায়েভনার, তাঁর আসার খবর পেয়েছে সে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। মস্কোয় লেভিন তাকে যেমন দেখেছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি; সেই একই হাত-কাটা গলা-খোলা পশমী গাউন, একটু ভারী হয়ে ওঠা বসন্তের দাগ ধরা সেই একইরকম সহৃদয় ভোঁতা মুখ।

'কী? কেমন আছে? কী হয়েছে?'

'খুব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। উনি আপনার অপেক্ষা করছেন... উনি... আপনি... স্ত্রীর সঙ্গে।'

লেভিন প্রথমটা বুঝতে পারেন নি কেন সে বিব্রত বোধ করছে, কিন্তু তক্ষুনি সে বুঝিয়ে বললে নিজেই।

'আমি এখন যাচ্ছি। আমি থাকব রান্নাঘরে' — সে বললে, 'উনি খুশি হবেন। উনি শুনেছেন, ওঁকে চেনেন, বিদেশে থাকতেই চেনেন।'

লেভিন বুঝলেন যে তাঁর স্ত্রীর কথা হচ্ছে, কিন্তু কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

বললেন, 'চলুন যাই!'

কিন্তু তিনি পা বাড়াতেই তাঁর কামরার দরজা খুলে গেল, মুখ বাড়াল কিটি। লজ্জায় এবং এই দুঃসহ অবস্থায় নিজেকে ও তাঁকে ফেলেছে বলে স্ত্রীর ওপর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন; কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা লাল হয়ে উঠল আরও বেশি। একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে সে লাল হয়ে উঠল কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, কী বলবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে সে দুই হাতে মাথার রুমালের প্রান্ত ধরে জড়াতে লাগল রাঙা রাঙা আঙুলে।

তার কাছে দুর্বোধ্য ভয়াবহ এই নারীটিকে কিটি প্রথম যে দৃষ্টিতে দেখেছিল, তাতে লেভিন একটা অদম্য কৌতূহলই লক্ষ করেছিলেন; কিন্তু সেটা শুধু এক মুহূর্তের জন্য।

'কী? কেমন আছে?' কিটি জিগ্যেস করলে প্রথমে স্বামীকে, পরে ওকে।

'না, করিডোর কথাবার্তা বলার জায়গা নয়' — লেভিন বললেন বিরক্তিতে এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে, যিনি তখন করিডোর দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে যাচ্ছিলেন যেন নিজেরই কাজে।

'তাহলে ভেতরে আসুন-না' — কিটি বললে সামলে ওঠা মারিয়া নিকোলায়েভনার উদ্দেশে, তবে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখভাবও চোখে পড়ল তার, 'তাহলে যান, যান, পরে ডেকে পাঠাবেন আমায়' — এই বলে সে ঢুকল কামরায়। লেভিন গেলেন ভাইয়ের কাছে।

ভাইয়ের ওখানে তিনি যা দেখলেন, যে অনুভূতি তাঁর হল সেটা মোটেই আশা করেন নি লেভিন। তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন সেই একই আত্মপ্রতারণা, ক্ষয়রোগীদের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে থাকে বলে তিনি শুনেছেন এবং গত হেমন্তে ভাই তাঁর ওখানে গেলে যা তাঁকে খুবই বিহ্বল করেছিল; তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন মৃত্যুর সান্নিধ্যের আরও সুপ্রকট দৈহিক লক্ষণ, বেশি দুর্বলতা, বেশি শীর্ণতা, তাহলেও একইরকম অবস্থা। আশা করেছিলেন যে প্রিয়তম ভ্রাতাকে হারাবার জন্য সেই করুণা আর মৃত্যুর সামনে সেই আতংক তাঁর হবে যা তখন তিনি বোধ করেছিলেন, শুধু আরও অধিক পরিমাণে। এর জন্য তিনি তৈরি হয়ে ছিলেন; কিন্তু দেখলেন একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ছোট্ট নোংরা একটা কামরা, দেয়ালের রঙীন প্যানেলে থুতু ছিটানো, পার্টিশনের ওপাশ থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, পেটের নাড়ি উলটে আসা দুর্গন্ধে বাতাস ভরপুর, দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনা একটা খাটে কম্বল-ঢাকা একটি দেহ। সে দেহের একটা হাত কম্বলের ওপরে, আঁচড়ার মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আঙুল মেলা সে হাত দুর্বোধ্য কী কারণে যেন পাতলা, মসৃণ একটা তক্তার সঙ্গে কনুই পর্যন্ত বাঁধা। মাথাটা কাত হয়ে আছে বালিশের ওপর। লেভিনের চোখে পড়ল রগের কাছে ঘর্মাক্ত বিরল চুল আর টান টান, প্রায় স্বচ্ছ কপাল।

লেভিনের মনে হল, 'ভয়াবহ এই দেহটা নিকোলাই ভাই হতে পারে না।' কিন্তু কাছে গিয়ে মুখখানা দেখতেই সন্দেহ আর সম্ভব হল না। মুখের সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আগতের দিকে তোলা জীবন্ত ওই চোখজোড়া, লেপটে-যাওয়া মোচের তলে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়া দেখা মাত্রই লেভিনের কাছে এই ভয়ংকর সত্যটা অস্পষ্ট রইল না যে মৃত এই দেহটাই তাঁর জীবন্ত ভাই।

আগত ভাইয়ের দিকে তিরস্কারের কঠোর এক দৃষ্টি হানল ধকধকে চোখদুটো। আর তক্ষুনি সে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জীবিতদের মধ্যে সম্পর্ক। তাঁর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তিরস্কার টের পেলেন লেভিন. নিজের সুখের জন্য অনুশোচনা হল।

কনস্তান্তিন যখন তাঁর করমর্দন করলেন, হাসি ফুটল নিকোলাইয়ের মুখে। হাসিটা ক্ষীণ, সামান্য চোখে পড়ে মাত্র আর হাসি সত্ত্বেও চোখের কঠোর ভাবটা বদলাল না।

'আমায় এই অবস্থায় দেখবি আশা করিস নি তো' -- অতি কষ্টে বলতে পারলেন নিকোলাই।

'হ্যাঁ... মানে, না' — কথাগুলো গোলমাল করে বললেন লেভিন, 'আগে, মানে আমার বিয়ের সময় খবর দিলে না কেন? আমি সবখানে খোঁজ নিয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকতে না হলে কথা বলা দরকার কিন্তু লেভিন জানতেন না কী বলা যায়, তার ওপর ভাই কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, চোখ না সরিয়ে শুধু একদৃষ্টে দেখছিলেন, স্পষ্টতই প্রতিটি শব্দের অর্থ ধরতে চাইছিলেন। লেভিন তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্ত্রীও এসেছেন সঙ্গে। সন্তুষ্টির একটা ভাব দেখা গেল নিকোলাইয়ের মধ্যে, কিন্তু বললেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে ওকে ভয় পাইয়ে দেবেন বলে আশংকা হচ্ছে তাঁর। নামল নীরবতা। হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে নিকোলাই কী একটা যেন বলতে গেলেন। তাঁর মুখভাব দেখে লেভিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় কিছু একটার আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন শুধু নিজের স্বাস্থ্যের কথা। ডাক্তার সম্পর্কে নালিশ করলেন তিনি, আক্ষেপ করলেন যে মস্কোর নামকরা ডাক্তার ডাকা হয় নি, এবং লেভিন বুঝলেন যে এখনো আশা রাখছেন উনি।

তিনি একটু চুপ করতেই যন্ত্রণাকর অনুভূতিটা থেকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মুক্তি পাবার আশায় লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন স্ত্রীকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন।

'তা বেশ, আমি জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলি। জায়গাটা নোংরা, দুর্গন্ধও আছে বলে মনে হয়। মাশা! ঘর পরিষ্কার করো তো' — কষ্ট করে রোগী বললেন। 'আর হ্যাঁ, পরিষ্কার করা হয়ে গেলেই চলে যেয়ো, এ্যাঁ?' — জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

কোনো কথা বললেন না লেভিন। বেরিয়ে করিডোরে তিনি থামলেন। তিনি বলেছেন স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন, যে কষ্ট তাঁর হয়েছিল সেটা স্মরণ করে স্থির করলেন উল্টো, চেষ্টা করবেন কিটিকে বোঝাতে যাতে রোগীর কাছে সে না যায়। ভাবলেন, 'আমার মতো ওকে কষ্ট পাইয়ে কী হবে মিছেমিছি?'

'কী? কেমন আছেন?' আতংকিত মুখে শুধাল কিটি।

'ওহ্, ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু তুমি চলে এলে কেন?' লেভিন বললেন।

ভীত করুণ মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড কিটি চুপ করে রইল; তারপর দুই হাতে কনুই আঁকড়ে ধরল লেভিনের:

'কস্তিয়া! ওঁর কাছে নিয়ে চলো আমায়। দুজন থাকলে হালকা লাগবে। তুমি শুধু আমায় নিয়ে চলো লক্ষ্মীটি; আমায় পেঁছে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো' — কিটি বললে, 'তোমায় দেখব আর ওঁকে দেখব না, সে যে আমার কাছে অনেক বেশি কষ্টকর। ওখানে হয়ত আমি তোমারও, ওঁরও উপকারে লাগল। সত্যি, নিয়ে চলো!' স্বামীকে এমনভাবে সে মিনতি করতে লাগল যেন তার জীবনের সব সুখ নির্ভর করছে এরই ওপর।

রাজি না হয়ে লেভিনের উপায় ছিল না; খানিকটা সামলে উঠে আর মারিয়া নিকোলায়েভনার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি ফের কিটির সঙ্গে গেলেন ভাইয়ের কাছে।

লঘু পদক্ষেপে, কেবলি স্বামীর দিকে চাইতে চাইতে এবং নির্ভীক ও দরদী মুখখানা তাঁকে দেখিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকল কিটি এবং বিনা ব্যস্ততায় ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত গেল রোগীর পালংকের কাছে এমনভাবে যাতে তাঁকে মাথা ফেরাতে না হয় আর তাঁর বিরাট হাতখানা নিজের তাজা, তরুণ হাতে নিয়ে চাপ দিল এবং শুধু মেয়েদেরই যা প্রকৃতিগত তেমন একটা মৃদু উৎসাহে কথা বলতে লাগল তাঁর সঙ্গে যা আত্মাভিমানে ঘা দেয় না. অথচ সহানুভূতি জানায়।

কিটি বললে, 'আমাদের দেখা হয়েছিল সোডেনে কিন্তু পরিচয় হয় নি, আপনি তখন ভাবতে পারেন নি যে আমি হব আপনার ভ্রাতৃবধূ।'

'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না তো?' কিটি আসায় হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তিনি বললেন।

'না, পারছি। খবর দিয়ে খুব ভালো করেছেন! আপনার কথা কস্তিয়া

মনে করে নি, দুশ্চিন্তা করে নি আপনার জন্যে, এমন একটা দিনও যায় নি।'

কিন্তু রোগীর চাঙ্গা ভাবটা টিকল না বেশিক্ষণ।

কিটির কথা না ফুরতেই মুখে তাঁর ফের দেখা দিল জীবিতের প্রতি মুমূর্ষুর ঈর্ষার সেই কঠোর, তিরস্কারের ছাপ।

'আমার ভয় হচ্ছে এ ঘরখানা আপনার পক্ষে ভালো নয়' — কিটি বললে তাঁর স্থির দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরটায় চোখ বুলিয়ে। 'অন্য একটা ঘরের জন্যে মালিককে বলা দরকার' -- কিটি বললে স্বামীকে, 'যা হবে আমাদের কাছাকাছি।'

॥ ১৮ ॥

লেভিন শান্তভাবে ভাইয়ের দিকে চাইতে পারছিলেন না, নিজে স্বাভাবিক ও সুস্থির হতে পারছিলেন না তাঁর উপস্থিতিতে। রোগীর কাছে গেলে তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আপনা থেকে ঝাপসা হয়ে যেত, ভাইয়ের অবস্থার খুঁটিনাটি তাঁর চোখে পড়ত না, তফাৎ করে দেখতে পারতেন না। শুধু ভয়াবহ একটা দুর্গন্ধ পেতেন, দেখতেন ময়লা, বিশৃংখলা, যন্ত্রণাকর অবস্থা, কানে আসত কাতরানির শব্দ, আর টের পেতেন যে ওঁকে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। তাঁর খেয়ালই হল না যে রোগীর অবস্থাটা বোঝার জন্য ভাবনা-চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার কিভাবে তাঁর দেহটা রয়েছে কম্বলের তলে, বেঁকে যাওয়া শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমর পিঠ রয়েছে কী অবস্থায়, তাদের ভালো করে কি রাখা যায় না, কিছু একটা কি করা যায় না, যাতে ভালো না হলেও হবে কম খারাপ। এই সব জিনিস ভাবতে গেলেই হিম নামত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। সন্দেহাতীত এই বিশ্বাস তাঁর জন্মাল যে ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধি অথবা যন্ত্রণা হ্রাসের জন্য কিছুই করবার নেই। কিন্তু কোনোরকম সাহায্য যে সম্ভব নয় এই চেতনাটা রোগীকে পীড়া দিত, মেজাজ হয়ে উঠত খিটখিটে। সেই কারণে বেশি কষ্ট হত লেভিনের। রোগীর কামরায় থাকা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হত, না থাকাটা হত আরো বেশি খারাপ। তাই নানা অজুহাতে অবিরাম ঘরে ঢুকতেন আর বেরিয়ে যেতেন, একলা থাকার শক্তি ছিল না তাঁর।

কিন্তু কিটির ভাবনা, অনুভূতি ও আচরণ তেমন ছিল না মোটেই। রোগীকে দেখলে তার করুণা হত। আর করুণা তার নারী হৃদয়ে মোটেই তার স্বামীর মতো ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না, জাগাত কিছু করার, তাঁর অবস্থার সমস্ত খুঁটিনাটি জানার, তাঁকে সাহায্য করার তাগিদ। আর তার যে সাহায্য করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেটা সম্ভব, তাই তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল সে। যে খুঁটিনাটির কথা ভাবতে গেলেই আতংক হত তার স্বামীর, ঠিক সেইগুলিই মনোযোগ আকর্ষণ করল তার। ডাক্তার ডাকতে পাঠাল সে, ওষুধ কিনতে পাঠাল, তার যে দাসীটি তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে আর মারিয়া নিকোলায়েভনাকে লাগাল ঘরদোর পরিষ্কার করা, ধুলো ঝাড়া, কাপড় কাচায়, নিজেও সে কিছু কাচলে, কিছু বিছিয়ে দিলে কম্বলের তলে। তার হুকুমে রোগীর ঘর থেকে কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে দেওয়া হল, কিছু-বা আনা হল সেখানে। সামনে যে ভদ্রলোকেরা পড়তেন তাঁদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজে সে তার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর, ওয়াড়, কামিজ বার করে আনত।

সাধারণ কক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দলকে খাবার পরিবেশন করছিল যে চাপরাশিটি কিটির ডাকে বার কয়েক করে সে এসেছে রাগত মুখে, কিন্তু তার আদেশ পালন না করে পারে নি, কেননা সে আদেশ কিটি দিত এমন একটা সস্নেহ ঝোঁক ধরে যে এড়ানো যেত না। এ সব পছন্দ হত না লেভিনের; তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ সব থেকে রোগীর কোনো উপকার হতে পারে। এতে রোগী আবার চটে না যায়, এই ভয় তাঁর হত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এতে রোগীকে নির্বিকার মনে হলেও তিনি চটলেন না, শুধু লজ্জা পেলেন, তাঁর জন্য কিটি কী করছে তাতে যেন আগ্রহই দেখা গেল তাঁর। লেভিনকে কিটি পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে; সেখান থেকে ফিরে দরজা খুলে রোগীকে তিনি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন যখন কিটির হুকুমে তাঁর অন্তর্বাস বদলানো হচ্ছে। পিঠের লম্বা শাদা কংকাল তাতে সুপ্রকট হয়ে ওঠা কাঁধের বিশাল হাড়, খোঁচা খোঁচা পাঁজর, আর মেরুদণ্ড, সব নগ্ন। মারিয়া নিকোলায়েভনা আর একজন চাপরাশি কামিজের আস্তিনে আটকে যাওয়া তাঁর দীর্ঘ লম্বমান হাত তাতে গলাতে পারছিল না। লেভিনের পেছনে তাড়াতাড়ি করে দরজা বন্ধ করে কিটি, তবে চাইছিল না ওদিকটায়; কিন্তু রোগী ককিয়ে উঠতে সে দ্রুত গেল তাঁর কাছে।

বললে, 'আহ্ তাড়াতাড়ি করো।'

'আসবেন না' — রোগী বলে উঠলেন রেগে, 'নিজেই আমি...'

'কী বললেন?' শুধাল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

কিন্তু কিটির কানে গিয়েছিল কথাটা, সে বুঝল যে তার সামনে নগ্ন দেহে থাকতে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, বিছছিরি লাগছে।

'আমি দেখছি না, দেখছি না' – হাত ঠিক করতে করতে কিটি বললে। 'মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি ওপাশে গিয়ে ঠিক করে দিন' — যোগ দিল সে।

স্বামীকে সে বললে, 'যাও লক্ষ্মীটি, আমার ছোটো ব্যাগটায় একটা শিশি আছে, পাশের পকেটে। নিয়ে এসো না গো, ততক্ষণে এরা সব পরিষ্কার করে ফেলবে।'

শিশি নিয়ে ফিরে লেভিন দেখলেন রোগীকে শোয়ানো হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে তাঁর চারপাশের চেহারা। গুমোট গন্ধটার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে ভিনিগার আর সেন্টের গন্ধ, নলে ঠোঁট দিয়ে লালচে গাল ফুলিয়ে সেটা স্প্রে করেছে কিটি। ধুলোর চিহ্ন নেই, খাটের নিচে গালিচা। টেবিলে পরিপাটী করে সাজানো, শিশি-বোতল, জলপাত্র, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বিছানার দরকারী চাদর আর কিটির broderie anglaise। রোগীর খাটের কাছে অন্য একটা টেবিলে পানীয়, মোমবাতি আর বড়ি। রোগীকে ধুইয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে। শুয়ে আছেন তিনি পরিষ্কার বিছানায়, উঁচু করে রাখা বালিশগুলোয় মাথা, গায়ে পরিচ্ছন্ন কামিজ, তাতে অস্বাভাবিক রোগা গলার কাছে শাদা কলার, মুখে তাঁর নতুন একটা আশা, চোখ না ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কিটির দিকে।

যে ডাক্তার নিকোলাইয়ের চিকিৎসা করত এবং নিকোলাই যার ওপর ছিলেন অসন্তুষ্ট, ক্লাবে যে ডাক্তারকে পেয়ে লেভিন নিয়ে এসেছেন তিনি সে নন। নতুন ডাক্তার স্টেথোস্কোপ বার করে বুক দেখলেন, মাথা নাড়লেন, ওষুধ লিখে দিলেন এবং বিশেষ সবিস্তারে বোঝালেন প্রথমে ওষুধ খেতে হবে কিভাবে, দ্বিতীয়ত — পথ্য কী হবে। পরামর্শ দিলেন ডিম, কাঁচা বা সামান্য সেদ্ধ, নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রায় টাটকা দোয়া দুধের সঙ্গে সেলৎজার জল। ডাক্তার চলে যেতে রোগী কী যেন বললেন ভাইকে, কিন্তু লেভিন শুনতে পেলেন শুধু শেষ শব্দটা: 'তোর কাতিয়া', তবে যে দৃষ্টিতে তিনি কিটিকে দেখছিলেন তাতে লেভিন বুঝলেন কিটির প্রশংসা করছেন।

কিটি বা তিনি তাকে যা বলে উল্লেখ করেছেন সেই কাতিয়াকেও ডাকলেন তিনি।

বললেন, 'অনেক ভালো বোধ করছি। আপনি থাকলে সেরে উঠতাম অনেক আগেই। আহ, কী যে ভালো লাগছে!' কিটির হাত ধরে তিনি তা টেনে আনলেন ঠোঁটের কাছে, কিন্তু এটা কিটির ভালো লাগবে না ভেবে শুধু হাত বুলাতে লাগলেন। নিজের দুই হাতে হাতখানা নিয়ে কিটি চাপ দিল তাতে।

'এবার আমাকে বাঁ পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে আপনি ঘুমোতে যান' — উনি বললেন।

কী উনি বললেন তা ধরতে পারে নি কেউ, কিন্তু কিটি বুঝেছিল। বুঝেছিল, কেননা কী তাঁর প্রয়োজন সেটা মনে মনে অবিরাম অনুধাবন করে যেত সে।

স্বামীকে সে বললে, 'ওপাশে, উনি ঘুমোন ওপাশ ফিরে। ওঁকে পাশ ফিরিয়ে দাও, চাকর ডাকা ভালো দেখাবে না। আমি তো পারব না। আপনি পারবেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনাকে জিগ্যেস করল কিটি।

'ভয় পাচ্ছি আমি' — জবাবে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

ভয়াবহ এই দেহটাকে জড়িয়ে ধরা, কম্বলের তলে যে অঙ্গগুলোর কথা ভাবতেই চাইতেন না, তাতে হাত দেওয়া লেভিনের কাছে যত ভয়ংকরই লাগুক, স্ত্রীর প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে একটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখভাব ফুটিয়ে তুললেন যা স্ত্রীর ভালোই জানা, হাত নামিয়ে কাজে লাগলেন তিনি। নিজের যথেষ্ট শক্তি সত্ত্বেও এই শীর্ণ অঙ্গগুলি এত আশ্চর্য রকমের ভারি দেখে অবাক লাগল তাঁর। বিশাল এক শীর্ণ হাত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে এই অনুভূতি নিয়ে তিনি যখন ওঁকে ঘোরাচ্ছিলেন, কিটি ততক্ষণে দ্রুত নিঃশব্দে বালিশ ঠিক করে এগিয়ে দেয় মাথার তলে, ফের রগের সঙ্গে লেপটে যাওয়া তাঁর বিরল চুলগুলোও বিন্যস্ত করে দেয়।

রোগী ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নিজের হাতে। লেভিন টের পেলেন যে উনি তাঁর হাত নিয়ে কিছু একটা করতে চান, কোথায় যেন সেটা টানছেন। আড়ষ্ট হাতে ঢিল দিলেন। হ্যাঁ, হাতটা উনি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে চুমু খেলেন। ফোঁপানিতে কাঁপতে কাঁপতে, কথা বলার শক্তি হারিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

॥ ১৯ ॥

'প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে উদ্‌ঘাটিত করেছে শিশু আর সরলদের কাছে' — সে সন্ধ্যায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় কিটি সম্পর্কে এই কথা মনে হচ্ছিল লেভিনের।

বাইবেলের এই উক্তিটা লেভিনের মনে পড়ছিল এই জন্য নয় যে নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন। নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন না, কিন্তু এও তাঁর না জানা থাকার নয় যে তিনি নিজের স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরেন এবং এও তাঁর অজানা নয় যে মৃত্যুর কথা যখন তিনি ভেবেছিলেন, তখন সেটা ভেবেছিলেন প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়েই। অতি ধীমান বহু পুরুষ, যাঁদের রচনা তিনি পড়েছেন, তাঁরা প্রসঙ্গটা নিয়ে ভেবেছেন অথচ তাঁর স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা যা জানেন তার এক শতাংশও তাঁরা জানতেন না। এই দুই নারীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কাতিয়া — নিকোলাই ভাই তাকে যে নামে ডেকেছিলেন, যে নামে তাকে ডাকতে লেভিনের এখন খুবই ভালো লাগছে, এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারে একরকম। দু'জনেই নিঃসন্দেহেই জানেন জীবন কী জিনিস, মৃত্যু কী জিনিস। এবং লেভিনের মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তার কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, এমনকি প্রশ্নগুলিকেই না বুঝলেও ঘটনাটার তাৎপর্যে দু'জনের কোনো সন্দেহ নেই এবং তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ অন্যান্য লোকের সঙ্গেও তাঁরা জিনিসটা দেখেন একইভাবে। মৃত্যু কী সেটা যে তাঁরা জানেন দৃঢ়ভাবে তার প্রমাণ মুমূর্ষুর কাছে কিভাবে চলতে হবে সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে বোঝেন এবং ভয় পান না তাতে। লেভিন এবং অন্যান্য অনেকে কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেও স্পষ্টতই সেটা জানেন না, কেননা মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান আর লোকে যখন মরছে তখন কী করা দরকার সেটা বোঝেন না একেবারেই। লেভিন যদি এখন ভাইয়ের কাছে একা থাকতেন, ভাইয়ের দিকে তিনি তাহলে চাইতেন আতংকে এবং আরো বেশি আতংকে প্রতীক্ষা করতেন মৃত্যুর, তা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না।

শুধু তাই নয়, কী বলবেন, কেমন করে তাকাবেন, কিভাবে হাঁটবেন তাও জানা নেই তাঁর। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা মনে হত অপমানকর, তা চলে না; মৃত্যু নিয়ে, বিষাদ নিয়ে কথা বলা, তাও চলে না। চুপ করে থাকা — চলে না। 'চেয়ে দেখব — ও ভাববে আমি ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছি,

ভয় পাচ্ছি; চাইব না — ও ভাববে আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন। পা টিপে টিপে হাঁটব — ও চটে যাবে। পা ফেলে হাঁটব — বিবেকে বাধে।' কিটি কিন্তু স্পষ্টতই নিজের কথা ভাবছিল না, ভাবার সময়ই ছিল না তার; ভাবছিল ওঁর কথা; কিছু সে জানত বলে সবই উৎরে যেত ভালোই। ওঁর কাছে সে গল্প করে বলত নিজের কথা, বিয়ের কথা, হাসত, কষ্ট হত ওঁর জন্য, দরদ দেখাত, আরোগ্যলাভের ঘটনা শোনাত, আর সবই উৎরে যেত ভালোই; তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে ও জানে। কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাজগুলো যে স্বতঃপ্রবৃত্তিবশে নয়, জীবধর্মী নয়, অবিবেচনাপ্রসূত নয়, তার প্রমাণ দৈহিক শুশ্রূষা, যন্ত্রণার লাঘব ছাড়াও আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটি, মুমূর্ষুর জন্য দু'জনেরই দাবি ছিল দৈহিক সেবা-শুশ্রূষার চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার, এমনকিছুর, দৈহিক পরিস্থিতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। পরলোকগত বুড়োটা প্রসঙ্গে আগাফিয়া মিখাইলোভনা বলেছিলেন: 'তা ভগবানের কৃপা, গির্জায় পবিত্র অন্ন-সুরা নিলে, গাত্রলেপন দেওয়া হল, ভগবান করুন আমরা সবাই যেন অমনি করে চলে যেতে পারি।' কাতিয়াও ঠিক একইভাবে বিছানাপত্র, শয্যাক্ষত, পানীয় সম্পর্কে সমস্ত যত্ন ছাড়া প্রথম দিনই রোগীকে বোঝাতে পেরেছিল যে অন্ন-সুরা আর গাত্রলেপন দরকার।

রাত্রে রোগীর কাছ থেকে নিজেদের নেওয়া দুই কামরায় ফিরে লেভিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নৈশাহার, রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা, কী তাঁরা করবেন সে নিয়ে ভাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে পারছিলেন না তিনি; লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। পক্ষান্তরে কিটি ছিল সচরাচরের চেয়েও বেশি কর্মচঞ্চল। এমনকি সচরাচরের চেয়েও সজীবই। রাতের খাবার আনতে বললে সে, নিজেই জিনিসপত্র বাছাবাছি করলে, নিজেই সাহায্য করলে বিছানা পাততে আর তাতে পারস্যীয় পাউডার ছিটাতে ভুললে না। তার মধ্যে ছিল এমন একটা উদ্যম আর চিন্তার ক্ষিপ্রতা যা পুরুষদের ভেতর জেগে ওঠে লড়াই, সংগ্রামে নামার আগে, জীবনের বিপজ্জনক ও নির্ধারক মুহূর্তগুলোয়, পুরুষ যখন বরাবরের মতো দেখিয়ে দেয় তার মূল্য, দেখিয়ে দেয় যে তার গোটা অতীতটা বৃথায় কাটে নি, এই মুহূর্তগুলিরই প্রস্তুতি চলেছিল তখন।

কিটির সমস্ত কাজ চলছিল ফূর্তিতে, বারোটা না বাজতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী করে গোছগাছ হয়ে গেল সব জিনিসের, এমন একটা

বিশেষ ধরনে যে হোটেলের কামরা হয়ে দাঁড়াল নিজের বাড়ি, কিটির নিজের ঘরখানার মতো: বিছানা তৈরি, ব্রুশ চিরুনি আয়না সাজানো, ন্যাপকিন পাতা।

লেভিনের মনে হচ্ছিল, খাওয়া, ঘুমানো, এমনকি কথা বলাও এখন অমার্জনীয়, অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতিটি হাবভাব হবে অশোভন। কিটি কিন্তু তার ব্রুশগুলো বাছলে এবং বাছলে এমনভাবে যে মনে আঘাত পাবার মতো কিছু রইল না তাতে।

তবে খেতে ওঁরা পারলেন না, অনেকখন ঘুম আসে নি, এমনকি শুতেও যান নি অনেকখন।

'কাল গাত্রলেপনে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার' — একটা ব্লাউজ পরে নিজের ভাঁজ করা আয়নাটার কাছে বসে সুরভিত নরম চুলে ঘন ঘন চিরুনি চালাতে চালাতে কিটি বললে, 'এরকম ক্রিয়াকর্ম আমি কখনো দেখি নি, তবে জানি, মা বলেছেন ওতে আরোগ্য-লাভের প্রার্থনা হয়।'

'সত্যিই কি তুমি ভাবছ যে ও সেরে উঠতে পারে' — যতবার কিটি চিরুনি চালাচ্ছিল ততবার তার গোল মাথার পেছন দিকে সরু যে সারিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

'আমি ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম: উনি বললেন তিন দিনের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। তবে ওঁরা কি আর সব জেনে ফেলতে পারেন? যাই বলো, ওঁকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পেরেছি বলে আমি খুব খুশি' — চুলের তল থেকে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে কিটি, 'সবই হতে পারে' — কিটি বললে সেই বিশেষ রকমের, খানিকটা ধূর্ত একটা ভাব নিয়ে যা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলতে গেলে সচরাচর ফুটে উঠত তার মুখে।

যখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি তখন ধর্ম নিয়ে একটা আলাপের পর লেভিন বা কিটি কেউ আর ও প্রসঙ্গ কখনো তোলেন নি, কিন্তু কিটি গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনা করার অনুষ্ঠানগুলো পালন করে এসেছে সর্বদা একইরকম এক শান্ত চেতনায় যে ওটা দরকার। লেভিনের বিশ্বাস বিপরীত হলেও কিটির স্থির বিশ্বাস ছিল যে লেভিন তারই মতো, বলতে কি তারও চেয়ে ভালো খ্রিস্টান এবং এ নিয়ে যা তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর এক হাস্যকর পুরুষালী চাল, যেমন broderie anglaise সম্পর্কে বলেছিলেন যে সজ্জন লোকেরা ফুটো রিফু করে থাকে আর কিটি ফুটো করছে ইচ্ছে করে, এই আর কি।

'এই তো, ওই মেয়েটা, মারিয়া নিকোলায়েভনা এ সব করতে পারে নি' — লেভিন বললেন, 'আর... স্বীকার করতেই হবে, তুমি যে এসেছ তার জন্যে আমার খুব, খুবই আনন্দ হচ্ছে। এত তুমি নির্মল যে...' কিটির হাতখানা তিনি নিলেন, কিন্তু চুম্বন করলেন না (মৃত্যুর এই সান্নিধ্যে তার হস্তচুম্বন অসভ্যতা বলে মনে হল তাঁর কাছে), শুধু তার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে দোষীর মতো চেয়ে চাপ দিলেন।

'একলা তোমার বড়ো যন্ত্রণা হত' — এই বলে কিটি তৃপ্তিতে রাঙা হয়ে ওঠা গাল ঢেকে হাত উঁচু করে চাঁদির ওপর বেণী ছড়িয়ে খোঁপা বেঁধে কাঁটা গুজতে লাগল তাতে। 'না —' বলে চলল কিটি, 'ও যে জানত না... সৌভাগ্যের কথা যে আমি অনেককিছু শিখেছি সোডেনে।'

'সেখানে এমন রোগী ছিল নাকি?'

'ছিল আরো খারাপ।'

'তরুণ বয়সে ও যা ছিল সে মূর্তি ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করবে না কী চমৎকার ছেলে ছিল সে, কিন্তু তখন আমি ওকে বুঝতে পারি নি।'

'খুবই, খুবই বিশ্বাস করি। আমি বেশ বুঝতে পারছি ওঁর সঙ্গে, কী ভাব হয়ে যেত আমাদের' — কিটি বললে আর যা বলেছে তার জন্য ভয় পেয়ে গেল, স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ তার জলে ভরে উঠল।

'হ্যাঁ, হতে পারত' — লেভিন বললেন বিষণ্ণ সুরে, 'এ ঠিক সেই মানুষ যাদের সম্পর্কে লোকে বলে ওনারা এ জগতের জন্যে নয়।'

'যাক গে, সামনের দিনগুলোয় কাজ আছে মেলা। শুতে হয়' — নিজের ক্ষুদে ঘড়িটার দিকে চেয়ে কিটি বললে।

॥ ২০ ॥

মৃত্যু

পরের দিন রোগীর অন্ন-সুরা পান ও গাত্রলেপন হল। অনুষ্ঠানের সময় নিকোলাই লেভিন প্রার্থনা করলেন আবেগভরে। ফুলকাটা তোয়ালেতে ঢাকা ছোটো একটা টেবিলের ওপর স্থাপিত দেবপটের দিকে নিবদ্ধ তাঁর

বড়ো বড়ো চোখে ফুটে উঠছিল যে আকুল আশা আর প্রার্থনা, তাতে লেভিনের ভয়ংকর লাগছিল সেদিকে চাইতে। লেভিন জানতেন, যে জীবনকে উনি ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ আরো দুঃসহই হবে এই আকুল প্রার্থনা আর আশায়। ভাইকে লেভিন চিনতেন, জানতেন তাঁর চিন্তাধারা। জানতেন যে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস এই জন্য আসে নি যে ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন তাঁর কাছে সহজ, এসেছে এই থেকে যে বিশ্বের ঘটনাপ্রপঞ্চের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক-পা এক-পা করে সংকুচিত করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাই তিনি জানতেন যে ধর্মে এই প্রত্যাবর্তনটা চিন্তার সেই পথটা ধরে ঘটে নি, এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এটা শুধু সাময়িক, স্বার্থপর একটা ব্যাপার, এসেছে আরোগ্যলাভের উন্মাদ আশা থেকে। লেভিন এও জানতেন যে তার শোনা অসাধারণ সব আরোগ্যলাভের ঘটনা বলে কিটি বাড়িয়ে তুলেছে আশাটা। এ সবই লেভিন জানতেন আর আশায় আকুল প্রার্থী এই দৃষ্টি, টান-টান কপালে ক্রুশচিহ্ন আঁকার জন্য অতিকষ্টে উত্তোলিত শীর্ণ ওই হাতের থোপা, হাড়-খোঁচা এই কাঁধ, ঘড়ঘড়ে ফাঁপা এই বুক, রোগী যে জীবনের প্রার্থনা করছিলেন তা যেখানে আর ধরবে না, এ সব দেখতে কষ্ট হচ্ছিল, যন্ত্রণা বোধ করছিলেন লেভিন। গুহ্য এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের সময় লেভিনও প্রার্থনা করছিলেন এবং নাস্তিক হয়েও হাজার বার যা তিনি করেছেন তাই করলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে তিনি বলছিলেন, 'তোমার অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে এই লোকটাকে ভালো করে দাও (এ তো বহুবার ঘটেছে), এতে করে তুমি ওকে আর আমাকেও বাঁচাবে।'

গাত্রলেপনের পর রোগীর হঠাৎ অনেক ভালো বোধ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি কাশেন নি, হেসেছেন, সাশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুমু খেয়েছেন কিটির হাতে এবং বললেন যে ভালো লাগছে তাঁর, কোথাও ব্যথা করছে না, ক্ষিদে আর শক্তি টের পাচ্ছেন। তাঁর কাছে সুপ আনতে তিনি এমনকি নিজে নিজেই উঠে বসলেন, চাইলেন কাটলেট। অবস্থা তাঁর যত নৈরাশ্যজনকই হোক, তাঁর দিকে চাইলেই তিনি যে আর সেরে উঠবেন না সেটা যত সুস্পষ্টরূপেই বোঝা যাক না কেন, এই এক ঘণ্টা লেভিন আর কিটি একইরকম সুখ, আর পাছে বা ভুল হয় — এমন একটা ভীতির দোলায় দুলছিলেন।

'ভালো বোধ হচ্ছে — হ্যাঁ, অনেক — আশ্চর্য — আশ্চর্যের কিছু নেই

যতই হোক ভালো তো' — হেসে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলেন ওঁরা।

বিভ্রমটা বেশিক্ষণ টেকে নি। রোগী শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদেই জেগে ওঠেন কাশির দমকে। আর হঠাৎ তাঁর চারপাশের লোকেদের মধ্যে, তাঁর নিজের মধ্যেও নিবে গেল আশা। যন্ত্রণার বাস্তবতা নিঃসন্দেহে, এমনকি আগেকার আশার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে দিয়ে লেভিন, কিটি, স্বয়ং রোগীরও সব ভরসা গেল।

আধ ঘণ্টা আগে কী বিশ্বাস হয়েছিল সেটা স্মরণ করাটাও যেন লজ্জার কথা। রোগী সেটা ভুলে ছেঁদা করা কাগজে মোড়া আইওডিনের শিশি চাইলেন শুঁকবার জন্য। লেভিন বয়ামটা দিলেন, আর গাত্রলেপনের সময় যেমন, তেমনি আকুল আশার একটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ভাইয়ের ওপর, আইওডিন শোঁকায় যে অলৌকিক কাণ্ড হতে পারে ডাক্তারের এই কথাটার সমর্থন চাইছিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

'কী কাতিয়া নেই?' অনিচ্ছায় লেভিন ডাক্তারের কথাটায় সায় দেবার পর উনি এদিক-ওদিক চেয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'নেই, তাহলে বলা যায়... ওর জন্যেই এই প্রহসনটা করলাম আমি। ভারি মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু তুই আর আমি তো আত্মপ্রতারণা করতে পারি না। হ্যাঁ, এইটাকে আমি বিশ্বাস করি' — হাড্ডিসার হাতে বয়ামটা চেপে ধরে শুঁকতে শুঁকতে বললেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটার পর নিজেদের কামরায় স্ত্রীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন লেভিন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে ছুটে এল মারিয়া নিকোলায়েভনা। বিবর্ণ সে, থরথর করছে ঠোঁট।

ফিসফিস করলে, 'মারা যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, মারা যাবে এখুনি।'

দু'জনেই ছুটে গেলেন ওঁর কাছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে দীর্ঘ পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে তিনি বসে ছিলেন খাটে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ফিসফিসিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'বোধ করছি যে চললাম' —অতি কষ্টে কিন্তু অসাধারণ স্পষ্টতায় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত করে বললেন নিকোলাই। মাথা তুললেন না তিনি, শুধু ওপরে চোখ তুললেন, কিন্তু ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, 'কাতিয়া, চলে যাও!' যোগ করলেন তিনি।

লেভিন লাফিয়ে উঠে আদেশব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন চলে যেতে।

'চললাম' — নিকোলাই বললেন আবার।

'কেন তা ভাবছ?' কিছু একটা বলতে হয় বলে লেভিন বললেন।

'কারণ চললাম' — পুনরুক্তি করলেন যেন কথাটা মনে ধরে গেছে তাঁর, 'শেষ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা এল তাঁর কাছে।

বললে, 'আপনি শুলে পারেন, কিছু আরাম হত।'

'শিগগিরই শান্ত হয়ে শুয়ে থাকব। মরা' — বললেন উনি ব্যঙ্গভরে, রাগ করে, 'বেশ, যদি চান, শুইয়ে দিন।'

লেভিন ভাইকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। চোখ বুজে শুয়ে রইলেন মুমূর্ষু, কিন্তু মাঝে মাঝে কপালের পেশী তাঁর নড়ে উঠছিল, একাগ্রে প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন লোকের যেমন হয়। ওঁর ভেতরে এখন যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই ভাবার চেষ্টা করলেন লেভিন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ ধরার জন্য চিন্তার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শান্ত, কঠোর এই মুখখানায় যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে, ভুরুর ওপর পেশীর যে কাঁপন ফুটছিল তা দেখে লেভিন বুঝলেন যে মুমূর্ষুর কাছে কিছু একটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে এবং যা পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা অন্ধকারই থেকে যাচ্ছে লেভিনের কাছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই' — থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বললেন মুমূর্ষু। 'দাঁড়ান' — ফের চুপ করে গেলেন। 'তাই!' হঠাৎ শান্ত হয়ে টেনে টেনে বললেন যেন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে গেছে তাঁর কাছে; 'ওহ্ ভগবান' — বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর পা টিপে দেখল।

ফিসফিস করে বললে, 'ঠান্ডা হয়ে আসছে।'

অনেকখন, লেভিনের যা মনে হল, অনেকখন রোগী শুয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। কিন্তু তখনও বেঁচে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। চিন্তার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লেভিন। টের পাচ্ছিলেন যে ভাবনার সমস্ত তাড়না সত্ত্বেও ওই 'তাই'-টা কী তা তিনি বুঝতে পারলেন না। টের পাচ্ছিলেন যে মুমূর্ষুর কাছ থেকে তিনি পেছিয়ে পড়েছেন অনেক আগে। মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না, তবে

থেকে থেকেই তাঁর মনে আসছিল এবার, এক্ষুনি কী করতে হবে তাঁকে, চোখ বুঁজিয়ে দিতে হবে, পোশাক পরাতে হবে, ফরমায়েশ দিতে হবে কফিনের। এবং আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে নিরুত্তাপ লাগছিল তাঁর, ভাইয়ের জন্য তাঁর দুঃখ, শোক, এমনকি করুণাও হচ্ছিল না। ভাই সম্পর্কে তাঁর কোনো মনোভাব এখন যদি থেকে থাকে, তবে সেটা মুমূর্ষু যা জেনেছেন আর তিনি যা জানেন না সেই জানাটার জন্য ঈর্ষা।

আরো অনেকখন তিনি অমনিভাবে পাশে বসে রইলেন শেষের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শেষ এল না। দরজা খুলে দেখা দিল কিটি। ওকে ফেরাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল মৃতের নড়াচড়া।

'যাস নে' — নিকোলাই বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। লেভিন সে হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশে ক্রুদ্ধ ইশারা করলেন চলে যেতে।

মৃতের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে লেভিন বসে রইলেন — আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা। এখন তিনি মৃত্যুর কথা আর আদৌ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কিটি এখন কী করছে, কে থাকে পাশের কামরায়, ডাক্তারের বাড়িটা কি নিজের। খিদে পাচ্ছিল তাঁর, ঘুম পাচ্ছিল। সন্তর্পণে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, পা টিপে দেখলেন রোগীর। পা ঠাণ্ডা, কিন্তু তখনও নিশ্বাস পড়ছে। লেভিন ফের পা টিপে টিপে চলে যেতে চাইছিলেন কিন্তু রোগী পুনরায় নড়েচড়ে উঠে বললেন:

'যাস নে।'

ভোর হল। রোগীর অবস্থা একইরকম। লেভিন ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে না তাকিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম ভাঙল, ভাইয়ের যে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছিলেন তার বদলে শুনলেন যে ভাই আগের অবস্থায় ফিরেছেন। ফের তিনি উঠে বসছেন, কাশছেন, খাচ্ছেন, কথা কইছেন, মৃত্যুর কথা আর বলছেন না, ফের আরোগ্যলাভের আশা করছেন, কিন্তু হয়েছেন আরও খিটখিটে আর মনমরা। ভাই বা কিটি কেউ শান্ত করতে পারলেন না তাঁকে। তিনি রেগে রইলেন সবার ওপর, সবাইকেই অপ্রীতিকর কথা বললেন, নিজের পীড়ার জন্য ভর্ৎসনা করলেন সবাইকে এবং দাবি করলেন তাঁর জন্য মস্কোর খ্যাতনামা ডাক্তার ডাকা হোক। কেমন তিনি বোধ করছেন, এ নিয়ে যত

প্রশ্ন তাঁকে করা হল, জবাব দিলেন সেই একই আক্রোশ আর তিরস্কারের সুরে:

'কষ্ট হচ্ছে ভয়ানক, অসহ্য!'

ক্রমেই কষ্ট বাড়তে লাগল রোগীর, বিশেষ করে শয্যাক্ষতগুলোর জন্য যা আর সারবার নয়। চারপাশের লোকজনদের ওপর ক্রমেই রাগ চড়তে থাকল তাঁর, সবকিছুর জন্যই তিরস্কার করলেন তাঁদের, বিশেষ করে মস্কোর ডাক্তার ডাকা হয় নি বলে। সর্বোপায়ে কিটি চেষ্টা করলে তাঁকে সাহায্য করার, শান্ত করার; কিন্তু সবই বৃথা হল, লেভিন দেখতে পেলেন যে কিটি নিজেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে যদিও সেটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। যে রাতে নিকোলাই ভাইকে ডেকেছিলেন, তখন জীবনের কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার দরুন সবার মনে যে মৃত্যুচিন্তা জেগেছিল এখন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সবাই জানতেন যে উনি অবশ্য-অবশ্যই এবং শিগগিরই মারা যাবেন, এখনই তিনি অর্ধমৃত। সবাই একটা জিনিসই চাইছিলেন — উনি যেন মারা যান তাড়াতাড়ি, আর সবাই সেটা গোপন রেখে ওষুধ ঢালছিল শিশি থেকে, অন্য ওষুধ আর ডাক্তারের খোঁজ করে তাঁকে, নিজেকে, পরস্পরকে ভুল বুঝ দিচ্ছিল। এ সবই ছিল জঘন্য, অপমানকর, অসৎ কপটতা। আর লেভিনের যা চরিত্র তাতে, তা ছাড়া মুমূর্ষুকে তিনি সবার চাইতে ভালোবাসতেন বলে এই কপটতা তাঁর কাছে মর্মান্তিক লেগেছিল।

সৎ ভাইদের মধ্যে অন্তত মরণের আগে মিটমাট করিয়ে দেবার কথা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন অনেক দিন থেকে। দাদা সের্গেই ইভানোভিচকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জবাব পেয়ে লেভিন সেটা পড়ে শোনান রোগীকে। সের্গেই ইভানোভিচ লিখেছেন যে তিনি নিজে আসতে পারছেন না, তবে মর্মস্পর্শী ভাষায় ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

রোগী কিছু বললেন না।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী লিখব ওকে? আশা করি তুমি রাগ করছ না ওর ওপর?'

'উঁহু, একটুও না' — বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন নিকোলাই, 'লিখে দে, আমার জন্যে যেন ডাক্তার পাঠায়।'

কাটল যন্ত্রণার আরো তিন দিন; রোগীর অবস্থা একইরকম। যারাই তাঁকে দেখছিল, সবাই তারা এখন তাঁর মরণ চাইছিল: হোটেলের চাপরাশি,

মালিক, হোটেলবাসী, ডাক্তার, মারিয়া নিকোলায়েভনা, লেভিন, কিটি — সবাই। শুধু রোগী এ বাসনা ব্যক্ত করেন নি, বরং রাগ করতেন ডাক্তার আনা হয় নি বলে, ওষুধ খেয়ে চললেন, বলতেন বাঁচার কথা। শুধু অবিরাম যন্ত্রণা থেকে আরাম দেবার জন্য আফিং দিলে বিস্মরণের মুহূর্তটার আধো ঘুমে মাঝে মাঝে বলতেন প্রাণের মধ্যে কী তাঁর সবচেয়ে প্রবল: 'আহ্, একটা শেষ হলেই বাঁচি!' কিংবা, 'কবে শেষ হবে!'

যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়ে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করল মৃত্যুর জন্য। কষ্ট হবে না এমন একটা অবস্থায় পড়ে থাকা, এমন একটা মুহূর্ত যখন ভুলে থাকা যায়, দেহের এমন একটা প্রত্যঙ্গ যা ব্যথা দিচ্ছে না, যন্ত্রণাকর ঠেকছে না, কিছুই ছিল না। এমনকি এই দেহের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ভাবনা, তা নিয়ে চিন্তা এখন ওই দেহটার মতোই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। অন্য লোককে দেখা, তাদের কথাবার্তা, নিজের স্মৃতিচারণ — সবই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। আশেপাশের লোকে সেটা টের পেত এবং তাঁর সামনে খোলাখুলি ঘোরা, কথা বলা, ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে অজ্ঞাতসারে বিরত থাকত। তাঁর সমস্ত জীবন মিলে গিয়েছিল যন্ত্রণার একটা অনুভূতি আর তা থেকে পরিত্রাণের কামনায়।

স্পষ্টতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল যা তাঁকে শেখাবে তাঁরই ইচ্ছার পরিপূরণ হিশেবে, সুখ হিশেবে মৃত্যুকে দেখতে। আগে যন্ত্রণা থেকে, অথবা ক্ষুধা, ক্লান্তি, তৃষ্ণার মতো অভাববোধ থেকে উদ্ভূত তাঁর এক-একটা ইচ্ছা মিটত দেহ দিয়ে, যাতে তৃপ্তি পাওয়া যেত; কিন্তু এখন অভাববোধ ও যন্ত্রণার উপশম হচ্ছিল না, তা মেটাবার চেষ্টা করতে গেলে দেখা দিত নতুন যন্ত্রণা। তাই সমস্ত ইচ্ছা মিলে গেল একটায়: সমস্ত যন্ত্রণা এবং তার উৎস দেহটা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছেয়। কিন্তু অব্যাহতি পাবার এ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না তাঁর, তাই সে ইচ্ছাটার কথা তিনি বলেন নি, শুধু অভ্যাসবশে তাঁর সেই ইচ্ছাগুলো মেটাবার দাবি করতেন যা আর মিটবার নয়। বলতেন: 'আমাকে ওপাশে কাত করে শোয়াও' — আর তক্ষুনি আবার দাবি করতেন আগে যেমন ছিলেন সেইভাবে রাখতে। 'বুলিয়ন খেতে দাও। নিয়ে যাও বুলিয়ন। কথা বলো, কেন চুপ করে আছ সবাই।' আর কথা বলতে শুরু করলেই তিনি চোখ বুজে ক্লান্তি, উদাসীনতা আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

শহরে আসার দশম দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ল কিটি। মাথা ধরেছিল, বমি করলে, সারা সকাল উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে।

ডাক্তার বললে অসুখের কারণ ক্লান্তি, অস্থিরতা, মনের শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তবে ডিনারের পর কিটি উঠে দাঁড়াল এবং বরাবরের মতো সেলাইটা নিয়ে গেল রোগীর কাছে। ঘরে ঢুকতে রোগী কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলায় হাসলেন ঘৃণাভরে। সারাটা দিন তিনি নাক ঝাড়লেন আর কাতরাতে লাগলেন করুণ সুরে।

'কেমন বোধ করছেন?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'খারাপ' — বহু কষ্টে বলতে পারলেন উনি, 'ব্যথা!'

'কোথায় ব্যথা?'

'সবখানে।'

'আজ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন' — মারিয়া নিকোলায়েভনা বললে যদিও ফিসফিসিয়ে, কিন্তু এমনভাবে যে অতি সজাগ রোগীর (লেভিনের সেটা চোখে পড়েছিল) তা কানে যাবার কথা। মারিয়া নিকোলায়েভনাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে লেভিন চাইলেন রোগীর দিকে। নিকোলাই কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর। দৃষ্টি তাঁর একইরকম ধিক্কারহানা ও তীব্র।

লেভিনের পেছু পেছু মারিয়া নিকোলায়েভনা করিডোরে বেরিয়ে আসতে লেভিন জিগ্যেস করলেন তাকে, 'কেন তা ভাবছেন?'

'উনি নিজেকে খামচাতে শুরু করেছেন' — বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'খামচানো মানে?'

'এই রকম' — নিজের উলের পোশাকটার ভাঁজ টেনে ধরে সে বললে। সত্যিই লেভিন লক্ষ করেছিলেন যে সারাটা দিন রোগী নিজেকে খামচেছেন যেন কিছু একটা টেনে ছিঁড়ে ফেলত চান।

সঠিকই হয়েছিল মারিয়া নিকোলায়েভনার ভবিষ্যদ্বাণী। রাতের দিকে হাতখানা তোলারও শক্তি রইল না রোগীর। দৃষ্টিতে একটা অপরিবর্তিত মনোযোগী কেন্দ্রীভূত ভাব নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। উনি যাতে তাঁদের দেখতে পান সে জন্য লেভিন আর কিটি তাঁর ওপর

ঝুঁকে এলেন, তখনো তিনি তাকিয়ে রইলেন একইভাবে। অন্তিম প্রার্থনা পাঠের জন্য পুরোহিত ডেকে পাঠাল কিটি।

পুরোহিত যখন প্রার্থনা পড়ছিলেন, মুমূর্ষুর মধ্যে জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না; চোখ ছিল বন্ধ। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেভিন, কিটি আর মারিয়া নিকোলায়েভনা। পাঠ তখনো শেষ হয় নি, মুমূর্ষু টান-টান হয়ে নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। পাঠ শেষ করে পুরোহিত তাঁর শীতল কপালে ক্রস ঠেকালেন, তারপর ধীরে ধীরে তা জড়িয়ে রাখলেন স্টোলে এবং নীরবে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে ঠান্ডা হয়ে আসা রক্তহীন বিশাল হাতখানা ছুঁলেন।

'মারা গেছে' — বলে পুরোহিত চলে যাবার উপক্রম করলেন। হঠাৎ দেখা গেল মৃতের লেপটে যাওয়া গোঁপ নড়ছে, এবং নীরবতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে সুনির্দিষ্ট একটা তীক্ষ্ন ধ্বনি:

'পুরো নয়... শিগগিরই।'

এক মিনিট বাদেই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোঁপের নিচে ফোটা হাসিতে এবং যে নারীরা জুটেছিল তারা সযত্নে সাজাতে লাগল তাঁকে।

ভাইয়ের চেহারা আর মৃত্যুর সান্নিধ্য লেভিনের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর প্রহেলিকায় আর সেইসঙ্গে তার সান্নিধ্য ও অনিবার্যতায় একটা আতংক জাগিয়ে তুলল, শরতের সেই সন্ধ্যায় ভাই তাঁর কাছে এলে যা হয়েছিল। এই অনুভূতিটা এখন আগের চেয়েও বেশি তীব্র; মৃত্যুর অর্থ ধরতে পারা তাঁর কাছে আগের চেয়ে কম সম্ভব বলে বোধ হল; তার অনিবার্যতা আরো ভয়ংকর ঠেকল তাঁর কাছে; কিন্তু এখন স্ত্রী কাছে থাকায় সেটা তাঁকে হতাশায় ঠেলে দেয় নি; মৃত্যু সত্ত্বেও তিনি বেঁচে থাকা ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। টের পাচ্ছিলেন যে হতাশা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে ভালোবাসা আর হতাশায় পড়ার ভয় থেকে সে ভালোবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো প্রবল ও পূত।

মৃত্যুর যে রহস্যটা অজ্ঞেয় থেকে গেছে, সেটা তাঁর চোখের সামনে ঘটতে না ঘটতেই দেখা দিল সমান অজ্ঞেয় আরেকটা রহস্য যা প্রেম আর জীবনের চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিটি সম্পর্কে নিজের অনুমান সমর্থন করলেন ডাক্তার। কিটির অসুস্থতা তার গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ।

॥ ২১ ॥

বেট্‌সি আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যখন বুঝেছিলেন যে তাঁর কাছে শুধু এইটুকু চাওয়া হচ্ছে যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে স্ত্রীকে কষ্টে না ফেলে তাঁকে শান্তিতে রাখা হোক, স্ত্রী নিজেই যেটা চাইছেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি এত উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলেন যে নিজে কিছু স্থির করতে পারছিলেন না, নিজেই জানতেন না এখন কী তিনি চাইছেন এবং যাঁরা এত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন তাঁদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিজের সম্মতি জানাতে লাগলেন সবকিছুতে। শুধু আন্না যখন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে এবং ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা লোক পাঠালে জানতে সে তাঁর সঙ্গে খাবে, নাকি আলাদা, কেবল তখনই প্রথম তিনি তাঁর অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝলেন এবং আতংক হল তাঁর।

তাঁর অবস্থার সবচেয়ে মুশকিল ব্যাপারটা ছিল এই যে নিজের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে, মেনে নিতে তিনি পারছিলেন না। সে অতীতটা তাঁকে বিব্রত করছিল না যখন তিনি সুখে দিন কাটিয়েছেন স্ত্রীর সঙ্গে। সে অতীত থেকে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা জানতে পারার উৎক্রমণটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শহীদের মতো; সে অবস্থাটা ছিল কষ্টকর কিন্তু তাঁর কাছে বোধগম্য। স্ত্রী যদি তখন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাবার পর তাঁকে ত্যাগ করে যেতেন, তাহলে কষ্ট হত তাঁর, নিজেকে দুর্ভাগা মনে হত, কিন্তু এখন তিনি যে অতি নিরুপায়, নিজের কাছেই দুর্বোধ্য একটা অবস্থায় পড়েছেন, সেটা হত না। এখন তিনি নিজের সাম্প্রতিক ক্ষমা, নিজের মমতা, স্ত্রী আর অপরের ঔরসজাত সন্তানটির জন্য তাঁর ভালোবাসাকে মেলাতে পারছিলেন না এখন যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এইটের সঙ্গে যে এ সবের পুরস্কার হিশেবেই যেন তিনি এখন হয়ে পড়েছেন একা, কলংকিত, উপহাসাস্পদ, সবার কাছেই নিষ্প্রয়োজন এবং সবার কাছেই ঘৃণিত।

স্ত্রী চলে যাবার পর প্রথম দুই দিন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ উমেদারদের ও কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কমিটিতে যেতেন, এবং সচরাচরের মতোই বেরুতেন ক্যান্টিনে খাবার জন্য। কেন এটা করছেন সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই এই দুই দিন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি

নিয়োগ করেছেন একটা শান্ত, এমনকি নির্বিকার ভাবই বজায় রাখার জন্য। আন্না আর্কাদিয়েভনার ঘর আর জিনিসপত্রের কী ব্যবস্থা হবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন একটা লোকের ভাব নেবার জন্য প্রাণপণ করেছেন যার কাছে যা ঘটল সেটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, একসার সাধারণ ঘটনার কাঠামো তা ছাড়ায় না, এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেউ তাঁর মধ্যে হতাশার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় নি। কিন্তু আন্না চলে যাবার দ্বিতীয় দিন যখন কর্নেই ফ্যাশনেবল দোকানের বিল, আন্না যা শোধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে জানাল যে দোকানের লোকটি এখানে আছে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন লোকটাকে ডাকতে।

'মাপ করবেন হুজুর যে আপনাকে বিরক্ত করার গোস্তাকি করেছি, কিন্তু যদি বলেন হুজুরানির কাছে পাঠাতে, তাহলে কৃপা করে ওঁর ঠিকানাটা যদি দেন...'

লোকটির মনে হয়েছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী যেন ভাবছেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি ঘুরে গিয়ে টেবিলে বসলেন। হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে অনেকখন তিনি ওই অবস্থায় বসে রইলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু থেমে গেলেন।

কর্তার ভাবাবেগ বুঝতে পেরে কর্নেই দোকানের লোকটিকে বললেন অন্য দিন আসতে। ফের একা হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেলেন যে দৃঢ়তা ও প্রশান্তির ভূমিকা চালিয়ে যাবার শক্তি তাঁর আর নেই। অপেক্ষমাণ গাড়িটিকে চলে যাবার হুকুম দিয়ে তিনি বললেন কারো সঙ্গে তিনি আজ সাক্ষাৎ করবেন না, খেতেও গেলেন না তিনি।

তিনি অনুভব করলেন দোকানের এই লোকটি, কর্নেই, এবং এই দুই দিনে যাদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবার মুখে যে ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা তিনি পরিষ্কার দেখেছেন তার সর্বাত্মক চাপ সহ্য করার সাধ্য নেই তাঁর। তিনি অনুভব করছিলেন লোকেদের এই আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি অক্ষম, কেননা আক্রোশটা আসছে এই জন্য নয় যে তিনি খারাপ লোক (তাহলে ভালো হবার চেষ্টা করতে পারতেন তিনি), আসছে এই থেকে যে উনি লজ্জাকররূপে জঘন্যরকমে অসুখী। তিনি জানতেন যে এই জন্যই, বুক তাঁর শরবিদ্ধ বলেই ওরা তাঁর প্রতি নির্মম। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে যে আহত কুকুরটাকে অন্য কুকুরেরা যেমন করে মেরে ফেলে, তেমনি করেই তাঁকে

মেরে ফেলবে ওরা। তিনি জানতেন যে লোকেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের ক্ষতটা ঢেকে রাখা. এ দু'দিন তিনি অচেতনভাবে সে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখন অনুভব করলেন যে এই অসমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই।

হতাশা তাঁর আরো বেড়ে উঠল এই চেতনায় যে নিজের দুঃখে তিনি একেবারে একা। যাকে তিনি বলতে পারেন কী সহ্য করতে তাঁকে হয়েছে. উচ্চ রাজপুরুষ হিশেবে, উঁচু সমাজের লোক হিশেবে নয়, আর্ত মানুষ বলে তাঁর জন্য যে কষ্ট বোধ করবে এমন লোক শুধু পিটার্সবুর্গেই ছিল না তাই নয়; এমন লোক তাঁর কোথাওই ছিল না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বেড়ে উঠেছিলেন অনাথ অবস্থায়। দুই ভাই ওঁরা। পিতাকে তাঁদের মনেই পড়ে না। মা মারা যান যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দশ বছর বয়স। বিষয়-আশয় তেমন ছিল না, তাঁদের মানুষ করেন কারেনিন খুড়ো, বড়ো রকমের রাজপুরুষ, একদা প্রয়াত সম্রাটের প্রিয়পাত্র।

স্বর্ণপদক পেয়ে জিমন্যাসিয়াম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ খুড়োর সাহায্যে তক্ষুনি বড়ো চাকুরির পদ ধরেন এবং সেই থেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন চাকুরি ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাষে। জিমন্যাসিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কর্মক্ষেত্রে, কোথাও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নি। দাদা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আপন জন, কিন্তু তিনি কাজ করতেন বৈদেশিক মন্ত্রিদপ্তরে, প্রায় সর্বদা থাকতেন বিদেশে এবং সেখানেই মারা যান আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিবাহের কিছু পরেই।

যখন তিনি একটা গুবের্নিয়ায় প্রদেশপাল হিশেবে কাজ করছেন, তখন আন্নার পিসি, মফস্বলের এক ধনী অভিজাত তাঁর ভাইঝির সঙ্গে তখন আর যুবক না হলেও নবীন প্রদেশপালটির বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেন যে ওঁকে হয় পাণিপ্রার্থনা করতে হয়, নয় চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে। বহু দ্বিধা করেছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যত যুক্তি ছিল, বিপক্ষেও ততটাই, এবং এমন চূড়ান্ত যুক্তি কিছু ছিল না যাতে তিনি বাধ্য হন তাঁর এই নীতি পালটাতে: সন্দেহ থাকলে ক্ষান্ত থেকো; কিন্তু আন্নার পিসি জনৈক পরিচিত মারফত তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগান যে উনি বালিকাটিকে

অপদস্থ করেছেন, নিজের সম্মান রাখতে হলে তাঁর উচিত পাণিপ্রার্থনা করা। পাণিপ্রার্থনাই তিনি করলেন এবং যে ভাবাকুলতা তাঁর পক্ষে সম্ভব তা সবই ঢাললেন পাত্রী এবং স্ত্রীর ওপর।

আন্নার জন্য তাঁর যে টান হয়েছিল তাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হৃদ্যতার শেষ চাহিদাটুকুও নাকচ হয়ে যায়। আর এখন তাঁর পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বলতে নেই কেউ। যাকে বলা হয় যোগাযোগ তেমন ছিল অনেকই; কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল না। এমন লোক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অনেকেই ছিলেন যাঁদের তিনি খেতে ডাকতে, তাঁর দরকারী কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার অনুরোধ করতে পারতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতে চাইতেন কোনো উমেদারের, অন্যান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে; কিন্তু এই সব লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল রীতিনীতি আর অভ্যাসাদি দ্বারা অতি সুনির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তা থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সতীর্থ ছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা তাঁকে তিনি বলতে পারতেন; কিন্তু বন্ধুটি সুদূরের এক মফস্বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিটার্সবুর্গে যারা আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকট ও সম্ভবপর হতে পারে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ এবং ডাক্তার।

তাঁর কর্মাধ্যক্ষ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ স্লিউদিন একজন সহজ, বুদ্ধিমান, সহৃদয় ও নীতিনিষ্ঠ লোক, তাঁর জন্য লোকটির কিছু দুর্বলতা আছে বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেতেন; কিন্তু চাকুরির পাঁচ বছর কাজকর্মের ফলে তাঁদের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

কাগজগুলো সই করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন অনেকখন, কথা বলার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু পারলেন না। বাক্যটা তিনি তৈরি করেও রেখেছিলেন: 'আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছেন আপনি?' কিন্তু শেষ করলেন বরাবরের মতো এই বলে যে: 'তাহলে এটা আমার জন্যে তৈরি করে রাখবেন' — এবং ছেড়ে দিলেন তাঁকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ডাক্তার। তিনিও তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন; কিন্তু

বহুদিন হল দু'জনের মধ্যে একটা নীরব স্বীকৃতি দেখা দিয়েছে যে দু'জনেই কাজে ভারি ব্যস্ত, দু'জনেরই তাড়া আছে।

নিজের নারী বন্ধুদের কথা, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ভাবেন নি। সমস্ত নারীই স্রেফ নারী বলেই তাঁর কাছে ভয়াবহ আর বিরক্তিকর লাগত।

॥ ২২ ॥

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, কিন্তু তিনি ভোলেন নি তাঁকে। নিঃসঙ্গ হতাশার অতি দুঃসহ এই মুহূর্তেই তিনি এলেন তাঁর কাছে এবং কোনোরকম জানানি না দিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্টাডিতে। দুই হাতে মাথা রেখে যে অবস্থায় তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখলেন কাউণ্টেস।

'L'ai forcé la consigne'* — দ্রুত পদক্ষেপে এবং বিচলিত হৃদয় ও দ্রুততার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'আমি সব শুনেছি, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, বন্ধু আমার!' দুই হাতে শক্ত করে ওঁর হাতে চাপ দিয়ে নিজের সুন্দর ভাবালু দৃষ্টি ওঁর চোখে নিবদ্ধ রেখে বলে চললেন তিনি।

ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'বসবেন না কাউণ্টেস? আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না কারণ আমি অসুস্থ, কাউণ্টেস' — উনি বললেন, ঠোঁট ওঁর কাঁপছিল।

'বন্ধু আমার!' তাঁর ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পুনরুক্তি করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। হঠাৎ ভুরু তাঁর জোড়ের জায়গায় উঁচু হয়ে উঠে একটা ত্রিভুজ গড়ে তুলল কপালে; কাউণ্টেসের অসুন্দর হলদেটে মুখখানা হয়ে উঠল আরো অসুন্দর; কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর জন্য কষ্ট হচ্ছে তাঁর, কেঁদেও ফেলবেন বুঝি। মন ভিজে উঠল তাঁর; কাউণ্টেসের মুটকো হাতখানা নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন তিনি।

* নিষেধ অমান্য করলাম (ফরাসি)।

'বন্ধু আমার!' ব্যাকুলতায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন কাউণ্টেস, 'দুঃখে ভেঙে পড়া আপনার উচিত নয়। আপনার দুঃখটা খুবই বেশি, কিন্তু সান্ত্বনা পেতে হবে আপনাকে।'

'আমি ভেঙে পড়েছি, মারা গেছি, আমি আর মানুষ নই' — ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকিয়েই রইলেন ওঁর সজল চোখের দিকে। 'আমার অবস্থাটা সাংঘাতিক, কারণ কোথাও, এমনকি নিজের মধ্যেও আমি কোনো নির্ভরস্থল দেখতে পাচ্ছি না।'

'নির্ভরস্থল আপনি পাবেন, তার খোঁজ করুন, তবে আমার মধ্যে খুঁজবেন না, যদিও আমার বন্ধুত্বে বিশ্বাস রাখতে বলব আপনাকে' — দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন উনি। 'আমাদের নির্ভরস্থল হল প্রেম, সেই প্রেম যার উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের; তাঁর বোঝা হালকা' — তিনি বললেন সেই তুরীয় দৃষ্টি মেলে যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের খুবই পরিচিত, 'উনি রক্ষা করবেন আপনাকে, সাহায্য করবেন।'

কথাগুলোর মধ্যে নিজের মহত্ত্বের জন্য একটা মমতা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে যা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং পিটার্সবুর্গে সম্প্রতি যে নতুন তুরীয় অতীন্দ্রিয় মনোভাবের চল হয়েছে তা থাকলেও কথাগুলো শুনতে এখন ভালো লাগল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।

'আমি দুর্বল। আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিছুই আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি আর এখন বুঝতে পারছি না কিছুই।'

'বন্ধু আমার —' পুনরুক্তি করলেন লিদিয়া ইভানোভনা।

'এখন যেটা নেই সেটা আমি হারাচ্ছি না, ও কথা নয়' — বলে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'ও নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। এটা খারাপ, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।'

'ক্ষমা করার মহৎ যে কাজটা নিয়ে আমি এবং সবাই উচ্ছ্বসিত সেটা আপনি করেছেন তা নয়, আপনার বুকের মধ্যে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সেটা করেছেন' — তুরীয় উল্লাসে চোখ তুলে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'তাই নিজের আচরণের জন্যে আপনার লজ্জার কিছু নেই।'

ভুরু কুঁচকে হাত গুটিয়ে আঙুল মটকাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

সরু গলায় তিনি বললেন, 'সমস্ত খুঁটিনাটি আপনার জানা দরকার। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে কাউণ্টেস, আমি সেই সীমায় পেঁছেছি। সারা দিন আজ আমায় হুকুম দিতে হয়েছে, আমার নতুন একাকী অবস্থা থেকে যা আসছে' ('যা আসছে' কথাটার ওপর তিনি জোর দিলেন) 'সেই হুকুম দিতে হয়েছে সংসার নিয়ে। চাকর, গৃহশিক্ষিকা, বিল... ছোটো এই আগুনটা আমায় দগ্ধে মারছে। টিকে থাকার শক্তি আমার আর নেই। ডিনারে... কাল সন্ধ্যায় ডিনার ছেড়ে প্রায় চলে যাচ্ছিলাম আর কি। ছেলে আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, তা সইতে পারছিলাম না আমি। এ সবের মানে কী সেটা সে জিগ্যেস করে নি আমায়, তবে জিগ্যেস করতে চাইছিল, আর সে দৃষ্টি আমি সইতে পারছিলাম না। আমার দিকে তাকাতে সে ভয় পাচ্ছিল, তবে এইটুকুই সব নয়...'

বিলটার কথা বলবেন ভাবছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু গলা তাঁর কেঁপে গেল, থেমে গেলেন তিনি। নীল কাগজে টুপি আর ফিতের জন্য এই বিলটার কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না আত্মকরুণা বোধ না করে।

'আমি বুঝতে পারছি, বন্ধু আমার' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন, 'সবই আমি বুঝতে পারছি। আমার কাছ থেকে সাহায্য আর সান্ত্বনা আপনি পাবেন না। তাহলেও এলাম শুধু পারলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে। হীন করে তোলা ছোটো ছোটো এই সব ঝামেলা থেকে যদি রেহাই দিতে পারতাম আপনাকে... আমি বুঝতে পারছি যে নারীর মুখের কথা, নারীর হুকুম দরকার। আপনি সে ভার দেবেন আমায়?'

নীরবে, কৃতজ্ঞচিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওঁর হাতে চাপ দিলেন।

'আপনি আমি দু'জনে সেরিওজার দেখাশোনা করব। সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে আমি দুরস্ত নই। তাহলেও ভার নিচ্ছি, আমি হব আপনার ভাণ্ডারিণী। ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা তো করছি আমি নিজে নয়...'

'ধন্যবাদ না দিয়ে যে পারি না।'

'কিন্তু বন্ধু আমার, ওই যে মনোভাবটার কথা বললেন ওতে গা

ভাসাবেন না। খ্রিস্ট ধর্মের দিক থেকে যে জিনিসটা সবচেয়ে মহনীয় তার জন্যে আবার লজ্জা কি। যে নিজেকে নিচু করে, সে ওপরে ওঠে। আর আমাকে ধন্যবাদও দিতে পারেন না আপনি। ধন্যবাদ দিতে হয় ওঁকে, সাহায্য চান ওঁর কাছে। শুধু ওঁর কাছ থেকেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্বনা, ত্রাণ এবং প্রেম' — এই বলে তিনি আকাশের দিকে চোখ তুললেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সেটা অনুমান করলেন তাঁর নীরবতা থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শুনছিলেন তাঁর কথা। তাঁর যে উক্তিগুলো আগে বিশ্রী না হলেও অন্তত অনাবশ্যক মনে হত, সেগুলো এখন মনে হল স্বাভাবিক, সান্ত্বনাদায়ক। নতুন এই তুরীয় প্রেরণাটা ভালোবাসতেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী লোক, কিন্তু ধর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক অর্থে, আর নতুন যে মতবাদটা কিছু কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ দিচ্ছে, তা তর্ক ও বিশ্লেষণের পথ করে দিচ্ছে বলেই নীতির দিক থেকে তাঁর বিরাগ উদ্রেক করত। নতুন এই মতবাদটা সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন নিরুত্তাপ, এমনকি শত্রুভাবাপন্নই। কিন্তু কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই নিয়ে মেতে উঠলে তিনি কখনো তর্ক করেন নি তাঁর সঙ্গে, প্রাণপণে চেষ্টা করতেন নীরবতায় তাঁর চ্যালেঞ্জগুলো এড়িয়ে যেতে। এখন কিন্তু এই প্রথম তাঁর কথা শুনছিলেন তৃপ্তির সঙ্গে, মনের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ উঠছিল না তাঁর।

'আপনার কাজ আর কথা দুইয়ের জন্যেই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ' — ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আরো একবার বন্ধুর দুই হাতে চাপ দিলেন।

'এবার আমি কাজে নামছি' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশিষ্ট অশ্রুটুকু মুখ থেকে মুছে তিনি বললেন হেসে, 'আমি যাচ্ছি সেরিওজার কাছে। শুধু চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই আপনার দ্বারস্থ হব' — এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সেরিওজার কামরায় গিয়ে চোখের জলে ভীত ছেলেটির গাল ভিজিয়ে দিয়ে বললেন যে তার বাবা সাধু পুরুষ আর তার মা মারা গেছেন।

নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করলেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। সত্যিই তিনি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সংসারের সুব্যবস্থা করা ও তা চালানোর ভার নিলেন। তবে তিনি যে বলেছিলেন, সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে তিনি দুরন্ত নন, সেটা কিন্তু অত্যুক্তি ছিল না। তাঁর সমস্ত হুকুম পালটাতে হচ্ছিল, কেননা সেগুলো অপালনীয়, আর পালটাচ্ছিল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের পোশাক-বরদার কর্নেই। সকলের অলক্ষ্যে সে এখন কারেনিন সংসার চালাতে লাগল এবং পোশাক পরাবার সময় শান্তভাবে সাবধানে তাঁকে জানাত কী দরকার। তাহলেও লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল খুবই: আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তাঁকে একটা নৈতিক অবলম্বন যোগালেন তিনি এবং বিশেষ করে যা ভাবতে তাঁর ভালো লাগত, তাঁকে প্রায় খিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন, অর্থাৎ উদাসীন ও অলস এক ধর্মবিশ্বাসীকে তিনি প্রায় পরিণত করলেন নতুন ব্যাখ্যার সেই মতবাদটার দৃঢ় ও প্রচণ্ড এক ভক্তে যার হাওয়া তখন এসেছিল পিটার্সবুর্গে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের প্রত্যয় জাগানো ছিল সহজ। লিদিয়া ইভানোভনা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি যারা গ্রহণ করেছে তেমন অন্যান্য সব লোকের মতো আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কল্পনার কোনো গভীরতা, মননের যে শক্তিতে কল্পনা থেকে উদ্ভূত ধ্যান-ধারণাগুলি হয়ে দাঁড়ায় এমন বাস্তব যে অন্যান্য ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সমন্বয় দাবি করে, সেটা তাঁর আদৌ ছিল না। মৃত্যু যে আছে শুধু অবিশ্বাসীদের জন্য, তাঁর জন্য নয়, এবং তিনি যেহেতু ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস কতটা তার বিচারকর্তা তিনি নিজে, সেইহেতু তাঁর প্রাণে কোনো পাপ নেই এবং এখানে, এই ইহলোকেই তিনি যে ত্রাণ পেয়ে গেছেন, এ ভাবনায় তিনি অসম্ভব বা অকল্পনীয় কিছু দেখলেন না।

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাটা যে আসছে অতি অনায়াসে এবং তা ভ্রান্ত, সেটা ঝাপসাভাবে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যে অনুভব করতেন তা ঠিক; তিনি জানতেন যে তাঁর ক্ষমাটা কোনো উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কিনা তা না ভেবেই তিনি যখন ঐ অকপট অনুভূতিটায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন তিনি সুখ পেয়েছিলেন এখনকার চেয়ে বেশি, যখন প্রতি মুহূর্তে তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রাণে বাস করছে খিস্ট, কাগজপত্রগুলো সই করে তিনি তাঁর ইচ্ছাই পালন করছেন, তবে

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এই রকমটা ভাবা ছিল খুবই আবশ্যক, নিজের হীনতায় তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কল্পিত হলেও এমন একটা উচ্চতা লাভ করা যেখান থেকে সকলের কাছে ঘৃণিত তিনি অন্যদের ঘৃণা করতে পারবেন, ত্রাণ হিশেবে তিনি আঁকড়ে রইলেন নিজের কল্পিত ত্রাণটাকে।

॥ ২৩ ॥

অধ্যাত্মানন্দে আকুল এক বালিকা কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বিয়ে দেওয়া হয় খুব অল্প বয়সে, ধনী উচ্চবংশীয়, ভালোমানুষ এবং লম্পট এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে। দ্বিতীয় মাসেই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত বিবরণের জবাব দেন উপহাসে এমনকি বিদ্বেষভরেই। যাঁরা জানতেন যে কাউন্ট ভালোমানুষ এবং লিদিয়ার আধ্যাত্মিক আকুলতায় খারাপ কিছু দেখতেন না, তাঁদের কাছে এটা দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও সেই থেকে ওঁরা বাস করছেন পৃথক হয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী অবধারিতরূপেই বিষাক্ত বিদ্রূপ করতেন, যার কারণ বোঝা যেত না।

স্বামীর প্রণয়িনী হওয়ায় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ক্ষান্তি দিয়েছিলেন অনেকদিন, কিন্তু সেই থেকে কারো একজনের প্রণয়িনী হয়ে থাকতে তাঁর কখনো আটকায় নি। হঠাৎ তিনি ভালোবেসে ফেলতেন একসঙ্গে একাধিক লোককে, নারী পুরুষ উভয়কেই। যাঁর কিছু একটা বৈশিষ্ট্য আছে এমন প্রায় সকলেরই প্রেমে পড়েছেন তিনি। জার বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিটি প্রিন্সেস ও প্রিন্সকে তিনি ভালোবেসেছেন, রুশ গির্জার একজন মেট্রোপলিটান, একজন ভিকার এবং একজন পুরোহিতের প্রেমে পড়েছেন; একজন সাংবাদিক, তিনজন স্লাভপন্থী, এবং কমিসারভকে ভালোবেসেছেন; ভালোবেসেছেন একজন মন্ত্রী, একজন ডাক্তার, একজন ইংরেজ মিশনারি আর কারেনিনকে। কখনো ক্ষীণ, কখনো প্রবল এই সব ভালোবাসায় অতি সুবিস্তৃত ও জটিল দরবারী ও সামাজিক সম্পর্ক পাততে তাঁর বাধা হয় নি। কিন্তু কারেনিনের দুর্ভাগ্যের পর, যখন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের বিশেষ রক্ষণাধীনে

নেন, যখন থেকে তিনি তাঁর মঙ্গলার্থে তাঁর সংসারে খাটতে থাকেন, তখন থেকে তাঁর মনে হতে লাগল যে অন্য সমস্ত ভালোবাসা সাচ্চা নয়, সত্যি করে তিনি ভালোবাসেন এক কারেনিনকে। তাঁর প্রতি তাঁর এখনকার যে হৃদয়াবেগ, সেটা মনে হল আগেকার সমস্ত হৃদয়াবেগের চেয়ে প্রবল। নিজের হৃদয়াবেগের বিশ্লেষণ এবং পূর্বেকারগুলির সঙ্গে তুলনা থেকে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে জারের জীবন রক্ষা না করলে কমিসারভের প্রেমে তিনি পড়তেন না, নিখিল স্লাভ প্রশ্ন না উঠলে তিনি প্রেমে পড়তেন না রিস্তিচ-কুজিৎস্কির সঙ্গে, কিন্তু কারেনিনকে তিনি ভালোবেসেছেন তাঁর নিজের জন্যই, তাঁর সমুন্নত দুর্বোধ্য প্রাণ, তাঁর কাছে মধুর তাঁর সরু কণ্ঠস্বর, প্রলম্বিত বাগ্‌ভঙ্গি, তাঁর ক্লান্ত দৃষ্টি, তাঁর চরিত্র, তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা নরম শাদা হাতের জন্যই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে শুধু আনন্দই হত না তাঁর, কী প্রভাব তিনি ফেলছেন তার লক্ষণ তিনি খুঁজতেন কারেনিনের মুখভাবে। তাঁকে কারেনিনের মনে ধরুক, এটা তিনি চাইতেন শুধু কথা কয়ে নয়, সর্ব সত্তা দিয়ে। ওঁর জন্য তিনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে যত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তা আগে আর কখনো হন নি। ওঁর যদি স্বামী না থাকত আর কারেনিন হতেন স্বাধীন, তাহলে কী হত সেই স্বপ্নে মেতে উঠলেন তিনি! কারেনিন ঘরে ঢুকলে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি লাল হয়ে উঠতেন, কারেনিন তাঁকে মনোরম কিছু বললে উল্লাসের হাসি তিনি দমন করতে পারতেন না।

কয়েক দিন ধরে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আছেন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। তিনি জানতে পেরেছেন যে আন্না আর ভ্রন্স্কি রয়েছেন পিটার্সবুর্গে। আন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বাঁচাতে হবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে, কষ্টকর এই জ্ঞানটা থেকেও তাঁকে বাঁচাতে হবে যে ভয়াবহ ওই নারীটা রয়েছে তাঁর সঙ্গে একই শহরে আর যেকোনো মুহূর্তে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাঁর।

নিজের পরিচিতদের মারফত লিদিয়া ইভানোভনা খবর নিলেন কী মতলব এই জঘন্য লোকগুলোর (আন্না আর ভ্রন্স্কিকে তিনি এই বলেই অভিহিত করতেন), এবং ওঁদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য এই দিনগুলোয় নিজের বন্ধুর সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন। ভ্রন্স্কির বন্ধু তরুণ অ্যাডজুট্যাণ্ট, যার মারফত তিনি খবর জোগাড় করেছিলেন এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কৃপায় যে একটা পারমিট

পাবার আশা করছিল সে জানাল যে ওঁদের কাজকর্ম মিটে গেছে, চলে যাবেন পরের দিন। লিদিয়া ইভানোভনা শান্ত হয়ে আসছিলেন, এমন সময় পরের দিন সকালে তাঁকে একটা চিঠি দেওয়া হল সভয়ে যার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন তিনি। এটা আন্না কারেনিনার হস্তাক্ষর। প্রিন্টের মতো পুরু মোটা কাগজে খামটা বানানো, লম্বাটে হলুদ কাগজে বিশাল এক মনোগ্রাম, চিঠি থেকে মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছিল।

'কে আনলে এটা?'

'হোটেলের একজন লোক।'

চিঠিটা পড়ার জন্য কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সুস্থির হয়ে বসতে পারলেন না অনেকখন। উত্তেজনায় হাঁপের টান ধরল তাঁর, এ রোগটায় তিনি ভোগেন। যখন শান্ত হলেন, ফরাসি ভাষায় লেখা নিচের এই চিঠিটা পড়লেন তিনি।

'মান্যবরা কাউন্টেস,

খ্রিস্টীয় যে অনুভূতিতে আপনার হৃদয় পূর্ণ, তাতে আপনার কাছে চিঠি লেখার, আমার বিশ্বাস, অমার্জনীয় দুঃসাহস পাচ্ছি আমি। ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি চলে যাবার আগে ওকে অন্তত একবার দেখার অনুমতি ভিক্ষা করছি। আমার কথা আপনার মনে পাড়িয়ে দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে নয়, আপনার কাছেই লিখছি শুধু এই জন্য যে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহানুভব ওই মানুষটিকে কষ্ট দিতে চাই না আমি। ওঁর প্রতি আপনার বন্ধুত্বের কথা আমি জানি, তাই আমাকে আপনি বুঝবেন। সেরিওজাকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, নাকি একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমিই বাড়ি যাব, অথবা আপনি জানাবেন বাড়ির বাইরে কোথায় এবং কখন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? যাঁর ওপর এটা নির্ভর করছে তাঁর মহানুভবতা জানা থাকায় আমি আশা করছি না যে এতে আপত্তি হবে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী আকুলতা বোধ করছি ওকে দেখার জন্য, তাই আপনার সাহায্য আমার মধ্যে কী কৃতজ্ঞতা জাগাবে সেটাও কল্পনা করতে পারবেন না আপনি।

আন্না'

চিঠির সবকিছুতে, তার বক্তব্য, মহানুভবতার ইঙ্গিত, বিশেষ করে তার সুর, যেটা তাঁর মনে হল বেহায়া গোছের — সবকিছুতেই পিত্তি জ্বলে গেল কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার।

'বলে দাও জবাব মিলবে না' — এই বলে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখার কেস খুলে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে লিখে পাঠালেন যে প্রাসাদে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রহরে তাঁর দেখা পাবার আশা করছেন।

'গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃখজনক একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। ওখানে আমরা ঠিক করব কোথায়। ভালো হয় আমার বাড়িতে, সেখানে আমি আপনার যা রুচি, তেমন চা করতে বলব। জরুরি প্রয়োজন। উনি ক্রস দেন, তা বহনের শক্তিও দেন তিনি' — ওঁকে খানিকটা অন্তত তৈরি করে রাখার জন্য যোগ করলেন তিনি।

দিনে সাধারণত দু'তিনটে চিরকুট ওঁকে লিখে পাঠাতেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা কাউণ্টেসের ভালো লাগত, তাতে একটা চারুতা ও গোপন রহস্যময়তার ভাব থাকত যা পাওয়া যেত না তাঁর ব্যক্তিগত আলাপে।

॥ ২৪ ॥

শেষ হল অভিনন্দন অনুষ্ঠান। লোকে চলে যেতে গিয়ে পরস্পর দেখা হওয়ায় টাটকা খবরাখবর, সদ্যপ্রাপ্ত পারিতোষিক আর বড়ো কর্তাদের অদল-বদল নিয়ে গল্প করতে লাগল।

অদল-বদল নিয়ে জিগ্যেস করায় সোনালি জরির কাজ করা উর্দি পরিহিত এক পক্ককেশ বৃদ্ধ বললেন জনৈক দীর্ঘাঙ্গী রাজ্ঞী-সহচরীকে: 'কাউণ্টেস মারিয়া বরিসভনা সমর মন্ত্রী আর প্রিন্সেস ভাৎকোভস্কায়া স্টাফ-প্রধান হলে বেশ হত।'

'আর আমি অ্যাডজুট্যাণ্ট' — হেসে জবাব দিলেন রাজ্ঞী-সহচরী।

'আপনার পদ তো স্থির হয়ে আছে। আপনি যাবেন আধ্যাত্মিক বিভাগে আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।'

'নমস্কার প্রিন্স' — যে লোকটি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর করমর্দন করে বৃদ্ধ বললেন।

'কারেনিন সম্পর্কে কী যেন?' জিগ্যেস করলেন প্রিন্স।

'বলছিলাম যে উনি আর পুতিয়াতোভ 'আলেক্‌সান্দর নেভস্কি' অর্ডার পেয়েছেন।'

'আমার ধারণা ছিল সেটা তিনি পেয়েছেন আগেই।'

'উঁহু। দেখুন ওঁর দিকে চেয়ে' — কাঁধের ওপর দিয়ে নতুন লাল ফিতে ঝোলানো দরবারী উর্দিপরা কারেনিনের দিকে নকশী টুপি দিয়ে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন। হলের দরজার কাছে কারেনিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে। 'তামার পয়সার মতো সুখী আর তুষ্ট' — ব্যায়ামবীরের মতো দেখতে এক সুপুরুষ কামেরহেরের সঙ্গে করমর্দনের জন্য থেমে তিনি বললেন।

'না, উনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন' — বললেন কামেরহের।

'দুর্ভাবনার দরুন। প্রকল্প ছকা ছাড়া এখন তাঁর আর কি আছে? সমস্ত পয়েণ্ট বুঝিয়ে না বলা পর্যন্ত উনি ছাড়বেন না বেচারিকে।'

'বুড়িয়ে গেছে মানে? Il fait des passions!* আমার মনে হয় কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এখন ঈর্ষা করছেন ওঁর স্ত্রীকে।'

'কী বলছেন! কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবেন না দয়া করে।'

'উনি যে কারেনিনের প্রেমে পড়েছেন, সেটা কি খারাপ হল?'

'আচ্ছা, কারেনিনা এখানে, সত্যি নাকি?'

'মানে এখানে, প্রাসাদে নয়, তবে পিটার্সবুর্গে। কাল আলেক্‌সেই ভ্রন্‌স্কি আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার — bras dessus, bras dessous** মর্স্কায়া রাস্তায়।'

'C'est un homme qui n'a pas...'*** বলতে শুরু করেছিলেন কামেরহের, কিন্তু জার বংশের একজনকে পথ ছেড়ে দিয়ে অভিবাদন জন্য থেমে গেলেন।

* সাফল্য লাভ তো করছেন (ফরাসি)।

** বাহুলগ্না, বাহুলগ্না (ফরাসি)।

** এ লোকটার নেই... (ফরাসি।)

এইভাবে ওঁরা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে অবিরাম ধিক্কার আর টিটকারি দিয়ে কথা বলে চললেন আর উনি ওদিকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যকে পাকড়াও করে তাঁর জন্য পথ না ছেড়ে দিয়ে এক মিনিটও না থেমে, উনি যাতে ফসকে না যান তার জন্য আর্থিক প্রকল্পটির প্রতি পয়েন্ট বোঝাতে থাকলেন তাঁকে।

স্ত্রী যখন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে ছেড়ে যান, ঠিক সেই সময়েই ঘটে চাকুরে লোকের কাছে সবচেয়ে যা দুঃখজনক সেই ঘটনাটি— উদীয়মান ভাগ্যের অবসান। অবসানটা ঘটল এবং সবাই পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নিজে সজ্ঞান ছিলেন না যে তাঁর উন্নতি থেমে গেছে। স্ত্রেমভের সঙ্গে সংঘাত, নাকি স্ত্রীর ব্যাপারে তাঁর দুর্ভাগ্য অথবা তাঁর যা নির্বন্ধ ছিল সে সীমায় তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন কিনা, যে কারণেই হোক, এ বছর সবার কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর চাকুরি জীবনে ইতি পড়েছে। তখনও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, বহু কমিশন ও কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি তখন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ, কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। যাই তিনি বলুন, যে প্রস্তাবই তিনি দিন, লোকে তাঁর কথা শুনত এমনভাবে যেন তিনি যা বলছেন তা অনেকদিন থেকেই সবার জানা এবং সেটি ঠিক তাই যা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এটা অনুভব করতেন না, বরং উলটো: সরকারি ক্রিয়াকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত হবার পর অন্যের কাজকর্মে ভুলচুক তাঁর চোখে পড়তে লাগল আগের চেয়েও বেশি স্পষ্ট করে, এবং তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কিছু পরেই তিনি লিখতে শুরু করেন নতুন আদালত সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রশাসনের সমস্ত শাখা নিয়ে অসংখ্য যেসব নিষ্প্রয়োজন রিপোর্ট লেখা তাঁর কপালে ছিল, এটি তার প্রথম।

চাকুরির জগতে তাঁর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিটা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ শুধু যে খেয়াল করলেন না তাই নয়, তার জন্য তাঁর কোনো বেদনা হল না তাই নয়, নিজের কাজকর্মে এত তুষ্ট তিনি আর কখনো বোধ করেন নি।

'বিবাহিতরা জাগতিক ব্যাপার লইয়া ভাবিত, কিভাবে সন্তোষ বিধান

করা যায় স্ত্রীর, ব্রহ্মচারীরা ঈশ্বর লইয়া ভাবিত, কী করিয়া সন্তোষ বিধান করা যায় ঈশ্বরের' — বলেছেন খ্রিস্টদূত পল আর এখন সর্বব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ অনুসারে চালিত হয়ে তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন এই উক্তিটি। তাঁর মনে হত, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এই সব প্রকল্প দিয়ে তিনি প্রভুর সেবা করছেন আগের থেকে বেশি করে।

তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য পরিষদ সদস্যের সুস্পষ্ট অধৈর্যে বিব্রত বোধ করছিলেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; তিনি তাঁর বক্তব্য থামালেন শুধু তখন, যখন কাছ দিয়ে এক রাজবংশীয়কে যেতে দেখার সুযোগ নিয়ে পরিষদ সদস্য তাঁর হাত ছাড়ান।

একলা হয়ে পড়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ভাবনাগুলো ভেবে দেখলেন মাথা নুইয়ে, তারপর অন্যমনস্কের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে গেলেন দরজার দিকে, যেখানে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার দেখা পাবেন বলে আশা করছিলেন।

কামেরহেরের জুলপি আঁচড়ানো, সুরভিত, তাঁর দিকে এবং প্রিন্সের উর্দিতে আঁটো লাল গর্দানের দিকে তাকিয়ে (এঁদের কাছ দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাঁকে) আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'কী সব তাগড়াই দশাসই মানুষ। লোকে ঠিকই বলে যে দুনিয়ায় সবই বিদ্বেষে ভরা' — কামেরহেরের পায়ের ডিমের দিকে আরও একবার তীর্যক দৃষ্টিপাত করে ভাবলেন তিনি।

এই যে লোকগুলো তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিল, অলস পদক্ষেপে ক্লান্তি ও মর্যাদার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে।

'আরে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' কারেনিন যখন ওঁর কাছাকাছি এসে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন, বৃদ্ধ তখন বলে উঠলেন বিদ্বেষে চোখ চকচক করে, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন জানানো হয় নি যে' — সদ্যপ্রাপ্ত ফিতেটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ আপনাকে' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কী সুন্দর আজকের দিনটা' — 'সুন্দর' কথাটার ওপর তাঁর অভ্যস্ত ঢঙে ঝোঁক দিয়ে বললেন তিনি।

ওরা যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, সেটা তিনি জানতেন, কিন্তু

ওদের কাছ থেকে বিরূপতা ছাড়া আর কিছু আশা করতেন না তিনি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

দরজার কাছে আসা কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কর্সেট থেকে বেরিয়ে আসা হলুদ কাঁধ আর ডাক পাঠানো অপরূপ ভাবালু চোখ জোড়া দেখতে পেয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর অক্ষয় দাঁতের পাটি উদ্ঘাটিত করে গেলেন তাঁর কাছে।

লিদিয়া ইভানোভনার প্রসাধনে মেহনত লেগেছে অনেক, যেমন লাগছিল সাম্প্রতিক এই দিনগুলোয়। তিরিশ বছর আগে তাঁর যা লক্ষ্য ছিল, তাঁর এখনকার প্রসাধনের লক্ষ্য তার একেবারে বিপরীত। তখন তিনি নিজেকে সাজাতে চাইতেন যা-কিছু দিয়ে হোক, এবং সেটা যত বেশি হয় ততই ভালো। কিন্তু এখন তাঁর বয়স আর দেহরেখার সঙ্গে বেমানান প্রসাধন অবশ্য-অবশ্যই এত বেশি চোখে পড়ে যে তাঁকে দেখতে হচ্ছে শুধু এই যাতে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই সব প্রসাধনের বৈকট্য বড়ো বীভৎস না হয়ে পড়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ক্ষেত্রে এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর নিজেকে চিত্তাকর্ষকই মনে হত তাঁর কাছে। কাউণ্টেস ছিলেন তাঁর কাছে শুধু তাঁর প্রতি প্রসন্নতার নয়, তাঁকে ঘিরে শত্রুতা ও উপহাসের যে সমুদ্র বিরাজ করছে সেখানে ভালোবাসার একটি দ্বীপ।

উপহাসের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি স্বভাবতই কাউণ্টেসের প্রেমাবিষ্ট দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হলেন যেভাবে উদ্ভিদ আকৃষ্ট হয় আলোয়।

'অভিনন্দন' — চোখ দিয়ে রিবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন কাউণ্টেস।

পরিতৃপ্তির হাসিটা দমন করে উনি চোখ বুজে কাঁধ কোঁচকালেন, যেন তাতে করে বলতে চান যে আমায় এটা খুশি করতে পারে না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ভালোই জানতেন যে ওঁর প্রধান একটা আনন্দই হল এইটে, যদিও তা তিনি স্বীকার করবেন না কখনো।

'আমাদের দেবদূতটির কেমন চলছে?' সেরিওজা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আমি পুরো সন্তুষ্ট এমন কথা বলতে পারব না' — চোখ মেলে ভুরু তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'সিৎনিকভও খুশি নন।' (সিৎনিকভ শিক্ষক, সেরিওজার ইহলৌকিক শিক্ষার ভার পেয়েছিলেন

তিনি।)। 'আমি তো আগেও আপনাকে বলেছিলাম, প্রধান প্রধান যেসব প্রশ্নে প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি শিশুর মন দোলায়িত হবার কথা, তাতে ওর কেমন একটা অনীহা আছে' — এই বলে চাকুরি আর যে একটা প্রশ্নে তিনি আগ্রহী -- ছেলের শিক্ষাদীক্ষা, তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে লাগলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্যে তিনি যখন জীবন ও কাজকর্মে ফেরেন, তখন তাঁর হাতে রেখে যাওয়া ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা দেখা তাঁর কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আগে কখনো মাথা ঘামান নি, এখন ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে সময় দিতে লাগলেন কিছুটা। এবং নরবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের খানকত বই পড়ে তিনি শিক্ষাদানের একটা পরিকল্পনা ছকলেন নিজের জন্য আর উপদেশের জন্য পিটার্সবুর্গের সেরা শিক্ষককে আমন্ত্রণ করে তিনি কাজে নামলেন। আর এই কাজেই ব্যস্ত রইলেন সর্বদা।

'কিন্তু মনটা? আমি দেখছি ও বাবার মনটা পেয়েছে আর এরকম মন থাকলে শিশু খারাপ হতে পারে কখনো' — সোচ্ছ্বাসে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'হতে পারে... আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

একটু চুপ করে থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন:

'আপনি আসুন আমার ওখানে। আপনার পক্ষে কষ্টকর একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা দরকার। কতকগুলি স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই, সবাই তা ভাবে না। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি আমি। ও এখানে, পিটার্সবুর্গে।'

স্ত্রীর উল্লেখে কেঁপে উঠলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মড়ার মতো আড়ষ্টতা যাতে এ ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব।

বললেন, 'আমি তাই আশা করেছিলাম।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর দিকে চাইলেন তুরীয় দৃষ্টিতে, তাঁর প্রাণের মহিমা দেখে উচ্ছ্বাসে তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে।

॥ ২৫ ॥

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পুরনো সব চিনেমাটির পাত্র সাজানো, দেয়ালে পোর্ট্রেট টাঙানো আরামপ্রদ স্টাডিটায় ঢুকলেন, গৃহকর্ত্রী তখন সেখানে ছিলেন না। পোশাক বদলাচ্ছিলেন তিনি।

গোল একটা টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাতা, তার ওপর চীনা টী-সেট আর স্পিরিটে গরম করার একটা রুপোলী কেটলি। স্টাডির শোভাবর্ধক পরিচিতদের অসংখ্য পোর্ট্রেটগুলোর দিকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চাইলেন অন্যমনস্কের মতো, তারপর একটা টেবিলের কাছে সেখানে রাখা একটা বাইবেল খুললেন। কাউণ্টেসের সিল্ক গাউনের মর্মরে তিনি সজাগ হলেন।

'এখন আমরা শান্তিতে বসতে পারি' -- কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন বিচলিত হাসিমুখে, তাড়াতাড়ি করে সেঁধলেন টেবিল আর সোফার মাঝখানে, 'চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

উপক্রমণিকাস্বরূপ গোটাকত কথার পর কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাল হয়ে তাঁর পাওয়া চিঠিটা দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের হাতে।

চিঠি পড়ে তিনি চুপ করে রইলেন অনেকখন।

'আমি মনে করি না যে আপত্তি করার অধিকার আছে আমার' — চোখ তুলে ভীরু ভীরু গলায় বললেন তিনি।

'বন্ধু আমার! কারোর মধ্যেই কু কিছু আপনি দেখেন না!'

'উল্টে বরং, আমি দেখি সবকিছুই কু। কিন্তু ওটা কি ন্যায্য হবে?'

মুখে তাঁর অনিশ্চিতি এবং তাঁর কাছে দুর্বোধ্য একটা ব্যাপারে পরামর্শ, অবলম্বন এবং নির্দেশ ভিক্ষা।

'না' — ওঁকে বাধা দিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে। দুর্নীতিটা আমি বুঝি' — কথাটা বললেন সম্পূর্ণ অকপটে নয়, কেননা নারীকে দুর্নীতিতে ঠেলে দেয় কিসে সেটা তিনি কখনো বুঝতে পারেন নি, 'কিন্তু নিষ্ঠুরতাটা আমি বুঝি না — আর সেটা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি রয়েছেন সেখানে

থাকা যায় কিভাবে? যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। আমিও আপনার মহত্ত্ব আর ওর নীচতা বুঝতে শিখছি।'

'কিন্তু ঢিলটা ছুড়বে কে?' আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন স্পষ্টতই নিজের ভূমিকায় প্রীতিলাভ করে, 'আমি সবকিছু ক্ষমা করেছি, তাই যেটা ওর কাছে ভালোবাসার দাবি — পুত্রস্নেহ... তা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

'কিন্তু এটা কি ভালোবাসা, বন্ধু আমার? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষমা করেছেন, করছেন... কিন্তু ওই দেবশিশুটির অন্তর আলোড়িত করার অধিকার আছে কি আমাদের? ওর ধারণা মা মারা গেছে। ওর জন্যে সে প্রার্থনা করে, তার পাপ ক্ষমা করতে বলে ঈশ্বরকে... আর সেটাই ভালো। কিন্তু এখন কী সে ভাববে?'

'এটা আমি ভাবি নি' — আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন স্পষ্টতই কথাটায় সায় দিয়ে।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলেন। প্রার্থনা করছিলেন তিনি।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে ওটা আমি আপনাকে করতে বলব না। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না কী কষ্ট হচ্ছে আপনার, কিভাবে আপনার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে এটা? কিন্তু ধরা যাক আপনি বরাবরের মতোই নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ফল হবে কী? আপনার নতুন যন্ত্রণা, শিশুটির কষ্ট, তাই তো? ওর মধ্যে মানুষিক কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে নিজেই এটা ও চাইত না। না, আমি দ্বিধা করব না, ও পরামর্শ দেব না, আর যদি আপনি অনুমতি দেন. তাহলে ওকে চিঠি লিখব আমি।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ রাজি হলেন। এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ফরাসি ভাষায় লিখলেন নিচের এই চিঠি।

'মহাশয়া,

আপনার কথা মনে করিয়ে দিলে আপনার ছেলের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন আসবে, শিশুটির কাছে যা পবিত্র থাকা উচিত তার প্রতি একটা ধিক্কারের মনোভাব তার প্রাণে বপন না ক'রে সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

চলে না, তাই আপনার স্বামীর প্রত্যাখ্যানকে খ্রিস্টীয় প্রেমের প্রেরণায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। আপনার জন্যে করুণা মাগছি পরমেশ্বরের কাছে।

কাউণ্টেস লিদিয়া'

যে গোপন উদ্দেশ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা নিজের কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলেন তা সিদ্ধ হল চিঠিটায়। আন্নাকে তা মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বেলায় ঘটল এই যে লিদিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন তিনি তাঁর সচরাচর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না, ধর্মপ্রাণ মোক্ষপ্রাপ্ত মানুষের যে চিত্তশান্তি তিনি আগে অনুভব করতেন, খুঁজে পেলেন না সেটা।

যে স্ত্রী তাঁর কাছে অত বেশি অপরাধী, এবং যার তুলনায় কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ন্যায্যতই বলেন সাধুতুল্য, তার স্মরণোপলক্ষে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়; কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি: যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তা বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁর, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি, এখন তাঁর যা মনে হল, তার প্রসঙ্গে যে ভুলগুলো তিনি করেছেন তার যন্ত্রণাকর স্মৃতি তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। বিশেষ করে ঘোড়দৌড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি তিনি কিভাবে নিয়েছিলেন (বিশেষত, তিনি যে ওর কাছ থেকে একটা বাহ্য শোভনতা দাবি করেছিলেন, ডুয়েল লড়তে চান নি), এই স্মৃতিটা অনুশোচনার মতো দগ্ধাচ্ছিল তাঁকে। সমান দগ্ধাচ্ছিল ওকে যে চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন সেটা মনে পড়ায়; বিশেষ করে তাঁর যে ক্ষমায় কারো প্রয়োজন নেই, অপরের সন্তানের জন্য তাঁর যে যত্ন, সে স্মৃতিটা লজ্জায় আর অনুশোচনায় পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাঁর হৃদয়।

ওর সমস্ত আগের সম্পর্কটা এখন মনে মনে নাড়াচাড়া করে এবং বহু দ্বিধার পর যেরকম আনাড়ি কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা মনে হতে একই রকম লজ্জা ও অনুশোচনা হচ্ছিল তাঁর।

'কিন্তু আমার কী দোষ?' নিজেকে বলছিলেন তিনি, আর এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আরেকটা প্রশ্নের উদয় হত, যথা: এই সব ভ্রন্‌স্কি,

অব্‌লোন্‌স্কিরা... পায়ের মোটা ডিমওয়ালা এই সব কামেরহেররা কি বোধ করে অন্যভাবে, ভালোবাসে অন্যভাবে, বিয়ে করে অন্যভাবে? তাঁর মনে ভেসে উঠল পুরো একসারি এই সব সুপুষ্ট, সবল, অসন্দিগ্ধ লোকেদের ছবি যারা সর্বদা ও সর্বত্র অজ্ঞাতসারে তাঁর কৌতূহলী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মন থেকে এই সব ভাবনা তাড়াতে চাইলেন তিনি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি বেঁচে আছেন ইহলোকের সাময়িক জীবনের জন্য নয়, শাশ্বতের জন্য, অন্তরে তাঁর শান্তি ও প্রেম বিরাজমান। কিন্তু এই সাময়িক, অকিঞ্চিৎকর জীবনে তিনি যে কতকগুলি, তাঁর যা মনে হচ্ছিল, অকিঞ্চিৎকর ভুল করেছেন, সেটা তাঁকে এমন দগ্ধাচ্ছিল যেন যে শাশ্বত মোক্ষে তাঁর বিশ্বাস সেটা বুঝি নেই। কিন্তু এই প্রলোভনটা দীর্ঘস্থায়ী হল না, অচিরেই আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের অন্তরে আবার ফিরে এল সেই প্রশান্তি ও উত্তুঙ্গতাবোধ যার কল্যাণে তিনি যা স্মরণ করতে চান না তা ভুলতে পারেন।

॥ ২৬ ॥

'কেমন, কাপিতোনিচ?' জিগ্যেস করলে সেরিওজা, জন্মদিনের আগে সে বেরিয়ে ফিরল ফুর্তিতে, গাল রাঙা করে। নিজের ওভারকোট দিচ্ছিল সে পুরনো, ঢ্যাঙা হল-পোর্টারকে যে হাসছিল তার উচ্চতা থেকে ছোট্ট মানুষটির উদ্দেশে। 'ব্যান্ডেজ-বাঁধা কেরানিটা এসেছিল আজ? বাবা দেখা করেন?'

'করেন' — আমোদে চোখ মটকে বললে পোর্টার, 'সেক্রেটারি মশায় বেরিয়ে যেতেই আমিই খবর দিই। দিন গো, আমি খুলে দিচ্ছি।'

'সেরিওজা!' ভেতরকার কামরায় যাবার দরজায় থেমে গিয়ে বললে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষকটি, 'নিজেই কোট খোলো।'

শিক্ষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেরিওজার কানে গেলেও সে তাতে ভ্রূক্ষেপ করলে না। পোর্টারের কোমরবন্ধ ধরে তার মুখের দিকে সে চেয়ে রইল।

'যা দরকার বাবা সেটা করলেন ওর জন্যে?'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লে পোর্টার।

ব্যান্ডেজ-বাঁধা যে কেরানিটি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে

কিসের যেন প্রার্থী হয়ে আসছে এই সাত বার, তার সম্পর্কে সেরিওজা আর পোর্টার দু'জনেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। একবার সেরিওজা তাকে দেখে প্রবেশমুখে, পোর্টারের কাছে করুণভাবে মিনতি করছিল যেন তার খবর দেওয়া হয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে বসেছে।

সেই থেকে তাকে আরো একবার দেখে সেরিওজা আগ্রহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে।

জিগ্যেস করলে, 'তা খুশি হয়েছিল তো?'

'খুশি আবার হবে না! প্রায় লাফাতে লাফাতে যায় এখান থেকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সেরিওজা শুধাল, 'কেউ কিছু এনেছে?'

'হ্যাঁ খোকাবাবু' — মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে পোর্টার বললে, 'এনেছে, কাউণ্টেসের কাছ থেকে।'

সেরিওজা তক্ষুনি বুঝল কী বলতে চাইছে পোর্টার, তার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কী বলছ? কোথায় সেটা?'

'কর্নেই নিয়ে গেছে বাবার কাছে। খাসা জিনিসই হওয়ার কথা!'

'কত বড়ো জিনিস? এতটা?'

'সামান্য ছোটো। তবে ভালো জিনিস।'

'বই?'

'না, কোনো একটা জিনিস। যান, যান, ভাসিলি লুকিচ ডাকছেন' — গৃহশিক্ষকের পদশব্দ এগিয়ে আসতে শুনে তার কোমরবন্ধ ধরে থাকা দস্তানা থেকে আধ-খসা সেরিওজার হাতখানা সাবধানে খসিয়ে পোর্টার চোখ মটকে মাথা নেড়ে দেখাল ভুনিচের দিকে।

'ভাসিলি লুকিচ, শুধু এক মিনিট বাদে!' সেরিওজা বললে তার সেই ফুর্তিবাজ, ভালোবাসার হাসি হেসে যা সর্বদা জয় করে নিয়েছে যত্নশীল ভাসিলি লুকিচকে।

সেরিওজার এত ফুর্তি লাগছিল, সবকিছু এমন সুখময় মনে হচ্ছিল যে বন্ধু পোর্টারকে তাদের পারিবারিক আনন্দের খবরটা না দিয়ে সে পারছিল না, গ্রীষ্মোদ্যানে বেড়াবার সময় যা সে শুনেছে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝির কাছ থেকে। এই কেরানির জন্য আনন্দ আর সে যে খেলনা পেতে যাচ্ছে তার আনন্দের সঙ্গে ঐ পারিবারিক আনন্দটা মিলে যাওয়ায় সেটা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেরিওজার

মনে হচ্ছিল আজ এমন দিন যখন সকলেরই আনন্দ আর ফুর্তি হওয়ার কথা।

'জানো, বাবা আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডার পেয়েছেন?'

'জানব না কেন? লোকেরা এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।'

'কী, উনি খুশি হয়েছেন?'

'জারের অনুগ্রহে খুশি আবার না হয়! তার মানে যোগ্যতা দেখিয়েছেন' — পোর্টার বললে কঠোর স্বরে, গুরুগম্ভীর ভাব করে।

সেরিওজা চিন্তামগ্ন হয়ে তাকাল সমস্ত খুঁটিনাটিতে তন্নতন্ন করে দেখা পোর্টারের মুখ, বিশেষ করে পেকে যাওয়া দুই জুলপির মাঝখানে ঝুলন্ত থুতনির দিকে যা আর কেউ দেখে নি সেরিওজা ছাড়া যে সর্বদা নিচু থেকে ওটা লক্ষ করেছে।

'তোমার মেয়ে তোমার কাছে অনেক দিন আসে নি?'

পোর্টারের মেয়ে ব্যালে-নর্তকী।

'নিত্য আসার সময় কোথায়? ওদেরও তো অনুশীলন থাকে। আপনারও অনুশীলন আছে খোকাবাবু, যান।'

ঘরে ঢুকে পড়তে বসার বদলে সেরিওজা শিক্ষককে তার এই অনুমানটা জানাল যে উপহারটা নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্র। 'আপনি কী মনে করেন?' জিগ্যেস করলে সে।

কিন্তু ভাসিলি লুকিচ ভাবছিল কেবল এই যে ওর ব্যাকরণ পড়া দরকার, শিক্ষক আসবেন দুটোর সময়।

'আচ্ছা, আমায় বলুন-না ভাসিলি লুকিচ' — হাতে বই নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে হঠাৎ জিগ্যেস করলে সেরিওজা, 'আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডারের চেয়ে বড়ো অর্ডার কী আছে? জানেন তো বাবা আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডার পেয়েছেন?'

ভাসিলি লুকিচ বললে যে নেভস্কির চেয়ে বড়ো হল ভ্লাদিমির।

'আর তার চেয়ে বড়ো?'

'সবার বড়ো আন্দ্রেই পের্ভোজ্ভান্নি।'

'আর আন্দ্রেইয়ের চেয়ে বড়ো?'

'আমি জানি না।'

'সেকি, আপনি জানেন না মানে?' কনুইয়ে ভর দিয়ে সেরিওজা ভাবনায় ডুবে গেল।

ভাবনাগুলো তার অতি জটিল এবং রকমারি। সে কল্পনা করল যে

বাবা তার হঠাৎ ভ্লাদিমির আর আন্দ্রেই দুই-ই পেয়ে গেছেন আর তার ফলে পাঠে আজ তিনি হবেন অনেক বেশি সদয় আর বড়ো হয়ে সে নিজেও পাবে সমস্ত অর্ডারই, সেটাও যা হবে আন্দ্রেইয়ের চেয়েও বড়ো। অর্ডার ভেবে বার করতেই সে হয়ে যাবে তা পাবার যোগ্য। আরো বড়ো একটা ভেবে বার করুক, অমনি সে তার যোগ্য।

এই ধরনের ভাবনাচিন্তায় সময় কেটে গেল। শিক্ষক যখন এলেন 'ক্রিয়া বিশেষণের স্থান, কাল ও ধরন' তখনো শেখা হয় নি। শিক্ষক শুধু অসন্তুষ্ট নন, দুঃখিতই হলেন। এই দুঃখটা সেরিওজাকে বিচলিত করল। তার মনে হচ্ছিল, পড়া যে করে নি তার জন্য তার দোষ কিছু নেই; যত চেষ্টাই সে করুক পড়া সে কিছুতেই করতে পারছিল না: শিক্ষক যতক্ষণ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন বুঝতে পারছে, কিন্তু যেই সে একা একা ভাবতে যাচ্ছিল, তখন কিছুতেই মনে করতে আর বুঝতে পারছিল না কেন অমন ছোট্ট আর বোধগম্য একটা শব্দ 'হঠাৎ'-কে হতে হল ক্রিয়া বিশেষণের ধরন। তাহলেও শিক্ষক দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তার, ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে সান্ত্বনা দিতে।

শিক্ষক যখন চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই মুহূর্তটার সুযোগ নিলে সে।

হঠাৎ জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মিখাইল ইভানিচ, আপনার জন্মদিন কবে?'

'আপনি বরং নিজের কাজ নিয়ে ভাবলে পারতেন, বুদ্ধিমান জীবের কাছে কোনোই মানে নেই জন্মদিনের। অন্যান্য যেসব দিনে কাজ করতে হয়, ওটা তারই মতো একটা দিন।'

তাঁর দিকে, তাঁর পাতলা দাড়ি, যে চশমাটা নাকের খাঁজ থেকে খসে এসেছে ডগায়, তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ডুবে গেল ভাবনায়, ফলে শিক্ষক যা বোঝাচ্ছিলেন, কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে বুঝতে পারছিল যে শিক্ষক যা বলছেন, ভাবছেন না তা নিয়ে, যে সুরে কথাগুলো বলা হচ্ছিল, তা থেকে সে টের পাচ্ছিল এটা। 'কিন্তু সবাই কেন ঠিক করে নিয়েছে ওরা কথা কইবে একই ঢঙে, সবকিছু বিষয়ে, যা ভারি একঘেয়ে, বেদরকারী? কেন উনি ঠেলে সরিয়ে দেন আমায়, ভালোবাসেন না?' সখেদে সে জিগ্যেস করলে নিজেকে আর ভেবে পেল না উত্তর।

॥ ২৭ ॥

শিক্ষকের পর পিতার নিকট পাঠ। তিনি না আসা পর্যন্ত সেরিওজা একটা ছুরি নিয়ে খেলা করতে করতে ভাবতে থাকল। তার মনের মতো একটা কাজ ছিল বেড়াতে গিয়ে মাকে খোঁজা। সাধারণভাবেই মরণে তার বিশ্বাস ছিল না, বিশেষ করে মায়ের মরণে, যদিও লিদিয়া ইভানোভনা তাকে সেই কথাই বলেছেন এবং বাবা তা সমর্থনও করেছেন কিন্তু মা মারা গেছেন তাকে এ কথা বলাব পর এবং বলেছেন বলেই সে বেড়াবার সময় খুঁজে বেড়াত তাঁকে। পুষ্টদেহী, লাবণ্যময়ী, কৃষ্ণকেশী প্রতিটি নারীই ছিল তার মা। এমন নারী দেখতে পেলে মন তার কোমলতায় এত ভরে উঠত যে দম বন্ধ হয়ে আসত, জল উথলে উঠত চোখে। এই বুঝি উনি তার কাছে এসে মুখাবগুণ্ঠন তুলবেন বলে অপেক্ষা করত সে। দেখা যাবে তাঁর গোটা মুখখানা, হাসছেন তিনি, জড়িয়ে ধরছেন তাকে, তাঁর সুরভি পাচ্ছে সে, অনুভব করছে তাঁর বাহুর কোমলতা, সুখে কেঁদে ফেলবে সে, যেমন একবার ছিল সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে, সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন তিনি, আর হিহি করে হেসে সে কামড় দিচ্ছিল তাঁর আংটি পরা শাদা হাতে। পরে যখন সে ধাই-মার কাছে দৈবাৎ শুনল যে মা তার মরেন নি, তার কাছে উনি মরা বলে পিতা আর লিদিয়া ইভানোভনা বুঝিয়েছেন, কারণ মা খারাপ লোক (এটা সে কখনো বুঝতে পারত না, কারণ ভালোবাসত তাঁকে), তখনও তো একইভাবে খুঁজত তাঁকে, প্রতীক্ষা করত তাঁর। আজ গ্রীষ্মোদ্যানে বেগুনি মুখাবগুণ্ঠন ঝোলানো একটি নারীকে সে দেখেছিল, উনিই মা, দুরুদুরু বুকে এই আশা করে তাঁকে লক্ষ করছিল সে, যখন মহিলাটি হাঁটা পথ ধরে আসছিলেন তার দিকে। তবে তিনি সেরিওজার কাছ পর্যন্ত না এসে কোথায় যেন চলে গেলেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসার যে জোয়ার সেরিওজা আজ অনুভব করেছিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। আর এখন পিতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আত্মভোলা হয়ে ছুরি দিয়ে কাটছিল টেবিলের কিনারা আর জ্বলজ্বলে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মায়ের কথা।

'বাবা আসছেন!' তাকে সচেতন করে দিলেন ভাসিলি লুকিচ।

লাফিয়ে উঠল সেরিওজা, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হস্তচুম্বন করলে,

মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আলেক্‌সান্দর নেভস্কি অর্ডার পাওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা খুঁজলে।

'ভালো বেড়িয়েছিলে তো?' নিজের আরাম-কেদারায় বসে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, প্রাচীন অনুশাসন বইখানা টেনে নিয়ে খুললেন। পবিত্র ইতিবৃত্ত প্রতিটি খিস্টানের ভালো জানা থাকা উচিত, সেরিওজাকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এ কথা বারম্বার বললেও নিজে তিনি প্রাচীন অনুশাসন বিষয়ে বলতে গিয়ে বই দেখতেন প্রায়ই আর সেটা নজরে পড়েছিল সেরিওজার।

'খুব ভালো বাবা' — সেরিওজা বললে চেয়ারে পাশকে ভাবে বসে এবং সেটা দোলাতে দোলাতে, এটা বারণ। 'নাদেঙ্কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল' — (নাদেঙ্কা হল লিদিয়া ইভানোভনার পালিতা তাঁর বোনঝি)। 'সে বললে আপনি নতুন তারকা পেয়েছেন। আপনি খুশি হয়েছেন বাবা?'

'প্রথমত দোলন বন্ধ করো বাপু' — আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন, 'দ্বিতীয়ত, পুরস্কারটা নয়, শ্রমই মূল্যবান। আমি চাই যে তুমিও যেন সেটা বোঝো। আর তুমি যদি খাটো, পড়াশুনা করো পুরস্কার পাবার জন্যে, তাহলে সে খাটুনিটা মনে হবে একটা বোঝা; কিন্তু তুমি যদি খাটুনিকে ভালোবেসে খাটো' — আজ সকালে একশ আশিখানা কাগজ সই করার বিরক্তিকর খাটুনিতে তিনি বুক বেঁধে ছিলেন নিজের কর্তব্যবোধে, সে কথা মনে হতে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'তাহলে ওই খাটুনিতেই তুমি পুরস্কার পাবে নিজের।'

কোমলতা আর আনন্দে উজ্জ্বল সেরিওজার চোখ ম্লান হয়ে গেল, বাপের দৃষ্টির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিলে। এটা সেই পরিচিত সুর যাতে পিতা সর্বদা কথা বলতেন তার সঙ্গে, আর সেরিওজাও তা মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। সেরিওজার মনে হত পিতা তার সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর কল্পিত এক বালকের উদ্দেশে, বইয়ে যাদের কথা থাকে তেমন একজন, কিন্তু মোটেই যে সেরিওজার মতো নয়। আর পিতার কাছে সেরিওজাও সর্বদা এই পুস্তকস্থ বালকের কৃত্রিম ভূমিকা নেবার চেষ্টা করত।

'তুমি এটা বুঝতে পারছ আশা করি?' বললেন পিতা।

'হ্যাঁ বাবা' — সেরিওজা বললে কল্পিত বালকটির ভূমিকা নিয়ে।

পাঠটা ছিল বাইবেলের কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করা এবং প্রাচীন অনুশাসনের শুরুটার পুনরাবৃত্তি করা নিয়ে। বাইবেলের শ্লোক সেরিওজা

ভালোই জানত, কিন্তু শ্লোক যখন সে বলছিল, তখন রগের দিকে খাড়া বেঁকে যাওয়া বাপের কপালের হাড়ের দিকে নজর পড়ে তার, ফলে তার গোলমাল হয়ে যায়, একটা শ্লোকের শেষ সে একই শব্দে জুড়ে দেয় অন্য শ্লোকের গোড়ায়। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেরিওজা যা বলছে সেটা ও বোঝে নি, এতে বিরক্তি ধরল তাঁর।

মুখ গোমড়া করে তিনি সেরিওজাকে যা বোঝাতে শুরু করলেন সেটা সে শুনেছে বহুবার, কিন্তু কখনো মনে রাখতে পারে নি, কেননা তা বুঝতে পারত সে পরিষ্কার -- 'হঠাৎ' যেমন করে হয় ক্রিয়া বিশেষণের ধরন, তেমনি। ভীত চোখে সে তাকাল পিতার দিকে, ভাবল শুধু একটা কথাই: আগে মাঝে মাঝে যা হয়েছে পিতা যা বললেন সেটা তাকে দিয়ে আবার পুনরাবৃত্তি করাবেন কিনা; সেটা ভেবে তার এত ভয় হল যে কিছু আর তার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করতে তিনি বললেন না, প্রাচীন অনুশাসনের পাঠে চলে এলেন। ঘটনাগুলো সেরিওজা বললে ভালোই, কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা কিসের পূর্বসূচনা দিয়েছে এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দেখল কিছুই সে জানে না, যদিও এর জন্য আগেও সে শাস্তি পেয়েছে। যে জায়গাটায় সে কিছুই বলতে না পেরে কাঁচুমাচু খাচ্ছিল, টেবিল চাঁচছিল, চেয়ারে দুলছিল, সেটা মহাপ্লাবনের আগেকার পয়গম্বরদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এনখ ছাড়া আর কারো কথা সে জানত না, যিনি নাকি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আগে নামগুলো তার মনে ছিল, কিন্তু এখন একেবারে সেগুলো মুছে গেল মন থেকে, বিশেষ করে এই জন্য যে গোটা প্রাচীন অনুশাসন গ্রন্থের মধ্যে এনখ ছিল তার প্রিয় চরিত্র, আর পিতার ঘড়ির চেন আর আধ-খোলা ওয়েস্ট-কোটের দিকে নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন এনখের সশরীরে স্বর্গারোহণ নিয়ে পুরো একসারি চিন্তাধারায় সে ভেসে গেল।

যে মৃত্যুর কথা সেরিওজা প্রায়ই শুনত, তাতে তার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে বিশ্বাস করত না যে তার প্রিয়জন মরতে পারে, বিশেষ করে সে নিজে মরবে। এটা ছিল তার কাছে একেবারে অসম্ভাব্য ও অবোধ্য একটা ব্যাপার। কিন্তু লোকে তাকে বলত যে সবারই মরণ আছে; যাদের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, জিগ্যেস করায় তারাও একই কথা বলেছে। ধাই-মাও তাই বলেছে যদিও অনিচ্ছায়। কিন্তু এনখ তো মরেন নি, তার মানে সবাই মারা যায় না। সে ভাবত, 'কেন সবাই ভগবানের চোখে অমনি

পুণ্যবান হয়ে পারবে না সশরীরে স্বর্গে যেতে?' খারাপ লোকেরা, অর্থাৎ সেরিওজা যাদের পছন্দ করত না, তারা মরতে পারে, কিন্তু ভালো লোকেদের সবার পক্ষে এনখের মতো হওয়া সম্ভব।

'তা কোন কোন পয়গম্বর?'

'এনখ, এনস।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ। খুব খারাপ সেরিওজা, খারাপ। সমস্ত খ্রিস্টানের পক্ষে যা জানা সবচেয়ে বেশি দরকার তা জানার চেষ্টা যদি না করো' — উঠে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, 'তাহলে কিসে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে? তোমার আচরণে আমি খুশি নই, পিওতর ইগ্‌নাতিচও' (ইনি প্রধান শিক্ষক) 'অখুশি... তোমায় শাস্তি দিতে হবে।'

পিতা এবং শিক্ষক উভয়েই সেরিওজার ওপর অপ্রসন্ন, এবং সত্যিই সে পড়াশুনায় ছিল খুবই খারাপ। অন্যদিকে তাকে গুণহীন বলা চলত না কোনোক্রমেই। বরং শিক্ষক যাদের দৃষ্টান্তস্থল বলে তুলে ধরতেন তেমন অনেক বালকের চেয়ে তার গুণপনা ছিল বেশি। পিতার চোখে, তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাও সে শিখতে চায় না। আসলে শেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সম্ভব নয় কারণ পিতা ও শিক্ষক তার কাছে যে দাবি করতেন তার চেয়ে তার প্রাণে ছিল বেশি জরুরি একটা দাবি। এ দাবিটা ওঁদের বিপরীত এবং তার প্রতিপালকদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়াই বাধত তার।

বয়স ওর নয় বছর, এখনো সে শিশু; কিন্তু নিজের প্রাণটাকে সে জানত, সেটা ছিল তার কাছে বড়ো, আঁখিপল্লব যেমন চোখকে আগলে রাখে, তেমনি নিজের প্রাণটাকে আড়াল করে রাখত সে, ভালোবাসার চাবি ছাড়া সেখানে প্রবেশ ছিল না কারো। শিক্ষক নালিশ করতেন যে শিখতে সে চায় না মোটেই, অথচ জ্ঞানের তৃষ্ণায় প্রাণ ছিল তার পরিপূর্ণ। শিক্ষক নয়, কাপিতোনিচ, ধাই-মা, নাদেঙ্কা, ভাসিলি লুকিচের কাছ থেকে সেই জ্ঞান সঞ্চয় করত সে। যে জলস্রোতে পিতা আর শিক্ষক চাইছিলেন তাঁদের জলকলের চাকা ঘোরাতে, সেটা অনেকদিন আগেই চুইয়ে গিয়ে কাজ করছে অন্য জায়গায়।

লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝি নাদেঙ্কার কাছে যাবার অনুমতি না দিয়ে পিতা শাস্তি দিলেন তাকে, কিন্তু শাস্তিটা হল শাপে বর। ভাসিলি লুকিচের মেজাজ ভালো ছিল, হাওয়াই কল কী করে বানাতে হয় তা সে দেখাল তাকে। সারা সন্ধেটা কাটল এই নিয়ে কাজে আর হাত দিয়ে তার

পাখনা ধরে অথবা পাখনার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়ে ঘুরপাক খাওয়া যাবে, তেমন হাওয়াই কল কী করে বানানো যায় তার স্বপ্নে। সারা সন্ধে মায়ের কথা সেরিওজার মনে পড়ে নি, কিন্তু বিছানায় শুতেই হঠাৎ মনে পড়ল আর নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করল, কাল, তার জন্ম দিনে মা যেন আর লুকিয়ে না থেকে আসে তার কাছে।

'ভাসিলি লুকিচ, চলতি নয়, বাড়তি কী একটা প্রার্থনা আমি করলাম, জানেন?'

'ভালো পড়াশুনা যাতে হয়?'

'উঁহু।'

'খেলনা?'

'না। আপনি ধরতে পারবেন না। চমৎকার প্রার্থনা, কিন্তু গোপন! যখন ফলে যাবে, তখন বলব আপনাকে। ধরতে পারেন নি তো?'

'না, পারছি না, আপনি বলুন' — হেসে বললে ভাসিলি লুকিচ, যেটা তার ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ, 'নিন, শুয়ে পড়ুন, আমি বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।'

'যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা ভালো দেখতে পাব বাতি ছাড়াই। গোপন কথাটা প্রায় বলে ফেলছিলাম আর-কি!' খুশিতে খিলখিল করে হেসে বললে সেরিওজা।

বাতি যখন নিয়ে যাওয়া হল, সেরিওজা তখন সাড়া পেল মায়ের। তার কাছে দাঁড়িয়ে স্নেহের দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে ছিলেন তার দিকে। কিন্তু তারপর দেখা দিল হাওয়াই কল, ছুরি, সব জড়াজড়ি হয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ২৮ ॥

পিটার্সবুর্গ এসে ভ্রন্‌স্কি আর আন্না উঠেছিলেন সেরা একটি হোটেলে। নিচের তলায় ভ্রন্‌স্কি রইলেন আলাদা একটি কামরায় আর শিশুটি, স্তন্যদাত্রী আর দাসীকে নিয়ে চার কামরার বড়ো একটি স্যুটে আন্না।

আসার প্রথম দিনেই ভ্রন্‌স্কি যান দাদার কাছে। সেখানে দেখা হল মায়ের সঙ্গে। মস্কো থেকে তিনি এসেছিলেন কী একটা কাজে। মা এবং ভ্রাতৃবধূ তাঁকে নিলেন স্বাভাবিকভাবেই; জিগ্যেস করলেন বিদেশ ভ্রমণের কথা, চেনা-পরিচিতদের বৃত্তান্ত, কিন্তু আন্না সম্পর্কে টুঁ শব্দটি নয়। পরের দিন

সকালে দাদা নিজে ভ্রন্‌স্কির কাছে এসে জিগ্যেস করেন আন্নার কথা, আলেক্‌সেই ভ্রন্‌স্কি খোলাখুলি তাঁকে বলেন যে কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি দেখছেন বিবাহবন্ধনের মতো; বিবাহবিচ্ছেদের আশা করছেন উনি, তখন বিয়ে করবেন, আপাতত যেকোনো স্ত্রীর মতোই তাঁকে স্ত্রী বলে তিনি গণ্য করছেন এবং সে কথাটা যেন তিনি মা আর তাঁর গৃহিণীকে জানিয়ে দেন।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'সমাজ যদি অনুমোদন না করে, আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু আত্মীয়রা যদি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গেও সমান সম্পর্ক রাখতে হবে।'

দাদা সর্বদা ছোটো ভাইয়ের যুক্তি মান্য করতেন, সমাজ প্রশ্নটার মীমাংসা না করা অবধি তিনি জানতেন না তিনি ঠিক নাকি ভুল; নিজের দিক থেকে তিনি এর বিরুদ্ধে খারাপ কিছু দেখেন নি, আলেক্‌সেইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন আন্নার সঙ্গে।

অন্য সবার সমক্ষে যেমন, তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও ভ্রন্‌স্কি আন্নাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে দেখালেন যে উনি নিকট পরিচিতাদের একজন, তবে তাঁদের সম্পর্ক যে দাদা জানেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, আন্না যে ভ্রন্‌স্কির মহাল-বাড়িতে থাকবেন, কথা হল তাই নিয়ে।

নিজের জাগতিক সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতির দরুন অদ্ভুত একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন ভ্রন্‌স্কি। সমাজ যে তাঁর আর আন্নার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা তাঁর বোঝার কথা; কিন্তু তাঁর ঝাপসা একটা ধারণা জন্মাল যে সেটা অতীতের ব্যাপার; এখন দ্রুত প্রগতির ফলে (নিজের অজান্তেই তিনি এখন যেকোনো প্রগতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন) সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, সমাজ তাঁদের গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। ভাবলেন, 'বলাই বাহুল্য, দরবারের যে সমাজ তা আন্নাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ঘনিষ্ঠেরা ব্যাপারটাকে যেমন উচিত সেইভাবে নিতে পারে ও নেওয়া দরকার।'

যদি জানা থাকে যে অবস্থান্তরে কোনো বাধা নেই, তাহলে পা গুটিয়ে একই জায়গায় বসে থাকা যায় কয়েক ঘণ্টা; কিন্তু পা গুটিয়ে তাকে বসে থাকতেই হবে, এটা জানা থাকলে লোকের খিঁচ ধরে, পা দমকা মেরে টান হতে চাইবে যেদিকে তার টান হবার ইচ্ছে। সমাজ সম্পর্কে ঠিক এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির। সমাজের দরজা তাঁদের জন্য রুদ্ধ, এটা

মর্মে মর্মে টের পেলেও তিনি দেখতে চেষ্টা করলেন সমাজ হয়ত বদলেছে, তাঁদেরকে গ্রহণ করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সমাজ উন্মুক্ত থাকলেও আন্নার জন্য তা রুদ্ধ। বেড়াল-ইঁদুর খেলার মতো লোকে তাঁর জন্য হাত তুলেই হাত নামাচ্ছে আন্নার ক্ষেত্রে।

পিটার্সবুর্গ সমাজের প্রথম যে মহিলাদের সঙ্গে ভ্রন্স্কির সাক্ষাৎ হয়, তিনি হলেন তাঁর সম্পর্কিতা বোন বেট্সি।

সানন্দে তিনি স্বাগত করলেন তাঁকে, 'যাক বাবা! এলেন শেষ পর্যন্ত। আর আন্না? কী যে আনন্দ হচ্ছে! কোথায় উঠেছেন? আপনাদের রমণীয় ভ্রমণের পর আমাদের পিটার্সবুর্গ যে আপনাদের কাছে কী বিছছিরি লাগছে তা বেশ কল্পনা করতে পারছি। কল্পনা করছি রোমে আপনাদের মধুমাস। বিবাহবিচ্ছেদের কী হল? সব ঠিকঠাক?'

ভ্রন্স্কি লক্ষ করলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ এখনো হয় নি জেনে কিরকম হ্রাস পেল বেট্সির উচ্ছ্বাস।

বললেন, 'লোকে আমায় ঢিল ছুড়বে, কিন্তু আন্নার কাছে আমি যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব। আপনারা এখানে কত দিন আছেন?'

আর সত্যি, সেই দিনই তিনি যান আন্নার কাছে, কিন্তু গলার সুরটা ছিল না আগের মতো। স্পষ্টতই নিজের সাহসিকতায় গর্ববোধ করছিলেন তিনি এবং চাইছিলেন যেন আন্না তাঁর বন্ধুত্বের কদর করেন। ছিলেন মিনিট দশেকের বেশি নয়, সমাজের খবরাখবর দিয়ে যাবার আগে বললেন:

'বিবাহবিচ্ছেদটা কবে হচ্ছে বললেন না কিন্তু। আমি নয় পরোয়া করি না কিন্তু বিয়ে না হওয়া অবধি অন্যান্য কাঠখোট্টারা আপনাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ওটা আজকাল খুব সহজ! Ça se fait*, আপনারা শুক্রবার চলে যাচ্ছেন? দুঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

বেট্সির কথার ধরন থেকে ভ্রন্স্কির বোঝা উচিত ছিল সমাজ কী মনোভাব নেবে তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আরেকবার চেষ্টা করে দেখলেন। মায়ের ওপর কোনো ভরসা ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন যে প্রথম পরিচয়ের সময় মা আন্নাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কারণ হওয়ায় এখন তিনি আন্নার উপর হবেন নির্মম। কিন্তু

* সাধারণ ব্যাপার (ফরাসি)।

ভ্রাতৃবধূ ভারিয়ার ওপর খুবই ভরসা করেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারিয়া ঢিল ছুড়বেন না। সহজসরলভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি আন্নার কাছে যাবেন এবং স্বগৃহে বরণ করবেন তাঁকে।

আসার পরের দিনই ভ্রন্স্কি যান তাঁর কাছে এবং তাঁকে একা পেয়ে নিজের বাসনা প্রকাশ করেন।

ভ্রন্স্কির কথা সব শুনে তিনি বললেন, 'তুমি জানো আলেক্সেই তোমায় কত ভালোবাসি আমি, তোমার জন্যে সবকিছু করতে আমি রাজি, কিন্তু চুপ করে ছিলাম, কেননা জানতাম যে তোমার আর আন্না আর্কাদিয়েভনার কোনো উপকারে লাগব না' -- 'আন্না আর্কাদিয়েভনা' নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন বিশেষ জোর দিয়ে। 'ভেবো না আমি নিন্দে করছি। কখনো করি নি; ওঁর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম। খুঁটিনাটি কথায় আমি যাচ্ছি না, যেতে পারি না' — ভ্রন্স্কির বিমর্ষ মুখের দিকে ভীরু দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, 'কিন্তু যে জিনিসের যা নাম, সেটা স্পষ্ট বলা উচিত। তুমি চাও যে আমি ওঁর কাছে যাই, বাড়িতে ডাকি, আর তাতে করে সমাজে সুনাম ফিরবে তাঁর। কিন্তু এটা আমি যে করতে পারি না তা বুঝতে পারছ? মেয়ে আমার বড়ো হচ্ছে, সমাজে আমায় থাকতে হবে আমার স্বামীর জন্যে। বেশ, আমি নয় গেলাম আন্না আর্কাদিয়েভনার কাছে; উনি বুঝবেন যে নিজের বাড়িতে আমি ডাকতে পারি না ওঁকে, কিংবা এমনভাবে ডাকব যাতে অন্যভাবে যারা ব্যাপারটা দেখে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়: তাতে অপমানিত হবেন উনি। আমি তো তাঁকে ওপরে তুলতে পারি না...'

'হ্যাঁ, শত শত যে নারীদের আপনি স্বাগত করেন তাদের চেয়ে আন্না নিচে নেমে গেছেন বলে আমি মনে করি না' -- আরও বিমর্ষ মুখে কথায় বাধা দিলেন ভ্রন্স্কি এবং ভ্রাতৃবধূর সিদ্ধান্ত যে অটল সেটা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন নীরবে।

'আলেক্সেই, রাগ ক'রো না আমার ওপর। বুঝে দেখো ভাই যে আমার দোষ নেই' — ভীরু ভীরু হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ভারিয়া।

'তোমার ওপর রাগ আমি করছি না' — একইরকম বিমর্ষভাবে বললেন ভ্রন্স্কি, 'কিন্তু এতে আমার কষ্ট হচ্ছে দ্বিগুণ। কষ্ট হচ্ছে এইজন্যে যে আমাদের বন্ধুত্ব ঘুচে গেল। ঘুচে না গেলেও অন্তত ক্ষীণ হয়ে পড়ল। তুমি বুঝতে পারছ যে আমার পক্ষে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

এই বলে চলে গেলেন উনি।

ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পেরেছিলেন যে আর চেষ্টা করে লাভ নেই। পিটার্সবুর্গে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে হবে যেন পরের শহরে, আগেকার জগৎটার সঙ্গে সর্ববিধ যোগাযোগ এড়িয়ে, যাতে তাঁর পক্ষে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক তেমন কষ্ট ও হীনতা সইতে না হয়। পিটার্সবুর্গের প্রধান একটা বিশ্রী ব্যাপার ছিল এই যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কারেনিন এবং তাঁর নাম যেন সর্বত্র বিরাজমান। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা শুরু হোক না কেন, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচেব প্রসঙ্গে না উঠে যেত না; এমন কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া সম্ভব। অন্তত ভ্রন্‌স্কির তাই মনে হচ্ছিল, যেভাবে জখম আঙুল থাকলে লোকের মনে হয় যে সবকিছুই যেন ঐ জখম আঙুলটায় খোঁচা দিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

পিটার্সবুর্গে দিন কাটানো ভ্রন্‌স্কির কাছে আরো দুঃসহ মনে হচ্ছিল, কারণ আন্নার মধ্যে এসময় নতুন কী একটা দুর্বোধ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। কখনো আন্না যেন তাঁকে ভালোবাসছে, কখনো আবার নিরুত্তাপ, তিতিবিরক্ত, দুর্বোধ্য। কিসে তিনি যেন কষ্ট পাচ্ছিলেন আর সেটা ঢেকে রাখছিলেন ভ্রন্‌স্কির কাছ থেকে, যে আঘাতগুলো ভ্রন্‌স্কির জীবন বিষিয়ে তুলছে, সূক্ষ্ম বোধের ফলে যা আন্নার পক্ষে আরো বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবার কথা, তা যেন আন্না খেয়ালই করছিলেন না।

॥ ২৯ ॥

আন্নার রাশিয়ায় আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছাড়ার দিনটা থেকে দেখা করার এই চিন্তাটা তাঁকে কেবলি অস্থির করেছে। আর যত কাছিয়ে এসেছেন পিটার্সবুর্গের দিকে, সাক্ষাতের এই আনন্দ আর তাৎপর্য হয়ে উঠেছে ততই বেশি। দেখা করা যায় কিভাবে নিজেকে সে প্রশ্ন তিনি আর করছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে যখন একই শহরে থাকবেন, তখন তাকে দেখা স্বাভাবিক ও সহজ; কিন্তু পিটার্সবুর্গে এসে সমাজে তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হঠাৎ একটা পরিষ্কার ধারণা হল তাঁর এবং বুঝলেন যে দেখা করাটা হবে কঠিন।

ইতিমধ্যেই তাঁর দু'দিন কেটেছে পিটার্সবুর্গে। ছেলের ভাবনা তাঁর

মুহূর্তের জন্যও থামে নি, অথচ এখনো দেখা হল না তার সঙ্গে। সরাসরি বাড়ি যাওয়া যেখানে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তার কোনো অধিকার নেই বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাঁকে ঢুকতে না দিতে পারে, অপমান করতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে একটা যোগাযোগ করা — এ চিন্তা ছিল কষ্টকর, শান্তিতে তিনি থাকতে পারতেন কেবল যখন স্বামীর কথা না ভাবতে হত। ছেলে কখন, কোথায় বেড়াতে যায় জেনে নিয়ে সেই সময় তাকে দেখার কথায় মন উঠছিল না তাঁর; এই সাক্ষাৎটার জন্য মনে মনে কত তৈরি হয়েছেন তিনি, কত কথা তাকে বলার আছে, কী ইচ্ছেই না করছে তাকে আলিঙ্গন করতে, চুম্বন করতে। সেরিওজার পুরনো ধাই-মা তাঁকে সাহায্য করতে, পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাড়িতে সে আর ছিল না তখন। এই সমস্ত দোদুল্যমানতা আর ধাই-মাকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় কেটে গেল দুই দিন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিন বহু কষ্টে আন্না স্থির করলেন ওঁকেই চিঠি লিখবেন, যাতে ইচ্ছে করেই তিনি বলেন যে ছেলেকে দেখবার জন্য অনুমতি নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার ওপর। তিনি জানতেন যে চিঠিটা তাঁকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতার ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুমতিদানে আপত্তি করবেন না।

হোটেলের যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে আন্নার কাছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত এই উত্তর আনল যে উত্তর দেওয়া হবে না। লোকটিকে ডেকে তার কাছ থেকে আন্না যখন শুনছিলেন কিভাবে সে অপেক্ষা করেছে তার বিশদ বৃত্তান্ত এবং তাকে কিভাবে বলা হল: 'কোনো উত্তর দেওয়া হবে না' — সে মুহূর্তের মতো অত অপমানিত আন্না বোধ করেন নি কখনো। নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন আন্না কিন্তু এও বুঝতে পারছিলেন যে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন। দুঃখটা তাঁর আরো বেশি হল এই জন্য যে তিনি একাকী। ভ্রন্স্কিকে তিনি এ কথা বলতে পারেন না, বলতে চানও না। তিনি জানতেন যে ভ্রন্স্কি তাঁর দুঃখের প্রধান কারণ হলেও ছেলের সঙ্গে আন্নার দেখা করাটা তাঁর কাছে অতি গুরুত্বহীন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কষ্টের সমস্ত গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি অক্ষম। তিনি জানতেন,

ব্যাপারটা বললে যে নিরুত্তাপ সুরে তিনি কথা কইবেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে ঘৃণা হবে আন্নার। আর দুনিয়ায় এইটেই তিনি ভয় করতেন সবচেয়ে বেশি, তাই যে ব্যাপারগুলো ছেলেকে নিয়ে, তা সব চেপে রাখতেন তাঁর কাছ থেকে।

সারা দিন ঘরে বসে থেকে তিনি শুধু ভাবলেন কী করে দেখা করা যায় ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন স্বামীকে চিঠি লিখবেন। চিঠির বয়ান তিনি ঠিক করে এনেছেন এমন সময় তিনি পেলেন লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি। কাউণ্টেসের নিরুত্তরতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সামলে উঠেছিলেন, কিন্তু এই চিঠিটা, চিঠির ছত্রগুলোর মধ্যে তিনি যা পড়লেন তাতে তাঁর পিত্তি এত জ্বলে গেল, তাঁর ন্যায্য, প্রবল পুত্রস্নেহের বিপরীতে এই আক্রোশটা তাঁর কাছে এত জঘন্য লাগল যে তিনি নিজেকে আর দোষী জ্ঞান না করে ক্ষেপে উঠলেন অন্যদের বিরুদ্ধে।

মনে মনে তিনি বললেন, 'এই অনুভূতিহীনতা অনুভূতির ভান মাত্র। ওদের দরকার কেবল আমায় অপমান করা আর ছেলেটাকে কষ্ট দেওয়া, আমি তা মেনে নেব! কিছুতেই নয়! ও আমার চেয়ে খারাপ। আমি অন্তত মিথ্যে কথা বলি না।' এবং তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির করলনে যে কাল, সেরিওজার জন্মদিনে তিনি সোজাসুজি চলে যাবেন স্বামীর বাড়িতে, চাকরবাকরদের ঘুষ দেবেন, প্রতারণা করবেন, যে করেই হোক ছেলেকে দেখবেন, আর যে বিকট মিথ্যে দিয়ে ওঁরা তাকে ঘিরেছেন চূর্ণ করবেন সেটা।

খেলনার দোকানে গেলেন তিনি, কয়েকটা খেলনা কিনলেন, ভাবতে লাগলেন কর্মপদ্ধতি। খুব ভোরে যাবেন তিনি, সকাল আটটায়, যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিতই শয্যা ত্যাগ করেন নি। হাতে তাঁর টাকা থাকবে, যা দেবেন পোর্টার ও চাপরাশিকে, যাতে তারা ঢুকতে দেয় তাঁকে, মুখাবগুণ্ঠন না তুলে বলবেন যে তিনি আসছেন সেরিওজার ধর্মপিতার কাছ থেকে অভিনন্দন জানাতে, ছেলের বিছানার কাছে কিছু খেলনা রেখে আসার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শুধু ছেলেকে কী বলবেন সে কথাগুলো তিনি ভেবে উঠতে পারেন নি। যতই ভাবুন, কিছুই দাঁড়াচ্ছিল না।

পরের দিন সকাল আটটায় তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলেন একা, তাঁর ভূতপূর্ব বাড়ির সদর দরজায় ঘণ্টি দিলেন।

'দেখ তো কী দরকার। মনে হচ্ছে কে একজন মহিলা' — বললে

কাপিতোনিচ, তখনো পোশাক পরা হয় নি তার, গায়ে একটা ওভারকোট আর পায়ে জুতো চাপিয়ে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল অবগুণ্ঠন নামিয়ে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

পোর্টারের সহকারী আন্নার অপরিচিত এক ছোকরা দরজা খুলতেই আন্না ভেতরে ঢুকে গেলেন, মাফ থেকে তিন রুব্‌লের একটা নোট বার করে তাড়াতাড়ি গুঁজে দিলেন তার হাতে।

'সেরিওজা... সের্গেই আলেক্‌সেইচ...' বলে তিনি এগিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। নোটটা তাকিয়ে দেখে পোর্টারের সহকারী তাঁকে থামাল কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

জিগ্যেস করলে, 'কাকে চাই আপনার?'

ওর কথাগুলো আন্নার কানে যায় নি, কোনো জবাব দিলেন না তিনি।

অপরিচিতার বিব্রত অবস্থা দেখে কাপিতোনিচ নিজেই তাঁর কাছে এসে দরজা খুলে ঢুকতে দিয়ে জিগ্যেস করলে কী তাঁর চাই।

আন্না বললেন, 'প্রিন্স স্করোদুমোভের কাছ থেকে আসছি সের্গেই আলেক্‌সেইচের কাছে।'

'উনি এখনো ওঠেন নি'—মনোযোগ দিয়ে আন্নাকে লক্ষ করে পোর্টার বললে।

আন্না একেবারেই ভাবেন নি যে নয় বছর যে বাড়িটায় তিনি বাস করে গেছেন তার একেবারেই অপরিবর্তিত প্রবেশ-কক্ষ তাঁকে বিচলিত করবে এতখানি। আনন্দের আর কষ্টের একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠল মনে, মুহূর্তের জন্য তাঁর স্মরণ হল না কেন তিনি এখানে।

তাঁর ওভারকোট খুলতে খুলতে কাপিতোনিচ শুধাল, 'অপেক্ষা করবেন কি?'

আর ওভারকোট খোলার সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাপিতোনিচ চিনতে পারল তাঁকে, নীরবে সে কুর্নিশ করলে নিচু হয়ে।

বললে, 'আজ্ঞা হয় হুজুরানি।'

কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। বৃদ্ধের দিকে দোষী-দোষী অনুরোধের একটা দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি লঘু পদক্ষেপে দ্রুত উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে সিঁড়ির পৈঠায় জুতো লটকিয়ে কাপিতোনিচ ছুটল তাঁর পাল্লা ধরতে।

'মাস্টারমশাই আছেন ওখানে, হয়ত পোশাক পরা হয় নি এখনো। আমি খবর দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ কী বললে সেটা বুঝতে না পেরে পরিচিত সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই থাকলেন আন্না।

'এইদিকে, বাঁয়ে আজ্ঞা। মাপ করবেন যে অপরিষ্কার। উনি আছেন আগে যেটা ছিল বৈঠকখানা, সেখানে' — হাঁপাতে হাঁপাতে বললে পোর্টার; 'একটু সবুর করুন হুজুরানি, আমি দেখে আসি' — এই বলে সে পেল্লায় দরজাটা খুলে অন্তর্ধান করলে তার পেছনে। থেমে গিয়ে আন্না অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন' — ফিরে এসে পোর্টার বললে।

পোর্টার যখন এই কথা বললে, সেই মুহূর্তে আন্নার কানে এল শিশুর হাই তোলার শব্দ। এই হাইটা থেকেই আন্না চিনতে পারলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে যেন জীবন্ত দেখতে পেলেন তাঁর সামনে।

'যেতে দাও, যেতে দাও, বাপু!' বলে আন্না ঢুকে গেলেন পেল্লায় দরজাটার ভেতর দিয়ে। দরজার ডান দিকে একটা খাট, সেখানে শুধু একটা বোতাম-খোলা কামিজ পরে বসে আছে একটি খোকা, শরীর বাঁকিয়ে সে হাই তোলাটা শেষ করছে। ঠোঁটদুটো বুজে আসতেই তাতে ফুটে উঠল পরমানন্দের ঘুম-ঘুম হাসি, আর হাসি নিয়েই ধীরে ধীরে সে মাধুর্যভরে ফের শুয়ে পড়ল।

নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন আন্না, 'সেরিওজা!'

ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়টায় এবং ইদানীং তাঁর যে স্নেহ উথলে উঠেছিল তখন আন্না তাকে কল্পনা করতেন চার বছরের খোকা হিশেবে, যে বয়সটায় তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ওকে তিনি যে চেহারায় রেখে গিয়েছিলেন, এখন সে আর তেমন নয়; চার বছর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে সে, আরো বড়ো আর রোগা হয়েছে। কী ব্যাপার? কী রোগা ওর মুখখানা, কী ছোটো ছোটো চুল! কী লম্বা হাত! ওকে যখন তিনি রেখে যান তার পর থেকে কী বদলিয়ে গেছে সে! কিন্তু এ সে-ই, ওই তো তার মাথার গড়ন, তার ঠোঁট, তার নরম গলা, চওড়া কাঁধ।

'সেরিওজা!' একেবারে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফের ডাকলেন আন্না।

কনুইয়ে ভর দিয়ে সে উঠে বসল, কী যেন খুঁজতে গিয়ে এলোচুল মাথাটা ফেরাল এদিক-ওদিক, চোখ মেলল। চুপচাপ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার সামনে দণ্ডায়মান নিশ্চল মায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ পরম সুখের হাসি হেসে মুদে আসা চোখ বুজে সে লুটিয়ে পড়ল বিছানায় নয়, মায়ের কোলে।

'সেরিওজা! মিষ্টি খোকা আমার!' দম বন্ধ করে দুই হাতে তার নধর দেহটা জড়িয়ে ধরে আন্না বললেন।

'মা!' দেহের নানা জায়গায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বললে সেরিওজা।

তখনো চোখ বুজে, ঘুম-ঘুম হাসি নিয়ে সে খাটের পেছন থেকে গোলগাল হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ঘেঁষে এল তাঁর বুকে, শুধু শিশুদের ক্ষেত্রেই যা হয় তেমন একটা সুমধুর নিদ্রালু ঘ্রাণ আর উত্তাপে আন্নাকে আচ্ছন্ন করে মুখ ঘষতে লাগল তাঁর কাঁধে আর গলায়।

'আমি জানতাম' — চোখ মেলে সে বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। জানতাম তুমি আসবে। এক্ষুনি আমি উঠছি।'

এই বলে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

তৃষিতের মতো আন্না দেখছিলেন তাকে; দেখছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে কত বড়ো হয়েছে সে, বদলিয়ে গেছে। লেপের তল থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনকার দীর্ঘ নগ্ন পা তিনি চিনতে পারছিলেনও বটে, আবার পারছিলেনও না, চিনতে পারলেন ওই শীর্ণ গাল, চাঁদিতে ছোটো করে ছাঁটা চুলের কুণ্ডলী, যেখানে প্রায়ই চুমু খেতেন তিনি। এ সবই তিনি হাত বুলিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না; কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

'মা, কাঁদছ কেন?' সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেরিওজা বললে: 'কাঁদছ কেন মা?' সে চেঁচিয়ে উঠল কান্না-মাখা গলায়।

'আমি? না, কাঁদব না... কাঁদছি আনন্দে। কতদিন তোকে দেখি নি। না, কাঁদব না, কাঁদব না' — কান্নাটা গিলে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন আন্না; 'তোর এখন পোশাক পরার সময়' — নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি কিন্তু ছেলের হাত না ছেড়ে দিয়ে উনি বসলেন খাটের কাছে চেয়ারটায় যেখানে পাট করা ছিল সেরিওজার পোশাক।

'আমাকে ছাড়া কেমন করে পোশাক পরিস তুই? কেমন করে...' সহজভাবে আনন্দ করে বলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, ফের তিনি মাথা ঘুরিয়ে নিলেন।

'ঠান্ডা জলে আমি হাত-মুখ ধুই না, বাবা মানা করেছেন। আচ্ছা, ভাসিলি লুকিচকে তুমি দেখো নি? ও আসবে এখন। কিন্তু তুমি বসেছ আমার পোশাকের ওপর!'

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সেরিওজা। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'মাগো, মা-মণি, লক্ষ্মীটি আমার!' ফের তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সেরিওজা। যেন আন্নার হাসি দেখে কেবল এখনই সে পরিষ্কার বুঝতে পারল কী ঘটেছে। 'ওটা খুলে রাখো' — আন্নার মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল সে। তারপর বিনা টুপিতে তাঁকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়ে ফের চুমু খেতে লাগল সে।

'কিন্তু আমার সম্পর্কে কী ভেবেছিলি? ভাবিস নি যে আমি মারা গেছি।'

'কখনো তা বিশ্বাসই করি নি।'

'বিশ্বাস করিস নি, সোনা আমার?'

'আমি জানতাম, আমি জানতাম!' নিজের প্রিয় বুলিটির পুনরাবৃত্তি করতে লাগল সে, আর আন্নার যে হাতখানা তার মাথায় বুলিয়ে আদর করছিল, সেটা টেনে নিজের মুখে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

॥ ৩০ ॥

ইতিমধ্যে ভাসিলি লুকিচ যে প্রথমটা বুঝতে পারে নি মহিলাটি কে এবং এখন কথাবার্তা থেকে জানতে পারল ইনিই সেই মা যিনি স্বামীকে ত্যাগ করে গেছেন, যাঁকে সে দেখে নি কারণ এ বাড়িতে সে কাজে ঢুকেছে উনি গৃহত্যাগ করার পর, এখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ল ঘরে ঢুকবে নাকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ে সেরিওজাকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, সুতরাং কে বসে আছেন মা না অন্য কেউ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার এইটে বুঝে সে পোশাক পরে নিয়ে গেল দরজা খুলতে।

কিন্তু মা আর ছেলের সোহাগ, তাদের কণ্ঠস্বর আর যে কথা তারা বলছিল তাতে তার সংকল্প পরিবর্তন করতে হল। মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস

ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল সে। কেশে চোখের জল মুছে মনে মনে সে ভাবল, 'আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।'

এই সময় বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন চলছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল যে কর্ত্রী এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে ঢুকতে দিয়েছে, এখন তিনি আছেন শিশুকক্ষে, অথচ কর্তা নিজে রোজ আটটার পরে আসেন সেখানে, এবং সবাই বুঝতে পারছিল যে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হতে দেওয়া চলে না, বাধা দিতে হবে তাতে। পোশাক-বরদার কর্নেই পোর্টারদের ঘরে গিয়ে জিগ্যেস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং কিভাবে। কাপিতোনিচ তাঁকে আসতে দিয়েছে এবং ঘরেও পেশছে দিয়েছে জেনে বুড়োকে বকুনি দেয়। পোর্টার একগুঁয়ের মতো চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বললে যে এর জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কাপিতোনিচ তখন কর্নেইয়ের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে দিলে:

'হ্যাঁ, তুমি হলে ঢুকতে দিতে না বৈকি! দশ বছর এখানে কাজ করছি, ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি আর এখন কিনা গিয়ে বলবে: ভাগুন গো দয়া করে! স্বার্থজ্ঞান তোমার টনটনে! বুঝলে? কর্তার রেকুন কোট কি ভাবে হাতড়াও সেটা একটু মনে করে দেখলে পারতে!'

'আরে আমার ধর্মপুত্তুর!' তাচ্ছিল্যভরে বললে কর্নেই; আয়া ভেতরে ঢুকতে তার দিকে ফিরল সে। 'আপনিই বলুন মারিয়া এফিমোভনা: ঢুকতে দিয়েছে, কাউকে কিছু বলে নি' — ধাইকে বললে কর্নেই, 'এক্ষুনি বেরুবেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, খোকার ঘরে যাবেন।'

'কী কাণ্ড!' আয়া বললে, 'আপনি বরং ওঁকে, কর্তাকে কোনোরকমে আটকে রাখুন কর্নেই ভাসিলিয়েভিচ, আমি যাচ্ছি কর্ত্রীর কাছে, কোনোরকমে ওঁকে সরিয়ে দেব। কী কাণ্ড! মাগো!'

আয়া যখন শিশুকক্ষে ঢুকল, সেরিওজা তখন মাকে বলছিল কিভাবে সে আর নাদেঙ্কা ঢিপি থেকে পিছলে নামতে গিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেয়েছে। আন্না শুনছিলেন তার কণ্ঠস্বর, দেখছিলেন তার মুখ, মুখভাবের চাঞ্চল্য, স্পর্শ করছিলেন তার হাত, কিন্তু কী সে বলছে বুঝতে পারছিলেন না। চলে যাওয়া দরকার, ওকে ছেড়ে যাওয়া দরকার - শুধু এই একটা কথাই তিনি ভাবছিলেন ও অনুভব করছিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসা ভাসিলি লুকিচের পদশব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে গিয়েছিল তাঁর, আয়ার পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি; কিন্তু শিলীভূতের

মতো তিনি বসে রইলেন, কথা বলার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না।

আন্নার কাছে গিয়ে তাঁর হস্ত ও স্কন্ধ চুম্বন করে আয়া বললে, 'ঠাকরুন, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের খোকার জন্মদিনে কী যে আনন্দ পাঠালেন ভগবান। আপনার চেহারা তো একইরকম আছে দেখছি।'

'ওহ্ ধাই-মা, লক্ষ্মীটি আমার, আমি জানতাম না যে আপনি এ বাড়িতে' — এক মুহূর্তের জন্য সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন আন্না।

'এখানে থাকি না, আছি মেয়ের সঙ্গে। এসেছি অভিনন্দন জানাতে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

হঠাৎ কেঁদে ফেলল আয়া, ফের হস্তচুম্বন করতে থাকল তাঁর।

হেসে চোখ জ্বলজ্বল করে সেরিওজা এক হাতে মা, অন্য হাতে ধাই-মাকে ধরে গালিচার ওপর দাপাদাপি করতে লাগল পুরুষ্টু পায়ে। মায়ের প্রতি ধাই-মায়ের কোমলতায় উল্লসিত হয়েছিল সে।

'মা, উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন, আর যখন আসেন...' সেরিওজা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু মাকে ধাই-মা ফিসফিসিয়ে কী যেন বললে আর মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর কেমন একটা লজ্জার ভাব, যা তাঁকে মানায় না, এই দেখে থেমে গেল।

আন্না ঝুঁকলেন তার দিকে।

বললেন, 'মানিক আমার!'

বিদায় বলতে পারলেন না তিনি, কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেল এবং সেরিওজাও তা বুঝল। 'লক্ষ্মী আমার কুতিক' — ও যখন ছোট্ট ছিল তখন আন্না তাকে যা বলে ডাকত সেই নামটা বললেন তিনি, 'আমায় তুই ভুলে যাবি না তো? তুই...' কিন্তু আর বলতে পারলেন না তিনি।

ওকে যা বলা যেত তেমন কত কথা তাঁর মনে হয়েছে পরে, কিন্তু এখন তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু কী বলতে চাইছিলেন সেটা বুঝল সেরিওজা। সে বুঝল যে মায়ের প্রাণে সুখ নেই আর ভালোবাসেন তাকে। এও সে বুঝতে পারল ধাই-মা কী বলেছেন ফিসফিসিয়ে। একটা কথা তার কানে গিয়েছিল: 'সর্বদা আটটার পরে।' সে বুঝতে পেরেছিল যে কথাটা পিতাকে নিয়ে এবং মা-বাপের দেখা হওয়া চলে না। এটা সে বুঝেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি কেন মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর লজ্জা?.. মায়ের কোনো দোষ নেই, অথচ ভয় পাচ্ছেন ওঁকে, কিসের জন্য যেন লজ্জা পাচ্ছেন। ভেবেছিল একটা প্রশ্ন করে

খটকাটা পরিষ্কার করে নেবে; কিন্তু সাহস হল না: সে দেখতে পাচ্ছিল যে কষ্ট পাচ্ছেন মা, তাঁর জন্য মায়া হচ্ছিল তার। নীরবে সে মায়ের শরীর ঘেঁষে বললে:

'এখনই যেও না। শিগগির আসবেন না উনি।'

ও যা ভাবছে, তাই বলছে কি, সেটা বোঝার জন্য মা তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন খানিকটা দূরে আর তার ভীত মুখভাব দেখে বুঝলেন যে শুধু বাপের কথাই বললে না, যেন শুধাচ্ছে বাপ সম্পর্কে কী তার ভাবা উচিত।

বললেন, 'সেরিওজা, সোনা আমার, ভালোবেসো ওঁকে, আমার চেয়ে উনি ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাঁর কাছে আমি দোষী। যখন বড়ো হবে, নিজেই তুমি তখন ভেবে দেখবে।'

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই!..' জলভরা চোখে হতাশায় চিৎকার করে সে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, আকুলতায় কাঁপা কাঁপা হাতে প্রাণপণে মাকে টানতে লাগল নিজের দিকে।

'ধন আমার, যাদু আমার!' শক্তিহীন হয়ে সেরিওজার মতোই ছেলেমানুষি কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময় দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ভাসিলি লুকিচ। পদশব্দ শোনা গেল দ্বিতীয় দরজাটার কাছে। ত্রস্ত ফিসফিসানিতে আয়া বললে: 'আসছেন' — এবং টুপিটা দেওয়া হল আন্নাকে।

বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সেরিওজা, ডুকরে উঠল হাত দিয়ে মুখ ঢেকে। আন্না তার হাত সরিয়ে চোখের জলে ভেজা মুখে চুমু খেলেন আরেক বার এবং দ্রুত পায়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মুখোমুখি হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। আন্নাকে দেখে তিনি থেমে গিয়ে মাথা নোয়ালেন।

এইমাত্র যদিও তিনি বলেছেন যে উনি তাঁর চেয়ে ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাহলেও চকিত দৃষ্টিপাতে সমস্ত খুঁটিনাটিতে তাঁর মূর্তিটা দেখে তাঁর প্রতি একটা ঘেন্না, বিদ্বেষ, আর ছেলের জন্য একটা ঈর্ষা আচ্ছন্ন করল আন্নাকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে মুখাবগুণ্ঠন নামিয়ে, পদক্ষেপ বাড়িয়ে, প্রায় দৌড়ে বেরলেন ঘর থেকে।

যে খেলনাগুলি তিনি অত দরদে আর বেদনায় কাল বেছেছিলেন দোকানে, তা বার করার ফুরসৎ আর হল না, ফেরত নিয়ে গেলেন।

॥ ৩১ ॥

ছেলের সঙ্গে দেখা করার বাসনাটা আন্নার যত প্রবলই হয়ে থাকুক, তার জন্য তিনি যত দীর্ঘ দিন ভেবেছেন আর তৈরি হয়েছেন, এ সাক্ষাৎ তাঁর মধ্যে এমন যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, তা মোটেই আশা করেন নি তিনি। হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ স্যুটে ফিরে বহুক্ষণ তিনি বুঝতে পারেন নি কেন তিনি ওখানে। টুপি না খুলে ফায়ার-প্লেসের কাছে আরাম-কেদারায় বসলেন তিনি, ভাবলেন, 'সব চুকে গেল, ফের আমি একা।' দুই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা ব্রোঞ্জ ঘড়ির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন।

বিদেশ থেকে যে ফরাসি দাসীটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে এসে পোশাক বদলাতে ডাকল তাঁকে। অবাক হয়ে আন্না তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'পরে।'

চাপরাশি এসে বললে তাঁকে কফি দেবে কি?

'পরে' — আন্না বললেন।

ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী মেয়েটিকে পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল আন্নার কাছে। গোলগাল সুপুষ্ট মেয়েটি বরাবরের মতো মাকে দেখে নিচের দিকে যেন সুতোয় মোড়া হাত বাড়িয়ে দন্তহীন হাসি হেসে পাখনা মেলা মাছের মতো মাড় দেওয়া, ফুল তোলা স্কার্টে ঝাপট মেরে খসখস শব্দ করতে লাগল। খুকির উদ্দেশে না হেসে, চুমু না খেয়ে পারা যায় না, তার দিকে আঙুল না বাড়িয়ে দিয়ে পারা যায় না, যা সে আঁকড়ে ধরত চিল্লিয়ে, সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে; নিজের ঠোঁট তার কাছে না ধরে পারা যায় না, যা সে চুমু খাওয়ার মতো করে পুরে নিত মুখের মধ্যে। এ সবই করলেন আন্না, কোলে তুলে নিলেন তাকে, নাচালেন, চুমু খেলেন তার তাজা গালে, অনাবৃত কনুইয়ে; কিন্তু এই শিশুটিকে দেখে তাঁর কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেরিওজার জন্য তাঁর যা টান, তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রতি তাঁর স্নেহ স্নেহই নয়। মেয়েটির সবই মিষ্টি, কিন্তু কেন জানি আন্নার মন কাড়তে পারছিল না সে। প্রথম সন্তানটি যাঁর ঔরসজাত তাঁকে তিনি ভালো না বাসলেও সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন তার ওপর, যা পরিতৃপ্তির পথ পাচ্ছিল না; মেয়েটির জন্ম হয় অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে, প্রথম সন্তানটির জন্য যে যত্ন হয়েছিল তার শতাংশও ঘটে

নি তার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া মেয়েটির সবকিছুই এখনো আশার গণ্ডিতে, অথচ সেরিওজা প্রায় মানুষ হয়ে উঠেছে, প্রিয়পাত্র মানুষ; তার ভেতর ইতিমধ্যেই ভাবনা আর অনুভূতির ঢেউ উঠেছে; সে তাঁকে বোঝে, ভালোবাসে, বিচার করে দেখে -- তার কথা আর দৃষ্টি স্মরণ করে আন্না ভাবলেন। আর তিনি চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে শুধু দৈহিকভাবে নয়, আত্মিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন আর তার সুরাহা করার উপায় নেই।

স্তন্যদাত্রীকে মেয়েটি ফেরত আর তাদের ছুটি দিয়ে তিনি বার করলেন একটা পদক, যাতে প্রায় এই মেয়েটির বয়সেরই একটা পোর্ট্রেট ছিল সেরিওজার। টুপি খুলে উনি অ্যালবাম মেলে ধরলেন টেবিলে যাতে সেরিওজার ফোটোগ্রাফ ছিল অন্য নানা বয়সের। ছবিগুলি মিলিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের খুলে নিতে লাগলেন অ্যালবাম থেকে। খুলে নিলেন সবক'টিই। রইল শুধু একটা সব শেষের সুন্দর ছবিটা। শাদা শার্ট পরে চেয়ারের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে চোখ কুঁচকে সে হাসছে। এটা হল সেরিওজার বিশেষ রকমের একটা সুন্দর মুখভাব। ক্ষিপ্র হাতের সরু সরু শাদা শাদা অতি উত্তেজিত আঙুলে তিনি ফোটোটার কোণ ধরে খুঁটলেন বার কয়েক, কিন্তু ছবিটা খসে এল না, তিনি নিতে পারলেন না সেটা। টেবিলে কাগজ কাটার ছুরি ছিল না, পাশের ছবিটা (এটা রোমে তোলা ভ্রন্স্কির ফোটো, মাথায় গোল টুপি, লম্বা চুল) খসিয়ে তা দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে ফেললেন। ভ্রন্স্কির ছবিটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও-ই!' আর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেই তাঁর বর্তমান দুঃখের কারণ। সারা সকালটা আন্না ওঁর কথা ভাবেন নি একবারও। কিন্তু এখন পুরুষোচিত. সম্ভ্রান্ত, তাঁর অতি পরিচিত ও সুমিষ্ট এই মুখখানা দেখে হঠাৎ তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটা জোয়ার অনুভব করলেন তিনি।

'সত্যি, কোথায় সে? আমার দুঃখকষ্টের মধ্যে একলা আমায় ফেলে রেখে সে থাকে কী করে?' হঠাৎ একটা অভিযোগ নিয়ে আন্না ভাবলেন, মনে পড়ল না যে নিজেই তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারটা সব চেপে রেখেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এক্ষুনি তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকতে। কী কথায় তিনি তাঁকে সবকিছু বলবেন এবং ভালোবাসার কী ভাব নিয়ে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আড়ষ্ট বুকে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাকে পাঠিয়েছিলেন সে লোকটা এই জবাব নিয়ে ফিরল যে ওঁর ঘরে অতিথি, তবে শিগগিরই

তিনি আসছেন এবং জিগ্যেস করেছেন পিটার্সবুর্গে আগত প্রিন্স ইয়াশ্‌ভিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসতে পারেন কিনা। আন্নার মনে হল, ‘একা আসছে না তাহলে, অথচ গতকাল ডিনারের পর থেকে সে আমাকে দেখে নি, এমনভাবে আসছে না যাতে সব কথা বলতে পারি ওকে, আসছে ইয়াশ্‌ভিনের সঙ্গে।’ হঠাৎ একটা ভয়াবহ চিন্তা এল তাঁর মনে: আন্নার প্রতি ভালোবাসা যদি তাঁর চলে গিয়ে থাকে?

এবং ইদানীংকার ঘটনাগুলো ভেবে দেখে তাঁর মনে হল সবকিছুতেই এই ভয়াবহ চিন্তাটার সমর্থন দেখতে পাচ্ছেন তিনি: কাল তিনি বাড়িতে খান নি, জিদ ধরেছিলেন যে পিটার্সবুর্গে তাঁরা থাকবেন আলাদা আলাদা, এমনকি এখনো তিনি আসছেন একা নয়, যেন চোখাচুখি হতে চাইছেন না।

‘কিন্তু সে কথা আমাকে ওর বলা উচিত। আমার সেটা জানা দরকার। সেটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে কী আমি করব সেটা আমার জানা আছে’ — মনে মনে ভাবলেন তিনি, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির ঔদাসীন্যে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলে কী অবস্থায় তিনি পড়বেন, সেটা অনুমান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ভাবছিলেন যে ভ্রন্‌স্কির ভালোবাসা মরে গেছে, নিজেকে চরম হতাশার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই নিজে বিশেষ রকমের উদ্দীপিত বোধ করছিলেন। দাসীকে ডেকে গেলেন সাজ ঘরে। পোশাক পরতে গিয়ে নিজের প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিক দিনগুলোর চেয়ে বেশি, যেন ভালোবাসা চলে যাবার পর যে গাউন আর কেশসজ্জা তাঁকে মানায় ভালো তার জন্য ভ্রন্‌স্কি আবার প্রেমে পড়তে পারেন তাঁর।

তৈরি হয়ে উঠতে পারার আগেই তিনি ঘণ্টি শুনলেন। যখন ড্রয়িং-রুমে ঢুকলেন, তখন ভ্রন্‌স্কি নন, ইয়াশ্‌ভিন তাঁকে স্বাগত করলেন দৃষ্টি দিয়ে। টেবিলে ছেলের যে ছবিটা তিনি ফেলে গিয়েছিলেন সেটা দেখছিলেন ভ্রন্‌স্কি, আন্নার দিকে চাইবার তাড়া ছিল না তাঁর।

‘আমরা তো পরিচিত’ — নিজের ছোট্ট হাতখানা অপ্রতিভ ইয়াশ্‌ভিনের (যেটা তাঁর বিশাল দৈর্ঘ্য ও রুক্ষ মুখের পক্ষে ভারি অদ্ভুত) বিরাট হাতটায় রেখে আন্না বললেন। ‘পরিচিত সেই গত বছরের ঘোড়দৌড়ের সময় থেকে। দিন তো আমায়’ — ছেলের যে ফোটোগুলো ভ্রন্‌স্কি দেখছিলেন, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে তাঁর কাছ থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আন্না বললেন এবং জ্বলজ্বলে চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে। ‘এ বছর

ঘোড়দৌড় ভালো হয়েছিল ? এর বদলে আমি ঘোড়দৌড় দেখি রোমের কর্সোতে। তবে আপনার তো বিদেশের জীবন ভালো লাগে না' — আন্না বললেন সস্নেহে হেসে, 'আমি আপনার সব কথা জানি, জানি আপনার সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সামান্যই।'

'শুনে দুঃখ হল, কেননা আমার পছন্দগুলো বেশির ভাগই খারাপ'— বাঁ দিককার মোচ কামড়ে ইয়াশ্‌ভিন বললেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভ্রন্‌স্কি ঘড়ি দেখছেন লক্ষ করে ইয়াশ্‌ভিন আন্নাকে জিগ্যেস করলেন পিটার্সবুর্গে কত দিন থাকবেন এবং বিশাল শরীরখানা টান করে টুপি নিলেন।

'মনে হয় বেশি দিন নয়' — এই বলে বিব্রত দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন ভ্রন্‌স্কির দিকে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াশ্‌ভিন ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরলেন, 'কোথায় খাবি তুই?'

'আমার এখানে খেতে আসুন' — নিজের বিব্রত ভাবটার জন্য যেন নিজের ওপরেই রাগ করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন আন্না, তবে নতুন লোকের সামনে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ পেলে যেমন হয় বরাবরের মতো তেমনি লাল হয়ে। 'খাবার এখানে ভালো নয়, তবে ওর সঙ্গে অন্তত থাকতে পারবেন। আলেক্‌সেই তার রেজিমেণ্টের বন্ধুদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আপনাকে।'

'খুব আনন্দ হচ্ছে' -- যেরকম হেসে ইয়াশ্‌ভিন কথাটা বললেন তা থেকে ভ্রন্‌স্কি বুঝলেন যে আন্নাকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছে।

ইয়াশ্‌ভিন মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেলেন, ভ্রন্‌স্কি রয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য।

আন্না জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও যাচ্ছ?'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'যা! আমি এক্ষুনি আসছি' -- চেঁচিয়ে তিনি বললেন ইয়াশ্‌ভিনকে।

ভ্রন্‌স্কির হাত ধরে আন্না অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, মনে মনে ভাবতে লাগলেন কী বললে তাঁকে আটকে রাখা যায়।

'দাঁড়াও, তোমায় কিছু বলার আছে' — তাঁর বেঁটে হাতখানা নিয়ে আন্না চেপে ধরলেন নিজের গলায়, 'হ্যাঁ, খেতে নেমন্তন্ন করায় খারাপ কিছু হয় নি তো?'

'ভালোই করেছ' -- প্রশান্ত হাসি নিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, যাতে দেখা গেল তাঁর সুবিন্যস্ত দাঁত। আন্নার হাতে চুমু খেলেন তিনি।

নিজের দুই হাতে ওঁর হাতটায় চাপ দিয়ে আন্না বললেন, 'আলেক্‌সেই, আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলায় নি? আমার বড়ো বিছছিরি লাগছে এখানে। কবে আমরা যাব?'

'শিগগিরই, শিগগিরই। তোমার বিশ্বাস হবে না আমার পক্ষেও এখানে দিন কাটানো কী কষ্টকর' — এই বলে নিজের হাত টেনে নিলেন তিনি।

'তা যাও, যাও!' আহত বোধ করে আন্না বললেন এবং দ্রুত চলে গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

॥ ৩২ ॥

ভ্রন্‌স্কি যখন ফিরলেন, আন্না ঘরে ছিলেন না। শুনলেন উনি চলে যাবার কিছু পরেই কে একজন মহিলা আসেন তাঁর কাছে এবং দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে আন্না যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো পর্যন্ত তাঁর যে দেখা নেই, সকালেও আন্না যে কিছু না বলে গিয়েছিলেন কোথায় যেন -- সেই সঙ্গে আজ সকালে তাঁর মুখের উদ্দীপিত ভাবটা এবং ইয়াশ্‌ভিনের সামনে যে ক্রুদ্ধ স্বরে ছেলের ফোটোগুলো তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন, এ সব ভ্রন্‌স্কিকে ভাবাল। তিনি স্থির করলেন যে আন্নার সঙ্গে একটা বোঝাবুঝি হয়ে যাওয়া দরকার। ড্রয়িং-রুমে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু আন্না ফিরলেন একা নয়, নিজের পিসি, বৃদ্ধা কুমারী প্রিন্সেস অব্‌লোন্‌স্কায়াকে সঙ্গে করে। ইনি সেই মহিলা সকালে যিনি এসেছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে আন্না বাজার করতে যান। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সপ্রশ্ন ভ্রন্‌স্কির মুখের ভাব যেন লক্ষ করছিলেন না আন্না, ফুর্তি করে তাঁকে বললেন কী তিনি কিনেছেন আজ সকালে। ভ্রন্‌স্কি দেখতে পাচ্ছিলেন যে বিশেষ কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওঁর: যে জ্বলজ্বলে চোখে তিনি ভ্রন্‌স্কির দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করছিলেন তাতে ফুটছিল একটা টান-টান মনোযোগ এবং তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় ছিল সেই দ্রুততা আর লাবণ্য যা তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রথম দিকটায় অত মুগ্ধ করেছিল তাঁকে আর এখন শংকিত ও ভীত করে তুলছে।

চার জনের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটো ডাইনিং-রুমটায় যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছেন এমন সময় আন্নার কাছে তুশকেভিচ এলেন প্রিন্সেস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিন্সেস বেট্সি ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি অসুস্থ, কিন্তু আন্নাকে অনুরোধ করেছেন সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে তাঁর কাছে আসতে। এইভাবে সময় বেঁধে দেওয়ায় ভ্রন্স্কি তাকালেন আন্নার দিকে, তার মানে কারও সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা না হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু আন্না যেন খেয়াল করলেন না সেটা।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'খুব দুঃখিত যে ঠিক ওই সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যেই যেতে পারছি না।'

'প্রিন্সেস খুব দুঃখিত হবেন।'

'আমিও।'

'আপনি তাহলে পাত্তি শুনতে যাচ্ছেন নিশ্চয়' -- বললেন তুশকেভিচ।

'পাত্তি? ভালো কথা বলেছেন তো। যেতাম যদি বক্সের টিকিট পেতাম।'

'আমি জোগাড় করে দিতে পারি' -- বললেন তুশকেভিচ।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ' – আন্না বললেন, 'আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?'

সামান্য কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্স্কি। আন্না কী করছেন তা একেবারেই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। কেন উনি নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধা প্রিন্সেসকে, কেন তুশকেভিচকে ধরে রাখলেন খাবার জন্য, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে বক্সের টিকিট কাটতে? তাঁর অবস্থায় পাত্তির দাতব্য কনসার্টে যাওয়ার কথা ভাবা যায় কি, যেখানে থাকবে তাঁর পরিচিত গোটা সমাজটা? গুরুতর দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে, কিন্তু আন্না জবাব দিলেন হয় আমুদে, নয় মরিয়া সেই একই চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিপাতে যার অর্থ তিনি ধরতে পারছিলেন না। খাবার সময়টায় আন্না হয়ে উঠলেন উদ্ধত ফুর্তিবাজ: তিনি যেন রঙ্গলীলা করছিলেন তুশকেভিচ আর ইয়াশ্ভিন দুজনের সঙ্গেই। যখন খাওয়ার টেবিল ছেড়ে ওঠা হল এবং তুশকেভিচ গেলেন বক্সের ধান্ধায় আর ইয়াশ্ভিন ধূমপান করতে, ভ্রন্স্কি তাঁর সঙ্গেই চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি উঠলেন ওপরে। আন্না ততক্ষণে

হালকা রঙের সিল্ক আর মখমলের বুক খোলা গাউনে তৈরি, এটি তিনি বানিয়েছিলেন প্যারিসে। মাথায় তাঁর দামী শাদা লেস, মুখখানাকে বেড় দিয়ে তা তাঁর ঝলমলে রূপ ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষভাবে।

তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে ভ্রন্স্কি বললেন, 'সত্যিই আপনি থিয়েটারে যাবেন?'

'অমন ভীত হয়ে জিগ্যেস করছেন যে?' ভ্রন্স্কি তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না বলে পুনরায় আহত বোধ করে আন্না বললেন, 'না যাবার কী আছে?'

আন্না যেন বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কথার গুরুত্ব।

'বলাই বাহুল্য, না যাবার কোনো কারণ নেই' — ভুরু কুঁচকে বললেন ভ্রন্স্কি।

'সেই কথাই তো আমি বলছি' — আন্না বললেন, ভ্রন্স্কির কথার সুরে যে ব্যঙ্গ ছিল সেটা বুঝতে চাইলেন না ইচ্ছে করেই, দীর্ঘ, সুরভিত দস্তানাটা পরতে লাগলেন শান্তভাবে।

'আন্না, দোহাই ভগবান! কী হল আপনার?' উনি বললেন তাঁর চৈতন্য উদ্রেকের জন্য ঠিক যেভাবে একদা বলেছিলেন আন্নার স্বামী।

'বুঝতে পারছি না কী আপনি বলতে চাইছেন।'

'আপনি জানেন যে যাওয়া চলে না।'

'কেন? আমি একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেস ভারভারা পোশাক বদলাতে গেছেন। তিনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

বোধের অক্ষমতা ও হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্স্কি।

বলতে শুরু করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না...'

'জানতে চাই না আমি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আন্না। 'চাই না। যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করব কি? না, না, না। প্রথম থেকে যদি শুরু করতে হয়, তাহলে যা ঘটেছে, তাই-ই ঘটবে। আমাদের কাছে, আমার আর আপনার কাছে গুরুত্ব ধরে শুধু একটা জিনিস: দু'জন দু'জনকে আমরা ভালোবাসি কি না। অন্য কথা ধর্তব্য নয়। কেন এখানে আমরা আলাদা আলাদা থাকছি, দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে না? কেন আমি যেতে পারি না? তোমায় ভালোবাসি আমি, আর সবে আমার বয়ে গেল' — বললেন তিনি রুশীতে, চোখে ভ্রন্স্কির কাছে দুর্বোধ্য একটা ঝিলিক তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে; 'যদি তুমি বদলে না গিয়ে থাকো। কেন তুমি তাকাচ্ছ না আমার দিকে?'

আন্নার দিকে ভ্রন্স্কি চাইলেন। দেখলেন তাঁর মুখ আর সর্বদা মানানসই সাজগোজের সমস্ত সৌন্দর্য। কিন্তু এখন তাঁর এই সৌন্দর্য আর সৌষ্ঠবেই পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর।

'আমার হৃদয়াবেগ যে বদলাতে পারে না, তা আপনি জানেন, কিন্তু অনুরোধ করছি, মিনতি করছি যাবেন না' — কণ্ঠস্বরে কোমল একটা মিনতি কিন্তু দৃষ্টিতে শীতলতা নিয়ে ফের তিনি বললেন ফরাসিতে।

কথাগুলো শুনছিলেন না আন্না, কিন্তু দৃষ্টির শীতলতা দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন:

'আর আমার অনুরোধ কেন আমার যাওয়া চলে না, সেটা বলুন।'

'কারণ এতে আপনার... আপনার...' থতোমতো খেলেন ভ্রন্স্কি।

'কিছুই বুঝতে পারছি না। ইয়াশ্‌ভিন n'est pas compromettant*, প্রিন্সেস ভারভারাও অন্যদের চাইতে খারাপ কিছু নন। আ, এই তো উনি এসে গেছেন।'

॥ ৩৩ ॥

নিজের অবস্থাটা ইচ্ছে করে বুঝতে না চাওয়ার জন্য আন্নার ওপর বিরক্তি, প্রায় আক্রোশ ভ্রন্স্কি বোধ করলেন এই প্রথম। জ্বালাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল এই জন্য যে তাঁর বিরক্তির কারণটা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। কী তিনি ভাবছেন, সেটা সোজাসুজি বলতে হলে তিনি এই বলতেন: 'সবার পরিচিত এক প্রিন্সেসের সঙ্গে এই বেশভূষায় থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ শুধু পতিতা নারী হিশেবে নিজের অবস্থাটা মেনে নেওয়াই নয়, সমাজকে চ্যালেঞ্জ করাও, অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া।'

এ কথাটা আন্নাকে তিনি বলতে পারেন না। 'কিন্তু এ কথাটা সে বুঝতে পারছে না কেমন করে, কী ঘটছে ওর মধ্যে?' নিজেকে বলছিলেন তিনি। টের পাচ্ছিলেন একই সময়ে আন্নার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর রূপ সম্পর্কে চেতনা।

মুখ গোমড়া করে তিনি ফিরলেন নিজের কামরায়। লম্বা ঠ্যাঙ একটা

* সুনাম নষ্ট করতে পারেন না (ফরাসি)।

চেয়ারের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াশ্‌ভিন সেলৎজার জল দিয়ে কনিয়াক পান করছিলেন। তাঁর পাশে বসে বললেন তাঁকেও খানিকটা দিতে।

'তুই বলছিলি লানকোভ্‌স্কির 'মগ্‌চি'র কথা। ঘোড়াটা ভালো, কিনতে পরামর্শ দিচ্ছি তোকে' — বন্ধুর বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বললেন ইয়াশ্‌ভিন, 'ওর গতরটা ভারী, কিন্তু পা আর মাথার তুলনা হয় না।'

'তাই ভাবছি, কিনব' — বললেন ভ্রন্‌স্কি।

ঘোড়া নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলেও ভ্রন্‌স্কি মুহূর্তের জন্য আন্নার কথা ভুলতে পারছিলেন না, আপনা থেকেই কান পেতে থাকছিলেন করিডরে পদশব্দের জন্য, ফায়ার-প্লেসের ওপর ঘড়িটার দিকে চাইছিলেন বারে বারে।

'আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি থিয়েটারে গেছেন।'

ফেনিল জলটায় আরো একপাত্র কনিয়াক ঢেলে এবং তা উদরস্থ করে উঠে দাঁড়িয়ে উর্দির বোতাম বন্ধ করলেন ইয়াশ্‌ভিন।

'তাহলে? চল যাই' — বললেন তিনি মোচের তলে সামান্য হেসে আর সে হাসিতে এইটে বুঝিয়ে দিয়ে যে ভ্রন্‌স্কির মনমরা হওয়ার কারণটা তিনি বোঝেন, কিন্তু তাতে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

'আমি যাব না' — আঁধার মুখে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কথা দিয়েছি। বেশ, তাহলে আসি। তুই বরং একটা সীট নে। ক্রাসিন্‌স্কির সীটটা' — যেতে যেতে যোগ করলেন ইয়াশ্‌ভিন।

'না, আমার কাজ আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইয়াশ্‌ভিন ভাবলেন, 'বৌ থাকলে ঝামেলা, প্রেমিকা থাকলে আরো খারাপ।'

চেয়ার থেকে উঠে ভ্রন্‌স্কি একা একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।

'আচ্ছা কী চলছে আজকে? চতুর্থ দাতব্য কনসার্ট... সস্ত্রীক ইয়েগর থাকবে সেখানে, খুব সম্ভব মা-ও। তার মানে সেখানে গোটা পিটার্সবুর্গ। এখন আন্না ঢুকেছে, ওভারকোট ছেড়ে গেছে, ঢুকছে আলোয়, তুশকেভিচ, ইয়াশ্‌ভিন, প্রিন্সেস ভারভারা...' ছবিটা তিনি কল্পনা করলেন মনে মনে, 'আর আমি? আমি কি ভয় পাচ্ছি, নাকি তার ওপর তদারকির ভার ছেড়ে দিয়েছি তুশকেভিচের ওপর? যেদিক থেকেই দেখা যাক,

আহাম্মকি, আহাম্মকি — কেন আমায় সে এমন অবস্থায় ফেলছে?' হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন।

হাতের সে ভঙ্গিটা গিয়ে ঠেকল ছোটো টেবিলটায় যেখানে ছিল সেলৎজার জল আর কনিয়াকের পানপাত্র। প্রায় সেটা উলটে পড়ছিল, ধরতে গেলেন তিনি কিন্তু ফসকে গেল, বিরক্তিতে টেবিলে লাথি মেরে ঘণ্টি বাজালেন।

সাজ-ভৃত্য ঘরে ঢুকতে তাকে বললেন, 'যদি তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাও, তাহলে নিজের কর্তব্য মনে রেখো। এমনটা যেন না হয়। পরিষ্কার করো এগুলো।'

নিজেকে নির্দোষ জ্ঞান করে সাজ-ভৃত্য আত্মসমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হুজুরের মুখ দেখে বুঝল যে কেবল চুপ করে থাকা দরকার, তাড়াতাড়ি গালিচার ওপর ঝুঁকে যা ভেঙেছে এবং ভাঙে নি, তেমন সব পানপাত্র আর বোতল কুড়োতে লাগল।

'এটা তোমার কাজ নয়, সাফ করতে বলো চাপরাশিকে আর আমার সান্ধ্য পোশাকের ব্যবস্থা করো।'

ভ্রন্‌স্কি থিয়েটার হলে ঢুকলেন সাড়ে আটটায়। অপেরা চলছে পুরোদমে। ওভারকোট রাখার তদারকিতে যে বৃদ্ধটি ছিল সে ভ্রন্‌স্কির কোট খুলতে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করলে এবং বললে, ট্যাগ নম্বর নেবার দরকার নেই, ফিওদর বলে হাঁক দিলেই হবে। আলোকিত করিডরে এই বৃদ্ধটি এবং ফার কোট হাতে দু'জন চাপরাশি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজায় কান পেতে তারা গান শুনছিল। দরজা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল অর্কেস্ট্রার স্ট্যাকাটোর সন্তর্পণ সঙ্গত এবং একটি নারীকণ্ঠ যা চমৎকার তান ধরছিল। দরজা খুলে একজন পরিচারক চুপি চুপি বেরিয়ে আসতেই যে তানটা শেষ হতে যাচ্ছিল তা অভিভূত করল ভ্রন্‌স্কির কর্ণকুহর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা, গানের শেষটা ও তার মূর্ছনা তাঁর শোনা হল না, কিন্তু দরজার ওপাশে প্রচণ্ড করতালিধ্বনি থেকে বুঝলেন যে মূর্ছনা শেষ হয়েছে। ঝাড়লণ্ঠন আর ব্রোঞ্জের গ্যাস দীপাধারে অত্যুজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে যখন তিনি প্রবেশ করলেন, করতালি তখনো চলছিল। মঞ্চে নগ্নস্কন্ধে ও হীরকে দেদীপ্যমানা গায়িকা নত হয়ে হেসে পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে বিদঘুটে রকমে ছুড়ে দেওয়া ফুলের তোড়া কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে থাকা টেনরের সাহায্যে;

পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী-একটা উপহার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাথার মাঝখানে টেরি কাটা পমেড মাখা চকচকে চুলের এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে এলেন গায়িকা, অমনি স্টল আর বক্সের সমস্ত শ্রোতা চঞ্চল হয়ে উঠল, ঝুঁকে পড়ল সামনে, চিৎকার করে উঠল, হাততালি দিল। বেদীতে দণ্ডায়মান কনডাক্টর সাহায্য করলেন উপহারটা পেঁছে দিতে এবং ঠিকঠাক করে নিলেন তাঁর শাদা টাই। স্টলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে ভ্রন্স্কি চেয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। পরিচিত অভ্যস্ত পরিস্থিতি, মঞ্চ, কোলাহল, ঠেসে ভরে তোলা প্রেক্ষাগৃহের এই সব চেনা, অনাকর্ষণীয়, বিচিত্র দর্শকদলের দিকে তিনি আজ নজর দিলেন সবচেয়ে কম।

বক্সে বরাবরের মতোই পেছনদিকে সেই একই কী সব অফিসারের সঙ্গে কী সব মহিলা; সেই একই রংবেরঙের নারী, উর্দি, ফ্রক-কোট — ঈশ্বর জানেন কারা; ওপর সার্কেলে সেই একই নোংরা ভিড় আর সে ভিড়ের মধ্যে, বক্সে আর সামনের সারিগুলোয় আসল পুরুষ আর নারী জন চল্লিশেক। এই মরূদ্যানগুলির দিকেই মনোনিবেশ করলেন ভ্রন্স্কি এবং তৎক্ষণাৎ তাদের যোগসূত্র খুঁজে পেলেন।

ভ্রন্স্কি যখন ভেতরে ঢোকেন, অঙ্কটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বক্সে দাদার কাছে না গিয়ে সোজাসুজি এলেন প্রথম সারিতে সেপুর্খোভস্কর-এর দিকে। অর্কেস্ট্রা পিটের কাছে হাঁটু বেঁকিয়ে হিল ঠুকছিলেন তিনি, দূর থেকে ভ্রন্স্কিকে দেখতে পেয়ে হেসে কাছে ডাকেন।

আন্নাকে তখনো দেখেন নি ভ্রন্স্কি, ইচ্ছে করেই তাকান নি তাঁর দিকে। কিন্তু লোকের দৃষ্টি যে দিকে তা থেকে তিনি জানতেন কোথায় আন্না। অলক্ষ্যে তিনি চাইছিলেন এদিক-ওদিক, কিন্তু আন্নাকে খুঁজছিলেন না; সবচেয়ে খারাপটার অপেক্ষায় তিনি দৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সৌভাগ্যের কথা যে এবার তিনি থিয়েটারে ছিলেন না।

'ফৌজী রকম-সকম তোর মধ্যে এখন টিকে আছে কত কম!' ভ্রন্স্কিকে বললেন সেপুর্খোভস্কয়, 'তুই এখন একজন কূটনীতিক, শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছু একটা।'

'হ্যাঁ, বাড়ি ফেরা মাত্র আমি ড্রেস-স্যুট পরেছি' — হেসে জবাব দিয়ে ভ্রন্স্কি ধীরে ধীরে অপেরা-গ্লাস বার করতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটায় তোকে আমার ঈর্ষা হয় তা কবুল করছি। বিদেশ থেকে ফিরে আমি যখন এটা পরি' -- নিজের কাঁধ-পট্টি দেখালেন তিনি, 'তখন স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে কষ্ট হয়।'

ভ্রন্‌স্কির সামরিক ক্রিয়াকলাপের আশা সের্পুখোভস্কয় জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন আগের মতোই আর এখন তো তাঁর জন্য সবিশেষ প্রীতিবোধই করছেন।

'দেরি করে তুই এলি, প্রথম অঙ্কটা দেখতে পেলি না, আফশোষ হচ্ছে।'

এক কান দিয়ে শুনতে শুনতে ভ্রন্‌স্কি ওপর থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত বক্সগুলোকে দেখছিলেন। শিরপেচ পরা এক মহিলা আর বাড়িয়ে আনা অপেরা-গ্লাসে রেগে চোখ মিটমিট করা এক টেকো ভদ্রলোকের কাছাকাছি হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন আন্নার মুখ -- গর্বিত, আশ্চর্য সুন্দর, লেসের বন্ধনীর মধ্যে হাস্যময়ী। ছিলেন তিনি পঞ্চম বক্সের নিচতলায়, ওঁর কাছ থেকে বিশ পা দূরে। সামনে বসে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী যেন বলছিলেন ইয়াশ্‌ভিনকে। প্রশস্ত মনোহর স্কন্ধে মাথার ঠাট, চোখে সংযত-প্রবুদ্ধ দীপ্তির ছটা এবং তাঁর সমগ্র মুখমন্ডলে ভ্রন্‌স্কির মনে হচ্ছিল মস্কোর বলনাচে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি। কিন্তু এ রূপে এখন তাঁর মনোভাব হল একেবারে ভিন্ন। আন্নার প্রতি তাঁর অনুভবে এখন কুহকের মতো কিছু আর ছিল না, তাই তাঁর রূপ তাঁকে আগের চেয়েও প্রখরভাবে টানলেও সেইসঙ্গে এখন আহতও করছিল। আন্না তাঁর দিকে চাইছিলেন না, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁকে তিনি দেখেছেন।

ভ্রন্‌স্কি যখন ফের সেদিকে তাঁর অপেরা-গ্লাস নিবদ্ধ করলেন, দেখলেন প্রিন্সেস ভারভারা অস্বাভাবিক হাসিতে লাল হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন পাশের বক্সের দিকে; আন্না তাঁর পাখা গুটিয়ে লাল মখমলের ওপর তা ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছেন, কিন্তু পাশের বক্সে কী হচ্ছে সেটা তিনি দেখছেন না, স্পষ্টতই চাইছেন না দেখতে। ইয়াশ্‌ভিনের মুখে তেমন একটা ভাব যা ফুটে উঠত জুয়ায় হেরে গেলে। মুখ গোমড়া করে বাঁয়ের মোচটা মুখের মধ্যে ক্রমাগত গিলতে গিলতে তিনি কটাক্ষে চাইছিলেন পাশের বক্সটায়।

বাঁ পাশের ওই বক্সটায় ছিলেন কার্তাসোভরা। ভ্রন্‌স্কি তাঁদের চিনতেন

এবং এও জানতেন যে আন্না তাঁদের পরিচিত। কার্তাসোভ পত্নী ছোটোখাটো শীর্ণা এক নারী, আন্নার দিকে পিছন ফিরে নিজের বক্সে দাঁড়িয়ে স্বামী তাঁকে যে কেপটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেটা পরছিলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ ও ক্রুদ্ধ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছিলেন তিনি। টেকোমাথা মুটকো কার্তাসোভ স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে অবিরাম তাকাচ্ছিলেন আন্নার দিকে। স্ত্রী বেরিয়ে গেলে স্বামী অনেকখন অপেক্ষা করলেন আন্নার চোখে পড়া এবং স্পষ্টতই তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্য। কিন্তু বোঝা গেল আন্না ইচ্ছে করেই তাঁকে লক্ষ করছেন না, ইয়াশ্‌ভিনের নিচু হয়ে আসা চুল-ছাঁটা মাথার উদ্দেশে কী যেন বলছিলেন। অভিবাদন না করেই বেরিয়ে যেতে হল কার্তাসোভকে, ফাঁকা হয়ে গেল বক্সটা।

কার্তাসোভ দম্পতি আর আন্নার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা ভ্রন্‌স্কি না জানলেও এটা বুঝলেন যে আন্নার পক্ষে কিছু একটা ঘটেছে যা অপমানকর। এটা তিনি বুঝলেন যা দেখলেন তা থেকে এবং আরও বেশি বুঝলেন আন্নার মুখ দেখে, যিনি গৃহীত ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য শেষ শক্তি সংগ্রহ করছেন বলে তিনি জানতেন। বাহ্যিক প্রশান্তির এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ উৎরাল। যারা তাঁকে আর তাঁর মহলকে জানে না, সমাজে দর্শন দিতে এবং নিজের লেস-ভূষণ আর রূপে এমন লক্ষণীয়রূপে দর্শন দিতে পারছেন বলে নারী সমাজের সমবেদনা, ক্রোধ ও বিস্ময়ের কথাগুলো যারা শোনে নি, তারা এই মহিলার প্রশান্তি ও রূপে মুগ্ধ হত, ভাবতেই পারত না যে উনি লাঞ্ছনা-মঞ্চে চাপানো এক ব্যক্তির মর্মপীড়া বোধ করছেন।

কিছু একটা ঘটেছে তা জানায়, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা না জানায় যন্ত্রণাকর উদ্বেগ হচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির, তাই কোনো কিছু জানার জন্য গেলেন দাদার বক্সে। আন্নার বক্সের বিপরীত ধাপ দিয়ে উঠে বেরুতে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল রেজিমেন্টের ভূতপূর্ব কম্যান্ডারের সঙ্গে। দু'জন পরিচিতের সঙ্গে কথা কইছিলেন তিনি। আলাপে কারেনিনদের নামোল্লেখ কানে এল ভ্রন্‌স্কির এবং লক্ষ করলেন কিভাবে উচ্চৈস্বরে তাঁকে ডেকে আলাপীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন কম্যান্ডার।

'আরে, ভ্রন্‌স্কি যে! রেজিমেন্টে আসছ কবে? একটা ভোজ ছাড়া তোমায় তো যেতে দিতে পারি না আমরা। তুমি আমাদের যে মূল শিকড়' — বললেন রেজিমেন্ট কম্যান্ডার।

'সময় পাচ্ছি না, খুব দুঃখের কথা, পরের বার' বলে ভ্রন্‌স্কি উঠলেন দাদার বক্সের দিককার সিঁড়ি বেয়ে।

বক্সে দাদার সঙ্গে ছিলেন ইস্পাতের মতো কুণ্ডলী করা চুল নিয়ে ভ্রন্‌স্কির মা, বৃদ্ধা কাউণ্টেস। ভারিয়া আর প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল একতলার করিডরে।

প্রিন্সেস সরোকিনাকে মায়ের কাছে পেঁছে দিয়ে এসে দেবরের করমর্দন করে ভারিয়া তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সেই কথা। এত উত্তেজিত তাঁকে ভ্রন্‌স্কি আগে কখনো দেখেন নি।

'আমি মনে করি এটা অতি হীন ও জঘন্য কাজ, মাদাম কার্তাসোভার কোনো অধিকার নেই। মাদাম কারেনিনাকে...' বলতে শুরু করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু কী হয়েছিল? আমি কিছু জানি না

'সেকি, তুমি কিছু শোনো নি?'

'তুমি জানো তো, এ ব্যাপারটা আমি শুনছি সবার শেষে।'

'এই কার্তাসোভার মতো বিছুটি জীব আর আছে কি?'

'কিন্তু কী সে করেছে?'

'আমি স্বামীর কাছে শুনলাম... কারেনিনাকে অপমান করেছে সে। ওর স্বামী পাশের বক্স থেকে কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন আর কার্তাসোভা এক নাটক বাধায়। লোকে বলছে, সে নাকি অপমানকর কিছু একটা বলে বেরিয়ে যায়।'

'কাউণ্ট, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন' বক্সের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন প্রিন্সেস সরোকিনা।

'এদিকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি' - মা বললেন ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে, 'তোর যে দেখা পাওয়াই ভার!'

ছেলে দেখলেন যে আনন্দের হাসি তিনি চাপতে পারছেন না।

'প্রণাম মা। আমি এলাম আপনার কাছে' -- নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'কেন তুই গেলি না faire la cour à madame Karenine?'*,

* মাদাম কারেনিনার পরিতোষণে? (ফরাসি।)

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে তিনি যোগ দিলেন; 'Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle.'*

'মা, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সামনে এ সব কথা না বলতে' — ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'আমি তাই বলছি যা লোকে বলছে।'

কোনো জবাব দিলেন না ভ্রন্‌স্কি, প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে কয়েকটা বাক্য বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। দোরগোড়ায় দেখা হল দাদার সঙ্গে।

তিনি বললেন, 'আ, আলেক্‌সেই! কী জঘন্যতা! মহিলাটি একটি গর্দভ, তার বেশি কিছু নয়... আমি এক্ষুনি ভাবছিলাম আন্নার কাছে যাব। চল যাই একসঙ্গে।'

ভ্রন্‌স্কি তাঁর কথা শুনছিলেন না, দ্রুত পদক্ষেপে নিচে নামছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী সেটা জানতেন না। আন্না নিজেকে এবং তাঁকে এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন বলে তার জন্য একটা বিরক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর কষ্টের জন্য অনুকম্পায় দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি। নিচে স্টলে নেমে তিনি সোজা গেলেন আন্নার বক্সের কাছে। বক্সে স্ত্রেমভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে:

'টেনর আর নেই। Le moule en est brisé.'**

আন্নার উদ্দেশে মাথা নুইয়ে ভ্রন্‌স্কি থামলেন স্ত্রেমভকে অভিবাদনের জন্য।

'আপনি সম্ভবত দেরিতে এসেছেন, সেরা আরিয়াটা আপনার শোনা হয় নি' — ভ্রন্‌স্কিকে আন্না বললেন যে দৃষ্টিপাতে সেটা তাঁর মনে হল বিদ্রুপাত্মক।

কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমি সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নই।'

'যেমন প্রিন্স ইয়াশ্‌ভিন' — হেসে বললেন আন্না, 'ওঁর ধারণা পাত্তি গাইছেন বড়ো চড়া গলায়।'

পড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনপত্রটা ভ্রন্‌স্কি তুলে দিলে দীর্ঘ দস্তানা পরা ছোটো হাতে সেটা নিয়ে আন্না বললেন 'ধন্যবাদ!' এবং হঠাৎ সেই মুহূর্তেই সুন্দর মুখখানা তাঁর কেঁপে উঠল। উঠে চলে গেলেন বক্সের পেছন দিকে।

---

* চমক লাগিয়েছে সে। তার জন্যে লোকে ভুলে যাচ্ছে পাত্তিকেও (ফরাসি)।

** উধাও হয়েছে (ফরাসি)।

পরের অঙ্কে তাঁর বক্ষ শূন্য দেখে কাভাতিনা'র ধ্বনিতে স্তিমিত হয়ে আসা থিয়েটার হলে ক্রুদ্ধ হিসহিসানি জাগিয়ে ভ্রন্‌স্কি স্টল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরলেন হোটেলে।

আন্না আগেই চলে এসেছিলেন। ভ্রন্‌স্কি যখন তাঁর ঘরে ঢুকলেন, তিনি তখন একা, যে সাজে থিয়েটারে গিয়েছিলেন সেই সাজেই। দেয়ালের কাছে প্রথম কেদারাটায় বসে তিনি চেয়ে ছিলেন সামনের দিকে। ভ্রন্‌স্কির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই তক্ষুনি তিনি ফিরে গেলেন আগের অবস্থায়।

'আন্না' -- ভ্রন্‌স্কি ডাকলেন।

'তুমি, সব তোমার দোষ!' উঠে দাঁড়িয়ে হতাশা ও বিদ্বেষের অশ্রুজলে রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম না যেতে। জানতাম যে তোমার অমঙ্গল হবে...'

'অমঙ্গল!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না, 'সাঙ্ঘাতিক! যতদিন বাঁচি, এটা ভুলব না কখনো। ও বললে যে আমার পাশাপাশি বসে থাকা ওর পক্ষে লজ্জার কথা।'

'হাঁদা মাগীর কথা' -- বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'কিন্তু কী দরকার ছিল ঝুঁকি নেওয়ার, চ্যালেঞ্জ করার...'

'তোমার ওই প্রশান্তিকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে ওই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার। যদি আমায় ভালোবাসতে...'

'আন্না, ভালোবাসার কথা কেন...'

'হ্যাঁ, আমি যেমন ভালোবাসি তেমন যদি ভালোবাসতে, আমার মতো যদি যন্ত্রণায় ভুগতে...' ভ্রন্‌স্কির দিকে চেয়ে সভয়ে বললেন আন্না।

তাঁর জন্য ভ্রন্‌স্কির মায়া হলেও বিরক্তি ধরছিল। তিনি যে ভালোবাসেন এ আশ্বাস তাঁকে দিলেন, কেননা বুঝতে পারছিলেন যে কেবল এইটেই শান্ত করতে পারবে তাঁকে, কথায় তাঁকে তিরস্কার করলেন না, কিন্তু তিরস্কার করলেন মনে মনে।

এবং ভালোবাসার যে আশ্বাসদান তাঁর কাছে এত ছেঁদো লাগছিল যে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু আন্না আকণ্ঠ পান করে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে উঠলেন। এর পরের দিন দু'জনের মিটমাট হয়ে গেল পুরোপুরি, যাত্রা করলেন গ্রামে।

ষষ্ঠ অংশ

॥ ১ ॥

ছেলেমেয়েদের নিয়ে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা গ্রীষ্মটা কাটালেন বোন কিটি লেভিনার কাছে, পক্রোভ্‌স্কয়েতে। তাঁর নিজের মহালের বাড়িটা একেবারে ভেঙে পড়ছিল, লেভিন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁকে বোঝান গ্রীষ্মটা তাঁদের ওখানেই কাটাতে। স্তেপান আর্কাদিচ খুবই অনুমোদন করেন ব্যবস্থাটা। বললেন যে, গরম কালটা সপরিবারে গ্রামে কাটাতে বাধা দিচ্ছে তাঁর কাজ, এটা তাঁর পক্ষে অতীব সুখের ব্যাপার হত। মস্কোয় থেকে তিনি মাঝে মধ্যে গ্রামে আসতেন দিন দুয়েকের জন্য। সমস্ত সন্তান ও গৃহশিক্ষিকাকে নিয়ে ডল্লি ছাড়াও লেভিনদের ওখানে আসেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী. অনভিজ্ঞা গর্ভবতী কন্যার দেখাশুনা করা নিজের কর্তব্য বলে জ্ঞান করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিদেশে কিটির সখ্য হয়েছিল ভারেঙ্কার সঙ্গে, সে কথা দিয়েছিল যে কিটির বিয়ে হলে সে আসবে তার কাছে, সেটা সে পালন করে এল বান্ধবী সকাশে। সবাই এরা লেভিনের স্ত্রীর আত্মপরিজন। আর তাঁদের সবাইকে লেভিন পছন্দ করলেও লেভিনীয় জগৎ ও ব্যবস্থাটার জন্য তাঁর খানিকটা দুঃখ হত, যা তাঁর ভাষায় 'শ্যেরবাৎস্কি' উপাদানের এই প্লাবনে ভেসে গেছে। এ গ্রীষ্মে নিজের আত্মীয় বলতে এসেছিলেন সৎভাই সের্গেই ইভানোভিচ, তবে তিনিও লেভিনীয় নয়, কজ্‌নিশেভ বংশের লোক, ফলে লেভিনীয় আমেজ উবে গিয়েছিল একেবারেই।

বহুদিন খালি পড়ে থাকা লেভিনের বাড়িটা লোকে এমন ভরে উঠল যে প্রায় কোনো ঘরই আর খালি রইল না। আর প্রায় প্রতিদিন খাবার টেবিলে বসে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীকে লোক গুণতে হত, আর যে নাতি বা নাতনিটি অশুভ তের নম্বরে পড়ত, তাকে বসাতেন আলাদা ছোটো একটা টেবিলে। সংসার চালাবার খুবই চেষ্টা ছিল কিটির, কিন্তু অতিথি ও শিশুদের গ্রীষ্মকালীন খিদে মেটাবার জন্য মুর্গি, টার্কি, হাঁস সংগ্রহে তারও ঝামেলা হত কম নয়।

সবাই খেতে বসেছিল। ডল্লির ছেলেমেয়ে, গৃহশিক্ষিকা এবং ভারেঙ্কা পরিকল্পনা ফাঁদছিল ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য কোথায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো। বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য সমস্ত অতিথিদের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের সম্মান ছিল প্রায় ভক্তির সমতুল্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন ব্যাঙের ছাতার আলোচনায়।

ভারেঙ্কার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও। ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে বড়ো ভালোবাসি আমি। ওটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় একটা কাজ বলে মনে হয়।'

'বেশ তো, খুব আনন্দের কথা' — ভারেঙ্কা বললে লাল হয়ে। কিটি আর ডল্লি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইদানীং কিটি যে অনুমান নিয়ে খুব মেতে উঠেছিল, ভারেঙ্কার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাবার জন্য বিদ্বান বুদ্ধিমান সের্গেই ইভানোভিচের প্রস্তাবে সমর্থিত হল সেটা। মায়ের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি কথা শুরু করলে যাতে তার চাউনি চোখে না পড়ে। খাবার পর তাঁর কফির কাপ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ বসলেন ড্রয়িং-রুমের জানলার কাছে, ভাইয়ের সঙ্গে যে আলাপটা শুরু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যেতে যেতে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে, যেখান দিয়ে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে বেরুবে ছেলেমেয়েরা। ভাইয়ের কাছে জানলায় বসলেন লেভিন।

স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিটি, যে আলাপটা তার কাছে আকর্ষণহীন, স্পষ্টতই সেটা শেষ হবার পর স্বামীকে কিছু একটা বলবার জন্য।

'বিয়ের পর তুই অনেক বদলে গেছিস আর সেটা ভালোই' — কিটির দিকে চেয়ে হেসে এবং স্পষ্টতই শুরু করা কথাবার্তাটায় বিশেষ আগ্রহ

না রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে অতি কিম্ভূত সব মতামত আঁকড়ে থাকার নেশা তোর যায় নি।'

'কাতিয়া, দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়' — তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বললেন লেভিন।

'তবে সময় হয়ে গেছে' — ছুটন্ত ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

সবচেয়ে আগে তাঁর কাছে ছুটে এল টান-টান মোজা পায়ে পাশকে ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে তানিয়া, ব্যাঙের ছাতা তোলার ঝুড়ি আর সের্গেই ইভানোভিচের টুপি দোলাতে দোলাতে।

অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে, পিতার চমৎকার চোখজোড়ার মতো তার দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে সে সের্গেই ইভানোভিচকে তাঁর টুপি দিয়ে ভীরু ভীরু কোমল হাসিতে তার ঔদ্ধত্য নরম করে এনে বেশ বুঝিয়ে দিলে যে টুপিটা সে তাঁকে পরাতে চায়।

সের্গেই ইভানোভিচের হাসি দেখে সে বুঝলে যে ওটা সম্ভব। সন্তর্পণে টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ভারেঙ্কা অপেক্ষা করছে।'

মাথায় শাদা রুমাল বেঁধে হলুদ একটি সুতী ফ্রকে ভারেঙ্কা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে।

'আসছি, আসছি ভারভারা আন্দ্রেয়েভনা' — কফি শেষ করে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে রুমাল আর সিগারেট কেস রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কী ভালো আমাদের ভারেঙ্কা, তাই না?' সের্গেই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়াতেই কিটি বললে স্বামীকে। বললে এমনভাবে যাতে সের্গেই ইভানোভিচ কথাটা শুনতে পান এবং বোঝাই যায় যে সেটাই চাইছিল কিটি। 'আর কী সুন্দরী, মর্যাদাময় সৌন্দর্য! ভারেঙ্কা!' চেঁচিয়ে ডাকলে কিটি, 'তোমরা কলের বনে যাবে? আমরা সঙ্গ ধরব তোমাদের।'

'তুই তোর অবস্থাটা একেবারে ভুলে যাস কিটি' — তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী, 'অমন চিৎকার করা উচিত নয়।'

কিটির ডাক আর মায়ের তিরস্কার শুনে ভারেঙ্কা দ্রুত লঘু পদক্ষেপে গেল কিটির কাছে। তার গতিভঙ্গির দ্রুততা, সজীব মুখমণ্ডলের রক্তিমা — সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে। সে অসাধারণটা কী, কিটি তা জানত, এবং মনোযোগ

দিয়ে তাকে সে লক্ষ করছিল। ভারেংকাকে সে ডাকল কেবল কিটির ধারণায় আজ ডিনারের পরে বনে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটার কথা, তার জন্য মনে মনে তাকে আশীর্বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

তাকে চুমু খেয়ে ফিসফিসিয়ে সে বললে, 'ভারেংকা, একটা ব্যাপার ঘটলে আমি খুবই সুখী হব।'

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন তো?' যে কথাটা তাকে বলা হল, সেটা যেন তার কানে যায় নি এমনি ভাব করে বিব্রত হয়ে ভারেংকা জিগ্যেস করলে লেভিনকে।

'আমি যাব, তবে মাড়াই তলা পর্যন্ত। সেখানেই থেকে যাব।'

'কী তোমার এত গরজ পড়ল?' বললে কিটি।

'নতুন গাড়িগুলো দেখতে আর হিসাব করতে হবে' — লেভিন বললেন, 'আর তুমি থাকবে কোথায়?'

'খোলা বারান্দায়।'

॥ ২ ॥

সমস্ত নারীই জুটেছিলেন বারান্দায়। সাধারণতই খাবার পর সেখানে বসে থাকতে তাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু আজ আরো একটা ব্যাপার ছিল। বাচ্চার ফতুয়া সেলাই আর কম্বল বোনার যে কাজে সবাই ব্যস্ত থাকত, তা ছাড়াও আজ সেখানে জ্যাম বানানো হচ্ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে নতুন এক পদ্ধতিতে, বিনা জলে। নতুন এই পদ্ধতিটা কিটি চালু করেছে, যা চলে তাঁদের বাড়িতে। এ ব্যাপারটার ভার আগে ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার, যাঁর বিশ্বাস ছিল যে লেভিনদের সংসারে যা হবে তা কখনো খারাপ হতে পারে না; স্ট্রবেরির জ্যামে তিনি তাহলেও জল দিয়েছিলেন এই দৃঢ় মত নিয়ে যে জিনিসটা অন্য কোনো ভাবে হতে পারে না। তাতে তিনি ধরা পড়ে যান এবং এখন সবার সমক্ষে তৈরি হচ্ছে র‍্যাস্পবেরির জ্যাম, আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়াও জ্যাম হতে পারে ভালো।

রাঙা আর রাগান্বিত মুখে, এলোমেলো চুলে, কনুই অবধি অনাবৃত হাতে উনুনের ওপর বৃত্তাকারে গামলা ঘোরাচ্ছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যাস্পবেরিগুলোর দিকে তাকিয়ে

সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যেন তা সিদ্ধ না হয়ে জমে যায়। র‍্যাস্পবেরি জ্যাম বানানোয় নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা গণ্য করে প্রিন্স-মহিষী আগাফিয়া মিখাইলোভনার ক্রোধ টের পেয়ে ভাব করছিলেন যে তিনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত, র‍্যাস্পবেরির দিকে তাঁর নজর নেই, কথা কইছিলেন অন্য বিষয়ে, কিন্তু আড়চোখে চাইছিলেন উন্নুনের দিকে।

'আমার চাকরানিদের পোশাকের জন্যে সর্বদা আমি নিজে শস্তা ছিট কিনে দিই' — যে প্রসঙ্গটা শুরু হয়েছিল তার জের টেনে বলছিলেন তিনি... 'ফেনা তুলে ফেলার সময় হয় নি কি ঠাকরুন?' আগাফিয়া মিখাইলোভনার উদ্দেশে বললেন তিনি; 'নিজে তোর এ কাজ করা একেবারে বারণ, খুব গরম' — বললেন কিটিকে।

'আমি করছি' — বলে ডল্লি উঠে দাঁড়ালেন এবং চিনির ফেনিল ভিয়ানে সাবধানে চামচ নাড়তে লাগলেন, চামচেতে লেগে যাওয়া গাদ ঝাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই লাল রঙের সিরাপ চোয়ানো হলুদ-গোলাপী ফেনায় জমে-ওঠা একটা ডিশে চামচটা ঠুকছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'চায়ের সঙ্গে কী আহ্লাদেই না এটা ওরা খাবে!' মনে পড়ল তিনি নিজে যখন শিশু ছিলেন তখন সবচেয়ে যেটা ভালো, সেই ফেনাটা বড়োরা খায় না দেখে ভারি অবাক লাগত তাঁর।

সেইসঙ্গে লোককে কিভাবে উপহার দেওয়া ভালো, এই চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গটা চালিয়ে ডল্লি বললেন, 'স্তিভা বলে, টাকা দেওয়া অনেক ভালো, কিন্তু...'

'টাকা কেন?' সমস্বরে বলে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী ও কিটি, 'উপহারের কদর করে ওরা।'

'যেমন আমি গত বছর আমাদের মাত্রেনা সেমিওনোভনার জন্যে ঠিক পপলিনের নয়, তবে ঐ ধাঁচের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।

'মনে আছে, পোশাকটা সে পরেছিল আপনার জন্মদিনে।'

'সুন্দর প্যাটার্ন; কী সহজ, অথচ সম্ভ্রান্ত। ওর না হলে আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা বানাতাম। ভারেঙ্কার ফ্রকের মতো কিছু। দেখতে সুন্দর অথচ শস্তা।'

'এখন মনে হচ্ছে তৈরি' — চামচ থেকে সিরাপ ফেলতে ফেলতে ডল্লি বললেন।

'যখন গুটি বেঁধে যাবে, তখন। আরো একটু জ্বালে রাখুন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।'

'জ্বালালে এই মাছিগুলো!' রেগে বললেন আগফিয়া মিখাইলোভনা। 'দাঁড়াবে ঐ একই' — যোগ দিলেন তিনি।

'আহ, কী সুন্দর, তাড়া দেবেন না ওকে' — রেলিঙের ওপর বসে বোঁটা উলটে র‍্যাস্পবেরি ঠোকরাচ্ছিল একটা চড়াই, সেটা দেখে হঠাৎ বলে উঠল কিটি।

'হ্যাঁ, তবে তুই সরে আয় উনুনের কাছ থেকে' — মা বললেন।

'A propos de Varenka'* — কিটি বললে ফরাসিতে যা তাঁরা অনবরত বলছিলেন যাতে আগাফিয়া মিখাইলোভনা বুঝতে না পারেন। 'জানেন মা, কেন জানি আজ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি। আপনি বুঝতে পারছেন কী। কী ভালোই না হয় তাহলে!

'ওস্তাদ ঘটকী বটে!' ডল্লি বললেন, 'কী সাবধানে আর কায়দা করে ও মেলাচ্ছে ওঁদের...'

'না, আপনি বলুন মা, আপনি কী ভাবছেন?'

'ভাববার কী আছে? উনি' (বলাই বাহুল্য উনি মানে সেগেই ইভানোভিচ) 'সর্বদাই রাশিয়ায় সবচেয়ে কাম্য 'পাত্র হতে পারতেন; এখন অবশ্য বয়স হয়েছে, তাহলেও আমি জানি, এখনো অনেকেই ওঁকে বিয়ে করতে রাজি থাকবে... এ মেয়েটির দয়ামায়া আছে, কিন্তু উনি হয়ত...'

'না, আপনি বুঝে দেখুন মা, কেন ওঁদের দু'জনের পক্ষেই এর চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না। প্রথমত — ভারেঙ্কা অপূর্ব মেয়ে!' কিটি বললে তার একটা আঙুল গুটিয়ে।

'উনি যে ভারেঙ্কাকে খুবই পছন্দ করছেন, তা ঠিক' — সমর্থন করলেন ডল্লি।

'তারপর, সমাজে ওঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে বৌয়ের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা ওঁর কাছে একেবারে নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি জিনিস ওঁর দরকার — ভালো, শান্তশিষ্ট, মিষ্টি একটি স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, ভারেঙ্কার সঙ্গে উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন' — সমর্থন করলেন ডল্লি।

* ভালো কথা ভারেঙ্কার ব্যাপারে (ফরাসি)।

'তৃতীয়ত দরকার স্ত্রী যেন তাঁকে ভালোবাসে। ভালো সে তো বাসে... বিয়েটা হলে কী ভালোই না হয়!.. পথ চেয়ে আছি, ওঁরা যখন বন থেকে ফিরবেন, ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। ওঁদের চোখ দেখেই আমি বুঝে যাব। কী আনন্দই যে হত! তুমি কী মনে করো ডল্লি?'

'আরে, অস্থির হ'স নে। অস্থির হওয়া তোর এখন বারণ' — মা বললেন।

'আমি অস্থির হচ্ছি না মা। আমার মনে হচ্ছে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন।'

'কিভাবে আর কখন যে পুরুষেরা পাণিপ্রার্থনা করে সেটা ভারি অদ্ভুত... প্রথমে কেমন একটা বাধা থাকে, তারপর হঠাৎ তা ভেঙে পড়ে' — স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হাসি হেসে বললেন ডল্লি।

হঠাৎ কিটি জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মা, বাবা আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিভাবে?'

'বিশেষত্ব কিছু ছিল না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার' — বললেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু সে ব্যাপারটা মনে পড়ায় মুখ তাঁর জবলজবল করে উঠল।

'ছিল না মানে? আপনার কাছে কথাটা পাড়তে দেওয়ার আগে ভালো তো বাসতেন?'

নারী জীবনের প্রধান এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারছে বলে খুবই একটা তৃপ্তি পাচ্ছিল কিটি।

'ভালোবাসতাম বৈকি। ও এসেছিল আমাদের কাছে, গ্রামে।'

'কিন্তু কী করে সব স্থির হয়ে গেল মা?'

'তুই বুঝি ভাবিস তোরা নতুন কিছু একটা ভেবে বার করেছিস? সবই একই ব্যাপার: স্থির হয়ে গেল চোখ দিয়ে, হাসি দিয়ে।'

'ভারি সত্যি কথা বলেছ মা! ঠিক ঐ চোখ আর হাসি দিয়েই' — সমর্থন করলেন ডল্লি।

'কিন্তু কী কথা উনি বলেছিলেন?'

'কস্তিয়া তোকে কী বলেছিল?'

'সে লিখেছিল খড়ি দিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার!.. আমার মনে হচ্ছে সে যেন কত দিন আগে!' কিটি বললে।

তিনজন নারী ভাবতে লাগলেন একই কথা। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলে

কিটি। তার মনে পড়ছিল বিয়ের আগের গোটা শীতকালটা আর ভ্রন্‌স্কির জন্য তার আকুলতা।

'শুধু একটা ব্যাপার... ভারেঙ্কার আগেকার প্রেমটা' - কিটি বললে, চিন্তার স্বাভাবিক যোগসম্পর্কে ব্যাপারটা মনে পড়েছিল তার; 'সের্গেই ইভানোভিচকে ঘটনাটার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, তাঁকে তৈরি করে রাখতে। ওরা, সমস্ত পুরুষই' – যোগ দিল কিটি, 'আমাদের অতীত নিয়ে সাংঘাতিক ঈর্ষাপরায়ণ।'

'সবাই নয়' — ডল্লি বললেন, 'তুই তোর স্বামীকে দিয়ে বিচার করছিস। আজও পর্যন্ত ভ্রন্‌স্কির কথা ভেবে ওর যন্ত্রণা হয়। তাই না? সত্যি?'

'সত্যি' — চোখে হাসি নিয়ে চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললে কিটি।

কন্যার জন্য নিজের জননীসুলভ উদ্বেগ নিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'শুধু আমি জানি না তোর কোন অতীতটায় ওর দুশ্চিন্তা হতে পারে। ভ্রন্‌স্কি তোকে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে? সমস্ত মেয়ের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে থাকে।'

'কিন্তু সে নিয়ে আমরা কথা কইছি না' — কিটি বললে লাল হয়ে।

'না, দাঁড়া' — বলে গেলেন মা, 'ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আমি কথা বলি, সেটা তুই-ই পরে চাস নি। মনে আছে?'

'আহ, মা!' কিটি বললে মুখভাবে যন্ত্রণা নিয়ে।

'এখন তোদের আর বেঁধে রাখা যায় না... তবে তোর সম্পর্কটা উচিত সীমার বাইরে যেতেই পারে নি; আমি নিজেই ওকে ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু তোর বাছা অস্থির হওয়া উচিত নয়। সেটা মনে রেখে শান্ত হ' তো।'

'আমি একেবারে শান্ত, মা।'

'কিটির পক্ষে কী সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়েছে যে আন্না এসেছিলেন ডল্লি বললেন, 'আর আন্নার পক্ষে কী দুর্ভাগ্য। একেবারে উল্টোটা' নিজের ভাবনায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যোগ দিলেন ডল্লি, 'তখন আন্না ছিলেন ভারি সুখী আর কিটি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করত। কেমন একেবারে উল্টো! আমি প্রায়ই ভাবি আন্নার কথা।'

'ভাবনার লোক পেলি বটে! ইতর, জঘন্য, হৃদয়হীন নারী' — বললেন মা, কিটির যে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে বিয়ে হল না, হয়েছে লেভিনের সঙ্গে এটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না।

'এ সব কথা বলার কী যে এত সাধ' — বিরক্তিতে বললে কিটি, 'আমি ও নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না... ভাবতে চাই না' — বারান্দার সিঁড়িতে স্বামীর পরিচিত পদশব্দে কান পেতে থেকে পুনরাবৃত্তি করলে সে।

বারান্দায় উঠে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী নিয়ে ঐ ভাবতে চাওয়া হচ্ছে না?'

কেউ জবাব দিলেন না, উনিও প্রশ্নটা করলেন না দ্বিতীয়বার।

'আপনাদের নারী রাজ্যে অশান্তি ঘটালাম বলে দুঃখ হচ্ছে' — লেভিন বললেন সকলের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে। তিনি বুঝেছিলেন যে এমন কিছু নিয়ে কথা হচ্ছিল যা তাঁরা বলতে চান না তাঁর সামনে।

র‍্যাস্পবেরির জ্যাম বানানো হচ্ছে বিনা জলে, এ নিয়ে, এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাৎস্কিদের প্রভাবে আগাফিয়া মিখাইলোভনার অসন্তুষ্টি তিনিও বোধ করলেন মুহূর্তের জন্য। তাহলেও হেসে গেলেন কিটির কাছে।

'কী, কেমন?' তিনি বললেন সেইরকম একটা মুখভাব নিয়ে, কিটির সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল সবাই যা অবলম্বন করে।

'কিছু না। ভালোই, আর তোমার ব্যাপার-স্যাপার?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সাধারণ গাড়ির চেয়ে তিনগুণ মাল নিচ্ছে ওয়াগনগুলো। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্যে যাওয়া হবে নাকি? আমি ঘোড়া জুততে বলেছি।'

'সেকি, তুমি কিটিকে নিয়ে যেতে চাও বগি-গাড়িতে?' প্রিন্স-মহিষী বললেন তিরস্কারের সুরে।

'ঘোড়াগুলোকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, প্রিন্সেস।'

প্রিন্স-মহিষীকে লেভিন কখনো 'মা' সম্বোধন করেন নি, যা করে থাকে জামাতারা, এটা প্রিন্স-মহিষীর ভালো লাগত না। কিন্তু প্রিন্স-মহিষীর প্রতি তাঁর বেশ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের প্রয়াতা জননীর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগকে কলুষিত না করে তাঁকে মা বলা সম্ভব ছিল না।

'মা, আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে' — বললে কিটি।

'এই সব অবিবেচনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি পায়ে হেঁটে যাব, সেটা তো আমার পক্ষে ভালো' — এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে কিটি তাঁর হাত ধরলে।

'ভালো, কিন্তু সবকিছুরই মাত্রা আছে' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।

'কি আগাফিয়া মিখাইলোভনা, জ্যাম তৈরি?' আগাফিয়া মিখাইলোভনার দিকে চেয়ে হেসে তাঁকে খুশি করার চেষ্টায় লেভিন বললেন, 'নতুন পদ্ধতিটা ভালো?'

'ভালো হওয়াই উচিত। তবে আমাদের কাছে কড়া পাক।'

'সেটাই তো ভালো আগাফিয়া মিখাইলোভনা, টকে যাবে না। আমাদের ঠান্ডী ঘরের বরফ গলে গেছে, কোথাও ওগুলো রাখবার জায়গা নেই' — স্বামীর ইচ্ছাটা কী তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে এবং নিজেও সেই একই ইচ্ছাবশে বৃদ্ধাকে বললে কিটি, 'তবে আপনার নোনা শবজিগুলো যা, মা বলেন তেমন তিনি খান নি কোথাও' — হেসে বৃদ্ধার মাথার রুমাল ঠিক করে দিয়ে যোগ দিলে সে।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা কিটির দিকে চাইলেন রাগত দৃষ্টিতে।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না গো। আপনাদিগে দু'জনাকে একবার দেখলেই আমার আনন্দ' — বললেন উনি আর এই অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় মন গলে গেল কিটির।

সে বললে, 'চলুন আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে, জায়গাগুলো দেখিয়ে দেবেন।'

আগাফিয়া মিখাইলোভনা হেসে মাথা নাড়লেন, যেন বলতে চান, 'আপনাদের ওপর রাগ করে সুখ আছে, কিন্তু ওটি হবে না।'

'আমি যা বলছি তাই করে দেখুন' — বললেন প্রৌঢ়া প্রিন্স-মহিষী। 'জ্যামের ওপর কাগজ রেখে রাম দিয়ে ভেজান, বরফ না থাকলেও ছাতা পড়বে না।'

॥ ৩ ॥

স্বামীর সঙ্গে একা হতে পারার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি হয়েছিল কিটি, কেননা বারান্দায় গিয়ে যখন তিনি জিগ্যেস করেছিলেন কী নিয়ে কথা হচ্ছে এবং কেউ জবাব দিলেন না, তখন তাঁর অতি সংবেদনশীল মুখখানায় ক্ষোভের যে একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল, সেটা কিটির চোখে পড়েছিল।

পায়ে হেঁটে যখন তাঁরা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ধুলোভরা, রাইয়ের মঞ্জরি আর শস্যদানা ছড়ানো সমতল রাস্তায় উঠলেন, কিটি স্বামীর হাতের ওপর রীতিমতো ভর দিয়ে তাঁকে টানলেন নিজের দিকে। মুহূর্তের বিরূপতা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, আর কিটিকে একা পেয়ে এখন, তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা নিয়ে ভাবনা মুহূর্তের জন্যও যাচ্ছিল না মন যখন তখন তিনি অনুভব করলেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে সান্নিধ্যের একেবারে কামগন্ধহীন, তাঁর পক্ষে নতুন, আনন্দময় একটা উপভোগ। বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি শুনতে চাইছিলেন কিটির কণ্ঠস্বর, গর্ভবতী অবস্থায় যা এখন তার দৃষ্টির মতোই বদলে গিয়েছে। যেমন তার চাউনিতে, তেমনি তার গলার স্বরে ছিল এমন একটা কোমলতা আর গভীরতা যা অনেকটা শুধু নিজের প্রিয় বিষয়ে মগ্ন লোকেদের মধ্যে দেখা যায়।

'হয়রান হয়ে পড়বে না তো? আমার ওপর আরো বেশি ভর দাও' — কিটিকে বললেন লেভিন।

'না, তোমার সঙ্গে শুধু একা থাকতে পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে; ওঁদের সঙ্গ আমার যতই ভালো লাগুক, বলতে বাধা নেই যে আমাদের দুজনকার একসঙ্গে শীতের সন্ধ্যাগুলোর কথা ভেবে মন কেমন করে।'

'সেটাও ভালো ছিল, এটাও আরো ভালো। দুই-ই ভালো' -- লেভিন বললেন তার হাতে চাপ দিয়ে।

'তুমি যখন এলে তখন কী নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?'

'জ্যাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ, জ্যাম নিয়েও; কিন্তু তারপর লোকে পাণিপ্রার্থনা করে কিভাবে তাই নিয়ে।'

'অ' — লেভিন বললেন বটে, তবে কিটির কথাগুলো শোনার চেয়ে বেশি শুনছিলেন তার কণ্ঠস্বর, যে পথটা এখন বনের দিকে গেছে, অনবরত ভাবছিলেন সেটা নিয়ে, যেসব জায়গায় কিটির বেঠিক পা ফেলা সম্ভব, এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সেগুলো।

'তা ছাড়া সের্গেই ইভানিচ আর ভারেঙ্কা সম্পর্কেও। তুমি খেয়াল করেছ?.. আমি এটা খুবই চাই' — বলে চলল কিটি, 'কী তুমি ভাবছ এ ব্যাপারে?' লেভিনের মুখের দিকে চাইলে সে।

'কী ভাবা যায় জানি না' — হেসে জবাব দিলেন লেভিন, 'এদিক থেকে সের্গেইকে আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। আমি তো তোমায় বলেছি যে...'

'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন যে মারা গেছে...'

'ঘটনাটা ঘটে যখন আমি বাচ্চা। ব্যাপারটা শুনেছি লোকের মুখে। ওঁকে তখন যা দেখেছি মনে আছে। আশ্চর্য সুন্দর লোক ছিলেন তিনি তখন। সেই থেকে নারী সাহচর্যে আমি তাঁকে লক্ষ করে দেখেছি; তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সৌজন্যশীল, কাউকে কাউকে তাঁর ভালোও লাগত, কিন্তু আমি টের পেতাম, ওঁর কাছে ওরা নারী নয়, স্রেফ লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভারেঙ্কার বেলায়... মনে হয় কিছু একটা আছে...'

'হয়ত আছে... কিন্তু ওঁকে জানা দরকার... উনি আলাদা ধরনের এক আশ্চর্য মানুষ। উনি বাস করেন শুধু মননের জগতে। বড়ো বেশি উনি নির্মল আর উন্নত প্রাণের লোক।'

'তার মানে? এতে ওঁর মানহানি হবে?'

'তা নয়, কিন্তু মননের জগৎ নিয়ে থাকতে তিনি এত অভ্যস্ত যে সাংসারিক ব্যাপার মেনে নিতে তিনি পারবেন না, আর ভারেঙ্কা যতই হোক, সাংসারিক জীব।'

যথাযথ ভাষায় মুড়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার কষ্ট না নিয়ে লেভিন এখন তা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি জানতেন যে এখনকার মতো ভালোবাসায় নিবিড় এই মুহূর্তে কী তিনি বলতে চাইছিলেন কিটি সেটা বুঝবে ইঙ্গিতেই, এবং সে বুঝলও।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো এই সাংসারিকতাটা ভারেঙ্কার মধ্যে নেই; আমি বুঝি যে আমাকে উনি ভালোবাসতে পারতেন না কখনো। কিন্তু ভারেঙ্কার সবটাই ঊর্ধ্ব জগতের...'

'আরে না, তোমায় উনি ভালোবাসেন আর আমার আত্মীয়স্বজনেরা যে তোমায় ভালোবাসেন সেটা ভারি ভালো লাগে আমার...'

'আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন, কিন্তু...'

'কিন্তু প্রয়াত নিকোলাইয়ের মতো নন, তোমাদের দু'জন দু'জনকে ভালো লেগেছিল' — বাক্যটা শেষ করলেন লেভিন, 'সেটা না বলবার কী আছে?' যোগ করলেন তিনি, 'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ভর্ৎসনা করি: পরিণামে ভুলে যাব। কী সাংঘাতিক অথচ চমৎকার মানুষ ছিলেন...

ও, হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা কইছিলাম আমরা?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লেভিন বললেন।

'তুমি ভাবছ যে উনি প্রেমে পড়তে পারেন না' — নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে রাখল কিটি।

'প্রেমে পড়তে পারেন না এমন নয়' — হেসে লেভিন বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে যে দুর্বলতাটুকু প্রয়োজন, সেটা ওঁর নেই... সর্বদা আমি হিংসে করেছি ওঁকে, আর এখন আমি সুখী হলেও হিংসে করি।'

'হিংসে করো উনি ভালোবাসতে পারেন না বলে?'

'হিংসে হয় কেননা আমার চেয়ে উনি ভালো' — হেসে বললেন লেভিন, 'উনি বেঁচে থাকেন নিজের জন্যে নয়। জীবন তাঁর কর্তব্য পালনে নিবেদিত। তাই তিনি সৌম্য আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন।'

'আর তুমি?' উপহাস আর ভালোবাসার হাসি নিয়ে কিটি বললে।

চিন্তার যে ধারাটা কিটির মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেটা সে প্রকাশ করে বলতে পারত না কিছুতেই; কিন্তু তার শেষ কথাটা হল এই যে স্বামী তাঁর ভাইয়ের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ও নিজেকে হীন করে কপটতা করছেন। সে জানত যে এই কপটতাটা আসছে দাদার প্রতি তাঁর ভালোবাসা থেকে, নিজের বড়ো বেশি সুখের জন্য বিবেক দংশন আর নিজে ক্রমাগত ভালো হয়ে ওঠার অবিরত বাসনা থেকে। ওঁর ভেতরকার এই জিনিসটা কিটির ভালো লাগত তাই সে হাসলে।

সেই একই হাসি নিয়ে সে জিগ্যেস করলে, 'আর তুমি? কিসে তোমার অসন্তোষ?'

নিজের ওপর তাঁর অসন্তোষে কিটির অবিশ্বাস খুশি করল লেভিনকে আর তার এই অবিশ্বাসের কারণটা যাতে সে বলে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে কিটিকে ঠেলা দিলেন লেভিন।

বললে, 'আমি সুখী, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তুষ্ট।'

'সুখী হলে অসন্তুষ্ট হতে পারো কী করে?'

'মানে কী করে তোমায় বোঝাই? যেমন মনে প্রাণে আমি এখন চাইছি শুধু তুমি যেন হোঁচট না খাও। আহ্, অমন করে লাফাতে হয় কখনো!' হাঁটা পথটায় পড়ে থাকা একটা ডাল ডিঙতে গিয়ে বড়ো বেশি তাড়াহুড়ো করায় কিটিকে বকুনি দেবার জন্য তিনি থেমে গেলেন নিজের কথায়। 'কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি, তুলনা করি অন্যদের

বিশেষ করে দাদার সঙ্গে, তখন বেশ বুঝি যে আমি ভালো নই।'

'কিসে খারাপ?' একই হাসি নিয়ে বলে গেল কিটি, 'তুমিও কি অন্যদের জন্যে কাজ করো না? চাষীদের বিলি করা জমি, তোমার নিজের কৃষিকাজ, তোমার বই, এ সব কী তবে?..'

'না, আমি এটা অনুভব করছি এবং আরও বেশি করে এখন: ও সব যে ঠিক তেমন নয়' — কিটির হাতে চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'তার জন্যে দায়ী তুমি। এ আমি করি এমনি, ওপর-ওপর। তোমায় যেমন ভালোবাসি এ সব কাজকে যদি তেমনি ভালোবাসতে পারতাম. . ইদানীং আমি এ সব করছি যেন স্কুলের হোমটাস্ক।'

কিটি জিগ্যেস করলে, 'তাহলে বাবাকে কী তুমি বলবে? উনি খারাপ কারণ সাধারণের জন্যে কিছুই তিনি করেন নি?'

'উনি? না, উনি নন। তোমার বাবার মতো সহজ-সরলতা, স্বচ্ছতা, সহৃদয়তা থাকা দরকার, সেটা কি আমার আছে? আমি কিছু করছি না আর কষ্ট পাচ্ছি সে জন্যে। এটা তুমি ঘটিয়েছ। যখন তুমি ছিলে না আর ছিল না এটি' — কিটির উদরের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন এবং ইঙ্গিতটা কিটি বুঝল, 'তখন কাজে আমার সমস্ত শক্তি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তা আর পারছি না অথচ বিবেকে বিঁধছে। আমি এ সব করি ঠিক হোমটাস্ক করার মতো, ভান করি...'

'তা এখন তোমার জায়গা বদল করতে চাও কি সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে?' কিটি শুধাল, 'চাও কি সাধারণের জন্যে কাজ করতে আর শুধু ওই হোমটাস্কটাকে ওঁর মতো ভালোবাসতে, বাস?'

'অবশ্যই নয়' — লেভিন বললেন, 'তবে আমি এত সুখী যে জ্ঞানগম্য আর কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি সত্যিই ভাবছ যে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন?' একটু চুপ করে থেকে যোগ দিলেন উনি।

'ভাবছিও বটে, আবার ভাবছিও না। শুধু ওটা চাইছি ভয়ানক। দাঁড়াও, দাঁড়াও' — নিচু হয়ে পথের পাশে গজানো বুনো একটা ডেইজি ফুল তুললে সে, 'এবার পাপড়িগুলো পর পর গুণে যাও: পাণিপ্রার্থনা করবেন, কি করবেন না, করবেন, কি করবেন না' — ফুলটা দিয়ে কিটি বললে।

লম্বা, শাদা পাপড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে লেভিন বলে চললেন, 'করবেন, করবেন না...'

'উঁহু, উঁহু, হল না' — উদ্‌গ্রীব হয়ে লেভিনের আঙুল লক্ষ করছিল কিটি, হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে সে বলে উঠল, 'এক বারে দুটো পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলেছ তুমি।'

'তাতে কী, এই ছোট্টটা তো আর ধর্তব্য ছিল না' — পুরো বেড়ে না-ওঠা একটা পাপড়ি ছিঁড়ে লেভিন বললেন, 'এই তো আমাদের বগি-গাড়ি এসে গেছে।'

'ক্লান্ত হোস নি, কিটি?' গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন প্রিন্স-মহিষী।

'একটুও না।'

'নইলে গাড়িতে উঠতে পারিস, ঘোড়াগুলো যদি শান্তভাবে এক-পা এক-পা করে চলে।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছিল জায়গাটা, তাই সবাই চলল পায়ে হেঁটে।

॥ ৪ ॥

ভারেঙ্কার কালো চুল শাদা রুমালে বাঁধা। ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাদের নিয়ে সে বেশ আনন্দ করেই ব্যস্ত আর যে পুরুষটিকে তার ভালো লাগে তাঁর কাছ থেকে প্রেম নিবেদন শোনার সম্ভাবনায় স্পষ্টতই আন্দোলিত। অতি আকর্ষণীয় লাগছিল তাকে। সের্গেই ইভানোভিচ হাঁটলেন তার পাশে পাশে আর মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাকে। তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল কত মধুর কথা তিনি শুনেছেন ভারেঙ্কার কাছ থেকে, তার সম্পর্কে কত ভালো ভালো জিনিস জানতে পেরেছেন তিনি আর ক্রমেই টের পাচ্ছিলেন যে তার প্রতি যে হৃদয়াবেগ তিনি বোধ করছেন সেটা কেমন যেন বিশেষ রকমের, তেমনটা বহুকাল তাঁর হয় নি, যা হয়েছিল তাও শুধু একবার, তাঁর প্রথম যৌবনে। তার কাছাকাছি থাকার আনন্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন স্তরে পেঁছিল যে সরু ডাঁটির ওপর কিনারা মেলে দেওয়া যে বার্চ ব্যাঙের ছাতাটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি ভারেঙ্কার ঝুড়িতে দেবার সময় তিনি তার চোখের দিকেই চাইলেন আর তার মুখ ছেয়ে দেওয়া পুলকিত ও ত্রস্ত উত্তেজনার

লালিমা লক্ষ করে নিজেই তিনি হকচকিত হয়ে নীরবে হাসলেন বড়ো বেশি মুখর হাসিতে।

'তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে' -- নিজেকে বললেন তিনি, 'বালকের মতো ক্ষণিকের মোহে গা ভাসালে চলবে না।'

'এবার কারও অপেক্ষা না রেখে চলে যাচ্ছি ব্যাঙের ছাতা তুলতে, নইলে আমার জোগান হয়ে থাকছে অকিঞ্চিৎকর' -- এই বলে বনের যে কিনারায় বুড়ো বুড়ো বিরল বার্চ গাছগুলোর মাঝে রেসম-চিকন ছোটো ছোটো ঘাসের ওপর তাঁরা হাঁটছিলেন, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনের গভীরে, যেখানে বার্চ গাছের শাদা শাদা গুঁড়ির মাঝে মাঝে অ্যাস্পেন গাছের ধূসর গুঁড়ি আর হ্যাজেলের কালো ঝোঁপ দেখা যাচ্ছিল। চল্লিশ পা সরে গিয়ে গোলাপি-লাল মঞ্জরি ঝোলানো স্পিণ্ডল-বুশ ঝোপের পেছনে সের্গেই ইভানোভিচ থামলেন। জানতেন সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। শুধু যে বার্চ গাছগুলোর তলে তিনি ছিলেন তাদের ডগায় একঝাঁক মৌমাছির মতো ভন ভন করছিল মাছি আর মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বনপ্রান্তের অদূরে শোনা গেল ভারেঙ্কার খাদের গলা, গ্রিশাকে ডাকছিল সে। সের্গেই ইভানোভিচের মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হাসিটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি মাথা নাড়লেন নিজের এ অবস্থা পছন্দ না করে, চুরুট বার করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। বার্চ গাছের কাণ্ডে দেশালাইয়ের কাঠি ঘষে অনেকখন তিনি তা ধরাতে পারছিলেন না। বার্চের শাদা বাকলের ওপরকার নরম ঝিল্লি ফসফোরে জড়িয়ে গিয়ে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একটা কাঠি জ্বলল আর বার্চের ঝুলন্ত ডালের তলেকার ঝোপটার ওপরে ও সামনে দোলায়মান চাদরের মতো বিছিয়ে গেল চুরুটের গন্ধী ধোঁয়া। ধোঁয়াটা লক্ষ করে নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তিনি চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

তিনি ভাবছিলেন, 'কেনই বা নয়? এটা যদি হত শুধুই একটা দমকা ভাবাবেগ কিংবা যৌনকামনা, যদি আমি এই আকর্ষণটা, এই পারস্পরিক আকর্ষণটা (পারস্পরিকই বলতে পারি আমি) বোধ করতাম, অথচ টের পেতাম যে তা আমার সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে যদি আমি অনুভব করতাম যে আমার সাধনা ও

কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি... কিন্তু সে তো নয়। এর বিরুদ্ধে শুধু একটা যে কথা আমি বলতে পারি সেটা এই যে মেরি-কে হারিয়ে আমি মনে মনে বলেছিলাম যে তার স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নিজের হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে শুধু এই কথাটাই বলতে পারি... এটা গুরুত্বপূর্ণ।' সের্গেই ইভানোভিচ ভাবলেন গুরুত্বপূর্ণ, সেইসঙ্গে অনুভব করছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ওটার কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না, যদিও লোকের চোখে তাঁর কাব্যিক মূর্তিটা মাটি হয়ে যেতে পারে। 'কিন্তু এটা ছাড়া যতই খুঁজি কিছুই পাচ্ছি না আমার হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে। শুধু যুক্তি দিয়ে যদি কাউকে নির্বাচন করি, তাহলে ওর চেয়ে ভালো কাউকে পাব না।'

তাঁর পরিচিত নারী ও কুমারীদের তিনি যতই স্মরণ করে দেখুন, এমন কাউকে তিনি মনে করতে পারলেন না যার মধ্যে নিরাবেগে বিচার করে স্ত্রীর ভেতর যে গুণগুলি দেখতে তিনি চান, তা সব, একেবারে সবই ওর মতো এমন মাত্রায় মিলেছে। যৌবনের সমস্ত মাধুর্য ও স্ফূর্তি তার ছিল, কিন্তু কচি খুকি সে নয়। তাঁকে যদি সে ভালোবেসে থাকে, তবে ভালোবেসেছে সজ্ঞানে, নারীর যেভাবে ভালোবাসা উচিত; এই হল এক কথা। দ্বিতীয়ত: উচ্চসমাজী চাল তার ছিল না শুধু তাই নয়, স্পষ্টতই উচ্চ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণাই ছিল তার, অথচ সমাজকে সে জানত এবং ভালো সমাজের নারীর যোগ্য সবকিছু আচারব্যবহার ছিল তার, যা ছাড়া জীবনসঙ্গিনী সের্গেই ইভানোভিচের কাছে অকল্পনীয়। তৃতীয়ত: সে ধর্মপ্রাণা, কিন্তু শিশুর মতো নির্বিচার ধর্মপরায়ণ আর ভালোমানুষ সে নয়, যেমন ধরা যাক — কিটি, কিন্তু তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রত্যয়ের ওপর। স্ত্রীর কাছে যা তাঁর প্রত্যাশা, এমনকি খুঁটিনাটিতে পর্যন্ত তা সবকিছু সের্গেই ইভানোভিচ দেখতে পেলেন ভারেঙ্কার মধ্যে; সে গরিব, একাকিনী, সুতরাং স্বামীগৃহে সে একরাশ আত্মীয়স্বজন আর তাদের প্রভাব নিয়ে আসবে না যা কিটি করেছে বলে তিনি দেখছেন, বরং সর্বদা ঋণী থাকবে স্বামীর কাছে, এটাও নিজেব ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের জন্য সর্বদা তিনি চাইতেন। আর যে মেয়ের মধ্যে এই সমস্ত গুণই মিলেছে সে ভালোবাসে তাঁকে। তিনি মিতদর্শী কিন্তু এটা না দেখে তিনি পারলেন না। আর তিনিও ভালোবাসেন তাকে। বিরুদ্ধে শুধু একটা যুক্তি — তাঁর বয়স। কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী বংশের লোক, একটি চুলও

তাঁর পাকে নি, সবাই বলবে তাঁর বয়স চল্লিশও নয়; তাঁর মনে পড়ল, ভারেঙ্কা বলেছিল যে কেবল রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরেই বৃদ্ধ মনে করে নিজেকে, অথচ ফ্রান্সে পঞ্চাশবছরী পুরুষ নিজেকে মনে করে dans la force de l'âge* আর চল্লিশবছরী -- un jeune homme.** কিন্তু কী মানে হয় বয়সের হিসেব করার যখন প্রাণে তিনি তেমনি তাজা যা ছিলেন বিশ বছর আগে? অন্য দিক থেকে বনের কিনারায় আবার ফিরে তীর্যক রোদের আলোয় ঝুড়ি হাতে হলদে পোশাকে, বুড়ো বার্চ গাছের কাছ দিয়ে লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ভারেঙ্কার সুশ্রী মূর্তিটা যখন তিনি দেখেছিলেন, তখন তাঁর যা অনুভূতি, সেটা কি যৌবন নয়? আর ভারেঙ্কার এই ছবিটা যখন একসঙ্গে মিলে যায় বাঁকা রোদে হলুদ হয়ে আসা ওট খেত আর খেতের পরে হলুদ ছিটানো, সুদূরের নীলে মিলিয়ে যাওয়া পুরনো বনের সৌন্দর্যের সঙ্গে যা বিস্মিত করেছিল তাঁকে তখন আনন্দে টনটন করে উঠল তাঁর বুক। মন তাঁর গলে গেল। তিনি অনুভব করছিলেন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য বসে নমনীয় ভঙ্গিতে উঠে ভারেঙ্কা সবে চাইছিল চারিপাশে, চুরুট ছুঁড়ে ফেলে দৃঢ় পদক্ষেপে সের্গেই ইভানোভিচ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

॥ ৫ ॥

'ভারভারা আন্দ্রেয়েভনা, আমি যখন ছিলাম খুবই তরুণ, তখন আমি এক আদর্শ নারীর মূর্তি কল্পনা করেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসব, স্ত্রী হিশেবে যাকে পেলে আমি খুশি হতে পারি। জীবনের অনেক দিন কাটল আর যা খুঁজছিলাম তা প্রথম পেলাম আপনার মধ্যেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

ভারেঙ্কার কাছ থেকে দশ পা দূরেই সের্গেই ইভানোভিচ কথাগুলো বলছিলেন মনে মনে। ভারেঙ্কা তখন হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিশার কাছ থেকে ব্যাঙের ছাতা হাত দিয়ে আটকে ছোট্ট মাশাকে ডাকছিল।

* বয়সের প্রভাতগগনে (ফরাসি)।

** যুবাপুরুষ (ফরাসি)।

'এখানে, এখানে বাচ্চারা, এখানে অনেক' - মিষ্টি নিচু খাদের গলায় বলছিল ভারেঙ্কা।

সের্গেই ইভানোভিচকে আসতে দেখে ভারেঙ্কা উঠল না, বদলাল না তার ভঙ্গি; কিন্তু সে যে তাঁর আসা টের পাচ্ছে আর তাতে যে খুশি তা বোঝা যাচ্ছিল সবকিছু থেকেই।

সুন্দর, স্মিত মুখখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে সে তার শাদা রুমালের তল থেকে শুধাল, 'পেলেন কিছু?'

'একটাও না' -- বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'আর আপনি?'

ভারেঙ্কা জবাব দিলে না, ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছিল তাকে, তাদের নিয়ে সে ব্যস্ত।

'ওই যে আরো একটা, ডালপালার পাশে' -- ছোট্ট মাশাকে ব্যাঙের ছাতাটা দেখিয়ে সে বললে। শুকনো যে ঘাসের তল থেকে সেটা মাথা তুলছিল, তাতে তার টান-টান গোলাপী ছাতাটা আড়াআড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকে শাদা দু'টুকরোয় ভেঙে মাশা যখন তা তুলল, তখনই ভারেঙ্কা উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে যেতে যেতে সে বললে, 'এতে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

কয়েক পা তারা হাঁটল নীরবে; ভারেঙ্কা দেখতে পাচ্ছিল যে উনি কিছু বলতে চাইছেন; সেটা কী তা অনুমান করে পুলক আর ত্রাসের উত্তেজনায় বুক তার নিথর হয়ে এল। ওঁরা এত দূরে চলে গিয়েছিলেন যে ওঁদের কথা কারো কানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তখনও তিনি কিছু বলতে শুরু করেন নি। ভারেঙ্কার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো হত; তাঁরা যা বলতে চাইছিলেন সেটা ভালো বলা যেত নীরবতার পরে, ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আলাপের পরে নয়। কিন্তু নিজের বিরুদ্ধেই যেন একটা আপতিক ঝোঁকে ভারেঙ্কা বলে উঠল:

'তাহলে আপনি কিছুই পেলেন না? তবে বনের ভেতর দিকে ব্যাঙের ছাতা থাকে সর্বদাই কম।'

সের্গেই ইভানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না। ও যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কথা বলছে, এতে বিরক্তি লাগছিল তাঁর। নিজের শৈশবের কথা ও যা প্রথমে বলেছিল, সেই প্রসঙ্গে ওকে ফেরাতে চাইছিলেন তিনি; কিন্তু যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্য করলেন ভারেঙ্কার প্রথম নয়, শেষ কথাটার ওপর।

'আমি শুধু শুনেছি যে শাদা ছত্রাক গজায় প্রধানত বনের কিনারায়, কিন্তু শাদাগুলো আমার চোখে পড়ে না।'

কাটল আরো কয়েক মিনিট, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে আরো দূরে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা, একেবারে তাঁরা তখন একলা। ভারেংকার বুক এমন ঢিপঢিপ করছিল যে তার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল সে. টের পাচ্ছিল যে সে রাঙা হয়ে উঠছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, আবার রাঙা।

মাদাম শ্টালের কাছে ভারেংকা যে অবস্থায় ছিল, তারপর কজ্নিশেভের মতো একজন মানুষের স্ত্রী হতে পারা তার কাছে মনে হচ্ছিল সুখের চূড়ান্ত। তা ছাড়া সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে ওঁকে সে ভালোবাসে। এখনই সেটা স্থির হয়ে যাওয়ার কথা। ভয় হচ্ছিল তার। কী উনি বলবেন আর কী বলবেন না, দু'য়েতেই ভয়।

প্রেম নিবেদনের সময় হয় এখনই, নতুবা আর কখনোই নয়; এটা সের্গেই ইভানোভিচও টের পাচ্ছিলেন। ভারেংকার সবকিছুতে, তার দৃষ্টি, গণ্ডের লালিমা, নত নয়নে প্রকাশ পাচ্ছিল একটা আতুর প্রতীক্ষা। সের্গেই ইভানোভিচ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভারেংকার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে এখন ওকে কিছু না বলা মানে ওকে অপমান করা। নিজের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলি তিনি সব মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন। যে কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করবেন ভেবেছিলেন, সেটারও পুনরাবৃত্তি করলেন মনে মনে; কিন্তু সে কথাগুলোর বদলে হঠাৎ কী একটা অপ্রত্যাশিত ভাবনার উদয় হওয়ায় তিনি বললেন:

'শাদা আর বার্চ ছত্রাকের মধ্যে তফাৎ কী?'

উত্তর দিতে গিয়ে ভারেংকার ঠোঁট থরথর করছিল:

'ছাতার দিকে প্রায় কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু বোঁটার দিকে আছে।'

আর এই কথাগুলো বলা মাত্রই দু'জনেরই বোঝা হয়ে গেল যে ব্যাপারটা চুকে গেছে, যা বলার কথা ছিল তা আর বলা হবে না, দু'জনের যে উদ্বেলতা এর আগে কূল ছাপাতে যাচ্ছিল, তা শান্ত হয়ে আসতে থাকল।

'বার্চ ছত্রাকের বোঁটা — মনে হবে যেন দু'দিন না কামানো কালো দাড়ি' — একেবারে সুস্থির হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'সত্যি' — হেসে জবাব দিলে ভারেংকা আর অজ্ঞাতসারে তাঁদের গতি বদলে গেল। বাচ্চাদের দিকে যেতে থাকলেন তাঁরা। ভারেংকার কষ্ট হচ্ছিল, লজ্জা হচ্ছিল, সেইসঙ্গে হালকাও বোধ করছিল সে।

বাড়ি ফিরে সমস্ত যুক্তিগুলো আবার বিচার করে সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মোর'র স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারেন না।

আনন্দে কলরব করে ছেলেমেয়েরা যখন ছুটে এল তাঁদের দিকে, স্ত্রীকে আগিয়ে লেভিন বলতে কি সক্রোধেই চেচিয়ে উঠলেন, 'আস্তে, আস্তে বাচ্চারা!'

ছেলেমেয়েদের পর বন থেকে বেরুলেন সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারেংকা। ভারেংকাকে জিগ্যেস করার দরকার হল না কিটির; দুজনের শান্ত আর কিছুটা লজ্জিত মুখভাব দেখে কিটি বুঝল যে তার পরিকল্পনা ফলে নি।

বাড়ি ফেরার পথে স্বামী জিগ্যেস করলেন, 'তা, কী হল?'

'লাগল না' — কিটি বললে হেসে এবং এমন ভঙ্গিতে যাতে লেভিন প্রায়ই তার পিতার ধরন দেখে খুশি হতেন।

'লাগল না মানে?'

'এইরকম' — স্বামীর হাত নিয়ে রুদ্ধ মুখের কাছে ছুঁয়ে সে বললে, 'পাদ্রীর হাতে লোকে চুমু খায় যেভাবে।'

হেসে লেভিন শুধালেন, 'কার লাগল না?'

'দুজনেরই, অথচ দরকার ছিল এইরকমটা...'

'এই, চাষীরা আসছে।'

'না, ওরা দেখতে পায় নি।'

॥ ৬ ॥

ছেলেমেয়েরা যখন চা খাচ্ছে, বড়োরা তখন ঝুল-বারান্দায় বসে এমনভাবে কথাবার্তা কইছিলেন যেন কিছুই হয় নি, যদিও সবাই, বিশেষ করে সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারেংকা ভালো করে বুঝছিলেন যে নেতিবাচক হলেও খুবই গুরুতর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দুজনেরই একইভাবে নিজেদের মনে হচ্ছিল সেই ছেলের মতো, পরীক্ষায় ফেল করে যাকে নিচের ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে, নতুবা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে লেখাপড়া। কিছু একটা ঘটে গেছে টের পেয়ে উপস্থিতরাও সবাই সজীব কথাবার্তা

চালাচ্ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে। এ সন্ধ্যায় লেভিন আর কিটি নিজেদের বোধ করছিলেন বিশেষ রকমের প্রেমাকুল আর সুখী। এবং তাঁরা যে নিজেদের প্রেমে সুখী, তাতে অন্যদের প্রতি একটা ভৎসনার ইঙ্গিত নিহিত থাকছিল যাঁরা তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না — তার জন্য লজ্জা হচ্ছে তাঁদের।

'এই আমি বলে রাখছি, আলেক্সান্দর আসবে না' — বললেন প্রৌঢ়া প্রিন্সেস।

আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে করে স্তেপান আর্কাদিচ আসবেন বলে সবাই আশা করছিলেন আর বৃদ্ধ প্রিন্স লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনিও আসতে পারেন।

'আর আমি জানি কেন আসবে না' — বলে চললেন প্রিন্সেস, 'ও বলে যে নবদম্পতীকে প্রথম দিকটায় একলা থাকতে দেওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, উনি আমাদের ফেলে রেখেছেন। কতদিন দেখি নি' — কিটি বললে, 'তা ছাড়া আমরা নবদম্পতি হলাম কোথায়? বুড়িয়েই গেছি।'

'যদি ও না আসে, আমি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বাছারা' — সখেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন প্রিন্সেস।

'কী বলছেন মা!' দুই মেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর।

'তুই ভেবে দ্যাখ, ওর কী অবস্থা, ওর এখন...'

হঠাৎ গলা কেঁপে উঠল প্রৌঢ়া প্রিন্সেসের। মেয়েরা চুপ করে গিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। সে চাউনি বলছিল, 'কিছু একটা দুঃখ মা সর্বদাই খুঁজে নেবে।' তাঁরা জানতেন না যে মেয়ের কাছে থাকতে প্রিন্সেসের যতই ভালো লাগুক, এখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা তিনি যতই অনুভব করুন, আদরের শেষ মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ায় সংসারের বাসা শূন্য হয়ে যাবার পর থেকে নিজের জন্য, স্বামীর জন্য তাঁর বড়ো কষ্ট।

রহস্যময় ও গুরুতর একটা ভাব করে এসেছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'কী ব্যাপার, আগাফিয়া মিখাইলোভনা' — সচকিত হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'রাতের খাওয়া কী হবে।'

'ভালোই হল, তুই যা' — বললেন ডল্লি, 'খাবারের খবরদারি কর, আমি যাই, গ্রিশার পড়া করাই, আজ কিছুই করে নি সে।'

'এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা! না ডল্লি, আমি যাচ্ছি' — লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন।

গ্রিশা ভর্তি হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে, গ্রীষ্মে পুরনো পড়াগুলো ফের আবৃত্তি করার কথা। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা মস্কো থাকতেই ছেলের সঙ্গে লাতিন পড়তেন, লেভিনদের এখানে এসে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে দিনে অন্তত একবার পাটীগণিত আর লাতিনের সবচেয়ে কঠিন পাঠগুলোর পুনরাবৃত্তি করাতে হবে। লেভিন তাঁর জায়গা নিতে চান। কিন্তু লেভিন কিভাবে পড়াচ্ছেন, একবার তা শুনে এবং মস্কোয় টিউটর যেভাবে শেখান সেভাবে শেখানো হচ্ছে না লক্ষ করে ডল্লি হতবুদ্ধি হয়ে এবং লেভিনকে আঘাত না দেবার চেষ্টা করেও দৃঢ়ভাবে বলেন যে পড়ানো উচিত পাঠ্যপুস্তক অনুসারে, যেভাবে শিক্ষক পড়াতেন, নইলে বরং ডল্লি নিজেই পড়াবার ভারটা আবার নেবেন। স্তেপান আর্কাদিচ যে হেলাফেলায় ছেলের পড়াশুনা দেখার ভার নিজে না নিয়ে মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যা তিনি কিছুই বোঝেন না, আর শিক্ষকরা যে এত খারাপভাবে ছেলেদের শেখায়, তার জন্য বিরক্তি ধরেছিল লেভিনের, কিন্তু শ্যালিকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে পড়াবেন তিনি যেমন চান, তেমনি ভাবেই। এবং গ্রিশাকে তিনি পড়াতে লাগলেন নিজের পদ্ধতিতে নয়, পাঠ্যপুস্তক অনুসারে, আর তাই অনিচ্ছায় প্রায়ই ভুলে যেতেন পড়াবার সময়। আজও তাই হল।

বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি ডল্লি, তুমি বসো। আমরা সব ঠিকঠাক করব, পাঠ্যপুস্তকে যেমন। তবে স্তিভা এলেই কিন্তু আমরা যাব শিকারে, তখন কিন্তু ফাঁক পড়বে।'

লেভিন গেলেন গ্রিশার কাছে।

ভারেঙ্কাও একই রকম কথা বলেছিল কিটিকে। লেভিনদের সুখী, গোছানো সংসারেও কাজে লাগার উপায় করে নিতে পারার নৈপুণ্য ছিল তার।

'রাতের খাবারের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনারা বসে থাকুন এখানে'-- এই বলে সে গেল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে।

'সত্যিই তো' — কিটি বললে, 'বাচ্চা মুরগি পাওয়া যায় নি। তাহলে নিজেদেরগুলোকেই কি...'

'সে আমি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা বুঝব' — দু'জনে চলে গেলেন ওঁরা।

'কী মিষ্টি মেয়ে!' বললেন প্রিন্সেস।

'শুধু মিষ্টি নয় মা, এত অপূর্ব হয় না কখনো।'

'তাহলে আজ আপনারা স্তেপান আর্কাদিচের আশা করছেন' — ভারেঙ্কাকে নিয়ে আলোচনাটা চলুক, স্পষ্টতই এটা না চেয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এত ভিন্ন দুটি জামাই পাওয়া কঠিন' — মিহি হেসে তিনি মন্তব্য করলেন, 'একজন সজীব, মাছ যেমন জলে, তেমনি সমাজে যে সাবলীল; অন্যজন, আমাদের কস্তিয়া, প্রাণবন্ত, ক্ষিপ্র, সবকিছুতে সজাগ, কিন্তু যেই সমাজে গিয়ে পড়ে অমনি আড়ষ্ট হয়ে যায়, ডাঙায় পড়া মাছের মতো মিছেই ঝাপটায় পাখনা।'

'হ্যাঁ, ও বড়ো লঘুচিত্ত' — সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে বললেন প্রিন্সেস, 'আমি আপনাকেই বলতে চাইছিলাম যে ওর' (কিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি) 'এখন যে এখানে থাকা চলে না, অবিশ্যি-অবিশ্যি থাকা উচিত মস্কোয়, সে কথাটা আপনি ওকে বোঝান। ও বলে যে মস্কোর ডাক্তারকে ডাকবে...'

'মা, ও সবই করবে, সবকিছুতেই ও রাজি' — এ ব্যাপারে সের্গেই ইভানোভিচকে বিচারকের ভূমিকায় ডাকায় মায়ের ওপর রাগ করে বললে কিটি।

কথাবার্তার মাঝখানে ছায়াবীথিতে শোনা গেল ঘোড়ার ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ আর নুড়ির ওপর চাকার ঘর্ঘর।

ডল্লি উঠে স্বামীকে স্বাগত করতে যাবার আগেই নিচে গ্রিশার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরুলেন লেভিন, গ্রিশাকে নিলেন সঙ্গে।

ঝুল-বারান্দার নিচে থেকে লেভিন চেঁচালেন, 'এ স্তিভা! আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ভয় নেই ডল্লি' — এই বলে তিনি বাচ্চার মতো ছুটলেন গাড়ির দিকে।

'Is, ea, id, ejus, ejus, ejus'* — ছায়াবীথিতে লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগল গ্রিশা।

বীথির মোড়ে থেমে লেভিন চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে, আরো একজন দেখছি। নিশ্চয় বাবা! খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমো না কিটি, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে।'

* সে, সে (স্ত্রী), উহা, তাকে, তাকে, তাকে (লাতিন)।

কিন্তু গাড়িতে যে বসে ছিলেন, তাঁকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভাবায় ভুল হয়েছিল লেভিনের। গাড়ির কাছে যেতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখলেন প্রিন্সকে নয়, সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক যুবাপুরুষকে, মাথায় তাঁর পেছন দিকে লম্বা ফিতে ঝোলানো স্কটল্যান্ডী টুপি। এটি ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, শ্যেরবাৎস্কিদের তিন ধাপে সম্পর্কিত ভাই, পিটার্সবুর্গ-মস্কোর দীপ্তিমান যুবক, 'চমৎকার ছোকরা আর শিকারের প্রচণ্ড ভক্ত' — স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন।

বৃদ্ধ প্রিন্সের বদলে তিনি আসায় যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ফুর্তি করে প্রিয়-সম্ভাষণ করলেন লেভিনের সঙ্গে, মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁদের আগেই পরিচয় হয়েছিল, স্তেপান আর্কাদিচ যে পয়েন্টার কুকুর সঙ্গে আনছিলেন, তার ওপর দিয়ে গ্রিশাকে তুলে নিলেন গাড়িতে।

লেভিন গাড়িতে উঠলেন না, হেঁটে এলেন তার পেছন পেছন। বৃদ্ধ প্রিন্স, যাঁকে তিনি যত বেশি জানছেন ততই ভালোবাসছেন, তিনি না আসায়, এবং একেবারে অনাত্মীয় ও অবান্তর এই ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিটির আবির্ভাব ঘটায় খানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লেভিনের বেশি অনাত্মীয় ও অবান্তর লেগেছিল আরো এই জন্য যে ছোটো-বড়ো সবার চঞ্চল জটলা শুরু হয়েছিল যে গাড়ি-বারান্দাটায় সেখানে এসে তিনি দেখলেন যে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি কিটির হস্তচুম্বন করছেন বিশেষ একটা সোহাগ ঢেলে, নাগরের ভাব নিয়ে।

'আমি আপনার স্ত্রীর cousins*, পুরনো পরিচিত' — বলে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ফের সজোরে করমর্দন করলেন লেভিনের।

'কী শিকার আছে?' প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ জানানো কোনোরকমে শেষ করে লেভিনকে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'ও আর আমি একেবারে মারমুখী হয়ে আছি। কী মা, সেই থেকে ওরা মস্কোয় যায় নি। নে তানিয়া, এটা তোর জন্যে! গাড়ির পেছন দিকে আমার ব্যাগটা আছে, নিয়ে আয়-না' — তিনি কথা বলছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গেই, 'ডল্লিনকা, বেশ যে দেখছি তাজা হয়ে উঠেছ' — স্ত্রীকে বললেন তিনি,

* সম্পর্কিত ভাই (ফরাসি)।

আরো একবার তাঁর হাতে চুমু খেয়ে আর তা ধরে রেখে অন্য হাতে তার ওপর টোকা দিতে দিতে।

এক মিনিট আগেও লেভিন ছিলেন অতি শরিফ মেজাজে, কিন্তু এখন তিনি সবার দিকে চাইছিলেন মুখ হাঁড়ি করে, কিছুই তাঁর ভালো লাগছিল না।

স্ত্রীর প্রতি স্তেপান আর্কাদিচের কমনীয়তা লক্ষ করে লেভিন ভাবলেন, 'ওই ঠোঁট দিয়ে কাকে সে চুমু খেয়েছে গতকাল?' ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না।

'ওর ভালোবাসায় তো ওর বিশ্বাস নেই। তাহলে অত আহ্লাদ কিসের? জঘন্য!' ভাবলেন লেভিন।

চাইলেন প্রিন্সেসের দিকে, এক মিনিট আগেও যাঁকে বেশ লেগেছিল লেভিনের, কিন্তু ফিতে ঝোলানো এই ভাসেনকাকে তিনি যে সমাদরে স্বাগত করছেন যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি, সেটা ভালো লাগল না তাঁর।

এমনকি সের্গেই ইভানোভিচ, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না এই জন্য যে স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি একটা কৃত্রিম সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন, যেক্ষেত্রে অব্‌লোন্‌স্কিকে তিনি ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন না, সেটা লেভিন জানেন।

আর ভারেঙ্কাকেও তাঁর খারাপ লাগল, কারণ sainte nitouche*-এর ভাব করে সে মহাশয়টির সঙ্গে পরিচয় ফাঁদছে, কেননা তার একমাত্র কামনা বিয়ে করা যায় কিভাবে।

আর সবচেয়ে বিছছিরি লাগল কিটিকে, কেননা গ্রামে এই আগমনকে তাঁর নিজের এবং সবার কাছে একটা উৎসব বলে গণ্য করে এই যে মহাশয়টি ফূর্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, তাতে গা ভাসিয়েছে কিটিও; যে বিশেষ একটা হাসি দিয়ে লোকটার হাসির জবাব দিল কিটি, সেটা খারাপ লাগল সবচেয়ে বেশি।

কলরব করে কথা কইতে কইতে সবাই ঢুকলেন ভেতরে; কিন্তু সবাই আসন নেওয়া মাত্র লেভিন পিছন ফিরে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল স্বামীর কিছু একটা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল কিটি,কিন্তু সেরেস্তায় কাজ আছে বলে লেভিন চলে

* সাধু (ফরাসি)।

গেলেন তাড়াতাড়ি। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আজকের মতো এত জরুরি বোধ হয় নি বহুদিন। তাঁর মনে হল, 'ওদের তো উৎসব, কিন্তু এখানে উৎসব নয়, কাজ, যা অপেক্ষা করে থাকবে না, দিন চলবে না তা ছাড়া।'

॥ ৭ ॥

নৈশাহারের জন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠাবার পরই মাত্র বাড়ি ফিরলেন লেভিন। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা পরামর্শ করছিলেন খাবার সময় কী সুরা দেওয়া হবে।

'কী fuss*? সাধারণত যা দেওয়া হয় তাই দেবেন।'

'না, স্তিভা তা খাবে না... কস্তিয়া, দাঁড়াও তো, কী হল তোমার?' লেভিনের পিছু পিছু গিয়ে কিটি বললে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মমভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে লেভিন চলে গেলেন ডাইনিং-রুমে এবং ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ যে সাধারণ সজীব আলাপটা চালু রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন তাতে।

'তাহলে কী, কাল যাব শিকারে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, যাওয়া যাক' — অন্য একটা চেয়ারে সরে পাশকে ভঙ্গিতে বসে পায়ের ওপর মোটা একখানা পা চাপিয়ে বললেন ভেস্লোভস্কি।

'বেশ, খুশি হলাম, যাব। এ বছর আপনি শিকার করেছেন কি?' মন দিয়ে তাঁর পা-টা নিরীক্ষণ করতে করতে একটা কপট সৌজন্য নিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন। এটা কিটির চোখে পড়েছিল এবং লেভিনকে এটা মানায় না। 'বড়ো স্নাইপ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু ছোটো পাখি অনেক। তবে যেতে হবে সকাল সকাল। আপনি ক্লান্ত হবেন না? তুমি ক্লান্ত হও নি স্তিভা?'

'আমি ক্লান্ত হব? কদাচ ক্লান্ত হই নি আমি। এসো, সারা রাত আজ ঘুমাব না। চলো বেড়াতে যাই।'

'সত্যিই ঘুমাব না! চমৎকার হবে!' সমর্থন করলেন ভেস্লোভস্কি।

* ব্যতিব্যস্ততা (ফরাসি)।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নিজে না ঘুমিয়ে অন্যদেরও ঘুমাতে না দিতে পারো' — ডল্লি বললেন সামান্য লক্ষণীয় সেই খোঁচা দিয়ে যেটা তখন থেকে আজকাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রায়ই উঁকি দেয়। 'আর আমার মতে ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে... চললাম, রাতে আমি খাই না।'

'না, না, বসো ডল্লিনকা' — বড়ো যে টেবিলটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার ওপাশে ডল্লির কাছে গিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমায় কিছু বলবার মতো খবর আছে।'

'নিশ্চয় কিছুই না।'

'জানো, ভেস্লোভস্কি গিয়েছিল আন্নার কাছে। আবার ওদের কাছে যাবে। ওরা যে তোমাদের এখান থেকে মাত্র সত্তর ভার্স্ট দূরে। আমিও অবিশ্যি-অবিশ্যি যাব। ভেস্লোভস্কি, আয় এখানে!'

মহিলাদের দলে গিয়ে ভেস্লোভস্কি বসলেন কিটির পাশে।

'আহ্, বলুন-না। আপনি গিয়েছিলেন আন্নার কাছে? কেমন আছে সে?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জিগ্যেস করলেন তাঁকে।

লেভিন টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে প্রিন্স-মহিষী আর ভারেংকার সঙ্গে অনবরত কথা চালিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করছিলেন যে স্তেপান আর্কাদিচ, ডল্লি, কিটি আর ভেস্লোভস্কির মধ্যে একটা সজীব ও রহস্যময় কথোপকথন চলছে। শুধু রহস্যময় নয়, প্রাণবন্ত ঢঙে ভাসেনকা কী যেন বলছিলেন আর তাঁর সুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকা তাঁর স্ত্রীর মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব লক্ষ করলেন লেভিন।

ভ্রন্স্কি আর আন্না সম্পর্কে ভাসেনকা বলছিলেন, 'বেশ ভালো আছে ওরা, আমি অবিশ্যি বিচার করতে যাব না, কিন্তু ওদের বাড়িতে মনে হয় যেন নিজেদের সংসারেই আছি।'

'কী ওরা কববে ভাবছে?'

'মনে হয় শীতকালটা মস্কোয় কাটাবে।'

'ভারি ভালো হয় দু'জনে একসঙ্গে গেলে। তুই কবে যাবি?' ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি ওদের ওখানে থাকব জুলাই মাসটা।'

'তুমি যাবে?' স্ত্রীকে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ডল্লি বললেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। নিশ্চয় যাব। ওর জন্যে কষ্ট

হয় আমার। ওকে তো আমি চিনি। অপরূপ নারী। আমি যাব একলা যখন তুমি চলে আসবে। কারো কোনো বাধা ঘটাব না। তুমি না থাকলেই বরং ভালো।'

'বেশ' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর তুমি, কিটি?'

'আমি? আমি কেন যাব?' একেবারে লাল হয়ে কিটি বললে, চাইলে স্বামীর দিকে।

'আপনি আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত?' জিগ্যেস করলেন ভেস্লোভস্কি, 'অতি মনোহরা নারী।'

'হ্যাঁ পরিচিত' — আরো লাল হয়ে উত্তর দিল কিটি, উঠে গেল স্বামীর কাছে।

বললে, 'তাহলে কাল তুমি শিকারে যাচ্ছ?'

এ কয়েক মিনিটে ঈর্ষা তাঁর প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির গণ্ডে রক্তিমা ছড়িয়ে পড়তে দেখে। এখন কিটির কথাটার অর্থ তিনি করলেন নিজের মতো ক'রে। পরে ব্যাপারটা স্মরণ করে তাঁর অদ্ভুত লাগলেও এখন তাঁর মনে হল এটা পরিষ্কার যে কাল তিনি শিকারে যাবেন কিনা যখন জিগ্যেস করছে, তখন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে এই উপভোগটা তিনি দেবেন কিনা জানতে চাইছে সেইটেই। তাঁর ধারণা, কিটি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছে।

'হ্যাঁ, যাব' — অস্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন তিনি, যা নিজের কাছেই বিচ্ছিরি শোনাল।

'না, কাল বরং বাড়ি থেকো, ডল্লি স্বামীকে দেখে নি অনেকদিন, পরশু যেও' — বললে কিটি।

কিটির কথার মানে লেভিন করলেন এইরকম: 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। তুমি যদি যাও তাতে কিছু এসে যায় না আমার, কিন্তু সুন্দর এই যুবকটির সাহচর্য উপভোগ করতে আমায় দাও।'

'তুমি যদি চাও তাহলে কাল বাড়ি থাকব' — খুব একটা প্রীতির ভাব নিয়ে বললেন লেভিন।

তাঁর উপস্থিতিতে লেভিনের কী কষ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে ভাসেনকা ইতিমধ্যে কিটির পরই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মধুর দৃষ্টিপাত করে হেসে এলেন তার কাছে।

সে দৃষ্টি নজরে পড়েছিল লেভিনের। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ,

মুহূর্তের জন্য দম আটকে এল তাঁর। 'আমার স্ত্রীর দিকে অমনভাবে সে চাইতে পারে কেমন করে!' ভেতরটা তাঁর টগবগ করছিল।

'তাহলে কালকে? চলুন যাই' — চেয়ারে বসে নিজের অভ্যাসমতো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বললেন ভাসেনকা।

লেভিনের ঈর্ষা বেড়ে গেল আরও। প্রতারিত স্বামী বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল, স্ত্রী এবং তার প্রণয়ীর কাছে যার দরকার কেবল তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগের ব্যবস্থা করার জন্য... তা সত্ত্বেও তিনি সৌজন্য ও আতিথেয়তার সঙ্গে ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন তাঁর শিকার, বন্দুক, হাই-বুট সম্পর্কে এবং রাজি হলেন পরের দিন শিকারে যেতে।

লেভিনের সৌভাগ্যক্রমে প্রৌঢ়া প্রিন্সেস নিজে উঠে পড়লেন এবং কিটিকে পরামর্শ দিলেন ঘুমাতে যাবার জন্য। তাতে লেভিনের কষ্টটা দূর হল বটে, কিন্তু নতুন আরেকটা কষ্ট বাদ গেল না তাঁর। গৃহস্বামিনীকে বিদায় দেবার সময় ফের তার হস্তচুম্বনের চেষ্টা করলেন ভাসেনকা, কিন্তু লাল হয়ে কিটি হাত টেনে নিয়ে সরল রূঢ়তায় বলে দিলে:

'আমাদের এখানে ওটার চল নেই।'

এর জন্য পরে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল কিটিকে। এরকম একটা সম্পর্ক হতে দিয়েছে বলে লেভিনের চোখে কিটি দোষী আর সে সম্পর্ক যে তার ভালো লাগছে না সেটা অমন বিদঘুটের মতো প্রকাশ করে দোষ করেছে আরো বেশি।

'কী এত ঘুমোবার তাড়া!' নৈশাহারের সময় কয়েক গ্লাস মদ্যপানের পর নিজের অতি মধুর ও কাব্যিক মেজাজে পেঁছে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ওই দ্যাখো কিটি' — লিণ্ডেন গাছের পেছনে উদীয়মান চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কী অপূর্ব! ভেস্লোভস্কি, এই হল সেরিনেড গাওয়ার সময়। জানো, চমৎকার গলা ওর। সারা রাস্তা আমরা দুজনে গাইতে গাইতে এসেছি। চমৎকার রোমান্স নিয়ে এসেছে ও, দুটি নতুন। ভারভারা আন্দ্রেয়েভনার সঙ্গে গাইলে হত।'

সবাই চলে গেলে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ অনেকখন বেড়ান তরুবীথিটায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁদের গাওয়া নতুন রোমান্স।

স্ত্রীর শয়নকক্ষে কেদারায় বসে মুখ গোঁজ করে সে গান শুনছিলেন

লেভিন, তাঁর কী হয়েছে, কিটির এ প্রশ্নে চুপ করে থাকছিলেন একগংয়ের মতো; কিন্তু কিটি নিজেই যখন ভীরু ভীরু হেসে জিগ্যেস করলে, 'ভেস্লোভস্কিকে তোমার খারাপ লেগেছে বুঝি?' লেভিন ফেটে পড়লেন, বললেন সবকিছু, আর যা বললেন তাতে নিজেকে অপমানিত লাগছিল তাঁর, ফলে আরো বেশি চটে উঠছিলেন।

কিটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটির তল থেকে ভয়াবহ চকচকে চোখে চাইলেন কিটির দিকে, সবল হাতে বুক চাপলেন, যেন নিজেকে সংযত রাখার জন্য নিয়োগ করছেন সমস্ত শক্তি। তাঁর মুখভাবকে কঠোর, এমনকি নিষ্ঠুরই বলা যেতে পারত যদি তাতে না থাকত যন্ত্রণার ছাপ, যা স্পর্শ করল কিটিকে। চোয়াল তাঁর কেঁপে উঠল, ভেঙে গেল গলা।

'আমার কথাটা বোঝো, ঈর্ষা হচ্ছে না আমার, ওটা অতি নীচ একটা কথা। ঈর্ষা করতে আমি পারি না এবং বিশ্বাস করতে যে... আমি কী বোধ করছি সেটা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা সাংঘাতিক... ঈর্ষা আমি করছি না, কিন্তু কেউ তোমার দিকে অমন দৃষ্টিতে চাইবে বলে ভাববে, চাইবার স্পর্ধা করবে, এতে আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছি।'

'কিরকম দৃষ্টিতে?' সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে যত কথা আর ভাবভঙ্গির বিনিময় হয়েছিল, সততার সঙ্গে তা সব স্মরণ করার চেষ্টা করে বললে কিটি।

মনের গভীরে কিটি জানত যে ভেস্লোভস্কি যখন টেবিলের অন্য প্রান্তে তার কাছে চলে আসেন সেই মুহূর্তটায় কিছু একটা হয়েছিল, কিন্তু নিজের কাছেই সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, আর তা বলে লেভিনের যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দেবার সাহস তো একেবারেই হচ্ছিল না।

'আমি এখন যে অবস্থায় তাতে আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কী থাকতে পারে?..'

'আহ্!' মাথা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'ও কথাটা না বললে আর চলছিল না?! তার মানে তোমার যদি আকর্ষণ থাকত...'

'আরে, না কস্তিয়া, শোনো, শোনো' — লেভিনের দিকে সমবেদনার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে, 'কী তুমি ভাবতে পারো যখন কোনো নাগর নেই আমার, নেই, নেই!.. অপর কারো মুখও দেখব না, তাই তুমি চাও?'

লেভিনের ঈর্ষায় প্রথমটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কিটি; সামান্য একটু আমোদ, তাও যা নিতান্ত নির্দোষ, তা তাকে বারণ করা হচ্ছে বলে সে বিরক্ত হয়েছিল. কিন্তু এখন লেভিনের প্রশান্তির জন্য, যে কষ্ট তিনি ভোগ করছেন তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য শুধু ওই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারই নয়, সবকিছুই সাগ্রহে ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত।

'আমার অবস্থাটা যে কী সাংঘাতিক আর হাস্যকর সেটা বুঝে দ্যাখো' — হতাশায় ফিসফিস করে বললেন লেভিন, 'সে আমার অতিথি, এই আমোদ দানটুকু আর পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া ছাড়া সত্যিই কিছু সে করে নি, ধারণা যে এটা বেশ ভালো রেওয়াজ, সুতরাং তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে।'

'তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ কস্তিয়া' — কিটি বললে, তার প্রতি লেভিনের ভালোবাসার যে প্রবলতা এখন প্রকাশ পেল ঈর্ষায় তাতে অন্তরে অন্তরে খুশিই হয়েছিল সে।

'সবচেয়ে সাংঘাতিক যে তুমি যেমন বরাবর, তেমনি এখন আমার কাছে তুমি যখন অতি পবিত্র, আমরা যখন সুখী, বিশেষ রকমের সুখী, হঠাৎ কিনা এই ওঁছাটা... না, ওঁছা নয়, কেন গালাগালি করছি ওকে। ওকে নিয়ে আমার যেন বড়ো দায়। কিন্তু আমার সুখ, তোমার সুখ কিসের জন্যে?..'

'আমি বুঝতে পারছি কী থেকে এমনটা ঘটেছে' — শুরু করল কিটি।

'কী থেকে? কী থেকে?'

'রাতের খাওয়ার সময় আমরা যখন গল্প করছিলাম, তখন কেমন করে তুমি চেয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক!' লেভিন বললেন ভীতভাবে।

কী নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সেটা বললে কিটি। আর সেটা বলতে ব্যাকুলতায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। লেভিন চুপ করে রইলেন। তারপর কিটির বিবর্ণ ভীত মুখখানা লক্ষ করে নিজের মাথা চেপে ধরলেন হঠাৎ।

'কাতিয়া, তোমায় কষ্ট দিয়েছি আমি! ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি! এটা যে ক্ষেপামি! কাতিয়া, সব দোষ আমার। অমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অত কষ্ট পাবার মানে হয় কখনো?'

'না, তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমার জন্যে? আমার জন্যে? কে আমি? ক্ষেপা!.. কিন্তু তোমার কষ্ট

হবে কেন? ভাবতেই ভয় হয় যে যতসব বাইরের লোক এসে আমাদের সুখ পন্ড করে দিতে পারে...'

'বটেই তো, এটাই হল অপমানকর...'

'উল্‌টে আমি ইচ্ছে করে আমার কাছে ওকে রেখে দেব সারা গ্রীষ্মকালটা, সৌজন্যে ওকে ছেয়ে দেব' — কিটির করচুম্বন করে লেভিন বললেন। 'দেখে নিও তুমি। কাল... হ্যাঁ, সত্যি, কাল আমরা যাচ্ছি।'

॥ ৮ ॥

মহিলারা এখনো ওঠেন নি, ফটকের কাছে শিকারীদের গাড়িগুলো তৈরি। সকাল থেকেই লাস্‌কা বুঝেছিল যে শিকারে যাচ্ছে, প্রাণপণে ঘেউঘেউ আর লাফালাফি করে সে গিয়ে বসল কোচয়ানের পাশে আর যে দরজাটা দিয়ে শিকারীরা এখনও বেরুচ্ছে না, অসন্তুষ্ট আর উত্তেজিত হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে। প্রথমে বেরুলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি। তাঁর প্রকান্ড নতুন হাই-বুট উঠেছে মোটা উরুর আধখানা পর্যন্ত, পরনে সবুজ কামিজ, নতুন চামড়ার গন্ধ ছাড়া কার্তুজ রাখার কোমরবন্ধ। মাথায় সেই ফিতে দোলানো টুপি, শিকলি ছাড়া নতুন একটা বিলাতি বন্দুক। লাস্‌কা লাফিয়ে গেল তাঁর কাছে, স্বাগত করলে, লাফালাফি করে নিজের ধরনে জিগ্যেস করলে শিগগিরই ওরা বেরুবে নাকি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার ফিরে গেল তার প্রতীক্ষার জায়গায়, মাথাটা পাশে হেলিয়ে, একটা কান খাড়া করে নিথর হয়ে রইল। অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে গেল, বাতাসে পাক খেয়ে লাফাতে লাগল স্তেপান আর্কাদিচের ফুটকিদার পয়েণ্টার কুকুর ক্রাক, তারপর বন্দুক হাতে চুরুট মুখে স্বয়ং স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা তার পেট আর বুকে পা দিয়ে শিকারের ব্যাগে থাবা আটকে বসালে তিনি আদর করে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'নাম্‌ ক্রাক, নাম্‌!' পরনে তাঁর খাটো কোট, ছেঁড়া পেণ্টালুন, পায়ে চাষীদের ধরনে ন্যাকরা, মাথায় জীর্ণ কী একটা টুপি, কিন্তু নতুন মডেলের বন্দুকটা অপূর্ব, শিকারের ব্যাগ আর কার্তুজের বেল্ট নতুন না হলেও বেশ মজবুত।

এর আগে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি জানতেন না যে শিকারীর সত্যিকারের চালিয়াতি হল ন্যাতাকানি পরা কিন্তু সেরা কিসিমের হাতিয়ার রাখা।

দীনহীন বেশে স্তেপান আর্কাদিচের জবলজবলে, সুশ্রী, অভিজাত হৃষ্টপুষ্ট মূর্তিটা দেখে তিনি এখন সেটা বুঝলেন এবং স্থির করলেন পরের বার শিকারে অবশ্য-অবশ্যই ওই রকমের বেশ ধারণ করবেন।

'কিন্তু আমাদের, কর্তাটি কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'তরুণী ভার্যা' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, এবং অমন মনোহারিণী।'

'ওর তো পোশাক পরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় আবার গেছে বৌয়ের কাছে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ঠিকই অনুমান করেছিলেন। লেভিন স্ত্রীর কাছে আবার গিয়েছিলেন আরো একবার গতকালের আহাম্মকির জন্য সে ক্ষমা করেছে কিনা জিগ্যেস করতে এবং তা ছাড়াও খিস্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে সে যেন সাবধানে থাকে। প্রধান কথা, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে সরে থাকে যেন, সর্বদাই তারা ধাক্কা দিতে পারে তাকে। তা ছাড়া উনি দু'দিনের জন্য চলে যাচ্ছেন তাতে কিটি যে রাগ করে নি, এ নিশ্চিতিও পাওয়া দরকার ছিল এবং তাকে বলতে হত যে পরের দিন সকালে সে যেন সওয়ারের হাতে অবশ্যই অন্তত দুটো কথা লিখে পাঠায় যাতে তিনি জানতে পারেন যে ভালো আছে সে।

দু'দিন স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, এতে কষ্ট হচ্ছিল কিটির, কিন্তু লেভিনের সজীব মূর্তি, শিকারীর হাই-বুট আর শাদা ব্লাউজে যা কেমন যেন আরো বড়ো আর বলিষ্ঠ মনে হচ্ছিল, এবং তার কাছে দুর্বোধ্য শিকারের উত্তেজনার দীপ্তি — এ সব দেখে লেভিনের আনন্দের জন্য কিটি নিজের দুঃখটুকু ভুলে গেল, ফুর্তি করেই বিদায় দিলে তাঁকে।

'মাপ করবেন মশাইরা!' গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এসে তিনি বললেন, 'প্রাতরাশ দিয়েছিল? পাটকিলে রঙের ঘোড়াটা ডাইনে কেন? যাক-গে কিছু এসে যাবে না। লাস্কা নেমে আয়, বসবি।'

বলদগুলোর কী করা হবে জিগ্যেস করতে এসেছিল গোপালক, গাড়ি-বারান্দার কাছে সে অপেক্ষা করছিল। তার দিকে ফিরে লেভিন বললেন, 'পালে ছেড়ে দাও। মাপ করবেন, আরও এক বেটা ছ্যাঁচোড় আসছে।'

লেভিন উঠে বসেছিলেন গাড়িতে, সেখান থেকে নেমে গেলেন ভাড়া করা ছুতোরের কাছে, মাপকাঠি হাতে সে গাড়ি-বারান্দার দিকে আসছিল।

'কাল সেরেস্তায় এলে না আর এখন আমায় আটকে রাখছো। কী ব্যাপার?'

'আরও একটা পাক দিতে আজ্ঞা করুন। মাত্র তিনটে ধাপ জুড়লেই চলবে। একেবারে যা চাই। নির্ঝঞ্ঝাট হবে।'

'আমার কথা শুনলে পারতে' — বিরক্তিতে বললেন লেভিন, 'বলেছিলাম আগে ফ্রেমটা করো, পরে সিঁড়ির ধাপগুলো বানিয়ো। এখন আর উপায় নেই, আমি যেমন বলেছিলাম তাই করো। নতুন করে বানাও।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই: বাড়ির একটা নতুন অংশ করতে গিয়ে ছুতোর সিঁড়িটা আলাদা করে বানিয়ে তার উচ্চতার হিসেব না করে তা নষ্ট করে ফেলে এবং তা যথাস্থানে বসাতে গিয়ে দেখা গেল তা ঢালু হয়ে গেছে। এখন সে ওই সিঁড়িটাই রেখে তার সঙ্গে তিনটে ধাপ যোগ করতে চাইছে।

'অনেক ভালো হবে।'

'তিন ধাপ নিয়ে ওটা কোন কাজে লাগবে?'

'দেখুন কেনে' — অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে ছুতোর, 'একেবারে ফ্রেমে ঢুকে যাবে। মানে শুরু করতে হবে নিচু থেকে' — বললে একটা নিশ্চিতির ভঙ্গি করে। 'এক-ধাপ দু-ধাপ করে লেগে যাবে একদম।'

'লম্বায় যে আরো তিন ধাপ... কোথায় তা পেঁছবে?'

'মানে নিচু থেকে শুরু করলে পেঁছে যাবে' — একগুঁয়ের মতো নিশ্চিত কণ্ঠে বললে ছুতোর।

'দেয়াল ফুঁড়ে একেবারে সিলিঙের নিচে।'

'আজ্ঞে দেখুন কেনে — নিচু থেকে যে শুরু হচ্ছে। এক ধাপ, দু'ধাপ করে বাস — পেঁছে যাবে।'

বন্দুকের নল পরিষ্কার করার একটা শিক নিয়ে ধুলোর মধ্যে লেভিন সিঁড়ি এঁকে দেখাতে লাগলেন তাকে।

'এখন দেখছো তো?'

'যা বলবেন' — ছুতোর বললে, হঠাৎ চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে হল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে, 'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে নতুন করে বানাতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই করো যা বললাম!' গাড়িতে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বললেন লেভিন, 'চালাও! কুকুরগুলোকে ধরে রেখো ফিলিপ!'

পরিবার আর বিষয়-আশয়ের সমস্ত ঝামেলা পেছনে ফেলে লেভিন এমন একটা প্রবল জীবনানন্দ আর প্রত্যাশা বোধ করছিলেন যে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর। তা ছাড়া অকুস্থল কাছিয়ে আসতে প্রতিটি শিকারীই যা

বোধ করে, তেমন একটা একাগ্র উত্তেজনা হচ্ছিল তাঁর। কোনো কিছু নিয়ে এখন তাঁর যদি কোনো ভাবনা থেকে থাকে, তবে সেটা এই নিয়ে যে কলপেনস্কি জলায় তাঁরা কিছু পাবেন কিনা, ক্রাকের তুলনায় কেমন কীর্তি দেখাবে লাস্‌কা, এবং আজ তিনি নিজে ভালো গুলি করতে পারবেন কি। যে করেই হোক এই নতুন লোকটার সামনে নিজেকে যেন লজ্জা পেতে না হয়, অব্‌লোন্‌স্কি যেন তাঁকে ছাড়িয়ে না যায় — এই সব চিন্তাই মাথায় আসছিল তাঁর।

অব্‌লোন্‌স্কিরও মনোভাব হচ্ছিল একই রকম এবং তিনিও কথা কইতে চাইছিলেন না। শুধু ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ফুর্তিতে বকে চললেন অনর্গল। এখন তাঁর কথা শুনে গত সন্ধ্যায় লেভিন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিলেন তা স্মরণ করে লজ্জা হল তাঁর। ভাসেনকা সত্যিই খাসা ছোকরা, সহজ সরল ভালোমানুষ, এবং অতি ফুর্তিবাজ। লেভিন অবিবাহিত থাকতে দেখা হলে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা উৎসবের মনোভাব আর বাবুগিরির হেলাফেলা চাল খানিকটা ভালো লাগে নি লেভিনের। ওঁর যে লম্বা লম্বা নখ, টুপিটা এবং উপযোগী আরো অনেককিছু আছে. তার জন্য নিজেকে যেন নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছিলেন তিনি; কিন্তু সেটা মার্জনা করা যায় তাঁর ভালোমানুষি আর সৌজন্যের জন্য। তাঁর চমৎকার সহবত, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় দখল, এবং উনি যে তাঁরই জগতের লোক, এ সবের জন্য তাঁকে ভালো লাগল লেভিনের।

ভাসেনকার ভারি ভালো লেগেছিল জোয়ালের বাইরে বাঁয়ে বাঁধা দন স্তেপ অঞ্চলের ঘোড়াটাকে। কেবলি তারিফ করছিলেন তার।

'কী চমৎকার হয় স্তেপের ঘোড়ায় চেপে স্তেপে ছোটা, অ্যাঁ? তাই না?' বলছিলেন তিনি।

স্তেপের ঘোড়ায় চেপে তিনি যে ছুটছেন, নিজের সম্পর্কে তাঁর এই কল্পনাটা খানিকটা উদ্দাম, কাব্যিক, বাজে; কিন্তু তাঁর সরলতা, বিশেষ করে তাঁর রূপ, মিষ্টি হাসি, সুশ্রী ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে খুবই আকর্ষণীয় লাগছিল। তাঁর স্বভাবটাই লেভিনের কাছে মনোরম বলে, নাকি গতকালের পাপ স্খালনের জন্য তাঁর মধ্যে সবকিছু ভালো দেখতে চাইছেন বলে, সে যাই হোক, লেভিনের ভালো লাগল তাঁর সঙ্গ।

তিন ভার্স্ট চলে যাবার পর ভেস্লোভস্কির হঠাৎ টনক নড়ল যে চুরুটের

বাক্স আর মানি ব্যাগ নেই, মনে করতে পারলেন না ওগুলো হারিয়েছেন না ফেলে এসেছেন টেবিলে। মানি ব্যাগে ছিল তিনশ সত্তর রুব্ল, তাই ব্যাপারটা ফেলে রাখা যায় না।

'জানেন লেভিন, আমি এই দনের ঘোড়াটায় বাড়ি ফিরে যাই। চমৎকার হবে, এ্যাঁ?' এই বলে প্রায় নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'আপনি কেন?' ভাসেনকার ওজন অন্তত ছয় পুদ হবার কথা, মনে মনে এই হিসেব করে লেভিন বললেন, 'আমি কোচোয়ানকে পাঠাচ্ছি।'

কোচোয়ান বাড়তি ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল, লেভিন নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

॥ ৯ ॥

'তা আমাদের পথটা কেমন হবে? বুঝিয়ে দাও তো ভালো করে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এই আমাদের পরিকল্পনা: এখন আমরা যাচ্ছি গ্‌ভজ্‌দেভোতে। গ্‌ভজ্‌দেভোর এদিকটায় বড়ো স্নাইপের জলা। আর ওদিকটায় অপূর্ব স্নাইপ ঝিল, বড়ো স্নাইপও আছে। এখন গরম, আমরা পেঁছব (বিশ ভার্স্ট) সন্ধের দিকে। সন্ধ্যার মাঠে কিছু শিকার করা যাবে, রাত কাটাব আর বড়ো জলা কাল সকালে।'

'আর পথে কিছু পড়বে না?'

'আছে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া গরম। দুটো চমৎকার জায়গা আছে, কিন্তু কিছু মিলবে কিনা সন্দেহ।'

লেভিনের নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল জায়গাদুটোয় যাবার, কিন্তু বাড়ি থেকে তা বেশি দূরে নয়, সর্বদাই তিনি শিকারে যেতে পারেন সেখানে, তা ছাড়া জায়গাটা ছোটো, তিন শিকারী ধরবে না। সেই জন্য কিছু মিলবে কিনা সন্দেহ বলে তিনি মিথ্যাচার করেন। শিগগিরই ছোটো জলাটার কাছে এসে গেল গাড়ি। লেভিন চেয়েছিলেন পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের অভিজ্ঞ শিকারী চোখ রাস্তা থেকে নজরে পড়া জলো জায়গাটা শিকারের জায়গা বলে ধরে ফেলল।

'যাব নাকি?' ছোটো জলাটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'লেভিন, চলুন যাই! কী চমৎকার!' অনুরোধ করতে লাগলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, ফলে লেভিন রাজি না হয়ে পারলেন না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুরদুটো পাল্লাপাল্লি করে ছুটল জলার দিকে।

'ক্রাক! লাস্‌কা!..'

কুকুরদুটো ফিরে এল।

'তিনজনের পক্ষে বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি হবে। আমি এইখানেই থাকব' — লেভিন বললেন এই আশায় যে পিউইট ছাড়া আর কিছু ওঁরা পাবেন না। কুকুর দেখে তারা পালায় আর এখন জলার ওপর দুলে দুলে উড়ে করুণ কান্না জুড়েছে।

'উঁহু! চলুন লেভিন, চলুন একসঙ্গে!' ডাকলেন ভেস্লোভস্কি।

'সত্যিই ঘেঁষাঘেঁষি! লাস্‌কা ফের, লাস্‌কা! দুটো কুকুর কি আপনার দরকার হবে?'

গাড়ির কাছে রয়ে গেলেন লেভিন, ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন শিকারীদের। গোটা জলা তাঁরা পাড়ি দিলেন। পিউইট ছাড়া কিছুই ছিল না জলায়, তার একটা মেরেছিলেন ভাসেনকা।

'দেখলেন তো' — লেভিন বললেন, 'জলার জন্যে আমি দ্বিধা করি নি, শুধু সময় নষ্ট।'

'না, তাহলেও বেশ ফুর্তি হল। আপনি দেখেছিলেন?' হাতে বন্দুক আর পাখিটা নিয়ে আনাড়ির মতো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন ভেস্লোভস্কি, 'কী চমৎকার মারলাম এটাকে! তাই না? কিন্তু জলায় শিগগিরই পেঁছব কি?'

হঠাৎ হেঁচকা মেরে ছুটতে গেল ঘোড়াগুলো, কার যেন বন্দুকের নলে ঘা লাগল লেভিনের মাথায়, শোনা গেল গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা অবিশ্যি আগেই হয়েছিল, কিন্তু লেভিনের কাছে ঘটনা এইরকম লেগেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে ভেস্লোভস্কি তাঁর বন্দুক লক করতে গিয়ে একটা ঘোড়া খাড়াই রেখেছিলেন। কারো ক্ষতি না করে কার্তুজ ঢুকে যায় মাটিতে। স্তেপান আর্কাদিচ ভর্ৎসনায় মাথা দুলিয়ে মৃদু হাসলেন ভেস্লোভস্কির দিকে চেয়ে। কিন্তু তিরস্কার করতে মন হচ্ছিল না লেভিনের। প্রথমত, যেকোনো রকম তিরস্কারই মনে হতে পারত কেটে যাওয়া বিপদটার জন্য ভয় আর কপালের ফোলাটার কারণে; দ্বিতীয়ত, ভেস্লোভস্কি প্রথমটা

এত সরল রকমে মুষড়ে পড়েছিলেন এবং পরে সকলের আঁৎকানিতে এমন ভালোমানুষী চিত্তজয়ী হাসি হাসতে লাগলেন যে নিজেও না হেসে পারা গেল না।

দ্বিতীয় জলাটার কাছে তাঁরা যখন এলেন, যেটা বেশ বড়ো গোছের, শিকারে অনেক সময় নেবার কথা, লেভিন বোঝালেন না নামতে। কিন্তু ভেস্লোভস্কি ফের অনুরোধ করতে লাগলেন। জলাটা সরু বলে লেভিন ফের অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর মতো রয়ে গেলেন গাড়ির কাছে।

পেঁছতেই ক্রাক সোজা ছুটল ঘেসো চাপড়াগুলোর দিকে। কুকুরটার পেছনে প্রথম ছুটলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের কাছে পেঁছতে না পেঁছতেই উড়ে উঠল একটা বড়ো স্নাইপ। ভেস্লোভস্কির গুলি ফসকাল, পাখিটা উড়ে গিয়ে ফের বসল একটা ঘেসো মাঠে। সেটা ছেড়ে দেওয়া হল ভেস্লোভস্কির জন্য। ক্রাক ফের পাখিটাকে খুঁজে বার করে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভেস্লোভস্কি সেটাকে মেরে ফিরে গেল গাড়ির কাছে।

'এবার আপনি যান, আমি থাকছি ঘোড়ার কাছে' — বললেন তিনি।

শিকারীর ঈর্ষা কুরে কুরে খেতে শুরু করেছিল লেভিনকে। ভেস্লোভস্কির হাতে লাগাম দিয়ে তিনি চলে গেলেন জলায়।

লাস্কা অনেকখন ধরে করুণ সুরে কেঁউ কেঁউ করছিল, অভিযোগ করছিল তার প্রতি অন্যায়ের, এখন সে সোজা ছুটে গেল লেভিনের পরিচিত ঘাসের চাপড়ায় আকীর্ণ নির্ভরযোগ্য একটা জায়গায় যেখানে ক্রাক যায় নি।

'ওকে থামাচ্ছ না কেন?' চ্যাঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'ও ভয় পাইয়ে দেবে না' — জবাব দিলেন লেভিন। নিজের কুকুরের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর, চললেন তার পেছু পেছু।

চেনা চাপড়াগুলোর দিকে লাস্কা যতই কাছিয়ে আসছিল, ততই তার অন্বেষণে দেখা দিচ্ছিল একটা গুরুত্বের ভাব। জলার ছোট্ট একটা পাখি শুধু মুহূর্তের জন্য বিমনা করেছিল তাকে। লাস্কা চাপড়াগুলোকে একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল।

'এসো, এসো স্তিভা!' লেভিন চিৎকার করে ডাকলেন। টের পাচ্ছিলেন তিনি বুক তাঁর কী প্রচণ্ড ঢিপঢিপ করছে, হঠাৎ যেন তাঁর উত্তেজিত কর্ণকুহরে কী-একটা জানলা খুলে গিয়েছে আর সমস্ত শব্দ দূরত্বের বোধ না রেখেই এলোমেলোভাবে কিন্তু প্রচণ্ডরকম ঘা দিচ্ছে তাঁকে। স্তেপান

আর্কাদিচের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি আর মনে হচ্ছিল তা যেন দূরে ঘোড়ার খুর ঠোকার শব্দ, যে চাপড়ায় তিনি পা দিয়েছিলেন তার কোণে শিকড় সমেত উপড়ে আসা ঘাসের ঠুনকো শব্দ শুনতে পেলেন আর মনে হল তাঁর সেটা স্নাইপ ওড়ার শব্দ। পেছনে খানিক দূরে জলে ছপছপ শব্দ, কিন্তু সেটা কী ধরতে পারলেন না।

পা রাখার জায়গা খুঁজে তিনি এগিয়ে গেলেন কুকুরের দিকে।

'নে!'

বড়ো নয়, ছোটো একটা স্নাইপ উড়ে গেল কুকুরের কাছ থেকে। লেভিন বন্দুক তুললেন, কিন্তু যেই তাক করতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই ছপছপানিটা বেড়ে উঠল, কাছিয়ে এল, আর সেই শব্দের সঙ্গে যোগ দিল ভেস্লোভস্কির গলা, অদ্ভুত রকম চিৎকার করে কী যেন বলছেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে পাখিটাকে তিনি তাক করেছেন পেছন থেকে, যেটা উচিত নয়, তা সত্ত্বেও গুলি করলেন।

গুলি যে ফসকেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেভিন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন যে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তায় আর নেই, জলায়।

শিকার দেখার জন্য ভেস্লোভস্কি জলায় গাড়ি চালিয়ে আসেন এবং ঘোড়াগুলোকে পাঁকে আটকে ফেলেন।

'চুলোয় যা তুই!' আটকে যাওয়া গাড়ির কাছে ফিরে মনে মনে উচ্চারণ করলেন লেভিন, 'কেন এলেন এখানে?' শুকনো গলায় ওঁকে তিনি বলে কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে ঘোড়া খুলতে লাগলেন।

লেভিনের এই জন্য রাগ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শিকারও ফসকালেন, ঘোড়াগুলোও আটকে পড়েছে, আর প্রধান কথা, ঘোড়া খোলার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ বা ভেস্লোভস্কি কেউই তাঁকে আর কোচোয়ানকে সাহায্য করছেন না, কেননা ঘোড়ার জোতটা কী ব্যাপার সে সম্পর্কে দু'জনের কারুরই সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জায়গাটা একেবারে শুকনো ছিল, ভাসেনকার এই নিশ্চিতিদানে একটা কথাও না বলে লেভিন ঘোড়াগুলোকে খুলে আনার জন্য নীরবে খেটে চললেন কোচোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু পরে, কাজের উত্তেজনায় এবং এই দেখে যে মাডগার্ড ধরে ভেস্লোভস্কি গাড়িটাকে এত মন দিয়ে প্রাণপণে টানছেন যে সেটাকে ভেঙেই ফেলবেন বুঝি, লেভিন নিজেকে এই বলে ভর্ৎসনা করলেন যে গতকালকার অনুভূতির প্রভাবে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে তিনি বড়ো বেশি নিষ্প্রাণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ রকমের সৌজন্য

দেখিয়ে চেষ্টা করলেন নিজের এই রুক্ষতাটা মুছে ফেলতে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, গাড়ি দাঁড়াল রাস্তায়, লেভিন খাবার দিতে বললেন।

'Bon appétit — bonne conscience!* Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes'** — ফের খুশি হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুক্কুটশাবকটিকে শেষ করে ফরাসি ইয়ার্কি করলেন ভাসেনকা। 'তাহলে আমাদের বিপদ ঘুচেছে; এখন সব চলবে ভালোয় ভালোয়। শুধু আমি আমার দোষের জন্যে কোচোয়ানের বাক্সে বসতে বাধ্য। তাই না? এ্যাঁ? উঁহু, আমি অটোমেডন। দেখুন-না কেমন করে আমি আপনাদের নিয়ে যাই!' লেভিন কোচোয়ানকে বাক্সে উঠতে দিতে বলায় লাগাম না ছেড়ে জবাব দিলেন তিনি। 'উঁহু, আমায় পাপ স্খালন করতেই হবে আর কোচোয়ানের বাক্সে আমার চমৎকার লাগে।' গাড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি।

লেভিনের খানিকটা ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াগুলোকে উনি কষ্ট দেবেন, বিশেষ করে বাঁয়ের পাটকিলেটাকে যেটাকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেই ওঁর ফুর্তিতে লেভিন আত্মসমর্পণ করলেন, বাক্সে বসে সারা রাস্তা উনি যে রোমান্সগুলো গেয়ে যাচ্ছিলেন, শুনতে লাগলেন তা অথবা দেখতে লাগলেন ইংরেজরা কিভাবে চার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তার অভিনয়। খাওয়া-দাওয়ার পর অতি ফুর্তির মেজাজে তাঁরা পেঁছিলেন গ্‌ভজ্‌দেভো জলায়।

॥ ১০ ॥

ভাসেনকা ঘোড়াগুলোকে এমন জোর হাঁকিয়েছিলেন যে জলায় তাঁরা বড়ো বেশি আগেই এসে পড়েন, ফলে তখনো গরম যায় নি।

তাঁদের যাত্রার যা প্রধান লক্ষ্য, বিস্তীর্ণ এই জলাটার কাছে আসতে আসতে লেভিন অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলেন কী করে ভাসেনকার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে অবাধে হাঁটা যায়। স্পষ্টতই স্তেপান আর্কাদিচও তাই চাইছিলেন। লেভিন তাঁর মুখে দেখলেন দুশ্চিন্তার ছাপ, শিকার শুরুর আগে সত্যিকার

* ভালো খিদে মানে বিবেকও ভালো (ফরাসি)।

** এই কুক্কুটশাবক যাচ্ছে আমার প্রাণের গভীরে (ফরাসি)।

শিকারীদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, দেখলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খানিকটা সেই ধূর্ততা।

'কিভাবে আমরা যাব? জলা চমৎকার, তা দেখতে পাচ্ছি, বাজপাখিও আছে' — হোগলাগুলোর ওপর ভাসমান দুটো বড়ো বড়ো পাখি দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারও থাকবে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, ওই দেখুন মশায়েরা' — খানিকটা বিমর্ষ মুখে হাই-বুট টেনে, বন্দুকের লক পরীক্ষা করে লেভিন বললেন, 'ওই হোগলা ঝাড়টা দেখতে পাচ্ছেন? নদীর ডান দিক বরাবর বিশাল এক আধ-কাটা ঘাসের স্যাঁৎসেঁতে মাঠে কালোয় সবুজে গাঢ় হয়ে আসা হোগলার একটা চর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'জলা শুরু হচ্ছে এইখান থেকে, সোজা আমাদের সামনে। ঐ যে, যে-জায়গাটা বেশি সবুজ। এখান থেকে তা গেছে ডাইনে, যেখানে ঘোড়া চরছে; সেখানে ঘাসের চাপড়াগুলোর মধ্যে বড়ো স্নাইপ থাকে, আর তা চলে গেছে গোটা হোগলা বন ঘিরে, সোজা অ্যালডার ঝোপ আর মিল পর্যন্ত। আর ঐ দেখুন, যেখানে খাঁড়িটা রয়েছে। এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা। একবার ওখানে আমি সতেরোটা স্নাইপ মারি। কুকুর নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গিয়ে মিলব মিলটার ওখানে।'

'তাহলে কে ডাইনে যাবে, কে বাঁয়ে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'ডাইনের দিকটা চওড়া, আপনারা দু'জনে যান, আমি বাঁয়ে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

'চমৎকার! আমরা ওঁকে হারিয়ে দেব। চলুন যাই, চলুন!' কথাটা লুফে নিলেন ভাসেনকা।

রাজি না হয়ে লেভিন পারলেন না, দু'ভাগ হলেন ওঁরা।

জলায় পা দেওয়া মাত্র দুটো কুকুরই শুঁকতে শুঁকতে ছুটল একটা জায়গার দিকে, জল যেখানে মরচে রঙা। লাস্কার এই সাবধান অনির্দিষ্ট অনুসন্ধান লেভিনের জানা; জায়গাটাও তিনি চিনতেন এবং আশা করছিলেন যে উঠবে এক ঝাঁক পাখি।

'ভেস্লোভস্কি, আমার পাশে পাশে আসুন, পাশে পাশে!' পেছনে জল ছপছপ করে হাঁটছেন যে সঙ্গীটি, তাঁকে বললেন লেভিন আড়ষ্ট গলায়, কলপেনস্কি জলায় সেই আচমকা গুলিটার পর তাঁর বন্দুকের নল কোন দিকে ঘোরানো সেটায় অজ্ঞাতসারেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন লেভিন।

'না, আমি আপনার বাধা হয়ে থাকব না, ভাববেন না আমায় নিয়ে।'

কিন্তু আপনা থেকেই লেভিনের ভাবনা হচ্ছিল, মনে পড়ল বিদায় দেবার সময় কিটির কথাটা: 'দেখো, দু'জন দু'জনকে গুলি করে ব'সো না যেন।' একে অপরকে এড়িয়ে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সূত্র ধরে কাছিয়ে আসছিল কুকুরদুটো; স্নাইপের প্রতীক্ষাটা ছিল এতই প্রবল যে মরচে রঙা জলা থেকে টেনে তোলা মচমচ শব্দটা লেভিনের মনে হচ্ছিল স্নাইপের ডাক, বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন তিনি।

'গুম, গুম!' শোনা গেল একেবারে কানের কাছেই। জলা থেকে উঠে একঝাঁক হাঁস উ'চুতে পাল্লার অনেক বাইরে উড়ে আসছিল শিকারীদের দিকে, ভাসেনকা গুলি করেছেন তাদের। লেভিন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই ফুরুৎ করে বেরুল একটা, দুটো, তিনটে, একের পর এক আরো আটটা স্নাইপ।

একটা পাখি তার আঁকাবাঁকা ওড়া শুরু করার মুহূর্তেই তাকে ঘায়েল করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, একটা দলার মতো ঝুপ করে সে পড়ল জলায়। নিচুতে হোগলা বনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল আরেকটা পাখি। তাড়াহুড়ো না করে অব্লোনস্কি তাক করলেন, গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও পড়ে গেল; দেখা যাচ্ছিল কেটে ফেলা হোগলা মাঠে কিভাবে সে তার একটা অক্ষত, নিচের দিকে শাদা রঙের ডানা ঝাপটিয়ে লাফাচ্ছে।

লেভিন তেমন সৌভাগ্যবান হন নি: প্রথম স্নাইপটাকে তিনি গুলি করেন বড়ো বেশি কাছ থেকে এবং গুলি ফসকে যায়; পাখিটা ওপরে উঠতে শুরু করলে তার দিকে তাক করছিলেন, এমন সময় আরো একটা তাঁর পায়ের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল, ফসকালেন দ্বিতীয়বার।

বন্দুকে যখন ফের গুলি ভরা হচ্ছিল, আরো একটা স্নাইপ উড়ল। ভেস্লোভস্কির গুলি ভরা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় জলের ওপর তিনি ছররা গুলি চালালেন দু'বার। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর স্নাইপদুটো জোগাড় করে জ্বলজ্বলে চোখে চাইলেন লেভিনের দিকে।

'এবার ভাগাভাগি হওয়া যাক' — এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ বাঁ পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বন্দুক বাগিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন তাঁর কুকুরকে এবং চললেন একদিক ধরে। লেভিন আর ভেস্লোভস্কি গেলেন অন্যদিকে।

প্রথম গুলিটা ফসকালে লেভিন সর্বদাই উত্তেজিত হয়ে রেগে উঠতেন আর সারা দিনটাই তাঁর বন্দুক চলত বাজে। আজকেও তাই হল। স্নাইপ দেখা গেল অনেক। কুকুরের পায়ের কাছ থেকে, শিকারীদের পায়ের কাছ থেকে অবিরাম উড়ে যেতে থাকল পাখিগুলো, ফলে লেভিন তাঁর লোকসান পুষিয়ে নিতে পারতেন; কিন্তু যত বেশি তিনি গুলি করলেন তত বেশি তাঁর মাথা হেঁট হল ভেস্লোভস্কির কাছে, যিনি পাল্লার মধ্যে হোক, বাইরে হোক ফুর্তিতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই মারা পড়ছিল না এবং তাতে বিব্রত বোধ করছিলেন না একটুও। লেভিন তাড়াহুড়ো করছিলেন, ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না, ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছলেন যে গুলি করতে লাগলেন পাখি মারার আশা না রেখে। মনে হল লাস্‌কা যেন সেটা বুঝেছে। পাখি খুঁজতে লাগল সে আরও আলস্যে, শিকারীদের দিকে তাকাতে থাকল হতবুদ্ধি অথবা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। গুলি চলছিল একের পর এক। শিকারীদের ঘিরে রইল বারুদের ধোঁয়া, অথচ লেভিনের প্রকাণ্ড, প্রশস্ত থলেটায় মাত্র তিনটে শোচনীয় ছোটো স্নাইপ। তাও তার একটা মেরেছে ভেস্লোভস্কি, অন্যটা পড়েছে দু'জনেরই গুলিতে। তবে জলার অন্যদিকে শোনা যাচ্ছিল স্তেপান আর্কাদিচের ঘন ঘন নয়, তবে লেভিনের মনে হচ্ছিল মোক্ষম গুলির শব্দ আর প্রায় প্রতিটি গুলির পরেই কানে আসছিল: 'ক্রাক, ক্রাক, নিয়ে আয়!'

সেটা আরো বেশি ব্যাকুল করছিল লেভিনকে। হোগলা ঝোপের ওপর অবিরাম উড়ছিল স্নাইপগুলো। মাটিতে তাদের ফুরুৎ করে বেরুবার শব্দ আর আকাশে ক্রেঙ্কার ডাক থামছিল না, শোনা যাচ্ছিল তা চারিদিক থেকে। যে স্নাইপগুলো আগে থেকে উড়ছিল, তারা মাটিতে বসে পড়ছিল শিকারীদের সামনেই। দুটো বাজপাখির বদলে এখন কয়েক ডজন চিঁচিঁ করে উড়ছিল জলার ওপর।

জলার আধখানার বেশি পাড়ি দিয়ে আসার পর লেভিন আর ভেস্লোভস্কি পৌঁছলেন সেই জায়গাটায় যেখানে হোগলা বনে এসে পড়া লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছে চাষীদের ঘেসো জমি, কোথাও সীমা টানা হয়েছে ঘাস পায়ে দলে, কোথাও কেটে। এই সব ফালির ঘাস অর্ধেকই কাটা হয়ে গিয়েছিল।

যেমন ঘাস কেটে ফেলা জায়গায়, তেমনি না-কাটা জায়গাতেও শিকার মেলার আশা না থাকলেও লেভিন স্তেপান অর্কাদিচকে কথা দিয়েছিলেন

যে ওঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই দু'রকম জায়গা দিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন সঙ্গীকে নিয়ে।

'ওহে শিকারী ভেয়েরা!' ঘোড়া খুলে রাখা একটা গাড়ির কাছে বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে থেকে একজন ডাকলে তাঁদের। 'এসো আমাদের সাথে ভোজন হবে! মদও খাব!'

লেভিন এদিক-ওদিক চাইলেন।

'এসো, এসো, ডর নাই গো!' ধবধবে শাদা দাঁত কেলিয়ে রোদ্দুরে ঝকমকে একটা সবুজ বোতল তুলে চ্যাঁচালে রক্তিমানন ফুর্তিবাজ দেড়েল একজন চাষী।

'Qu'est ce qu'ils disent?'* জিগ্যেস করলেন ভেস্লোভস্কি।

'ভোদকা খেতে ডাকছে। ওরাই বোধ হয় ঘেসো মাঠটা ভাগ করেছে। আমি আপত্তি করব না' — লেভিন বললেন একটু চালাকি না করে নয়, আশা করছিলেন যে ভোদকার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে ভেস্লোভস্কি যাবেন ওদের কাছে।

'কিন্তু আমাদের নেমন্তন্ন করছে কেন?'

'এমনি, ফুর্তি করতে। সত্যি, যান ওদের কাছে। মজা পাবেন।'

'Allons, c'est curieux.'**

'যান, যান, মিলে যাবার পথ আপনি খুঁজে পাবেন!' লেভিন বললেন চেঁচিয়ে আর খুশি হয়ে চেয়ে দেখলেন যে ভেস্লোভস্কি কুঁজো হয়ে, ক্লান্ত পায়ে হোঁচট খেতে খেতে বন্দুক তুলে ধরে জলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চাষীদের কাছে।

'তুমিও এসো গো!' লেভিনের উদ্দেশে চ্যাঁচাল একজন চাষী, 'ডর কি! পিঠে খেয়ে দেখবে!'

লেভিনের ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল এক টুকরো রুটি আর ভোদকা খেতে। জেরবার হয়ে পড়েছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন যে কাদায় বসে যাওয়া পা তুলতে হচ্ছে কষ্ট করে, মুহূর্তের জন্য তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু কুকুর ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি অন্তর্ধান করল তৎক্ষণাৎ, কাদা ভেঙে অনায়াসে লেভিন গেলেন কুকুরের কাছে। তাঁর পায়ের কাছ থেকে

* কী ওরা বলছে? (ফরাসি)।

** চলুন যাই. কৌতূহলের ব্যাপার (ফরাসি)।

উড়ে গেল একটা স্নাইপ; লেভিন গুলি করে মারলেন সেটাকে — কুকুর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। 'নে!' কুকুরের কাছ থেকে উঠল আরেকটা। লেভিন গুলি করলেন। কিন্তু দিনটা ছিল অপয়া, গুলি ফসকে গেল। আর যেটাকে মারা গিয়েছিল, খুঁজতে গিয়ে সেটাকেও পেলেন না। গোটা হোগলা ঝোপটা তিনি মাড়ালেন, কিন্তু লাস্‌কার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি মারতে পেরেছেন, তাই লাস্‌কাকে যখন খুঁজতে ডাকলেন, সে ভান করল যেন খুঁজছে, কিন্তু খুঁজছিল না।

নিজের সমস্ত অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভেস্লোভস্কিকে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও উন্নতি হল না অবস্থার। এখানেও স্নাইপ অনেক, কিন্তু একের পর এক গুলি তাঁর ফসকাল।

সূর্যের তীর্যক রোদে গরম তখনও বেশি। ঘামে ভিজে জবজবে জামা এঁটে বসেছে গায়ের সঙ্গে; জলে ভরা বাঁ দিকের বুটটা ভারি হয়ে উঠে প্রতি পদে পচ্‌পচ্‌ করে উঠছে; বারুদের থিতানিতে নোংরা মুখ বেয়ে গড়াচ্ছে বিন্দু বিন্দু ঘাম; মুখটা তেতো, নাকে বারুদ আর মরচের গন্ধ; কানে স্নাইপের ক্ষান্তিহীন ফুরুৎ শব্দ; বন্দুকের নল এত গরম যে ছোঁয়া যায় না; বুকের স্পন্দন ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত: উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, হোঁচট খাচ্ছে ক্লান্ত পা, জড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের চাপড়ায় আর কাদায়; তাহলেও এগিয়ে গেলেন তিনি, গুলি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত লজ্জাকর একটা ব্যর্থতার পর টুপি আর বন্দুক তিনি ছুঁড়ে ফেললেন মাটিতে।

'না, আত্মস্থ হতে হবে!' নিজেকে বললেন তিনি। টুপি আর বন্দুক তুলে নিয়ে তিনি লাস্‌কাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বেরিয়ে এলেন জলা থেকে। শুকনো ডাঙায় এসে তিনি বসলেন একটা চাঙড়ের ওপর, জুতো খুললেন, বাঁয়ের বুট থেকে জল ঢেলে ফেললেন, তারপর গেলেন জলায়, মরচের স্বাদ মাখা জল খেলেন পেট পুরে, বন্দুকের আতপ্ত নলদুটিকে ঠান্ডা করলেন জল মাখিয়ে আর নিজের হাত মুখ ধুলেন। তাজা হয়ে তিনি ফের গেলেন সেই জায়গাটায় যেখানে স্নাইপটা এসে বসেছে, দৃঢ় সংকল্প করলেন যে উত্তেজিত হবেন না।

ভেবেছিলেন সুস্থির থাকবেন, কিন্তু দাঁড়াল সেই একই। পাখিটাকে নিশানা করার আগেই আঙুল তাঁর ঘোড়া টিপে বসল। ব্যাপার গড়াল কেবলই খারাপের দিকে।

যে অ্যালডার ঝোপটার কাছে স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর মেলার

কথা, জলা থেকে উঠে সেখানে যখন তিনি গেলেন, তখন তাঁর থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কুকুরকে। অ্যালডারের পাকানো পাকানো শিকড়ের তল থেকে সে লাফিয়ে এল, জলার দুর্গন্ধ-ভরা পাঁকে সর্বাঙ্গ তার কালো, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শুঁকল লাস্‌কাকে। ঝোপের পরে অ্যালডার গাছের ছায়ায় দেখা দিল স্তেপান আর্কাদিচের দর্শনধারী মূর্তি। রক্তিম মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বোতাম খোলা গলায় আগের মতোই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন লেভিনের দিকে।

'কী? অনেক মেরেছ?' ফুর্তিতে হেসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আর তুমি?' লেভিন শুধালেন। কিন্তু শুধাবার কিছু ছিল না, কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন যে শিকারের থলেটা ভরা।

'মন্দ নয়।'

চোদ্দটি স্নাইপ পেয়েছেন তিনি।

'চমৎকার জলা! তোমার নিশ্চয় অসুবিধা ঘটিয়েছে ভেস্লোভস্কি। দুজন শিকারী, একটা কুকুর — এ ঠিক চলে না' — নিজের বিজয়কে নামিয়ে আনার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

॥ ১১ ॥

যে চাষীর বাড়িতে লেভিন সর্বদা আস্তানা গাড়তেন, স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সেখানে যখন তিনি পেশছলেন, দেখা গেল ভেস্লোভস্কি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন সেখানে। কুটিরের মাঝখানে দুইহাতে বেঞ্চি ধরে ছিলেন তিনি, আর গৃহকর্ত্রীর ভাই, জনৈক সৈনিক তাঁর পাঁক ভরা হাই-বুট টেনে খুলছিল। হাসছিলেন তিনি তাঁর সংক্রামক ফুর্তির হাসি।

'এইমাত্র আমি এসেছি। Ils ont été charmants!* ভেবে দেখুন, আমায় ওরা খাওয়ালে, পান করালে। কী রুটি, অপূর্ব! Délicieux!**

* চমৎকার লোক (ফরাসি)।

** সুস্বাদু (ফরাসি)।

আর ভোদকা — এর চেয়ে ভালো মাল আমি আর কখনো খাই নি! কিন্তু কিছুতেই পয়সা নিতে চাইলে না। কেন জানি কেবলি বললে: 'কড়া চোখে চেও না গো'।'

'পয়সা লেবে কেনে? ওরা আপনাকে মানে মান্যি করল। ওদের ভোদকা কি আর বেচার জন্যে?' কালো হয়ে আসা মোজা আর ভেজা বুট শেষ পর্যন্ত টেনে বার করে বললে সৈনিক।

শিকারীদের বুটের কাদা আর কুকুরদের গা চেটে তুলতে থাকায় নোংরা কুটিরের পাঁক, ঘরভরা জলা আর বারুদের গন্ধ, এবং ছুরি-কাঁটার অভাব সত্ত্বেও শিকারীরা চা খেলেন, নৈশাহার সারলেন এমন তৃপ্তিতে যা সম্ভব কেবল শিকারে। গা-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা গেলেন ঝাড়ুদেওয়া বিচালি গোলায়, সহিসেরা যেখানে বাবুদের জন্য বিছানা করে রেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে এলেও শিকারীদের কারো ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘুমোবার।

গুলি চালনা, কুকুর, আগেকার শিকার ইত্যাদির স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে দোল খেয়ে আলাপটা চলল তাঁদের সবাকার আগ্রহজনক প্রসঙ্গ নিয়ে। এইরকম নিশা যাপনের মধুরতা, বিচালির সুগন্ধ, ভাঙা গাড়ির (ওঁর মনে হয়েছিল ভাঙা, যদিও শুধু খুলে নেওয়া হয়েছিল সামনের চাকাদুটো) অপূর্বতা, তাঁকে ভোদকা খাইয়েছিল যে চাষীরা তাদের সদাশয়তা, নিজ নিজ কর্তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুর ইত্যাদি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার পুনরুক্ত ভাসেনকার উচ্ছ্বাস উপলক্ষে অব্‌লোন্‌স্কি বললেন মালতুসের ওখানে তাঁর শিকারের অপরূপ কাহিনী। গত বছর গ্রীষ্মে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। মালতুস রেলপথের নামকরা একজন মালিক। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন ত্ভের গুবের্নিয়ায় কিরকম জলা কিনেছেন মালতুস, কিভাবে তা আগলে রাখছেন এবং কিসব গাড়ি আর ডগ্-কার্টে শিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর জলার কাছে খাটানো হয়েছিল কেমন তাঁবু আর সেখানে ছিল কত খাবার।

'তোমায় আমি বুঝি না' — নিজের তৃণশয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন লেভিন; 'এ সব লোকেদের কেন তোমার খারাপ লাগে না বুঝি না। লাফিত সহযোগে প্রাতরাশ যে খুবই উপাদেয় তা বুঝি, কিন্তু ঠিক এই বিলাসটাই কি তোমার বিছছিরি লাগে না? এই সব লোকেরা আমাদের আগেকার ঠিকা-জমিদারদের মতো টাকা কামায় এমনভাবে যে কামাবার

সময় লোকের ঘৃণার পাত্র হলেও সে ঘৃণা উপেক্ষা করে আর পরে অসাধু উপায়ে অর্জিত টাকায় আগেকার সে ঘৃণা কিনে নেয়।'

'ঠিক বলেছেন!' সায় দিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক, ঠিক! অবিশ্যি অব্লোন্স্কি এটা করছেন bonhomie,* কিন্তু অন্যেরা তো বলবে যে অব্লোন্স্কিও ভিড়ল।'

'মোটেই না' — লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর এই কথায় অব্লোন্স্কি হাসছেন, 'ধনী কোনো বেনিয়া বা অভিজাতের চেয়ে ওঁকে বেশি অসাধু বলে আমি মনে করি না। এরা আর ওরা টাকা করেছে একই রকম খেটে আর মাথা খাটিয়ে।'

'কিন্তু কী খাটুনি? একটা পারমিট পেয়ে অন্যকে সেটা বেচে দেওয়া কি খাটুনি হল?'

'অবশ্যই খাটুনি। এই অর্থে খাটুনি যে উনি বা ওঁর মতো লোক না থাকলে রেলপথই হত না।'

'কিন্তু এ খাটুনি তো চাষী-মজুর বা বুদ্ধিজীবীর মতো নয়।'

'মানলাম, কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ফল দিচ্ছে — রেলপথ। তবে তুমি তো মনে করো রেলপথ অনাবশ্যক।'

'না, এটা অন্য প্রশ্ন। আমি মানতে রাজি যে রেলপথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে টাকাটা খাটুনির সমানুপাতিক নয় তা কামানো অসাধু।'

'কিন্তু সমানুপাতটা স্থির করবে কে?'

'অসাধু পন্থায়, কলে-কৌশলে' — সাধু আর অসাধুর মধ্যে যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারছেন না তা অনুভব করেই লেভিন বললেন, 'টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার' — বলে চললেন তিনি: 'এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপুল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শুধু এখন তার চেহারা পালটেছে। Le roi est mort, vive le roi!** ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাংক: এও না খেটে মুনাফা।'

'এ সবই সম্ভবত খুবই ঠিক এবং বুদ্ধিমন্ত... থাম, ক্রাক!' চেঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, বিচালি এলোমেলো করে

* ভালো মনে (ফরাসি)।

** রাজা মারা গেছেন, দীর্ঘজীবী হোন রাজা! (ফরাসি।)

দিচ্ছিল, তাকে ধমকালেন তিনি, তারপর স্পষ্টতই নিজের যুক্তির ন্যায্যতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'কিন্তু সাধু আর অসাধু শ্রমের মধ্যে ভেদরেখাটা তো তুমি দেখালে না। আমার অধীনস্থ যে বড়োবাবু কাজকর্ম আমার চেয়ে ভালো জানলেও আমি যে বেতন পাই তার চেয়ে অনেক বেশি, এটা কি অসাধু?'

'জানি না।'

'তাহলে আমি তোমায় বলি: কৃষিকাজে তোমার খাটুনির জন্যে তুমি যে পাচ্ছ ধরা যাক পাঁচ হাজারের ওপর, যেখানে আমাদের স্বাধীন চাষী যতই খাটুক পঞ্চাশ রুব্লের বেশি পাচ্ছে না, এটাও ঠিক তেমনি অসাধু যেমন আমি পাই আমার নিম্নতন বড়োবাবুর চেয়ে বেশি, মালতুস বেশি পায় তার রেল-মিস্ত্রির চেয়ে। এ সব লোকের প্রতি সমাজের কেমন একটা অযৌক্তিক বিরূপতায় আমার বরং মনে হয় রয়েছে ঈর্ষা...'

'না, এটা অন্যায়' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঈর্ষা হতে পারে না। এ সব ব্যাপারে কিছু একটা কারচুপি থাকেই।'

'না শোনো' — লেভিন বলে চললেন, 'বলছ এটা ন্যায্য নয় যে আমি পাই পাঁচ হাজার আর চাষী পঞ্চাশ, তা ঠিক, এটা অন্যায়, আমি সেটা অনুভব করি, কিন্তু...'

'সত্যিই তাই। কেন আমরা কোনো মেহনত না করে খানাপিনা করি, শিকারে যাই, আর সে খেটেই চলেছে, খেটেই চলেছে অবিরাম?' ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি বললেন, স্পষ্টতই জীবনে পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ভাবলেন এই প্রথম, তাই তাঁর কথায় ছিল পরিপূর্ণ অকপটতা।

'হ্যাঁ, তুমি অনুভব করো, কিন্তু নিজের সম্পত্তিটা ওকে দাও না' — যেন ইচ্ছে করে লেভিনকে খোঁচাবার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ইদানীং দুই ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যেন গোপন একটা শত্রুতা গড়ে উঠেছিল: দু'জন দুই বোনকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল — কে তাঁর জীবনকে ভালো করে গড়ে তুলবেন তাই নিয়ে। এখন এই শত্রুতা প্রকাশ পেল কথাবার্তায় একটা ব্যক্তিগত ঝাঁঝ এনে।

'দিই না কারণ কেউ সেটা চাইছে না আমার কাছে, আর আমি নিজে চাইলেও এমন কেউ নেই যাকে দেওয়া যায়' — লেভিন বললেন।

'দিয়ে দাও এই চাষীটাকে, সে আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু দেব কেমন করে? ওর সঙ্গে গিয়ে দলিল সই করব?'

'তা জানি না, তবে তোমার যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তোমার অধিকার নেই...'

'মোটেই সে বিশ্বাস আমার নেই। বরং আমি অনুভব করি যে দান করার অধিকার আমার নেই, বরং জমি এবং পরিবারের কাছে দায়িত্ব আছে আমার।'

'না, শোনো, যদি তুমি মনে করো এই অসাম্য অন্যায়, তাহলে কেন এমন কাজ করছ না...'

'আমি সেই কাজই করছি, শুধু নেতিবাচক দিক থেকে, শুধু দুজনের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য আছে সেটা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা আমি করব না।'

'না, মাপ করো, এটা একটা আপাতবিপরীত কূট।'

'হ্যাঁ, এটা কেমন যেন একটা কুতার্কিক যুক্তি বলে মনে হচ্ছে' — সমর্থন করলেন ভেস্লোভস্কি; 'আরে, কর্তা যে!' দরজা ক্যাঁচকেঁচিয়ে এইসময় চালাঘরে ঢোকায় চাষীটাকে বললেন তিনি, 'কী, এখনো ঘুমাচ্ছ না?'

'কোথায় ঘুম! ভাবলাম আমাদের বাবুরা ঘুমিয়ে পড়েছে, শুনি কথাবার্তা। এলাম একটা আঁকশি নিতে। কুকুরটা কামড়াবে না তো?' সাবধানে খালি পা ফেলে জিগ্যেস করলে সে।

'আর তুমি ঘুমাবে কোথায়?'

'রাতের ডিউটিতে।'

'আহ্, কী রাত!' খোলা দরজার বড়ো ফ্রেম দিয়ে প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছিল কুটিরের একটা কোণ, ঘোড়া খুলে নেওয়া গাড়ি, সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভেস্লোভস্কি, 'আরে শুনুন, শুনুন, মেয়েদের গলায় গান, গাইছে মন্দ না তো! কে গাইছে কর্তা?'

'গাঁয়ের মেয়েরা, ওই কাছেই।'

'চলুন যাই, বেরিয়ে আসি! ঘুম তো হবে না। অব্‌লোন্‌স্কি, চলুন, বেড়ানো যাক!'

'শুয়ে থাকা আর যাওয়া, কী করে হয় একসঙ্গে' — দেহ টান করে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি, 'শুয়ে থাকাটা চমৎকার।'

'তাহলে আমি একাই যাব' — সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বুট পরতে পরতে বললেন ভেস্লোভস্কি, 'আসি মশায়েরা। ফুর্তির কিছু থাকলে আপনাদের ডাকব। আপনারা আমায় শিকারে এনেছেন সেটা ভুলব না।

'খাশা ছোকরা, তাই না?' ভেস্লোভস্কি চলে গেলে এবং চাষী দরজা বন্ধ করে দেবার পর বললেন অব্‌লোন্‌স্কি।

'হ্যাঁ, খাশা' — যে আলাপটা হচ্ছিল তার কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলেন লেভিন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যতটা পারেন পরিষ্কার করে তাঁর ভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, অথচ দু'জনেই ওঁরা, নির্বোধ বা কপট নন, একবাক্যে বলেছেন যে কুযুক্তিতে তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। এটা বিচলিত করছিল তাঁকে।

'তাহলে ভায়া, দুটোর একটা। হয় মানো যে বর্তমান ব্যবস্থাটা ন্যায্য, তাহলে নিজের অধিকার বজায় রাখো; নয় স্বীকার করো যে অন্যায় বিশেষাধিকার ভোগ করছ, আর আমি যা করি, সেটা ভোগ করি খুবই তৃপ্তির সঙ্গেই।'

'না, এ সুবিধা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে সেটা ভোগ করতে তুমি পারো না, অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে প্রধান কথা হল এই যে আমার দোষ নেই, এইটে অনুভব করা।'

'কিন্তু সত্যি, গেলে হয় না?' স্পষ্টতই এ সব ভাবনায় ক্লান্তি বোধ করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ঘুম তো হবে না, সত্যি, চলো যাই!'

লেভিন উত্তর দিলেন না। তিনি ন্যায় আচরণ করছেন নেতিবাচক অর্থে এই যে কথাটা তাঁরা বলেছেন, তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'ন্যায্য হওয়া যায় কেবল কি নেতিবাচক দিক থেকে?'

'আহ্ কী গন্ধ ছাড়ছে তাজা বিচালি!' উঠে বসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'না, কিছুতেই ঘুমাব না। ভাসেনকা কিছু একটা জমিয়েছে ওখানে। শুনছ খিলখিল হাসি আর ওর গলা? গেলে হয় না? চলো যাই!'

'না, আমি যাব না' — লেভিন বললেন।

'এটাও তোমার একটা নীতি নাকি?' অন্ধকারে টুপি খুঁজতে খুঁজতে হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'নীতি নয়, কিন্তু কেন যাব আমি?'

'জানো, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ' — টুপিটা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী ক'রে?'

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি না স্ত্রীর কাছে তুমি নিজেকে কোথায় দাঁড় করিয়েছ? দু'দিনের জন্যে তুমি শিকারে যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নটা

তোমাদের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে তো আমি শুনেছি। এ সবই ভালো একটা সহজিয়া গীত হিশেবে। কিন্তু সারা জীবন তো তাতে চলবে না। পুরুষকে হতে হবে স্বাধীন, তার আছে নিজের পুরুষালী আগ্রহ। পুরুষকে হতে হবে পৌরুষময়' — অব্‌লোন্‌স্কি বললেন দরজা খুলে।

'তার মানে? গাঁয়ে কুমারীদের সঙ্গে লীলায় যেতে হবে?' লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'যদি ফুর্তি লাগে, তাহলে কেন নয়? Ca ne tire pas à conséquence.* এতে আমার স্ত্রীর কিছু খারাপ হবে না অথচ আমার খানিকটা ফুর্তি হবে। প্রধান কথা, গৃহটা পবিত্র রাখা। ঘরে যেন কিছু না হয়। কিন্তু নিজের হাত তো খোলা রাখা চাই।

'হয়ত তাই' — শুষ্ককণ্ঠে বলে লেভিন পাশ ফিরলেন, 'কাল সকাল সকাল যেতে হবে, কাউকে জাগিয়ে দেব না আমি। ভোর হতেই আমি যাব।'

'Messieurs, venez vite!'** শোনা গেল ভেস্লোভস্কির গলা, ফিরেছেন তিনি; 'Charmante!*** আমি আবিষ্কার করেছি ওকে। Charmante, একেবারে গ্রেচেন, আমাদের ভাব হয়ে গেছে। সত্যি পরমাসুন্দরী' — এমন পুলকিত হয়ে উনি বলতে লাগলেন যেন পরমাসুন্দরীকে গড়া হয়েছে তাঁর জন্যই, এবং তাঁর জন্যই যিনি গড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর তিনি তুষ্ট।

ঘুমের ভান করলেন লেভিন আর বুট পরে চুরুট ধরিয়ে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অব্‌লোন্‌স্কি, শিগগিরই মিলিয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠস্বর।

অনেকখন ঘুম এল না লেভিনের। শুনতে পাচ্ছিলেন বিচালি চিবুচ্ছে তাঁর ঘোড়ারা, গৃহকর্তা তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল রাত চৌকিতে; পরে শুনলেন চালাঘরের অন্যদিকে সৈনিক তার ভাগনে, গৃহস্বামীর ছোটো ছেলেকে নিয়ে শুচ্ছে; সরু গলায় ছেলেটা তার মামাকে বলছে কুকুরগুলোর কথা, সেগুলোকে ভয়ংকর আর অতিকায় বলে মনে হয়েছিল তার; এর পর

* এতে পরিণামের কিছু নেই (ফরাসি)।

** তাড়াতাড়ি আসুন মশাইরা! (ফরাসি।)

*** মনোহারিণী! (ফরাসি।)

সে জিগ্যেস করলে কী ধরবে কুকুরগুলো, ঘুম-ঘুম ভাঙা গলায় সৈনিক বললে যে কাল শিকারীরা জলায় যাবে, গুলি চালাবে, তারপর ছেলেটার জিজ্ঞাসা এড়াবার জন্য বললে, 'নে ভাস্‌কা, ঘুমো, ঘুমো, নইলে দেখাব মজা' — এবং শিগগিরই নাক ডাকাতে লাগল নিজেই, নিঝুম হয়ে এল চারিদিক; শোনা যাচ্ছিল শুধু ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, স্নাইপের কর্কশ ডাক। 'সত্যিই কি শুধু নেতিবাচক দিক থেকে' — মনে মনে আওড়ালেন লেভিন, 'তা কী হল? আমার তো দোষ নেই।' আগামী কালের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

'কাল সকাল সকাল যাব, উত্তেজিত হব না। স্নাইপ অঢেল, বড়ো স্নাইপও আছে। ফিরে দেখব কিটির চিঠি এসেছে। তা স্তিভা ঠিকই বলেছে। কিটির কাছে আমি পুরুষ নই, মাগী বনে গেছি... কিন্তু কী করা যাবে! ফের ওই নেতি!'

ঘুমের মধ্যে তিনি শুনলেন ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচের হাসি, উচ্ছল কথাবার্তা। ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তিনি দেখলেন: চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কথা কইছেন ওঁরা। ডবকা ছুঁড়ির সঙ্গে সদ্য ফেটে যাওয়া বাদামের তুলনা দিয়ে কী যেন বললেন স্তেপান আর্কাদিচ আর তাঁর সংক্রামক হাসি হেসে ভেস্লোভস্কি পুনরুল্লেখ করলেন নিশ্চয় চাষী তাঁকে যা বলেছিল সেই কথাটা: 'তুমি তোমার নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে যত পারো তোয়াজ করো গো!' ঘুমের মধ্যে থেকে লেভিন বললেন:

'কাল সকালে হে!' এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ ১২ ॥

ভোরে ঘুম ভেঙে সঙ্গীদের জাগাবার চেষ্টা করলেন লেভিন। উপুড় হয়ে মোজা পরা একটা পা টান করে এমন বেদম ঘুমোচ্ছিলেন ভাসেনকা যে তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া সম্ভব হল না। ঘুমের মধ্যেই অব্‌লোন্‌স্কি আপত্তি করলেন এত সকালে যেতে। বিচালির কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল লাস্‌কা। এমনকি সেও উঠল অনিচ্ছায়, আলস্যভরে পেছনের পাদুটোর আড়মোড়া ভাঙল। হাই-বুট পরে, বন্দুক নিয়ে, সন্তর্পণে

চালাঘরের ক্যাঁচকেঁচে দরজা খুলে লেভিন বেরিয়ে এলেন। কোচোয়ানরা ঘুমোচ্ছিল গাড়িতে, ঘোড়ারা ঝিমচ্ছিল। শুধু একটা ঘোড়া আলস্যভরে ওট খাচ্ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে তা ছড়াচ্ছিল পাতনায়। বাইরে তখনো ধূসর আঁধার।

'এত সকালে উঠলে যে বাছা?' কুটির থেকে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এসেছিল, যেন অনেক কালের পরিচয় এমনভাবে সে জিগ্যেস করলে লেভিনকে।

'শিকারে যাব মাসি। এদিক দিয়ে জলায় যাওয়া যাবে?'

'সোজা পিছনের আঙিনা দিয়ে; মাড়াই ভুঁই হয়ে তিসি ক্ষেত গো। সেখানেই হাঁটা পথ বেরিয়েছে।'

সাবধানে রোদ-পোড়া খালি পা ফেলে বৃদ্ধা লেভিনকে এগিয়ে দিল, মাড়াই ভুঁইয়ের বেড়া খুলে দিল তাঁর জন্য।

'সোজা চলে গেলেই জলা। আমাদের ছেলেগুলো কাল সাঁঝে ঘোড়া খেদিয়েছে ওখানে।'

ফুর্তিতে লাস্‌কা ছুটে গেল হাঁটা পথটা দিয়ে। অবিরাম আকাশটা লক্ষ করতে করতে ক্ষিপ্র লঘু পদক্ষেপে লেভিন গেলেন তার পেছু পেছু। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল জলায় পেঁছবার আগে যেন সূর্য না ওঠে। কিন্তু গড়িমসি করলে না সূর্য। যখন তিনি বেরোন, বাঁকা চাঁদ তখনো জ্বলজ্বল করছিল, এখন তার আভা এক ফোঁটা পারদের মতো: কিছুক্ষণ আগেও শুকতারা চোখে না পড়ে যেত না এখন তাকে খুঁজতে হচ্ছে; দূরের ক্ষেতে যে ছোপগুলো আগে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; রাই শস্যের আঁটি এগুলি। উঁচু উঁচু সুগন্ধ তিসিগাছ থেকে বন্ধ্যা মঞ্জরিগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। সূর্যের আলো না থাকায় তখনো অদৃশ্য শিশির বিন্দুগুলো লেভিনের পা আর ব্লাউজ ভিজিয়ে দিলে কোমরের ওপর পর্যন্ত। প্রভাতের স্বচ্ছ স্তব্ধতায় সামান্যতম ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। গুলির শিস দিয়ে লেভিনের কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা মৌমাছি। চেয়ে দেখতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৌমাছিও চোখে পড়ল। বেড়ার পেছনে মধুমক্ষিশালা থেকে উড়ে গিয়ে তারা তিসি ক্ষেতের ওপর দিয়ে সোজা জলার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। পথটা চলে গেছে জলায়। জলাটা চেনা যায় সেখান থেকে ওঠা ভাপ দেখে, কোথাও তা ঘন, কোথাও পাতলা, সে ভাপের মধ্যে দ্বীপের মতো দুলছে হোগলা আর উইলোর ঝোপ। যে ছোকরা আর

মরদেরা রাতে ঘোড়াগ্ললোর চৌকি দিয়েছিল জলার কিনারায় আর পথের ধারে তারা ভোর হলেও অঘোরে ঘ্নমাচ্ছে কাফতান জড়িয়ে। তাদের অদ্নরে চরছে ছাঁদনদড়ি বাঁধা তিনটে ঘোড়া। তাদের একটা ঝনঝনিয়ে চলছে বেড়ি। লাস্কা যাচ্ছিল তার প্রভুর পাশে পাশে, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, এগিয়ে যেতে চাইছে। ঘ্নমন্ত চাষীদের পেরিয়ে গিয়ে প্রথম নাবালটায় পেঁছে লেভিন তাঁর কার্তুজ পরীক্ষা করে লেলিয়ে দিলেন কুকুরটাকে। বাদামী রঙের তিন-বছ্নরে একটা প্নর্ন্ষ্টু ঘোড়া কুকুর দেখে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল। ভয় পেয়েছিল বাকি ঘোড়াগ্নলোও। ছাঁদনদড়ি বাঁধা পায়ে জলে ছপছপ করে ঘন পাঁকে ডুবে যাওয়া খ্নর টেনে তোলায় হাততালি দেবার মতো শব্দ করে তারা লাফিয়ে এল জলা থেকে। লাস্কা থেমে গিয়ে ঘোড়াগ্নলোর দিকে সবিদ্র্নপ আর লেভিনের দিকে চাইল সপ্রশ্ন দ্ন্ষ্টিতে। লেভিন তার গায়ে হাত ব্নলিয়ে শিস দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে শ্নর্ন করা যেতে পারে।

ফুর্তিতে উদ্বেগ নিয়ে লাস্কা ছ্নটল তার পায়ের তলেকার টলমলে পাঁকের ওপর দিয়ে।

জলায় লাস্কা তক্ষ্ননি শিকড়, জলা-ঘাস, মরচের চেনা এবং অশ্বমলের অচেনা গন্ধের মধ্যে টের পেল সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে যাওয়া পাখির গন্ধ, ঠিক সেই ঝাঁঝালো গন্ধটাই যা তাকে তাতিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা আর পানার মধ্যে কোথাও কোথাও গন্ধটা খ্নবই তীব্র, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা বেড়ে উঠছে বা কমে আসছে তা স্থির করা যাচ্ছিল না। দিশা ঠিক করার জন্য সরে আসতে হত বাতাস থেকে। পায়ের গতি সম্পর্কে সচেতন না থেকে লাস্কা প্রাক্প্রত্যূষ যে বাতাস বইছিল প্নব থেকে তার ডান দিকে ছ্নটে গিয়ে, বাতাসের দিকে ফিরে লাফিয়ে চলল উত্তেজিত দ্নলকি চালে এমনভাবে যাতে প্রয়োজন পড়লে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বিস্ফারিত নাক দিয়ে বাতাস টেনে সে তক্ষ্ননি টের পেল যে শ্নধ্ন গন্ধ নয়, পাখিগ্নলোই রয়েছে তার কাছেই এবং শ্নধ্ন একটা নয়, অনেক। লাস্কা তার ধাবনের গতি কমাল। পাখিগ্নলো এখানেই, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পারছিল না সে। জায়গাটা খ্নজে পাবার জন্য সে পাক দেওয়া শ্নর্ন করা মাত্র শ্ননল প্রভুর ডাক। 'লাস্কা! এইখানে!' অন্য দিক দেখিয়ে বললেন তিনি। জিজ্ঞাস্ন দ্ন্ষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ল লাস্কা: যা শ্নর্ন করেছে সেটা শেষ করাই কি ভালো হবে না? কিন্তু জলে ভাসা কয়েকটা ঘেসো

ডিপি যেখানে কিছুই থাকতে পারে না, সেটা দেখিয়ে রাগত স্বরে লেভিন পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর হুকুমের। তাঁর কথা শুনল লাস্‌কা, প্রভুকে খুশি করার জন্য ভান করলে যেন খুঁজছে, ডিপিগুলোর মাঝে ঢুকল সে, কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসতেই টের পেল পাখিদের। এখন, লেভিন যখন তাকে বাধা দিচ্ছেন না, লাস্‌কা বুঝে গেল কী করতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে, বিরক্তিতে উঁচু উঁচু ডিপিগুলোয় হোঁচট খেয়ে, জলে পড়ে গিয়ে কিন্তু স্থিতিস্থাপক সবল পায়ে সামলে নিয়ে সে শুরু করলে পাক দিতে, যাতে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। ওদের গন্ধ ক্রমেই তীব্র আর সুনির্দিষ্ট রূপে অভিভূত করছিল তাকে, আর হঠাৎ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওদের একটা আছে এখানেই, পাঁচ পা দূরে তার সামনের ডিপিটার পেছনে, থেমে গেল সে, আড়ষ্ট হয়ে উঠল গোটা শরীর। পা তার খাটো হওয়ায় সামনে কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু গন্ধ থেকে জানতে পারছিল যে বসে আছে সে পাঁচ পা'র বেশি দূরে নয়। গন্ধটা ক্রমাগত টেনে প্রত্যাশার পরিতৃপ্তিতে দাঁড়িয়ে রইল সে। উত্তেজিত লেজ টান টান হয়ে তিরতির করছিল কেবল ডগাটায়। মুখ সামান্য হাঁ করা, কান খাড়া। দৌড়ের দরুন একটা কান উলটে গেছে, হাঁপাচ্ছিল লাস্‌কা, কিন্তু সাবধানে এবং আরো সাবধানে, মাথা না ঘুরিয়ে বরং শুধু চোখ দিয়ে তাকাচ্ছিল প্রভুর দিকে। তাঁর মুখ তার কাছে অভ্যস্ত, কিন্তু চোখ সর্বদাই ভয়ংকর, আসছেন তিনি ঘেসো ডিপিতে হোঁচট খেতে খেতে এবং লাস্‌কার মনে হল, আসছেন অসাধারণ ধীরে। লাস্‌কার মনে হয়েছিল যে তিনি আসছেন ধীরে ধীরে, আসলে কিন্তু তিনি দৌড়াচ্ছিলেন।

লাস্‌কা যে বিশেষ ভঙ্গিতে একেবারে শুয়ে পড়ে, পেছনের বড়ো থাবায় মাটি আঁচড়ায় আর মুখ সামান্য হাঁ করে, তা দেখে লেভিন বুঝলেন যে বড়ো স্নাইপের ধান্ধায় আছে সে, এবং যাতে সাফল্য লাভ করেন, বিশেষ করে প্রথম পাখিটায়, তার জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছুটে গেলেন লাস্‌কার দিকে। তার পাল্লা ধরে উঁচু থেকে তিনি চাইলেন সামনে আর লাস্‌কা যা দেখেছিল গন্ধে সেটা তিনি দেখলেন চোখ দিয়ে। দুটো ডিপির মাঝখানে একটায় তিনি দেখতে পেলেন বড়ো একটা স্নাইপ। মাথা ঘুরিয়ে ও যেন কান পাতল। তারপর ডানা নেড়ে ফের তা গুটিয়ে বিদঘুটে ঢঙে পিছিয়ে লুকিয়ে গেল কোণে।

'নে, নে!' পেছন থেকে লাস্‌কাকে ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন।

লাস্কা ভাবলে: 'কিন্তু আমি যে যেতে পারি না। যাব কোথায়? এখান থেকে আমি ওদের টের পাচ্ছি, আর যদি এগিয়ে যাই, তাহলে ধরতে পারব না কোথায় তারা, কে তারা।' কিন্তু লেভিন হাঁটু দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে ফের বললেন· 'নে লাসোচ্কা. নে!'

'তা উনি যদি তাই চান, তাহলে করছি, কিন্তু আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না' — এই ভেবে লাস্কা তেড়ে গেল সামনের ঢিপিদুটোর মাঝখানে। এখন সে আর কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না, কিছুই না বুঝে শুধু দেখছিল আর শুনছিল।

আগের জায়গাটা থেকে দশ পা দূরে, প্রচণ্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে, বড়ো স্নাইপের বৈশিষ্ট্যসূচক পক্ষধ্বনি তুলে উড়ল একটা পাখি। আর গুলির পরেই শাদা বুকে ধপ করে পড়ল ভেজা মাটির ওপর। দ্বিতীয় পাখিটা কুকুর ছাড়াই উড়ল লেভিনের পেছন থেকে।

লেভিন যখন ঘুরলেন তার দিকে, ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে সে, তাহলেও গুলিটা লাগল। আরো কিছুটা উড়ে গিয়ে, সিধে হয়ে, বলের মতো ঘুরপাক খেয়ে সশব্দে সে পড়ল শুকনো ডাঙ্গায়।

'হ্যাঁ, এটা একটা কাজের কাজ হল' — মাংসল স্নাইপ দুটোকে থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবলেন, 'কী লাসোচ্কা, কাজ হবে তো?'

ফের বন্দুকে গুলি ভরে লেভিন যখন আবো এগিয়ে গেলেন, সূর্য তখন উঠে গিয়েছিল, যদিও মেঘের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল না। শশীকলা তার সমস্ত দীপ্তি হারিয়ে ম্যাড়ম্যাড় করছিল শাদা একখণ্ড মেঘের মতো; একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না আর। শিশিরে নাবালগুলো আগে ছিল রুপোলি, এখন সোনালি। মরচে-ধরা জলগুলো এখন অ্যাম্বারের মতো হলদে। ঘাসের নীলাভা এখন পরিণত হলদেটে সবুজে। স্রোতের কাছে শিশিরে চিকচিকে, লম্বা ছায়া ফেলা ঝোপঝাড়গুলোয় গিজগিজ করছে জলার পাখিরা। ঘুম থেকে জেগে একটা বাজপাখি খড়ের গাদিতে বসে এপাশে-ওপাশে মাথা ফিরিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইছিল জলার দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে উড়ছিল দাঁড়কাকগুলো। ঘুম থেকে উঠে কাফতানের তল থেকে গা চুলকাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ, নগ্নপদ একটি বালক ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল তার দিকে। গুলির ধোঁয়া দুধের মতো ধবধব করছিল সবুজ ঘাসের ওপর।

একটা ছেলে ছুটে এল লেভিনের দিকে।

'কাল হেথায় হাঁস এয়েছিল গো কাকু!' কিছু দূরে পেছন পেছন যেতে যেতে চেঁচাল একটা ছেলে।

ছেলেটার চোখের সামনে পর পর আরো তিনটে স্নাইপ মারতে পেরে দ্বিগুণ খুশি লাগল লেভিনের। তারিফ ফুটেছিল ছেলেটার মুখে।

॥ ১৩ ॥

প্রথম পশু কি পাখিটা যদি ফসকে না যায়, তাহলে শিকারে ভাগ্য খুলবে — শিকারীদের এই বিশ্বাসটা দেখা গেল সত্যি।

বেলা নয়টার পর ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, আনন্দিত লেভিন তিরিশ ভার্স্ট পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন উনিশটি শাঁসালো পাখি নিয়ে। একটি হাঁস থলেয় ঢোকানো যায় নি বলে সেটাকে তিনি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কোমরবন্ধে। তাঁর সঙ্গীদের ঘুম ভেঙেছে অনেকখন, ইতিমধ্যেই খিদে মিটিয়ে প্রাতরাশ সেরেছেন তাঁরা।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি জানি, উনিশটা' — উড়ন্ত অবস্থায় পাখিগুলোর যে রূপ ছিল এখন তা হারিয়ে মোচড়ানো, রক্তের দাগ ধরা, শুকিয়ে ওঠা স্নাইপগুলোকে দ্বিতীয় বার গুণতে গুণতে লেভিন বললেন।

হিসেবটা সঠিক এবং লেভিন খুশি হলেন স্তেপান আর্কাদিচের ঈর্ষায়। এটাও তাঁর ভালো লাগল যে ঘরে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন কিটির চিঠি নিয়ে আসা লোকটাকে।

'আমি বেশ ভালো আছি, হাসিখুশি। আমার জন্যে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে এখন আরো নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার নতুন দেহরক্ষী হয়েছেন মারিয়া ভ্লাসিয়েভনা (এই ধাইটি লেভিন সংসারে নতুন গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যক্তি)। আমি কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন তিনি। দেখলেন আমি পুরোপুরি সুস্থ; তোমার আসা পর্যন্ত ওঁকে ধরে রেখেছি আমরা। সবাই আমরা ভালো আছি, সবাই হাসিখুশি, তুমি বাপু তাড়াহুড়ো করো না, শিকার যদি ভালো চলে, তাহলে আরো একদিন থেকে যেও।'

পয়মন্ত শিকার আর স্ত্রীর চিঠি — এ দুই আনন্দ ছিল এতই বিপুল যে পরে যে দুটি ছোটোখাটো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে বিশেষ বিচলিত হন নি লেভিন। তার একটা হল, বাড়তি পাটকিলে ঘোড়াটাকে

গতকাল স্পষ্টতই অত্যন্ত খাটানোয় সে খাচ্ছিল না কিছু মুষড়ে পড়েছিল। কোচোয়ান বললে সে জেরবার হয়ে গেছে।

বললে, 'কাল বড়ো বেশি ছুটিয়েছি ওকে। খারাপ রাস্তায় দশ ভার্স্ট পথ, কম নয়ত।'

দ্বিতীয় যে ঘটনাটা তাঁর প্রথম দিককার খোশ মেজাজকে মাটি করে দিয়েছিল, কিন্তু পরে যা নিয়ে তিনি খুব হেসেছেন সেটা এই যে কিটি এত প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না বলে মনে হয়েছিল, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শিকার থেকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ফেরার সময় লেভিনের কাছে পিঠেগুলোর ছবি এত জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল যে ঘরের কাছে এসে তিনি নাকে-মুখে তার স্বাদ-গন্ধ এমনই পাচ্ছিলেন যেমন লাস্‌কা পায় মৃগয়ার, ফিলিপকে তক্ষুনি খাবার দিতে বললেন তিনি। দেখা গেল শুধু পিঠে নয়, মুরগির ছানাগুলোও অন্তর্ধান করেছে।

'খিদে বটে!' হেসে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অগ্নিমান্দ্যে আমি ভুগি না, কিন্তু এটা আশ্চর্য...'

'তা কী করা যাবে!' ভেস্লোভস্কির দিকে বিষণ্ন বদনে চেয়ে লেভিন বললেন, 'তাহলে গরুর মাংসই দাও ফিলিপ।'

'গরুর মাংসও খাওয়া হয়ে গেছে' — ফিলিপ বললে, 'হাড়গুলো আমি দিয়েছি কুকুরদের।'

লেভিন এত ক্ষুব্ধ হলেন যে সখেদে বললেন:

'অন্তত কিছু রাখলে পারতেন আমার জন্যে!' কান্না পাচ্ছিল তাঁর।

ভাসেনকার দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ফিলিপকে বললেন, 'যাও, পাখিগুলোর ছাল ছাড়াও গে। আর বিছুটি দিতে ভুলো না। আমার জন্যে অন্তত খানিক দুধ চেয়ে আনো তো।'

দুধ খাওয়ার পর বাইরের লোকের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে যখন তাঁর লজ্জা হয়, নিজের ক্ষুধার্ত উষ্মা নিয়ে তখন হাসাহাসি করেছিলেন তিনি।

বিকেলে আরেক বার শিকারে যান তাঁরা, ভেস্লোভস্কি পর্যন্ত তাতে পাখি মারতে পারেন কয়েকটা, বাড়ি ফিরলেন রাত্রে।

ফিরতি পথটাও এখানে আসবার মতো কাটল ফুর্তিতে। ভেস্লোভস্কি কখনো গান ধরলেন, কখনো স্মরণ করলেন চাষীদের কাছে তাঁর যাওয়াটা,

যারা তাঁকে ভোদকা খাইয়ে বলেছিল: 'কড়া চোখে চেও না গো'। কখনো বললেন বাদামের সঙ্গে তুলনীয় গ্রাম্য ছুঁড়ির সঙ্গে তাঁর রঙ্গরসের কথা। একটি চাষী তাঁকে জিগ্যেস করেছিল তিনি বিবাহিত কিনা, আর বিবাহিত নন জেনে বলেছিল: 'পরস্ত্রীর দিকে চোখ দিও না গো, নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে তোয়াজ করো।' এই কথাটায় ভারি মজা লেগেছিল ভেস্লোভস্কির।

'মোটের ওপর এই সফরটায় ভয়ানক আনন্দ পেলাম। আর আপনি লেভিন?'

'আমিও' — আন্তরিকভাবেই বললেন লেভিন। বাড়িতে ভাসেনকার প্রতি যে বিরূপতা তিনি বোধ করেছিলেন সেটা আর বোধ করছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর প্রতি অতি সৌহার্দ্যের একটা মনোভাবে ভারি আনন্দ হচ্ছিল তাঁর।

॥ ১৪ ॥

পরের দিন সকাল দশটায় ভাসেনকা যে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, সেখানে টোকা দিলেন লেভিন।

'Entrez'* — ভেস্লোভস্কি বললেন চেঁচিয়ে; 'মাপ করবেন, আমি সবে আমার ablutions** সারলাম' — শুধু অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হেসে বললেন তিনি।

'সংকোচের কিছু নেই' — জানলার কাছে বসলেন লেভিন, 'ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

'ঘুমিয়েছি মড়ার মতো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে কেমন?'

'কী খাবেন, চা নাকি কফি?'

'এর কোনোটাই নয়। আমি প্রাতরাশের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি লজ্জা হচ্ছে। মহিলারা এতক্ষণে উঠে পড়েছেন নিশ্চয়? এখন চমৎকার লাগবে বেড়াতে। আপনি আপনার ঘোড়া দেখান আমায়।'

* আসুন (ফরাসি)।

** প্রক্ষালন (ফরাসি)।

বাগান দিয়ে হেঁটে, আস্তাবলে গিয়ে, এমনকি প্যারালাল বারে একসঙ্গে ব্যায়াম করে লেভিন অতিথি সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরে ঢুকলেন ড্রয়িং-রুমে।

কিটি বসে ছিল সামোভারের সামনে। তার কাছে গিয়ে ভেস্লোভস্কি বললেন, 'শিকার হয়েছে চমৎকার, মনে কত যে ছাপ পড়ল! এ পরিতোষ থেকে মহিলারা বঞ্চিত বলে কষ্ট হচ্ছে।'

'কী আর হল, গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ওর কথা তো কইতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। অতিথির হাসিতে, বিজয়ীর যে ভাব নিয়ে তিনি কথা কইছিলেন কিটির সঙ্গে তার ভেতর ফের কী একটা যেন নজরে পড়ল তাঁর।

মারিয়া ভ্লাসিয়েভনা আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে প্রিন্স-মহিষী বসেছিলেন টেবিলের অন্য দিকটায়। লেভিনকে কাছে ডেকে তিনি প্রসবের জন্য কিটিকে মস্কো নিয়ে যাওয়া এবং ফ্ল্যাট ঠিকঠাক করা নিয়ে কথা পাড়লেন। বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল, আসন্নের মহিমার সামনে যেকোনো উদ্যোগ-আয়োজনই তার তুচ্ছতায় বিশ্রী লাগে লেভিনের কাছে, আর প্রসবের যে সময়টা সবাই কেমন যেন আঙুলে গুণে রেখেছে, তার তোড়জোড় তাঁর কাছে ঠেকল আরো অপমানকর। ভবিষ্যৎ শিশুকে কিভাবে কাঁথা জড়িয়ে রাখতে হবে, সে সব কথাবার্তায় কানে তালা দিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি, অবিরাম বুনে চলা রহস্যময় কিসব ফালি, কিসব সুতী ত্রিভুজ যাতে বিশেষ গুরুত্ব দেন ডল্লি, এ সব না দেখার জন্য তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। পুত্রের যে জন্ম হবে বলে লোকে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে (তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছেলেই হবে), তাহলেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না — ঘটনাটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অতি অনন্যসাধারণ, এবং এক দিক থেকে এতই বিপুল সুতরাং অসম্ভাব্য একটা সুখ, অন্য দিক থেকে এতই রহস্যময় একটা ব্যাপার যে যা হতে চলেছে তা নিয়ে লোকেদের কল্পিত একটা জ্ঞান আর সাধারণ একটা ব্যাপারের মতো তার জন্য তোড়জোড় তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিরক্তিকর, অপমানকর।

কিন্তু প্রিন্স-মহিষী তাঁর অনুভূতি বুঝছিলেন না, এ নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে তাঁর অনিচ্ছাকে ধরে নিলেন লঘুচিত্ততা ও উদাসীনতার ফল, তাই শান্তি দিচ্ছিলেন না তাঁকে। ফ্ল্যাটটা দেখার ভার তিনি দিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচের ওপর আর এখন কাছে ডাকলেন লেভিনকে।

'আমি কিছুই বুঝি না প্রিন্সেস। যা চান, করুন' — লেভিন বললেন।

'তোমরা কখন আসছ ঠিক করা দরকার।'

'সত্যি, আমি জানি না। জানি যে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মাচ্ছে মস্কো এবং ডাক্তার ছাড়াই... তাহলে কেন...'

'যদি তাই হয়...'

'না, না, কিটি যা চাইবে তাই হবে।'

'এ নিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলা চলে না! তুমি কি চাও ওকে ভয় পাইয়ে দেব? এই তো, এই বছরেরই বসন্তে নাটালি গলিৎসিনা মারা গেল খারাপ ধাত্রীবিদ্যার জন্যে।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব' — বিমর্ষ মুখে বললেন লেভিন।

প্রিন্স-মহিষী কিসব বলছিলেন ওঁকে, কিন্তু উনি শুনছিলেন না। প্রিন্স-মহিষীর কথাগুলো তাঁকে ক্ষুব্ধ করছিল, কিন্তু তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁর কথায় নয়, সামোভারের ওখানে যা ঘটছিল তা দেখে।

সুন্দর হাসি নিয়ে কিটির দিকে ঝুঁকে ভাসেনকা কী যেন বলছেন তাকে আর বিচলিত কিটি যে লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, 'না, এ অসম্ভব।'

ভাসেনকার ভঙ্গিতে, তার দৃষ্টিতে, তার হাসিতে অসাধু কী একটা যেন ছিল। লেভিন এমনকি কিটির ভঙ্গিতে আর দৃষ্টিতেও অসাধু কিছু একটা দেখতে পেলেন। ফের চোখে তাঁর আঁধার নেমে এল। গতকালের মতো ফের সুখ, প্রশান্তি, মর্যাদা থেকে হঠাৎ হতাশা, বিদ্বেষ, হীনতার অতলে নিক্ষিপ্ত বলে অনুভব করলেন নিজেকে। ফের সবাই এবং সবকিছু হয়ে উঠল তাঁর চক্ষুশূল।

'যা চান তাই করুন প্রিন্সেস' — আবার ওঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে লেভিন বললেন।

'মহারাজের উষ্ণীষ ধারণ বড়ো সহজ নয়' — রহস্য করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাঁকে, স্পষ্টতই ইঙ্গিতটা প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে শুধু নয়, তাঁর অস্থিরতার কারণ নিয়েও, যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল, 'আজ এত দেরি করলে যে ডল্লি!'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্ভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভাসেনকা এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাদের প্রতি সৌজন্যের যে

অভাব নব্য যুবাদের প্রকৃতিগত তার পরিচয় দিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন কী জন্য যেন হাসতে হাসতে।

'মাশা আমায় জ্বালিয়েছে। ভালো ঘুম হয় নি তার, আজ নানারকম জেদ ধরেছে কেবলি' — ডল্লি বললেন।

কিটির সঙ্গে ভাসেনকা যে কথাবার্তা শুরু করেছিলেন তা ফের চলতে থাকল গতকালের প্রসঙ্গ, আন্নার ব্যাপারটা আর প্রেম সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে হতে পারে কিনা তাই নিয়ে। এ আলাপটা কিটির ভালো লাগছিল না, তার বিষয়বস্তু এবং যে সুরে তা ব্যক্ত হচ্ছিল, দুয়েতেই অস্থির বোধ করছিল সে, বিশেষ করে এই জন্য যে এতে স্বামীর কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে সেটা সে জানত। কিন্তু বড়ো বেশি সহজ-সরল হওয়ায় আলাপটা থামিয়ে দিতে, এমনকি এই যুবা পুরুষটির সুস্পষ্ট মনোযোগে সে যে একটা বাহ্যিক তুষ্টিলাভ করছে, সেটা পর্যন্ত লুকাতে পারছিল না। কথাবার্তাটা বন্ধ করতেই সে চাইছিল, কিন্তু জানত না কী করতে হবে তাকে। যাই সে করুক স্বামী যে সেটা লক্ষ করবেন এবং সবকিছুরই একটা খারাপ অর্থ করা হবে তা সে জানত। এবং কিটি যখন ডল্লিকে জিগ্যেস করল মাশার কী হয়েছে আর ভাসেনকার কাছে নীরস এই আলাপটা শেষ হবার অপেক্ষায় উদাসীন দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন ডল্লির দিকে, তখন সত্যিই লেভিনের মনে হল যে জিজ্ঞাসাটা স্বাভাবিক নয়, কদর্য একটা চালাকি।

'কী আজ ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাব?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'চলো যাই, আমিও যাব' — বলে কিটি লাল হয়ে উঠল। ভাসেনকাও যাবেন কিনা, সৌজন্যবশত এটা সে জিগ্যেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু করলে না। 'কোথায় যাচ্ছ কস্তিয়া?' দৃঢ় পদক্ষেপে স্বামী যখন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন দোষী-দোষী ভাব নিয়ে কিটি জিগ্যেস করলে তাঁকে। এই দোষী দোষী ভাবটায় সমর্থিত হল তাঁর সন্দেহ।

'আমি যখন ছিলাম না, তখন মেকানিক এসে গিয়েছিল, অথচ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি' — কিটির দিকে না তাকিয়ে লেভিন বললেন।

নিচে নেমে গেলেন তিনি, কিন্তু স্টাডি থেকে বেরুতে না বেরুতেই শুনলেন স্ত্রীর পরিচিত অসাবধান পদশব্দ দ্রুত কাছিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

'কী ব্যাপার?' শুকনো গলায় বললেন তিনি, 'আমাদের কাজ আছে।'

'মাপ করবেন' — জার্মান মেকানিককে কিটি বললে, 'স্বামীকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।'

জার্মানটি চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু লেভিন তাকে বললেন:

'আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'ট্রেন তিনটের সময়?' জিগ্যেস করলে জার্মান, 'আবার দেরি না হয়ে যায়।'

লেভিন কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে।

'তা কী আপনি বলতে চান আমায়?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

কিটির মুখের দিকে চাইলেন না তিনি, তার এই অবস্থায় সারা মুখ যে তার কাঁপছে, চেহারা হয়েছে করুণ, বিধ্বস্ত, সেটা দেখতে চাইছিলেন না।

'আমি... আমি বলতে চাইছিলাম যে এভাবে থাকা চলে না, এটা যন্ত্রণা...' কিটি বললে।

'বুফেতে লোক আছে' — ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'নাটক জমিয়ো না।'

'তাহলে চলো ওখানে যাই!'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, কিটি চাইছিল পাশের ঘরে যেতে কিন্তু সেখানে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা তানিয়াকে পড়াচ্ছে।

'চলো, বাগানে যাই!'

বাগানে পথ সাফ করছিল একটি মুনিষ, তার সম্মুখে পড়লেন তাঁরা। সে যে তার অশ্রুসিক্ত এবং স্বামীর অস্থির মুখ দেখতে পাচ্ছে সে কথা না ভেবে, ওঁদের চেহারা যে হয়েছে কোনো একটা দুর্ভাগ্য থেকে পলায়মান লোকের মতো সে সম্পর্কে একটুও চিন্তা না করে ওঁরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন, অনুভব করছিলেন যে তাঁদের কথা কয়ে নিতে হবে, সন্দেহ নিরসন করতে হবে, একলা থাকতে হবে, দুজনেই যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, পরিত্রাণ পেতে হবে তা থেকে।

'এভাবে বাঁচা চলে না! এ যে যন্ত্রণা! আমি কষ্ট পাচ্ছি, তুমি কষ্ট পাচ্ছ। কিসের জন্যে?' লিণ্ডেন বীথির একটা কোণে নির্জন একটা বেঞ্চি পেয়ে কিটি বললে।

'তুমি শুধু একটা কথা আমায় বলো: ওর গলার সুরে অশোভন, অসাধু, অপমানকর-ভয়ংকর কিছু ছিল কি?' বুকে মুঠো চেপে যে ভঙ্গি তিনি সেদিন রাতে নিয়েছিলেন সেই ভঙ্গিতে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'ছিল' — কাঁপা-কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'কিন্তু কস্তিয়া, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছ না যে আমার দোষ নেই? আমি সকাল থেকে চেয়েছিলাম এমন একটা ভাব করব, কিন্তু এই সব লোক... কেন ও এল? কেমন সুখে ছিলাম আমরা!' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, ফোঁপানিটা তার ভারী হয়ে ওঠা সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও কিছুই তাঁদের তাড়া করে নি, সুতরাং কোনোকিছুর কবল থেকে পালাবার ছিল না, এবং বেঞ্চিটায় ওঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মালী অবাক হয়ে দেখল যে ওঁরা তার কাছ দিয়ে ঘরে ফিরছেন প্রশান্ত জ্বলজ্বলে মুখে।

॥ ১৫ ॥

স্ত্রীকে ওপরতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেভিন গেলেন ডল্লির কাছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনারও সেদিন বড়ো দুঃখ। সারা ঘরে পায়চারি করে কোণে দণ্ডায়মান মেয়েটিকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলছিলেন:

'হ্যাঁ, সারা দিন ঐ কোণেই দাঁড়িয়ে থাকবি, খাবার খাবি একা-একা, একটা পুতুলও তুই পাবি না, নতুন ফ্রকও সেলাই করব না তোর জন্যে' — আরো কী করে শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বলছিলেন তিনি।

লেভিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'না, এটা একটা লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে! কোত্থেকে এই সব বিছছিরি প্রবৃত্তি আসে?'

'কিন্তু কী সে করলে?' বেশ নির্বিকারভাবেই লেভিন বললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু পরামর্শ চাইবেন. তাই অসময়ে এসে পড়েছেন বলে বিরক্ত লাগছিল তাঁর।

'গ্রিশার সঙ্গে ও যায় র‍্যাস্পবেরি ভুঁইয়ে... আর সেখানে কী যে করেছে তা বলার নয়। মিস এলিয়টকে কতবার মাপ করে দিয়েছি, কিন্তু কিছুই উনি দেখেন না, একটা যন্ত্র... Figurez vous, que la petite...*'

এই বলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বর্ণনা করতে লাগলেন মাশার অপরাধ।

* কল্পনা করুন, মেয়েটা... (ফরাসি)।

'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, এটা মোটেই বিছছিরি প্রবৃত্তির লক্ষণ নয়। নেহাৎ দুষ্টুমি' — প্রবোধ দিলেন লেভিন।

'কিন্তু তুমি কেমন যেন মনমরা? কেন এলে বলো তো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসার সুরটা দেখে লেভিন বুঝলেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলা সহজ হবে।

'আমি ওখানে ছিলাম না, কিটির সঙ্গে গিয়েছিলাম বাগানে। এই দ্বিতীয় বার আমাদের ঝগড়া হল... যবে থেকে স্তিভা এসেছে।'

ডল্লি তাঁর দিকে চাইলেন বিজ্ঞ, বোদ্ধার দৃষ্টিতে।

'কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলো তো... কিটির দিক থেকে নয়, এই ভদ্রলোকটির আচরণে এমন কিছু কি ছিল, যা সম্ভবত স্বামীর কাছে অপ্রীতিকর। না, অপ্রীতিকর নয়, ভয়ংকর, অপমানকর?'

'কী তোমায় বলি... যা, দাঁড়িয়ে থাক কোণে!' মাশাকে ধমকে উঠলেন ডল্লি, মায়ের মুখে সামান্য হাসির লক্ষণ দেখতে পেয়ে সরে যাবার উপক্রম করছিল সে। 'সমাজের মত হবে সমস্ত যুবাপুরুষ যেভাবে চলে, ও-ও সেভাবে চলছে। Il fait la cour à une jeune et jolie femme* এবং বাস্তব বুদ্ধির স্বামীর তাতে গৌরব বোধ করা উচিত।'

'হ্যাঁ, তা বটে' — বিমর্ষ হয়ে বললেন লেভিন, 'কিন্তু তুমি লক্ষ করেছিলে?'

'শুধু আমি নই, স্তিভাও লক্ষ করেছে। চায়ের পর ও আমায় স্পষ্টই বলে: je crois que ভেস্লোভস্কি fait un petit brin de cour à** কিটি।'

'তা বেশ। এবার নিশ্চিন্ত। ওকে ভাগাব আমি' — লেভিন বললেন।

'পাগল হলে নাকি?' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডল্লি; 'কী বলছ কস্তিয়া, সচেতন হও!' হেসে তিনি বললেন। 'নে, এবার ফান্নির কাছে যেতে পারিস' — মাশাকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'না, যদি চাও, আমি স্তিভাকে বলব। তাকে সে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বলা চলতে পারে যে অতিথির অপেক্ষা করছ তুমি। মোটের ওপর ও আমাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়।'

'না, না, আমি নিজেই বলব।'

* সুন্দরী ও যুবতী নারীর পেছনে সে ঘুরঘুর করে (ফরাসি)।

** আমার মনে হয় ভেস্লোভস্কি সহজেই কিটির প্রেমে পড়ছে (ফরাসি)।

'ওর সঙ্গে ঝগড়া করবে তো?..'

'একটুও না। আমার বরং ফুর্তিই লাগবে' — সত্যিই ফুর্তিতে চোখ জ্বলজ্বল করে লেভিন বললেন, 'নাও ডল্লি, ওকে মাপ করে দাও, আর ও করবে না' — ছোট্ট অপরাধিনীটি সম্পর্কে তিনি বললেন। ফান্নির কাছে না গিয়ে সে অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে, চোরা চাউনিতে খুঁজছিল এবং আশা করছিল মায়ের দৃষ্টিপাত।

মা তাকালেন তার দিকে। মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠে মুখ গুঁজল মায়ের জানুতে। ডল্লি তার মাথার ওপরে রাখলেন নিজের শীর্ণ নরম হাত।

'আদপেই কী বা মিল আছে ওর সঙ্গে আমাদের?' এই ভেবে লেভিন খুঁজতে গেলেন ভেস্লোভস্কিকে।

প্রবেশ-কক্ষ দিয়ে যাবার সময় তিনি হুকুম দিলেন স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

'কাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে' — চাকর বললে।

'তাহলে তারান্তাস জুততে বলো, কিন্তু জলদি। আমাদের অতিথিটি কোথায়?'

'উনি গেছেন নিজের ঘরে।'

ভাসেনকার কাছে লেভিন যখন গেলেন তখন তিনি সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে, নতুন রোম্যান্সগুলো সরিয়ে অশ্বারোহণে যাবার জন্য লেগিংস পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

লেভিনের মুখভাবে বিশেষ কিছু একটা ছিল, নাকি ভাসেনকা নিজেই অনুভব করছিলেন যে ce petit brin de cour* যা তিনি শুরু করেছিলেন তা এ পরিবারে বেমানান, সে যাই হোক, লেভিন ঘরে ঢোকায় তিনি খানিকটা (একজন উঁচু সমাজের লোকের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন।

'আপনি ঘোড়ায় চাপেন লেগিংস পরে?'

'হ্যাঁ, এটা অনেক পরিষ্কার' — চেয়ারের ওপর মোটা একটা পা তুলে দিয়ে নিচেকার হুকটা আঁটতে আঁটতে ফুর্তিতে ভালোমানুষী হাসি হেসে বললেন ভাসেনকা।

নিঃসন্দেহে তিনি সহৃদয় ছোকরা। ওঁর চোখে ভীরুতা লক্ষ করে ওঁর

* সামান্য এই ফষ্টিনষ্টি (ফরাসি)।

জন্য লেভিনের কষ্ট এবং গৃহকর্তা হিশেবে নিজের জন্য লজ্জা বোধ হল।

টেবিলে একটা লাঠি পড়ে ছিল যেটা আজ সকালের ব্যায়ামে ওজন তুলতে গিয়ে তাঁরা ভেঙেছেন। ভাঙা লাঠিটা নিয়ে তার ডগার ছিলকাগুলো ভাঙতে লাগলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না শুরু করবেন কিভাবে।

'আমি চাই...' বলেই চুপ করে যেতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিটিকে এবং যাকিছু ঘটেছে তা মনে পড়ায় তিনি স্থির দৃষ্টিতে ভাসেনকার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে গাড়ি জুততে বলেছি আমি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে ভাসেনকা শুরু করলেন, 'কোথায় আমি যাব?'

'যাবেন রেল স্টেশনে' — মুখ ভার করে, লাঠির ডগায় চিমটি কাটতে কাটতে লেভিন বললেন।

'আপনারা কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি অথবা কিছু একটা ঘটেছে?'

'ঘটেছে এই যে আমার এখানে অতিথিসমাগম হবে বলে আমি আশা করছি' — বলিষ্ঠ আঙুলে ক্রমেই দ্রুত ছিলকা ভাঙতে ভাঙতে লেভিন বললেন; 'না, অতিথিও কেউ আসবে না, ঘটে নিও কিছুই, কিন্তু অনুরোধ করছি আপনি চলে যান। আমার অসৌজন্যের যেমন খুশি ব্যাখ্যা আপনি করে নিতে পারেন।'

ভাসেনকা খাড়া হয়ে উঠলেন।

'আপনাকে অনুরোধ করছি, বুঝিয়ে বলুন...' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মর্যাদার সঙ্গে বললেন তিনি।

'আপনাকে বুঝিয়ে বলতে আমি পারব না' — মৃদু স্বরে ধীরে, গণ্ডের কম্পন দমনের চেষ্টা করে লেভিন বললেন; 'কিছু জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।'

সব ছিলকেগুলো ভাঙা হয়ে গিয়েছিল বলে লেভিন লাঠির মোটা মোটা প্রান্ত ধরে তা ভেঙে ফেললেন এবং যে খণ্ডটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা লুফে নিলেন চট করে।

নিশ্চয় লেভিনের এই উত্তেজিত, আজ ব্যায়ামাগারে তাঁর যে পেশী ভাসেনকা টিপে দেখেছেন তা, ঝকঝকে চোখ, গণ্ডের কম্পমান পেশী দেখে বিনা কথাতেই ভাসেনকা নিঃসন্দেহ হয়ে থাকবেন। কাঁধ কুঁচকে ঘৃণাভরে হেসে তিনি মাথা নোয়ালেন।

'অব্লোন্স্কির সঙ্গে দেখা করা চলে না?'

কাঁধ কোঁচকানি আর হাসিটায় চটে ওঠেন নি লেভিন। ভাবলেন, 'এ ছাড়া কীইবা করার আছে ওর?'

'এখুনি আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

বন্ধুকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে এবং লেভিনকে বাগানে পেয়ে, যেখানে তিনি অতিথি চলে যাবার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী পাগলামি! Mais c'est ridicule!* কী মাছি কামড়েছে তোমায়? Mais c'est du dernier ridicule!** কী তোমার মাথায় ঢুকল যদি একজন যুবক...'

কিন্তু মাছিটা লেভিনের যে জায়গাটায় কামড়েছিল, বোঝা গেল সেটা তখনো টাটাচ্ছিল, কারণ স্তেপান আর্কাদিচ যখন ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন তখন ফের বিবর্ণ হয়ে তিনি তাঁকে ঝট করে থামিয়ে দিলেন:

'দোহাই তোমার, বোঝাতে এসো না! আমি অন্য কিছু করতে পারি না! তোমার এবং ওর কাছে আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমার ধারণা যে চলে যেতে হচ্ছে বলে ওর বড়ো একটা কষ্ট হবে না, কিন্তু আমার এবং আমার স্ত্রীর কাছে ওর উপস্থিতি অসহ্য।'

'কিন্তু ওকে অপমান করা হয়েছে! Et puis c'est ridicule!***'

'আমার পক্ষেও অপমানকর, যন্ত্রণাকর! আমার কোনো দোষ নেই, কষ্ট সইতে হবে এমন কোনো কারণ নেই আমার।'

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule!****'

লেভিন দ্রুত ওঁর কাছ থেকে বীথির গভীরে সরে গিয়ে সামনে পেছনে পায়চারি করে চললেন। অচিরেই তারান্তাসের ঘর্ঘর শব্দ কানে এল তাঁর, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ভাসেনকা তাঁর স্কচ টুপি পরে খড়ের ওপর বসে (দুঃখের বিষয় গাড়িটায় গদি-আঁটা সীট ছিল না) রাস্তায় ধাক্কা খেয়ে চলে যাচ্ছেন লাফাতে লাফাতে।

'এ আবার কী?' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা চাকর গাড়িটা থামাতে অবাক হলেন লেভিন। এটি সেই জার্মান মেকানিক যার কথা

* এ যে হাস্যকর! (ফরাসি।)

** এ যে চূড়ান্ত রকমের হাস্যকর! (ফরাসি।)

*** তা ছাড়া এটা হাস্যকর! (ফরাসি।)

**** ঈর্ষা হতে পারে, তাই বলে এই মাত্রায়, এটা ভয়ানক হাস্যকর! (ফরাসি।)

লেভিন একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। মাথা নুইয়ে ভেস্লোভস্কিকে কী একটা যেন সে বলে; তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেল দু'জনে।

লেভিনের এই কাণ্ডটায় স্তেপান আর্কাদিচ এবং প্রিন্স-মহিষী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। লেভিন নিজেও নিজেকে চরম মাত্রায় ridicule* শুধু নয়, সম্পূর্ণ দোষী ও কলংকিত বলে বোধ করছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যে কষ্ট সয়েছেন সে কথা মনে হওয়ায় দ্বিতীয় বার এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কী করতেন, নিজেকে এ প্রশ্ন করে জবাব দিলেন, একই রকম।

এ সব সত্ত্বেও প্রিন্স-মহিষী, যিনি এ আচরণের জন্য লেভিনকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি ছাড়া দিনের শেষে সবাই হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার পর যেমন হয়ে ওঠে শিশুরা, অথবা দুঃসহ একটা সরকারি অভ্যর্থনা সমাপ্তির পর বড়োরা, ফলে সন্ধ্যায়, প্রিন্স-মহিষী না থাকলে ভাসেনকার বিতাড়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন সেটা বহু আগেকার একটা ঘটনা। পিতার কাছ থেকে ডল্লি পেয়েছিলেন রগড় করে কথা বলার গুণ। সবে অতিথির জন্য নতুন রিবন টিবন পরে ড্রয়িং-রুমে যেতেই হঠাৎ তিনি শুনলেন চাকার ঘর্ঘর — আর কে গাড়িতে বসে আছে খড়ের ওপর? তার স্কচ টুপি, রোম্যান্স, লেগিংস নিয়ে স্বয়ং ভাসেনকা। নতুন নতুন হাসির ফোড়ন দিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ বার এই গল্প করছিলেন ডল্লি আর হেসে লুটিয়ে পড়ছিল ভারেংকা।

'ভালো একটা গাড়িতেও তো বসাতে পারতে! তা নয়, পরে শুনলাম: 'থামাও!' ভাবলাম দয়া হয়েছে। ওমা, দেখি মোটা জার্মানটাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে... জলে গেল আমার রিবনগুলো!..

॥ ১৬ ॥

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর সংকল্প পূর্ণ করলেন, গেলেন আন্নার কাছে। বোনকে দুঃখ দিতে আর তার স্বামীকে উত্ত্যক্ত করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। ভ্রন্স্কির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চেয়ে লেভিন দম্পতি যে ঠিকই করেছেন সেটা তিনি বুঝছিলেন; কিন্তু আন্নার অবস্থা

* হাস্যাস্পদ (ফরাসি)।

বদলালেও তাঁর প্রতি ডল্লির মনোভাব যে বদলায় নি সেটা তাঁর কাছে গিয়ে দেখানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

এই যাত্রাটার জন্য লেভিনদের মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘোড়া ভাড়া করার জন্য লোক পাঠান গাঁয়ে। সেটা জানতে পেরে ডল্লির কাছে এসে তিরস্কার করলেন লেভিন।

'কেন ভাবছ যে তুমি যাচ্ছ বলে বিছছিরি লাগছে আমার? যদি বিছছিরি লাগতও, তাহলেও আমার ঘোড়া নিচ্ছ না বলে বিছছিরি লাগছে আরো বেশি' — বললেন তিনি, 'আমায় তুমি একবারও বলো নি যে তুমি যাবেই। আর গাঁয়ের লোকের কাছে ঘোড়া ভাড়া করা — সেটা প্রথমত আমার পক্ষে অপ্রীতিকর আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা রাজি হয়ে যাবে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেঁছে দেবে না তোমায়। আমার ঘোড়া আছে, আমার মনে দুঃখ দিতে না চাইলে আমার ঘোড়াগুলো নাও।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্মতি দিতে হল। নির্দিষ্ট দিনে শ্যালিকার জন্য লেভিন তৈরি রাখলেন তাঁর মাল-টানা ও সওয়ার-বওয়া ঘোড়াদের মধ্যে থেকে চারটে আর একটা মজুদ, দেখতে খুবই অসুন্দর, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তারা পেঁছে দিতে পারবে এক দিনেই। প্রিন্স-মহিষীকে পেঁছে দেওয়া আর ধাই ডেকে আনার জন্য যখন ঘোড়ার দরকার হয়, লেভিন মুশকিলে পড়েছিলেন, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর বাড়িতে থাকলেও ঘোড়া ভাড়া করবেন অন্য কোথা থেকে, আতিথেয়তার কর্তব্যবোধে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না, তা ছাড়া ঘোড়ার জন্য তাঁর কাছে যে বিশ রুব্ল চাওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁর কাছে একটা মোটা টাকা বলে তিনি জানতেন; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আর্থিক অবস্থা যে অতি খারাপ সেটা লেভিন অনুভব করতেন যেন ওটা তাঁর নিজেরই অবস্থা।

লেভিনের পরামর্শ মতো দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রওনা দেন খুব ভোরে। রাস্তাটা ভালো, গাড়িটা আয়েসী, ফুর্তি করে ছুটল ঘোড়াগুলো, আর কোচবাক্সে কোচোয়ান ছাড়াও বসে রইল তাঁর সেরেস্তার মুহুরি, চাপরাশির বদলে একে লেভিন পাঠালেন নিরাপত্তার জন্য। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঢুলতে লাগলেন, জেগে উঠলেন কেবল সরাইখানায় পেঁছে, এখানে ঘোড়া বদলাবার দরকার ছিল।

স্ভিয়াজ্স্কির কাছে যাবার সময় লেভিন যে ধনী চাষী গেরস্তের বাড়িতে থেমেছিলেন সেখানে চা খেয়ে, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেপুলেদের গল্প

করে আর বৃদ্ধের সঙ্গে কাউণ্ট ভ্রন্স্কিকে নিয়ে আলাপ করে (যাঁর খুবই প্রশংসা করলে বৃদ্ধ), বেলা দশটার সময় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গাড়ি আরো এগিয়ে চলল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাড়িতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সময় হত না। কিন্তু যে ভাবনাগুলো আগে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ তা সব এল ভিড় করে, নিজের গোটা জীবনটা নিয়ে তিনি ভাবলেন এবং নানা দিক থেকে, যা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকছিল চিন্তাগুলো। প্রথমে ভাবনা হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্য, যদিও মা এবং প্রধান কথা কিটি (তার ওপরেই ওঁর বেশি ভরসা) কথা দিয়েছিলেন যে ওদের দেখাশোনা করবেন, তাহলেও দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। 'মাশা আবার দুষ্টুমি শুরু না করে, গ্রিশাকে চাঁট না মারে ঘোড়া, লিলির পেট যেন আর বেশি খারাপ না হয়।' কিন্তু পরে বর্তমানের স্থান নিতে লাগল ভবিষ্যৎ প্রশ্ন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন এই শীতকালের জন্য মস্কোতে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যায় কিভাবে। ড্রয়িং-রুমের আসবাব-পত্র বদলাতে হবে, বড়ো মেয়ের জন্য বানাতে হবে নতুন ফার কোট। পরে আরো দূর ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে: ছেলেমেয়েদের কিভাবে তিনি মানুষ করে তুলবেন। 'মেয়েদের জন্যে নয় তেমন ভাববার কিছু নেই, কিন্তু ছেলেদের?

'বেশ, গ্রিশাকে আমি এখন শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু সে তো কেবল এই জন্যে যে আমি নিজেই এখন ফাঁকা, ছেলেমেয়ে বিয়োচ্ছি না। বলাই বাহুল্য যে স্তিভার ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। সজ্জন লোকেদের সাহায্যে আমিই মানুষ করে তুলব ওদের। কিন্তু যদি আবার সন্তান হয়...' তাঁর মাথায় এই চিন্তাটা এল যে যন্ত্রণায় সন্তানের জন্ম দিতে হবে মেয়েদের, লোকে বলে সেটা নাকি অভিশাপ, এটা বড়ো ভুল। 'জন্ম দেওয়াটা কিছু নয়, কিন্তু গর্ভধারণ করা — এইটেই হল যন্ত্রণার ব্যাপার' — নিজের শেষ গর্ভাবস্থা আর এই শেষ সন্তানটির মৃত্যুর ঘটনাটা কল্পনা করে ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল সরাইখানায় যুবতী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা। তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিগ্যেস করায় সুন্দরী যুবতীটি ফুর্তির সুরে বলেছিল:

'খুকি ছিল একটি, ভগবান নিয়ে নিলেন, লেণ্ট পরবের সময় গোর দিয়েছি!'

'খুব কষ্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'কষ্ট হবে কেন? এমনিতেই বুড়োর নাতিপুতি অনেক, শুধু ঝামেলা বাড়ে। কাজ নেই, কম্ম নেই, হাত বাঁধা।'

যুবতীটির মন-খোলা মিষ্টত্ব সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে জঘন্য লেগেছিল জবাবটা; কিন্তু এখন আপনা থেকেই মনে পড়ল কথাগুলো। ধৃষ্ট এই উক্তিটায় সত্যের একটা ভাগও আছে যেন।

পনের বছরের গোটা এই বিবাহিত জীবনটায় দৃষ্টিপাত করে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'সত্যি, সাধারণভাবেই তাই, গর্ভধারণ, বিবমিষা, ভোঁতা বুদ্ধি, সবকিছুতে ঔদাসীন্য, আর সবচেয়ে বড়ো কথা কদাকার চেহারা। কিটি, রূপসী তরুণী কিটি - তারও রূপ গেছে, আর আমি গর্ভবতী হলে যে কদর্য হয়ে উঠি তা আমি জানি। প্রসব, যন্ত্রণা, বিকট যন্ত্রণা, শেষ ঐ মুহূর্তটা. . তারপর মাই দেওয়া, রাত জাগা, ভয়াবহ ঐ যন্ত্রণা...'

প্রায় প্রতিটি প্রসবেই তাঁর স্তনবৃন্ত যে ফেটে গিয়েছে, সেই যন্ত্রণার কথাটা শুধু মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা। 'তারপর ছেলেমেয়েদের অসুখবিসুখ, অবিরাম একটা আতংক; তারপর লালনপালন, বিছছিরি প্রবৃত্তি (র‍্যাস্পবেরির ভুঁইয়ে ছোট্ট মাশার অপরাধটার কথা মনে পড়ল তাঁর), তারপর পড়ানো, লাতিন — এ সবই অতি দুর্বোধ্য, কষ্টকর। তার ওপর আবার এই সব সন্তানের মৃত্যু।' ফের তাঁর মনে জেগে উঠল তাঁর মাতৃহৃদয়কে নিরন্তর মথিত করা শেষ সন্তানটির মৃত্যুর নির্মম স্মৃতি, কোলের ছেলে ছিল সে, মারা যায় ঘুংরি কাশিতে, মনে পড়ল তার অন্ত্যেষ্টি, ছোট্ট গোলাপী কফিনের সামনে সবার উদাসীনতা, সোনার ক্রুশ আঁকা ঢাকনাটা দিয়ে যখন কফিন বন্ধ কবা হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তার বিবর্ণ ললাট, রগের কাছে চুলের কুণ্ডলী, কফিন থেকে হাঁ-করে থাকা ছোট্ট যে মুখখানা দেখা গিয়েছিল তাতে শুধু তাঁরই বুক-ফাটা নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা।

'অথচ কেন এ সব? কী হবে এ সব থেকে? শুধু এই যে ক্ষণেকের শান্তি না পেয়ে কখনো গর্ভবতী, কখনো স্তন্যদাত্রী হয়ে সর্বদা খিটখিটে গজগজে আমি, স্বামীর চক্ষুশূল, নিজে জ্বলেপুড়ে, অন্যদের জ্বালিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেব আর সংসারে নিয়ে আসব হতভাগ্য, কুশিক্ষিত কপর্দকহীন কয়েকটি সন্তান। আর এখন গ্রীষ্মটা লেভিনদের ওখানে না থাকলে কী করে দিন কাটত জানি না। বলাই বাহুল্য, কিটি আর কস্তিয়া

এতই মার্জিত যে আমাদের সেটা মনে করতে দেয় না; কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। ওদেরও ছেলেমেয়ে হবে, আমাদের সাহায্য করার জো থাকবে না; এমনকি এখনই টানাটানি চলছে ওদের। তাহলে সাহায্য করবেন কি বাবা, যিনি নিজের বলতে কিছু বাকি রাখেন নি? নিজে আমি ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারব না, হলে হবে অন্যদের সাহায্যে, হীনতা সয়ে। সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথাটাই যদি ধরি, ছেলেমেয়েরা আর মরছে না, আমি কোনোরকম করে তাদের মানুষ করে তুলছি, তাহলে বড়ো জোর তারা দুরাত্মা হয়ে উঠবে না। শুধু এইটুকুই কামনা করতে পারি আমি। শুধু এর জন্যেই কত কষ্টস্বীকার, কত মেহনত... গোটা জীবনটাই নষ্ট হল!' ফের তাঁর মনে পড়ল যুবতীটির কথা এবং ফের সেটা স্মরণ করতে বিছছিরি লাগল তাঁর। কিন্তু তিনি না মেনে পারলেন না যে কথাগুলোয় খানিকটা রূঢ় সত্য আছে।

'আর কত দূর, মিখাইল?' ভয় পাওয়ানো চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য মুহুরিকে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

'শুনেছি এই গ্রামটা থেকে সাত ভার্স্ট।'

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে গিয়ে গাড়ি উঠল একটা সাঁকোয়। সাঁকো দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ফূর্তিতে কথা বলতে বলতে আসছিল একদল হাসিখুশি মেয়ে, কাঁধে আঁটি বাঁধার খড়ের দড়ি। সাঁকোর ওপর থেমে গিয়ে তারা উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল গাড়িতে কে আছে। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার দিকে যে মুখগুলি উত্তোলিত তা সবই সুস্থসবল, আমুদে, জীবনের আনন্দে তাঁকে খেপাচ্ছে বলে মনে হল তাঁর। মেয়েদের পেরিয়ে, একটা ঢিবিতে উঠে ঘোড়া ফের দুলকি চালে ছুটতে থাকল, পুরনো গাড়িটার নরম স্প্রিঙের ওপর প্রীতিপ্রদ দোলানিতে দুলতে দুলতে ডল্লির মনে হতে লাগল, 'সবাই বেঁচে-বর্তে আছে, সবাই উপভোগ করছে জীবন। আর জ্বালা যন্ত্রণায় মেরে ফেলা এক দুনিয়া থেকে, এক জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমার এখন চৈতন্য হল কেবল মুহূর্তের জন্যে। সবাই বেঁচে আছে: এই মেয়েরা, নাটালি বোন, ভারেঙ্কা, যার কাছে যাচ্ছি সেই আন্নাও, শুধু আমি নই।

'অথচ লোকে আক্রমণ করছে আন্নাকে। কিসের জন্যে? আমি কি ওর চেয়ে ভালো? আমার অন্তত স্বামী আছে যাকে আমি ভালোবাসি। যেভাবে ভালোবাসতে আমার ইচ্ছে হয় সেভাবে না হলেও ভালোবাসি, আর আন্না তার স্বামীকে ভালোবাসত না। কী ওর দোষ? সে বেঁচে থাকতে চায়।

আমাদের প্রাণে এই বাসনাটা দিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। খুবই সম্ভব যে আমিও একই কাজ করতাম। ভয়ংকর সেই সময়টায় আন্না যখন মস্কোয় আসে তখন তাঁর কথা শুনে ভালো করেছিলাম কিনা তা জানি না আজও। তখন স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন জীবন শুরু করা উচিত ছিল আমার। সত্যি করে ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে পারতাম আমি। এখন কি কিছু ভালো হয়েছে? ওকে আমি শ্রদ্ধা করি না। ওকে আমার দরকার' – স্বামী সম্পর্কে ভাবলেন তিনি, 'তাই সহ্য করে যাই। এটা কি ভালো হয়েছে? তখনো লোকের চোখে ধরে যেতে পারতাম আমি, তখনো রূপ ছিল আমার' — ভেবে চললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখেন। ব্যাগে তাঁর ভ্রমণোপযোগী আয়না ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বার করবেন; কিন্তু কোচোয়ান আর মুহুরির দোদুল্যমান পিঠ দেখে তিনি টের পেলেন ওদের কেউ যদি তাকিয়ে দেখেন তাঁর দিকে, তাহলে তিনি লজ্জা পাবেন, তাই বের করলেন না আয়না।

কিন্তু আয়নায় মুখ না দেখেও তাঁর মনে হল এখনো তত দেরি হয়ে যায় নি, সের্গেই ইভানোভিচকে মনে পড়ল তাঁর, যিনি তাঁর প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখিয়েছেন আর স্তিভার বন্ধু তুরোভ্ৎসিন, স্কার্লেট জ্বরের প্রকোপটার সময় যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সেবাযত্ন করেছেন, প্রেমে পড়েছিলেন ডল্লির। আরো ছিল অতি তরুণ একটি ছেলে, সমস্ত বোনেদের মধ্যে ডল্লিই সবচেয়ে সুন্দর, রসিকতা করে স্বামী এই যে কথাটা বলেছিলেন, সেও মনে করত তাই। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতি উদ্দাম এবং অসম্ভব সব ভালোবাসার ছবি। 'চমৎকার কাজ করেছে আন্না, আমি তাকে ছি-ছি করতে যাব না। সে সুখী, অন্য একজনকে সুখ দিচ্ছে, আমার মতো বিধ্বস্ত নয়, আর আমি নিঃসন্দেহ যে বরাবরের মতো তেমনি সে তাজা, বুদ্ধিমতী, সকলের কাছে খোলামেলা' — ভাবলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, এবং ঠোঁট তাঁর কুঞ্চিত হয়ে উঠল একটা শয়তানি হাসিতে, সেটা এই জন্য যে আন্নার প্রণয়লীলার কথা ভাবতে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তারই সমান্তরালে নিজেকে দেখছিলেন সমষ্টিভূত এক কল্পিত পুরুষের সঙ্গে প্রায় একইরকম এক প্রেমে যে ভালোবাসছে তাঁকে। আন্নার মতো তিনিও স্বামীকে সবকিছু খুলে বলেছেন। আর স্তেপান আর্কাদিচের বিস্ময় ও হতবুদ্ধিতাই হাসি ফুটিয়েছিল তাঁর মুখে।

এইরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড়ো সড়ক থেকে তিনি বাঁক নিলেন অন্য একটা রাস্তায় যা গেছে ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়েতে।

॥ ১৭ ॥

তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ান ডাইনে চেয়ে দেখল রাই ক্ষেতের দিকে যেখানে একটা গাড়ির কাছে বসে ছিল চাষীরা। মুহুরি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত বদলিয়ে কর্তৃত্বের সুরে চেঁচিয়ে হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকলে নিজের কাছে। গাড়ি চলার সময় যে বাতাস বইছিল, গাড়ি থামতে তা মরে এল। ঝাঁক বেঁধে ডাঁশ মাছিগুলো ছেঁকে ধরল ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের যারা রেগে তাড়াবার চেষ্টা করছিল তাদের। কাস্তেয় শান দেবার যে ধাতব শব্দ আসছিল গাড়িটার কাছ থেকে, তা থেমে গেল। একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে আসতে থাকল এদিকে।

'ইস, ভেঙে পড়েছ দেখছি' — স্বল্পব্যবহৃত রাস্তার বিশুষ্ক চাঙড়গুলোর ওপর ধীরে ধীরে নগ্ন পা ফেলে আসছিল চাষীটা, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তার উদ্দেশে চ্যাঁচাল মুহুরি, 'পা চালিয়ে!'

বুড়োর কোঁকড়া চুল বার্চ ছালের ফালি দিয়ে বাঁধা, ঘামে কালো হয়ে উঠেছে কুঁজো পিঠ, গতি বাড়িয়ে সে এল গাড়ির কাছে, রোদ-পোড়া হাতে মাডগার্ড ধরলে।

'ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়ে মহালবাড়িতে? কাউন্টের কাছে?' বললে সে। 'সোজা এগিয়ে যাও গো, বাঁয়ে মোড় দিয়ে গলি ধরে গেলেই পেয়ে যাবে। কার কাছে তোমাদিগের আসা হল? ওনার কাছেই?'

'ওঁরা বাড়িতে আছেন নাকি গো বাবাজি?' অনির্দিষ্টভাবে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, ভেবে পাচ্ছিলেন না চাষীটার কাছেও আন্নার কথা শুধাবেন কিভাবে।

'বাড়িতেই থাকবে বৈকি' — ধুলোয় পাঁচ আঙুল সমেত পরিষ্কার ছাপ ফেলে এ-পা ও-পায়ে চাষীটি বললে; 'থাকবে বৈকি গো' — পুনরাবৃত্তি করলে সে, বোঝা যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। 'কাল আবার অতিথি এসেছিল। কত যে অতিথি!.. কী হল তোর?' গাড়ি থেকে তার উদ্দেশে কী যেন চেঁচিয়ে বলছিল এক ছোকরা, তার দিকে ফিরল

সে, 'ও হ্যাঁ, সবাই ইদিক দিয়ে গেইছিল ফসল কাটা দেখতে। এতক্ষণে ঘরে ফেরার কথা। আর তোমরা কে বট বাপু?'

'আমরা দূরের লোক' — কোচবক্সে উঠে কোচোয়ান বললে, 'তাহলে দূর নয়?'

'বলছি তো, এইখানেই, যেই খানিক এগিয়ে যাবে...' মাডগার্ডে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে।

গাঁট্টাগোঁট্টা বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছোকরাও এল এগিয়ে। জিগ্যেস করলে, 'ফসল কাটার কাজ মিলবে না গো?'

'জানি না বাছা।'

'তাহলে বাঁয়ে ঘুরবে, তাহলেই পেয়ে যাবে' — বুড়ো বললে স্পষ্টতই যারা এসেছে অনিচ্ছায় তাদের যেতে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কোচোয়ান গাড়ি ছাড়লে, কিন্তু ছাড়তে না ছাড়তেই চাষী চেঁচিয়ে উঠল:

'এই থামাও! ওহে দাঁড়াও!' চেঁচাচ্ছিল দু'জন মিলেই।

কোচোয়ান গাড়ি থামাল।

'ওনারাই আসছে গো! হুই যে ওনারা!' চেঁচাল চাষীটি; 'দেখছ কদমে ছুটিয়ে আসছে' — রাস্তা দিয়ে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার আর শকটে আরোহী দু'জনকে দেখিয়ে বললে সে।

এঁরা হলেন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রন্‌স্কি, তাঁর জকি, ভেস্লোভস্কি আর আন্না, গাড়ির ভেতরে ছিলেন প্রিন্সেস ভারভারা আর স্ভিয়াজ্‌স্কি। তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফসল তোলার সদ্য কেনা যন্ত্রগুলো দেখতে।

ডল্লির গাড়ি থামতে সওয়ারিরা তাঁদের ঘোড়া চালাতে লাগলেন পা-পা করে। সামনে আসছিলেন ভেস্লোভস্কির পাশাপাশি আন্না। শান্ত কদমে আন্না আসছিলেন একটা বেঁটে পুরুষ্টু বিলাতি কব্ ঘোড়ায় চড়ে, তার কেশর ছাঁটা, লেজ খাটো। উঁচু টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা আন্নার কালো চুলে ভরা সুন্দর মাথা, সুডৌল স্কন্ধ, কালো রাইডিং-হ্যাবিটে ঘেরা ক্ষীণ কটি, এবং তাঁর সমস্ত শান্ত ললিত ঠাট বিস্মিত করল ডল্লিকে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল আন্না যে ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেটা অশালীন! ডল্লির চেতনায় মহিলাদের অশ্বারোহণ মিলে গিয়েছিল একটা তারুণ্যোচিত লঘু রঙ্গলীলার সঙ্গে যেটা আন্নার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না; কিন্তু কাছ থেকে যখন তাঁকে ভালো করে দেখলেন, তৎক্ষণাৎ মেনে

নিলেন তাঁর অশ্বারোহণ। লালিত্য ছাড়াও ভঙ্গিতে, পোশাকে, গতিবিধিতে সবকিছুই এমন সহজ, সৌম্য, মর্যাদাপূর্ণ যে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছুই হতে পারে না।

আন্নার পাশে পাশে স্কচ টুপির ফিতে উড়িয়ে ধূসর, তেজী একটা ক্যাভেলরি ঘোড়ায় মোটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে আসছিলেন ভেস্লোভস্কি, স্পষ্টতই নিজেকে নিয়ে তিনি মুগ্ধ। তাঁকে চিনতে পেরে মজা-পাওয়ার হাসিটা চাপতে পারলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তাঁদের পেছনে আসছিলেন ভ্রন্স্কি। তাঁর ঘোড়াটা মাদী, রং তার গাঢ়-পিঙ্গল, স্পষ্টতই কদমে ছোটায় সে উত্তেজিত। লাগাম প্রয়োগে ভ্রন্স্কি সংযত রাখছিলেন তাকে।

তাঁর পেছনে জকির উর্দিতে ছোটোখাটো একটি লোক। মস্তো এক কালো ঘোড়ায় নতুন গোছের একটা গাড়িতে স্ভিয়াজ্স্কি আর প্রিন্সেস ছাড়িয়ে গেলেন সওয়ারদের।

পুরনো গাড়িটার কোণে ছোটো মূর্তিটা যে ডল্লির সেটা চিনতে পারা মাত্রই আন্নার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনন্দের হাসিতে। চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না, জিনের ওপর ছটফট করে উঠলেন, আবার ঘোড়া চালালেন কদমে। গাড়ির কাছে এসে কারো সাহায্য না নিয়েই লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, রাইডিং-হ্যাবিট খানিক উঁচু করে তুলে ধরে ছুটে গেলেন ডল্লির কাছে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি, আবার সাহসও হচ্ছিল না ভাবতে। কী আনন্দ! তুমি কল্পনা করতে পারবে না কী আনন্দ হচ্ছে আমার!' কখনো ডল্লির গালে গাল চেপে তাঁকে চুমু খেয়ে, কখনো তাঁর কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে হেসে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বলছিলেন আন্না।

'কী আনন্দ আলেক্সেই!' বললেন তিনি ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আসছিলেন তাঁদের দিকে।

ছেয়ে রঙের উঁচু টুপি খুলে ভ্রন্স্কি এলেন ডল্লির কাছে।

'আপনি এসেছেন বলে আমরা কী খুশি যে হয়েছি, ভাবতে পারবেন না' — প্রতিটি শব্দে বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করে তিনি বললেন, হাসিতে দেখা গেল তাঁর ঘনসন্নদ্ধ শাদা দাঁত।

ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ঘোড়া থেকে না নেমে টুপি খুলে মাথার ওপর সানন্দে রিবন দোলাতে দোলাতে সংবর্ধনা জানালেন অতিথিকে।

সুন্দর গাড়িখানা কাছে এলে ডল্লির চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে আন্না বললেন, 'উনি প্রিন্সেস ভারভারা।'

'অ!' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে তাঁর ফুটে উঠল অসন্তোষ।

প্রিন্সেস ভারভারা হলেন তাঁর স্বামীর খুড়ি, অনেকদিন থেকে তিনি তাঁকে জানেন কিন্তু শ্রদ্ধা করতেন না। তিনি জানতেন যে সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন তাঁর ধনী আত্মীয়স্বজনদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু উনি যে এখন রয়েছেন ভ্রন্স্কির ওখানে, যিনি তাঁর অনাত্মীয়, এতে ডল্লি অপমানিত বোধ করলেন উনি তাঁর স্বামীর আত্মীয় বলে। তাঁর মুখভাব লক্ষ করেছিলেন আন্না, বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে উঠে তিনি রাইডিং-হ্যাবিটের খুঁট ছেড়ে দিলেন আর হোঁচট খেলেন তাতে।

ওঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিরুত্তাপ সম্ভাষণ জানালেন প্রিন্সেস ভারভারাকে। স্ভিয়াজ্স্কির সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল। তিনি জিগ্যেস করলেন তরুণী ভার্যার সঙ্গে কেমন দিন কাটছে তাঁর ক্ষেপাটে বন্ধুর, তারপর চকিত দৃষ্টিপাতে বেজোড় ঘোড়া আর মাডগার্ডে তালি-মারা লেভিনের গাড়িটা লক্ষ করে প্রস্তাব দিলেন যে মহিলারা যাবেন ভ্রন্স্কির গাড়িতে।

বললেন, 'আর আমি যাব ওই মহারথে। ভ্রন্স্কির ঘোড়াটা বাধ্য, প্রিন্সেসও চমৎকার সারথি।'

'না, যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকুন' - ওঁদের কাছে এসে আন্না বললেন, 'আমরা যাব এই গাড়িতে' — আর ডল্লিকে বাহুলগ্না করে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

এরকম মনোহর গাড়ি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আগে কখনো দেখেন নি। চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে দিলে গাড়িটা: চমৎকার ঘোড়াগুলো, জ্বলজ্বলে সুশ্রী এই যে মুখগুলো তাঁকে পরিবেষ্টিত করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে চমৎকৃত করল তাঁর পরিচিতা, প্রিয়পাত্রী আন্নার মধ্যেকার পরিবর্তনটা। অন্য কোনো নারী যিনি কম মনোযোগী, আন্নাকে যিনি আগে চিনতেন না, বিশেষ করে পথে আসতে আসতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেসব ভাবনা ভেবেছেন তা যিনি ভাবেন নি, তিনি আন্নার মধ্যে অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেতেন না। কিন্তু শুধু প্রেমাবেগের মুহূর্তে নারীর মধ্যে যে একটা সাময়িক রূপোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, সেটা এখন

আন্নার মুখে দেখতে পেয়ে অভিভূত হলেন ডল্লি। সে মুখের সবকিছু — গালে আর থুতনিতে সুস্পষ্ট টোল, ঠোঁটের ভাঁজ, যেন তাঁর মুখ ঘিরে ভাসমান হাসি, চোখের ছটা, ভাবভঙ্গির চারুতা ও ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠস্বরের পূর্ণতা, এমনকি ভেস্লোভস্কি যখন তাঁর কব্ ঘোড়াটাকে চেয়েছিলেন ডান পা বাড়িয়ে কদমে ছোটা শেখাবার জন্য, তখন যে সস্নেহ রাগে তিনি জবাব দিয়েছিলেন — সবই ভারি মন টানছিল; এবং মনে হল আন্না নিজেই সেটা জানেন আর তাতে খুশি।

দু'জনেই যখন গাড়িতে উঠলেন, হঠাৎ কেমন অস্বস্তি লাগল দু'জনেরই। ডল্লি যে মনোযোগী, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইছিলেন তাঁর দিকে, তাতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন আন্না; আর মহারথ নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির খোঁটাটার পরেও যে এই পুরনো, নোংরা গাড়িটাতেই আন্না বসলেন তাঁর পাশে, সে জন্য আপনা থেকেই লজ্জা হচ্ছিল ডল্লির। কোচোয়ান ফিলিপ আর মুহুরিরও সেইরকম লাগছিল। মুহুরি তার অস্বস্তি চাপা দেবার জন্য শশব্যস্ত হয়ে উঠল মহিলাদের গাড়িতে বসাতে। কিন্তু কোচোয়ান ফিলিপ মুখ ভার করে তৈরি হতে লাগল বাহ্যিক এই চমৎকারিত্বকে পাত্তা না দেবার জন্য। কালো ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে হাসল ব্যঙ্গভরে, মনে মনে স্থির করল গাড়ির কালো ঘোড়াটা লোক-দেখানির জন্যই ভালো, কিন্তু এক দফায় চল্লিশ ভার্স্ট পাড়ি দিতে পারবে না এই গরমে।

চাষীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল এই অতিথিবরণ আর ফুর্তিতে মন্তব্য করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

'বড়ো খুশি, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নাই যে' — বললে বার্চ ছালের ফালি বাঁধা কোঁকড়া-চুলো বুড়ো।

'গেরাসিম খুড়ো, ঐ কালো ঘোড়াটাকে দিয়ে খড় বওয়ালে হত, ফুর্তিতে খাটত!'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, প্যাণ্ট পরা এটা কি মাগী?' একজন বললে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে, আন্নার মেয়েলী জিনে চেপে বসেছিলেন তিনি।

'না গো, পুরুষ, দেখো কেনে কেমন উঠে বসল!'

'কী হে, ঘুম আব হবে না দেখছি?'

'আজ আর কিসের ঘুম!' তীর্যক দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে চেয়ে বললে বুড়ো; 'দেখছিস, বেলা দু'পহর বয়ে গেইছে। হুকগুলো নিয়ে চলে যাও গো!'

॥ ১৮ ॥

ডল্লির শীর্ণ, পীড়িত মুখ, বলিরেখাগুলোয় রাস্তার ধুলো জমেছে, তা দেখে আন্নার কী মনে হয়েছিল, তা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, যথা — ডল্লি রোগা হয়ে গেছেন; কিন্তু নিজে তিনি আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছেন, ডল্লির দৃষ্টি সেটা তাঁকে জানিয়েছে, এটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আন্না বলতে লাগলেন নিজের কথা।

বললেন, 'আমায় দেখে তুমি ভাবছ আমার অবস্থায় আমি সুখী হতে পারি কি? তা কী করা যাবে! স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমি... আমি অমার্জনীয় রকমের সুখী। কী একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে আমার, যেমন স্বপ্ন যখন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, সাংঘাতিক, তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখা যায় যে ভয়টয় কিছু নেই। আমি ঘুম ভেঙে উঠেছি। যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, ভয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি, কিন্তু এখন অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে এখানে আমরা যত দিন থেকে আছি, ভারি আমি সুখী!..' ডল্লির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার একটা ভীরু হাসি নিয়ে বললেন তিনি।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — হেসে ডল্লি বললেন, তবে যা চেয়েছিলেন সুরটা হল তার চেয়ে নিরুত্তাপ; 'তোমার জন্যে খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমায় চিঠি লিখলে না কেন?'

'কেন?.. কারণ সাহস হয় নি। আমার অবস্থাটা কী তা তুমি ভুলে যাচ্ছ...'

'আমার কাছে চিঠি লিখতে? সাহস হল না? যদি জানতে আমি কতটা... আমি মনে করি...'

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার ইচ্ছা হয়েছিল আজ সকালে যা ভাবছিলেন সেটা বলবেন, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হল তা বলার সময় এটা নয়।

'তবে ও কথা পরে হবে। এই সব ঘরবাড়িগুলো কিসের?' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অ্যাকেসিয়া আর লাইলাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে যে লাল আর সবুজ চালগুলো চোখে পড়ছিল তা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'ঠিক যেন ছোটো একটা শহর।'

আন্না কিন্তু ওঁর জিজ্ঞাসায় কান দিলেন না।

'না, না, আমার অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি, কী মনে করো? কী?' জিগ্যেস করলেন আন্না।

'আমি মনে করি...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি, কিন্তু এই সময় কব্ ঘোড়াটাকে ডান পা বাড়িয়ে কদমে ছোটার তালিম দিয়ে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি মেয়েলী সোয়েদ জিনের ওপর তাঁর খাটো জ্যাকেট পরা ভারী দেহ থপথপিয়ে ছুটে গেলেন।

চেঁচালেন, 'হচ্ছে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন না পর্যন্ত; কিন্তু ফের দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে হল গাড়িতে এই দীর্ঘ কথোপকথনটা শুরু করায় সুবিধা হবে না, তাই নিজের ভাবনাটা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিলেন।

বললেন, 'কিছুই আমি মনে করি না, কিন্তু সর্বদাই ভালোবেসেছি তোমায়, আর ভালোবাসতে হলে লোকটা যেমন তার সবটাই ভালোবাসতে হয়, আমি যেমন চাই শুধু সেটুকু নয়।'

আন্না বান্ধবীর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, চোখ কুঁচকে (এটা একটা নতুন অভ্যাস, ডল্লি আগে তা দেখেন নি) কথাগুলোর অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ডুবে গেলেন ভাবনায়। তারপর স্পষ্টতই নিজের মতো করে তা হৃদয়ঙ্গম করে তাকালেন ডল্লির দিকে।

বললেন, 'তোমার যদি কোনো পাপ থাকে, তোমার আসা আর এই কথাগুলোর জন্যে তা সব খণ্ডন হয়ে যাবে।'

ডল্লি দেখতে পেলেন চোখ তাঁর ভরে উঠছে জলে। নীরবে আন্নার হাতে চাপ দিলেন তিনি।

'তা এই বাড়িগুলো কিসের? অনেকগুলো যে!' মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ডল্লি পুনর্বার প্রশ্নটা করলেন।

'এগুলো আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের বাড়ি, কর্মশালা, আস্তাবল'— আন্না বললেন; 'আর এখান থেকে পার্ক শুরু হচ্ছে। এ সবই চুলোয় যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই সব উদ্ধার করেছে। এই সম্পত্তিটা সে খুবই ভালোবাসে আর আমি যা মোটেই আশা করি নি, সাংঘাতিক ওর মন বসেছে বিষয়-আশয়ে। তবে স্বভাবে ও ভারি বিত্তবান! যে কাজই হাতে নেবে, সেটা সম্পূর্ণ করবে চমৎকার করে। এখানে ওর শুধু যে মন কেমন করছে না, তাই নয়, প্রাণ দিয়ে কাজে লেগেছে। আমি যতটা জানি, ও হয়ে উঠছে হিসেবী, চমৎকার মালিক, এমনকি বিষয়-কর্মের ব্যাপারে কৃপণই, কিন্তু শুধু বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। অথচ যেখানে ব্যাপারটা হাজার হাজার টাকা নিয়ে, ও কেয়ার করে না' — আন্না বললেন খুশির

সেই সেয়ানা হাসি নিয়ে, যেভাবে শুধু তারই কাছে উদ্‌ঘাটিত প্রিয়তমের গুণের কথা প্রায়ই বলে থাকে নারীরা; 'দেখছ, ওই বড়ো দালানটা? এটা নতুন হাসপাতাল। আমার মনে হয় এতে লাখ খানেক যাবে। এই ওর সাম্প্রতিক dada* এখন। আর জানো কী থেকে এর শুরু? চাষীরা মনে হয় শস্তায় ঘেসো জমি দিতে, ছাড় দিতে বলেছিল ওকে। ও তা অগ্রাহ্য করে, ওর কিপটেমির জন্যে ওকে বকুনি দিই আমি। বলা বাহুল্য, শুধু এই কারণেই নয়, সবকিছু মিলিয়ে — ও এই হাসপাতালটা বানাতে শুরু করে এইটে দেখাবার জন্যে যে মোটেই ও কৃপণ নয়, বুঝেছ তো। বলতে পারো c'est une petitesse**; কিন্তু এর জন্যে ওকে ভালোবাসি আরও বেশি। আর এখনই দেখতে পাব বাড়ি। এটা ওর ঠাকুর্দার বাড়ি, কিন্তু বাইরেটা তার কিছুই বদলায় নি ও।'

'কী সুন্দর!' বাগানের বুড়ো গাছগুলোর বিচিত্র শ্যামলিমার মধ্যে স্তম্ভশ্রেণী শোভিত সুদৃশ্য বাড়িটা দেখে স্বতঃই চমৎকৃত হয়ে বলে উঠলেন ডল্লি।

'সত্যিই সুন্দর, তাই না? আর বাড়ির ওপরতলা থেকে চারপাশের যে দৃশ্য, সেটা অপূর্ব।'

নুড়ি ছড়ানো পথ দিয়ে ফুলে ভরা একটা আঙিনায় ঢুকলেন তাঁরা, ফুলভুঁইয়ের আলগা করে দেওয়া মাটিতে সেখানে আকাঁড়া ঝামা পাথর বসাচ্ছিল দুজন মালী। গাড়ি থামল আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায়।

'আ, ওরা এসে গিয়েছে দেখছি!' সওয়ারীদের যে ঘোড়াগুলোকে অলিন্দের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে আন্না বললেন, 'সত্যি, সুন্দর নয় ঘোড়াটা? এটা কব্, আমার পেয়ারের ঘোড়া। নিয়ে এসো এখানে, আর চিনি দাও আমায়। কাউণ্ট কোথায়?' বাহারে চাপরাশ পরা যে দু'জন ভৃত্য ছুটে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করলেন তিনি। তারপর ভেস্লোভস্কি সমভিব্যাহারে ভ্রন্‌স্কিকে বেরুতে দেখে বললেন:

'ও, এই যে!'

'কোথায় তুমি থাকতে দেবে প্রিন্সেস দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে' — ফরাসিতে আন্নাকে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্‌স্কি, এবং উত্তরের অপেক্ষা না

* খেয়াল, নেশা (ফরাশি)।

** এটা তুচ্ছ ব্যাপার (ফরাসি)।

করে, দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার সঙ্গে আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে এবার করচুম্বন করে বললেন, 'আমার মনে হয়, ঝুল-বারান্দা দেওয়া বড়ো ঘরটায় নয় কি?'

'আরে না, বরং কোণের ঘরটায়। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারবে বেশি। নাও চলো' — ভৃত্য যে চিনি এনে দিয়েছিল, নিজের পেয়ারের ঘোড়াকে তা খাইয়ে বললেন আন্না।

'Et vous oubliez votre devoir'* — ভেস্লোভস্কিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, তাঁকে বললেন আন্না।

'Pardon, j'en ai tout plein les poches'** — হেসে উত্তর দিয়ে ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আঙুল ঢোকালেন ভেস্লোভস্কি।

'Mais vous venez trop tard'*** — চিনি খাওয়াবার সময় তাঁর যে হাতটা ঘোড়া লালায় ভিজিয়েছিল সেটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন আন্না। ডল্লিকে জিগ্যেস করলেন, 'এলে কতদিনের জন্যে? একদিনের জন্যে কি? সে হতে পারে না!'

'তাই বলে এসেছি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা...' গাড়ি থেকে ব্যাগটা নেওয়া হয় নি আর তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মুখ অতি ধূলিধূসর, এই দুই কারণেই অস্থিরতা বোধ করে বললেন ডল্লি।

'না, ডল্লি লক্ষ্মীটি... সে দেখা যাবে; চলো, চলো যাই' — আন্না ডল্লিকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

ভ্রন্‌স্কি যে জমকালো ঘরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা তেমন নয়, বরং এমন যার জন্য ডল্লির কাছে মাপ চেয়ে নিলেন আন্না। কিন্তু মাপ চাইতে হল যে ঘরখানার জন্য, সেটাও এত বিলাসী যাতে ডল্লি থাকেন নি কোনোদিন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের সেরা হোটেলগুলোর কথা।

'কী বলব ভাই, কী যে আনন্দ আমার!' নিজের রাইডিং-হ্যাবিট পোশাকেই ডল্লির কাছে কিছুক্ষণের জন্য বসে আন্না বললেন, 'এবার তোমার কথা বলো। স্তিভাকে আমি দেখেছিলাম এক ঝলকের জন্যে।

* আপনি আপনার দায়িত্ব ভুলছেন (ফরাসি)।

** মাপ করবেন, ওতে আমার পকেট ভরা (ফরাসি)।

*** কিন্তু আপনি দর্শন দেন বড়ো দেরি করে (ফরাসি)।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা ও কিছু বলতে পারে নি। কেমন আছে আমার আদরের তানিয়া? ডাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, বেশ ডাগর' — সংক্ষেপে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, নিজেরই তাঁর অবাক লাগল যে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা তিনি বলতে পারছেন এত নিরুত্তাপ গলায়। 'লেভিনদের ওখানে আমরা বেশ ভালো আছি' — যোগ করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, যদি জানতাম' — বললেন আন্না, 'যে তুমি আমায় ঘেন্না করছ না... তাহলে তোমরা সবাই আসতে পারতে এখানে; 'স্তিভা তো আলেক্সেইয়ের পুরনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু' -- এই কথাটা যোগ করে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা সেখানে বেশ ভালো আছি...' অস্বস্তিভরে বললেন ডল্লি।

'হ্যাঁ, অবিশ্যি আনন্দ থেকে বোকার মতো এই সব কথা বলছি। শুধু কী খুশি হয়েছি তোমায় পেয়ে!' ফের ডল্লিকে চুমু খেয়ে বললেন আন্না, 'এখনো তুমি বলো নি আমার সম্পর্কে কী তুমি ভাবো অথচ আমি তা সবই জানতে চাই। তবে আমি যেমন, তেমনি অবস্থায় তুমি আমায় দেখবে, এতে আমি খুশি। আমার কাছে বড়ো জিনিস, আমি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাই, এমন কথা কেউ যেন না ভাবে। কিছুই প্রমাণ করতে চাই না আমি, শুধু বাঁচতে চাই; নিজেব ছাড়া আর কারো অনিষ্ট করতে চাই না। সে অধিকার আমার আছে, তাই না? তবে এটা লম্বা আলাপের ব্যাপার, তার সময় হবে। এবার পোশাক বদলাতে যাই, তোমার জন্যে দাসী পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

॥ ১৯ ॥

একলা হয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘরখানা দেখতে লাগলেন গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টিতে। বাড়ির কাছে আসতে, তার ভেতর দিয়ে যেতে, এবং এখন নিজের ঘরখানায় যা তিনি দেখলেন, সবকিছুতেই একটা প্রাচুর্য, বাবুগিরি এবং হালের সেই ইউরোপীয় বিলাসের ছাপ যার কথা তিনি পড়েছেন কেবল ইংরেজি উপন্যাসে, কিন্তু রাশিয়ায় ও গ্রামে তা দেখেন

নি কখনো। নতুন ফরাসি ওয়াল-পেপার থেকে শুরু করে সারা ঘর জোড়া গালিচাটা পর্যন্ত সবই নতুন। শয্যায় স্প্রিঙের গদি, বিশেষ ধরনের শিরোধার। ছোটো বালিশে সিল্কের ওয়াড়। মার্বেল পাথরের ওয়াশ-স্ট্যান্ড, প্রসাধন টেবিল, সোফা, টেবিল, ফায়ার প্লেসের ওপর ব্রোঞ্জ ঘড়ি, জানলা-দরজার পর্দা — সবই দামী এবং নতুন।

সুন্দর কবরী আর ডল্লির চেয়েও ফ্যাশন-দুরস্ত পোশাকে যে দাসীটি এল পরিচর্যার জন্য, সেও ঘরের সবকিছুর মতো নতুন আর দামী। বিনয়, পরিপাটীত্ব আর কাজে লাগার আগ্রহের জন্য তাকে ভালো লেগেছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, আবার অস্বস্তিও হচ্ছিল; কী পোড়া কপাল যে ভুল করে তাঁর ব্যাগে রাখা হয়েছিল তালি-মারা নাইট-গাউন, দাসীর সামনে এতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যেসব তালি-মারা আর রিফু-করা জায়গাগুলোর জন্য তিনি বড়াই করতেন বাড়িতে, লজ্জা হল তার জন্যই। বাড়িতে খুবই পরিষ্কার ছিল যে ছয়টা গাউনের জন্য দরকার পয়ষট্টি কোপেক দরে চব্বিশ আর্শিন* নানসুক, সেলাই আর ফুল তোলার খরচা বাদে এতে দাঁড়াত পনের রুব্লের বেশি, এই পনের রুব্লটা বাঁচাতে হত সংসার খরচা থেকে। কিন্তু দাসীর সামনে এর জন্য শুধু লজ্জা নয়, কেমন যেন অস্বস্তিই বোধ হচ্ছিল।

যখন ঘরে এল তাঁর পূর্বপরিচিত আন্নুশ্কা, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিলাসিনী দাসীটির দরকার পড়েছিল প্রভুপত্নীর কাছে, আন্নুশ্কা রইল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে।

ডল্লি আসায় আন্নুশ্কা স্পষ্টতই খুবই খুশি হয়েছিল, কথা কয়ে চলল সে অনর্গল। ডল্লি লক্ষ করেছিলেন যে গৃহস্বামিনীর অবস্থা, বিশেষ করে আন্না আর্কাদিয়েভনার জন্য কাউণ্টের ভালোবাসা ও অনুরাগ নিয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সে খুবই আগ্রহী, কিন্তু ও নিয়ে সে কথা শুরু করা মাত্র ডল্লি থামিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে।

'আমি তো আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, উনি আমার বড়ো আপন। বিচার করার আমি কে? আর যখন মনে হচ্ছে এত ভালোবাসছেন...'

৭১ সেণ্টিমিটারের মতো রুশ দৈর্ঘ্যের মাপ।

'সম্ভব হলে এগুলো ধুতে দাও' — ওকে থামিয়ে দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'ঠিক আছে। আমাদের ধোপঘরে দুটি মেয়ে বহাল করা হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যেই। আর বিছানার চাদর-টাদর সবই ধোয়া হয় যন্ত্রে। কাউন্ট নিজেই সেটা দেখেন। কিরকম যে স্বামী...'

আন্না আসায় আন্নুশ্কার বকবকানি বন্ধ হতে খুশি হলেন ডল্লি।

অতি সাধারণ একটা বাতিস্ত ফ্রক পরে এসেছিলেন আন্না। মন দিয়ে ডল্লি লক্ষ করলেন এই সাধারণ পোশাকটা। তিনি জানতেন এই সহজিয়ার কী অর্থ এবং কী মূল্যে তা অর্জিত হয়।

'আমার পূর্বপরিচিতা' — আন্নুশ্কা সম্পর্কে আন্না বললেন।

এখন আর তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন না। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থির, সাবলীল। ডল্লি দেখতে পেলেন যে তাঁর আসায় আন্নার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা এখন তিনি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠে এমন একটা বাহ্যিক নিরাসক্তির সুর অবলম্বন করলেন যাতে বোঝা যায় যে-প্রকোষ্ঠে তাঁর হৃদয়াবেগ ও আন্তরিক ভাবনাগুলো আছে তার দরজা বন্ধ।

'তোমার মেয়েটি কেমন আছে?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আনি?' (মেয়ে আন্নাকে তিনি ঐ নামে ডাকতেন।) 'ভালো আছে। মোটা হয়েছে খুব। দেখবে ওকে? চলো যাই, তোমায় দেখাই। ভয়ানক ঝামেলা গেছে আয়া নিয়ে' -- বলতে শুরু করলেন উনি, 'একটি ইতালীয় মেয়ে ছিল স্তন্যদাত্রী। এমনিতে ভালো, কিন্তু একেবারে হাঁদা! ভেবেছিলাম ছাড়িয়ে দেব। কিন্তু মেয়েটা ওর বড়ো ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাই রেখেছি এখনো।'

'কিন্তু কী ঠিক করলে?..' মেয়েটির উপাধি কী হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি; কিন্তু আন্নার মুখে ভ্রূকুটি দেখে প্রশ্নটার অর্থ পালটিয়ে দিলেন, 'তা কী ঠিক করেছ? মাই ছাড়িয়েছ নাকি?'

কিন্তু আন্না বুঝেছিলেন।

'তুমি তো সে কথা জিগ্যেস করতে চাইছিলে না? তুমি তো ওর উপাধি সম্পর্কে জানতে চাইছিলে? তাই না? আলেক্সেই-এর সেই কষ্ট। ওর কোনো উপাধি নেই। মানে, ও কারেনিনা' — আন্না বললেন চোখ এতটা কুঁচকে যে দেখা যাচ্ছিল কেবল জুড়ে আসা আঁখিপক্ষ্ম; 'তবে' — হঠাৎ

উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল, 'এ নিয়ে কথা বলব পরে। চলো তোমায় দেখাব ওকে। Elle est très gentille.* এর মধ্যেই হামাগুড়ি দিতে শিখেছে।'

যে বিলাসোপকরণ বাড়ির সর্বত্র অভিভূত করছিল দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে, তা আরো অভিভূত করল শিশুকক্ষে। এখানে ছিল ইংলণ্ড থেকে আনানো গাড়ি, হাঁটতে শেখাবার সাজ-সরঞ্জাম, হামাগুড়ি দেবার জন্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো করে ঢেলে সাজা সোফা, দোলনা, স্নানের জন্য বিশেষ ধরনের টব। জিনিসগুলো সবই বিলাতি, মজবুত আর বোঝাই যায় যে বেশ দামী। ঘরখানা বড়ো, খুবই উঁচু আর আলো-খেলানো।

ওঁরা যখন ঘরে ঢুকলেন, শুধু একটা কামিজ পরে টেবিলের কেদারায় বসে ক্বাথ খাচ্ছিল মেয়েটি, সে পানীয়ে বুক তার ভেসে যাচ্ছিল। ওকে খাওয়াচ্ছিল এবং বোঝা যায় সেইসঙ্গে নিজেও খাচ্ছিল শিশুকক্ষের পরিচারিকা একটি রুশী মেয়ে। স্তন্যদাত্রী বা আয়া, কেউই ছিল না। ওরা ছিল পাশের ঘরে, সেখান থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র এক ফরাসি ভাষায় তাদের আলাপ — শুধু এই ভাষাতেই আদান-প্রদান চলতে পারত তাদের মধ্যে।

আন্নার গলা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙামতো, সাজগোজ করা এক ইংরেজ মহিলা, তার অসুন্দর মুখখানায় একটা কপট ছায়া, সোনালী চুলের কুণ্ডলীগুলো ঝাঁকিয়ে তক্ষুনি সে কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করলে যদিও আন্না কোনো দোষ দেন নি তাকে। আন্নার প্রতিটি শব্দে বার কয়েক করে সে বলছিল: 'Yes, my lady.'**

আগন্তুকের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেও কালো-ভুরু, কালো-চুল, লালচে-গাল খুকিটিকে বড়ো ভালো লাগল দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার। তার রাঙা দেহখানায় টান টান হয়ে আছে মুরগির চামড়ার মতো চামড়া; তার সুস্থ চেহারার জন্য এমনকি হিংসাই হল ডল্লির। খুকি যেভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছিল, সেটাও তাঁর ভারি ভালো লাগল। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের কেউই অমন হামাগুড়ি দিতে পারে নি। খুকিটির পোশাক

* ভারি সে মিষ্টি (ফরাসি)।

** আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্ত্রী (ইংরেজি)।

পেছন দিকে টেনে তুলে যখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হল গালিচার ওপর, আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল তাকে। ছোট্ট একটা জন্তুর মতো সে তার জ্বলজ্বলে কালো চোখ মেলে চাইছিল বড়োদের দিকে, তাকে যে লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে, এতে স্পষ্টতই আনন্দ হচ্ছিল তার। হেসে দু'পাশে দু'পা রেখে সে ঝট করে হাতে ভর দিয়ে দ্রুত পাছাটা তুলল এবং ফের হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শিশুকক্ষের সাধারণ আবহাওয়া, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাটিকে ভালো লাগে নি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। লোকজন সম্বন্ধে আন্নার যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এমন এক কুরূপা, অশ্রদ্ধেয়া ইংরেজ মহিলাকে রেখেছেন নিজের কাছে ডল্লি তার ব্যাখ্যা করে নিলেন এই ধরে নিয়ে যে আন্নার মতো এমন বিশৃঙ্খল পরিবারে ভালো আয়া আসবে না। তা ছাড়া তক্ষুনি কতকগুলি কথা থেকে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বুঝলেন যে আন্না, স্তন্যদাত্রী, আয়া আর শিশুটির মধ্যে বনিবনাও নেই এবং শিশুকক্ষে মায়ের আগমন অতি অসাধারণ একটা ব্যাপার। আন্নার ইচ্ছে হয়েছিল খুকিকে খেলনা দেবেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না সেটা।

তবে সবচেয়ে তাজ্জবের ব্যাপার এই যে খুকির ক'টা দাঁত উঠেছে এ প্রশ্নের ভুল জবাব দিলেন আন্না, শেষ দুটো দাঁতের কথা একেবারেই জানতেন না তিনি।

'আমি এখানে নিষ্প্রয়োজন, তা দেখে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় আমার'— শিশুকক্ষ থেকে বেরুবার সময় দরজার কাছে পড়ে থাকা কোনো খেলনা এড়িয়ে যাবার জন্য পোশাকের লুটিয়ে যাওয়া পুচ্ছাংশ তুলে ধরে আন্না বললেন, 'আমার প্রথম সন্তানটির বেলায় এমনটা হয় নি।'

'আমি ভেবেছিলাম উলটো' — ভয়ে ভয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! জানো তো আমি ওকে, সেরিওজাকে দেখে এসেছি' — এমনভাবে চোখ কুঁচকে আন্না বললেন যেন অনেক দূরের কিছু একটা দেখছেন, 'তবে সে পরে হবে। জানো তুমি, আমি ঠিক সেই বুভুক্ষুর মতো যার সামনে হঠাৎ পুরো একটা ভোজ রাখা হয়েছে আর সে ভেবে পাচ্ছে না কোনটা দিয়ে শুরু করবে। পুরো ভোজটা হল তুমি আর তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হবে, যা আর কাউকে আমি বলতে পারি নি; অথচ ভেবে পাচ্ছি না শুরু করব কোনটা দিয়ে। Mais je ne

vous ferai grâce de rien.* সবকিছু বলতে হবে আমায়। হ্যাঁ, যে সমাজটা আমাদের এখানে দেখতে পাবে, তার একটা নকশা তোমার জন্যে আঁকা দরকার' — আন্না শুরু করলেন; 'মহিলাদের দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রিন্সেস ভারভারা। ওঁর তো তুমি চেনো, ওঁর সম্পর্কে তোমার আর স্তিভার মতামত কী তাও আমি জানি। স্তিভা বলে যে ওঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কাতেরিনা পাভলোভনা খুড়ির চেয়ে তিনি কত ভালো সেটা দেখানো। তা সত্যি, কিন্তু ওঁর মনটা ভালো; আমি ওঁর কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। পিটার্সবুর্গে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রয়োজন হয় un chaperon.** এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন। সত্যি, ভালোমানুষ উনি। আমার অবস্থাটা তিনি হালকা করে দেন অনেক। ওখানে, পিটার্সবুর্গে .. আমার অবস্থাটা যে কত দুঃসহ তা তুমি বুঝছ না' — যোগ করলেন তিনি; 'এখানে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তালিকাটা দেওয়া দরকার। তারপর স্ভিয়াজ্স্কি — উনি অভিজাতপ্রমুখ এবং খুবই সজ্জন লোক, কিন্তু আলেক্সেই-এর কাছ থেকে কী যেন একটা চাইছেন। বুঝতে পারছ তো, গাঁয়ে বাসা পাতার পর সম্পত্তির কারণে আলেক্সেই এখন মফস্বলে খুবই প্রভাবশালী লোক। তারপর তুশকেভিচ, তুমি দেখেছ ওঁকে, ছিলেন বেট্সির ওখানে। এখন কিন্তু বেট্সি ওঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, উনিও চলে এলেন আমাদের কাছে। আলেক্সেই যা বলে, উনি তেমনি একজন লোক যারা নিজেদের যেভাবে দেখাতে চায়, সেইভাবেই তাদের ধরা হলে খুবই প্রীতি লাভ করে, et puis, il est comme il faut,*** যা বলেন প্রিন্সেস ভারভারা। তারপর ভেস্লোভস্কি — ওকে তো তুমি চেনো, চমৎকার ছেলে' — শয়তানি হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট; 'কিন্তু কী এই ক্ষ্যাপা কাণ্ডটা করলে লেভিন? ভেস্লোভস্কি গল্প করেছে আলেক্সেই-এর কাছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। Il est très gentil et naïf'**** — আন্না বললেন ফের সেই হাসি নিয়ে। 'পুরুষদের চাই আমোদ-প্রমোদ আর

* কিন্তু একটুও কৃপা করব না তোমায় (ফরাসি)।

** সহচরী (ফরাসি)।

*** তা ছাড়া, অতি ভব্য লোক (ফরাসি)।

**** উনি অতি মধুর স্বভাবের লোক এবং সরল (ফরাসি)।

আলেক্‌সেই-এর দরকার লোকজন, সেই জন্যেই এ'দের আমি কদর করি। আমাদের এখানে চলুক ফুর্তি, সব থাক হাসিখুশি, যাতে নতুন কোনো কিছুর জন্যে আলেক্‌সেই-এর মন কেমন না করে। তারপর আমাদের গোমস্তাকে দেখতে পাবে। জার্মান কিন্তু ভারি ভালো, নিজের কাজটা বেশ বোঝে। খুবই ওর কদর করে আলেক্‌সেই। তারপর ডাক্তার, অল্পবয়সী, একেবারে নিহিলিস্ট বলব না, তবে খাবার খায় ছুরি দিয়ে... কিন্তু খুব ভালো ডাক্তার। তারপর স্থপতি... Une petite cour.'*

॥ ২০ ॥

'এই আপনার ডল্লি, প্রিন্সেস, যাকে আপনি খুব দেখতে চাইছিলেন'— দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার সঙ্গে পাথর-বাধানো প্রকাণ্ড বারান্দাটায় ঢুকে আন্না বললেন। প্রিন্সেস ভারভারা সেখানে ছায়ায় এম্ব্রয়ডারি ফ্রেমের সামনে বসে কাউণ্ট আলেক্‌সেই কিরিলোভিচের আরাম-কেদারার জন্য একটি আসন বানাচ্ছিলেন। 'ডল্লি বলছে ডিনারের আগে কিছুই খাবে না সে, কিন্তু কিছু জলযোগ দিতে বলুন, আমি আলেক্‌সেইকে খুঁজতে চললাম, ওঁদের সবাইকেই নিয়ে আসব।'

প্রিন্সেস ভারভারা ডল্লিকে নিলেন সস্নেহেই এবং খানিকটা মুরুব্বিয়ানার ঢঙে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি আন্নার এখানে উঠেছেন, কেননা সর্বদা তিনি আন্নাকে ভালোবেসেছেন তাঁর বোন কাতেরিনা পাভলোভনা, আন্নাকে যিনি মানুষ করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি, এবং এখন সবাই যখন আন্নাকে ত্যাগ করেছে, তখন সবচেয়ে দুঃসহ এই অন্তর্বর্তী কালটায় আন্নাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

'স্বামী ওকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেই আমি ফের আমার একাকিত্বে ফিরে যাব, কিন্তু এখন আমি কাজে লাগতে পারি আর অন্যদের মতো নয়, আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের কর্তব্য আমি করে যাব। এসে বড্ডো ভালো করেছ, লক্ষ্মী তুমি। এরা আছে একেবারে সেরা

* ছোট একটা দরবার (ফরাসি)।

দম্পতির মতো; ভগবান ওদের বিচার করবেন, আমরা নই। কিন্তু বিরিউজোভস্কি আর আভেনিয়েভাও কি... আর স্বয়ং নিকান্দ্রভ, ভাসিলিয়েভ আর মামোনোভা, আর লিজা নেপতুনোভা?.. কেউ তো কিছু বললে না। পরিণামে সবাই তাদের ঘরে ডেকেছে। তারপর, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare.* ডিনারের আগে পর্যন্ত যার যা খুশি করে। ডিনার সাতটায়। স্তিভা তোমায় এখানে পাঠিয়ে খুব ভালো করেছে। এদের সঙ্গে লেগে থাকা ওর দরকার। জানো তো, ও তার মা আর ভাইয়ের মারফত সবকিছু করাতে পারে। তা ছাড়া অনেক উপকার করে তারা। নিজের হাসপাতালটার কথা বলে নি তোমায়? Ce sera admirable,** সবই প্যারিস থেকে।'

কথাবার্তা থেমে গেল বারান্দায় পুরুষদল সহ আন্নার প্রত্যাবর্তনে। তাঁদের তিনি পেয়েছিলেন বিলিয়ার্ড ঘরে। ডিনারের সময় হতে তখনো অনেক বাকি, আবহাওয়া চমৎকার, তাই এই বাকি দু'ঘণ্টা কিভাবে কাটানো যায় তার নানা প্রস্তাব এল। আর ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়েতে সময় কাটাবার উপায় ছিল প্রচুর, পক্রোভ্‌স্কয়েতে যেসব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হত, মোটেই তেমন নয়।

'Une partie de lawn tennis'*** — নিজের সেই সুন্দর হাসি হেসে প্রস্তাব দিলেন ভেস্লোভস্কি, 'ফের আপনি হবেন আমার পার্টনার, আন্না আর্কাদিয়েভনা।'

'না, বড়ো গরম। বরং বাগানে খানিক বেরিয়ে তারপর নৌবিহার, দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে তীরভূমি দেখানো যাবে' — বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'আমি সবেতেই রাজি' — স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন।

'আমার মনে হয় ডল্লির সবচেয়ে ভালো লাগবে হে'টে বেড়াতে, তাই না? তারপর নৌকো' — বললেন আন্না।

তাই স্থির হল। ভেস্লোভস্কি আর তুশকেভিচ গেলেন স্নানের ঘাটে,

* এখানকার অবস্থাটা ভারি মিষ্টি আর পরিপাটী। সবই ইংরেজি কায়দায়। প্রাতরাশের সময় সবাই জোটে, তারপর যে যার ছড়িয়ে পড়ে।

** এটা হবে সুন্দর (ফরাসি)।

*** এক দফা টেনিস (ফরাসি)।

সেখানে নৌকো ঠিক করে সবাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে কথা দিলেন।

পথ দিয়ে ওঁরা হাঁটছিলেন জোড়ায় জোড়ায় — স্ভিয়াজ্স্কির সঙ্গে আন্না, ভ্রন্স্কির সঙ্গে ডল্লি। তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন যে পরিবেশটায় তিনি গিয়ে পড়েছেন তাতে খানিকটা বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন ডল্লি। আন্নার আচরণকে তিনি বিমূর্তভাবে, তত্ত্বগত দিক থেকে মেনে নিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, সমর্থনই করেছিলেন। সাধ্বী জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়া নিষ্কলুষ সাধ্বী নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা প্রায়ই ঘটে থাকে, পাতকী প্রেমকে তিনি শুধু মার্জনাই করেন নি, এমনকি তার জন্য ঈর্ষাই বোধ করেছিলেন। তা ছাড়া সত্যিই তিনি ভালোবাসতেন আন্নাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, তাঁর কাছে অনাত্মীয় এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে আন্নাকে দেখে, শীলতা সম্পর্কে যাঁদের মতামত দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে নতুন, তাতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। বিশেষ করে তাঁর খারাপ লাগছিল প্রিন্সেস ভারভারাকে দেখে, যিনি সবকিছু ক্ষমা করে দিচ্ছেন যেসব সুবিধা ভোগ করছেন তার জন্য।

আন্নার আচরণ ডল্লি অনুমোদন করেছিলেন সাধারণভাবে, বিমূর্তিতে, কিন্তু যে লোকটির জন্য এরূপ আচরণ করা হল, তাঁকে দেখতে পারছিলেন না ডল্লি। তা ছাড়া ভ্রন্স্কিকে তাঁর ভালো লাগে নি কখনো। তিনি তাঁকে ভাবতেন অহংকারী, আর ঐশ্বর্য ছাড়া অহংকার করার মতো কিছুই দেখেন নি তাঁর মধ্যে। কিন্তু এখানে, নিজের বাড়িতে তিনি ডল্লির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে অভিভূত করছিলেন আগের চেয়ে আরো বেশি, তাঁর সামনে নিঃসংকোচ হতে পারছিলেন না ডল্লি। নিজের নাইট-গাউনের জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লেগেছিল, অনেকটা সেইরকম লাগছিল তাঁর। তালিগুলোর জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেমন লজ্জা নয়, অস্বস্তি হয়েছিল, ভ্রন্স্কির সামনেও তেমনি তাঁর নিজের জন্য লজ্জা নয়, অস্বস্তি লাগছিল।

বিব্রত বোধ হওয়ায় কথোপকথনের একটা প্রসঙ্গ খুঁজছিলেন ডল্লি। ভ্রন্স্কি যা অহংকারী তাতে তাঁর বাগান ও বাড়ির প্রশংসায় তাঁর মন উঠবে না বলে ভাবলেও কথাবার্তার অন্য প্রসঙ্গ না পেয়ে ডল্লি তাঁকে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে তাঁর বাড়িটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

ভ্রন্স্কি বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো সাবেকী রীতিতে এটা ভারি সুন্দর একটা কুঠি।'

'গাড়ি-বারান্দার সামনেকার আঙিনাটা খুব ভালো লেগেছে আমার। এটা কি আগেও অমনি ছিল?'

'আরে না!' পরিতৃপ্তিতে জ্বলজ্বলে মুখে বললেন তিনি। 'এ বারের বসন্তে আঙিনাটা দেখলে পারতেন!'

এবং প্রথমটা সন্তর্পণে, তারপর ক্রমেই মেতে উঠে ডল্লির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন বাড়ি আর বাগানের নানা দিককার শোভায়। বোঝা যাচ্ছিল যে নিজের সম্পত্তিটার উন্নয়ন ও শোভাবর্ধনের জন্য অনেক খাটায় ভ্রন্‌স্কি নতুন লোকের কাছে বড়াই করার তাগিদ বোধ করছিলেন, অন্তর থেকেই তিনি খুশি হলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার প্রশংসায়।

'আপনি যদি হাসপাতালটা দেখতে চান এবং ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে চলুন যাই, বেশি দূর নয়' — ডল্লির যে সত্যিই ব্যাজার লাগছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

তারপর আন্নার দিকে ফিরলেন, 'তুমিও যাবে নাকি আন্না?'

'যাব। তাই না?' স্ভিয়াজ্‌স্কিকে বললেন আন্না। 'Mais il ne faut pas laisser le pauvre ভেস্লোভস্কি et তুশকেভিচ se morfondre là dans le bateau.* ওদের বলতে পাঠানো দরকার। হ্যাঁ, এখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ ও গড়ছে' — ডল্লিকে তিনি বললেন সেইরকম ধূর্ত, অভিজ্ঞ হাসি নিয়ে, যেভাবে তিনি আগেও হাসপাতালের কথাটা পেড়েছিলেন।

'আহ্, চমৎকার একটা কীর্তি বটে!' স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন। কিন্তু তাঁকে যাতে ভ্রন্‌স্কির ধামা-ধরা বলে না দেখায়, তার জন্য যোগ করলেন সামান্য সমালোচনার একটা টিপ্পনি। 'তবে আমার অবাক লাগে কাউণ্ট' — বললেন তিনি, 'জনগণের স্বাস্থ্যের জন্যে এতকিছু করলেও স্কুলের ব্যাপারে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন কী করে।'

'C'est devenu tellement commun les écoles'** — বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'আপনি বুঝতে পারছেন ও জন্যে নয়, এমনি এ কাজটায় মেতে উঠেছি। এইটে হাসপাতালে যাবার পথ' — তরুবীথির ধার দিয়ে বেরবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে বললেন তিনি।

* কিন্তু বেচারা ভেস্লোভস্কি আর তুশকেভিচকে নৌকোয় ক্লান্ত হতে বাধ্য করা উচিত নয় (ফরাসি)।

** স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো বেশি মামুলি ব্যাপার (ফরাসি)।

মহিলারা ছাতা খুলে গেলেন পাশের পথে। কয়েকটা মোড় নিয়ে ফটক দিয়ে বেরতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে পড়ল সামনে উঁচু একটা জায়গার ওপর জটিল আকারের মস্তো এক লাল দালান, নির্মাণ তার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লোহার পাতের চালে তখনো রঙ পড়ে নি, উজ্জ্বল রোদে তা ঝকঝক করছিল। শেষ হয়ে আসা এই দালানটার পাশে মাথা তুলছে আরেকটা দালান, তখনো তা ভারা বাঁধা, অ্যাপ্রণ পরা মজুরেরা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইঁট গাঁথছিল, চুন-সুরকির প্রলেপ দিয়ে তা সমান করছিল কর্ণিক চালিয়ে।

'আপনার কাজ চলছে কেমন চটপট!' বললেন স্ভিয়াজ্স্কি; 'গত বার যখন এসেছিলাম তখন চালও ছিল না।'

'শরৎ নাগাদ সব তৈরি হয়ে যাবে। ভেতরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে' — বললেন আন্না।

'আর এই দালানটা কিসের?'

'এখানে থাকবেন ডাক্তার, ঠাঁই নেবে ঔষধালয়' — বললেন ভ্রন্স্কি, তারপর খাটো, হালকা ওভারকোটে স্থপতিকে তাঁর দিকে আসতে দেখে মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

একটা গর্ত থেকে মজুরেরা চুন-সুরকি তুলছিল, সেটার পাশ দিয়ে তিনি গেলেন স্থপতির কাছে এবং উত্তেজিত হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করলেন।

কী ব্যাপার জিগ্যেস করায় আন্নাকে তিনি বললেন, 'মাথাল নিচুই থেকে যাচ্ছে।'

'আমি তো বলেছিলাম যে বনিয়াদটা উঁচু করা দরকার' -- আন্না বললেন।

'সেটা ভালো হত বৈকি আন্না আর্কাদিয়েভনা' — স্থপতি বললেন, 'কিন্তু এখন আর উপায় নেই।'

বাস্তুকর্মে আন্নার জ্ঞানে বিস্ময় প্রকাশ করায় স্ভিয়াজ্স্কিকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি খুবই আগ্রহী। নতুন দালানটাকে আগেরটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। অথচ ওটার কথা ভাবা হয়েছে পরে, শুরু করা হয়েছে বিনা পরিকল্পনায়।'

স্থপতির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ভ্রন্স্কি মহিলাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভেতরটা দেখাতে।

বাইরে তখনো কাজ হচ্ছিল কার্নিস নিয়ে, রঙ দেওয়া হচ্ছিল নিচের তলায়, তাহলেও ওপরতলায় সব কাজই প্রায় শেষ। পেটা লোহার চওড়া সিঁড়ি দিয়ে চাতালে উঠে তাঁরা ঢুকলেন প্রথম বড়ো ঘরখানায়। দেয়ালের পলেস্তারা শ্বেত পাথরের ধাঁচে, বড়ো বড়ো জানলায় শার্সি বসেছে এর মধ্যেই, শুধু মেঝের পার্কেট তখনো শেষ হয় নি। উঁচু হয়ে ওঠা চৌখুপিগলোর ওপর র‍্যাঁদা ঘষা থামিয়ে ছুতোরেরা মাথার চুল বেঁধে রাখার পটি খুলে উঠে দাঁড়াল অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাতে।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'এটা হবে রোগী গ্রহণকক্ষ। এখানে থাকবে ডেস্ক, টেবিল, আলমারি, ব্যস, আর কিছু নয়।'

'এইখানে, এইখান দিয়ে যাব। জানলার কাছে যেও না' — এই বলে আন্না পরখ করে দেখলেন রঙ শুকিয়েছে কিনা, 'আলেক্‌সেই, রঙ শুকিয়ে গেছে' — যোগ করলেন তিনি।

রোগী গ্রহণকক্ষ থেকে তাঁরা গেলেন করিডরে। এখানে ভ্রন্‌স্কি তাঁদের দেখালেন নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা। তারপরে দেখালেন মর্মরে বাঁধানো স্নানাগার, বিচিত্র ধরনের স্প্রিং দেওয়া শয্যা। তারপর একের পর এক ওয়ার্ড, গুদাম, বিছানার চাদরপত্র রাখার ঘর, অতঃপর নতুন ডিজাইনের ফায়ারপ্লেস, করিডর বরাবর দরকারি জিনিসপত্র জোগাবার ঠেলাগাড়ি যাতে শব্দ হবে না, এবং আরও অনেক কিছু। নতুন সমস্ত উন্নতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের মতো স্ভিয়াজ্‌স্কি কদর করলেন সবকিছুর। এযাবৎ যেসব জিনিস তিনি দেখেন নি, তা দেখে স্রেফ থ' হয়ে গেলেন ডল্লি এবং সবকিছু বোঝার জন্য খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। সেটা স্পষ্টতই ভালো লাগল ভ্রন্‌স্কির।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, এটাই হবে রাশিয়ায় পুরোপুরি সুনির্মিত একমাত্র হাসপাতাল' — বললেন স্ভিয়াজ্‌স্কি।

'কিন্তু আপনাদের এখানে প্রসূতি বিভাগ থাকবে না?' ডল্লি জিগ্যেস করলেন; 'গ্রামে যে তার ভারি দরকার। আমি প্রায়ই...'

নিজের সৌজন্যশীলতা সত্ত্বেও ভ্রন্‌স্কি থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'এটা প্রসূতি সদন নয়, হাসপাতাল। সংক্রামক ছাড়া অন্য সমস্ত রোগ নিয়ে তার কাজ' — বললেন তিনি, 'আর এইটে দেখুন...' যারা সেরে উঠবে তাদের জন্য সদ্য আমদানি করা একটা চলন্ত চেয়ার তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে; 'এই দেখুন' — চেয়ারটায়

বসে তিনি তা চালাতে লাগলেন; 'রোগী হাঁটতে পারছে না, এখনো দুর্বল, অথবা পা রুগ্ন, কিন্তু তার তাজা হাওয়া দরকার, এতে বসে দিব্যি তা চালিয়ে যাবে...'

সবকিছুতেই আগ্রহ ছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, সবকিছুই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগল ভ্রন্স্কিকে, এই সব ব্যাপারে নেশা যাঁর অকৃত্রিম, সহজ-সরল। 'হ্যাঁ, ভারি সুন্দর মিষ্টি মানুষ' -- মাঝে মাঝে ভ্রন্স্কির কথায় কান না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর মুখভাব বোঝার চেষ্টা করে, নিজেকে আন্নার জায়গায় বসিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। তাঁর উৎসাহে এখন ভ্রন্স্কিকে তাঁর এত ভালো লাগল যে বুঝতে পারলেন কেন আন্না তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন।

॥ ২১ ॥

আন্না আস্তাবলে যাবার প্রস্তাব দিলেন, সেখানে নতুন একটা মর্দা ঘোড়াকে দেখতে চাইছিলেন স্ভিয়াজ্স্কি। কিন্তু আন্নাকে ভ্রন্স্কি বললেন, 'না, আমার মনে হয় প্রিন্সেস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ঘোড়ায় তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়। তোমরা যাও, আমি প্রিন্সেসকে বাড়ি পেঁছে দেব আর কিছু কথাবার্তা কইব' — ডল্লির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যদি আপনার সেটা খারাপ না লাগে।'

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছু বুঝি না, আপনার কথায় আমি খুব রাজি' — দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন খানিকটা অবাক হয়ে।

ভ্রন্স্কির মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে ওঁর কিছু চাইবার আছে। ভুল হয় নি তাঁর। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই আন্না যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখে এবং আন্না যে তাঁদের দেখতে বা কথা শুনতে পাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ভ্রন্স্কি শুরু করলেন:

'আপনি ধরতে পেরেছিলেন যে আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?' হাসি-হাসি চোখে ডল্লির দিকে চেয়ে ভ্রন্স্কি বললেন; 'আমি ভুল করব না যদি ধরি আপনি আন্নার বন্ধু' — টুপি খুলে রুমাল বার করে তা দিয়ে মাথায় টাক পড়তে শুরু করা জায়গাটা মুছলেন।

কোনো উত্তর দিলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শুধু ভীত দৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর দিকে। ভ্রন্স্কির সঙ্গে একা হয়ে হঠাৎ ভারি আতংক হল তাঁর। হাসি-হাসি চোখ আর কঠোর মুখভাব ভয় পাওয়াচ্ছিল তাঁকে।

কী বিষয়ে ভ্রন্স্কি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, তা নিয়ে নানান অনুমান মাথায় খেলে গেল তাঁর: 'উনি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে বলবেন আর আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অথবা মস্কোয় আন্নার জন্যে যাতে একটা বন্ধুমহল গড়ে দিই, তাই নিয়ে... কিংবা ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নয়ত? হয়ত-বা কিটি সম্পর্কে, বলবেন যে নিজেকে তিনি দোষী মনে করছেন?' শুধু যা খারাপ, তেমন সবকিছু ভেবে দেখলেন তিনি, কেবল অনুমান করতে পারেন নি কী নিয়ে ভ্রন্স্কি কথা বলতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে।

ভ্রন্স্কি বললেন, 'আন্নার ওপর আপনার প্রভাব অনেক, আপনাকে সে খুবই ভালোবাসে। আমায় সাহায্য করুন।'

ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চাইলেন তাঁর তেজস্বী মুখের দিকে, যার ওপর কখনো সবটাতেই, কখনো জায়গায় জায়গায় রোদ এসে পড়ছিল লিন্ডেন গাছের ছায়া ভেদ করে, কখনো আবার তা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল ছায়ায়। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন যে ভ্রন্স্কি আরো কিছু বলবেন, কিন্তু উনি নীরবে নুড়ির ওপর ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে চললেন তাঁর পাশে পাশে।

'আপনি যখন আমাদের এখানে এসেছেন, আন্নার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনি — প্রিন্সেস ভারভারাকে আমি হিসেবে ধরি না — তখন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এসেছেন আমাদের অবস্থাটা স্বাভাবিক ভেবে নয়, এসেছেন এই কারণে যে অবস্থাটার দুঃসহতা আপনি বোঝেন এবং সব সত্ত্বেও আন্নাকে ভালোবাসেন বলে তাকে সাহায্য করতে চান। আমি আপনাকে ঠিক বুঝেছি কি?' তাঁর দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।

'সে তো বটেই' — ছাতা বন্ধ করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু...'

'না' — এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ভ্রন্স্কি অচেতন একটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভুলে গেলেন যে এতে করে তাঁর সঙ্গিনীকে তিনি একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলছেন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; 'আমার

চেয়ে বেশি করে, তীব্রভাবে আর কেউ অনুভব করে না আন্নার অবস্থার দুর্বিষহতা। আপনি যদি আমায় হৃদয়বান পুরুষ বলে গণ্য করার সম্মান দেন, তাহলে আপনি সেটা বুঝবেন। এ অবস্থাটার জন্যে দায়ী আমি, তাই সেটা প্রাণ থেকে অনুভব করি।'

'বুঝতে পারছি' — যে আন্তরিকতায় এবং দৃঢ়তায় ভ্রন্‌স্কি কথাটা বললেন, তাতে অজান্তে মুগ্ধ হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা; 'কিন্তু আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন বলেই আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন।' এবং যোগ করলেন, 'আমি বুঝতে পারছি সমাজে আন্নার অবস্থা অসহ্য।'

'সমাজটা নরক' — বিমর্ষ মুখ গোঁজ করে দ্রুত বলে গেলেন ভ্রন্‌স্কি। 'পিটার্সবুর্গে দু'সপ্তাহ থাকাকালে যে নৈতিক মর্মবেদনা সে ভোগ করেছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না... সেটা বিশ্বাস করুন, অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে, যতদিন আন্নার... বা আপনার প্রয়োজন থাকছে না সমাজের...'

'সমাজ!' ঘৃণাভরে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'সমাজে কী দরকার থাকতে পারে আমার...'

'ততদিন পর্যন্ত, আর এটা হতে পারে বরাবরের জন্যে — আপনারা সুখী, নিশ্চিন্ত। আন্নাকে দেখে আমি বুঝতে পারছি সে সুখী, পুরোপুরি সুখী, আমায় এটা সে বলেওছে' -- দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা বললেন হেসে; কিন্তু বলতে গিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সন্দেহ হল, সত্যিই কি আন্না সুখী।

কিন্তু মনে হল ভ্রন্‌স্কির কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তার মর্মযন্ত্রণাগুলোর পর সেরে উঠেছে সে; সে সুখী। বর্তমানে সে সুখী। কিন্তু আমি?.. আমাদের কপালে যে কী আছে ভেবে ভয় হয়... মাপ করবেন, হাঁটতে চান?'

'না, মানে আমার কিছু এসে যায় না।'

'তাহলে বসা যাক এখানে।'

তরুবীথির কোণে বাগানের বেঞ্চিতে বসলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, ভ্রন্‌স্কি দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি সে সুখী' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি আর

আন্না যে সুখী নন এ সন্দেহ আরো বেশি পেয়ে বসল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে? আমরা ভালো করেছি নাকি খারাপ, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু দান পড়ে গেছে' — বললেন দ্রন্স্কি রুশ থেকে সরে গিয়ে ফরাসি ভাষায়, 'সারা জীবনের জন্যে আমরা বাঁধা। আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে বন্ধন সেই প্রেমে আমরা বাঁধা। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরো ছেলেপিলে হতে পারে আমাদের। কিন্তু আইন এবং আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে যে হাজার হাজার জটিলতা দেখা দিচ্ছে, সমস্ত দুঃখকষ্টের পর এখন বিশ্রাম পেয়ে আন্না সেগুলো গ্রাহ্য করছে না, গ্রাহ্য করতে চায় না, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার নয়, কারেনিনের। এই প্রবঞ্চনা আমি চাই না!' আপত্তির একটা সতেজ ভঙ্গি করে বললেন তিনি, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চাইলেন একটা বিমর্ষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছু বললেন না, শুধু চেয়ে রইলেন দ্রন্স্কির দিকে। উনি বলে চললেন:

'আর কাল আমার যদি ছেলে হয়, আমার ছেলে, আইন অনুসারে তার উপাধি হবে কারেনিন, আমার উপাধি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হবে না, এবং আমাদের পরিবার যত সুখীই হোক, যত ছেলেপিলেই হোক না আমাদের, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার। সবাই ওরা কারেনিনের। আপনি বুঝে দেখুন এরকম অবস্থার কষ্ট আর ভয়াবহতা! এ নিয়ে আন্নার সঙ্গে কথা বলাব চেষ্টা করেছি। তাতে বিরক্ত হয় সে। সে বোঝে না, অথচ সব ব্যাপারটা আমি বলতে পারি না ওকে। এবার অন্য দিক থেকে দেখুন। আমি ওর প্রেমে সুখী, কিন্তু আমাকে তো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে! সে কাজ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আমি গর্বিত এবং মনে করি যে দরবারে বা ফৌজে আমার ভূতপূর্ব বন্ধুদের কাজের চেয়ে এটা মহনীয়। এখন কোনো সন্দেহই নেই যে আমার এ কাজটা বদলে ওদের কাজে আর যাব না। আমি এখানে, আমার ভিটেয় থেকে খাটছি, এতে আমি সুখী সন্তুষ্ট, সুখের জন্যে আমাদের দরকার নেই আর কিছুর। এ কাজটা আমি ভালোবাসি। Cela n'est pas un pis-aller,* ঠিক উল্টো...'

* আব সেটা এই জন্য নয় যে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই (ফরাসি)।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করেছিলেন যে বক্তব্যের এই জায়গায় এসে উনি গুলিয়ে ফেলছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গচ্যুতিটা তিনি ভালো বুঝতে পারছিলেন না, তবে টের পাচ্ছিলেন যে আন্নার কাছে প্রাণের যে কথাগুলো বলতে পারেন না, তা যখন বলতে শুরু করেছেন, তখন সবটাই বলবেন এবং গ্রামাঞ্চলে তাঁর কাজের প্রশ্নটাও আন্নার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাগুলোর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে।

একটু সচেতন হয়ে ভ্রন্স্কি বললেন, 'তাহলে আমি বলে যাই। প্রধান কথাটা এই যে কাজ করতে গিয়ে আমার এমন নিশ্চিতি থাকা দরকার যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, আমার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু সেটা আমার নেই। কল্পনা করুন এমন এক পুরুষের অবস্থা, যার আগে থেকে জানা আছে যে তার এবং তার প্রিয়তমা নারীর ছেলেমেয়েরা তার হবে না, হবে কে জানে কার, যে এই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সঙ্গে। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

তিনি চুপ করে গেলেন স্পষ্টতই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে।

'তা ঠিক, আমি এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্না কী করতে পারে?' জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হ্যাঁ, এতে আমি আমাদের কথাবার্তার উদ্দেশ্যে আসছি' — অতি কষ্টে সুস্থির হয়ে তিনি বললেন; 'আন্না পারে, এটা নির্ভর করছে তার ওপর... আমি যদি সন্তানকে পোষ্য নেবার জন্যে জারের কাছে আবেদন করি, তাহলেও দরকার বিবাহবিচ্ছেদ। আর এটা নির্ভর করছে আন্নার ওপর। ওর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদে রাজি — আপনার স্বামী একসময় ওকে রাজি করিয়েছিলেন, আমি জানি, এখনো সে আপত্তি করবে না। শুধু ওকে লিখে জানাতে হবে। সে তখন সোজাসুজি বলেছিল, আন্না যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে সে আপত্তি করবে না। বলাই বাহুল্য' — বিমর্ষ মুখে বললেন তিনি, 'এটা একটা ভণ্ডের নিষ্ঠুরতা, যা হৃদয়হীন এই সব লোকেদের পক্ষেই সম্ভব। ও জানে যে ওর সম্পর্কে কোনো কথা মনে পড়লে কী কষ্ট হয় আন্নার আর আন্নাকে জানে বলেই তার চিঠি দাবি করছে। আমি বুঝি আন্নার পক্ষে সেটা যন্ত্রণাকর, কিন্তু কারণগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে দরকার passer pardessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses

enfants.* আমি নিজের কথা কিছু বলছি না, যদিও আমার পক্ষে এটা দুঃসহ, খুবই দুঃসহ' — তাঁর কাছে দুঃসহ হচ্ছে বলে কার প্রতি যেন একটা শাসানির ভাব নিয়ে তিনি বললেন। 'তাই প্রিন্সেস, নির্লজ্জের মতো আমি আপনাকে আমার ভরসাস্থল বলে ধরছি। ওকে চিঠি লিখে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার জন্যে ওকে বুঝিয়ে সাহায্য করুন আমায়!'

'হ্যাঁ, সে তো বলা বাহুল্য' — চিন্তিতভাবে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎটা স্পষ্টভাবে ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। 'হ্যাঁ, সে তো বলা বাহুল্য' — আন্নার কথা মনে করে দৃঢ়ভাবে পুনরুক্তি করলেন তিনি।

'ওর ওপর আপনার প্রভাব খাটান, চিঠি লেখান ওকে দিয়ে। এ নিয়ে আমি ওকে কিছু বলতে চাই না, বলতে প্রায় পারিই না!'

'বেশ, আমি কথা কইব। কিন্তু ও নিজে কেন ভেবে দেখছে না?' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল আন্নার চোখ কোঁচকানোর অদ্ভুত নতুন অভ্যাসটার কথা। তাঁর এও মনে পড়ল যে আন্না চোখ কোঁচকান ঠিক যখন কথাটা ওঠে জীবনের অন্তরতম দিক নিয়ে। 'ঠিক যেন নিজের জীবনের দিকে চোখ কোঁচকাচ্ছেন যাতে তার সবটা দেখতে না হয়' -- ভাবলেন ডল্লি। 'অবশ্য অবশ্যই আমি নিজের জন্যে আর আন্নার জন্যে কথা কইব ওর সঙ্গে' — ভ্রন্স্কির কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা, বাড়ি গেলেন।

॥ ২২ ॥

ডল্লি এর আগেই ফিরেছেন দেখে আন্না তাঁর চোখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রশ্ন নিয়ে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, কিন্তু কথায় সেটা বললেন না।

বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে গেছে। তোমায় আমায়

* ভাবপ্রবণতার এই সব সূক্ষ্মতা পেরিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা আন্না আর তার সন্তানদের সুখ এবং ভাগ্য নিয়ে (ফরাসি)।

একেবারেই দেখা হচ্ছে না। আশা করছি সন্ধেয় হবে। এখন আমার পোশাক বদলানোর জন্যে যাওয়া দরকার। মনে হয় তোমারও। ঘর তোলা দেখতে গিয়ে সবাই আমরা নোংরা মেখেছি।'

ডল্লি গেলেন তাঁর ঘরে, হাসি পেল তাঁর। বেশভূষা করার কিছুই তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর সেরা গাউনটা তিনি আগেই পরে আছেন; কিন্তু ডিনারের জন্য কিছুটা সাজ করেছেন এইটে দেখাবার জন্য তিনি তাঁর গাউনটা ফিটফাট করতে বললেন দাসীকে, কফ আর ফিতে বদলে নিলেন, লেস স্কার্ফ দিলেন মাথায়।

'এইটুকুই আমি যা করতে পেরেছি' — হেসে তিনি বললেন আন্নাকে, ফের তৃতীয় একটি অসামান্য সাধারণ পোশাকে তিনি এসেছিলেন ডল্লির কাছে।

'হ্যাঁ, আমরা এখানে বড়ো খুঁতখুঁতে' — আন্না বললেন যেন নিজের সাজের ঘটায় মাপ চেয়ে, 'তুমি এসেছ বলে আলেক্সেই এত খুশি যা সে হয় প্রায় কদাচিৎ। নিশ্চয়ই ও তোমার প্রেমে পড়েছে' — তারপর যোগ করলেন তিনি: 'আর তুমি ক্লান্ত হও নি তো?'

ডিনারের আগে কিছু নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না। ড্রয়িং-রুমে এসে তাঁরা দেখলেন ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির প্রিন্সেস ভারভারা আর কালো কোট পরা পুরুষেরা। স্থপতির পরনে ফ্রক-কোট। ডাক্তার আর গোমস্তার সঙ্গে ডল্লির পরিচয় করিয়ে দিলেন ভ্রন্স্কি। স্থপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে।

মাড় দেওয়া শাদা টাই পরা মোটাসোটা খানসামা জ্বলজ্বলে চাঁছাছোলা মুখে জানালে যে খাবার তৈরি। মহিলারা উঠলেন। ভ্রন্স্কি স্ভিয়াজ্স্কিকে অনুরোধ করলেন আন্না আর্কাদিয়েভনাকে বাহুলগ্না করতে, নিজে গেলেন ডল্লির কাছে। তুশকেভিচের আগেই প্রিন্সেস ভারভারার দিকে ভেস্লোভস্কি হাত বাড়িয়ে দিতে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে তুশকেভিচ গেলেন একা-একা।

ডিনার, ডাইনিং-রুম, বাসনপত্র, পরিচারকেরা, সুরা, খাদ্যদ্রব্য শুধু গৃহের নতুন বিলাসের অনুরূপই নয়, মনে হল সবকিছুর চেয়েও তা বেশি নতুন আর বিলাসী। তাঁর কাছে নতুন এই বিলাসটা লক্ষ করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর সংসারের ভার নেওয়া গৃহকর্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রার অনেক উর্ধে এই সব বিলাসের একটাও তাঁর সংসারে

দেখার আশা না রাখলেও আপনা থেকেই সমস্ত খুঁটিনাটিতে মন দিলেন, ভাবলেন কে এ সব করেছে, এবং কিভাবে? ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, তাঁর নিজের স্বামী, এমনকি স্ভিয়াজ্স্কি এবং আরো বহু যেসব লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ নিয়ে ভাবতেন না, সমস্ত সজ্জন গৃহস্বামীই তাঁর অতিথিদের যা ভাবাতে চান, বিশ্বাস করতেন তাঁর কথায়, যথা: এত চমৎকার যে আয়োজন হয়েছে, তাতে তাঁর, গৃহস্বামীর কোনো প্রয়াসই ছিল না, ওটা হয়েছে আপনা থেকেই। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তো জানেন যে এমনকি ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশের মণ্ডও আপনা থেকে হয় না, তাই এমন জটিল ও অপূর্ব আয়োজনের পেছনে কারো সতর্ক মনোযোগ থাকার কথা। এবং আলেক্সেই কিরিলোভিচ যেভাবে টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, যেভাবে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন খানসামাকে, যেভাবে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন মাছ-শবজির নাকি মাংসের কোন সুপটা তাঁর পছন্দ, তা থেকে তিনি বুঝলেন যে সবই করা হচ্ছে এবং চলছে স্বয়ং গৃহস্বামীর প্রয়াসে। এর জন্য ভেস্লোভস্কির কৃতিত্ব যতটা, আন্নার কৃতিত্ব তার বেশি নয়। আন্না, স্ভিয়াজ্স্কি, প্রিন্সেস আর ভেস্লোভস্কি — সবাই একই রকমের অতিথি, তাঁদের জন্য যা আয়োজন করা হয়েছে, সানন্দে উপভোগ করছেন তা।

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব আন্না পালন করছিলেন কেবল কথাবার্তার ধারা পরিচালনায়। এবং অনতিবৃহৎ টেবিল, গোমস্তা আর স্থপতির মতো একেবারে ভিন্ন জগতের লোক, যারা অনভ্যস্ত এই বিলাসে সংকুচিত না হবার জন্য চেষ্টিত, সাধারণ কথাবার্তায় বেশিক্ষণ অংশ নিতে অক্ষম, তাঁদের নিয়ে কথোপকথনের যে ধারা স্থির করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে খুবই কঠিন আন্না তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর অভ্যস্ত মাত্রাবোধে, স্বাভাবিকতায়, এমনকি আনন্দের সঙ্গে, যা লক্ষ করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

তুশকেভিচ আর ভেস্লোভস্কি কিভাবে একলা নৌকো চালিয়ে গেছেন, কথাবার্তা হচ্ছিল তাই নিয়ে। পিটার্সবুর্গের ইয়াখ্ট-ক্লাবে শেষবারের প্রতিযোগিতার কথা বলতে শুরু করলেন তুশকেভিচ। তাঁর কথায় ছেদ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আন্না তৎক্ষণাৎ স্থপতিকে তাঁর নীরবতা থেকে বার করে আনবার জন্য ফিরলেন তাঁর দিকে।

'গতবার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তারপর কত তাড়াতাড়ি দালান উঠেছে দেখে নিকোলাই ইভানিচ চমৎকৃত' — স্ভিয়াজ্স্কি সম্পর্কে বললেন

তিনি; 'কিন্তু আমি নিজেই রোজ যাই আর কত তাড়াতাড়ি কাজ এগুচ্ছে দেখে অবাক হই রোজই।'

'হুজুরের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে' — হেসে বললেন স্থপতি (নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সশ্রদ্ধ সুস্থির একটি মানুষ তিনি)। 'সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কাজের মতো নয়। সেখানে গাদা গাদা কাগজ সই করতে হয়, আর কাউণ্টকে আমি স্রেফ মতামত জানাই, একটু আলোচনা হয়, তিন কথাতেই সিদ্ধান্ত।'

'আমেরিকান পদ্ধতি' — হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে দালান তোলা হয় যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে...'

কথাবার্তা সরে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গে, কিন্তু নীরবতা থেকে গোমস্তাকে বার করে আনার জন্য তক্ষুনি আন্না অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'ফসল তোলার যন্ত্রগুলো তুমি দেখো নি?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন তিনি: 'তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি নিজেই এই প্রথম দেখলাম।'

'কিভাবে কাজ করে ওগুলো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'একেবারে কাঁচির মতো। একটা তক্তা আর ছোটো ছোটো বহু কাঁচি তাতে। এইরকম।'

আন্না তাঁর সুন্দর অঙ্গুরীশোভিত শাদা হাতে ছুরি কাঁটা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। উনি নিশ্চয় বুঝছিলেন যে তাঁর ব্যাখ্যায় কোনো ফল হচ্ছে না; কিন্তু তিনি সুন্দর করে কথা কইছেন, হাত দু'খানাও তাঁর সুন্দর, এটা জানা থাকায় ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'কলম-কাটা ছুরির মতো অনেকটা' — আন্নার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কৌতুক করে বললেন ভেস্লোভস্কি।

আন্না সামান্য হাসলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

'সত্যি কাঁচির মতো, তাই না কার্ল ফিওদরিচ?' গোমস্তাকে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'O ja' — জবাব দিলেন জার্মান, 'Es ist ein ganz einfaches Ding'* — এবং যন্ত্রের গঠনকৌশল বোঝাতে লাগলেন তিনি।

'এ যন্ত্র যে আঁটি বাঁধে না, এটা দুঃখের কথা' — বললেন স্ভিয়াজ্স্কি,

---

* ও হ্যাঁ, এটা নিতান্ত সাধারণ জিনিস (জার্মান)।

'ভিয়েনার প্রদর্শনীতে আমি তার দিয়ে আঁটি বাঁধতে দেখেছি, ওতে বেশি লাভ হত।'

'Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden'* — নীরবতা থেকে ছাড়া পেয়ে জার্মান ভ্রন্‌স্কিকে বললেন, 'Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht'** — পকেটে যেখানে তিনি হিসাবপত্তর টুকে রাখতেন সেই পকেটবই আর পেন্সিলটা নেবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এখন ডিনার টেবিলে সেটা মনে পড়ায় এবং ভ্রন্‌স্কির নিরুত্তাপ দৃষ্টি লক্ষ করে ক্ষান্ত হলেন। 'Zu complicirt, macht zu viel Klopot'*** -- মন্তব্য করলেন তিনি।

'Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots'**** — ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি বললেন জার্মানকে ব্যঙ্গ করে; 'J'adore l'allemand'***** — ফের সেই হাসি নিয়ে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে।

'Cessez'*) -- আন্না বললেন কপট কঠোরতায়।

'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে মাঠে দেখতে পাব, ভাসিলি সেমিওনিচ' — রুগ্ন ডাক্তারটিকে বললেন আন্না, 'আপনি গিয়েছিলেন সেখানে?'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাই' — বিমর্ষ রসিকতা করে জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তার মানে আপনি বেশ একটু বেরিয়ে বেড়িয়েছেন।'

'চমৎকার!'

'আর বৃদ্ধা কেমন আছে? আশা করি টাইফয়েড নয়?'

'টাইফয়েড হোক না হোক, ভালোর দিকে যাচ্ছে না।'

'কী দুঃখের কথা!' এই বলে গার্হস্থ্য লোকেদের সম্মান জানিয়ে আন্না মন দিলেন অতিথিদের দিকে।

* সব দাঁড়াচ্ছে এইটেয় . তারের দাম হিসেব করতে হয় (জার্মান)।

** এটা হিসেব করা যায়, হুজুর (জার্মান)।

*** বড়ো বেশি জটিল, ঝামেলা হবে অনেক (জার্মান)।

**** আয় করতে চাইলে ঝামেলাও সইতে হবে (জার্মান)।

***** জার্মান ভাষা খুব ভালোবাসি (ফরাসি)।

*) থামুন (ফরাসি)।

'যাই বলুন, আপনার কথামতো যন্ত্র বানানো মুশকিল, আন্না আর্কাদিয়েভনা' — রসিকতা করে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'কেন মুশকিল, কিসে?' হেসে জিগ্যেস করলেন আন্না, সে হাসিতে বোঝা গেল যে যন্ত্রের গঠনকৌশল নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় মধুর কিছু একটা ছিল যা স্ভিয়াজ্স্কিরও নজরে পড়েছে। অল্পবয়সী ছেনালির এই নতুন দিকটা ডল্লির ভালো লাগল না।

'কিন্তু বাস্তুকর্ম সম্পর্কে আন্না আর্কাদিয়েভনার যা জ্ঞান সেটা আশ্চর্য' — বললেন তুশকেভিচ।

'নয়ত কী, কাল আমি থামের ভিৎ নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম আন্না আর্কাদিয়েভনাকে' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক না?'

'চারপাশে যখন এতকিছু দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তখন এতে অবাক হবার কিছু নেই' — বললেন আন্না; 'আর আপনি নিশ্চয় জানেন না কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখতে পেলেন যে আন্না আর ভেস্লোভস্কির মধ্যে যে একটা লীলারঙ্গের সুর ছিল সেটা আন্নার ভালো লাগছিল না, তাহলেও অনিচ্ছায় ধরা দিলেন তাতে।

এক্ষেত্রে ভ্রন্স্কি মোটেই লেভিনের মতো আচরণ করলেন না। ভেস্লোভস্কির বাচালতায় তিনি স্পষ্টতই কোনো গুরুত্ব দেন নি, বরং উৎসাহ দিলেন রসিকতাটায়।

'তাহলে বলুন ভেস্লোভস্কি, পাথর জোড়া লাগে কিসে?'

'সিমেন্টে নিশ্চয়।'

'চমৎকার! কিন্তু সিমেন্ট কী জিনিস?'

'একতাল কাদার মতো... না, পুটিঙের মতো' — ভেস্লোভস্কির উত্তরে হো হো করে হেসে উঠলেন সবাই।

বিষণ্ন নীরবতায় নিমগ্ন ডাক্তার, স্থপতি আর গোমস্তা ছাড়া ভোজনরতদের আলাপ থামছিল না, কখনো তা পিছলিয়ে যাচ্ছিল, কখনো মোক্ষম খোঁচা মারছিল কাউকে। একবার দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা খুবই আহত হয়েছিলেন, এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে লাল হয়ে ওঠেন, পরে মনে করবার চেষ্টা করেছেন অবান্তর ও অপ্রীতিকর কিছু বলেছিলেন কিনা। স্ভিয়াজ্স্কি লেভিনের কথা তোলেন, তাঁর এই অদ্ভুত মতামতের উল্লেখ করেন যে রুশী কৃষিকর্মে যন্ত্র ক্ষতিকর।

'শ্রীযুক্ত লেভিনকে জানার সৌভাগ্য আমার হয় নি' — হেসে বলেন ভ্রন্স্কি, 'কিন্তু যে যন্ত্রগুলোকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন, সেগুলো সম্ভবত তিনি কখনো দেখেন নি, আর দেখে পরখ করে থাকলেও সেটা ওপর-ওপর, এবং রুশী যন্ত্র, বিদেশী নয়। এখানে মতামত আসতে পারে কোত্থেকে?'

'মোটের ওপর তুর্কী মতামত' — আন্নার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন ভেস্লোভস্কি।

'আমি ওঁর মতামত সমর্থন করতে যাচ্ছি না' — লাল হয়ে বলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে উনি অতি সুশিক্ষিত লোক, এখানে থাকলে কী জবাব দিতে হবে সেটা তিনি নিজেই জানতেন, আমি জানি না।'

'ওকে আমি ভারি ভালোবাসি, খুবই বন্ধু আমরা' — সদয় হাসি হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি, 'Mais pardon, il est un petit peu toqué*; যেমন জেমস্ত্ভো প্রশাসন আর সালিসী আদালতকে সে মনে করে নিষ্প্রয়োজন, তাতে যোগ দিতে চায় না।'

'এটা আমাদের রুশী ঔদাসীন্য' — বোঁটার ওপর বসানো পাতলা একটা পাত্রে বরফ জল ঢালতে ঢালতে বললেন ভ্রন্স্কি, 'আমাদের অধিকার হেতু যেসব দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা অনুভব না করে এ সব দায়িত্ব অস্বীকার করা।'

'নিজের দায়িত্ব পালনে ওঁর চেয়ে বেশি কঠোর লোক আমি দেখি নি' — ভ্রন্স্কির এই শ্রেষ্ঠত্বের সুরে তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'বিপরীতপক্ষে আমি' — কথাটায় কেন জানি রীতিমতো খোঁচা খেয়ে ভ্রন্স্কি বলে চললেন, 'বিপরীতপক্ষে আমি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমায় সম্মানী সালিসী বিচারক নির্বাচিত করায় আমি নিকোলাই ইভানিচের নিকট (স্ভিয়াজ্স্কিকে দেখালেন তিনি) অতি কৃতজ্ঞ। অধিবেশনে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চাষীর মামলা শোনা আমি আর যাকিছু করতে পারি তার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমায় যদি পরিষদ সদস্য করা হয়, তাহলে সেটা আমার সম্মান বলে জ্ঞান করব। ভূস্বামী হিশেবে যেসব সুবিধা আমি ভোগ করি তা পরিশোধ করতে পারব এই

* কিন্তু মাপ করবেন, কিছুটা উদ্ভটত্ব ওর আছে (ফরাসি)।

দিয়ে। দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রে বৃহৎ ভূস্বামীদের যে গুরুত্ব থাকা উচিত সেটা বোঝা হচ্ছে না।'

ভ্রন্স্কি নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে নিজের ন্যায্যতা সম্পর্কে যেভাবে নিশ্চিন্তে কথা বলে যাচ্ছিলেন, সেটা শুনতে অদ্ভুত লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তাঁর মনে পড়ল একেবারে বিপরীত দৃষ্টিধারী লেভিনও নিজের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে একইরকম দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লেভিনকে ভালো লাগে তাঁর, তাই তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন।

'তাহলে পরের অধিবেশনে আপনার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউন্ট?' স্ভিয়াজ্স্কি বললেন; 'তবে রওনা দিতে হবে আগে যাতে আটই ওখানে পেঁছে যান। সম্ভবত আমার কাছে আসার সম্মান দেবেন কি আমায়?'

'তোমার beau-frère-র সঙ্গে অমি খানিকটা একমত' --- আন্না বললেন; 'শুধু উনি যা ভাবছেন সেভাবে নয়' - হেসে যোগ করলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ইদানীং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে বড়ো বেশি। আগে যেমন রাজপুরুষেরা ছিল এত বেশি যে প্রতিটি কাজের জন্যে একজন করে বরাদ্দ হত, এখন তেমনি এই সব সামাজিক কর্মকর্তা। আলেক্সেই এখানে আছে ছয় মাস, কিন্তু ইতিমধ্যেই মনে হয় ও পাঁচটা কি ছ'টা সামাজিক সংস্থার সদস্য - ট্রাস্টি, জজ, পরিষদের সদস্য, জুরি, ঘোড়া নিয়ে আরো কী-একটা ব্যাপার। Du train que cela va* সমস্ত সময় যায় এর পেছনে। এই সব ব্যাপার এত বেশি যে আমার ভয় হয় যে ওগুলো কেবল একটা বাহ্যিক কৃত্যে দাঁড়াচ্ছে। আপনি কতগুলো সংস্থার সদস্য নিকোলাই ইভানিচ?' স্ভিয়াজ্স্কিকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'মনে হয় কুড়িটার বেশি! তাই না?'

আন্না কথাগুলো বলছিলেন ঠাট্টা করে, কিন্তু তাঁর সুরে ধরা যাচ্ছিল বিরক্তি। আন্না আর ভ্রন্স্কিকে মন দিয়ে লক্ষ করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তক্ষুনি টের পেয়েছিলেন সেটা। এও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে এই কথাবার্তাটার সময় ভ্রন্স্কির মুখভাব হয়ে ওঠে গুরুতর, একরোখা। এইটে লক্ষ করে এবং প্রিন্সেস ভারভারা যে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে পিটার্সবুর্গের কথা পাড়লেন তা দেখে, এবং বাগানে

* এই ধরনের জীবনযাত্রার কল্যাণে (ফরাসি)।

ভ্রন্‌স্কি অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলছিলেন তা মনে পড়ায় ডল্লি বুঝলেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এই প্রশ্নটার সঙ্গে আন্না ও ভ্রন্‌স্কির মধ্যে কী-একটা গোপন কলহ জড়িয়ে আছে।

খাদ্য, সুরা, পরিবেশন — সবই অতি চমৎকার, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ডিনার আর বলনাচে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা যা দেখেছেন তেমনি, যাতে তিনি অনভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, যাতে থাকত সেই একই নৈর্ব্যক্তিকতা আর চাপের ভাব; তাই সাধারণ একটা দিনে অল্প কয়েকজনের জন্য এই সব পারিপাট্য বিছছিরি লাগল তাঁর।

ডিনারের পর বারান্দায় বসলেন সবাই। তারপর শুরু হল লন টেনিস খেলা। খেলোয়াড়রা দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সমতল ও রোল করা ক্রকেটগ্রাউন্ডে, সোনালী খুঁটিতে টাঙানো নেটের দুই পাশে। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা খেলে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকখন খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছিলেন না, আর যখন বুঝলেন তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিন্সেস ভারভারার কাছে গিয়ে বসে শুধু দেখতে লাগলেন খেলোয়াড়দের। তাঁর পার্টনার তুশকেভিচও খেলা ছেড়ে দিলেন; কিন্তু অন্যান্যেরা খেলা চালিয়ে গেলেন অনেকখন। স্ভিয়াজ্‌স্কি আর ভ্রন্‌স্কি দু'জনেই খেলছিলেন চমৎকার এবং গুরুত্ব দিয়ে। তাঁদের দিকে পাঠানো বলের ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখছিলেন তাঁরা, দেরি বা তাড়াহুড়ো না করে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন তার দিকে, বলটার লাফিয়ে ওঠার অপেক্ষা করছিলেন, তারপর র‍্যাকেটের নিখুঁত ও অব্যর্থ ঘায়ে সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন নেটের ওপর দিয়ে। সবচেয়ে খারাপ খেলছিলেন ভেস্লোভ্স্কি। বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তিনি, তবে নিজের ফুর্তিতে মাতিয়ে রাখছিলেন খেলোয়াড়দের। থামছিল না তাঁর হাসি আর চিৎকার। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য পুরুষদের মতো তিনি তাঁর ফ্রক-কোট খুললেন, শাদা শার্ট পরে, ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখে, সুন্দর বিশাল দেহে দমকা মেরে দৌড়োদৌড়ি করে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন মনে।

সে রাতে ঘুমাবার জন্য বিছানায় শুয়ে চোখ মুদতেই দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা ক্রমেটগ্রাউন্ডে ছুটোছুটি করতে দেখছিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভ্স্কিকে।

খেলার সময়টায় কিন্তু দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার মন খারাপ ছিল। ভাসেনকা ভেস্লোভ্স্কি আর আন্নার মধ্যে যে একটা চটুলতা চলছিল,

আর শিশু সন্তান ছাড়া বয়স্করা বাচ্চাদের খেলা খেললে যেরকম অস্বাভাবিক মনে হয়, তেমন একটা সাধারণ অস্বাভাবিকতা — এর কোনোটাই তাঁর ভালো লাগে নি। কিন্তু অন্যদের মনঃক্ষুণ্ণ না করা আর কোনোক্রমে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার খেলায় যোগ দিলেন এবং ভান করলেন যেন ফুর্তি পাচ্ছেন তিনি। সেদিন সারা সময়টা তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে নেমেছেন আর তাঁর খারাপ অভিনয়ে নাটকটাই মাটি হয়ে যাচ্ছে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই ভেবে এসেছিলেন যে ভালো লাগলে দু'দিন থাকবেন। কিন্তু সন্ধ্যায়, খেলার সময় তিনি স্থির করলেন চলে যাবেন পরের দিনই। মায়ের যে যন্ত্রণাকর ঝামেলাগুলোকে তিনি এখানে আসার সময় রাস্তায় এমন ঘৃণা করেছিলেন, একটা দিন তা ছাড়াই কাটার পর এখন তারা দেখা দিল অন্য আলোয়, সেই ঝামেলাগুলোই টানছিল তাঁকে।

সান্ধ্য চা আর নৈশ নৌকাবিহারের পর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যখন একা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, পোশাক ছেড়ে রাতের জন্য পাতলা হয়ে আসা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, মনটা অনেক হালকা লাগল তাঁর।

আন্না এখন তাঁর কাছে আসবেন এটা ভেবে তাঁর এমনকি খারাপই লাগছিল। চাইছিলেন নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে একা থাকতে।

॥ ২৩ ॥

ডল্লি শুতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাতের পোশাকে আন্না এলেন তাঁর কাছে।

গোটা দিনটা বার কয়েক তাঁর প্রাণের কথা বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু দু'চারটে কথা বলেই থেমে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন: 'সে পরে হবে, তুমি আমি একলা হলে বলব। কত কথা তোমায় বলার আছে আমার।'

এখন ওঁরা একলা, কিন্তু আন্না ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। জানলার কাছে বসে তিনি ডল্লির দিকে চেয়ে রইলেন, প্রাণ থেকে কথাবার্তার যে ভান্ডার অফুরন্ত লেগেছিল, মনে মনে তা হাতড়াতে লাগলেন কিন্তু কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বলা হয়ে গেছে সবই।

'তা কিটি কেমন আছে?' গভীর শ্বাস ফেলে দোষী-দোষী ভাব নিয়ে ডল্লির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'আমায় সত্যি করে বলো তো ডল্লি, আমার ওপর সে রাগ করে আছে কি?'

'রাগ? মোটেই না' — হেসে বললেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

'কিন্তু আমায় দেখতে পারে না, ঘেন্না করে?'

'না, না! তবে জানো তো এটা ক্ষমা করে না কেউ।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক' — মুখ ফিরিয়ে, খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আন্না বললেন, 'কিন্তু আমার দোষ ছিল না। আর কেই-বা দোষী? দোষী কী জিনিস? হতে পারত কি অন্যরকম? কি মনে করো তুমি? তুমি স্তিভার স্ত্রী নও, এ কি হতে পারত?'

'সত্যি জানি না। তবে তুমি আমায় বলো...'

'হ্যাঁ, বলব, কিন্তু কিটির প্রসঙ্গটা আমরা শেষ করি নি এখনো। ও কি সুখী? লোকে বলে, লেভিন চমৎকার লোক।'

'শুধু চমৎকার বললে কম বলা হয়। ওঁর চেয়ে ভালো লোক আমি আর দেখি নি।'

'আহ্ কী যে আনন্দ হচ্ছে! ভারি আনন্দ হচ্ছে! শুধু চমৎকার বললে কম বলা হয়' — পুনরুক্তি করলেন আন্না।

ডল্লি হাসলেন।

'কিন্তু নিজের কথা তুমি বলো আমায়। তোমার সঙ্গে লম্বা কথাবার্তা আছে। বাগানে আমরা...' কিন্তু ভ্রন্‌স্কিকে কী নামে উল্লেখ করবেন ভেবে পেলেন না ডল্লি। কাউণ্ট বা আলেক্‌সেই কিরিলোভিচ — দুটো নামেই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অস্বস্তিকর।

'আলেক্‌সেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো' — আন্না বললেন, 'কী নিয়ে কথা হয়েছে তাও আমি জানি। কিন্তু তোমায় আমি সোজাসুজি জিগ্যেস করতে চাই, আমার সম্পর্কে, আমার জীবনটা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি?'

'এমন হঠাৎ করে বলি কিভাবে? সত্যি আমি জানি না।'

'না, তাহলেও বলো... তুমি আমার জীবন দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ভুলো না যে এটা দেখছ গ্রীষ্মে, তুমি যখন এলে আমরা একা ছিলাম না... কিন্তু আমরা এসেছিলাম বসন্তের একেবারে গোড়ায়, ছিলাম নিতান্ত একা-একা, থাকবও আবার একা, এর চেয়ে ভালো কিছু আমি কামনা করি না।

কিন্তু কল্পনা করে দ্যাখো, আমি থাকছি একা, ওকে ছাড়া, একা, আর সেটা ঘটবে... সবকিছু থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা ঘটবে ঘন ঘন, ওর অর্ধেকটা সময় কাটবে বাড়ির বাইরে' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, সরে এসে বসলেন ডল্লির কাছে।

ডল্লি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আন্না বললেন, 'বলাই বাহুল্য, বলাই বাহুল্য, ওকে আমি আটকে রাখব না জোর করে, এখনো আটকে রাখছি না। ঘোড়দৌড় হচ্ছে, ওর ঘোড়া দৌড়বে, ও চলল। তাতে আমি খুবই খুশি। কিন্তু তুমি আমার কথাটা ভাবো, কল্পনা করো আমার অবস্থাটা... যাক গে, ও বলে কী হবে!' হাসলেন আন্না; 'তা কী সে বললে তোমায়?'

'সে যা বললে সেটা আমিও তোমায় বলতে চাই, ওর ওকালতি করা আমার পক্ষে সহজ: আমি বলতে চাই, উপায় কি নেই, এ কি হয় না...'— থতোমতো খেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তোমার অবস্থাটা শোধরানো, ভালো করার উপায় নেই কি?.. তুমি জানো কিভাবে আমি দেখছি... তবুও যদি উপায় থাকে, তোমার বিয়ে করা উচিত...'

'তার মানে বিবাহবিচ্ছেদ?' আন্না বললেন; 'জানো, পিটার্সবুর্গে একমাত্র যে নারী আমার কাছে এসেছে সে বেট্সি ত্ভেস্কায়া। তুমি চেনো তাকে? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe.* অতি জঘন্য উপায়ে স্বামীকে প্রতারণা করে সে সম্পর্ক পেতেছিল তুশকেভিচের সঙ্গে। আর সেই কিনা আমায় বললে যে আমার অবস্থাটা যতক্ষণ বিশৃঙ্খল থাকছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। ভেবো না যে আমি ওর সঙ্গে তুলনা করলাম... আমি তোমায় তো জানি, বোন। ওটা আপনা থেকে কেমন মনে পড়ে গেল... তা ও কী বললে তোমায়?' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

'বললেন যে তোমার জন্যে, নিজের জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি হয়ত বলবে এটা স্বার্থপরতা, কিন্তু অতি সঙ্গত এবং উদার স্বার্থপরতা! উনি চান প্রথমত নিজের মেয়েকে বৈধ করতে আর তোমার স্বামী হতে, তোমার ওপর অধিকার পেতে।'

'আমার অবস্থায় কোন স্ত্রী, কোন ক্রীতদাসীর পক্ষে সম্ভব আমার মতো ক্রীতদাসী হওয়া?' বিমর্ষ কণ্ঠে বাধা দিলেন তিনি।

* মূলত এটি এক ব্যাভিচারিণী নারী (ফরাসি)।

'প্রধান যে জিনিসটা উনি চাইছেন... উনি চাইছেন তুমি যেন কষ্ট না পাও।'

'সে অসম্ভব। তারপর?'

'তারপর অতি ন্যায়সঙ্গত একটা জিনিস — উনি চান তোমাদের ছেলেমেয়েদের যেন বৈধ নাম থাকে।'

'কিসের আবার ছেলেমেয়ে?' ডল্লির দিকে না তাকিয়ে চোখ কুঁচকে বললেন আন্না।

'আনি আর ভবিষ্যতে যারা আসবে...'

'ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ছেলেমেয়ে আমার আর হবে না।'

'হবে না বলছ কেমন করে?..'

'হবে না কারণ আমি তা চাই না।'

এবং নিজের সমস্ত অস্থিরতা সত্ত্বেও ডল্লির মুখে একটা সরল কৌতূহল, বিস্ময় আর আতংক দেখে হাসলেন তিনি।

'আমার অসুখের পর ডাক্তার বলেছে আমায়...'

'হতে পারে না!' বিস্ফারিত চোখে ডল্লি বললেন। তাঁর কাছে এটা এমন একটা উদ্ঘাটন যার পরিণাম আর খতিয়ান এতই বৃহৎ যে প্রথম মুহূর্তগুলোতে টের পেতে হয় যে সবটা বুঝে উঠতে পারা অসম্ভব, তার জন্য অনেক, অনেক ভেবে দেখতে হবে।

পরিবারে কেন মাত্র একটি বা দুটি শিশু থাকে এই যে রহস্যটা আগে তাঁর কাছে ছিল দুর্বোধ্য এই উদ্ঘাটন তা পরিষ্কার করে দিয়ে এত ভাবনা, চিন্তা আর পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগের উপলক্ষ হয়ে উঠল যে ডল্লি কিছুই বলতে পারলেন না, শুধু অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন আন্নার দিকে। আজ রাস্তায় আসতে আসতে তিনি যার স্বপ্ন দেখছিলেন, ব্যাপারটা তাই-ই, কিন্তু সেটা যে সম্ভব তা এখন জেনে আতংক হল তাঁর। মনে হল বড়ো বেশি জটিল প্রশ্নের এ এক সহজ উত্তর।

'N'est ce pas immoral?'* কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন তিনি।

---

* এটা কি নীতিবিগর্হিত নয়? (ফরাসি।)

'কেন? ভেবে দ্যাখো, দুয়ের একটা আমায় বেছে নিতে হবে: হয় গর্ভবতী হওয়া, তার মানে অসুস্থতা, নয় স্বামীর বন্ধু, সখি হওয়া, যতই হোক স্বামীই তো' — ইচ্ছাকৃত একটা অগভীর লঘু সুরে আন্না বললেন।

'তা বটে, তা বটে' — যে যুক্তিগুলো দিয়ে আগে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন তা শুনে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তবে এখন আর তাতে আগের প্রত্যয় ছিল না।

'তোমার, অন্যদেরও' — ডল্লির ভাবনাটা অনুমান করেই যেন বললেন আন্না, 'এতে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে... তুমি বুঝে দ্যাখো, আমি স্ত্রী নই; ও আমায় ভালোবাসছে, ভালোবাসবে যতদিন ভালোবাসা আছে। তাহলে, কী দিয়ে আমি ওর ভালোবাসা ধরে রাখব? এইটে দিয়ে?'

শাদা হাত দু'খানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উদরের সামনে।

উত্তেজনার মুহূর্তগুলোয় যেমন হয়, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাবনা আর স্মৃতি ভিড় করে এল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে। তিনি ভাবলেন, 'আমি স্তিভাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি নি; সে চলে যায় অন্যদের কাছে। প্রথম যেটির জন্যে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেটি সর্বদা সুন্দরী হাসিখুশি থেকেও তাকে ধরে রাখতে পারে নি। সে তাকে ত্যাগ করে যায় অন্যের কাছে। আন্না সত্যিই কি ভাবে সে এই দিয়ে কাউন্ট ভ্রন্স্কিকে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে? উনি যদি এটাই চান, তাহলে আরো প্রাণোচ্ছল আর মনোহর প্রসাধন আর ঠাক-ঠমক তিনি খুঁজে পাবেন। আন্নার নগ্ন বাহু যত ধবধবে, যত অপরূপই হোক, যত সুন্দরই হোক তাঁর সুডৌল দেহবল্লরী, কালো চুলের মধ্যে থেকে তাঁর এই আতপ্ত আনন, আরো বেশি সুন্দরীকে ভ্রন্স্কি পাবেন, যেমন খুঁজে পায় আমার জঘন্য, করুণ, প্রিয়তম স্বামী।'

কোনো কথা না বলে ডল্লি শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। আপত্তিজ্ঞাপক এই দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করে আন্না তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন। আরো যুক্তি ছিল তাঁর হাতে আর তা এতই জোরালো যে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'তুমি বলছ এটা খারাপ? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার' — বলে চললেন আন্না, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমার অবস্থাটা। সন্তান আমি চাইতে পারি কেমন করে? প্রসবকষ্টের কথা বলছি না, ওতে আমার ভয় নেই। ভেবে দ্যাখো, কী হবে আমার শিশু? অপরের উপাধিধারী অভাগা।

জন্মের মুহূর্ত থেকেই তাদের পড়তে হবে মা, বাপ, নিজের জন্মের জন্যেই লজ্জা পাবার আবশ্যিকতায়।'

'এইজন্যেই তো দরকার বিবাহবিচ্ছেদ।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথায় কান দিলেন না। যেসব যুক্তি দিয়ে নিজেকে তিনি বহুবার বুঝিয়েছেন, তা সবটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর।

'দুনিয়ায় অভাগাদের জন্ম না দেবার জন্যে যদি তা ব্যবহার না করি, তাহলে কেনই-বা বিচারবুদ্ধি দেওয়া হয়েছে আমায়?'

ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে বলে গেলেন:

'এই সব অভাগা শিশুদের কাছে আমি সর্বদা নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করতাম। ওরা যদি না থাকে, তাহলে অন্তুতপক্ষে ওরা অভাগা নয়, আর যদি অভাগা হয়, তাহলে একা আমিই দোষী।'

এগুলো ঠিক সেই যুক্তি যা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেই নিজের কাছে উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগুলো শুনে তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছু। ভাবলেন, 'যে জীবেরা নেই, তাদের কাছে দোষী হওয়া যায় কেমন করে?' হঠাৎ তাঁর মনে এল, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্ভব কি যাতে তাঁর আদরের দুলাল গ্রিশার পক্ষে আদৌ না জন্মানো ভালো হত? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিদঘুটে, এত অদ্ভুত লাগল যে ঝাঁক বেঁধে আসা এই উন্মাদ ভাবনাগুলোর তালগোলটাকে তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'না, আমি জানি না, এটা ভালো নয়' — মুখে বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে শুধু এইটুকু বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ভুলো না কে তুমি, কে আমি... তা ছাড়া' — নিজের যুক্তির বিভব আর ডল্লির দৈন্য সত্ত্বেও এটা যে ভালো নয় সেটা যেন স্বীকার করে তিনি যোগ দিলেন, 'প্রধান কথাটা তুমি ভুলো না যে আমি এখন তোমার অবস্থায় নেই। তোমার কাছে প্রশ্ন হল, চাও কি যে ছেলে আর না হোক, আমার কাছে প্রশ্ন, চাই কি ছেলে হোক? দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। বুঝতে পারছ, আমার অবস্থায় এটা আমি চাইতে পারি না।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আপত্তি করলেন না। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে আন্নার কাছ থেকে তিনি এত দূরে সরে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে কতকগুলো প্রশ্নে তাঁরা কখনোই একমত হবেন না, তার কথা না তোলাই ভালো।

॥ ২৪ ॥

'সেই জন্যেই তো যদি সম্ভব হয়, তোমার অবস্থাটা ঠিক-ঠাক করে নেওয়া আরো বেশি দরকার' — বললেন ডল্লি।

'হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়' - হঠাৎ আন্না বললেন একেবারে অন্যরকম একটা কণ্ঠস্বরে, মৃদু, বিষণ্ণ।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি শুনেছি যে তোমার স্বামী রাজি।'

'ডল্লি! এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ, বলব না' — আন্নার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি যে তুমি সবকিছু দেখছ বেশি বিষাদের দৃষ্টিতে।'

'আমি? একেবারে নয়। আমি খুব ফুর্তিতে, সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি। তুমি দেখেছ, je fais des passions.* ভেস্লোভস্কি...'

'হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, ভেস্লোভস্কির হালচাল আমার ভালো লাগে নি' — কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! এতে আলেক্সেইকে একটু সুড়সুড়ি দেওয়া হয়, তার বেশি কিছু নয়; একেবারে খোকা, পুরোপুরি আমার হাতে; আমার যেমন খুশি তেমনি ওকে চালাই, বুঝেছ! ও ঠিক তোমার গ্রিশার মতো... ডল্লি!' হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তুমি বলছ আমি সবকিছু দেখছি বিষাদের দৃষ্টিতে। তুমি বুঝতে পারবে না। এটা বড়ো বেশি ভয়ংকর। আদৌ কিছু না দেখার চেষ্টা করি আমি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় দেখা দরকার। যা সম্ভব, দরকার তেমন সবকিছু করা।'

'কিন্তু কী সম্ভব? কিছুই না। বলছ যে আলেক্সেইকে বিয়ে করা দরকার আর সে কথা ভাবছি না। আমি তা ভাবছি না!!' পুনরুক্তি করলেন তিনি, রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তিনি তাঁর লঘু চলনে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়, থামছিলেন মাঝে মাঝে। 'আমি ভাবছি না? এমন একটা দিন, একটা ঘণ্টাও যায় না, যখন আমি ভাবি নি আর ভেবেছি বলে আক্ষেপ করি নি... কেননা ও

* আমার সাফল্য আছে (ফরাসি)।

নিয়ে ভাবনা আমায় পাগল করে দিতে পারে। পাগল করে দেয়' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'যখন এ নিয়ে ভাবি, মর্ফিয়া ছাড়া ঘুমতে পারি না। বেশ, শান্তভাবে কথা বলা যাক। আমায় বলা হচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ। প্রথমত, আমায় উনি সেটা দেবেন না। উনি এখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কবলস্থ।'

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা সহানুভূতিতে কাতর মুখে চেয়ারে সিধে হয়ে বসে পাদচারণরত আন্নাকে দেখছিলেন মাথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

মৃদুস্বরে বললেন, 'তাহলেও চেষ্টা করা দরকার।'

'ধরে নিচ্ছি চেষ্টা করা গেল' — হাজার বার ভেবে দেখা প্রায় ঠোঁটস্থ একটা চিন্তা প্রকাশ করে বললেন তিনি; 'এর অর্থ, যে আমি ওঁকে মহানুভব বলে মনে করলেও ঘৃণা করি, তবে তাঁর কাছে দোষী বলে মেনে নিই -- সেই আমাকে হীন হতে হবে ওঁকে চিঠি লেখার জন্যে... বেশ, ধরা যাক আমি নিজের ওপর জোর খাটিয়ে এটা করলাম। হয় পাব অপমানকর জবাব নয় সম্মতি। বেশ, নয় সম্মতিই পেলাম...' আন্না এই সময় ঘরের দূর কোণটায় থেমে ব্যস্ত হলেন জানলার পর্দা নিয়ে, 'সম্মতি আমি পেলাম, কিন্তু ছে... ছেলে? ছেলেকে তো ওরা দেবে না আমায়। আমাকে ঘেন্না করে ও বড়ো হবে বাপের কাছে, যাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি বুঝে দ্যাখো, দুটি প্রাণী, সেরিওজা আর আলেক্‌সেই -- দু'জনকেই আমি সমান ভালোবাসি, নিজের চেয়েও বেশি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দুই হাতে বুক চেপে তিনি দাঁড়ালেন ডল্লির সামনে। শাদা ড্রেসিং-গাউনে তাঁর মূর্তিটা মনে হল বড়ো বেশি লম্বা-চওড়া। মাথা নিচু করে তিনি তাঁর চকচকে সজল চোখে মাঝে মাঝে চাইছিলেন ছোটোখাটো, রোগা, তালিমারা গাউন আর নৈশ টুপিতে করুণ ডল্লির দিকে, যিনি ব্যাকুলতায় কাঁপছিলেন।

'শুধু এই দুটি প্রাণীকেই আমি ভালোবাসি আর একটায় নাকচ হয় অন্যটা। ওদের আমি মেলাতে পারছি না, আর শুধু এইটেই আমার চাই। এটা যদি না হয়, তাহলে আর সবে বয়েই গেল। সব, সবকিছুতে। যে ক'রে হোক এর একটা শেষ হবে, তাই এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি না, বলতে ভালোবাসি না। তাই আমায় ধিক্কার দিও না, কোনো দোষ ধ'রো না আমার। আমার যে কত জ্বালা, তোমার পবিত্রতায় তার সবটা তুমি বুঝতে পারবে না।'

কাছে এসে তিনি বসলেন ডল্লির পাশে, দোষী-দোষী মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিলেন।

'কী তুমি ভাবছ? কী তুমি ভাবছ আমার সম্পর্কে? ঘেন্না ক'রো না আমায়। ঘেন্নার আমি যোগ্য নই, একান্তই হতভাগ্য আমি। হতভাগ্য কেউ থাকলে সে আমি' — এই বলে ডল্লির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন।

ডল্লি যখন একা হলেন, প্রার্থনা সেরে বিছানায় শুলেন। আন্নার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জন্য সত্যিই বড়ো কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু এখন তাঁর কথা তিনি চেষ্টা করেও ভাবতে পারলেন না। বাড়ি আর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল বিশেষ একটা নতুন মাধুর্যে, কেমন একটা নতুন ঔজ্জ্বল্যে। তাঁর এই জগৎটা তাঁর কাছে মনে হল এত আপন আর মধুর যে এর বাইরে কিছুতেই একটা দিনও কাটাতে রাজি নন তিনি, স্থির করলেন অবশ্য-অবশ্যই চলে যাবেন পরের দিনই।

আন্না ওদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটা পানপাত্রে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢাললেন, যার প্রধান ভাগটা মর্ফিয়া। সেটা খেয়ে নিশ্চল হয়ে কয়েক মিনিট বসে থেকে শান্ত সজীব প্রাণে গেলেন শোবার ঘরে।

আন্না শোবার ঘরে ঢুকতে ভ্রন্স্কি মন দিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। ডল্লির ঘরে এতক্ষণ যে কাটালেন, তাতে অবশ্যই যে কথাবার্তা হবার কথা, তার ফলে কী দাঁড়াল সেটা ধরতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু আন্নার সংযত-উত্তেজিত যে মুখভাব কী যেন লুকিয়ে রাখছিল, তাতে ভ্রন্স্কি তাঁর সৌন্দর্য, এ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা, আর সেটা ভ্রন্স্কির ওপর কাজ করুক এমন একটা ইচ্ছা, যাতে তিনি অভ্যস্ত হলেও এখনো তার মোহে ধরা দেন -- এ ছাড়া আর কিছু পেলেন না। কী কথাবার্তা হয়েছে সে বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলেন না তিনি, আশা করলেন আন্না নিজেই কিছু একটা বলবেন। কিন্তু আন্না বললেন শুধু:

'ডল্লিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খুশি। ভালো লেগেছে তো, তাই না?'

'ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। ভারি ভালোমানুষ, মনে হয় mais excessivement terre-à-terre,* তাহলেও ও আসায় আমি খুব খুশি।'

* তবে বড়ো বেশি গদ্যজাতীয় (ফরাসি)।

আন্নার হাতটা নিয়ে উনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন আন্নার চোখের দিকে।

দৃষ্টিটার অন্য মানে করে আন্না হাসলেন তাঁর উদ্দেশে।

পরের দিন সকালে গৃহের কর্তা-কর্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তৈরি হলেন যাবার জন্য। নিজের পুরনো কাফতান আর ডাক-হরকরী টুপি পরে লেভিনের কোচোয়ান তার বহুরূপী ঘোড়াগুলো আর তাপ্পি-মারা গাড়িটা আচ্ছাদিত বালি-ঢালা গাড়ি-বারান্দায় চালিয়ে নিয়ে এল দৃঢ়সংকল্প গোমড়া মুখে।

প্রিন্সেস ভারভারা আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে বিদায় জ্ঞাপনের পালাটা ডল্লির কাছে সহজ হয় নি। একদিন কাটিয়েই ডল্লি এবং গৃহস্বামীরা স্পষ্টত টের পেয়েছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের যোগ্য নন, দহরম-মহরম না করাই ভালো। শুধু মন খারাপ হয়েছিল আন্নার। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে এই সাক্ষাৎটায় যেসব ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল ডল্লি চলে যাওয়ায় এখন তা আর কেউ সচকিত করে তুলবে না। এই সব অনুভূতির উদ্বেগ তাঁর কাছে ছিল কষ্টকর, তাহলেও তিনি জানতেন যে সেগুলোই ছিল তাঁর প্রাণের সেরা দিক আর যে জীবন তিনি যাপন করছেন তাতে দ্রুত সে দিকটা আগাছায় ছেয়ে গেছে।

খোলা মাঠে এসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠল স্বাচ্ছন্দ্যের একটা প্রীতিকর অনুভূতিতে, ইচ্ছে হচ্ছিল চাকরবাকরদের জিগ্যেস করবেন কেমন লাগল ভ্রন্স্কির ওখানে, হঠাৎ কোচোয়ান ফিলিপ নিজেই বলে উঠল:

'বড়ো লোক বটে, আচ্ছা বড়ো লোক, আর ওট দিলে মাত্র তিন মাপ! মোরগ ডাকা ভোরের আগেই সব শেষ। তিন মাপে কী হয় গো? শুধু জলখাবার। গেরস্তরা এ বছর ওট বেচেছে পঁয়তাল্লিশ কোপেক করে। আমাদের ওখানে যত ঘোড়া আসে, যত তারা খেতে পারে তত ওট দেওয়া হয়।'

'কৃপণ জমিদার' — সমর্থন করলে মুহুরি।

'কিন্তু ওদের ঘোড়াগুলো কেমন লাগল তোমার?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'ঘোড়া সে অন্য কথা। খাবারদাবারও ভালো। তবে আমার কেমন যেন বেজার লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনার কেমন লেগেছে জানি না' — সুন্দর ভালোমানুষী মুখটা ফিরিয়ে সে বললে।

'আমারও খারাপ লেগেছে। তা সন্ধ্যা নাগাদ পেঁছব তো?'

'পেঁছতে হবে গো।'

বাড়ি ফিরে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা দেখলেন সবাই নিরাপদে আছে, সবাইকেই আরো বেশি ভালো লাগল তাঁর এবং অতি উৎসাহে বলতে লাগলেন তাঁর যাত্রার কথা, কী চমৎকার অভ্যর্থনা করা হয়েছে তাঁকে; ভ্রন্‌স্কিদের কেমন বিলাসবহুল জীবন আর সুরুচি, কিরকম তাদের আমোদ-প্রমোদ — এ সবের কথা বলে ভ্রন্‌স্কিদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দিলেন না কাউকে।

'আন্না আর ভ্রন্‌স্কিকে — এবার আমি ওঁকে আরো ভালো করে জানলাম ভালো করে জানলেই বোঝা যাবে কী মর্মস্পর্শী মধুর মানুষ তাঁরা' — এখন সত্যিই অকপটে বললেন তিনি, ওখানে যে একটা অনির্দিষ্ট অপ্রসন্নতা আর অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, সেটা ভুলে গেলেন।

॥ ২৫ ॥

ভ্রন্‌স্কি আর আন্না সেই একই অবস্থায়, বিবাহবিচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে একইরকমে গ্রামে কাটালেন গোটা গ্রীষ্ম আর হেমন্তের একাংশ। তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোথাও যাবেন না; কিন্তু যত বেশি তাঁরা একা একা থাকতে লাগলেন, বিশেষ করে শরতে, অতিথি যখন নেই, ততই তাঁরা অনুভব করলেন যে এ জীবনে টিকে থাকা যাবে না, তাকে বদলাতে হবে।

মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়ে আরো ভালো কিছু কামনার থাকতে পারে না। ছিল পরিপূর্ণ প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শিশু, আর কাজ ছিল দু'জনেরই। অতিথি না থাকলেও আন্না নিজের রূপের দিকে মন দিচ্ছিলেন একইরকম, বই পড়ছিলেন অনেক, উপন্যাস আর গুরুত্বপূর্ণ যেসব বইয়ের তখন বেশ চল। ওঁরা যেসব বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিতেন, তাতে যে সমস্ত বইয়ের সপ্রশংস উল্লেখ থাকত, তার বরাত দিতেন আন্না, আর পড়তেন সেই মনোযোগে যা সম্ভব কেবল একাকিত্বে। তা ছাড়া যেসব বিষয় নিয়ে ভ্রন্‌স্কি ব্যস্ত ছিলেন সেগুলি নিয়েও তিনি পড়াশুনা করেন বই আর বিশেষ পত্রিকা থেকে। ভ্রন্‌স্কি সরাসরি তাঁর কাছে আসতেন কৃষি, বাস্তুকর্ম, এমনকি ঘোড়া ও ক্রীড়ার প্রশ্ন নিয়েও। তাঁর জ্ঞান আর স্মৃতিশক্তিতে

অবাক হতেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর সন্দেহ হত, প্রমাণ চাইতেন, আর যা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, বইয়ে সেই জায়গাটা বার করে আন্না দেখিয়ে দিতেন তাঁকে।

হাসপাতাল নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন আন্না। তিনি শুধু সাহায্যই করেন নি, অনেককিছুর ব্যবস্থা করেছেন, ভেবে বার করেছেন নিজেই। তাহলেও তাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজেকে নিয়ে, নিজে - কেননা তাঁকে থাকতে হবে ভ্রন্‌স্কির প্রিয়তমা, তাঁর জন্য ভ্রন্‌স্কি যা ত্যাগ করেছেন তা সবের স্থান তাঁকে নিতে হবে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কামনাটা, তাঁকে ভ্রন্‌স্কির ভালো লাগুক শুধু নয়, ভ্রন্‌স্কির দাসত্ব করারই এই আকাঙ্ক্ষাটার মূল্য দিতেন ভ্রন্‌স্কি, কিন্তু সেইসঙ্গে আন্না যেসব প্রেমজালে তাঁকে জড়াতে চাইতেন তাতে ক্লেশ বোধ করতেন তিনি। যত দিন যাচ্ছিল, যত ঘন ঘন তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই সব জালে আবদ্ধ, ততই তা থেকে বেরিয়ে আসতে নয়, ইচ্ছা হত পরখ করে দেখবেন তাঁর স্বাধীনতায় তা বাধা দিচ্ছে কিনা। স্বাধীন হবার এই ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাটা না থাকলে, অধিবেশন বা ঘোড়দৌড়ের জন্য প্রতি বার শহরে যাবার সময় রাগারাগির ঘটনাগুলো না ঘটলে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ তুষ্ট থাকতে পারতেন ভ্রন্‌স্কি। যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন, রুশ অভিজাত সমাজের কোষকেন্দ্র যাদের হওয়ার কথা, ধনী ভূস্বামীর সেই ভূমিকাটা শুধু তাঁর মনে ধরেছিল তাই নয়, এভাবে ছয় মাস কাটাবার পর এখন তাতে ক্রমেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন বেশি। তাঁর বিষয়কর্মেও তিনি ক্রমেই বেশি করে ব্যস্ত ও লিপ্ত থাকছিলেন আর তা চলছিলও চমৎকার। হাসপাতালের জন্য যে বিপুলপরিমাণ টাকা লেগেছিল, তা ছাড়াও যন্ত্রপাতি, সুইজারল্যান্ড থেকে আনানো গরু এবং আরো অনেককিছুর জন্য যে খরচা সেটা অপব্যয় নয় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন নিজের সম্পত্তি তিনি বাড়িয়ে তুলছেন। যেখানে ব্যাপারটা আয় নিয়ে, কাঠ, শস্য, ভেড়ার লোম বেচা, জমি বিলি নিয়ে, ভ্রন্‌স্কি সেখানে হতেন পাথরের মতো শক্ত, দামে ছাড় দিতেন না। এই এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে বিষয়কর্মের বড়ো বড়ো ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে কোনো ঝুঁকি থাকবে না, ছোটোখাটো ব্যাপারে হতেন অতি মনোযোগী ও হিসেবী। ভ্রন্‌স্কি ধরা দেন নি জার্মানটার চালাকি আর কায়দায়, যে তাঁকে কেনাকাটায় টানছিল আর যতরকম হিসেব

দিচ্ছিল তাতে প্রথমে টাকা লাগত অনেক বেশি, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ওই একই ব্যাপার করা যেত অনেক শস্তায় এবং তক্ষুনি লাভ পাওয়া যেত তা থেকে। ভ্রন্‌স্কি গোমস্তার কথা শুনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং তার প্রস্তাবে তখনই রাজি হতেন যখন যে জিনিসটার বরাত দেওয়া বা যা নির্মাণ করা হচ্ছে, তা হত খুবই নতুন, রাশিয়ায় যা অজ্ঞাত, চমক দিতে পারবে। তা ছাড়া বড়ো একটা খরচায় তিনি তখনই মত দিতেন, যখন বাড়তি টাকা থাকত হাতে, আর তা খরচা করার সমস্ত খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতেন আর নিজের টাকার সেরা ফয়দা আদায় করতেন। তাই যেভাবে তিনি সম্পত্তি দেখছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি টাকার অপব্যয় করছেন না, সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলছেন।

অক্টোবর মাসে কাশিন গুবের্নিয়ায় অভিজাত নির্বাচন হওয়ার কথা। ভ্রন্‌স্কি, স্ভিয়াজ্‌স্কি, কজ্‌নিশেভ, অব্‌লোন্‌স্কির মহাল ছিল সেখানে এবং লেভিনেরও সামান্য অংশ।

নানা কারণ বশত এবং তাতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনগুলি জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নানা আলোচনা হয় তা নিয়ে, তোড়জোড় চলতে থাকে। মস্কো, পিটার্সবুর্গের লোকেরা এবং যে প্রবাসী রুশীরা কোনো দিন নির্বাচনে আসত না, তারাও আসে এই নির্বাচনগুলোয়।

অনেকদিন আগেই ভ্রন্‌স্কি স্ভিয়াজ্‌স্কিকে কথা দিয়েছিলেন যে নির্বাচনে তিনি যাবেন।

ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়েতে স্ভিয়াজ্‌স্কি আসতেন প্রায়ই, নির্বাচনের আগে ভ্রন্‌স্কির কাছে গেলেন তিনি।

এর আগের দিনটায় প্রস্তাবিত যাত্রা নিয়ে ভ্রন্‌স্কি আর আন্নার মধ্যে প্রায় কলহ বাধার উপক্রম হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে কষ্টকর একঘেয়ে হেমন্ত কাল তখন। তাই সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে, আন্নার সঙ্গে আগে যেভাবে কথা বলেন নি কখনো, তেমন একটা নিরুত্তাপ মুখভাব নিয়ে ভ্রন্‌স্কি তাঁর যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আন্না খবরটা নিলেন অতি শান্তভাবে, শুধু জিগ্যেস করলেন কবে তিনি ফিরবেন। তাঁর এই শান্ত ভাবের কারণ বুঝতে না পেরে ভ্রন্‌স্কি গভীর মনোযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর দৃষ্টি দেখে আন্না হাসলেন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা ভ্রন্‌স্কির কাছে অজ্ঞাত নয়, তিনি এও জানতেন যে আন্না এভাবে গুটিয়ে যান শুধু তখনই

যখন নিজের পরিকল্পনাটা না জানিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এইটেই ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু রাগারাগি এড়াতে খুবই চাইছিলেন ব'লে যা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, ভাব করলেন যেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং অংশত সত্যিই বিশ্বাস করলেন যথা — আন্নার কান্ডজ্ঞান আছে।

'আশা করি তোমার একঘেয়ে লাগবে না?'

'আশা করি। কাল গতিয়ে'র কাছ থেকে এক বাক্স বই পেয়েছি। না, একঘেয়ে লাগবে না।'

'এই ভাবটা ও দেখাতে চাইছে, তা বরং ভালো' — ভাবলেন ভ্রন্‌স্কি, 'নইলে সেই একই ব্যাপার দাঁড়াত।'

আন্না তাঁর মনের কথাটা খোলাখুলি প্রকাশ করুন, এ জেদ না ধরে ভ্রন্‌স্কি ওইভাবেই চলে গেলেন নির্বাচনে। সবটা বোঝাবুঝি না করে আন্নাকে তিনি ছেড়ে গেলেন তাঁদের মিলিত জীবনে এই প্রথম। একদিক থেকে, এতে তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁর মনে হল এটাই ভালো। 'প্রথমটা এখনকার মতো আবছা, লুকনো কিছু একটা থাকবে, তারপর অভ্যস্ত হয়ে যাবে। অন্তত আমি ওকে সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার পুরুষোচিত স্বাধীনতাটা নয়' — ভাবলেন তিনি।

॥ ২৬ ॥

কিটির প্রসবের জন্য লেভিন মস্কো আসেন সেপ্টেম্বরে। বিনা কাজে মস্কোয় একমাস যখন কাটল, সের্গেই ইভানোভিচ তখন নির্বাচনে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কাশিন গুবের্নিয়ায় তাঁর মহাল আছে, এবং আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছিলেন তিনি। লেভিনকে তিনি সঙ্গে ডাকলেন, সেলেজ্‌নেভ্‌স্কি উয়েজ্‌দ্‌ বাবদ একটা ভোট ছিল লেভিনের। তা ছাড়া বিদেশবাসী বোনের জন্য কাশিনে খুব জরুরি একটা কাজও তাঁর ছিল — অছি আর ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া নিয়ে।

লেভিন মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু মস্কোতে ওঁর একঘেয়ে লাগছে দেখে কিটি পরামর্শ দিলে যেতে আর লেভিনকে না জানিয়ে আশি রুব্‌ল দামের অভিজাত উর্দির বরাত দিলে। উর্দির জন্য

ব্যয় করা এই আশি রুবলই প্রধান কারণ যা তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করল। কাশিনে চলে গেলেন তিনি।

লেভিন কাশিনে আছেন আজ ছয় দিন, রোজ সভায় যান, তদবির তদারক করেন বোনের কাজটা নিয়ে, কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছিল না তার। অভিজাতপ্রমুখেরা সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, তাই অছি সংক্রান্ত নিতান্ত সাধারণ কাজটাও করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় কাজ -- টাকা পাওয়া, তাতেও বিঘ্ন ঘটছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ ছোটাছুটির পর টাকাটা পাবার মতো অবস্থা হল, কিন্তু অতি পরার্থপর নোটারি চেক দিতে পারলেন না, কেননা সভাপতির সই চাই, আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সভাপতি চলে গেছেন অধিবেশনে। এই সব ঝামেলা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁটাহাঁটি, অতি সহৃদয় সজ্জন যেসব ভদ্রলোকেরা পুরোপুরি বোঝেন যে আবেদনকারী খুবই অনুচিত একটা অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম -- তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, নিষ্ফল এই সব প্রয়াস লেভিনের মধ্যে শক্তিহীনতার যন্ত্রণাকর একটা অনুভূতি জাগাচ্ছিল যেমনটা হয় স্বপ্নে, দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে অথচ না পেরে। এই অনুভূতিটা লেভিনের প্রায়ই হচ্ছিল তাঁর সহৃদয় এজেন্টের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মুশকিল থেকে লেভিনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সবকিছু করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি। 'এইটে করে দেখুন' - বহুবার বলেছেন তিনি, 'ওখানে যান... সেখানে যান' -- এবং সর্বনাশা যে নিমিত্তটা সবকিছুতে বাগড়া দিচ্ছিল, তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য পুরো একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেললেন। কিন্তু তক্ষুনি যোগ দিলেন, 'তাহলেও আটকে রাখবে, তবু চেষ্টা করে দেখুন।' লেভিনও চেষ্টা করে দেখলেন, হাঁটাহাঁটি করলেন, গেলেন। সবাই অতি ভালোমানুষ এবং অমায়িক, কিন্তু দেখা গেল অতিক্রান্ত বাধাটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে শেষের দিকে এবং পথ আটকে রাখছে। লেভিনের বিশেষ রকমের বিশ্রী লাগছিল যে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কার সঙ্গে তিনি লড়ছেন, তাঁর ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়ায় লাভ হচ্ছে কার। মনে হল কেউ সেটা জানে না; জানে না তাঁর এজেন্টও। কিউয়ে না দাঁড়িয়ে টিকিট কেনার জানলায় যাওয়া যায় না এটা লেভিন যেমন বোঝেন, ব্যাপারটা তেমনি করে বুঝতে পারলে লেভিনেরও দুঃখ হত না; কিন্তু কাজটায় যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দিচ্ছে, কী তার কারণ, কেন তারা আছে, কেউ বোঝাতে পারল না তাঁকে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছেন লেভিন। সহিষ্ণু হয়েছেন তিনি। যদি ধরতে না পারতেন ব্যাপারটা এমন কেন, তাহলে নিজেকে বোঝাতেন যে সবকিছু না জেনে তিনি মত দিতে পারেন না, সম্ভবত ওইটেই দরকার, চেষ্টা করতেন বিক্ষুব্ধ না হবার।

এখন নির্বাচনে উপস্থিত থেকে, তাতে অংশ নিয়ে লেভিন একইভাবে চেষ্টা করছিলেন ধিক্কার না দিতে, তর্ক না করতে, সৎ ও সুন্দর যে লোকেদের তিনি শ্রদ্ধা করেন তাঁরা যে ব্যাপারটায় এত গুরুত্ব দিচ্ছেন, এত উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটাও যতটা সম্ভব বুঝতে চাইছিলেন। লঘুচিত্তভাবশে আগে যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হত, বিয়ে করার পর থেকে তার ভেতর এত নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটা গুরুত্ব আছে বলে তিনি অনুমান করছিলেন, খোঁজ করছিলেন সেটার।

নির্বাচনে যে কু'দেতা ঘটবে বলে ধরা হচ্ছে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁকে বোঝান সের্গেই ইভানোভিচ। গুবের্নিয়ার যে অভিজাতপ্রমুখের হাতে অছিগিরি (যা নিয়ে লেভিন এখন ভুগছেন), অভিজাতদের কাছ থেকে পাওয়া মোটা টাকা, বালিকাদের বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, ফৌজী তালিম, নতুন ধারায় জনশিক্ষা এবং শেষত জেমস্ত্‌ভো প্রশাসন প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্যের ভার ন্যস্ত, সেই স্নেৎকোভ পুরনো অভিজাত আমলের লোক, প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন, ভালোমানুষ, নিজের ধরনে সৎ, কিন্তু একেবারেই বোঝেন না নবকালের দাবি। সব ব্যাপারেই তিনি অভিজাতদের পক্ষ নিতেন। সরাসরি বিরোধিতা করেন শিক্ষা প্রসারের, আর যে জেমস্ত্‌ভো সংস্থাগুলোর বিপুল গুরুত্ব থাকার কথা, তাদের তিনি নিতান্ত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্থা বলে গণ্য করতেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা উচিত একেবারে নতুন, তাজা, আধুনিক মনোভাবাপন্ন কর্মিষ্ঠ কোনো লোককে, আর কাজটা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা অভিজাত হিশেবে নয়, জেমস্ত্‌ভোর উপাদান হিশেবে তা কাজে লাগানো যায়। সমৃদ্ধ কাশিন গুবের্নিয়া সর্বদাই সকলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। এখানে এত শক্তি এখন জমেছে যে এখানে উচিতমতো কাজ চালালে তা অন্যান্য গুবের্নিয়া, গোটা রাশিয়ার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারে। তাই গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রভূত। সুতরাং অভিজাতপ্রমুখ স্নেৎকোভের জায়গায় স্ভিয়াজ্‌স্কিকে

বসাবার কথা ভাবা হচ্ছে কিংবা আরো ভালো হয় নেভেদোভস্কিকে বসালে যিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চমৎকার বুদ্ধিমান লোক, সের্গেই ইভানোভিচের বড়ো বন্ধু।

সভার উদ্বোধন করলেন প্রদেশপাল। অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করেন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জন্য নয়, তাঁদের কৃতিত্ব, পিতৃভূমির কল্যাণ হেতু তাঁদের কাজের জন্য, এবং এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন যে কাশিনের মাননীয় অভিজাতকুল আগেকার নির্বাচনগুলোর মতোই পবিত্রভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে মহারাজের আস্থার মর্যাদা রাখবেন।

বক্তৃতা শেষে প্রদেশপাল হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর অভিজাতরা কলরব করে, স্ফূর্তিতে, কেউ কেউ এমনকি উচ্ছ্বসিত হয়েই অনুসরণ করলেন তাঁকে, উনি যখন তাঁর ওভারকোট পরতে পরতে গুবের্নিয়া প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা কইছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁরা। সবকিছু বোঝা এবং কিছুই ছেড়ে না দেবার চেষ্টায় উৎকর্ণ লেভিনও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে, প্রদেশপালকে তিনি বলতে শুনলেন: 'মারিয়া ইভানোভনাকে দয়া করে বলবেন যে আমার স্ত্রী খুবই দুঃখিত, কিন্তু তাঁকে নিঃস্বনিকেতনে যেতে হচ্ছে।' এর পর অভিজাতরা ফূর্তি করে ওভারকোট খুঁজে নিয়ে সবাই গেলেন গির্জায়।

গির্জায় লেভিন অন্য সকলের মতো হাত তুলে যাজকপ্রধানের কথাগুলো আওড়ালেন এবং সাংঘাতিক এই শপথ নিলেন যে প্রদেশপাল যা আশা করেছেন তা পূরণ করবেন। গির্জার ক্রিয়াকর্ম সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে লেভিনের ওপর এবং 'ক্রুশ চুম্বন করি' বলে তিনি যখন নবীন প্রবীণ ভদ্রলোকদের জনতার দিকে চেয়ে একই কথা বলতে শুনলেন, অভিভূত হলেন তিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা চলল অভিজাতদের তহবিল আর বালিকাদের জিমনাসিয়াম নিয়ে। সের্গেই ইভানোভিচ বোঝালেন যে ও প্রশ্নদুটোর কোনো গুরুত্ব নেই, তাই লেভিন আলোচনায় কান না দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেন। চতুর্থ দিনে প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে গুবের্নিয়া তহবিলের হিসাব-পরীক্ষা হয়। নূতন ও পুরাতন দলে মধ্যে প্রথম সংঘাতটা হয় এইখানেই। যে কমিশনের ওপর হিসাব-পরীক্ষা ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সভার কাছে বিবৃতি দিলেন যে হিসাবে খুঁ

নেই। গুবেনির্য়ার অভিজাতপ্রমুখ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর আস্থার জন্য অভিজাতবর্গকে ধন্যবাদ জানালেন সজল চোখে। অভিজাতরা উচ্চ কণ্ঠে শুভসম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, করমর্দন করলেন। কিন্তু এইসময় সের্গেই ইভানোভিচের দলের জনৈক অভিজাত বললেন যে তিনি শুনেছেন, কমিশন হিসাব-পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা করলে অভিজাতপ্রমুখের প্রতি অপমান করা হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য অসাবধানে সমর্থন করলেন ব্যাপারটা। তখন দেখতে ছোটোখাটো অতি তরুণ কিন্তু বচনে অতি বিষজিহ্ব এক ভদ্রলোক বললেন যে গুবের্নিয়ার অভিজাতপ্রমুখের নিশ্চয় হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আনন্দ হতে পারত, কিন্তু কমিশন সভ্যদের মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতা তাঁকে এই নৈতিক তুষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছে। কমিশনের সভ্যরা তখন প্রত্যাহার করলেন তাঁদের বিবৃতি, আর সের্গেই ইভানোভিচ যুক্তি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে স্বীকার করতে হবে হিসাবটা হয় পরীক্ষিত হয়েছে কিংবা হয় নি, এবং অতি খুঁটিনাটিতে বিস্তারিত করলেন এই দ্বৈধ। অপর দলের এক বাক্যবীর আপত্তি করলেন সের্গেই ইভানোভিচের কথায়। তারপর বক্তৃতা দিলেন স্ভিয়াজ্‌স্কি এবং ফের বিষজিহ্ব সেই ভদ্রলোকটি। আলোচনা চলল অনেকখন ধরে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছল না। লেভিনের অবাক লাগল এই দেখে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক চলছে এতক্ষণ, বিশেষ করে সের্গেই ইভানোভিচকে তিনি যখন জিগ্যেস করেছিলেন যে তহবিলের অপচয় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন কিনা, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

'আরে না! লোকটা সৎ। কিন্তু অভিজাতদের ব্যাপার পরিচালনার এই সাবেকী পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতিটা নড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

পঞ্চম দিনে নির্বাচিত হলেন উয়েজ্‌দ্‌ প্রমুখেরা। কয়েকটা উয়েজ্‌দে দিনটা বেশ তুলকালামে পেঁছয়। সেলেজ্‌নেভ্‌স্কি উয়েজ্‌দ্‌ থেকে স্ভিয়াজ্‌স্কি নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ব্যালটে। সেদিন একটা ডিনার পার্টি দেন তিনি।

॥ ২৭ ॥

গুবের্নিয়া কর্মকর্তাদের নির্বাচন ধার্য হয় ষষ্ঠ দিনে। ছোটো বড়ো হলঘরগুলো ভরে উঠেছিল নানান উর্দি পরা অভিজাতে। অনেকেই

এসেছিলেন শুধু এই দিনটার জন্যই। কেউ ক্রিমিয়া, কেউ পিটার্সবুর্গ, কেউ বিদেশ থেকে আগত যে পরিচিতদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি অনেক দিন, তাঁরা মিললেন হলগুলিতে। প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে জারের প্রতিকৃতি তলে আলোচনা চলছিল।

বড়ো আর ছোটো হলঘরে অভিজাতবা ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই শিবিরে। মতামতের বৈপরীত্য ও অনাস্থা, অন্য কাউকে কাছে আসতে দেখলে চুপ করে যাওয়া, কেউ কেউ ফিসফিস করে কথা কইতে কইতে যেভাবে দূর করিডরে চলে যাচ্ছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের কাছ থেকে লুকানো কোনো ব্যাপার আছে। বাহ্যিক চেহারায় অভিজাতরা দুই দলে পড়ে -- নবীন আর প্রাচীন। বুড়োদের পরনে বেশির ভাগ পুরনো কালের অভিজাত বোতাম-আঁটা উর্দি, মাথায় টুপি, পাশে তলোয়ার, নয় নিজেদের বিশেষ নৌবহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীর পোশাক। বৃদ্ধ অভিজাতদের উর্দির কাট পুরনো ধরনের, কাঁধে কাঁধপট্টি; স্পষ্টতই তা খাটো, কোমরের কাছে আঁটো, যেন পরিহিতরা বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে। নবীনদের পরনে অভিজাত উর্দির বোতাম খোলা, নিচু কোমর, কাঁধের কাছটা চওড়া, শাদা ওয়েস্ট-কোট, নয় কালো কলারের আদালতী উর্দি, তাতে জলপাই পাতার নকশা তোলা। দরবারী পোশাকও নবীনদের পরনেই, কোথাও কোথাও জনতার শোভা বর্ধন করছিল তা।

কিন্তু নবীন ও বৃদ্ধদের ভাগটা দলের ভাগাভাগির সঙ্গে মেলে নি। লেভিন লক্ষ করলেন যে নবীনদের কেউ কেউ রয়েছে পুরনোদের দলে। আবার অতি বৃদ্ধদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা কইছিলেন স্ভিয়াজ্স্কির সঙ্গে এবং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল তারা নতুন দলের উৎসাহী সমর্থক।

ছোটো যে হলটায় লোকে ধূমপান ও জলযোগ করছিল, সেখানে নিজেদের লোকজনদের একটা দলের কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শুনছিলেন কী তারা বলছে, আর যা বলছে সেটা বোঝার জন্য বৃথাই নিজের মানসশক্তি খাটাচ্ছিলেন। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন মধ্যমণি, তাঁকে ঘিরে জোট বেঁধেছে অন্যেরা। তিনি স্ভিয়াজ্স্কি এবং আরেকটি উয়েজ্দের অভিজাতপ্রমুখ, তাঁর দলভুক্ত খ্লিউস্তোভের কথা শুনছিলেন। নিজের গোটা উয়েজ্দ নিয়ে স্নেৎকোভকে ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে বলতে আপত্তি করছিলেন খ্লিউস্তোভ আর স্ভিয়াজ্স্কি তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন সেটা করার

জন্য। সের্গেই ইভানোভিচ অনুমোদন করলেন পরিকল্পনাটা। লেভিন বুঝতে পারছিলেন না যে অভিজাতপ্রমুখকে বিরোধী পক্ষ সরাতে চাইছে, তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে বলা হবে কেন।

খানাপিনা শেষ করে শোভন পাড়-দেওয়া বাতিস্ত রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কামেরহের উর্দি পরিহিত স্তেপান আর্কাদিচ এলেন দলটার কাছে।

দুই দিকের গালপাট্টা ঠিক করে তিনি বললেন, 'রুখে দাঁড়াচ্ছি তো সের্গেই ইভানিচ?'

এবং যা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল তা শুনে তিনি সমর্থন করলেন স্ভিয়াজ্‌স্কির মত।

'একটা উয়েজ্‌দ্‌ই যথেষ্ট, আর স্ভিয়াজ্‌স্কি স্পষ্টতই হবে বিরোধীপক্ষ' — তিনি বললেন লেভিন ছাড়া আর সবার কাছেই বোধগম্য এক ভাষায়।

'কী কস্তিয়া, মনে হচ্ছে তুমিও পথে এসেছ?' লেভিনের হাত ধরে তাঁকে বললেন তিনি। পথে আসতে পারলে লেভিন খুশিই হতেন, কিন্তু ব্যাপারটা যে কী নিয়ে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যারা কথা কইছিল তাদের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে বললেন যে তিনি বুঝতে পারছেন না কেন প্রয়োজন হল গুবের্নিয়া প্রমুখকে অনুরোধ করার।

'O sancta simplicitas!'* বলে ব্যাপারটা কী তা সংক্ষেপে আর পরিষ্কার করে লেভিনকে বোঝালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

আগেকার নির্বাচনগুলোর মতো সমস্ত উয়েজ্‌দ্‌ যদি গুবের্নিয়া প্রমুখকে অনুরোধ করে, তাহলে সমস্ত শাদা বলের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেটা উচিত নয়। এখন আটটা উয়েজ্‌দ্‌ তাঁকে অনুরোধ করতে রাজি হয়েছে; দুটো উয়েজ্‌দ্‌ যদি অনুরোধ করতে গররাজি হয়, তাহলে স্নেৎকোভ ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে না চাইতে পারেন। তখন পুরনো দলটা নিজেদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করবে, কেননা বানচাল হয়ে যাবে সমস্ত হিসাব। কিন্তু যদি শুধু একটা উয়েজ্‌দ্‌, স্ভিয়াজ্‌স্কির উয়েজ্‌দ্‌ অনুরোধ না করে, তাহলে স্নেৎকোভ ভোটে দাঁড়াবে। নির্বাচিত করা হবে তাঁকে, ইচ্ছে করেই বেশি ভোট দেওয়া হবে তাঁর পক্ষে, বিরোধীপক্ষের চোখে ধুলো দেওয়া হবে, তাই আমাদের প্রার্থী যখন দাঁড়াবে, ওরাও ভোট দেবে তার পক্ষে।

---

* অহো পবিত্র সরলতা! (লাতিন।)

লেভিন বুঝলেন, কিন্তু পুরোটা নয়, আরো কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু এই সময় হঠাৎ সবাই কথা কইতে কইতে কলরব করে এগিয়ে গেল বড়ো হলটায়।

'কী ব্যাপার?' 'এ্যাঁ?' 'কাকে?' 'প্রত্যয়পত্র?' 'কার জন্যে?' 'এ্যাঁ?' 'আপত্তি করছে?' 'প্রত্যয়পত্র নেই।' 'ফ্লেরভকে অনুমতি দিচ্ছে না।' 'তার নামে মামলা আছে তো কী হল?' 'তাহলে তো কেউই অনুমতি পাবে না।' 'জঘন্য ব্যাপার।' 'আইন!' চারিদিক থেকে লেভিন শুনতে পেলেন আর কোন এক দিকে যাবার জন্য যারা তাড়াহুড়ো করছে, ভয় পাচ্ছে কিছু একটা বুঝি ফসকে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে গেলেন বড়ো হলে এবং অভিজাতদের ঠেলাঠেলিতে পেঁছলেন প্রদেশপালের টেবিলের অনেকটা কাছে। সেখানে গুবের্নিয়া প্রমুখ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্য পাণ্ডাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল।

॥ ২৮ ॥

লেভিন বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশে একজন অভিজাতদের ঘড়ঘড়ে ভারী নিঃশ্বাস, এবং অন্য আরেকজনের ক্যাঁচকেঁচে জুতোর সোলে পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগুলো। দূর থেকে তাঁর কানে এল শুধু অভিজাতপ্রমুখের নরম গলা, বিষজিহ্ব অভিজাতটির ক্যাঁককেঁকে কণ্ঠস্বর, তারপর স্ভিয়াজ্স্কির গলা। লেভিন যতটা বুঝলেন ওঁরা তর্ক করছিলেন আইনের একটা ধারা, এবং 'তদন্তাধীন ব্যক্তি' কথাটার অর্থ নিয়ে।

জনতা ভাগ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচকে যাবার পথ করে দিলে। বিষজিহ্ব অভিজাতের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি বললেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আইনের ধারাটা দেখাই ভালো, সেক্রেটারিকে অনুরোধ করলেন ধারাটা বার করতে। ধারায় লেখা ছিল, মতদ্বৈধ ঘটলে ব্যালট ভোট নিতে হবে।

সের্গেই ইভানোভিচ ধারাটা পড়ে শুনিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই সময় আঁটো উর্দি পরা এক লম্বা, মোটা, কোলকুঁজো জমিদার, পিঠের দিক থেকে কলারটা যাঁর ঘাড়ে গেঁথে বসেছে, মোচে যাঁর

কলপ দেওয়া, তিনি বাধা দিলেন। টেবিলের কাছে এসে তাতে তিনি তাঁর আংটি ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'ব্যালট! ভোট! কথা বলে কোনো ফয়দা হবে না! ভোট!'

এই সময় হঠাৎ আরো কয়েকটা গলা শোনা গেল, *আংটি পরা লম্বা ভদ্রলোকটি ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন সবার চেয়ে উচ্চকণ্ঠে। কিন্তু কী তিনি বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

সের্গেই ইভানোভিচ যা বলেছিলেন, তিনিও বলছিলেন তাই-ই, কিন্তু বোঝা গেল, সের্গেই ইভানোভিচ এবং তাঁর গোটা দলটার ওপর তিনি রুষ্ট, এ রোষ পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সমস্ত দলটায় এবং অপর পক্ষ থেকে একইরকম যদিও অনেক শিষ্টতাসম্মত আক্রোশের উদ্রেক করছিল। শুরু হল চেঁচামেচি এবং মুহূর্তের মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে উঠল যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে হল গুবের্নিয়া প্রমুখকে।

'ব্যালট, ব্যালট! যে অভিজাত, সে-ই এটা বুঝবে। আমরা রক্ত দিই... মহারাজের আস্থা... অভিজাতপ্রমুখের হিসাব-পরিক্ষা হবে না, উনি হিসাবনবিশ নন... আরে, সেটা কোনো প্রশ্ন নয়... ভোট! নোংরামি!..' শোনা গেল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত আক্রোশের চিৎকার। দৃষ্টি আর মুখের ভাব ছিল তাদের কথার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত ও আক্রোশপরায়ণ। আপোসহীন বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। লেভিন একেবারেই বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা কী নিয়ে, ফ্লেরভ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট নেওয়া হবে কি হবে না, এ প্রশ্নটা যে উত্তেজনায় বিতর্কিত হচ্ছিল তাতে অবাক লাগল তাঁর। যে ন্যায়সূত্র অনুসারে সের্গেই ইভানোভিচ পরে তাঁকে যা বুঝিয়েছিলেন, যথা — সাধারণ কল্যাণের জন্য গুবের্নিয়ার অভিজাতপ্রমুখকে পদচ্যুত করা দরকার; আর পদচ্যুত করার জন্য ভোট পাওয়া চাই সংখ্যাধিক্যে; সংখ্যাধিক ভোটের জন্য ফ্লেরভকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন; আর ফ্লেরভকে অধিকারী বলে স্বীকৃত করাতে হলে আইনের ধারাটা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক --- সেটা তাঁর মনে ছিল না।

'একটা ভোটেই সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেতে পারে, সমাজ-সেবায় লাগতে চাইলে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া, সঙ্গতিশীলতা অনুসরণ করা উচিত' — উপসংহার টেনেছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কিন্তু লেভিনের সেটা খেয়াল ছিল না, এই সব সজ্জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের এমন বিশ্রী, ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় দেখা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল। কষ্টটা

থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বিতর্কের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন ছোটো হলে, যেখানে ব্যুফের কাছে পরিচারকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসন মোছা এবং ডিশ ও পানপাত্রগুলিকে যথাস্থানে রাখায় ব্যস্ত পরিচারকদের দেখে, তাদের শান্ত সজীব মুখ লক্ষ করে অপ্রত্যাশিত একটা লঘুতা বোধ করলেন লেভিন, যেন গুমোট একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন খোলা বাতাসে। সন্তুষ্ট চিত্তে পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আগুপিছু। একজন পরিচারকের পাকা গালপাট্টা, তাকে টিটকারি দিচ্ছিল যে অল্পবয়সীরা, অবজ্ঞা ভরে তাদের সে যেভাবে ন্যাপকিন ভাঁজ করা শেখাচ্ছিল, সেটা ভারি ভালো লাগল লেভিনের। বৃদ্ধের সঙ্গে লেভিন কথা কইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভিজাতদের অছিগিরি সংক্রান্ত সচিব এক বৃদ্ধ যাঁর দায়িত্ব গুবের্নিয়ার সমস্ত অভিজাতদের নাম ও পিতৃনাম জেনে রাখা, তিনি এগিয়ে এসে বললেন:

'দাদা আপনাকে খুঁজছেন, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ। ভোট শুরু হচ্ছে।'

হলঘরে এলেন লেভিন, পেলেন শাদা বল, দাদা সের্গেই ইভানোভিচের পেছন পেছন গেলেন টেবিলের কাছে। স্ভিয়াজ্স্কি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গুরুগম্ভীর বিদ্রূপাত্মক মুখে, দাড়ি মুঠো করে তা শুঁকছিলেন। সের্গেই ইভানোভিচ বাক্সে হাত ঢোকালেন, কোথায় যেন রাখলেন নিজের বলটা, লেভিনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। লেভিন এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গোলমাল করে সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ফেলব?' জিগ্যেস করেছিলেন তিনি আস্তে করে, আশেপাশের লোকেরা যখন কথা কইছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিজ্ঞাসাটা কারো কানে যাবে না। কিন্তু যারা কথা কইছিল, চুপ করে গেল তারা। অন্যায় প্রশ্নটা তাদের কানে গিয়েছিল। ভুরু কোঁচকালেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কঠোর স্বরে তিনি বললেন, 'এটা প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামতের ব্যাপার।'

কেউ কেউ হেসে ফেললেন। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, আচ্ছাদনের তলে হাত ঢুকিয়ে বলটা ফেললেন ডান বাক্সে, কেননা বলটা ছিল তাঁর ডান হাতে। বলটা ফেলার পর তাঁর স্মরণে এল যে বাঁ হাতটাই ঢোকানোর

কথা, ঢোকালেন, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরো বেশি থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন একেবারে পিছনের সারিতে।

'পক্ষে একশ' ছাব্বিশ নির্বাচক, বিপক্ষে আটানব্বই অনির্বাচক!' শোনা গেল 'র' উচ্চারণে অক্ষম সেক্রেটারির গলা। পরে উঠল হাসি: বাক্সে পাওয়া গেছে বোতাম আর দুটো বাদাম। ভোটের অধিকার পেলেন ফ্লেরভ, জিতল নতুন দল।

কিন্তু পুরনো দল নিজেদের পরাজিত বলে মানছিল না। লেভিন শুনলেন যে স্নেৎকোভকে ভোটে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হচ্ছে, দেখলেন অভিজাতদের একটা দল ঘিরে দাঁড়িয়েছে গুবের্নিয়া প্রমুখকে, কী যেন তিনি বলছিলেন তাদের। লেভিন কাছিয়ে গেলেন। অভিজাতদের উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন তাঁর ওপর আস্থা, তাঁর প্রতি অনুরাগের কথা, যার অযোগ্য তিনি, কেননা তাঁর যা-কিছু কাজ সবই অভিজাত সম্প্রদায়ের সেবায়, তাদের জন্য তিনি তাঁর লোককর্মের বারো বছর ব্যয় করেছেন। বারকয়েক তিনি পুনরুক্তি করলেন, 'যথাশক্তি কাজ করেছি বিশ্বাস আর সততা নিয়ে, আস্থায় মূল্য দিচ্ছি, কৃতজ্ঞ বোধ করছি।' হঠাৎ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে থেমে গিয়ে তিনি হল ছেড়ে চলে গেলেন। চোখের জলটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে, নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য, অথবা নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত বলে বোধ করছেন এমন একটা অবস্থার চাপের দরুন — সে যাই হোক, তাঁর ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হল অন্যান্যদের মধ্যেও, বেশির ভাগ অভিজাতই আলোড়িত হল, স্নেৎকোভের প্রতি একটা কোমলতা বোধ করলেন লেভিন।

দরজার কাছে গুবের্নিয়া প্রমুখ ধাক্কা খেলেন লেভিনের সঙ্গে।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন দয়া করে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন বলছেন অপরিচিত কাউকে, কিন্তু লেভিনকে চিনতে পেরে ভীরু-ভীরু হাসলেন। লেভিনের মনে হল তিনি কিছু একটা যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না তাঁর অস্থিরতায়। তাঁর মুখভাব, ক্রস-আঁটা তাঁর গোটা উর্দি আর বুনট করা শাদা পেন্টালুন পরা মূর্তি, যে শশব্যস্ততায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন, সবকিছু থেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা তাড়িত পশু, যে বুঝতে পারছে যে তার অবস্থা সঙ্গিন। তাঁর এই মুখের ভাবটাই লেভিনের কাছে বিশেষ মর্মস্পর্শী ঠেকেছিল, কেননা আগের দিনই তাঁর অছিগিরি ব্যাপার নিয়ে লেভিন দেখা করতে

গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। দেখেছিলেন তাঁকে সদাশয় সাংসারিক লোকের সমস্ত মহিমায়। মস্ত একটা বাড়ি, তাতে সাবেকী বংশগত সব আসবাবপত্র; চাল-না-মারা, নোংরা গোছের পুরনো চাকরবাকর, তবে প্রভুর প্রতি সশ্রদ্ধ, বোঝা যায় তারা আগেকার ভূমিদাস, মনিবকে ছেড়ে যায় নি; মোটাসোটা ভালোমানুষ স্ত্রী, লেস দেওয়া টুপি মাথায়, তুর্কি শাল জড়িয়ে মেয়ের সুন্দরী কন্যা, নাতনিকে যিনি আদর করছিলেন; জিমনাসিয়ামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছোকরা গোছের ছেলে, যে জিমনাসিয়াম থেকে এসে পিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে চুমু খেল তার প্রকাণ্ড হাতে; গৃহকর্তার ভারিক্কি সস্নেহ কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি — এ সবই গতকাল লেভিনের মধ্যে একটা অগোচর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল। এখন এই বৃদ্ধকে তাঁর মর্মস্পর্শী ও করুণ মনে হল, ভাবলেন ওঁকে দুটো ভালো কথা বলবেন।

বললেন, 'আপনি তাহলে ফের আমাদের অভিজাতপ্রমুখ হচ্ছেন?'

'বড়ো একটা নয়' — সভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন অভিজাতপ্রমুখ, 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বয়স তো হল। আমার চেয়ে কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কাজের ভার নিন তাঁরা।'

এবং পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন অভিজাতপ্রমুখ।

দেখা দিল সবচেয়ে গুরুগম্ভীর মুহূর্ত। তখন ভোট দেওয়ার কথা। উভয় দলের পাণ্ডারা আঙুল দিয়ে গুণছিল শাদা কালো বল।

ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কে নতুন দল শুধু একটা ভোটেই লাভবান হল না, সময়ও পেল, যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে যে তিনজন অভিজাতকে পুরনো দল চালাকি করে বঞ্চিত করেছিল, তাদের নিয়ে আসা যায়। দু'জন অভিজাতের দুর্বলতা ছিল মদে, স্নেৎকোভের লোকেরা তাদের মাতাল করে দেয়, আর তৃতীয় জনের উর্দি কেড়ে নেয় তারা।

এ সব জানতে পেরে ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কের সময় নতুন দল ছ্যাকড়া গাড়িতে নিজেদের লোক পাঠাতে পারে অভিজাত ব্যক্তিটিকে উর্দি পরাতে এবং মাতাল দু'জনের মধ্যে একজনকে সভায় নিয়ে আসতে।

'এনেছি একজনকে, জল ঢেলেছি' — তাকে আনতে গিয়েছিল যে জমিদার, স্ভিয়াজ্স্কির কাছে গিয়ে সে বললে, 'ভাবনা নেই, চলে যাবে।'

'বড়ো বেশি মাতাল নয় তো? টলে পড়বে না?' মাথা নেড়ে জিগ্যেস করলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'না, চালু ছোকরা। শুধু এখানে ওকে মদ না খাওয়াতে পারলেই হয়... আমি ব্যুফের লোককে বলেছি কোনোক্রমে যেন এক ফোঁটাও না দেয়।'

॥ ২৯ ॥

সংকীর্ণ যে হলটায় লোকে ধূমপান আর জলযোগ করছিল, তা অভিজাতে ভরা। ক্রমেই বেড়ে উঠছিল উত্তেজনা, চোখে পড়ছিল সমস্ত মুখেই অস্থিরতা। বিশেষ প্রবল রকমে উত্তেজিত হয়েছিল নেতারা, সমস্ত খুঁটিনাটি ও ভোটের হিসাব যাঁদের জানা ছিল। এ'রা হলেন আসন্ন সংঘর্ষের ব্যবস্থাপক। বাকিরা সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেও আপাতত চিত্তবিনোদনের সন্ধানে ছিলেন। কেউ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে নাস্তা সারছিলেন; অন্যেরা সিগারেট টানতে টানতে লম্বা ঘরখানার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছিলেন আর আলাপ করছিলেন বহুদিন না-দেখা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না লেভিনের, ধূমপান তিনি করেন না। নিজেদের লোকেদের অর্থাৎ সের্গেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্যদের কাছে যেতে চাইছিলেন না কারণ তাঁদের সঙ্গে টগবগে আলাপে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বপালের উর্দি পরিহিত ভ্রন্স্কি। আগের দিনই লেভিন তাঁকে দেখেছিলেন নির্বাচনে এবং সাক্ষাৎ হোক এটা না চেয়ে প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে যান। জানলার কাছে গিয়ে লেভিন বসলেন এবং চারপাশের গ্রুপগুলোর দিকে চেয়ে শুনতে লাগলেন কী আলোচনা চলছে। মন-মরা হয়ে ছিলেন তিনি, বিশেষ করে এই জন্য যে উনি দেখতে পাচ্ছেন সবাই চাঙ্গা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ব্যস্ত, আর তিনিই এবং নৌবাহিনীর উর্দি পরা দন্তহীন জনৈক বৃদ্ধেরই কেবল কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কাজ নেই। লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন।

'কী পাজি! আমি বলেছিলাম, কিন্তু না; কেন! তিন বছরের মধ্যে উনি জোগাড় করে উঠতে পারলেন না' — সতেজে বলছিলেন অনুচ্চ চেহারার কোলকুঁজো এক জমিদার, পমেডের প্রলেপ দেওয়া তাঁর চুল এসে পড়েছে উর্দির নকশা-তোলা কলারের ওপর। নতুন, বোঝা যায় নির্বাচন উপলক্ষেই কেনা বুটের হিল সজোরে ঠুকছিলেন তিনি। লেভিনের দিকে একটা বিরক্ত দৃষ্টিপাত করে জমিদার ঝট করে ঘুরে গেলেন।

'কারসাজি আছে, সে আর বলতে' — সরু গলায় বললেন ক্ষুদ্রকায় আরেক জমিদার।

এই দু'জনের পেছনে মোটাসোটা এক জেনারেলকে ঘিরে জমিদারদের পুরো একটা ঝাঁক তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে আসছিল লেভিনের দিকে। জমিদাররা স্পষ্টতই একটা জায়গা খুঁজছিল যেখানে কথা কইলে অন্যের কানে যাবে না।

'কী স্পর্ধা, বলে কিনা ওর ট্রাউজার চুরি করতে বলেছি আমি! বেচে দিয়ে মদ টেনেছে বলে মনে হয়। ওকে আর ওর প্রিন্স খেতাবকে আমি কেয়ার করি থোড়াই। কথা বলতে এসো না, এটা খচরামি!'

'কিন্তু ওরা যে আইনের ধারার আশ্রয় নিয়েছে' — কথা হচ্ছিল আরেকটা গ্রুপে, 'তাঁর স্ত্রীকে অভিজাত বলে তালিকাভুক্ত করা উচিত।'

'চুলোয় যাক গে ধারা! আমি অন্তর থেকে কথা কইছি। ঘরানা অভিজাত। বিশ্বাস করতে হয়।'

'হুজুর, চলুন যাই, চমৎকার শ্যাম্পেন!'

একজন অভিজাত প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন বলছিল এবং আরেকটা দল আসছিল তার পিছু পিছু; মদ খাইয়ে মাতাল করা তিন জনের মধ্যে সে একজন।

'মারিয়া সেমিওনোভনাকে আমি সর্বদাই বলেছিলাম জমি খাজনায় দিতে, কেননা নিজে উনি চালাতে পারেন না' — শ্রুতিমধুর গলায় বললেন মোচ পাকা এক জমিদার, পরনে সাবেকী জেনারেল স্টাফের কর্নেলী উর্দি; ইনি সেই জমিদার লেভিন যাঁকে দেখেছিলেন স্ভিয়াজ্স্কির ওখানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারেন তিনি। জমিদারও লেভিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন।

'ভারি আনন্দ হল। চিনব না মানে! বেশ ভালো মনে আছে। গত বছর। অভিজাতপ্রমুখ স্ভিয়াজ্স্কির ওখানে।'

'তা আপনার কৃষিকর্ম কেমন চলছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'সেই একইরকম লোকসানে' — জমিদার বললেন বিনীত হাসি ফুটিয়ে, কিন্তু এই প্রশান্তি ও প্রত্যয় নিয়ে যে তাই-ই হওয়া দরকার। লেভিনের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, জিগ্যেস করলেন: 'কিন্তু আপনি আমাদের গুবের্নিয়ায় যে? আমাদের কু'দেতায় যোগ দিতে এসেছেন?' ফরাসি শব্দটা বললেন তিনি দৃঢ় কিন্তু খারাপ উচ্চারণে। 'সারা রাশিয়া চলে

এসেছে, কামেরহেররাও, প্রায় মন্ত্রীরাও' — স্তেপান আর্কাদিচের দর্শনধারী মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। শাদা পেন্টালুন আর কামেরহেরী উর্দিতে তিনি হাঁটছিলেন এক জেনারেলের সঙ্গে।

'আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে অভিজাত নির্বাচনের গুরুত্ব আমি বুঝি কম' — লেভিন বললেন।

জমিদার চাইলেন তাঁর দিকে।

'বোঝার আবার আছে-টা কী? কোনো গুরুত্বই নেই। ক্ষীয়মাণ একটা প্রতিষ্ঠান, চলে যাচ্ছে জাড্যের শক্তিতে। উর্দিগুলো দেখুন, তা দেখেই বুঝতে পারবেন, এটি সালিশী জজ, স্থায়ী সদস্য ইত্যাদির সমাবেশ, অভিজাতদের নয়।'

'তাহলে আপনি আসেন কেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'প্রথমত অভ্যাসবশে। তা ছাড়া যোগসম্পর্কাদি রাখতে হয়। কিছু পরিমাণে নৈতিক দায়িত্বও। আর সত্যি বললে, নিজের স্বার্থও আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্যের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। ওরা ধনী নয়, তাই ওকে চালু করে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওঁনারা আসেন কেন?' বিষজিহ্ব যে ভদ্রলোকটি প্রদেশপালের টেবিল থেকে কথা বলেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নতুন পুরুষ।'

'নতুন নয় হল। কিন্তু অভিজাত নয়। ওরা জমিদার আর আমরা ভূস্বামী। অভিজাত হিশেবে ওরা নিজেই নিজেদের খতম করছে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে আয়ু ফুরিয়েছে প্রতিষ্ঠানটার।'

'ফুরিয়েছে ফুরোক। তাহলেও সম্মান দেখাতে হয়। অন্তত স্নেৎকোভকে... আমরা ভালো হই, না হই, হাজার বছর ধরে বাড়ছি। ধরুন, আপনি বাড়ির সামনে একটা বাগান করতে চান আর সেখানে রয়েছে একশ' বছরের একটা গাছ... সে গাছ দরকচামারা, বুড়ো হলেও ফুলভুঁই আর কেয়ারির জন্যে তাকে কাটতে তো যাবেন না। বরং ফুলভুঁইগুলো এমনভাবে বসাবেন যাতে কাজে লাগে গাছটা। ওটা তো আর এক বছরে বেড়ে উঠবে না' — সাবধানে এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তা আপনার কৃষিকর্ম কেমন চলছে?'

'খারাপ। শতকরা পাঁচ।'

'হ্যাঁ, অথচ নিজেকে আপনি ধরছেন না। আপনারও তো কিছু দাম

আছে। শুনুন, নিজের কথা বলি। যতদিন আমি ফৌজে ছিলাম, কৃষিকর্মে লাগি নি, পেতাম তিন হাজার। আর এখন ফৌজের চেয়ে বেশি খাটছি, কিন্তু পাচ্ছি আপনার মতোই শতকরা পাঁচ, তাও ভগবান দেন। নিজের খাটুনিটা গেল বেফয়দা।'

'তাহলে কেন এটা করছেন? যখন সোজাসুজি লোকসান?'

'অথচ করছি! উপায় নাই। অভ্যাস আর কি, জানি যে তাই করা দরকার। আপনাকে আরো বলি' — জানালার বাজুতে কনুই ভর দিয়ে উনি বলে চললেন, 'কৃষিকর্মে ছেলের কোনোরকম আগ্রহ নেই। বোঝা যাচ্ছে পণ্ডিত হবে। অথচ কাউকে তো চালিয়ে যাওয়া দরকার। তাই করি। এইতো এ বছর বাগান বসালাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক' — লেভিন বললেন, 'আমি সর্বদা টের পাই যে আমার বিষয়-আশয়ে সত্যিকার কোনো ফয়দা নেই, অথচ করে যাই... জমির জন্যে এ একটা কেমন যেন দায়িত্ব।'

'শুনুন বলি' — জমিদার চালিয়ে গেলেন, 'আমার পড়শী একজন কারবারী, এসেছিল আমার কাছে। আমরা বিষয়সম্পত্তি বাগান সব ঘুরে দেখলাম। বলে, 'না, স্তেপান ভাসিলিচ, সবই আপনার ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু বাগানটায় বড়ো অযত্ন।' অথচ বাগান আমার অযত্নে নেই। 'আমার কথা যদি শোনেন, আমি হলে ঐ লিন্ডেন গাছগুলোকে কেটে ফেলতাম, শুধু রসটা বার করে নিয়ে। লিন্ডেন গাছ তো এখানে হাজার, হাজার। প্রচুর খাশা বাকল হবে। আর বাকলের এখন ভালো দাম। আমি হলে কেটে ফেলতাম।"

'আর সে টাকায় ও গরুবাছুর বা জমি কিনত জলের দামে, চাষীদের তা খাজনায় বিলি করত' — হেসে কথাটা শেষ করলেন লেভিন, স্পষ্টতই এরকম হিসাব তাঁকে শুনতে হয়েছে একাধিক বার। 'ও সম্পত্তি করবে আর ভগবান করুন, আপনার আমার যা আছে শুধু সেইটুকু ধরে রেখে ছেলেমেয়েদের যেন দিয়ে যেতে পারি।'

'শুনেছি, আপনি বিবাহিত?' জিগ্যেস করলেন জমিদার।

'হ্যাঁ' — সগর্ব তৃপ্তিতে লেভিন বললেন; 'কেমন যেন আশ্চর্য' — বলে চললেন তিনি, 'আমরা হিসাবের পরোয়া না করে চলি, আমাদের এখানে বসানো হয়েছে ঠিক পুরাকালের ভেস্টালদের মতো কোনোরকমে আগুন আগলিয়ে রাখতে।'

শাদা মোচের নিচে মুচকি হাসলেন জমিদার।

'আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, যেমন অন্তত বন্ধুবর নিকোলাই ইভানিচকেই ধরুন, কিংবা কাউন্ট দ্রন্‌স্কি, যিনি এখানে বসত পেতেছেন, তাঁরা চান কৃষি চালাতে শিল্পের কায়দায়, কিন্তু পুঁজি লোকসান দেওয়া ছাড়া এযাবৎ কিছুই দাঁড়ায় নি।'

'কিন্তু কারবারীটার মতো আমরা করছি না কেন? বাকলের জন্যে কেন কেটে ফেলছি না বাগান?' যে জিজ্ঞাসাটা লেভিনকে হতভম্ব করছিল, তাতে ফিরে এসে তিনি বললেন।

'ঐ যে আপনি বললেন, আগুন আগলিয়ে রাখা। নইলে অভিজাতদের কাজ আবার কী? আর অভিজাতদের কাজটা চলে এখানে নয়, নির্বাচনে নয়, সেখানে, নিজের কোণটিতে। সামাজিক একটা সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের একটা স্বতঃবোধও আছে কী করা উচিত, কী নয়। চাষীদেরও আছে: মাঝে মাঝে দেখি কী ভালো চাষী, যত পারে জমি করছে। সে জমি যত খারাপই হোক চষে যাচ্ছে। শুধু হিসাবের পরোয়া না করে। স্রেফ লোকসান দিয়ে।'

'আমরাও তাই' — লেভিন বললেন আর তাঁর দিকে স্ভিয়াজ্‌স্কিকে আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'দেখা হয়ে খুবই, খুবই আনন্দ হল।'

'আপনার বাড়ির পর আমাদের ফের দেখা হল এই প্রথম' — জমিদার বললেন, 'কথাবার্তাও হল।'

'কী, নতুন ব্যবস্থার মুণ্ডপাত করলেন তো?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন স্ভিয়াজ্‌স্কি।

'তা ছাড়া কি চলে।'

'বুক জুড়ালেন।'

॥ ৩০ ॥

স্ভিয়াজ্‌স্কি লেভিনের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে চললেন নিজেদের লোকেদের কাছে।

এখন আর দ্রন্‌স্কিকে এড়ানো যায় না। স্তেপান আর্কাদিচ আর সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন লেভিনের দিকেই।

'ভারি আনন্দ হল। মনে হচ্ছে প্রিন্সেস শ্যেরবাৎস্কায়ার বাড়িতে... আপনার সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার' -- লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভ্রন্স্কি বললেন।

'হ্যাঁ, আমাদের সাক্ষাৎটা আমার খুবই মনে আছে' — সিঁদুরে লাল হয়ে লেভিন বললেন এবং তক্ষুনি ফিরে কথা শুরু করলেন দাদার সঙ্গে।

সামান্য হেসে স্ভিয়াজ্স্কির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন ভ্রন্স্কি. বোঝা যাচ্ছিল লেভিনের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু লেভিন দাদার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন ভ্রন্স্কির দিকে. ভাবছিলেন তাঁর রূঢ়তা মোচনের জন্য কথা বলা যায় কী বিষয়ে।

'এখন তাহলে ব্যাপারটা কী নিয়ে?' স্ভিয়াজ্স্কি আর ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'স্নেৎকোভকে নিয়ে। দরকার উনি হয় আপত্তি করুন নয় সম্মতি দিন' -- জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'তা উনি সম্মতি দিয়েছেন, নাকি দেন নি?'

'ব্যাপারটাই তো এই যে তিনি কোনোটাই করছেন না' — বললেন ভ্রন্স্কি।

'উনি যদি আপত্তি করেন, কে দাঁড়াবে?' ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে বললেন লেভিন।

'যে চায়।' — স্ভিয়াজ্স্কি বললেন।

'আপনি দাঁড়াবেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'অন্তত আমি বাপু নই' — বিব্রত হয়ে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে দণ্ডায়মান বিষজিহ্ব ভদ্রলোকের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করে স্ভিয়াজ্স্কি বললেন।

'কে তাহলে? নেভেদোভস্কি?' লেভিন জিগ্যেস করলেন। টের পাচ্ছিলেন যে তিনি একটা গোলমাল করে ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ। নেভেদোভস্কি আর স্ভিয়াজ্স্কি ছিলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।

'আমি কোনোক্রমেই নই' — জবাব দিলেন বিষজিহ্ব ভদ্রলোক।

বোঝা গেল ইনিই নেভেদোভস্কি। স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের।

'কী তোমারও আঁতে ঘা লেগেছে?' ভ্রন্‌স্কির দিকে চোখ মটকে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'এ যেন ঘোড়দৌড়, বাজিও রাখা যায়।'

'হ্যাঁ, ঘা লেগেছে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'ব্যাপারটা হাতে একবার নিলে তার হেস্তনেস্ত করার ইচ্ছে হয়। সংগ্রাম!' ভুরু কুঁচকে নিজের শক্ত দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'কী কাজের লোক স্ভিয়াজ্‌স্কি! সবকিছু ওর কাছে পরিষ্কার।'

'ও হ্যাঁ' — অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন ভ্রন্‌স্কি।

নীরবতা নামল আর সে সময় কিছু একটার দিকে তাকাতে হয় বলে ভ্রন্‌স্কি তাকালেন লেভিনের দিকে, তাঁর পা, তাঁর উর্দি, তাঁর মুখের দিকে, তাঁর বিষণ্ণ দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ দেখে কিছু একটা বলতে হয় বলে মন্তব্য করলেন:

'আপনি বরাবর গ্রামবাসী হয়েও সালিশ জজ নন কেন? সালিশ জজের উর্দি তো আপনি পরেন নি দেখছি।'

'কারণ আমি মনে করি সালিশী আদালত একটা নির্বোধ প্রতিষ্ঠান' — মন-মরার মতো জবাব দিলেন লেভিন, এতক্ষণ তিনি ছিলেন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কথা বলার সুযোগের অপেক্ষায় যাতে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর রূঢ়তাটা ক্ষালন করে নিতে পারেন।

'আমি তা মনে করি না, উল্টোটা ভাবি' — শান্ত বিস্ময়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'এটা খেলনা' — লেভিন বাধা দিলেন তাঁকে, 'সালিশির আমাদের প্রয়োজন নেই। আট বছরের মধ্যে সালিশী আদালতের কাছে আমার কোনো কাজ ছিল না, যা ছিল তাতে রায় হয়েছে উল্টো। আমার ওখান থেকে আদালত চল্লিশ ভার্স্ট দূরে। যে মামলার ফয়সালা হয় দুই রুব্‌লে, তার জন্যে আমাকে এজেন্ট পাঠাতে হয় পনের রুব্‌ল দিয়ে।'

এবং তিনি একজন চাষীর কথা বললেন যে কলমালিকের কাছ থেকে ময়দা চুরি করেছিল, কলমালিক সে কথা তাকে বলতে সে কুৎসা রটনার দায়ে মামলা ঠোকে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কাহিনীটা অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধোচিত, বলবার সময় লেভিন নিজেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'ও, ভারি অসাধারণ বটে' — মধুমাখা হাসি হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিন্তু চলুন, মনে হচ্ছে ভোট শুরু হয়েছে...'

ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন।

'আমি বুঝি না' — ভাইয়ের কতকগুলি উদ্ভট কান্ড চোখে পড়ায় সেৰ্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি বুঝি না এই মাত্রায় সর্ববিধ রাজনৈতিক বোধ হারানো যায় কেমন করে। এ বোধ আমাদের, রুশীদের নেই। গুবের্নিয়া প্রমুখ আমাদের শত্রু — তুমি তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছ, দাঁড়াতে বলছ নির্বাচনে। আর কাউন্ট ভ্রন্স্কি... ওঁকে আমি বন্ধু বানাব না; উনি ডেকেছেন ডিনারে, আমি যাব না; কিন্তু উনি আমাদের দলে, কেন শত্রু করে তুলতে হবে ওঁকে? তারপর নেভেদোভস্কিকে তুমি শুধালে সে নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা। এ সব কেউ করে না।'

'আহ্, আমি কিছুই বুঝি না! এ সবই নিরর্থক ব্যাপার' — বিষণ্ণ বদনে বললেন লেভিন।

'বলছ অনর্থক, কিন্তু তার মধ্যে গিয়ে সব গুলিয়ে ফ্যালো।'

লেভিন চুপ করে রইলেন, দুজনেই তাঁরা গেলেন বড়ো হলঘরে।

গুবের্নিয়া প্রমুখ বাতাসে যদিও গন্ধ পাচ্ছিলেন কিছু একটা প্যাঁচ কষা হচ্ছে, এবং যদিও সবাই তাঁকে দাঁড়াতে অনুরোধ করে নি, তাহলেও ঠিক করলেন দাঁড়াবেন। হলঘরে সবাই চুপ করে গেলেন আর সেক্রেটারি উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করলেন যে গুবের্নিয়া প্রমুখ পদের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন গার্ড ক্যাপটেন মিখাইল স্তেপানোভিচ স্নেৎকোভ।

উয়েজ্দ্ প্রমুখেরা তাঁদের টেবিল থেকে বল ভরা প্লেট নিয়ে গেলেন প্রদেশপালের টেবিলের দিকে, শুরু হল ভোটাভুটি।

উয়েজ্দ্ প্রমুখের পেছন পেছন দাদার সঙ্গে লেভিন যখন টেবিলের দিকে যাচ্ছিলেন ফিসফিস করে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বললেন: 'ডান দিকে ফেলো।' যেসব কারণাকারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল ইতিমধ্যে সে সব ভুলে গিয়ে তাঁর ভয় হল, 'ডান দিকে' বলে স্তেপান আর্কাদিচ ভুল করেন নি তো। স্নেৎকোভ তো তাঁদের শত্রু। ডান হাতে বল নিয়ে বাক্সের কাছে গিয়ে ভুল করছে ভেবে একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা পাচার করলেন বাঁ হাতে এবং বোঝাই যায় যে তা বাঁয়েই ফেললেন। ওয়াকিবহাল যে ভদ্রলোকটি বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনুইয়ের এক ভঙ্গিতেই যিনি বুঝে নেন কে কোথায় বল ফেলছে, তিনি অপ্রসন্ন হয়ে মুখ কোঁচকালেন। নিজের অন্তর্ভেদী ক্ষমতা জাহির করার অন্য কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

সবাই চুপ করে গেলেন যখন ভোট গণনা হচ্ছিল। পরে একক একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা।

গুবের্নিয়া প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছেন রীতিমতো সংখ্যাধিক ভোটে। সবাই কলরব করে উঠলেন, সবেগে ছুটলেন দরজার দিকে। স্লেৎকোভ ভেতরে এলেন, অভিজাতরা অভিনন্দন জানিয়ে ঘিরে ধরলেন তাঁকে।

'এখন শেষ তো?' সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'মাত্র শুরু হচ্ছে' — হেসে সের্গেই ইভানোভিচের হয়ে জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি। উপপ্রমুখ পেতে পারে আরো বেশি ভোট।'

ফের এ কথাটা মনে ছিল না লেভিনের। কেবল এখন তাঁর স্মরণ হল কী একটা যেন সূক্ষ্ম চাল ছিল এর পেছনে, কিন্তু সেই সূক্ষ্মতাটা কিসে তা ভাবতে বেজার লাগল তাঁর; মন খারাপ হয়ে গেল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই জটলা থেকে বেরিয়ে যান।

কেউ যেহেতু মন দিচ্ছিল না তাঁর দিকে, এবং মনে হল কারো প্রয়োজন নেই তাঁকে, চুপি চুপি তিনি রওনা দিলেন জলযোগের ছোটো হলটায় এবং ফের পরিচারকদের দেখে ভারি হালকা লাগল তাঁর। বৃদ্ধ পরিচারক তাঁকে আমন্ত্রণ করলে কিছু মুখে তুলতে, লেভিন রাজি হলেন। বরবটি সহযোগে একটা কাটলেট খেয়ে, এবং পরিচারকের সঙ্গে তার আগেকার মনিবদের নিয়ে আলাপ করার পর লেভিনের ইচ্ছে হল না তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলঘরটায় ঢোকেন, গেলেন গ্যালারিতে।

গ্যালারি সুসজ্জিত মহিলায় ভরা, নিচে যে আলোচনা হচ্ছিল, রেলিঙে ভর দিয়ে তার একটা ফসকে না যেতে দিতে তাঁরা সচেষ্ট। মহিলাদের কাছে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিলেন সুবেশী সব অ্যাডভোকেট, চশমাধারী জিমন্যাসিয়াম শিক্ষক, সামরিক অফিসার। সর্বত্রই আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে, গুবের্নিয়া প্রমুখ কিরকম জেরবার হয়ে পড়েছিলেন আর কী চমৎকার হয়েছিল বিতর্ক, তাই নিয়ে। একটা দলে লেভিন শুনলেন তাঁর দাদার প্রশংসা। একজন মহিলা অ্যাডভোকেটকে বলছিলেন:

'কজ্নিশেভের বক্তৃতা শুনে কীযে আনন্দ হল! খাওয়া ফেলে রেখে তা শোনার মতো। চমৎকার! সবকিছু পরিষ্কার, সুস্পষ্ট! আপনাদের আদালতে কেউ এমন করে বলতে পারে না। হয়ত-বা শুধু এক মেইডেল। কিন্তু তিনিও মোটেই এমন বাক্পটু নন।'

রেলিঙের কাছে একটা খালি জায়গা পেয়ে তাতে ভর দিয়ে লেভিন দেখতে আর শুনতে লাগলেন।

অভিজাতরা সবাই নিজেদের উয়েজ্দের জন্য আলাদা করা ঘের দেওয়া

আসনগুলোয় বসে ছিলেন। হলের মাঝখানে উর্দি পরা একটি লোক তীক্ষ্ন সরু গলায় ঘোষণা করলেন:

'উপপ্রমুখের পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন স্টাফ-ক্যাপটেন ইয়েভ্‌গেনি ইভানোভিচ আপুখ্‌তিন!'

মৃত্যুবৎ স্তব্ধতা নামল, শোনা গেল একটা জরাজীর্ণ ক্ষীণ গলা:

'প্রত্যাহার করছি!'

আবার শোনা গেল: 'নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন প্রিভি কাউন্সেলার পিওত্‌র পেত্রভিচ বল্‌!'

'প্রত্যাহার করছি!' শোনা গেল যুবকের একটা খ্যাঁকখেঁকে গলা।

ফের একই জিনিস শুরু হল এবং ফের 'প্রত্যাহার করছি'। এই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। রেলিঙে কনুই ভর দিয়ে লেভিন দেখছিলেন আর শুনছিলেন। প্রথমটা তাঁর অবাক লাগছিল, বুঝতে চেষ্টা করছিলেন কী এর মানে; তারপর বুঝতে যে পারবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় তাঁর ব্যাজার লাগতে লাগল। তারপর সকলের মুখে তিনি যে উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছেন, সেটা মনে পড়ায় ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর; ঠিক করলেন চলে যাবেন। নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন গ্যালারিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে ফুলো ফুলো চোখে জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র। সিঁড়িতে দেখা হল এক যুগলের সঙ্গে. ছিল খটখটিয়ে মহিলা দ্রুত উঠছিলেন আর সহ-অভিশংসক বলছিলেন:

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম যে দেরি হবে না' — লেভিন তখন পাশে সরে গিয়ে মহিলার জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

লেভিন বেরিয়ে যাবার সিঁড়ির কাছে এসে যখন ওয়েস্ট-কোট থেকে ওভারকোটের কুপন বার করছিলেন, সেক্রেটারি এসে ধরলেন তাঁকে: 'অনুগ্রহ করুন কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ, ভোট চলছে।'

অমন দৃঢ়ভাবে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই নেভেদোভস্কি দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে।

দরজার দিকে গেলেন লেভিন। হলের দরজা বন্ধ। সেক্রেটারি টোকা দিতে দরজা খুলে গেল, রক্তিম বদনে লেভিনের দিকে ছুটে এল দু'জন জমিদার।

'আমি আর পারছি না' — বললে রক্তিমবদনদের একজন।

জমিদারের পেছনে উঁকি দিল গুবের্নিয়া প্রমুখের মুখ। আতংকে আর ক্লেশে সে মুখ ভয়াবহ।

'আমি তোমায় বলেছিলাম যে কাউকে বেরতে দেবে না!' দরোয়ানের উদ্দেশে হুঙ্কার দিলেন তিনি।

'আমি শুধু ঢুকতে দিয়েছি হুজুর!'

'আরে ভগবান!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে শাদা পেণ্টালুন পরা গুবের্নিয়া প্রমুখ ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন হলের মাঝখানে পাতা বড়ো টেবিলটার কাছে।

যা হিসাব করা হয়েছিল, নেভেদোভস্কিকে এত বেশি ভোট দেওয়া হয়েছিল যে তিনিই হলেন নতুন গুবের্নিয়া প্রমুখ। অনেকেরই ফুর্তি হল, অনেকেই সন্তুষ্ট, সুখী, অনেকে উল্লসিত, অনেকে আবার অসন্তুষ্ট, অসুখী। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন গুবের্নিয়া প্রমুখ, সেটা তিনি লুকাতেও পারছিলেন না। নেভেদোভস্কি যখন হল থেকে বেরুলেন, জনতা ঘিরে ধরল তাঁকে এবং সোল্লাসে তাঁর অনুগমন করতে লাগল ঠিক যেভাবে নির্বাচন উদ্বোধনের পর তারা অনুগমন করেছিল প্রদেশপালের এবং স্নেৎকোভ যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন যেভাবে তারা অনুগমন করেছিল তাঁর।

॥ ৩১ ॥

সেদিন নবনির্বাচিত গুবের্নিয়া প্রমুখ এবং নতুনদের বিজয়ী পার্টির অনেকের জন্য ডিনারের আয়োজন করলেন ভ্রন্স্কি।

নির্বাচনে ভ্রন্স্কি এসেছিলেন কারণ গ্রামে তাঁর একঘেয়ে লাগছিল, তা ছাড়া আন্নার কাছে নিজের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করতে হত এবং জেমস্ত্ভো পরিষদের নির্বাচনে স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর জন্য যতকিছু করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে তা পরিশোধ করা, আর সর্বোপরি অভিজাত ও ভূস্বামীর যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছেন, তজ্জনিত সমস্ত কর্তব্য কঠোরভাবে পালনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি মোটেই আশা করেন নি যে নির্বাচনের ব্যাপারটা তাঁকে এমন মাতাবে, উত্তেজিত করবে, আর ব্যাপারটা তিনি এত ভালোভাবে নির্বাহ করতে পারবেন। অভিজাতদের মহলে তিনি একেবারে নতুন, কিন্তু স্পষ্টতই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন এবং এ কথা ভেবে ভুল করেন নি যে অভিজাতদের

মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। এ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে: তাঁর ধনসম্পত্তি এবং কাউন্ট পদ; শহরে খাশা একটা বাসা যা তাঁর জন্য ছেড়ে দেন তাঁর পুরনো পরিচিত শির্কভ, যিনি আর্থিক ব্যাপারে নিয়োজিত, এবং কাশিনে উন্নতিশীল একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা; গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ভ্রন্‌স্কির চমৎকার পাচক; প্রদেশপালের সঙ্গে সখ্য, আগেই যিনি ছিলেন ভ্রন্‌স্কির বন্ধু ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাধন্য; কিন্তু সবচেয়ে বেশি সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সহজ, সমান ব্যবহার, যাতে তাঁর কল্পিত অহংকার সম্পর্কে অধিকাংশ অভিজাতের ধারণা বদলায়। নিজেই ভ্রন্‌স্কি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়ার স্বামী এই যে খেপাটে ভদ্রলোকটি à propos de bottes* উন্মাদ আক্রোশে তাঁকে রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে মনের ঝাল ঝেড়েছেন, তিনি ছাড়া যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, তেমন প্রতিটি অভিজাতই হয়েছেন তাঁর পক্ষপাতী। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অন্যেরা স্বীকার করছিল যে নেভেদোভস্কির সাফল্যে তাঁর অবদান যথেষ্ট। আর এখন নিজের বাড়িতে খাবারের টেবিলে বসে নেভেদোভস্কির জয়োৎসব উপলক্ষে নিজের নির্বাচিতের বিজয়ের জন্য তাঁর একটা মধুর অনুভূতি হচ্ছিল। নির্বাচনে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি বিবাহিত লোক হন, তাহলে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন বলে ভাবছিলেন — জকি পুরস্কার পাবার পর যেমন নিজেরই ইচ্ছা হয় ঘোড়া ছোটাবার।

এখন উৎসব হচ্ছে সেই বিজয়ী জকিকে নিয়ে। ভ্রন্‌স্কি বসেছিলেন টেবিলের শিয়রে, ডান দিকে যুবক প্রদেশপাল, জার সুইটের অন্তর্ভুক্ত জনৈক জেনারেল। যে প্রদেশপাল গুরুগম্ভীরভাবে নির্বাচনের উদ্বোধন করেন, বক্তৃতা দেন, অনেকের মধ্যেই সম্মান ও পদলেহনের মনোভাব জাগান — যা ভ্রন্‌স্কি দেখতে পাচ্ছিলেন, সবার কাছে তিনিই গুবের্নিয়ার কর্তা; ভ্রন্‌স্কির কাছে কিন্তু ইনি নিতান্তই কাৎকা মাসলভ — পেজ কোরে এই ছিল তাঁর ডাকনাম, ভ্রন্‌স্কির সামনে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন আর তাঁকে mettre à son aise** চেষ্টা করছিলেন ভ্রন্‌স্কি। তাঁর বাঁ দিকে তাঁর তরুণ, অটল, বিষাক্ত মুখ নিয়ে নেভেদোভস্কি। তাঁর সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির ব্যবহার ছিল সহজ, সশ্রদ্ধ।

* কথা নেই, বার্তা নেই (ফরাসি)।

** চাঙ্গা করার (ফরাসি)।

স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর পরাজয়টা মেনে নিলেন ফুর্তি করেই। তাঁর কাছে এটা পরাজয়ই নয়, যা তিনি নিজেই বলেন নেভেদোভস্কির উদ্দেশে পানপাত্র তোলার সময়: অভিজাতবৃন্দকে যে নতুন ধারা অনুসরণ করতে হবে, এঁর মতো তার সেরা প্রতিনিধি আর পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সমস্ত সাধু ব্যক্তিই তাঁর বর্তমান সাফল্যের পক্ষে থেকেছে, বিজয়োৎসব করছে তাঁকে নিয়ে।

ফুর্তি করে সময় কাটল আর সবাই আনন্দ করছে বলে স্তেপান আর্কাদিচও খুশি ছিলেন। অপূর্ব খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নির্বাচনের ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাক্তন গুবের্নিয়া প্রমুখের অশ্রুসজল বক্তৃতাটা স্ভিয়াজ্স্কি শোনালেন কৌতুক করে। তারপর নেভেদোভস্কিকে লক্ষ করে ফোড়ন কাটলেন: হিসাব পরীক্ষার জন্য চোখের জলের চেয়ে আরো জটিল কোনো পদ্ধতি নিতে হবে হুজুরকে। আরেক জন রসিক ভদ্রলোক বললেন যে গুবের্নিয়া প্রমুখের নির্বাচন উপলক্ষে বলনাচের জন্য মোজা পরা চাপরাশিদের বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন তাদের ফেরত পাঠাতে হচ্ছে যদি অবশ্য নতুন গুবের্নিয়া প্রমুখ মোজাপরা চাপরাশিদের নিয়ে বলনাচের আয়োজন না করেন।

ডিনারের সময় নেভেদোভস্কিকে সম্বোধন করা হচ্ছিল 'আমাদের গুবের্নিয়া প্রমুখ' আর 'হুজুর' বলে।

তা বলে তাঁরা সেইরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন যেমন লোকে পেয়ে থাকে নববিবাহিত তরুণীকে 'মাদাম অমুক' বলতে পেরে। নেভেদোভস্কি ভাব করলেন খেতাবটায় তাঁর কিছু এসে যায় না তাই শুধু নয়, এটাকে তিনি ঘৃণাই করেন, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে উনি খুশিই হচ্ছেন, তবে যে নতুন উদারনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সবাই রয়েছেন, তার পক্ষে অশোভন একটা উল্লাস প্রকাশ না করার জন্য সংযত রাখছিলেন নিজেকে।

ডিনারের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী কিছু লোকের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল। খুবই শরিফ মেজাজে ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তিনিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'নেভেদোভস্কি নির্বাচিত হয়েছেন বারো ভোটে। অভিনন্দন। খবরটা অন্যাদের দিও।' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিনি টেলিগ্রামের বয়ান দিতে থাকলেন এবং মন্তব্য করলেন: 'ওরাও আনন্দ করুক।' বার্তা পেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টেলিগ্রামের পেছনে যে এক

রুব্‌ল খরচ হয়েছে তার জন্য এবং বুঝলেন এটা ডিনারের শেষদিককার ব্যাপার। তিনি জানতেন যে ভালো একটা ডিনারের শেষে 'faire jouer le télégraphe'* স্তিভার একটা দুর্বলতা।

উৎকৃষ্ট আহার এবং রুশী নয়, সোজা বিদেশে বোতলজাত করা সুরা মিলিয়ে সবই হয়েছিল বেশ সম্ভ্রান্ত, সহজ আর হাসিখুশি। একমতাবলম্বী, উদারনৈতিক, কিন্তু সেইসঙ্গে সুরসিক সজ্জন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ভিয়াজ্‌স্কি বেছেছিলেন জনাবিশেক লোকের একটা দল। নতুন গুবেনির্য়া প্রমুখ, প্রদেশপাল, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আর 'আমাদের অমায়িক গৃহস্বামীর' স্বাস্থ্যপান করা হল, তাও অর্ধেক রহস্য করে।

ভ্রন্‌স্কি খুশি হয়েছিলেন। মফস্বলে যে এমন একটা মধুর পরিবেশ সম্ভব তা আশা করেন নি তিনি।

ডিনারের শেষে ফুর্তি জমল আরো বেশি। সার্ব ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য তাঁর স্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত একটি কনসার্টে আসতে প্রদেশপাল আমন্ত্রণ জানালেন ভ্রন্‌স্কিকে, স্ত্রী তাঁর সঙ্গে পরিচিতও হতে চান।

'বলনাচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দেখতে পাবে আমাদের সুন্দরীকে। সত্যিই অপরূপা।'

'Not in my line'** — তাঁর মনে ধরে যাওয়া বুলিটা ভ্রন্‌স্কি বললেন বটে, তাহলেও হেসে কথা দিলেন যে যাবেন। টেবিল ছেড়ে যাবার আগে সবাই যখন ধূমপান করছে ভ্রন্‌স্কির সাজভৃত্য ট্রে-তে করে একটা চিঠি এনে দিলে।

'ভজ্‌দ্‌ভিজেন্‌স্কয়ে থেকে একজন লোক নিয়ে এসেছে' — সে বললে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

ভ্রন্‌স্কি যখন ভুরু কুঁচকে চিঠিটা পড়ছিলেন, অতিথিদের মধ্যে কে একজন তাঁর সাজভৃত্য সম্পর্কে বলে উঠলেন ফরাসিতে: 'ঠিক আমাদের অভিশংসক স্ভেন্তিৎস্কির মতো দেখতে, আশ্চর্য।'

চিঠি পাঠিয়েছেন আন্না। পড়ার আগেই ভ্রন্‌স্কি জানতেন কী তাতে লেখা আছে। নির্বাচন পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরবেন শুক্রবারে। আজ শনিবার এবং তিনি জানতেন

* টেলিগ্রাফের অপব্যবহার করা (ফরাসি)।

** ওটা আমার ধারায় নেই (ইংরেজি)।

যথাসময়ে না ফেরার জন্য তিরস্কার আছে চিঠিতে। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সম্ভবত তা এখনো পৌঁছয় নি।

যা ভেবেছিলেন, চিঠির বক্তব্য তাই-ই। কিন্তু তার প্রকাশটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অতি বিশ্রী লাগল। 'আমি খুব অসুস্থ. ডাক্তার বলছে নিউমোনিয়া হতে পারে। আমি একা, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। প্রিন্সেস ভারভারা কোনো সাহায্য নন, বাধা। গত পরশু, গত কাল আমি তোমায় আশা করেছিলাম. এখন লোক পাঠাচ্ছি জানতে কোথায় তুমি, কী ব্যাপার। আমি নিজেই ভেবেছিলাম যাব. কিন্তু তোমার ভালো লাগবে না জানা থাকায় গেলাম না। কিছু একটা জবাব দিয়ো যাতে বুঝতে পারি কী করতে হবে আমায়।'

'মেয়েটা অসুস্থ আর ও চাইছিল কিনা আসতে। মেয়েটা অসুস্থ আর এইরকম একটা বিদ্বেষের সুর।'

নির্বাচনের এই নিরীহ আনন্দ আর যে বিমর্ষ. দুঃসহ প্রেমের কাছে তাঁকে ফিরতে হবে. দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অভিভূত করল তাঁকে। কিন্তু যেতেই হবে, রাত্রের প্রথম ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন।

॥ ৩২ ॥

ভ্রন্স্কি প্রতিবার বাইরে চলে যাবার সময় যে কান্ডগুলো ঘটত, তা ভ্রন্স্কিকে তাঁর প্রতি আসক্ত না করে নিরাসক্ত করে তুলতে পারে, এইটে ভেবে দেখে ভ্রন্স্কি নির্বাচনে যাবার আগে আন্না স্থির করেছিলেন যে শান্তভাবে বিচ্ছেদ সইবার জন্য নিজের ওপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু যাত্রার কথা ঘোষণা করতে এসে যে হিমশীতল কঠোর দৃষ্টিতে ভ্রন্স্কি তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে, তাতে আহত হন আন্না, ভ্রন্স্কি রওনা দেবার আগেই সব প্রশান্তি চূর্ণ হয়ে যায় তাঁর।

এই যে দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছিল স্বাধীনতার অধিকার, একাকিত্বে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বরাবরের মতো আন্না পৌঁছলেন নিজের সেই একই অবমাননাবোধে। 'যখন আর যেখানে খুশি যাবার অধিকার তার আছে। শুধু নিজে যাবার নয়. আমাকে রেখে যাবারও! সব অধিকার ওর আছে. আমার কিছুই নেই। সেটা জানা থাকায় এটা করা তার অন্যায়

হয়েছে। কিন্তু কী করল সে?.. আমার দিকে সে চাইলে হিমশীতল কঠোর মুখভাব নিয়ে। অবিশ্যি এখনো এটা অনির্দিষ্ট, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু আগে এটা ছিল না, এ দৃষ্টি বোঝাচ্ছে অনেক কিছু' — ভাবলেন আন্না, 'এ দৃষ্টি দেখাচ্ছে যে প্রেম জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।'

আর জুড়িয়ে যেতে যে শুরু করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও করার কিছু ছিল না, তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব বদলানো যায় না কোনো দিক থেকেই। ঠিক আগের মতোই তিনি ওঁকে ধরে রাখতে পারেন কেবল ভালোবাসা আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। ভ্রন্‌স্কি যদি তাঁকে আর ভালো না বাসেন তাহলে কী হবে, এই ভয়াবহ চিন্তাটাকে তিনি দিনে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থেকে আর রাতে মর্ফিয়া নিয়ে চাপা দিতে পারতেন ঠিক আগের মতোই। অবিশ্যি আরো একটা উপায় ছিল: তাঁকে ধরে রাখা নয়, — এর জন্য আন্না তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু চান না, কিন্তু ওঁর সঙ্গে সন্নিহিত হওয়া এমন অবস্থায় থাকা যাতে ভ্রন্‌স্কি ওঁকে ত্যাগ না করেন। এই উপায়টা হল বিবাহবিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় বিবাহ। এটাই চাইতে লাগলেন তিনি এবং ভ্রন্‌স্কি বা স্তিভা কথাটা প্রথম তুললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

এই সব ভাবনাচিন্তায় আন্না ভ্রন্‌স্কিকে ছাড়া কাটালেন পাঁচ দিন, যে পাঁচ দিন ওঁর অনুপস্থিত থাকার কথা।

বেরিয়ে, প্রিন্সেস ভারভারার সঙ্গে আলাপ করে, হাসপাতালে গিয়ে আর প্রধান কথা বইয়ের পর বই পড়ে তাঁর সময় কাটল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে, কোচোয়ান যখন ফিরল তাঁকে ছাড়াই, তখন ভ্রন্‌স্কি সম্পর্কে, কী তিনি করছেন সেখানে, সে সম্পর্কে চিন্তাগুলো চাপা দেবার শক্তি তাঁর আর নেই বলে তিনি অনুভব করলেন। এই সময়েই অসুখ হল মেয়ের। তার সেবাশুশ্রূষার ভার নেন তিনি, কিন্তু তাতে মন বসল না, বিশেষত তেমন গুরুতর ছিল না অসুখটা। যত চেষ্টাই করুন, মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারেন নি আন্না, আর ভালোবাসার ভান করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেইদিন সন্ধ্যায় একা হয়ে ভ্রন্‌স্কির জন্য এতই ভয় হল তাঁর যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে শহরে যাবেন, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখে ভ্রন্‌স্কি যে স্ববিরোধী চিঠিটা পান সেটা লেখেন এবং বার্তাবাহক মারফত পাঠান। পরের দিন সকালে ভ্রন্‌স্কির চিঠি পেলেন আন্না আর নিজেরটার জন্য অনুতাপ হল তাঁর। যাবার সময় ভ্রন্‌স্কি যে কঠোর দৃষ্টিপাত করেছিলেন,

বিশেষ করে যখন জানবেন যে মেয়ের অসুখটা গুরুতর নয়, তখন তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ভেবে তাঁর আতংক হল। তাহলেও চিঠিটা লিখেছেন বলে তিনি খুশি। আন্না এখন মানেন যে উনি ভ্রন্স্কির ওপর একটা বোঝা, তাঁর কাছে আসার জন্য ভ্রন্স্কি তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন খেদের সঙ্গে, তাহলেও তিনি আসছেন বলে আন্না খুশি। হোক আন্নাকে তাঁর ভার বোধ, কিন্তু এখানে তিনি আন্নার কাছেই থাকবেন, আন্না তাঁকে দেখতে পাবেন, জানবেন তাঁর প্রতিটি গতিবিধি।

ড্রয়িং-রুমে বাতির নিচে বসে আন্না তে'-র একটা নতুন বই পড়তে পড়তে শুনতে লাগলেন আঙিনায় বাতাসের আওয়াজ আর প্রতি মুহূর্তে রইলেন গাড়ি আসার অপেক্ষায়। কয়েক বার তাঁর মনে হয়েছিল যেন চাকার শব্দ শুনছেন, কিন্তু সেটা ভ্রমাত্মক। অবশেষে শোনা গেল শুধু চাকার শব্দই নয়, কোচোয়ানের চিৎকার, আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায় চাপা আওয়াজ। পেশেন্স খেলায় রত প্রিন্সেস ভারভারারও কানে গেল তা। আন্না লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আগে দু'বার যা করেছেন, সিঁড়ি দিয়ে নিচে না নেমে থেমে গেলেন। নিজের ছলনার জন্য লজ্জা হল তাঁর, কিন্তু ভ্রন্স্কি কিভাবে তাঁকে নেবেন, সেটা ছিল অনেক ভয়ের ব্যাপার। অপমানের জ্বালা আগেই মুছে গিয়েছিল তাঁর। ভ্রন্স্কির মুখে এখন অসন্তোষ ফুটবে কিনা শুধু এই তাঁর এখন ভয়। তাঁর মনে পড়ল মেয়ে আজ দ্বিতীয় দিন একেবারে সুস্থ। মেয়ের ওপর তাঁর রাগই হল যে চিঠি পাঠাতেই সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল ভ্রন্স্কিকে, তাঁর হাত চোখ নিয়ে গোটাটা তিনি এখানে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেন আন্না। অমনি সবকিছু ভুলে তিনি আনন্দে ছুটে গেলেন নিচে।

'কেমন আছে আনি?' সিঁড়ি দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা আন্নাকে তিনি জিগ্যেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

ভ্রন্স্কি বসে ছিলেন চেয়ারে। ভৃত্য তাঁর গরম হাই-বুট টেনে খুলছিল।

'ও কিছু নয়, ভালো আছে।'

'আর তুমি?' গা ঝাড়া দিয়ে শুধালেন ভ্রন্স্কি।

নিজের দুই হাতে ভ্রন্স্কির একখানা হাত ধরে আন্না টেনে নিলেন নিজের কোমরের দিকে, দৃষ্টি সরালেন না তাঁর মুখ থেকে।

'ভারি আনন্দ হল' — আন্নাকে, তাঁর কবরী, তাঁর পোশাকটা যা আন্না

তাঁর জন্যই পরেছেন বলে জানেন, নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে এ সব লক্ষ করে তিনি বললেন।

এ সবই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু ভালো লেগেছে কত কত বার! আর আন্নার যাতে এত ভয়, মুখে তাঁর স্থির হয়ে রইল সেই পাষাণ-কঠোর ভাবটা।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো তো?' ভেজা দাড়ি রুমাল দিয়ে মুছে আন্নার হাতে চুমু খেয়ে বললেন ভ্রন্স্কি।

আন্না ভাবলেন, 'এতে কিছু এসে যায় না, শুধু ও এখানে থাকলেই হল, আর যতক্ষণ সে এখানে, ততক্ষণ আমায় ভালো না বাসার সাহস হবে না তার।'

সন্ধ্যা কাটল আনন্দে, ফুর্তিতে, প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে। তিনি অনুযোগ করলেন যে ভ্রন্স্কি না থাকার সময় আন্না মর্ফিয়া নিয়েছেন।

'কী করা যাবে, ঘুম আসত না যে... ভাবনা-চিন্তায় ব্যাঘাত হত। ও থাকলে আমি মর্ফিয়া নিই না। প্রায় নিই না।'

নির্বাচনের গল্প করলেন ভ্রন্স্কি আর প্রশ্ন করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন প্রধান কথাটায় যা আনন্দ দিয়েছে তাঁকে, যথা তাঁর সাফল্যে। আর বাড়িতে ভ্রন্স্কির যাতে আগ্রহ, সে সব গল্প করলেন আন্না, আর সব কথাই হল অতি মনোরম।

কিন্তু ভর সাঁঝে, প্রিন্সেস ভারভারা চলে যাবার পর আন্না যখন দেখলেন যে ভ্রন্স্কি পুরোপুরি তাঁর করতলগত, তাঁর ইচ্ছে হল চিঠির দরুন সেই দুঃসহ ভাবটা মুছে দিতে। বললেন:

'স্বীকার করো, চিঠি পেয়ে তোমার ভারি রাগ হয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

এই কথা বলা মাত্র তিনি বুঝতে পারলেন, এখন তাঁর প্রতি ভ্রন্স্কির যত ভালোবাসাই জাগুক, এটা তিনি ক্ষমা করেন নি। ভ্রন্স্কি বললেন:

'হ্যাঁ, চিঠিটা ছিল ভারি অদ্ভুত। এই আনির নাকি অসুখ, এই আবার তুমি আসতে চাইছ।'

'এ সবই ছিল সত্যি।'

'আমি তাতে সন্দেহ করি নি।'

'না, করেছ। দেখতে পাচ্ছি তুমি অসন্তুষ্ট।'

'এক মিনিটের জন্যেও নয়। তবে সত্যি, এটা আমার ভালো লাগে না যে তুমি যেন মানতে চাও না যে কিছু কর্তব্য আছে...'

'কনসার্টে যাবার কর্তব্য...'

'যাক গে, এ নিয়ে কিছু আর বলব না' — বললেন দ্রন্স্কি।

'কেন বলব না?' বললেন আন্না।

'আমি শুধু বলতে চাই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ সামনে আসতে পারে। যেমন আমার মস্কো যাওয়া দরকার, বাড়িটার ব্যাপারে... আহ্ আন্না, কেন তুমি এত উত্ত্যক্ত হও? তুমি কি জানো না যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না?'

'যদি তাই হয়' — হঠাৎ গলার স্বর পালটে আন্না বললেন, 'তার মানে এ জীবন তোমার ভার বোধ হচ্ছে... হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে এসেই চলে যাও, যেভাবে...'

'আন্না, এটা নিষ্ঠুরতা। আমি সমস্ত জীবন দিতে প্রস্তুত...'

কিন্তু আন্না ওঁর কথা আর শুনছিলেন না।

'তুমি যদি মস্কো যাও, আমিও যাব। এখানে পড়ে থাকব না আমি। হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক, নয় একসঙ্গে থাকব।'

'তুমি তো জানো যে শুধু এইটেই আমার কামনা। কিন্তু তার জন্যে...'

'দরকার বিবাহবিচ্ছেদ? বেশ, আমি লিখব ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এভাবে থাকতে আমি পারি না... তবে আমি মস্কো যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'ঠিক যেন হুমকি দিচ্ছ আমায়। তোমার সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ না হয়, এর চেয়ে আর কিছুই তো আমি চাই না' — হেসে বললেন দ্রন্স্কি।

কিন্তু এই নরম কথাগুলো যখন বললেন, চোখে তাঁর দেখা গেল শুধু শীতল নয়, নির্যাতিত, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা মানুষের ক্ষিপ্ত ঝলক।

সে দৃষ্টি চোখে পড়ল আন্নার এবং তার অর্থ সঠিক করলেন তিনি।

'তাই যদি হয়, তাহলে সেটা মহা দুঃখ!' বললে দৃষ্টিটা। এটা মুহূর্তের একটা অনুভূতি, কিন্তু আন্না কখনো ভোলেন নি সেটা।

বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে আন্না চিঠি লিখলেন স্বামীকে। পিটার্সবুর্গে যাবার দরকার ছিল প্রিন্সেস ভারভারার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রন্স্কির সঙ্গে তিনি চলে গেলেন মস্কোয়। প্রতিদিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের জবাব এবং তারপর বিবাহবিচ্ছেদের আশায় তাঁরা এবার বাসা নিলেন স্বামী-স্ত্রীর মতো।

সপ্তম অংশ

॥ ১ ॥

লেভিনরা তৃতীয় মাস কাটাচ্ছেন মস্কোয়। ওয়াকিবহাল লোকেদের নির্ভুল হিসাব অনুসারে কিটির প্রসব হবার কাল পেরিয়ে গেছে অনেকদিন, কিন্তু এখনো সে অন্তঃসত্ত্বা আর দু'মাস আগের চেয়ে প্রসবের মুহূর্তটা এগিয়ে এসেছে এমন অনুমানের কোনো কারণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাক্তার, ধাত্রী, ডল্লি, কিটির মা, এবং বিশেষ করে লেভিন, আসন্নের কথা যিনি বিনা ভীতিতে ভাবতে পারতেন না, সবাই অধীর ও অস্থির হয়ে উঠলেন; শুধু কিটির নিজেকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ শিশু, অংশত এমনকি এখনই বিদ্যমান শিশুটির জন্য নতুন যে ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তার ভেতর সেটা এখন পরিষ্কার অনুভব করছে কিটি, আর সানন্দে আত্মসমর্পণ করত তাতে। শিশুটি এখন আর কিটির অংশমাত্র নয়, মাঝে মাঝে তার থেকে স্বাধীন জীবনও যাপন করছিল। প্রায়ই সেটা বেদনাদায়ক হত কিটির পক্ষে, কিন্তু বিচিত্র এই নতুন আনন্দে খিলখিলিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত তার।

যাদের কিটি ভালোবাসে, তারা সবাই তার কাছেই; তার জন্য সবারই এত মমতা, এত যত্ন, সবকিছুতে তাকে খুশিতে রাখার জন্য এত উদ্বেগ যে এগুলো শিগগিরই শেষ হবে এটা অনুভব না করলে এবং তা জানা না থাকলে এর চেয়ে ভালো আর সুমধুর জীবন কিটি কামনা করতে পারত

না। শুধু একটা ব্যাপারে ক্ষুণ্ন হচ্ছিল এ জীবনের মাধুর্য: যে স্বামীকে কিটি ভালোবাসত, গাঁয়ে তিনি যেমন ছিলেন, এখন যেন আর সে মানুষ নন।

গ্রামে তাঁর সৌম্য, সস্নেহ, অতিথিবৎসল আচরণ ভালো লাগত কিটির। শহরে কিন্তু তিনি সর্বদাই অস্থির, সতর্ক, যেন কেউ বুঝি তাঁকে, বড়ো কথা কিটিকে আঘাত দেবে। গ্রামে, সেটা তাঁর নিজের জায়গা জানা থাকায় তাড়াহুড়ো করতেন না কখনো, বিনা কাজে থাকতেন না। এখানে, শহরে সর্বদা তিনি শশব্যস্ত, যেন কিছুই ফসকে যেতে দিতে চান না, অথচ করবার নেই কিছু। তাঁর জন্য কষ্ট হত কিটির। কিটি জানত, অন্যের কাছে লেভিনকে করুণ দেখায় না; বরং প্রিয়তমকে লোকে মাঝে মাঝে যেমনভাবে দেখে, অন্যদের ওপর সে কী ছাপ ফেলছে পরকীয় দৃষ্টিতে সেটা স্থির করে নেবার জন্য, লোকজনের মাঝে লেভিনকে সেভাবে দেখে কিটি সভয়ে, ঈর্ষিত হয়ে লক্ষ করেছে যে তাঁর শীলতা, নারীদের প্রতি খানিকটা সেকেলে, সলজ্জ সৌজন্যে, তাঁর বলিষ্ঠ দেহে, বিশেষ করে কিটির যা মনে হয়েছিল, ব্যঞ্জনাময় মুখভাবে লেভিন শুধু করুণ তো নন-ই, বরং অতি আকর্ষণীয় একজন মানুষ। কিন্তু কিটি তাঁকে দেখত বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে; আর দেখত যে এখানে তিনি আসল মানুষ নন। এ ছাড়া কিটি অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারত না তাঁর অবস্থা। উনি যে শহরে থাকতে পারেন না তার জন্য কিটি মাঝে মাঝে অন্তর থেকেই ভর্ৎসনা করেছে তাঁকে; মাঝে মাঝে বুঝেছে যে তৃপ্তি পেতে পারেন এমন জীবন এখানে গড়ে তোলা ওঁর পক্ষে সত্যিই কঠিন।

সত্যিই তো, কী করার আছে তাঁর? তাস খেলতে তাঁর ভালো লাগে না। ক্লাবে যান না। অব্‌লোন্‌স্কির মতো ফুর্তিবাজ পুরুষদের সঙ্গে মেশার মানে কী সেটা কিটি এখন জানে... তার অর্থ মদ্য পান করা এবং পানের পর কোথাও যাওয়া। এরূপ অবস্থায় পুরুষেরা কোথায় যায় সেটা বিনা আতংকে ভাবতে পারে না কিটি। সমাজে যাতায়াত করবেন? কিন্তু কিটি জানত এর জন্য দরকার তরুণী-যুবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগা আর সেটা সে চাইতে পারে না। তার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবেন? কিন্তু বার বার একই যে আলাপ যতই প্রীতিপ্রদ আর মিষ্টি হোক — বোনেদের মধ্যে এই যে আলাপটাকে বৃদ্ধ প্রিন্স বলতেন 'বকবকম' — সেটা লেভিনের কাছে একঘেয়ে লাগবে বলে কিটি জানত। তাহলে কী করার রইল তাঁর? নিজের বই লেখাটা চালিয়ে যাবেন?

সেটা করার চেষ্টাও তিনি করেছেন, বইয়ের জন্য নোট নিতে, তথ্য জোগাড় করতে প্রথম প্রথম যেতেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু কিটিকে তিনি যা বলেছেন, যতই তিনি কিছুই করছেন না, হাতে তাঁর সময় থাকছে ততই কম। তা ছাড়া, কিটির কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, নিজের বইটা নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন বড়ো বেশি, ফলে ভাবনাচিন্তাগুলোর মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এতে কোনো আগ্রহ থাকছে না তাঁর।

শহুরে জীবনে একটা লাভ হয়েছিল এই যে এখানে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনো। শহরের পরিস্থিতি অন্যরকম বলেই কি, নাকি এ ব্যাপারে তাঁরা দু'জনেই হয়ে উঠেছেন সতর্ক আর বিচক্ষণ, শহরে ঈর্ষাঘটিত কলহের যে ভয় হয়েছিল তাঁদের, মস্কোয় তা ঘটে নি।

এদিক থেকে দু'জনের পক্ষেই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটে — ভ্রন্স্কির সঙ্গে কিটির সাক্ষাৎ।

কিটির ধর্মমাতা, তার প্রতি বরাবর অতি স্নেহশীল বৃদ্ধা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা তাকে দেখতে চান। নিজের অবস্থার দরুন কোথাও না গেলেও পিতার সঙ্গে কিটি যায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার কাছে এবং সেখানে ভ্রন্স্কিকে দেখতে পায়।

এ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কিটি নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে কেবল এই জন্য যে একদা অতি পরিচিত যে চেহারাটাকে কিটি চিনতে পারল বেসামরিক পোশাকে, অমনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, রক্ত চলকে উঠেছিল বুকে, টের পেল যে টকটকে রং ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। কিন্তু সেটা শুধু কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ইচ্ছা করে পিতা ভ্রন্স্কির সঙ্গে সরবে যে আলাপ শুরু করেছিলেন, সেটা শেষ না হতেই ভ্রন্স্কির দিকে শান্তভাবে তাকাবার দরকার পড়লে কথা কইবার জন্যও কিটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেমনভাবে সে কথা কইছে মারিয়া বরিসভনার সঙ্গে, আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস, কথা কইবে সে এমনভাবে, যাতে তার কথার ক্ষীণ টান আর হাসিটা পর্যন্ত অনুমোদন করেন তার স্বামী এই মুহূর্তে যাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করছিল কিটি।

কিটি কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলে ভ্রন্স্কির সঙ্গে, রসিকতা করে তিনি যেটাকে বললেন 'আমাদের পার্লামেন্টে' নির্বাচন, তখন কিটি শান্তভাবে হাসলে পর্যন্ত। (হাসা প্রয়োজন ছিল এইটে দেখাবার জন্য যে রসিকতাটা কিটি বুঝেছে।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ ফেরায় প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার

দিকে আর বিদায় নিয়ে ভ্রন্‌স্কি উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আর একবারও তাকায় নি তাঁর দিকে; তখন সে তাকায় স্পষ্টতই শুধু এই জন্য যে লোকটা যখন তার উদ্দেশে মাথা নোয়াচ্ছে তখন তার দিকে না তাকানো অশোভন।

ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিতা কোনো কথা বললেন না বলে কিটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মারিয়া বরিসভনার ওখানে খবরাখবরের পর হে'টে বেড়ানোর সময় কিটির প্রতি বাবার অতি সস্নেহ মনোভাব দেখে কিটি বুঝল যে তিনি তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট। নিজেই সে খুশি হয়েছিল নিজের ওপর। ভ্রন্‌স্কি সম্পর্কে তার আগেকার হৃদয়াবেগের সমস্ত স্মৃতি প্রাণের কোন গভীরে অবরুদ্ধ করে শুধু দেখাবার জন্য নয়, সত্যি সত্যিই তাঁর সম্পর্কে পুরোপুরি নির্বিকার আর অচঞ্চল হতে পারার মতো শক্তি সে পাবে, এটা কিটি আশাই করে নি।

কিটি যখন বললে যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে তার দেখা হয়েছে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে, লেভিন তখন লাল হয়ে ওঠেন কিটির চেয়েও বেশি। লেভিনকে কথাটা বলা খুবই কঠিন ছিল কিটির পক্ষে, কিন্তু আরো কঠিন হল সাক্ষাতের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া, কেননা কিছু জিগ্যেস করছিলেন না লেভিন, শুধু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন কিটির দিকে।

'আমার খুবই আফশোস হচ্ছে যে তুমি ছিলে না' — কিটি বললে: 'ঘরেই যে থাকতে হত এমন নয়... তুমি থাকলে অত স্বাভাবিক আমি হতে পারতাম না... তখনকার চেয়ে আমি এখন লাল হয়ে উঠছি অনেক অনেক বেশি' — কিটি বললে চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো লাল হয়ে: 'কিন্তু একটা ফাটল দিয়েও তুমি যে দেখতে পেলে না।'

কিটির অকপট চোখ লেভিনকে বললে যে কিটি নিজের আচরণে সন্তুষ্ট, এবং এখন সে লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন শান্ত হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন আর শুধু এইটেই চাইছিল কিটি। লেভিন যখন সমস্ত কিছু জানলেন, এমনকি শুধু প্রথম মুহূর্তেই যে কিটি রাঙা না হয়ে উঠে পারে নি, কিন্তু তারপর যে তার কাছে প্রথম পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই ব্যাপারটা সহজ আর অনায়াস লেগেছিল, জানলেন এই সব খুঁটিনাটি পর্যন্ত, তখন আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠলেন লেভিন, বললেন যে ব্যাপারটায় তিনি খুবই খুশি, এবার ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তাঁর দেখা হবার প্রথম সুযোগেই তিনি যথাসম্ভব বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন, নির্বাচনে যে রূঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তা করবেন না।

'এমন লোক আছে, প্রায় শত্রুই বলা চলে, তবু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে দুর্বিষহ হওয়া সম্ভব ভাবতেই কষ্ট লাগে' — লেভিন বললেন; 'ভারি, ভারি আনন্দ হল আমার।'

॥ ২ ॥

'বল্‌দের ওখানে যেও লক্ষ্মীটি' — স্বামীকে কিটি বললে যখন বাড়ি থেকে বেরুবার আগে তিনি বেলা এগারোটায় এলেন কিটির কাছে: 'আমি জানি তুমি সন্ধেয় খাবে ক্লাবে, বাবা তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছে। কিন্তু দিনের বেলাটা কী করবে?'

'আমি শুধু কাতাভাসোভের কাছে যাব' — লেভিন বললেন।

'এত আগে গিয়ে কী হবে?'

'মেত্রভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে। পিটার্সবুর্গের এই নামজাদা অর্থনীতিবিদের সঙ্গে নিজের বইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার' — লেভিন বললেন।

'প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ হয়েছিলে এঁরই প্রবন্ধ নিয়ে? বেশ, তারপর?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সম্ভবত আদালতে যাব আমার বোনের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'আর কনসার্টে যাবে না?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'আমি একা গিয়ে কী হবে!'

'না, না, যেও; নতুন নতুন জিনিস পরিবেশন করছে ওরা... তোমার তাতে ভারি আগ্রহ ছিল। আমি হলে অবশ্যই যেতাম।'

'অন্তত বাড়ি ফিরব ডিনারের আগে' — ঘড়ি দেখে বললেন লেভিন।

'ফ্রক-কোট পরে নাও যাতে সটান চলে যেতে পারো কাউণ্টেস বলের কাছে।'

'যাওয়ার বড়োই দরকার আছে কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই দরকার! কাউণ্ট আমাদের এখানে এসেছিলেন। কী এমন কষ্ট? যাবে বসবে, মিনিট পাঁচেক আলাপ করবে আবহাওয়া নিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।'

'কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না যে এতে আমি অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, এতে আমার লজ্জাই লাগছে। কী করে এটা হয়? এল বাইরের একজন লোক, বসলে, বিনা কাজে সময় কাটাল, ওঁদের বিরক্ত করলে, নিজের বিছছিরি লাগল, তারপর উঠে চলে গেল।'

হেসে উঠল কিটি।

বললে. 'যখন অবিবাহিত ছিলে, তখন তুমিও কি লোকেদের বাড়ি যেতে না?'

'যেতাম, কিন্তু সর্বদাই লজ্জা হত। আর এখন অনভ্যস্ত হয়ে যাবার পর ভগবানের দিব্যি, ও বাড়িতে যাবার চেয়ে বরং দু'দিন উপোস দেব। এত লজ্জা করে! আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওঁরা বিরক্ত হবেন। বলবেন: বিনা কাজে কেন এলে বাছা?'

'না, বিরক্ত হবেন না। এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি' — হেসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিটি বললে; হাতটা টেনে নিলে তাঁর, 'নাও এসো এখন... যেও কিন্তু লক্ষ্মীটি।

স্ত্রীর করচুম্বন করে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিটি থামাল লেভিনকে।

'জানো কস্তিয়া, আমার কাছে আছে আর মাত্র পঞ্চাশ রুব্‌ল।'

'তা বেশ, ব্যাঙ্কে যাব। কত তুলব?' লেভিন বললেন কিটির কাছে পরিচিত তাঁর অসন্তোষের মুখভাব নিয়ে।

'না, না, দাঁড়াও' — হাত ধরে তাঁকে থামাল কিটি; 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক. আমার দুশ্চিন্তা হয়। মনে হয় আমি অনাবশ্যক কিছু খরচ করছি না. অথচ টাকা উড়ে যাচ্ছে। উচিতমতো কিছু একটা যেন করছি না আমরা।'

'সব ঠিক করছি' — গলা খাঁকারি দিয়ে ভুরুর তল থেকে কিটির দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

এই গলা খাঁকারিটা কিটির জানা। এ হল কিটির ওপর নয়, তাঁর নিজের ওপরেই তীব্র অসন্তোষের লক্ষণ। সত্যিই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি. অনেক টাকা খরচ হয়েছে বলে নয়. এই জন্য যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে কিছু একটা গোলমাল আছে জেনেও তিনি সেটা ভুলতে চাইছেন।

'সকোলোভকে আমি বলেছি গম বিক্রি করে দিতে আর অগ্রিম টাকা নিতে মিলের জন্যে। যতই হোক টাকা থাকবে।'

'না, আমার ভয় হচ্ছে যে অনেক বেশি...'

'মোটেই না, মোটেই না' — পুনরাবৃত্তি করলেন লেভিন, 'তাহলে আসি আমার আদরিণী।'

'না, সত্যি, মায়ের কথা শুনেছি বলে মাঝে মাঝে আফশোস হয় আমার। দিব্যি ছিলাম গ্রামে! আর এখন তোমাদের সবাইকে জ্বালাচ্ছি, টাকারও শ্রাদ্ধ...'

'মোটেই না, মোটেই না। আমি বিয়ে করার পর থেকে একবারও ভাবি নি এখন যা, অন্যকিছু তার চেয়ে ভালো হতে পারত...'

'সত্যি?' লেভিনের চোখের দিকে চেয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

লেভিন কথাটা বলেছিলেন ভেবেচিন্তে নয়, শুধু কিটিকে প্রবোধ দেবার জন্য। কিন্তু লেভিন যখন দেখলেন যে কিটির অকপট মধুর চোখদুটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে নিবদ্ধ, তখন আবার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু এবার গোটা অন্তর থেকে। 'সত্যি, ওর অবস্থাটা আমি বড়ো ভুলে যাই' — ভাবলেন লেভিন। শিগগিরই তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা মনে পড়ল তাঁর।

'কিন্তু শিগগিরই কি? তাই মনে হচ্ছে তোমার?' কিটির দুই হাত ধরে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কতবার ও নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এখন আর ভাবি না, কিছুই জানি না আমি।'

'ভয় করে না?'

অবজ্ঞায় মুচকি হাসল কিটি।

বললে, 'এক বিন্দুও না।'

'তাহলে যদি কিছু ঘটে, জানিও, আমি থাকব কাতাভাসোভের ওখানে।'

'কিছুই ঘটবে না আর ও সব চিন্তাকেও ঠাঁই দিও না মনে। আমি বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাব বুলভারে। তারপর যাব ডল্লির কাছে। ডিনারের আগে এসো, অপেক্ষা করে থাকব। আর হ্যাঁ, জানো, ডল্লির অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একেবারে নিরুপায়। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে, টাকা নেই। গতকাল মা আর আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি' (কিটির আরেক বোন নাটালি ল্ভভার স্বামীকে সে এই নামে ডাকত), 'ঠিক করেছি তুমি আর আর্সেনি দু'জনে মিলে স্তিভার পেছনে লাগবে। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাবার কাছে এ সব কথা তোলাই যায় না... কিন্তু তুমি আর ও যদি...'

'কিন্তু কী আমরা করতে পারি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'তাহলেও তুমি যেও আর্সেনির কাছে, কথা বলো, সে তোমাকে জানাবে কী আমরা স্থির করেছি।'

'আর্সেনি যা বলবেন, আমি আগেভাগেই তার সবেতেই রাজি। বেশ, যাব ওঁর কাছে। ভালো কথা, যদি কনসার্টে যাই নাটালির সঙ্গেই যাব। তাহলে আসি।'

অলিন্দে লেভিনের অবিবাহিত জীবনের সময় থেকে পুরনো চাকর কুজ্‌মা, এখন শহরে গৃহস্থালির সরকার, তাঁকে থামালে।

বললে, 'সুন্দরীকে' (এটি হল গ্রাম থেকে আনা বাঁয়ে জোতার ঘোড়া) 'আবার নাল পরানো হয়েছে, তাহলেও খোঁড়াচ্ছে। কী আজ্ঞা করেন?'

মস্কোয় এসে প্রথম দিকটা লেভিন ব্যস্ত থাকেন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াদের নিয়ে। ভেবেছিলেন কম খরচে এদিকটার একটা ভালো ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু দেখা গেল, ছ্যাকড়া গাড়ির চেয়ে তাঁর ঘোড়াদের পেছনে খরচা বেশি আর তাহলেও ছ্যাকড়া গাড়ি নিতে হচ্ছে।

'ঘোড়ার বদ্যিকে ডেকে পাঠাও, বোধ হয় কড়া পেকে উঠেছে।'

'আর কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনার জন্যে কী ব্যবস্থা?' জিগ্যেস করলে কুজ্‌মা।

মস্কো জীবনের প্রথম দিকে ভজ্‌দভিজেন্‌কা স্ট্রিট থেকে সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাজেক পর্যন্ত যেতে ভারি একটা জুড়ি গাড়িতে যে জুড়তে হত দুটো তাগড়াই ঘোড়া আর পোয়াটেক ভার্স্ট গিয়ে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দিতে হত পাঁচ রুব্‌ল, এটা আর লেভিনকে অবাক করে না। এখন এটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

বললেন, 'ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানকে বলো দুটো ঘোড়া আমাদের গাড়ির সঙ্গে জুততে।'

'যে আজ্ঞে।'

যে সমস্যা মেটাতে গ্রামে প্রচুর ব্যক্তিগত মেহনত ও মনোযোগ দরকার হত, শহুরে সুবিধের কল্যাণে এত সহজে আর অনায়াসে তার ফয়সালা করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে এলেন অলিন্দে, একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে চললেন নিকিৎস্কায়ায়। গাড়িতে উঠে তিনি আর টাকার কথা ভাবছিলেন না, পিটার্সবুর্গের যে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমাজবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন, কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবেন, নিজের বই সম্পর্কে কী তিনি বলবেন তাঁকে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন।

মস্কোয় এসে গ্রামবাসীর কাছে দুর্বোধ্য যে অনুৎপাদক কিন্তু অপরিহার্য খরচাগুলো চারিদিক থেকে দাবি করা হচ্ছিল তাঁর কাছে, সেটা লেভিনকে হতবাক করেছিল শুধু গোড়ার দিকেই। কিন্তু এখন তাতে তিনি অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর তাই ঘটেছিল, যা মাতালের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বলে জনশ্রুতি আছে: প্রথম পাত্র গোঁজ গেলা, দ্বিতীয় সরগর, তৃতীয় — ফুরফুরে পাখি। লেভিন যখন তাঁর প্রথম একশ' রুব্‌লের নোট ভাঙান পরিচারকদের চাপরাশ কেনার জন্য, তখন তাঁর মনে না হয়ে পারে নি যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কিন্তু নিশ্চয়ই অপরিহার্য (এগুলো ছাড়াই চলতে পারে এমন ইঙ্গিত করায় প্রিন্সেস আর কিটি যেরকম থ' হয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয়) এই চাপরাশগুলোর দামে ভাড়া করা যেত দু'জন গ্রীষ্মকালীন মজুর, অর্থাৎ ইস্টার থেকে মিকেলমাস পর্যন্ত তিনশ' শ্রমদিন, আর প্রতিটি দিনেই ভোর থেকে সাঁঝ অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। একশ' রুব্‌লের প্রথম এই নোটটা ছিল গোঁজ গেলা। আত্মীয়দের জন্য ডিনার উপলক্ষে আটাশ রুব্‌ল মূল্যের খাদ্যাদি কেনার জন্য দ্বিতীয় যে নোটটা ভাঙান সেটা অনেকটা সহজ হয়েছিল, যদিও লেভিনের মনে পড়েছিল যে এই আটাশ রুব্‌লটা হল কেটে তোলা, আঁটি বাঁধা, ঝাড়াই করা, খোসা ঝরানো, চালুনি দিয়ে ঝেড়ে তুলে রাখা আড়াই পুদ ওটের সমান। আর এখন নোট ভাঙাতে গিয়ে বহুদিন ও সব কথা আর লেভিনের মনে হয় না, ফুরফুরে পাখির মতো তারা উড়ে যায়। অর্থোপার্জনে যে শ্রম লগ্নি করা হয়েছে, সেটা তদ্দ্বারা ক্রীত জিনিসগুলো থেকে পাওয়া পরিতৃপ্তির সমানুপাতিক কিনা, এ খুঁতখুঁতি উবে গেছে বহুদিন। বিশেষ একটা শস্য নির্দিষ্ট একটা দরের নিচে বেচা হবে না, এই হিসেবিআনাও লেভিন ভুলে গেলেন। রাইয়ের দাম লেভিন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন, তা বিক্রি হল একমাস আগে লোকে যা দিতে চাইছিল, তার চেয়ে সিকি পুদ পিছু পঞ্চাশ কোপেক কমে। এরকম খরচে দেনা না করে বছর কাটবে না, এ হিসাবটারও গুরুত্ব রইল না কোনো। দরকার ছিল একটা জিনিসের — যেখান থেকেই তা আসুক না কেন ব্যাংকে চাই টাকা, যাতে সচরাচর জানা থাকবে আগামী কাল কী দিয়ে কেনা যাবে মাংস। এই নিয়মটা এতদিনও মেনে আসা হচ্ছিল, ব্যাংকে সর্বদাই টাকা থাকত লেভিনের। কিন্তু এখন ব্যাংকের টাকাও ফুরিয়ে গেল আর লেভিন ঠিক জানতেন না কোত্থেকে তা পাওয়া যায়। কিটি যখন টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন এই ব্যাপারটাই

মুহূর্তের জন্য বিচলিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। উনি চললেন মেত্রভের সঙ্গে আসন্ন পরিচয় আর কাতাভাসোভের কথা ভাবতে ভাবতে।

॥ ৩ ॥

মস্কোয় এবারের সফরে লেভিন আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভূতপূর্ব সতীর্থ প্রফেসার কাতাভাসোভের সঙ্গে, বিয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে লেভিনের দেখা হয় নি। কাতাভাসোভকে লেভিনের ভালো লাগত তাঁর বিশ্বদৃষ্টির স্বচ্ছতা ও সহজতার জন্য। লেভিন ভাবতেন যে কাতাভাসোভের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আসছে তাঁর স্বভাবের দীনতা থেকে। ওদিকে কাতাভাসোভ মনে করতেন যে লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতিটা আসছে তাঁর অপরিশীলিত মনন থেকে; কিন্তু কাতাভাসোভের স্বচ্ছতাটা লেভিনের ভালো লাগত আর কাতাভাসোভের ভালো লাগত লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতির প্রাচুর্য; তাই দেখা সাক্ষাৎ করে পরস্পর তর্ক করতে বেশ লাগত তাঁদের।

লেভিন তাঁর রচনার কিছু অংশ পড়ে শোনান কাতাভাসোভকে, সেটা তাঁর ভালো লেগেছিল। গত কাল সাধারণ বক্তৃতায় লেভিনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাতাভাসোভ তাঁকে বলেন যে খ্যাতনামা মেত্রভ, যাঁর প্রবন্ধ লেভিনের অত ভালো লেগেছিল, তিনি এখন মস্কোয়। লেভিনের কাজ সম্পর্কে মেত্রভকে তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, পরের দিন মেত্রভ ওঁর ওখানে আসবেন বেলা এগারোটায়, লেভিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুবই আনন্দিত হবেন।

'সত্যিই বদলাচ্ছ ভায়া, দেখেও আনন্দ হয়' — ছোটো ড্রয়িং-রুমটায় লেভিনকে স্বাগত করে বললেন কাতাভাসোভ; 'ঘণ্টি শুনে ভাবলাম, ঠিক সময়ে এসেছে, হতেই পারে না... কিন্তু কেমন দেখালে মণ্টেনেগ্রীনরা? জাত যোদ্ধা।'

'কিন্তু কী হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

সংক্ষেপে শেষ সংবাদ জানিয়ে কাতাভাসোভ ঢুকলেন স্টাডিতে, অনতিদীর্ঘ, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। চেহারাটা তাঁর ভারি সুশ্রী। ইনিই মেত্রভ। কিছুক্ষণ আলোচনা চলল

রাজনীতি নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে পিটার্সবুর্গ সর্বোচ্চ মহল কে কী চোখে দেখছেন সেই বিষয়ে। এই উপলক্ষে জার এবং জনৈক মন্ত্রী কী বলেছেন, সেটা তিনি জানালেন বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া একটা খবর থেকে। কাতাভাসোভ কিন্তু সমান বিশ্বস্ত সূত্র থেকে শুনেছেন যে জার বলেছেন একেবারেই অন্য কথা। এমন একটা অবস্থা লেভিন কল্পনা করার চেষ্টা করলেন যাতে দুটো উক্তিই সম্ভব হতে পারে এবং আলাপটা থেমে গেল।

'হ্যাঁ, জমির সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমিকের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে বইটা উনি প্রায় শেষ করে এনেছেন' — বললেন কাতাভাসোভ; 'আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিশেবে আমার ভালো লেগেছে যে মানুষকে তিনি দেখেছেন জীবজগতের নিয়মগুলির বহির্ভূত করে নয়, পক্ষান্তরে তাকে দেখেছেন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল আর এই নির্ভরশীলতা থেকে খুঁজেছেন বিকাশের নিয়ম।'

'খুবই মনোগ্রাহী' — বললেন মেত্রভ।

'আসলে আমি কৃষি নিয়ে একটা বই লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু আপনা থেকেই কৃষির প্রধান হাতিয়ার — শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে গিয়ে' — লাল হয়ে লেভিন বললেন, 'পেশছলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে।'

এই বলে লেভিন সাবধানে, যেন পায়ের নিচে মাটি যাচাই করে পেশ করলেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জানতেন যে চালু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মেত্রভ, কিন্তু নিজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সহানুভূতি কতদূর পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে, সেটা তিনি জানতেন না, আর তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না বিজ্ঞানীর ধীমান প্রশান্ত মুখ দেখে।

'কিন্তু রুশ কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন কিসে?' বললেন মেত্রভ, 'সেটা কি তার বলা যাক, জীবজাগতিক স্বাতন্ত্র্যে নাকি যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার শর্তে?'

লেভিন দেখতে পেলেন যে প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে এমন একটা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে যা তিনি মানেন না। কিন্তু ভূমির প্রতি রুশ কৃষি-শ্রমিকের মনোভাব যে অন্যান্য জাতির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন, এই চিন্তাটা তিনি উপস্থিত করে গেলেন। আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে

যোগ দিলেন যে তাঁর মতে রুশ কৃষকের এই মনোভাব আসছে তার এই চেতনা থেকে যে পুবের বিশাল অনধিকৃত জমিকে অধ্যুষিত করা তার কাজ।

বাধা দিয়ে মেত্রভ বললেন, 'একটা জাতির সাধারণ কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে সহজেই বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়া সম্ভব। শ্রমিকের অবস্থা সর্বদাই নির্ভর করবে জমি আর পুঁজির সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর।'

এবং লেভিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে মেত্রভ তাঁর নিজের মতবাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য কিসে সেটা লেভিন বুঝলেন না, কেননা কষ্ট স্বীকার করলেন না বোঝার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা সত্ত্বেও আর সবার মতোই তিনিও রুশ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাটা দেখছিলেন পুঁজি, মজুরি আর খাজনার দৃষ্টিকোণ থেকে। যদিও ওঁর স্বীকার করার কথা যে রাশিয়ার সবচেয়ে বৃহদংশের, পূর্বাঞ্চলের জমিতে খাজনা এখনো শূন্য, আট কোটি রুশ অধিবাসীর দশের নয় অংশের কাছে মজুরি প্রকাশ পাচ্ছে নিজেরা খেয়ে বেঁচে থাকায়, আর আদিম হাতিয়ার হিশেবে ছাড়া অন্য কোনো রূপে পুঁজি এখনো নেই, তাহলেও তিনি শুধু ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমস্ত রুশ কৃষি-শ্রমিককে দেখছিলেন, যদিও অনেক ব্যাপারেই তিনি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত নন, মজুরি সম্পর্কে তাঁর নিজের নতুন একটা তত্ত্ব আছে আর সেটা তিনি বোঝাচ্ছিলেন লেভিনকে।

লেভিন শুনলেন অনিচ্ছাসহকারে, প্রথম দিকে আপত্তিও করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল মেত্রভের কথায় বাধা দিয়ে নিজের মতামতটা বলে দেন যাতে বেশি বাক্যব্যয় হয়ে পড়ে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে ব্যাপারটা তাঁরা এতই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন যে কেউ কাউকে বুঝবেন না কদাচ, তখন তিনি আপত্তি করায় ক্ষান্ত হলেন, এবং শুধুই শুনে গেলেন। মেত্রভ যা বলছিলেন তাতে এখন তাঁর কোনোই আগ্রহ না থাকলেও তাঁর কথায় তৃপ্তিও পাচ্ছিলেন খানিকটা। এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এত আগ্রহে, এত মনোযোগের সঙ্গে, বিষয়টা যে লেভিন বোঝেন এই আস্থা নিয়ে, শুধু এক একটা ইঙ্গিতেই গোটা দিকটা বুঝিয়ে তিনি যে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, তাতে লেভিনের আত্মাভিমান পুলকিত হচ্ছিল। এটা তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ধরেছিলেন, জানতেন না যে নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছে নিজের বক্তব্য বহুবার বলার পর মেত্রভ নতুন কোনো লোক পেলেই বিষয়টা বোঝাতে

চাইতেন সাগ্রহে, আর তাঁর নিজের কাছেই যে জিনিসটা অপরিষ্কার সোৎসাহে বলতেন তা নিয়ে।

'আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে' — মেত্রভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই ঘড়ি দেখে বললেন কাতাভাসোভ।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে কাতাভাসোভ জানালেন, 'হ্যাঁ, আমাদের অপেশাদার সমিতির আজকের অধিবেশনটা স্ভিনতিচের মৃত্যুর পঞ্চাশত্তম বার্ষিকী নিয়ে। পিওত্‌র ইভানোভিচের সঙ্গে আমরা যাব ঠিক করেছি। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে ওঁর যা কাজ, তার ওপর একটা নিবন্ধ পড়ব আমি। চলো যাই, খুব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সময় হয়ে গেছে' — বললেন মেত্রভ, 'চলুন আমাদের সঙ্গে, তারপর ওখান থেকে, সুবিধা হলে, আমার বাসায়। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনার রচনাটা আপনি পড়ে শোনান।'

'না, না, কী বলছেন। এটা যে এখনো শেষ হয় নি। তবে অধিবেশনে যাব খুশি হয়েই।'

'ওহে শুনেছেন? আলাদা আলাদা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে' — পাশের ঘরে ফ্রক-কোট পরতে পরতে বললেন কাতাভাসোভ।

শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা।

এই শীতে মস্কোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিষদে তিনজন প্রবীণ প্রফেসার নবীনদের মতামত অগ্রাহ্য করেন। পৃথক প্রস্তাব দেন নবীনেরা। এক দলের মতে এ প্রস্তাব সাংঘাতিক, অন্য দলের মতে — অতি সরল ও ন্যায়সঙ্গত। দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান প্রফেসাররা।

কাতাভাসোভ যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা তাঁদের বিরোধী দলের মধ্যে দেখতেন কেবল জঘন্য গুপ্তচরবৃত্তি আর শঠতা; অপর পক্ষ এঁদের মধ্যে দেখতেন ছেলেমানুষি আর কর্তৃপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে লেভিনের কোনো সংস্রব না থাকলেও মস্কো থাকাকালে বার কয়েক ব্যাপারটা শুনেছেন, আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে নিজস্ব একটা মতামত গড়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দালান পর্যন্ত তিনজনে না পেঁছনো অবধি রাস্তায় যে আলাপ হচ্ছিল, লেভিনও যোগ দিলেন তাতে।

অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছিল... বস্ত্র-আচ্ছাদিত যে টেবিলের পেছনে কাতাভাসোভ আর মেত্রভ আসন নিলেন, সেখানে বসে ছিলেন আরো ছয় জন, একজন পাণ্ডুলিপির ওপর ভয়ানক ঝুঁকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

টেবিল ঘিরে যে চেয়ারগুলো ছিল, তার একটা খালি পেয়ে লেভিন বসলেন সেখানে, পাশে উপবিষ্ট ছাত্রটিকে জিগ্যেস করলেন কী পড়া হচ্ছে। লেভিনের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে ছাত্রটি বললে:

'জীবনী।'

বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে লেভিনের কোনো আগ্রহ না থাকলেও এমনি শুনতে লাগলেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক নতুন ঘটনা জানলেন।

পাঠ শেষ হলে সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই জয়ন্তী উপলক্ষে কবি মেন্ত্‌ যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন তা পড়ে শোনালেন আর কবির উদ্দেশেও কৃতজ্ঞতাসূচক কথা বললেন কয়েকটা। এর পর কাতাভাসোভ তাঁর সজোর খনখনে গলায় পড়তে লাগলেন বরেণ্য ব্যক্তিটির বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে তাঁর নোট।

কাতাভাসোভ যখন শেষ করলেন, লেভিন ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখলেন একটা বেজে গেছে, ভাবলেন কনসার্টে যাওয়ার আগে মেত্রভকে তাঁর পড়ে শোনাবার সময় হবে না, তা ছাড়া সে ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। ওঁদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, প্রবন্ধ পাঠের সময় তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে মেত্রভের চিন্তায় হয়ত-বা গুরুত্ব থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তাটাও গুরুত্বপূর্ণ, আর এই চিন্তাগুলোকে পরিচ্ছন্ন ক'রে কোনো কিছুতে উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল দু'জনে যদি তাঁদের নির্বাচিত পথে খাটেন আলাদা আলাদা, ভাবনাগুলোকে মেলালে কোনো লাভ হবে না। এবং মেত্রভের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন স্থির করে অধিবেশনের শেষে লেভিন গেলেন তাঁর কাছে। লেভিনের সঙ্গে সভাপতির পরিচয় করিয়ে দিলেন মেত্রভ, রাজনৈতিক ঘটনাবলির কথা সভাপতিকে বলছিলেন তিনি। আর বললেন ঠিক তাই যা আগে তিনি লেভিনকে বলেছেন আর লেভিনও ঠিক সেই মন্তব্য করলেন যা তিনি করেছেন আজ সকালে, তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য তক্ষুনি যা মাথায় খেলল, তেমন একটা নতুন নিজস্ব অভিমত যোগ করলেন তিনি। এর পর ফের শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর লেভিন যেহেতু আগেই এ সব শুনেছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে মেত্রভকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমন্ত্রণের সদ্ব্যবহার করতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত, মাথা নুইয়ে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন ল্‌ভভের কাছে।

॥ ৪ ॥

কিটির বোন নাটালির স্বামী ল্ভভ তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দেশের দুই রাজধানীতে* আর বিদেশে, সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করে কূটনীতিকের চাকরি নেন।

গত বছর তিনি কূটনীতিকের কাজ ছেড়ে দেন, সেটা কোনো অসুবিধায় পড়েছিলেন বলে নয় (কখনো কোনো অসুবিধা হত না তাঁর), নিজের দুই পুত্রকে সেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় এসে দরবারী প্রশাসনে কাজ নেন।

অভ্যাস ও মতামতে প্রখর পার্থক্য থাকলেও, ল্ভভ লেভিনের চেয়ে অনেক বড়ো হলেও এই শীতটায় দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে যায়, পরস্পরকে বেশ পছন্দ করতেন তাঁরা।

ল্ভভ বাড়ি ছিলেন, খবর না দিয়ে লেভিন সোজা চলে গেলেন তাঁর কাছে।

ল্ভভের পরনে বেল্ট বাঁধা ঘরোয়া ফ্রক-কোট, পায়ে সোয়েডের জুতো, কেদারায় বসে নীলচে কাঁচের পেঁসনেই পরে স্ট্যান্ডে রাখা একটা বই পড়ছিলেন তিনি, সুন্দর হাতে ইতিমধ্যে অর্ধেক ছাই হয়ে যাওয়া চুরুটটা ধরে রেখেছিলেন সাবধানে কিছুটা দূরে।

মুখখানা তাঁর সুশ্রী, চিকন, এখনো যুবকের মতো, ঝকঝকে কোঁকড়া রুপোলী চুলে আভিজাত্য ফুটেছে আরো বেশি। লেভিনকে দেখে মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে।

'চমৎকার! আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম। তা কেমন আছে কিটি? এইখানে বসুন, স্বস্তি পাবেন...' উঠে দাঁড়িয়ে একটা দোলন চেয়ার টেনে আনলেন, 'জার্নাল দে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ'-এ প্রকাশিত শেষ সার্কুলারটা পড়েছেন? আমার তো বেশ ভালো লেগেছে' — উনি বললেন কিছুটা ফরাসি টানে।

পিটার্সবুর্গে লোকে কী বলছে, সে সম্পর্কে কাতাভাসোভের কাছে লেভিন যা শুনেছিলেন সেটা বললেন। তারপর রাজনীতির পাট শেষ করে তিনি বললেন মেত্রভের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় আর অধিবেশনে যাবার কথা। এতে খুব আগ্রহী হলেন ল্ভভ।

* পিটার্সবুর্গ আর মস্কো।

'এই দেখুন, বিজ্ঞানের এই চিত্তাকর্ষক জগতে আপনার প্রবেশ আছে বলে হিংসে করি আপনাকে' — উনি বললেন। সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে তক্ষুনি তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক ফরাসি ভাষায়, 'অবিশ্যি সময়ও আমার নেই তা ঠিক। আমার চাকরি আর ছেলেদের পড়ানোর দরুন এ থেকে আমি বঞ্চিত; তা ছাড়া বলতে লজ্জা নেই যে আমার শিক্ষা বড়ো বেশি অপ্রতুল।'

'আমি তা ভাবি না' — লেভিন বললেন হেসে। নিজেকে বিনম্র দেখানো, এমন কি বিনম্র হওয়ার জন্য নয়, একেবারে অকপটেই নিজের সম্পর্কে এই যে নিচু মত প্রকাশ করলেন, বরাবরের মতোই তাতে মন ভিজে উঠেছিল লেভিনের।

'সত্যি, শিক্ষা আমার কত কম সেটা এখন আমি বেশ টের পাই। ছেলেদের পাঠ নিতে গিয়ে স্মৃতির অনেককিছু ঝালিয়ে নিতে, স্রেফ শিখে নিতে হচ্ছে। কেননা শুধু শিক্ষক হলেই চলে না। পরিদর্শকও হতে হয়, যেমন আপনার কৃষিকর্মে মজুর আর তত্ত্বাবধায়ক দুই-ই দরকার। যেমন এইটে আমি পড়ছি' — স্ট্যান্ডে রাখা বুসলায়েভের ব্যাকরণটা তিনি দেখালেন; 'মিশাকে এটা শিখতে হবে, অথচ ভারি সেটা কঠিন... আমায় বুঝিয়ে দিন তো। এখানে উনি বলছেন...'

লেভিন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন যে এটা বোঝার নয়, মুখস্থ করার ব্যাপার; কিন্তু ল্ভভ মানলেন না।

'বুঝেছি, এ সব দেখে হাসছেন আপনি!'

'বরং উল্টো; আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনাকে দেখে সর্বদাই আমি শিখি যা আমায় করতে হবে — সন্তানদের শিক্ষা দান।'

'আপনার শেখবার কিছু নেই' — ল্ভভ বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি শুধু জানি যে আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি মার্জিত ছেলেমেয়ে আমি দেখি নি এবং তাদের চেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে আমি আশা করি না।'

বোঝা যায় নিজের আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টা করছিলেন ল্ভভ, কিন্তু জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলেন হাসিতে।

বললেন, 'শুধু ওরা হোক আমার চেয়ে ভালো। কেবল এইটেই আমার কামনা। আমার ছেলেদের মতো প্রবাসী জীবনযাত্রায় যারা অবহেলিত হয়েছে, তাদের নিয়ে কত খাটতে হচ্ছে তা আপনি জানেন না।'

'ওটা পুষিয়ে নেবেন। ভারি বুদ্ধিমান আপনার ছেলেরা। প্রধান কথা-- নৈতিক শিক্ষা। আপনার ছেলেদের দেখে এইটেই শিখি আমি।'

'বলছেন নৈতিক শিক্ষা। সেটা কত কঠিন কল্পনা করা যায় না! সবে একটা দিকের সঙ্গে লড়লেন, দেখা দিল আরেকটা, ফের সংগ্রাম। ধর্মে একটা খুঁটি না থাকলে — মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম একবার — এই সাহায্যটা ছাড়া শুধু নিজের শক্তিতে ছেলে মানুষ করা কোনো বাপের পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেভিনের পক্ষে সর্বদা আকর্ষণীয় এই আলাপটা থেমে গেল সুন্দরী নাটালিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসায়। বাইরে বেরুবার জন্য সাজসজ্জা করেছিলেন তিনি।

'আরে, আমি জানতাম না যে আপনি এখানে' — তাঁর বহুদিনকার জানা এবং স্পষ্টতই বিরক্তি ধরে যাওয়া এই আলাপটা থেমে গেল বলে দুঃখ নয়, আনন্দ নিয়েই বললেন তিনি; 'তা কিটি কেমন আছে? আজ আপনাদের ওখানে ডিনার খাব। তাহলে আর্সেনি' — স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'গাড়ি নেবে তো...'

এবং দিনটা কেমনভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা। স্বামীকে যেহেতু সাক্ষাৎ করতে হবে একজনের সঙ্গে, কাজ আছে, আর স্ত্রীকে যেহেতু যেতে হবে কনসার্টে এবং দক্ষিণ-পূর্ব কমিটির জনসভায়, তাই অনেককিছু ভেবে স্থির করার ছিল। নিজেদের লোক হিশেবে এই সব পরিকল্পনায় অংশ নিতে হয় লেভিনকে। স্থির হল নাটালির সঙ্গে লেভিন যাবেন কনসার্ট আর জনসভায়, সেখান থেকে তাঁরা গাড়িটা পাঠাবেন আর্সেনির জন্য তাঁর দপ্তরে। ওতে করে তিনি নাটালির কাছে আসবেন এবং কিটির কাছে পেঁৗছে দেবেন তাঁকে; আর যদি তাঁর কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে গাড়িটা তিনি ফেরৎ পাঠাবেন এবং নাটালিকে নিয়ে যাবেন লেভিন।

'এই বলে লেভিন আমাকে নষ্ট করছেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি অতি সুন্দর' — স্ত্রীকে বললেন ল্ভভ, 'যখন আমি জানি কত খারাপ জিনিস আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি সর্বদাই বলি যে আর্সেনি চরমে চলে যায়' — স্ত্রী বললেন, 'যদি নিখুঁতের পেছনে ছোটো, তাহলে তুষ্ট হতে পারবে না কখনো। বাবা ঠিকই বলেন যে আমাদের মানুষ করায় একটা চূড়ান্তপনা ছিল — আমাদের

রাখা হত চিলেকোঠায় আর মা-বাপে থাকতেন বড়ো ঘরগুলোয়: এখন আবার উল্টো, মা-বাপেরা ভাঁড়ার ঘরে, বড়ো ঘরগুলোতে ছেলেমেয়েরা।'

'সেটা যদি বেশি ভালো লাগে?' মধুর হেসে নাটালির হাত টেনে নিয়ে ল্ভভ বললেন, 'তোমায় যে জানে না, সে ভাববে তুমি মা নও, সৎ-মা।'

'না, কিছুতেই চূড়ান্তপনা ভালো নয়' -- টেবিলের যে জায়গাটায় কাগজ-কাটা ছুরিটা থাকার কথা সেখানে সেটা রেখে শান্তভাবে বললেন নাটালি।

'এই যে, আয় রে এখানে নিখুঁত আমার ছেলেরা' — সুন্দর যে ছেলেদুটি ঘরে ঢুকলে তাদের বললেন ল্ভভ। লেভিনের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তারা গেল পিতার কাছে, বোঝা গেল কিছু একটা চাইতে এসেছে।

লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে, বাপকে কী বলবে সেটা শোনে, কিন্তু নাটালি কথা বলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে; ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন চাকুরি-ক্ষেত্রে ল্ভভের বন্ধু মাখোতিন, কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে একত্রে যাবে বলে দরবারী উর্দি পরে এসেছেন। শুরু হয়ে গেল হার্জেগোভিনা, প্রিন্সেস কর্জিনস্কায়া, দুমা, আপ্রাক্সিনার অকালমৃত্যু নিয়ে অনর্গল আলাপ।

যে কাজের ভার পেয়ে লেভিন এসেছিলেন, সেটা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। সে কথা মনে পড়ল কেবল বেরুবার ঘরে গিয়ে।

'ও হ্যাঁ, অব্লোন্স্কিকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কী সব কথা বলার ভার কিটি আমায় দিয়েছে' — লেভিন বললেন যখন স্ত্রী আর তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন ল্ভভ।

'হ্যাঁ, শাশুড়ি চান যেন আমরা, les beaux-frères*, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি' — হেসে লাল হয়ে ল্ভভ বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে আমি কেন?'

'আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে' -- কুকুরের ফার দিয়ে বানানো শাদা রোব পরিহিতা নাটালি কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকে বললেন হেসে, 'চলুন যাই।'

* ভায়রাভাইরা (ফরাসি)।

॥ ৫ ॥

দিনের কনসার্টে মন টানার মতো জিনিস ছিল দুটি।

তার একটি হল 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার' নামে একটি উদ্ভট সঙ্গীত। অন্যটি বাখ স্মরণে একটি কোয়ার্টেট। দুটো জিনিসই নতুন, পরিবেশিতও হয়েছিল নতুন প্রেরণায়, লেভিনের ইচ্ছে হল এদের সম্পর্কে নিজের একটা অভিমত খাড়া করেন। শ্যালিকাকে তাঁর আসনে এগিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন একটা থামের কাছে, স্থির করলেন যথাসম্ভব মন দিয়ে সততার সঙ্গে শুনবেন। মন বিক্ষিপ্ত হতে না দিতে, শাদা টাই পরা কন্ডাক্টারের হাতের আন্দোলন না দেখতে যা সর্বদাই বিচ্ছিরিভাবে সঙ্গীত থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, টুপি পরিহিত যে মহিলারা কনসার্টের জন্য সযত্নে রিবন ঝুলিয়ে কান ঢেকেছেন তাঁদের দিকে না চাইতে, এই যেসব লোক হয় কিছুতেই আকৃষ্ট নন, নয় শুধু সঙ্গীত ছাড়া আরো নানান বিষয়ে আকৃষ্ট তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত না করতে যাতে মেজাজ মাটি না হয়ে যায় তার চেষ্টা করছিলেন লেভিন। সঙ্গীতের সমঝদার বাক্যবিলাসী ব্যক্তিদের এড়াতে চাইছিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে আর শুনছিলেন।

কিন্তু যত তিনি 'রাজা লিয়ার' শুনতে লাগলেন ততই সুনির্দিষ্ট একটা অভিমত খাড়া করার সম্ভাবনা থেকে বহু দূরে চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবিরাম শুরু হচ্ছিল যেন আবেগের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি রূপ নিতে চলেছে, আর তক্ষুনি তা ভেঙে পড়ছিল নতুন সূত্রপাতের টুকরোয় আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিন্তু অসাধারণ জটিল ধ্বনিতে সুরকারের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই যেগুলির যোগ ছিল না। কিন্তু সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির এই যে টুকরো মাঝে মাঝে ভালোই হতে পারত তা বিচ্ছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই, একেবারে হঠাৎ করে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, মাধুর্য আর গাম্ভীর্যের উদয় হচ্ছিল কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই, যেমন ঘটে উন্মাদদের ক্ষেত্রে। আর ঠিক উন্মাদদের যা হয়, আবেগগুলো বিলুপ্তও হচ্ছিল হঠাৎ।

পরিবেশনের সমস্ত সময়টা লেভিনের নিজেকে মনে হচ্ছিল এক বধির যে নৃত্য দেখছে। কনসার্ট শেষ হতে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন লেভিন, মনোযোগের যে চাপটা পুরস্কৃত হল না কোনো কিছু দিয়ে, তাতে ক্লান্তি লাগছিল তাঁর। তুমুল করতালি শোনা গেল চারিদিক থেকে। সবাই উঠে

দাঁড়াল, যাতায়াত শুরু করলে, কথা কইতে লাগল। অন্যদের কেমন লাগল তা জেনে নিজের বিহ্বলতাটা সাফ করে নেবেন বলে তিনি সমঝদারদের খোঁজে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন আর তাঁর পরিচিত পেস্তসোভের সঙ্গে একজন নামজাদা সমঝদারকে কথা বলতে দেখে খুশি হলেন।

জলদগম্ভীর স্বরে পেস্তসোভ বলছিলেন, 'আশ্চর্য! নমস্কার কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ। বিশেষ করে যে জায়গাটায় কর্ডেলিয়ার আগমন অনুভূত হচ্ছিল, যেখানে নারী, das ewig Weibliche* ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই শুরু করছে, তা পরিবেশিত হয়েছে চিত্রময়তায়, বলা যায় ভাস্কর্যের মতো, বর্ণবহুলতায়। তাই না?'

'এখানে কর্ডেলিয়া এল কোথা থেকে?' অদ্ভুত সঙ্গীতটায় যে 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার'কে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'কর্ডেলিয়ার আগমন... এইযে!' হাতে ধরা চকচকে বিজ্ঞাপনটায় আঙুল দিয়ে টোকা মেরে এবং লেভিনকে সেটা দিয়ে বললেন পেস্তসোভ।

কেবল তখনই লেভিনের স্মরণ হল সঙ্গীতটার নাম কী, তাড়াতাড়ি করে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের উলটো পিঠে মুদ্রিত রুশ অনুবাদে শেকস্পিয়রের কবিতা।

'এটা ছাড়া সঙ্গীত বোঝা যাবে না' — লেভিনকে উদ্দেশ করে বললেন পেস্তসোভ, কেননা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি চলে যান, ফলে কথা কইবার মতো লোক কেউ ছিল না।

বিরামের সময় লেভিন আর পেস্তসোভের মধ্যে তর্ক বাধল সঙ্গীতে ভাগনার ধারার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে। লেভিন দেখাতে চাইলেন যে ভাগনার ও তাঁর অনুগামীদের ভুলটা এই যে তাঁদের সঙ্গীত অন্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে চড়াও হতে চায়, যেভাবে কবিতা ভুল করে যখন তা কোনো মুখের আদল ফোটাতে চায় যেটা চিত্রকলার কাজ, আর এই ধরণের ভুলের দৃষ্টান্ত হিশেবে তিনি একজন ভাস্করের নাম করলেন যিনি জনৈক কবিমূর্তির বেদীর চারপাশে কাব্য প্রতিমাগুলির ছায়া খোদাই করে বসেন। 'ভাস্করের এই ছায়াগুলো এত কম ছায়া যে সেগুলো টিকে আছে মই ধরে' — লেভিন বললেন। কথাটা তাঁর মনে ধরেছিল কিন্তু তাঁর স্মরণ হল না এটা তিনি

* শাশ্বত নারীত্ব (জার্মান)।

আগে বলেছিলেন কিনা এবং এই পেস্তুসোভকেই, আর তাই কথাটা বলেছেন বলে অস্বস্তি হল তাঁর।

পেস্তুসোভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে শিল্প একটাই আর তার সমুচ্চ প্রকাশ সম্ভব কেবল অন্য সমস্ত ধরনের শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা লেভিন শুনতেই পেলেন না। পেস্তুসোভ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত বকবক করে গেলেন, অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করলেন তার মাত্রাতিরিক্ত, অতিমধুর, কপট সহজতার জন্য এবং এ সরলতাকে তিনি তুলনা করলেন প্রাক্-রাফায়েলী চিত্রকলার সঙ্গে। বেরিয়ে যাবার সময় আরো অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল লেভিনের, রাজনীতি সঙ্গীত এবং অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে কথা বললেন তিনি। এর ভেতর সাক্ষাৎ হয়ে গেল কাউণ্ট বলের সঙ্গে, তাঁর ওখানে যাবার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

কথাটা ল্‌ভভাকে বলতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে এক্ষুনি চলে যান, হয়ত লোকের সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবেন সভায়। সময় আছে এখনো।'

॥ ৬ ॥

'হয়ত আজ লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না ওঁরা?' কাউণ্টেস বলের বাড়ির প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'দেখা করবেন বৈকি, দিন' — দৃঢ়ভাবে লেভিনের ওভারকোট খুলে বললে হল-পোর্টার।

'কী দুঃখের কথা' — নিঃশ্বাস ফেলে এক হাতের দস্তানা খুলে টুপি ঠিক করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিন্তু কেন আমি যাচ্ছি? ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলার আছে আমার?'

প্রথম ড্রয়িং-রুম দিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল কাউণ্টেস বলের সঙ্গে, উদ্বিগ্ন ও কঠোর মুখে চাকরকে কী যেন একটা হুকুম করছিলেন তিনি। লেভিনকে দেখে তিনি হাসলেন, তাঁকে নিয়ে গেলেন পাশের ছোটো ড্রয়িং-রুমটায়, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যেখান থেকে। এখানে আরাম-কেদারায় বসেছিলেন কাউণ্টেসের দুই কন্যা

আর লেভিনের পরিচিত এক মস্কো কর্নেল। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করে লেভিন বসলেন সোফায়, টুপিটা ধরে রাখলেন হাঁটুর উপর।

'কেমন আছেন আপনার স্ত্রী? আপনি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারলাম না। মাকে যেতে হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি... কী অপ্রত্যাশিত মৃত্যু' — লেভিন বললেন।

কাউণ্টেস এসে বসলেন সোফায়, তিনিও তাঁর স্ত্রীর খবর আর কনসার্টের কথা জিগ্যেস করলেন।

লেভিন জবাব দিয়ে আপ্রাক্‌সিনার অকালমৃত্যু নিয়ে তাঁর উক্তিটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

'তবে স্বাস্থ্য ওঁর খারাপ ছিল বরাবরই।'

'আপনি গতকাল অপেরায় গিয়েছিলেন?'

'গিয়েছিলাম।'

'চমৎকার গেয়েছেন লুক্কা।'

'হ্যাঁ, খুবই চমৎকার' — লেভিন বললেন এবং তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবছে তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না বলে গায়িকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শতবার যেসব কথা শুনেছেন তাই আওড়াতে লাগলেন। কাউণ্টেস বল্‌ ভান করলেন যেন শুনছেন। তারপর যথেষ্ট কথা বলে লেভিন যখন চুপ করলেন, কথা কইতে লাগলেন কর্নেল, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন যিনি। তিনিও অপেরা আর আলোকসম্পাতের কথা বললেন। তারপর তিউরিনের প্রস্তাবিত folle journée*-এর কথা তুলে হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হৈহৈ করে চলে গেলেন। লেভিনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাউণ্টেসের মুখ দেখে টের পেলেন এখনো তাঁর সময় হয় নি যাবার। আরো মিনিট দুয়েক তাঁর থাকা দরকার। বসলেন।

কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা ভাবছিলেন এগুলো কী আহাম্মকি, তাই কথোপকথনের বিষয়বস্তু খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

'আপনি জনসভায় যাচ্ছেন না? শুনেছি খুব আকর্ষণীয় হবে' — কাউণ্টেস শুরু করলেন।

'না, আমি আমার belle-soeur** কথা দিয়েছি তাঁকে নিয়ে আসব ওখান থেকে' — বললেন লেভিন।

* পাগলা দিন (ফরাসি)।

** শ্যালিকাকে (ফরাসি)।

নীরবতা নামল। মা-মেয়েরা আরেকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'মনে হয় এবার সময় হয়েছে' — এই ভেবে লেভিন উঠে দাঁড়ালেন। মহিলারা করমর্দন করলেন তাঁর, অনুরোধ করলেন স্ত্রীকে যেন তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয় mille choses*.

হল-পোর্টার তাঁকে কোট পরাতে পরাতে জিগ্যেস করল:

'আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?' তক্ষুনি একটা বড়ো, চমৎকার বাঁধানো খাতায় তা টুকে রাখল।

'বলাই বাহুল্য আমার এতে কিছু এসে যায় না, তাহলেও লজ্জাকর এবং আহাম্মকি' — ভাবছিলেন লেভিন। সবাই এটা করে বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন কমিটির জনসভায়, যেখান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা।

কমিটির জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর, প্রায় গোটা সমাজ। লেভিন যখন পেঁছলেন তখন সমীক্ষা চলছিল, সবাই বললে সেটা খুবই চিত্তাকর্ষক। সমীক্ষা পাঠ শেষ হলে সমাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং স্ভিয়াজ্স্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ, উভয়ের সঙ্গেই দেখা হল লেভিনের। প্রথম জন তাঁকে অবশ্য-অবশ্যই আসতে বললেন সেই সন্ধ্যায় কৃষি সমিতির অধিবেশনে যেখানে চমৎকার প্রতিবেদন পাঠ হবে, দ্বিতীয় জন সবেমাত্র এলেন রেস থেকে। দেখা হল অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গেও, এবং জনসভা, নতুন নাটক আর মামলা নিয়ে লেভিন নিজেও বললেন, অন্যদেরও মতামত শুনলেন। কিন্তু মামলা নিয়ে আলোচনার সময় মনোযোগের যে ক্লান্তি তিনি বোধ করতে শুরু করেছিলেন, সম্ভবত তারই ফলে তিনি একটা ভুল করে বসেন এবং পরে সেই ভুলের জন্য মনে মনে বারকয়েক নিজের ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ায় বিচারাধীন জনৈক বিদেশীর আসন্ন শাস্তি এবং রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করে শাস্তি দেওয়াটা যে সঠিক নয়, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে লেভিন গতকাল তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনে যা শুনেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন।

'আমি মনে করি ওকে সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করা আর পাইক মাছকে জলে ভাগিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া একই কথা' — বললেন লেভিন। পরে তাঁর মনে পড়েছিল বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এবং যেন-বা তাঁর নিজের

* হাজারো অভিবাদন (ফরাসি)।

বলে চালিয়ে দেওয়া এই কথাটা ক্রিলভের নীতিকাহিনী থেকে নেওয়া, বন্ধু সেটার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন সংবাদপত্রের একটি রসরচনা পড়ে।

শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি পেঁছে লেভিন দেখলেন কিটি সুস্থ, মেজাজও ভালো, তাই চলে গেলেন ক্লাবে।

॥ ৭ ॥

ক্লাবে লেভিন পেঁছলেন ঠিক সময়েই। তখনই আসছিলেন ক্লাবের সদস্য আর অতিথিরা। ক্লাবে লেভিন আসেন নি অনেকদিন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন মস্কোয় বাসা পেতেছিলেন, সমাজে যাতায়াত করতেন, তারপর থেকে আর নয়। ক্লাবের কথা মনে আছে তাঁর, খুঁটিনাটিতে তার বাহ্য আকৃতিটাও, কিন্তু আগে ক্লাবে তাঁর কেমন লাগত সেটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকার অঙ্গনে এসে যেই তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নেমে ঢুকলেন গাড়ি-বারান্দায় আর কুঁচি দেওয়া উর্দিতে পোর্টার নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে অভিবাদন করলে তাঁকে; পোর্টারের ঘরে যেই তিনি দেখলেন ক্লাবসদস্যদের গাদা করা ওভারকোট আর জুতোর প্রচ্ছদ যাঁরা ভেবে দেখেছেন যে প্রচ্ছদ প'রে ওপরে ওঠার চেয়ে তা এখানেই খুলে রেখে যাওয়ায় খাটুনি কম; যেই তিনি শুনলেন তাঁর আগমন ঘোষণার রহস্যময় ঘণ্টি আর গালিচায় মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখলেন সোপান-চত্বরে প্রস্তরমূর্তি আর ওপরের একটা দরজায় তাঁর পরিচিত, ক্লাবের উর্দি পরা, বুড়িয়ে যাওয়া তৃতীয় পোর্টারকে, যে অতিথির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর জন্য দরজা খুলতে শশব্যস্তও হল না, গড়িমসিও করলে না — অমনি ক্লাবের অনেকদিনকার পুরনো আবেশ আচ্ছন্ন করল লেভিনকে, আরাম, পরিতোষ, শোভনতার আবেশ সেটা।

'মাপ করবেন, টুপি' — লেভিনকে বললে পোর্টার, টুপি যে তার কাছে রেখে যেতে হয়, ক্লাবের এ নিয়মটা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন; 'অনেকদিন আসেন নি। গতকালই প্রিন্স নাম লিখিয়ে রেখেছেন আপনার। প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিচ আসেন নি এখনো।'

পোর্টার শুধু লেভিনকে নয়, তাঁর সমস্ত যোগসম্পর্ক, আত্মীয়স্বজনদেরও জানত আর তাদের কথা পাড়ল তক্ষুনি।

স্ক্রিন দিয়ে ভাগ করা প্রথম যে প্রবেশ-কক্ষটার ডান দিকের ঘরটায় ফলওয়ালা বসে, সেখানে মন্থরগতি এক বৃদ্ধকে পেছনে ফেলে লেভিন এগিয়ে গেলেন লোকজনে মুখরিত ডাইনিং-রুমটায়।

ইতিমধ্যেই প্রায় দখল হয়ে যাওয়া আসনগুলো পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন অতিথিদের। এখানে ওখানে চোখে পড়ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের সব লোক — কেউ বৃদ্ধ, কেউ যুবক, কেউ নামমাত্র পরিচিত, কেউ ঘনিষ্ঠ। রুষ্ট বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখা দিল না একটাও। পোশাক রাখার ঘরে তাঁরা যেন তাঁদের টুপির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রেখে এসেছেন সেখানে, এখন ধীরে সুস্থে জীবনের পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে চান। স্ভিয়াজ্স্কি, শ্যেরবাৎস্কি, নেভেদোভস্কি, বৃদ্ধ প্রিন্স, ভ্রন্স্কি, সের্গেই ইভানোভিচও এখানে ছিলেন।

'আ, দেরি হল যে?' হেসে বললেন প্রিন্স, কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে; 'কিটি কেমন আছে?' ওয়েস্ট-কোটের বোতামের ফুটোয় গোঁজা ন্যাপকিনটা ঠিক করে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন।

'ভালো আছে। তিনজন ওরা বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।'

'বটে, বকবকম তাহলে। আমাদের এখানে কিন্তু জায়গা খালি নেই। ওই টেবিলটায় গিয়ে জায়গা দখল করো গে তাড়াতাড়ি' --- এই বলে তিনি ঘুরে সাবধানে নিলেন মাছের সুপের প্লেট।

'লেভিন, এখানে!' খানিক দূর থেকে ভেসে এল একটা হৃদ্য ডাক। লোকটি তুরোভ্ৎসিন। তিনি বসেছিলেন তরুণ একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে, কাছেই দুটি ওলটানো চেয়ার। আনন্দেই লেভিন গেলেন তাঁদের দিকে। ভালোমানুষ লোচ্চা তুরোভ্ৎসিনকে লেভিনের ভালো লাগত সর্বদাই — তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিটির কাছে প্রেম নিবেদনের স্মৃতি — কিন্তু আজ, এত মননশীল আলোচনার চাপের পর তুরোভ্ৎসিনের সহৃদয় চেহারা তাঁর খুবই প্রিয় মনে হল।

'এ চেয়ারদুটি তোমার আর অব্লোন্স্কির জন্যে। শিগগিরই ও এসে পড়বে।'

অত্যন্ত সিধে হয়ে বসে থাকা ফুর্তিবাজ যে অফিসারটির চোখ অনবরত হাসছিল, তিনি পিটার্সবুর্গের গাগিন। তুরোভ্ৎসিন পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের।

'অব্লোন্স্কি বরাবরই দেরি করে।'

'আরে এই তো ও।'

'এক্ষুনি এলে তুমি?' দ্রুত ওঁদের কাছে এসে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি, 'হ্যাল্লো! ভোদকা খেয়েছ? তাহলে চলো যাই।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন বড়ো টেবিলটার কাছে যেখানে সাজানো ছিল ভোদকা আর অতি বিভিন্ন রকমের চাট। মনে হবে বিশ রকমের ডিশগুলো থেকে নিজের রুচি মতো কিছু বাছা সম্ভব, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ কী একটা বিশেষ চাটের জন্য জেদ ধরলেন আর যে চাপরাশিগুলি দাঁড়িয়ে ছিল তাদেব একজন তক্ষুনি নিয়ে এল সেটা। এক-এক পাত্র পান করে তাঁরা নিজেদের টেবিলে ফিরলেন।

মাছের সুপের সঙ্গে তক্ষুনি এক বোতল শ্যাম্পেনের বরাত দিলেন গাগিন আর সেটা চারটে গ্লাসে ঢালতে বললেন। এগিয়ে দেওয়া পাত্রটায় আপত্তি হল না লেভিনের, নিজেই আরেক বোতল চাইলেন। খিদে পেয়েছিল তাঁর, পানভোজন চালালেন অতি তৃপ্তির সঙ্গে, আরো তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিলেন সহালাপীদের হাসিখুশি সহজসরল আলাপে। নিচু গলায় গাগিন শোনালেন পিটার্সবুর্গের নতুন একটা চুটকি, আর চুটকিটা অশ্লীল ও নির্বোধ হলেও এতই তা হাস্যকর লাগল যে লেভিন এমন হো-হো করে হেসে উঠলেন যে পাশের টেবিলের লোকেরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'এটা এই গোছের: 'এটা আমি সহ্যই করতে পারি না!' জানো তো?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এটা একেবারে খাশা। আরেক বোতল নিয়ে এসো' — চাপরাশিকে হুকুম করে চুটকি বলতে শুরু করলেন তিনি।

'পিওত্‌র ইলিচ ভিনোভ্‌স্কি পাঠিয়েছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিতে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ চাপরাশি সরু সরু দুই গ্লাসে ফেনিল শ্যাম্পেন এনে দিলে স্তেপান আর্কাদিচ আর লেভিনের জন্য। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর গ্লাস নিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে পাটকিলে রঙের গুম্ফশোভিত টেকো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে তাঁর উদ্দেশে মাথা নাড়লেন।

'কে ইনি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'ওঁকে তুমি আমার বাড়িতে দেখেছ, মনে নেই? বেশ লোক।'

স্তেপান আর্কাদিচ যা করেছিলেন, লেভিনও তাই করে গ্লাস নিলেন। স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিটাও হল খুবই মজাদার। লেভিনও বললেন

নিজের চুটকি, সেটা অন্যদের ভালো লাগল। তারপর ঘোড়া, এ বছরের রেস, ভ্রন্‌স্কির 'সাতিন' কী উদ্দাম ধাবনে প্রথম পুরস্কার জিতেছে, কথা চলল সেই নিয়ে। লেভিন খেয়ালই করেন নি কখন শেষ হয়ে গেল ডিনার।

'আরে, এই তো ওরা!' ডিনারের শেষে চেয়ারে বসেই পিঠের দিকে পেছন ফিরে ভ্রন্‌স্কি আর একজন ঢ্যাঙা গার্ড কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। ভ্রন্‌স্কির মুখেও শোভা পাচ্ছিল ক্লাবের সাধারণ ভালোমানুষি আমোদ। উনি ফুর্তিতে স্তেপান আর্কাদিচের কাঁধে কনুই রেখে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে আর সমান সানন্দ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে।

'দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হল' — বললেন ভ্রন্‌স্কি; 'নির্বাচনে আমি তখন আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু শুনলাম আপনি আগেই চলে গেছেন' — লেভিনকে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি ওই দিনই চলে যাই। এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে। অভিনন্দন আপনাকে' — লেভিন বললেন, 'খুবই জবর দৌড়।'

'আপনারও তো ঘোড়া আছে।'

'না, আমার পিতার ছিল, তবে আমার মনে আছে, কিছু জানি ও ব্যাপারে।'

'কোথায় ডিনার সারলে তুমি?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'থামগুলোর পেছনে দ্বিতীয় টেবিলটায়।'

'একটু উৎসব ছিল আমাদের' — বললেন ঢ্যাঙা কর্নেল, 'দ্বিতীয়বার বাদশাহী পুরস্কার, ঘোড়ায় ওর যেমন কপাল, তাসে আমার তেমনি হলে হত।'

'কিন্তু সময় সোনা, খুইয়ে কী লাভ। আমি চললাম জাহান্নমে' — বলে কর্নেল টেবিল ছেড়ে গেলেন।

'ইনি ইয়াশ্‌ভিন' — তুরোভ্‌ৎসিনকে বললেন ভ্রন্‌স্কি এবং কাছেই খালি হয়ে যাওয়া একটা চেয়ারে বসলেন। এগিয়ে দেওয়া পাত্রটা শেষ করে তিনি আরেক বোতলের বরাত দিলেন। ক্লাবের পরিবেশে নাকি মদ্যপানের প্রভাবে লেভিন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কথা কইলেন সেরা জাতের গরু নিয়ে এবং তাঁর প্রতি কোনো বিদ্বেষ বোধ করছেন না দেখে খুশি হলেন।

এমনকি এ কথাও তিনি বললেন যে স্ত্রীর কাছে তিনি শুনেছেন যে ওঁদের দেখা হয়েছিল প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে।

'ও, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা — অনন্যসাধারণা!' বলে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সম্পর্কে এমন একটা চুটকি ফাঁদলেন যা সবাইকেই হাসাল। বিশেষ করে ভ্রন্স্কি এমন প্রাণখোলা হাসি হাসলেন যে লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁর একেবারে মিটমাট হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে।

'কী, শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে যাওয়া যাক!'

॥ ৮ ॥

টেবিল থেকে উঠে হাঁটতে গিয়ে লেভিন টের পেলেন যে তাঁর বাহুর দুলুনি হয়ে উঠেছে অসাধারণ সঠিক আর লঘু। গাগিনের সঙ্গে উঁচু উঁচু ঘরের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বিলিয়ার্ড-রুমে। উঁচু হলটা পেরিয়ে যাবার সময় শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হল।

'কী, আমাদের প্রমোদমন্দির কেমন লাগল তোমার?' লেভিনের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন তিনি, 'চলো হাঁটা যাক।'

'আমিও তাই চাইছিলাম — হাঁটতে আর এটা-ওটা দেখতে। বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে। ওই বৃদ্ধটিকে দেখছ তো' — একেবারে কুঁজো হয়ে যাওয়া, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়া, নরম বুট পরা কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে যে বৃদ্ধটি তাঁদের দিকে আসছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ভাবছ উনি ঐরকম সাতখাজা হয়েই জন্মেছিলেন।'

'সাতখাজা মানে?'

'আ, কথাটাও দেখছি তুমি জানো না। ওটা আমাদের ক্লাবের লবজ। ইস্টার পরবের ডিম জানো তো গড়ানো হয়, কিন্তু ডিম বেশি গড়ালে তা ভেঙে গিয়ে হয়ে পড়ে সাতখাজা। আমাদের বন্ধুও তাই ভায়া, ক্লাবে আসি, আসি, তারপর হয়ে পড়ি সাতখাজা। তুমি হাসছ, কিন্তু আমার বন্ধুটি লক্ষ রেখেছে কখন নিজেই সে সাতখাজা হয়ে পড়বে। প্রিন্স চেচেন্স্কিকে

জানো তো?' শ্বশুর জিগ্যেস করলেন আর লেভিন তাঁর মুখ দেখে টের পেলেন যে মজার কিছু একটা উনি বলতে চাইছেন।

'না, জানি না।'

'সেকি! প্রিন্স চেচেন্স্কিকে সবাই জানে। সে যাক গে। তা সর্বদাই বিলিয়ার্ড খেলেন উনি। তিন বছর আগেও তিনি সাতখাজা হন নি, বড়াই করতেন, আর নিজে অন্যদের বলতেন সাতখাজা। একবার তিনি এলেন আর আমাদের পোর্টার... চেনো তো ভাসিলিকে? ওই যে মুটকো। ভারি ফাজিল। তা প্রিন্স চেচেন্স্কি ওকে জিগ্যেস করলেন: 'কী ভাসিলি, কে কে এসেছেন? আর সাতখাজারা কেউ আছে?' ও বলে দিলে: 'আপনি তৃতীয় জন।' হ্যাঁ ভায়া, এমনি ব্যাপার!'

গল্প চালিয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করে লেভিন আর প্রিন্স সমস্ত ঘরগুলোয় চক্কর দিলেন: বড়ো ঘর যেখানে ইতিমধ্যেই টেবিল পাতা হয়েছে, অল্পস্বল্প বাজিতে খেলছিল অভ্যস্ত খেলোয়াড়রা; সোফার ঘর, যেখানে দাবাখেলা চলছিল আর সের্গেই ইভানোভিচ বসে কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন; বিলিয়ার্ড-রুম, যেখানে ঘরের বাঁকে সোফার কাছে শ্যাম্পেন সহযোগে চলছিল আমুদে তাসখেলা, গাগিনও যোগ দিয়েছিলেন তাতে; জাহান্নমেও উঁকি দেওয়া হল, সেখানে ইয়াশ্ভিন যে টেবিলটার সামনে বসেছিলেন, তার কাছে ভিড় করেছিল বাজি-ধরা লোকেরা। যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাঁরা ঢুকলেন অন্ধকার পাঠকক্ষে; সেখানে শেড দেওয়া বাতির নিচে রুষ্ট মুখে একটি যুবক বসে একের পর এক পত্রিকা উল্টে চলেছেন আর টাক মাথা এক জেনারেল পাঠে নিমগ্ন। সে ঘরটাতেও গেলেন, যাকে প্রিন্স বলতেন মনন-কক্ষ; তিন জন ভদ্রলোক সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন।

'প্রিন্স, সব তৈরি, আসুন' — প্রিন্সকে এখানে পেয়ে বললেন তাঁর তাসের একজন জুড়ি, প্রিন্স চলে গেলেন। লেভিন বসে বসে তর্ক শুনছিলেন, কিন্তু আজ সকালের সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ সাংঘাতিক বেজার লাগল তাঁর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খুঁজতে গেলেন অব্লোন্স্কি আর তুরোভ্ৎসিনকে, এঁদের সাহচর্যে তাঁর ফুর্তি লাগে।

তুরোভ্ৎসিন পানপাত্র হাতে বসেছিলেন বিলিয়ার্ড-রুমের উঁচু একটা সোফায় আর ঘরের দূর কোণের দুয়োরের কাছে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কইছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আন্নার একঘেয়ে লাগছে তা নয়, তবে অবস্থার এই অনির্দিষ্টতা, অনিশ্চয়তা' — লেভিনের কানে আসতেই তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ডাকলেন তাঁকে।

'লেভিন!' বললেন তিনি আর লেভিন লক্ষ করলেন যে চোখে তাঁর জল নয়, আর্দ্রতা, যা তাঁর ক্ষেত্রে সর্বদা দেখা দেয় যখন তিনি বেশি পান করেন, অথবা যখন তিনি খুবই আলোড়িত। আজ দুটো উপলক্ষই আছে; 'লেভিন, যেও না' — কনুইয়ের ওপরে বাহুতে সজোরে চেপে ধরলেন তাঁকে, কিছুতেই যেতে দেবেন না বলে।

'এ আমার অকৃত্রিম, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু' — ভ্রন্স্কিকে বললেন তিনি, 'তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়। এবং আমি চাই আর জানি যে তোমাদের বন্ধু আর ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কেননা দু'জনেই তোমরা ভালো লোক।'

'তাহলে দেখছি চুম্বন বিনিময়টাই শুধু বাকি' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহৃদয় রহস্যে বললেন ভ্রন্স্কি।

ঝটিতি সে হাত নিয়ে লেভিন সজোরে চাপ দিলেন।

করমর্দন করতে করতে বললেন, 'অত্যন্ত, অত্যন্ত খুশি হলাম আমি।'

'ওহে, এক বোতল শ্যাম্পেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমিও ভারি খুশি' — ভ্রন্স্কি বললেন।

কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের যত ইচ্ছা থাক, এঁদের নিজেদেরও যত ইচ্ছা থাক, পরস্পরকে তাঁদের বলার কথা কিছু ছিল না, আর দু'জনেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'জানো, আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই?' ভ্রন্স্কিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি ওকে আন্নার কাছে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চলো লেভিন!'

'তাই নাকি?' ভ্রন্স্কি বললেন, 'ও খুব খুশি হবে।' তারপর যোগ দিলেন, 'আমি এখুনি বাড়ি যেতে পারতাম, কিন্তু ইয়াশ্ভিনের জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি। ও শেষ না করা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।'

'কী, ব্যাপার খারাপ?'

'কেবলি হারছে আর একা আমিই পারি ওকে সামলাতে।'

'তাহলে বিলিয়ার্ড এক দান? খেলবে লেভিন? চমৎকার' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পিরামিড সাজাও' — মার্কারকে বললেন তিনি।

'অনেকখন তৈরি' — মার্কার বললে। বলের পিরামিড অনেক আগে সাজিয়ে সে তখন লাল বলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করছিল।

'বেশ দাও।'

খেলা শেষ হলে ভ্রন্‌স্কি আর লেভিন গিয়ে বসলেন গাগিনের টেবিলে আর টেক্কা বাজি রাখার খেলায় স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবে অংশ নিলেন লেভিন। ভ্রন্‌স্কি কখনো বসে থাকছিলেন টেবিলেই আর অবিরাম তাঁর কাছে আসছিল পরিচিতরা, কখনো ইয়াশ্‌ভিনের খবর জানবার জন্য যাচ্ছিলেন জাহান্নমে। সকালে বুদ্ধিবৃত্তির ক্লান্তির পর উপাদেয় বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন লেভিন। ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে শত্রুতার অবসানে আনন্দ হয়েছিল তাঁর, শান্তি শিষ্টতা তৃপ্তির একটা আমেজ তাঁর কাটছিল না।

খেলা শেষ হলে স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের হাত ধরলেন।

'তাহলে চলো যাই আন্নার কাছে। এক্ষুনি? এ্যাঁ? সে বাড়ি আছে। আমি ওকে অনেকদিন হল কথা দিয়েছি যে তোমায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যায় কোথায় যাবে ভাবছিলে?'

'বিশেষ কোথাও নয়। স্ভিয়াজ্‌স্কিকে কথা দিয়েছিলাম যে কৃষি সমিতির অধিবেশনে থাকব। তা বেশ, চলো যাই' — লেভিন বললেন।

'চমৎকার, চলো তাহলে! দ্যাখো তো, আমার গাড়িটা এল কিনা' -- চাপরাশিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে টেক্কার খেলায় যে চল্লিশ রুব্‌ল হেরেছেন তা শোধ দিলেন, দরজার কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ চাপরাশির কাছেই রহস্যজনক উপায়ে যা জানা তা ক্লাবের সে বিলও মেটালেন আর প্রচণ্ড হাত দোলাতে দোলাতে সমস্ত হল পাড়ি দিয়ে গেলেন বহির্দ্বারের কাছে।

॥ ৯ ॥

'অ্‌বলোন্‌স্কির গাড়ি!' রাগত হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচাল পোর্টার। গাড়ি এসে দাঁড়াল, উঠে বসলেন দুজনে। ক্লাবের ফটক দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শুধু প্রথম কিছুক্ষণই লেভিন ক্লাবের প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি আর চারপাশের লোকেদের নিঃসন্দেহ শিষ্টতার আমেজটা অনুভব করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু যেই গাড়ি রাস্তায় গিয়ে পড়ল আর বন্ধুর রাস্তায় গাড়ির

দোলন টের পেলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির গাড়োয়ানের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনলেন, দেখলেন অস্পষ্ট আলোয় শুঁড়িখানা আর দোকানের লাল সাইনবোর্ড, আমেজটা কেটে গেল এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আন্নার কাছে যে যাচ্ছেন সেটা ভালো হচ্ছে কি? কিটি কী বলবে? কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ওঁকে ভাবতে দিলেন না, যেন তাঁর খুঁতখুঁতি ধরতে পেরে তা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ওকে যে তুমি জানবে, এতে আমি কী খুশিই না হয়েছি। জানো, ডল্লি বহুদিন থেকে এটা চাইছিল। আর ল্ভভও আন্নার ওখানে গেছে এবং যায়। আমার বোন হলেও' -- বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এ কথা বলার সাহস আমি রাখি যে এ নারী অপূর্ব। এই তো তুমি নিজেই দেখবে। অবস্থা ওর অতি দুঃসহ, বিশেষ করে এখন।'

'কেন বিশেষ করে এখনই?'

'স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। উনি রাজি আছেন। কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল বাধছে ছেলেকে নিয়ে। ফলে এই যে ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে যাওয়ার কথা, তা আজ তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে ভ্রন্স্কিকে। কী নির্বোধ এই সব প্রাচীন রীতিনীতির জট যাতে কেউ বিশ্বাস করে না, যা শুধু বাগড়া দেয় লোকের সুখে!' তারপর স্তেপান আর্কাদিচ যোগ দিলেন, 'তখনই ওদের অবস্থাটা হবে সুনির্দিষ্ট, যেমন আমার, যেমন তোমার।'

'কিন্তু গণ্ডগোলটা কেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আহ্, ওটা একটা দীর্ঘ নীরস বৃত্তান্ত! আমাদের সবকিছুই ভারি অনির্দিষ্ট। কিন্তু ব্যাপাবটা হল এই যে আন্না বিবাহবিচ্ছেদের আশায় এখানে, মস্কোয়, সবাই যেখানে ওদের দু'জনকে জানে, রয়েছে তিন মাস, কোথাও বেরোয় না, মহিলাদের মধ্যে ডল্লি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কারণ, বুঝেছ তো, ও চায় না যে কেউ কৃপা করে আসুক ওর কাছে; বুদ্ধিহীনা ঐ যে প্রিন্সেস ভারভারা — সঙ্গে থাকাটা অশোভন হবে দেখে তিনিও চলে গেলেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো নারীই মনে জোর পেত না। ও কিন্তু, তুমি নিজেই দেখবে, কী চমৎকার গুছিয়ে নিয়েছে নিজের জীবন, কী সে শান্ত, কী তার আত্মমর্যাদা। বাঁয়ে গলিতে, গির্জার সামনে!' গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন স্তেপান

আর্কাদিচ, 'উহ্ কী গরম!' হিমাংকের নিচে বারো ডিগ্রি সত্ত্বেও এমনিতেই বোতাম-খোলা ফারকোট আরো খুলে তিনি বললেন।

'ওঁর তো মেয়ে আছে একটি, নিশ্চয় তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?' লেভিন বললেন।

'মনে হচ্ছে তুমি সমস্ত নারীকে ভাবো কেবল মাদি, কেবল une couveuse* বলে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'ব্যস্ত থাকতে হলে অবশ্যই শিশুদের নিয়ে। না, মেয়েটিকে সে চমৎকার মানুষ করছে মনে হয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। ও প্রথমত লেখা নিয়ে ব্যস্ত। দেখতে পাচ্ছি তুমি বাঁকা হাসছ, কিন্তু ওটা মিছে। শিশুদের জন্যে বই লিখছে ও, কিন্তু কাউকে সে কথা বলে না, তবে আমায় পড়ে শুনিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা আমি দিই ভরকুয়েভকে... প্রকাশক সে... মনে হয় আবার নিজেও লেখক, এ সব বোঝেসোঝে। ও বলছে, চমৎকার লেখা। তুমি কি ভাবছ যাদের নারী-লেখিকা বলা হয়, ও সেই দলে পড়ে? একেবারে না। সর্বাগ্রে ও হল হৃদয়বান নারী। নিজেই দেখবে তুমি। এখন ওর সংসারে আছে একটি ইংরেজ মেয়ে আর তার গোটা পরিবার। তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।'

'লোকহিতের ব্যাপার বুঝি?'

'এখানেও তুমি কিছু একটা খারাপ দেখতে চাও। লোকহিত-টিত নয়, হৃদয়ের ব্যাপার। ওদের, মানে ভ্রন্স্কির ছিল এক ইংরেজ জকি, নিজের কাজে ওস্তাদ, কিন্তু মদ্যপ। ভয়ানক মদ টানে, delirium tremens,** পরিবারকে ভাসিয়ে দিলে। আন্না ওদের দেখে, সাহায্য করে, জড়িয়ে যায় ব্যাপারটায়, আর এখন গোটা সংসার তার আশ্রয়ে। এটা শুধু কৃপাবর্ষণ নয়, টাকা দিয়ে নয়, ছেলেগুলোকে জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করাবার জন্যে আন্না নিজেই তাদের রুশ শেখাচ্ছে, আর মেয়েটিকে রেখেছে নিজের কাছে। চলো, দেখবে এখুনি।'

গাড়ি আঙিনায় ঢুকল আর প্রচণ্ড শব্দ করে স্তেপান আর্কাদিচ ঘণ্টা দিল দোরগোড়ায়, একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

যে ভৃত্যটি দরজা খুলল তাকে আন্না বাড়ি আছেন কিনা জিগ্যেস না

* ডিমে তা দেওয়া মুরগি (ফরাসি)।

** সুরাসার-ঘটিত প্রলাপ (লাটিন)।

করেই স্তেপান আর্কাদিচ ঢুকে গেলেন প্রবেশ চত্বরে। লেভিন গেলেন তাঁর পেছু পেছু, ভালো নাকি খারাপ করছেন এই সন্দেহটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তাঁর।

আয়নায় লেভিন দেখলেন যে মুখ তাঁর আরক্তিম, কিন্তু মাতাল যে হন নি এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছিল, তাই স্তেপান আর্কাদিচের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন গালিচায় মোড়া সিঁড়ি বেয়ে। ওপরে যে খানসামাটি স্তেপান আর্কাদিচকে অভিবাদন জানাল অতি আপন জনের মতো, তাকে আন্নার কাছে কে আছে এই প্রশ্ন করে জানা গেল, আছেন ভরকুয়েভ মশায়।

'কোথায় তারা?'

'স্টাডিতে।'

ছোটো একটা ডাইনিং-রুমের দেয়াল গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার নরম গালিচা মাড়িয়ে স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনকে নিয়ে ঢুকলেন আধো অন্ধকার স্টাডিতে, গাঢ় শেড দেওয়া শুধু একটা বাতিতেই তা আলোকিত। রিফ্লেক্টার লাগানো আরেকটা বাতির আলো গিয়ে পড়েছে দেয়ালে, তাতে দেখা যাচ্ছে বড়ো একটা পূর্ণাবয়ব মহিলার প্রতিকৃতি, আপনা থেকেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করল লেভিনের। এটা ইতালিতে মিখাইলোভের করা আন্নার পোর্ট্রেট। অব্‌লোন্‌স্কি স্ক্রিনের ওপাশে যেতেই জনৈক পুরুষের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, আর লেভিন দাঁড়িয়ে রইলেন প্রতিকৃতির সামনে, উজ্জ্বল আলোয় সে প্রতিকৃতি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে; চোখ সরাতে পারছিলেন না তিনি; ভুলে গেলেন কোথায় আছেন, কী কথা হচ্ছে, আশ্চর্য এই প্রতিকৃতি গ্রাস করে নিল তাঁর দৃষ্টিকে। এ যেন ছবি নয়, অপরূপা জীবন্ত এক নারী, কালো চুল যাঁর কুঞ্চিত, বাহু স্কন্ধ নগ্ন, নরম রোঁয়ায় ছাওয়া ঠোঁটে চিন্তামগ্ন আধো হাসি, লেভিনের দিকে তিনি চেয়ে আছেন বিজয়িনীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, যাতে অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। এ নারী জীবিত নয় শুধু এই জন্য যে কোনো জীবিতা এতটা সুন্দরী হতে পারে না।

'ভারি আনন্দ হল' -- কাছেই কাকে বলতে শুনলেন তিনি স্পষ্টতই তাঁকে উদ্দেশ করে। এ কণ্ঠস্বর সেই নারীরই যাঁর পোর্ট্রেটে তিনি মুগ্ধ। স্ক্রিনের ওপাশ থেকে আন্না বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আর স্টাডির আধো আলোয় লেভিন পোর্ট্রেটের সেই নারীকেই

দেখলেন গাঢ়, বর্ণবহুল নীল পোশাকে — ভঙ্গিটা তাঁর তেমন নয়, মুখভাব তেমন নয়, কিন্তু পোর্ট্রেটে শিল্পী তাঁকে যে সৌন্দর্যে ধরে রেখেছেন তারই পরাকাষ্ঠায়। বাস্তবে এ নারী হয়ত কম চমকপ্রদ, কিন্তু নতুন, আকর্ষণীয় কিছু একটা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে যা পোর্ট্রেটে নেই।

॥ ১০ ॥

ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আন্না উঠেছিলেন লেভিনকে দেখার আনন্দটা চাপা না দিয়ে। যে প্রশান্তিতে তিনি তাঁর ছোট্ট চঞ্চল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর পরিচয় করিয়ে দেন ভরকুয়েভের সঙ্গে, পাটকিলে চুলের সুশ্রী যে মেয়েটি কাজ নিয়ে ওখানেই বসেছিল তাকে বললেন তাঁর প্রতিপাল্য, তাতে লেভিন দেখতে পেলেন উঁচু সমাজের সর্বদা সুস্থির ও স্বাভাবিক নারীদের আদব-কায়দা যা তাঁর পরিচিত ও প্রিয়।

'খুব, খুব আনন্দ হল' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি আর লেভিনের কাছে তাঁর ঠোঁটের ওই সাধারণ কথাগুলো কেন জানি পেল একটা বিশেষ তাৎপর্য; 'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে জানি, স্তিভার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আর আপনার স্ত্রীর জন্যেও ভালোবাসি আপনাকে... ওকে আমি দেখেছি অল্প, কিন্তু অপরূপ একটি ফুল, ঠিক ফুলেরই ছাপ সে রেখে গেছে আমার মনে। আর শিগগিরই ও কিনা মা হতে চলেছে!'

কথা বলছিলেন উনি অনায়াসে, তাড়াহুড়ো না করে, মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলেন লেভিনের ওপর থেকে ভাইয়ের দিকে আর লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁকে গৃহস্বামিনীর ভালোই লেগেছে, আর ওঁর সামনে লেভিনেরও নিজেকে মনে হল অনায়াস, সহজ, ভালো লাগছিল তাঁর, যেন ছেলেবেলা থেকেই আন্নাকে তিনি চেনেন।

'ইভান পেত্রভিচকে নিয়ে আমি আলেক্‌সেই-এর স্টাডিতে বসেছি ধূমপান করার উদ্দেশ্যেই' — ধূমপান করা চলবে কিনা স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করায় আন্না বললেন। তারপর লেভিনের দিকে তাকিয়ে উনি ধূমপান করেন কিনা এ প্রশ্নের বদলে কচ্ছপের খোলার বাক্স টেনে নিয়ে সিগারেট বার করলেন একটা।

'আজ কেমন বোধ করছ?' বোনকে জিগ্যেস করলেন ভাই।

'ওই একরকম। বরাবরের মতো শুধু স্নায়ু।'

লেভিন পোর্ট্রেটটা লক্ষ করছেন দেখতে পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'অসাধারণ ভালো, তাই না?'

'এর চেয়ে ভালো পোর্ট্রেট আমি দেখি নি।'

'এবং অসাধারণ সাদৃশ্য, তাই না?' বললেন ভরকুয়েভ।

পোর্ট্রেট ছেড়ে মূলের দিকে তাকালেন লেভিন। তাঁর দৃষ্টি নিজের ওপর টের পেতে বিশেষ একটা দ্যুতি ঝলক দিল আন্নার মুখে। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন আর নিজের অপ্রতিভতা চাপা দেবার জন্য ভেবেছিলেন জিগ্যেস করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে ইদানীং তাঁর দেখা হয়েছে কিনা; কিন্তু ঠিক এই সময় কথা করে উঠলেন আন্নাই:

'ইভান পেত্রভিচের সঙ্গে ভাশ্যেনকভের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি' -- লেভিন বললেন।

'কিন্তু মাপ করবেন, সম্ভবত আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিলাম...'

লেভিন জিগ্যেস করলেন ডল্লির সঙ্গে সম্প্রতি কবে তাঁর দেখা হয়েছে।

'কাল আমার এখানে এসেছিল সে। জিমন্যাসিয়ামের ওপর মহা খাপ্পা। মনে হয় লাতিনের শিক্ষক গ্রিশার ওপর অন্যায় করেছে।'

'হ্যাঁ, ছবিগুলো আমি দেখেছি। তেমন একটা ভালো লাগে নি আমার' — আন্না যে প্রসঙ্গটা শুরু করেছিলেন তাতে ফিরে এলেন লেভিন।

এখন লেভিন মোটেই কাজের প্রতি কারিগরের দৃষ্টি থেকে কথা কইছিলেন না, যা তিনি করেছিলেন আজ সকালে। আন্নার সঙ্গে তাঁর আলাপে প্রতিটি কথাই পাচ্ছিল বিশেষ তাৎপর্য। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছিল আর আন্নার কথা শুনতে আরো ভালো।

আন্না কইছিলেন সহজভাবে, বুদ্ধিমানের মতো, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো হলেও হেলাফেলা করে, নিজের মতামতে কোনো বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না, গুরুত্ব অর্পণ করছিলেন সহালাপীর কথায়।

কথাবার্তা চলল শিল্পকলায় নতুন ধাবা আর বাইবেল সচিত্র করেছেন যে ফরাসি শিল্পী তাঁকে নিয়ে। বাস্তববাদকে স্থূলতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে শিল্পীর সমালোচনা করলেন ভরকুয়েভ। লেভিন বললেন, শিল্পকলায় ফরাসিরা আপেক্ষিকতা টেনে এনেছে সবার থেকে বেশি, তাই

বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভারি একটা মঙ্গল দেখছে তারা। মিথ্যে না থাকাতে এখন তারা খুঁজে পাচ্ছে কাব্য।

জীবনে বিদগ্ধ যত কথা লেভিন বলেছেন তার কোনোটাই এটার মতো তৃপ্তি দেয় নি তাঁকে। হঠাৎ কথাটার কদর করতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে গেল আন্নার মুখ। হাসলেন তিনি।

বললেন, 'আমি হাসছি অতি সদৃশ প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন সানন্দে হাসে। আপনি যা বললেন তাতে আজকের ফরাসি শিল্পের চমৎকার চরিত্রায়ণ করা হয়েছে, চিত্রকলাও বটে, এমনকি সাহিত্যও: জোলা, দোদে। কিন্তু সম্ভবত সর্বদাই এই ঘটে যে কল্পিত, আপেক্ষিক মূর্তিগুলো থেকে এক একটা প্রতীতি গড়ে তোলা হল, আর যতরকম যোগাযোগের পর কল্পিত মূর্তিগুলোয় বিরক্তি ধরে যায়, বেশি স্বাভাবিক সত্য মূর্তির কথা ভাবতে শুরু করে লোকে।'

'একেবারে খাঁটি কথা!' বললেন ভরকুয়েভ।

'তাহলে তোমরা ক্লাবে গিয়েছিলে?' আন্না জিগ্যেস করলেন ভাইকে।

'হ্যাঁ, একেই বলে নারী!' আত্মহারা হয়ে আন্নার সুন্দর চঞ্চল মুখখানা একাগ্র দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভাবলেন লেভিন। আন্নার সে মুখ এখন হঠাৎ বদলে গেল। ভাইয়ের দিকে ঝুঁকে তিনি কী বলছিলেন, সেটা লেভিন শোনেন নি। তাঁকে অবাক করে দিলে মুখভাবের এই পরিবর্তন। প্রশান্তিতে অপরূপ আগের ওই মুখখানায় হঠাৎ ফুটে উঠল আশ্চর্য এক ঔৎসুক্য, রোষ, গর্ব। কিন্তু এটা শুধু মিনিট খানেকের জন্য। চোখ কোঁচকালেন তিনি, যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন।

'হ্যাঁ, তবে ওতে কারো আগ্রহ নেই' — এই বলে তিনি ফিরলেন ইংরেজ মেয়েটির দিকে। ইংরেজিতে বললেন:

'ড্রয়িং-রুমে চা দিতে বলো না।'

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

'কী, পরীক্ষায় পাশ করেছে ও?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'চমৎকার। খুবই বুদ্ধিমান মেয়ে, স্বভাবটাও মিষ্টি।'

'পরিণামে দেখছি নিজের মেয়ের চেয়ে ওকেই বেশি ভালোবাসবে।'

'এই হল পুরুষের কথা। ভালোবাসায় বেশি কম কিছু নেই। নিজের মেয়েকে ভালোবাসি একভাবে, ওকে অন্যভাবে।'

'আমি আন্না আর্কাদিয়েভনাকে বলি' — বললেন ভরকুয়েভ, 'এই

ইংরেজ মেয়েটির জন্যে তিনি যা খাটেন, তার শতাংশ যদি খাটতেন রুশ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সাধারণ স্বার্থে, তাহলে বড়ো একটা উপকার হত।'

'তা যা ভাববেন ভাবুন, আমি পারলাম না। কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলিচ' (এই নামটা করার সময় তিনি সসংকোচ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন লেভিনের দিকে, তিনিও আপনা থেকে সাড়া দিলেন সশ্রদ্ধ সমর্থনের দৃষ্টিতে) 'আমায় গ্রামে স্কুল নিয়ে কাজ করায় উৎসাহিত করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম কয়েকবার। ভারি ওরা মিষ্টি, কিন্তু ও কাজটায় মন লাগাতে পারলাম না। আপনি বলছেন — খাটুনি। খাটুনির ভিত্তি তো ভালোবাসা। আর ভালোবাসা কোথা থেকেও পাবার নয়, ফরমাশ দেওয়া যায় না তার। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, নিজেই জানি না কেন।'

এবং ফের তিনি তাকালেন লেভিনের দিকে। আর তাঁর হাসি ও দৃষ্টি লেভিনকে বললে যে তিনি কথা কইছিলেন কেবল তাঁরই সঙ্গে, তাঁর মতামতে তিনি মূল্য দেন, আর সেইসঙ্গে আগে থেকেই তিনি জানেন যে তাঁরা বুঝতে পারবেন পরস্পরকে।

'এটা আমি খুবই বুঝি' — লেভিন বললেন, 'স্কুল এবং সাধারণভাবেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মন বসানো কঠিন। তাই আমার মনে হয় লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফল পাওয়া যায় এত কম।'

আন্না চুপ করে রইলেন, তারপর হাসলেন।

'হ্যাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আমি কখনো পারি নি। বিটকেলে সব খুকিতে ভরা পুরো একটা অনাথালয়কে ভালোবাসতে হলে যা দরকার je n'ai pas le coeur assez large* Cela ne m'a jamais réussi.** কত নারীই তো এ থেকে position sociale*** গড়ে নিয়েছে। আর এখন তো আরো বেশি' — বিমর্ষ বিশ্বাসপ্রবণ মুখভাবে বললেন তিনি বাহ্যত ভাইয়ের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে শুধু লেভিনকে; 'এখন কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার পক্ষে যখন খুবই দরকার, তখনও ওটা পারি না।'—

* তেমন প্রশস্ত হৃদয় আমার নেই (ফরাসি)।

** ওটা আমি কখনো পেরে উঠি নি (ফরাসি)।

*** সামাজিক প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

হঠাৎ ভুর্ কুঁচকে (লেভিন বুঝলেন যে নিজের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছেন বলে উনি ভুর্ কোঁচকালেন নিজের প্রতিই) প্রসঙ্গ বদলালেন। লেভিনকে বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি খারাপ সমাজসেবী, কিন্তু আমি যেমন পেরেছি পক্ষ নিয়েছি আপনার।'

'কিভাবে পক্ষ নিলেন?'

'যেমন যেমন আক্রমণ এসেছে সেই অনুসারে; তবে এখন চা খেতে গেলে হয় না?' মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটি খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমায় দিন আন্না আর্কাদিয়েভনা' — খাতাটা দেখিয়ে বললেন ভরকুয়েভ, 'এর মূল্য আছে।'

'না, এখনো ঘষামাজা বাকি।'

'আমি ওকে বলেছি' — লেভিনকে দেখিয়ে বোনকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কেন বলতে গেলে। আমার লেখা — সে ওই জেলে বানানো খোদাই কাজের ঝুড়ির মতো, লিজা মের্কালোভা আমায় যা বেচতেন। আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন জেলের দায়িত্বে।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে আন্না বললেন, 'এই হতভাগ্যরা ধৈর্যের অবতার।'

আর যে নারীকে লেভিনের অসাধারণ ভালো লাগছিল, তাঁর মধ্যে নতুন আরেকটা দিক দেখতে পেলেন তিনি। বুদ্ধি, সৌষ্ঠব আর রূপ ছাড়াও তাঁর ভেতরে ছিল সত্যনিষ্ঠাও। তাঁর কাছ থেকে আন্না তাঁর অবস্থার সমস্ত দুঃসহতা চেপে রাখতে চান নি। ঐ কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি, মুখভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে ওঠে শিলীভূত কঠোর। এই মুখভাবে তাঁকে দেখাল আগের চেয়েও সুন্দর; কিন্তু এ মুখভাবটা নতুন; সুখে উদ্ভাসিত ও সুখ সম্পাতী যে ভাবগুলো শিল্পী ধরেছেন তাঁর পোর্ট্রেটে, এটা তার বহির্ভূত। আরেকবার পোর্ট্রেটটা দেখলেন লেভিন, তারপর আন্নাকে, ভাইয়ের বাহুলগ্না হয়ে তিনি তখন যাচ্ছিলেন উঁচু দরজার দিকে আর তাঁর জন্য একটা কোমলতা, একটা মমতা বোধ করলেন লেভিন, যাতে নিজেই তিনি অবাক হলেন।

লেভিন আর ভরকুয়েভকে ড্রয়িং-রুমে যেতে বললেন আন্না, নিজে রয়ে গেলেন ভাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। 'বিবাহবিচ্ছেদ, ভ্রন্স্কি, ক্লাবে সে কী করছে তাই নিয়ে, আমার সম্পর্কে?' ভাবলেন লেভিন। আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন,

এ প্রশ্নটা তাঁকে এত ব্যাকুল করে তুলেছিল যে শিশুদের জন্য লেখা আন্না আর্কাদিয়েভনার উপন্যাসটার গুণ নিয়ে ভরকুয়েভ যা বলছিলেন সেটা তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

চায়ের টেবিলেও চলল সেই একই প্রীতিপ্রদ সারগর্ভ কথোপকথন। আলাপের প্রসঙ্গ হাতড়াবার জন্য এক মিনিটও লাগছিল না তাই নয়, বরং মনে হচ্ছিল যা বলতে চাচ্ছি তা বলে ওঠার সময় হবে না, তাই সাগ্রহেই থেমে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল অপরকে। এবং শুধু আন্না নয়, ভরকুয়েভ আর স্তেপান আর্কাদিচও যাকিছু বলেছেন আন্নার মনোযোগে ও মন্তব্যে তা সবই একটা বিশেষ অর্থ লাভ করছে বলে লেভিনের মনে হল।

আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তাটা শুনতে শুনতে লেভিন সর্বক্ষণ মুগ্ধ হচ্ছিলেন আন্নাকে দেখে — তাঁর রূপে, মনীষায়, বৈদগ্ধ্যে আর সেইসঙ্গে সহজ-সরলতা আর হৃদ্যতায়। তিনি শুনছিলেন, কথা কইছিলেন আর সারাক্ষণ ভাবছিলেন আন্নার কথা, তাঁর অন্তর্জীবনের কথা, অনুমান করতে চাইছিলেন কেমন তাঁর হৃদয়ানুভূতি। আর আগে তাঁকে অমন কঠোরভাবে সমালোচনা করলেও মনের কী এক বিচিত্র গতিপথে লেভিন এখন তাঁরই পক্ষ নিলেন, একই সঙ্গে তাঁর আন্নার জন্য কষ্ট আর ভয় হচ্ছিল যে ভ্রন্স্কি তাঁকে পুরো বুঝবেন না। দশটার পর স্তেপান আর্কাদিচ যখন যাবার জন্য উঠলেন (ভরকুয়েভ চলে গিয়েছিলেন আগেই), লেভিনের মনে হল তিনি যেন এইমাত্র এসেছেন। সখেদে উঠলেন লেভিনও।

'আসুন' — লেভিনের হাত ধরে আকর্ষক দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন আন্না, 'খুব আনন্দ হল, que la glace est rompue'.*

তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ কোঁচকালেন আন্না:

'আপনার স্ত্রীকে বলবেন যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি আর আমার অবস্থাটা যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, তাহলে কামনা করি সে যেন কখনোই ক্ষমা না করে। ক্ষমা করতে হলে আমি যার মধ্যে দিয়ে গেছি, আগে যেতে হয় তারই ভেতর দিয়ে — আর এ থেকে ভগবান রক্ষা করুন তাকে।'

'নিশ্চয় বলব...' লাল হয়ে বললেন লেভিন।

* যে বরফ ফেটেছে (ফরাসি)।

॥ ১১ ॥

স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে বাইরের তুহিন বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, 'কী বিস্ময়কর, মধুর আর অভাগা নারী।'

'এবার কী? আমি তো বলেছিলাম তোমায়' — লেভিনকে সম্পূর্ণ বিজিত দেখে তাঁকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শুধু বুদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কষ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে!'

'ভগবান করলে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে, আগে থেকেই রায় দিয়ে ব'সো না' — গাড়ির দরজা খুলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চললাম, তুমি যাবে অন্য রাস্তায়।'

বাড়ি ফেরার সারাটা পথ লেভিন ভাবলেন কেবল আন্নার কথা, তাঁর সঙ্গে যেসব সহজ কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মনে পড়ছিল তাঁর মুখভাবের সমস্ত খুঁটিনাটি। ক্রমেই বেশি করে যেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর অবস্থাটা, কষ্ট হচ্ছিল তাঁর জন্য।

বাড়ি পেঁছিতে কুজ্‌মা লেভিনকে বললে যে কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা ভালো আছেন, বোনেরা এইমাত্র চলে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। তারপর দুটি চিঠি দিলে তাঁকে। পরে যাতে ও নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য লেভিন চিঠিদুটো পড়লেন ওখানেই, প্রবেশ-কক্ষেই। একটা চিঠি গোমস্তা সকোলোভের। সে লিখেছে, গম বিক্রি করা চলে না, দাম দিতে চাইছে কেবল সাড়ে পাঁচ রুব্‌ল, টাকা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। দ্বিতীয় চিঠিটা বোনের। তাঁর কাজটা হয় নি বলে তিনি বকুনি দিয়েছেন লেভিনকে।

'বেশি যখন দিতে চাইছে না, তখন সাড়ে পাঁচ রুব্‌ল দরেই বেচে দেব' — প্রথম যে প্রশ্নটা আগে লেভিনের কাছে খুব কঠিন মনে হয়েছিল, অসাধারণ অনায়াসে তক্ষুনি সেটার নিষ্পত্তি করে ফেললেন তিনি। 'আশ্চর্য, কিভাবে আমার সমস্ত সময় কেটে যাচ্ছে এখানে' — ভাবলেন লেভিন দ্বিতীয় চিঠিটা প্রসঙ্গে। বোন যা করতে বলেছিলেন আজো তা করা হয় নি বলে নিজেকে বোনের কাছে দোষী মনে হল তাঁর। 'আজ ফের আদালতে যাওয়া হল না, তবে আজকে সত্যি সময় ছিল না তার।' অবশ্যই ওটা

কালকে করবেন স্থির করে গেলেন স্ত্রীর কাছে। যেতে যেতে গোটা দিনটার ওপর মনে মনে চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। দিনের সমস্ত ঘটনাই কথাবার্তা: যে কথাবার্তা তিনি শুনেছেন আর যাতে তিনি যোগ দিয়েছেন। সমস্ত কথাবার্তাই এমন বিষয় নিয়ে যাতে একলা গ্রামে থাকলে কখনো তিনি ভাবিত হতেন না, কিন্তু এখানে তা বেশ মন টানে। সব কথাবার্তাই বেশ ভালো হয়েছিল, শুধু দুটো জায়গায় তেমন হয় নি। তার একটা — পাইক মাছ সম্পর্কে যে কথাটা তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়টা — আন্না সম্পর্কে তাঁর যে একটা করুণ কোমলতা বোধ হচ্ছে, তা যেন ঠিক নয়।

স্ত্রীকে লেভিন দেখলেন মনমরা, ব্যাজার। তিন বোনের ডিনার চলেছিল খুব আনন্দ করেই, কিন্তু তারপর তাঁকে আশা করছিলেন ওঁরা, আশা করে করে সবাইয়ের একঘেয়ে লাগল, বোনেরা চলে যান, কিটি থাকে একলা।

'তা কী করলে তুমি?' কিটি জিগ্যেস করলে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে। সে চোখ এত জ্বলজ্বলে যে রীতিমতো সন্দেহ জাগায়। কিন্তু লেভিনের সবকিছু বলায় বাধা না দেবার জন্য নিজের উদ্বেগ লুকিয়ে সে অনুমোদনের হাসি নিয়ে শুনে গেল কিভাবে সন্ধেটা কাটিয়েছেন লেভিন।

'ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খুশি হয়েছি। ওর কাছে নিজেকে বেশ সহজ আর স্বচ্ছন্দ লেগেছিল। চেয়েছিলাম এই অস্বস্তিটা যাতে কেটে যায়, এখন চেষ্টা করব যেন আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা না হয়' — বললেন লেভিন এবং কখনো দেখা না হবার চেষ্টা করে তক্ষুনি যে আন্নার কাছে যান তা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি। 'এই তো, সবাই বলে যে চাষীরা মদ টানে। কিন্তু জানি না কে বেশি টানে, চাষীরা নাকি আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়। চাষীরা অন্তত পালেপার্বণে, কিন্তু...'

কিন্তু চাষীরা কেমন মদ খায় তা নিয়ে কিটির আগ্রহ ছিল না। সে দেখল লেভিন লাল হয়ে উঠেছেন, জানতে চাইছিল সেটা কেন।

'তারপর কোথায় ছিলে?'

'স্তিভা ভয়ানক ধরাধরি করলে যেন আন্না আর্কাদিয়েভনার ওখানে যাই।'

আর এই কথা বলে লেভিন লাল হয়ে উঠলেন আরো বেশি এবং আন্নার কাছে গিয়ে তিনি ভালো করেছেন নাকি খারাপ — এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল চূড়ান্তরূপে। এখন তিনি জানেন যে ও কাজ করা উচিত হয় নি।

আন্নার নামোল্লেখে কিটির চোখ বিস্ফারিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোর করে নিজের অস্থিরতা চেপে সে ছলনা করলে লেভিনকে।

শুধু বললে, 'অ!'

'আমি গেছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করবে না। স্তিভা বললে, ডল্লিও তাই চাইছিল' — বলে চললেন লেভিন।

'আরে না' — কিটি বললে, কিন্তু লেভিন তার চোখে দেখতে পেলেন নিজের ওপর জোর খাটানো এমন একটা প্রয়াস যা তাঁর পক্ষে শুভংকর নয়।

আন্নার কাজকর্ম, কিটিকে তিনি যা বলতে বলেছেন সে সবের বিবরণ দিয়ে তিনি শেষ করলেন, 'অতি সুন্দর, ভালো. অতি অতি অভাগা এক নারী।'

'সে তো বটেই, খুবই অভাগা উনি' — লেভিন শেষ করতে কিটি বললে; 'চিঠি পেলে কার কাছ থেকে?'

সে কথা বলে এবং তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত হয়ে লেভিন গেলেন পোশাক ছাড়তে।

ফিরে এসে কিটিকে দেখলেন সেই একই কেদারায়। কিন্তু তার কাছে যেতে লেভিনের দিকে চেয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'কী হল? কী হল?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে তা আগেই বুঝতে পেরে।

'ওই বদ মেয়েটার প্রেমে পড়েছ তুমি। সে তোমায় যাদু করেছে। তোমার চোখেই তা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ! কী দাঁড়াবে এ থেকে? ক্লাবে তুমি মদের পর মদ গিললে, জুয়া খেললে, তারপর গেলে... কার কাছে? না, কাল চলে যাব... কালই আমি চলে যাব।'

অনেকখন স্ত্রীকে শান্ত করতে পারেন নি লেভিন। শেষ পর্যন্ত সে প্রবোধ মানল লেভিনের এই কবুলতিতে যে আন্নার প্রতি অনুকম্পা আর সেইসঙ্গে মদ্যের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ধরা দেন আন্নার চাতুরীতে, এর পর থেকে উনি এড়িয়ে চলবেন তাঁকে। সবচেয়ে অকপট যে স্বীকৃতি তিনি করেন তার একটা হল এই যে শুধু কথাবার্তা আর খানাপিনা নিয়ে মস্কোয় এতদিন থাকায় তিনি ঝিম মেরে গেছেন। ওঁদের কথাবার্তা চলে রাত তিনটে অবধি। শুধু রাত তিনটেতেই তাঁদের এতটা মিটমাট হয়ে যায় যে ঘুমতে পেরেছিলেন।

॥ ১২ ॥

অতিথিদের বিদায় দিয়ে আন্না বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। যদিও অজান্তে (সমস্ত যুবাপুরুষদের ক্ষেত্রে ইদানীং তাঁর যা আচরণ) তবু তাঁর প্রতি লেভিনের প্রেম উদ্রেকের জন্য সারাটা সন্ধে সম্ভবপর সবকিছু করলেও, সৎ, বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যায় সেটা যতদূর সম্ভব তা তিনি যে পেরেছেন এটা জানা থাকলেও, এবং লেভিনকে তাঁর ভারি ভালো লাগলেও (পুরুষের দৃষ্টি থেকে ভ্রন্স্কি আর লেভিনের মধ্যে প্রচন্ড পার্থক্য সত্ত্বেও নারী হিশেবে তিনি দুজনের মধ্যেই সেই সাধারণটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন যার জন্য কিটি প্রেমে পড়েছিল ভ্রন্স্কি আর লেভিন, দুজনেরই) লেভিন বেরিয়ে যেতেই তাঁর সম্পর্কে আর কিছু ভাবলেন না আন্না।

নানা আকারে শুধু একটা চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করছিল: 'অন্যের ওপর, যেমন এই বিবাহিত, স্ত্রীর অনুরাগী এই লোকটির ওপর আমি যদি এত প্রভাব ফেলে থাকি, তাহলে আমার সম্পর্কে কেন সে অমন বীতস্পৃহ?.. না, ঠিক বীতস্পৃহ নয়, আমায় সে ভালোবাসে, আমি তা জানি। কিন্তু নতুন কী একটা যেন আলাদা করে দিচ্ছে আমাদের। কেন সারাটা সন্ধে তার দেখা নেই? স্তিভাকে সে বলতে বলেছে যে ইয়াশ্‌ভিনকে ছেড়ে সে যেতে পারে না, নজর রাখতে হবে তার খেলার ওপর। ইয়াশ্‌ভিন কি খোকা? কিন্তু ধরা যাক কথাটা ঠিক। ও কখনো মিথ্যে বলে না। তবে এই সত্যির মধ্যে আছে আরেকটা সত্যি। অন্য কিছু দায়িত্ব ওর আছে এটা দেখাবার সুযোগ পেয়ে সে খুশি। এটা আমি জানি, সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রমাণ করার কী দরকার? ও আমায় দেখাতে চায় যে আমার প্রতি তার ভালোবাসায় ওর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার দরকার নেই, আমার চাই প্রেম। এখানে, মস্কোয় আমার দিন কাটানোর সমস্ত দুঃসহতা সে যদি বুঝত। এটা কি জীবন? না, জীবন নয়, শুধু ফয়সালার প্রতীক্ষা যা ক্রমাগত মুলতবি থাকছে। ফের কোনো জবাব নেই! স্তিভা বলছে যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে সে যেতে পারছে না। আর আমি আরেক বার চিঠি লিখতে পারি না ওকে। কিছুই করতে পারি না আমি, কিছুই শুরু করতে, কিছুই বদলাতে পারি না, শুধু নিজেকে

সামলে রেখে অপেক্ষা, অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা — ইংরেজদের সংসারটা, লেখা, পড়া, কিন্তু এ সবই তো আত্মপ্রতারণা, এ সবই ঐ মর্ফিয়া। আমার জন্যে ওর মায়া হওয়া উচিত' — মনে মনে ভাবলেন আন্না, টের পাচ্ছিলেন যে আত্মকরুণার অশ্রুজল চোখে জমে উঠেছে।

ভ্রন্স্কির দমকা-মারা ঘণ্টি শুনতে পেলেন তিনি, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছলেন, কিন্তু শুধুই মুছলেন না, প্রশান্তির ভান করে বাতির তলে বসলেন একটা বই খুলে। ভ্রন্স্কিকে দেখাতে হবে যে কথামতো ঠিক সময়ে আসে নি বলে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু শুধুই অসন্তুষ্ট, নিজের দুঃখ, সবচেয়ে বড়ো কথা আত্মকরুণা দেখানো চলবে না কোনোমতেই। নিজেকে তিনি করুণা করতে পারেন, কিন্তু ভ্রন্স্কি তাঁকে করুণা করবেন, এ চলে না। সংঘর্ষ তিনি চাইছিলেন না, ভ্রন্স্কি সংঘাত চান বলে তাঁকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু নিজেই আন্না অজ্ঞাতসারে সংগ্রামের পথ নিলেন।

'ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি?' প্রাণোচ্ছল হাসিখুশি মেজাজে তাঁর দিকে যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্স্কি, 'কী যে এক নেশা — জুয়া!'

'না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি। ও বদভ্যাস অনেকদিন হল কাটিয়ে উঠেছি। স্তিভা আর লেভিন এসেছিল।'

'হ্যাঁ, ওরা তোমার কাছে আসতে চাইছিল। তা কেমন লাগল লেভিনকে?' আন্নার কাছে বসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'বেশ ভালো লেগেছে। এই কিছুক্ষণ আগে ওরা গেল। তা ইয়াশ্ভিনের কী হল?'

'জিতছিল, সতের হাজার। আমি ওকে ডাকলাম, ও উঠে আসতে চাইছিল, কিন্তু আবার ফিরল, এখন হারছে।'

'তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন?' হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন আন্না। মুখভাব তাঁর শীতল, শত্রুভাবাপন্ন। 'স্তিভাকে তুমি বলেছিলে যে ইয়াশ্ভিনকে উঠিয়ে আনার জন্যে তুমি থেকে যাচ্ছ। আর এখন ওকে ফেলে রেখেই চলে এলে।'

ভ্রন্স্কির মুখেও দেখা গেল সংগ্রামের একই শীতল প্রস্তুতি।

'প্রথমত স্তিভাকে আমি তোমায় কিছুই বলতে বলি নি। দ্বিতীয়ত, আমি মিথ্যা বলি না কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, তাই থেকেছি' -- বললেন উনি ভুরু কুঁচকে; 'আন্না, কেন, কেন এ সব?' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আন্নার দিকে ঝুঁকে আর খোলা হাত

বাড়িয়ে দিয়ে, আন্না সে হাতের ওপর হাত রাখবেন এই আশা করে বললেন ভ্রন্স্কি।

কোমলতার এই আবেদনে আন্না খুশিই হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্বেষের বিচিত্র কী একটা শক্তি তাঁকে তাঁর হৃদয়াবেগে আত্মসমর্পণ করতে দিল না, যেন সংগ্রামের নীতিতে সেটা অননুমোদনীয়।

'বটেই তো, তোমার ইচ্ছে হয়েছিল থেকে যেতে, থেকে গেলে। তুমি যা চাও, তাই করো। কিন্তু আমায় সে কথা বলছ কেন? কিসের জন্যে?' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন তিনি; 'তোমার অধিকার সম্পর্কে কেউ কি প্রশ্ন তুলেছে? তুমি অধিকার চাও, বেশ থাকো অধিকার নিয়ে।'

খোলা হাত তাঁর মুঠো হয়ে এল, হেলান দিলেন পেছনে, মুখে ফুটে উঠল আগের চেয়েও একরোখা একটা ভাব।

'হ্যাঁ, তোমার কাছে এটা জেদের ব্যাপার' — ভ্রন্স্কির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তাঁকে যা জ্বালাচ্ছিল হঠাৎ যেন তাঁর সেই মুখভাবের একটা সংজ্ঞা পেয়ে গিয়ে বললেন আন্না; 'হ্যাঁ, জেদ ছাড়া কিছু নয়। তোমার কাছে প্রশ্নটা আমার ওপর তোমার জয় বজায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে কিন্তু আমার কাছে...' ফের নিজের জন্য করুণা হল তাঁর, প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলেন, 'আমার অবস্থাটা কী যদি তুমি জানতে! এখনকার মতো যখন টের পাই তোমার শত্রুতা, হ্যাঁ শত্রুতাই, যদি জানতে আমার কাছে কী তার মানে! যদি জানতে এই সব মুহূর্তে আমি সর্বনাশের কতটা কাছাকাছি, কত ভয় পাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে!' কান্না চাপা দেবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আন্না।

'কিন্তু আমরা কেন? কিসের জন্যে?' আন্নার হতাশা প্রকাশে ভীত হয়ে ফের তাঁর দিকে ঝুঁকে হাত টেনে নিয়ে চুমু খেতে খেতে বললেন ভ্রন্স্কি; 'কিসের জন্যে? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদপ্রমোদের পেছনে ছুটি? আমি কি নারীদের এড়িয়ে চলি না?'

'চলবে বৈকি!' আন্না বললেন।

'কিন্তু বলো, কী আমি করি যাতে তুমি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি যাতে সুখী হও তার জন্যে সবকিছু করতে আমি রাজী' — আন্নার হতাশায় ব্যাকুল হয়ে বললেন তিনি; 'এখনকার মতো এই দুঃখটা থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যে কী না আমি করতে পারি আন্না!'

'ও কিছু না, কিছু না!' আন্না বললেন; 'আমি নিজেই জানি না:

নিঃসঙ্গ জীবন, স্নায়ু... কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা নয়। ঘোড়দৌড় কেমন হল? আমায় তো কিছু বললে না' — শত হলেও জিত যে তাঁরই এ গর্বটা ঢাকার চেষ্টা করে আন্না জিজ্ঞাসা করলেন।

রাতের খাবার চাইলেন ভ্রন্স্কি, ঘোড়দৌড়ের বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর গলার সুরে, ক্রমশই শীতল হয়ে আসা দৃষ্টি থেকে আন্না বুঝলেন যে তাঁর জিতটা ভ্রন্স্কি ক্ষমা করেন নি, তাঁর যে একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন, সেটা আবার জমাট বাঁধছে তাঁর মধ্যে। আগের চেয়ে তিনি এখন আন্নার প্রতি বেশি নিরুত্তাপ, যেন বশ মেনেছিলেন বলে অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর। আর যে কথাগুলো তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিল, যথা: 'আমি ভয়ংকর সর্বনাশের কাছাকাছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে' -- তা মনে পড়ায় আন্না বুঝলেন যে এটা বড়ো বিপজ্জনক এক অস্ত্র, তাকে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না। তিনি টের পেলেন, ভালোবাসার যে বাঁধনে তাঁরা বাঁধা, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের কী একটা কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে তাঁদের মধ্যে, সেটা তিনি তাড়াতে পারছেন না ভ্রন্স্কির মন থেকে; তাঁর নিজের মন থেকে তো আরো কম।

॥ ১৩ ॥

এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যাতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারে, বিশেষ করে যখন সে দেখে চারপাশের লোকেরা তারই মতো দিন কাটাচ্ছে। তিন মাস আগে লেভিন বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, আজ যে অবস্থায় পড়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হবে তাঁর; উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন এক জীবন, তদুপরি যে জীবন তাঁর সঙ্গতির বাইরে তা কাটিয়ে, মাতলামির পর (ক্লাবে যা ঘটেছে সেটাকে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কথায় ব্যক্ত করতে পারেন না), স্ত্রী একদা যে ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদঘুটে বন্ধুত্ব স্থাপন, যে নারীকে সর্বনষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, তাঁর কাছে আরো বিদঘুটে এক যাত্রা, সে নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং স্ত্রীর মনঃকষ্ট — এত সবের পর এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন ভাবতে পারতেন না তিনি। কিন্তু ক্লান্তি, বিনিদ্র রাত আর সুরার প্রভাবে তিনি গভীর ও নিশ্চিন্ত ঘুমে ঢলে পড়েন।

ভোর পাঁচটায় দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন চারিদিকে। শয্যায় তাঁর পাশে কিটি নেই। কিন্তু পার্টিশনের ওপাশে একটা চলন্ত আলো দেখা যাচ্ছিল, কিটির পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন লেভিন।

'কী?.. কী হল?' বলে উঠলেন তিনি আধঘুমে, 'কিটি? কী হয়েছে?'

'কিছু না' — মোমবাতি হাতে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে কিটি বললে; 'একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছিল' — বললে সে অতি মধুর আর অর্থময় একটা হাসি হেসে।

'তার মানে? শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে?' সভয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি; 'ডেকে পাঠাতে হয়' — তাড়াতাড়ি করে তিনি পোশাক পরতে শুরু করলেন।

'না, না' — কিটি বললে হেসে, হাত দিয়ে লেভিনকে ধরে রেখে; 'সম্ভবত কিছুই না। অসুস্থ বোধ হয়েছিল মাত্র খানিকটা। এখন কেটে গেছে।'

পালংকের কাছে গিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল কিটি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। যদিও তার স্তব্ধতা যেটা নিশ্বাস চেপে রাখার মতো, বিশেষ করে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে যে কিটি 'কিছু না' বলেছিল অতি কোমলতা আর আকুলতায়, সেইটে লেভিনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও তাঁর এত ঘুম পাচ্ছিল যে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। শুধু পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্তব্ধতা স্মরণ করে লেভিন বুঝেছিলেন নারীজীবনের মহত্তম ঘটনার প্রতীক্ষায় নড়াচড়া না করে তাঁর পাশে শোয়া কিটির মধুর প্রাণের মধ্যে তখন কী ঘটছিল। সকাল সাতটায় তাঁকে জাগিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে কিটির ছোঁয়া আর মৃদু ফিসফিসানি। লেভিনকে জাগিয়ে দিতে মায়া আর তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা — এ দুয়ের মধ্যে যেন লড়াই চলছিল কিটির।

'কস্তিয়া, ভয় পেও না। এ কিছু না। কিন্তু মনে হয়... লিজাভেতা পেত্রভনাকে ডেকে পাঠানো দরকার।'

আবার জ্বালানো হয়েছে বাতি। বিছানার ধারে বসেছিল সে, হাতে বোনার কাজ, ইদানীং এই নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে।

'লক্ষ্মীটি, ভয় পেও না, ও কিছু নয়। আমার ভয় নেই একটুও' — লেভিনের আতংকিত মুখ দেখে সে বললে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে রাখলে প্রথমে বুকে, পরে ঠোঁটে।

তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠলেন লেভিন, নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো সাড় ছিল না, কিটির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ড্রেসিং-গাউন পরতে পরতে থামলেন, আর কেবলি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। যাওয়া দরকার, কিন্তু চোখ সরাতে পারছিলেন না কিটির ওপর থেকে। তার মুখখানাকে তিনি ভালোবাসেন নি কি, তার মুখভাব, তার দৃষ্টিপাত কি লেভিনের চেনা নয়? কিন্তু এমন তাকে তিনি দেখেন নি কখনো। এখন ওর যা অবস্থা তাতে কাল ওর মনঃকষ্ট ঘটিয়েছেন বলে নিজেকে কী পাষণ্ড আর ভয়ংকরই না মনে হচ্ছিল তাঁর! রাতের টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা চুলে ঘেরা তার আরক্ত মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল আনন্দে আর সংকল্পে।

কিটির চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা যত কমই থাক তা জানা সত্ত্বেও, তাঁর সামনে যা উদ্ঘাটিত হল, তাতে অভিভূত হয়ে গেলেন লেভিন, সমস্ত আবরণ খুলে রেখে শুধু তার হৃদয়ের কোষকেন্দ্রটা এখন জ্বলজ্বল করছিল তার চোখে। যে কিটিকে তিনি ভালোবাসতেন, এই সহজতায় আর নগ্নতায় তাকে দেখা যাচ্ছিল আরো স্পষ্ট করে। হাসিমুখে কিটি চেয়েছিল লেভিনের দিকে; কিন্তু হঠাৎ ভুরু কেঁপে উঠল তার, মাথা উঁচুতে তুলে, দ্রুত তাঁর কাছে সরে গিয়ে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে চাপ দিতে লাগল তাঁর দেহে, কিটির তপ্ত নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর মুখে। কষ্ট হচ্ছিল কিটির আর এ কষ্টের জন্য যেন সে নালিশ করছিল লেভিনের কাছে। আর অভ্যাসবশে প্রথম মুহূর্তে নিজেকে দোষী মনে হল লেভিনের। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে যে কমনীয়তা সেটা বলছিল যে ও ভর্ৎসনা তো করছেই না, বরং ওর এই কষ্টের জন্যই তাঁকে ভালোবাসছে। 'এর জন্যে যদি আমি না এই তাহলে কে আর দায়ী?' আপনা থেকেই মনে হল লেভিনের, এ কষ্টের জন্য যে দায়ী তাকে খুঁজতে লাগলেন শাস্তি দেবার জন্য; কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। কষ্ট হচ্ছিল কিটির, তার জন্য নালিশ করছিল অথচ এই কষ্টে একটা জয়গর্ব হচ্ছিল, এই কষ্টে আনন্দ হচ্ছিল, ভালো লাগছিল তা। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন অন্তরের মধ্যে তার অপরূপ কী একটা ঘটেছে, কিন্তু কী? লেভিন বুঝতে পারছিলেন না। এটা তাঁর বোধের ঊর্ধ্বে।

'আমি মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। আর তুমি তাড়াতাড়ি করে যাও লিজাভেতা পেত্রভনার কাছে... কস্তিয়া!.. কিছু না, কেটে গেল।'

ওঁর কাছ থেকে সরে এসে ঘণ্টি দিলে কিটি।

'নাও, যাও এবার। পাশা আসছে। আমি ঠিক আছি।'

আর অবাক হয়ে লেভিন দেখলেন যে উল বোনার যে কাজটা নিয়ে এসেছিল রাতে, সেটা তুলে আবার সে বুনতে শুরু করেছে।

লেভিন যখন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, শুনতে পেলেন অন্য দরজা দিয়ে দাসী ঢুকছে। দরজার কাছে লেভিনের কানে এল বিস্তারিত বরাত করছে কিটি, দাসীর সঙ্গে নিজেই সে খাট সরাতে লেগেছে।

পোশাক পরলেন লেভিন, ছ্যাকড়া গাড়ি তখনো পাওয়া যাবে না বলে যতক্ষণ ঘোড়া জোতা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার তিনি ছুটে উঠলেন শোবার ঘরে, পা টিপে টিপে, তাঁর মনে হল যেন ডানা মেলে। দুটি দাসী উদ্বিগ্ন মুখে শোবার ঘরে কীসব নতুন ব্যবস্থা করছিল। পায়চারি করতে করতে দ্রুত ঘর তুলে যাচ্ছিল কিটি আর হুকুম দিচ্ছিল।

'আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। লিজাভেতা পেত্রভনার জন্যে লোক গেছে তবে আমিও ঢু মারব। কিছু দরকার আছে কি? আর হ্যাঁ, ডল্লি?'

কিটি চাইলে তাঁর দিকে, বোঝাই যায় লেভিন কী বলছিলেন সেটা সে শুনতে পায় নি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাও, যাও' — দ্রুত বলে গেল কিটি, ভুরু কুঁচকে, তাঁকে যেতে বলার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ড্রয়িং-রুমে ঢুকছিলেন, এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা করুণ কাতরানি উঠে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। থেমে গেলেন তিনি, অনেকখন বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, কিটিই' — নিজেকে বললেন তিনি, মাথা চেপে ধরে ছুটে নামলেন নিচে।

'ভগবান, কৃপা করো! ক্ষমা করো, সাহায্য দাও!' বার বার করে বলতে লাগলেন ঠোঁটে যেন হঠাৎ এসে যাওয়া কথাগুলো। আর নাস্তিক লেভিন এ সব কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন শুধু ঠোঁট দিয়েই নয়। এখন, এই মুহূর্তে উনি বুঝলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ, বুদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বাস করার যে অসম্ভাব্যতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করেছেন তাতে ভগবানের কাছে আবেদনে তাঁর একটুও বাধা হচ্ছে না। সে সবই তাঁর প্রাণ থেকে উড়ে গেছে ভস্মের মতো। যাঁর হাতে তিনি নিজে, তাঁর আত্মা, তাঁর ভালোবাসা এখন ন্যস্ত, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আবেদন জানাবেন তিনি?

ঘোড়া তখনো জোতা হয় নি, কিন্তু নিজের মধ্যে দৈহিক শক্তির একটা বিশেষ সঞ্চার বোধ করে আর যা যা করার আছে তার জন্য এক মুহূর্তও

যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে মন দিয়ে তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হে'টে বেরিয়ে গেলেন, কুজ্‌মাকে বললেন সে যেন গাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে।

রাস্তার মোড়ে তিনি দেখতে পেলেন রাতের একটা স্লেজ তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ছোট্ট স্লেজটায় মখমলের জ্যাকেট পরে আর মাথায় রুমাল বে'ধে বসে আছেন লিজাভেতা পেত্রভনা। তাঁর সোনালী চুলে ভরা ছোট্ট মুখখানা চিনতে পেরে উল্লসিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' মুখের ভাব ওঁর গুরুগম্ভীর, এমনকি কঠোরই। গাড়ি থামাতে না বলে তিনি লিজাভেতা পেত্রভনার সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ছুটতে ছুটতে।

উনি জিগ্যেস করলেন, 'ঘণ্টা দুই? তার বেশি নয়? পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচকে নিয়ে আসুন, তবে দেখবেন, তাড়া দেবেন না যেন। আর হ্যাঁ, ওষুধের দোকান থেকে আফিম নেবেন।'

'আপনি তাহলে ভাবছেন যে সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে? ভগবান, কৃপা করো, সাহায্য করো!' এই বলতে বলতে লেভিন দেখলেন ফটক দিয়ে তাঁর নিজের স্লেজটা বেরিয়ে আসছে। স্লেজে লাফিয়ে উঠে কুজ্‌মার পাশে বসে হুকুম করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

॥ ১৪ ॥

ডাক্তার তখনো শয্যা ত্যাগ করেন নি। ভৃত্য জানাল যে, 'কাল রাত করে শুয়েছেন, হুকুম দিয়েছেন না জাগাতে, তবে শিগগিরই উঠবেন।' লোকটা বাতির কাঁচ পরিষ্কার করছিল আর মনে হল সে কাজে একান্ত নিমগ্ন। কাঁচের প্রতি ভৃত্যের এই মনোযোগ আর লেভিনের বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রথমটা স্তম্ভিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু তক্ষুনি ভেবে দেখে বুঝলেন যে তাঁর মনের আলোড়ন কেউ জানে না, জানতে বাধ্য নয়, তাই এ উদাসীনতার দেয়াল চূর্ণ করে নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য দরকার ধীরস্থির হয়ে, ভেবেচিন্তে, দৃঢ় সংকল্পে কাজ করা। নিজের মধ্যে ক্রমেই দৈহিক শক্তির জোয়ার আর যা যা করার আছে সে সম্পর্কে মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে

অনুভব করে লেভিন নিজেকে বোঝালেন, 'তাড়াহুড়ো নয়, কিছুই দৃষ্টিচ্যুত করা চলবে না।'

ডাক্তার এখনো ওঠেন নি জেনে লেভিনের মনে যত পরিকল্পনা ভেসে উঠছিল তার মধ্যে এইটে তিনি বাছলেন: কুজ্মাকে চিঠি দিয়ে পাঠানো যাক অন্য ডাক্তারের কাছে আর নিজে তিনি ওষুধের দোকানে যাবেন আফিমের জন্য এবং যখন তিনি ফিরবেন তখনো ডাক্তার যদি না উঠে থাকেন, তাহলে ভৃত্যকে ঘুষ দিয়ে আর রাজি না হলে জোর করে জাগাতে হবে ডাক্তারকে তাতে যা হবে হোক।

ভৃত্য যেভাবে কাঁচ পরিষ্কার করছিল, ঠিক তেমনি ঔদাসীন্যে প্রতীক্ষমাণ কোচোয়ানের জন্য পাউডার ওষুধ বানাচ্ছিল ওষুধখানার রোগামতো এক কর্মচারী, আফিম বেচতে অস্বীকার করল সে। লেভিন চেষ্টা করলেন তাড়া না দিতে, উত্তেজিত না হতে, ডাক্তার আর ধাত্রীর নাম করে বোঝাতে লাগলেন কেন আফিমটা দরকার। আফিম দেওয়া হবে কিনা জার্মান ভাষায় সে পরামর্শ চাইলে কর্মচারী আর ওপাশ থেকে সে সম্মতি পেয়ে একটা ছোটো শিশি আর ফানেল নিয়ে বড়ো একটা বয়াম থেকে ছোটো শিশিটায় ধীরে ধীরে আফিম ঢাললে, লেবেল লাগালে এবং লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে সীল মারলে, তারপর জিনিসটা প্যাক করতেও যাচ্ছিল। সেটা আর লেভিনের সহ্য হল না; জোর করে তার হাত থেকে শিশি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন কাঁচের বড়ো দরজাটার দিকে। ডাক্তার তখনো ওঠেন নি আর ভৃত্য এবার গালিচা পাততে ব্যস্ত, ডাক্তারকে জাগাতে সে চাইলে না। লেভিন তাড়াহুড়ো না করে দশ রুবলের একটা নোট বার করে ধীরেসুস্থে কথা বলতে বলতে তবে সেইসঙ্গে সময়ও নষ্ট না করে নোটটা তাকে দিলেন এবং বোঝালেন যে পিওত্র দ্মিত্রিচ (একদা অতি নগণ্য এই পিওত্র দ্মিত্রিচ তাঁর কাছে এখন কী বিরাট পুরুষ ও গুরুত্বধারী লোক বলে মনে হচ্ছে!) কথা দিয়েছেন যে ডাক পড়লে যেকোনো সময়েই তিনি আসবেন, নিশ্চয় রাগ করবেন না তিনি, ওঁকে যেন সে জাগিয়ে দেয়।

রাজি হয়ে ভৃত্য ওপরে উঠে গেল, লেভিনকে বললে রুগী দেখার ঘরে অপেক্ষা করতে।

দরজার ওপাশ থেকে লেভিন শুনতে পেলেন ডাক্তার কাশছেন, হাঁটছেন, হাত মুখ ধুচ্ছেন, কী যেন বলছেন। কেটেছিল তিন মিনিট কিন্তু লেভিনের

মনে হল সেটা এক ঘণ্টারও বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি।

দরজার একটা ফুটো দিয়ে মিনতি করে তিনি বলতে লাগলেন, 'পিওত্র দ্মিত্রিচ, পিওত্র দ্মিত্রিচ! ভগবানের দোহাই, মাফ করবেন আমায়। যেমন অবস্থা সেইভাবেই আমায় নিন। দু'ঘণ্টার বেশি কেটে গেছে।'

'আসছি, আসছি!' শোনা গেল কণ্ঠস্বর আর স্তম্ভিত হয়ে লেভিন শুনলেন ডাক্তার কথাটা বললেন হেসে।

'এক মিনিটের জন্যে...'

'আসছি।'

ডাক্তারের বুট পরতে গেল আরো দু'মিনিট, আরো দু'মিনিট পোশাক পরতে আর চুল আঁচড়াতে।

'পিওত্র দ্মিত্রিচ!' করুণ কণ্ঠে লেভিন ফের শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোশাক পরে চুল আঁচড়িয়ে ডাক্তার ঢুকলেন এই সময়। 'এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছু নেই। চুল আঁচড়াচ্ছেন যখন মারা যাচ্ছি আমরা!' ভাবলেন লেভিন।

'সুপ্রভাত!' লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং নিজের প্রশান্তিতে তাঁকে ঠিক যেন জ্বালাতে জ্বালাতে ডাক্তার বললেন। 'ব্যস্তসমস্ত হবেন না। তা কী ব্যাপার?'

আদ্যোপান্ত হবার চেষ্টায় লেভিন স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে যত রাজ্যের নিষ্প্রয়োজন খুঁটিনাটি জানাতে লাগলেন আর ডাক্তার তক্ষুনি তাঁর সঙ্গে চলুন, ক্রমাগত এই অনুরোধ করে করে বাধা দিতে থাকলেন নিজেকেই।

'আরে, তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি তো জানেন না এসব ব্যাপার। হয়ত আমার দরকারই হবে না, তবে কথা যখন দিয়েছি, তখন যাব। কোনো তাড়া নেই। বসুন, বসুন-না, কফি চলবে?'

ডাক্তার কি লেভিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, চোখে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে লেভিন চাইলেন ডাক্তারের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার কথা ডাক্তার স্বপ্নেও ভাবেন নি।

'জানি মশায়, জানি' — হেসে ডাক্তার বললেন, 'আমি নিজেই বিবাহিত লোক। কিন্তু এইরকম সময়ে আমরা স্বামীরা হয়ে পড়ি অতি করুণ জীব। আমার এক রোগিণী আছে, এই পরিস্থিতিতে তার স্বামী সর্বদাই গিয়ে ঢোকে আস্তাবলে।'

'কিন্তু কী আপনি ভাবছেন পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ? ভাবছেন কি সব ভালোয় কেটে যাবে?'

'সব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রসব হবে নিরাপদ।'

'তাহলে আপনি এক্ষুনি আমার সঙ্গে আসছেন?' লেভিন জিগ্যেস করলেন বিদ্বেষে কফি নিয়ে আসা চাকরটার দিকে তাকিয়ে।

'এক ঘণ্টা বাদে।'

'না, না, ভগবানের দোহাই!'

'অন্তত কফিটা খেতে দিন।'

ডাক্তার কফি টেনে নিলেন। চুপ করে রইলেন দু'জনে।

'তবে তুর্কি'দের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করছে বেশ। কালকের তার বার্তাটা পড়েছেন?' মিহি একটা রুটি চিবতে চিবতে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন।

'না, আমি আর পারছি না!' লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন; 'পনের মিনিটের মধ্যে আসছেন তাহলে?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।'

'কথা দিচ্ছেন তো?'

লেভিন যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখা হল প্রিন্সেসের সঙ্গে, দু'জনে মিলে গেলেন শোবার ঘরের দরজায়। প্রিন্সেসের চোখে জল, হাত তাঁর কাঁপছিল। লেভিনকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন।

উদ্বিগ্ন উজ্জ্বল মুখে লিজাভেতা পেত্রভনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর হাত ধরে প্রিন্সেস জিগ্যেস করলেন, 'কী ভাই লিজাভেতা পেত্রভনা?'

'ভালোই চলছে' — তিনি বললেন, 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে শোয়ান। তাতে সহজ হবে।'

লেভিন যখন জেগে উঠে বুঝেছিলেন ব্যাপারটা কী, তখন থেকে তিনি তৈরি হয়েছিলেন যাতে কিছু না ভেবে, কিছু অনুমান না করে, নিজের সমস্ত চিন্তা অনুভূতি রুদ্ধ করে, স্ত্রীকে ব্যাকুল হতে না দিয়ে বরং তাকে সুস্থির করে, তার সাহসে সাহস জুগিয়ে সামনে যা আছে তা সব দৃঢ়ভাবে সহ্য করে যেতে পারেন। কী ঘটবে, কিসে শেষ হবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না ভেবে, ব্যথাটা সাধারণত কতক্ষণ চলে জিগ্যেস করে তা জেনে নিয়ে, বুক বেঁধে পাঁচ ঘণ্টা সহ্য করে যাবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন লেভিন,

তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে তিনি যখন আবার দেখলেন তার কষ্ট, ঘন ঘন তিনি আওড়াতে লাগলেন, 'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো!' মাথা ওপরে তুলে গাঢ় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; তাঁর ভয় হল যে এটা তিনি সইতে পারবেন না, কেঁদে ফেলবেন অথবা ছুটে পালাবেন। এমনই যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। অথচ কেটেছিল মাত্র একঘণ্টা।

কিন্তু এই একঘণ্টার পরে কাটল আরো এক, দুই, তিন, সহ্যের যে শেষ সীমা তিনি নিজের জন্য ধার্য করেছিলেন সেই পাঁচ ঘণ্টাও, অথচ অবস্থাটা তখনো একইরকম; আর সবকিছু তিনি সহ্য করে গেলেন, কেননা সহ্য করা ছাড়া করবার আর কিছু ছিল না, প্রতি মিনিটেই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল যে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন, কিটির প্রতি সমবেদনায় বুক তাঁর এই বুঝি ফাটে।

কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁর যন্ত্রণা আর আতংক আরো বেড়ে উঠল, হল তীব্রতর।

জীবনের যেসব সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না, লেভিনের কাছে তা অন্তর্ধান করল। সময়ের চেতনা হারালেন তিনি। যেসব মুহূর্তে কিটি তাঁকে কাছে ডাকছিল, আর তিনি তার ঘর্মাক্ত হাত ধরছিলেন, যা কখনো অসম্ভব শক্তিতে চাপ দিচ্ছিল তাঁর হাতে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই মুহূর্তগুলো মনে হচ্ছিল ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগুলো মনে হচ্ছিল মিনিট। লিজাভেতা পেত্রভনা তাঁকে পর্দার পেছনে বাতি জ্বালাতে বলায় অবাক লেগেছিল তাঁর, তিনি জানলেন যে তখন সন্ধে পাঁচটা। তাঁকে যদি বলা হত যে এখন সকাল দশটা, তাতেও সমান অবাক হতেন তিনি। যেমন কোথায়, তেমনি কখন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন কিটির আতপ্ত, কখনো বিহ্বল, যন্ত্রণাকাতর, কখনো স্মিত, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া মুখখানা। দেখতে পাচ্ছিলেন প্রিন্সেসকেও। রাঙা, টান টান, তাঁর শাদা এলোচুল, চোখে জল, জোর করে ঠোঁট কামড়ে যিনি কান্না গিলে নিচ্ছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন ডল্লিকে, ডাক্তারকে, মোটা মোটা সিগারেট টানছিলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন লিজাভেতা পেত্রভনাকে, মুখ তাঁর দৃঢ়, সুপ্রতিজ্ঞ, আশ্বাসদায়ী; বৃদ্ধ প্রিন্সকে, কুণ্ডিত মুখে তিনি পায়চারি করছিলেন হলে। কিন্তু কখন তাঁরা এসেছেন, গেছেন, কোথায় তাঁরা ছিলেন তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। প্রিন্সেস থাকছিলেন কখনো ডাক্তারের সঙ্গে শোবার ঘরে, কখনো স্টাডিতে, যেখানে দেখা দিয়েছে খাবার

সাজানো এক টেবিল; কখনো তিনি নন, ডল্লি। পরে লেভিনের মনে পড়েছিল কোথায় যেন পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। একবার তাঁকে টেবিল আর সোফা সরাতে বলা হল। এটা কিটির জন্য দরকার ভেবে সে কাজটা তিনি করলেন উৎসাহ নিয়ে। পরে তিনি জেনেছিলেন যে ওটা তাঁর নিজেরই রাত্রিযাপনের আয়োজন। পরে তাঁকে পাঠানো হল স্টাডিতে ডাক্তারের কাছে কী যেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। ডাক্তার উত্তর দিয়ে পৌর পরিষদে কী একটা গোলমালের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। পরে তাঁকে পাঠানো হল শোবার ঘরে প্রিন্সেসের কাছে গিল্টি রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো দেবপট নিয়ে যাবার জন্য। প্রিন্সেসের বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে দেবপট পাড়ার জন্য আলমারির ওপরে ওঠেন এবং তার বাতিটা ভেঙে ফেলেন। প্রিন্সেসের দাসী কিটি আর বাতিটা সম্পর্কে তাঁকে কী যেন আশ্বাস দিয়েছিল, দেবপটটা নিয়ে গিয়ে তিনি কিটির শিয়রে সযত্নে বালিশের তলে গুঁজে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায়, কখন, কেন এ সব হচ্ছিল তা জানতেন না তিনি; কেন প্রিন্সেস তাঁর হাত ধরে করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত হতে বললেন তাঁকে, ডল্লি তাঁকে বোঝালেন কিছু খেতে আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তাঁকে, এমনকি ডাক্তারও গম্ভীর মুখে সমবেদনার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষুধ খেতে বললেন তাও তিনি বুঝতে পারেন নি।

তিনি শুধু জানতেন আর অনুভব করছিলেন যে একবছর আগে মফস্বল শহরের হোটেলে নিকোলাই ভাইয়ের মৃত্যু শয্যায় যা ঘটেছিল, এখন ঘটছে তেমনই কিছু একটা। কিন্তু সেটা ছিল দুঃখ আর এটা আনন্দ। কিন্তু সে দুঃখ আর এই আনন্দ দুই-ই সমানভাবে সাধারণ জীবনের পরিস্থিতির বাইরে, এরা সাধারণ জীবনের পরিস্থিতিতে একটা রন্ধ্র যার ভেতর দিয়ে আভাস দিচ্ছে সমুন্নত কিছু একটা। দুটো ঘটনাই একইরকম দুঃসহ, বেদনার্ত, এবং এই সমুন্নতি একইরকম চিন্তার অগম্য, প্রাণ যে উঁচুতে উঠছে, আগে তা কখনো ওঠে নি, যুক্তি সেখানে প্রাণের নাগাল পায় না।

'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো' — বারবার বলতে লাগলেন তিনি আর ঈশ্বরের সঙ্গে এত দীর্ঘ, মনে হবে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের পরও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কাছেই তিনি আবেদন করছেন তেমনি সহজে, বিশ্বাস নিয়ে যেমন করতেন ছেলেবেলায় আর প্রথম যৌবনে।

এই সমস্ত সময়টা লেভিন ছিলেন দু'রকম মানসিক অবস্থায়। একটা — যখন তিনি থাকতেন কিটির কাছ থেকে দূরে, ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি

একটার পর একটা মোটা মোটা সিগারেট খেয়ে তা নেবাতেন ভরা ছাইদানির কানায়, ডল্লি আর প্রিন্সের সঙ্গে, যেখানে কথাবার্তা হত ডিনার, রাজনীতি, মারিয়া পেত্রভনার অসুখ নিয়ে; লেভিন তখন হঠাৎ ক্ষণেকের তরে একেবারে ভুলে যেতেন কী ঘটছে, নিজেকে মনে হত সবে ঘুম-ভাঙা এক মানুষ। অন্যটা — যখন থাকতেন কিটির কাছে, তার শিয়রে, যেখানে সহবেদনায় বুক ফেটেও ফাটত না, অবিরাম উনি প্রার্থনা করে যেতেন ঈশ্বরের কাছে। আর প্রতিবার, শোবার ঘর থেকে আসা কাতরানি যখন তাঁকে বিস্মরণ থেকে জাগিয়ে দিত, প্রথম বারের সেই বিচিত্র বিভ্রান্তিটা পেয়ে বসত তাঁকে; প্রতিবার আর্তনাদটা শুনে লাফিয়ে উঠে তিনি ছুটে যেতেন কৈফিয়ৎ দেবার জন্য, আর যেতে যেতেই মনে পড়ত তাঁর দোষ নেই, ইচ্ছা হত রক্ষা করার, সাহায্য করার। কিন্তু কিটির দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারতেন যে উপায় নেই সাহায্য করার, আতংকিত হয়ে বলতেন: 'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো।' সময় যত কাটতে লাগল, দুটো মানসিক অবস্থাই হয়ে উঠতে থাকল প্রবল: কিটির কাছে না থাকলে তাকে একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন আরো শান্ত; আর কিটির কষ্ট দেখে নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করে তাঁর যে যন্ত্রণা সেটা হত আরো যন্ত্রণাকর। কোথাও ছুটে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠতেন তিনি, আর ছুটে যেতেন কিটির কাছে।

মাঝে মাঝে, কিটি যখন বারম্বার ডেকে পাঠাত তাঁকে, কিটির ওপর রাগ হত তাঁর। কিন্তু যেই দেখতেন তার বিনীত স্মিত মুখ, শুনতেন তার কথা: 'আমি বড়ো কষ্ট দিচ্ছি তোমায়' — অমনি রাগ হত ঈশ্বরের ওপর, আর ঈশ্বরের কথা মনে হতেই তার কাছে তিনি ক্ষমা চাইতেন, করুণা চাইতেন।

॥ ১৫ ॥

লেভিনের চেতনা ছিল না বেলা কত। মোমবাতিগুলো সব পুড়ে গেছে। ডল্লি এইমাত্র এসেছিলেন স্টাডিতে, ডাক্তারকে বললেন একটু গড়িয়ে নিতে। বুজরুক এক সম্মোহকের গল্প বলছিলেন ডাক্তার, সোফায় বসে লেভিন তা শুনছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তাঁর সিগারেটের ছাইয়ের দিকে। তখন একটা বিরতি চলছিল আর নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। কী ঘটছে এখন

তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাক্তারের গল্প শুনে তা বুঝতেও পারছিলেন। হঠাৎ শোনা গেল একটা বিসদৃশ চিৎকার। সেটা এত ভয়ংকর যে লেভিন লাফিয়েও উঠলেন না, শুধু ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মাথা হেলিয়ে চিৎকারটা শুনলেন, তারপর হাসলেন অনুমোদন ব্যক্ত করে। সবই এতই অস্বাভাবিক যে কিছুই আর অবাক করছিল না লেভিনকে। 'সম্ভবত এমনটা হওয়াই দরকার' — এই ভেবে বসেই রইলেন সোফায়। কার চিৎকার এটা? লাফিয়ে উঠে, পা টিপে টিপে তিনি গেলেন শোবার ঘরে, লিজাভেতা পেত্রভনা, প্রিন্সেসকে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন শিয়রে তাঁর জায়গায়। চিৎকারটা থেমে গেছে, কিন্তু কী একটা যেন বদল হয়েছে এখন। কী সেটা তিনি দেখছিলেন না, বুঝছিলেনও না, দেখতে বা বুঝতে চাইছিলেনই না। তবে সেটা তিনি বুঝতে পারলেন লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ দেখে: লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ কঠোর, বিবর্ণ আর আগের মতোই দৃঢ়সংকল্প, যদিও চোয়াল তাঁর সামান্য কাঁপছিল, চোখ তাঁর একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল কিটির দিকে। কিটির আতপ্ত, বেদনাবিকৃত মুখে চুলের গোছা লেপটে গেছে ঘামে। লেভিনের দিকে সে মুখ ফেরানো, খুঁজছিল তাঁর দৃষ্টি। হাত তুলে সে লেভিনের হাত খুঁজছিল, নিজের ঘর্মাক্ত হাতে লেভিনের ঠাণ্ডা হাত নিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মুখে।

'যেও না, যেও না! ভয় পাচ্ছি না আমি, ভয় পাচ্ছি না!' দ্রুত বলে গেল সে; 'মা, মাকড়ি খুলে নাও, অসুবিধা হচ্ছে; তুমি ভয় পাচ্ছ না? শিগগিরই, শিগগিরই, লিজাভেতা পেত্রভনা...'

দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিল সে, চেষ্টা করছিল হাসার। কিন্তু হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

'না, এ যে ভয়ংকর! আমি মারা যাব, মারা যাব! চলে যাও, চলে যাও!' বললে সে আর ফের বিসদৃশ চিৎকার।

মাথা চেপে ধরে লেভিন ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এ সময়ে ডল্লি তাঁকে বললেন, 'কিছু না, কিছু না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু যে যাই বলুক, লেভিন অনুভব করলেন যে এবার সর্বনাশ হল। পাশের ঘরে দরজার ঝনকাঠে মাথা রেখে শুনতে লাগলেন এমনসব চিল্লানি আর গর্জন যা তিনি কখনো শোনেন নি এবং জানতেন যে চিৎকার করছে একদা যে ছিল কিটি। সন্তানের সাধ বহু আগেই ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। এ শিশুর ওপর তাঁর এখন ঘৃণাই হল। কিটি বেঁচে থাক, এমনকি এটাও

তিনি আর চাইছিলেন না, শুধু চাইছিলেন বীভৎস এই যন্ত্রণাটা থামুক।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে তিনি তাঁর হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার! কী এটা? কী এটা? ভগবান!'

'শেষ হতে যাচ্ছে' -- ডাক্তার বললেন। আর বলার সময় তাঁর মুখ ছিল এত গুরুগম্ভীর যে শেষ কথাটাকে লেভিন ধরে নিলেন মৃত্যু বলে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন শোবার ঘরে। প্রথম যা দেখতে পেলেন সেটা ছিল লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ। সে মুখ আরো ভ্রূকুটিত, আরো কঠোর। কিটির মুখ আর নেই। যেখানে তা আগে ছিল সেখানে রয়েছে আর্তিতে আর নির্গত চিৎকারে ভয়াবহ কিছু একটা। খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন বুক তাঁর এইবার ফাটবে। ভয়াবহ চিৎকারগুলো থামছিল না, হয়ে উঠছিল আরো ভয়াবহ এবং যেন আতংকের চূড়ান্ত সীমায় পেণছিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিৎকার যে থেমে গেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শুধু মৃদু ব্যস্ততা, খসখসানি আর চকিত নিশ্বাসের শব্দ, কিটির ভাঙা ভাঙা, জীবন্ত, সুখী, কোমল কণ্ঠ আস্তে করে বললে: 'শেষ হল।'

মাথা তুললেন লেভিন। কম্বলের ওপর দুর্বল হাত এলিয়ে অসাধারণ সুন্দরী, সুমন্দ কিটি নীরবে চেয়েছিল তাঁর দিকে, হাসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

আর যে ভয়াবহ রহস্যময়, অপার্থিব জগতে লেভিনের এই বাইশ ঘণ্টা কাটল, সেখান থেকে তিনি হঠাৎ ফিরে এলেন আগেকার প্রাত্যহিক জগতে, কিন্তু তাতে সুখের একটা নতুন, অসহ্য ভাতি। টান-টান তন্ত্রীগুলো সব ছিণড়ে গেল। আনন্দের ফোঁপানি আর চোখের জল যা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি, তা এমন প্রবল বেগে তাঁর দেহ কাঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যে বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তিনি।

শয্যার কাছে নতজানু হয়ে স্ত্রীর হাত টেনে নিলেন ঠোঁটের কাছে, চুম্বন করলেন আর আঙুলের ক্ষীণ চাপে কিটি সাড়া দিলে সে চুম্বনে। ইতিমধ্যে ওদিকে, খাটের শেষে লিজাভেতা পেত্রভনার সুনিপুণ হাতে মোমবাতির শিখার মতো দপদপ করছিল একটি মানব জীবন, যে জীবন আগে ছিল না, সবার মতো একই অধিকারে, নিজের কাছে একই তাৎপর্য নিয়ে যে বেণচে থাকবে, বংশ-বিস্তার করবে।

'বেণচে আছে! বেণচে আছে! তাতে আবার খোকা! ভাবনা করবেন না!'

লেভিন শুনলেন লিজাভেতা পেত্রভনার গলা, কাঁপা কাঁপা হাতে যিনি পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন শিশুর।

'মা, সত্যি?' কিটি শুধাল।

জবাব দিল শুধু প্রিন্সেসের ফোঁপানি।

আর ঘরের ভেতর নীরবতার মাঝখানে, তার চাপা গলা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কণ্ঠস্বর সন্দেহাতীত জবাব দিল মায়ের প্রশ্নে। এ হল কে জানে কোথা থেকে আবির্ভূত নতুন এক মানব সত্তার দুঃসাহসী, স্পর্ধিত, অবুঝ চিৎকার।

কিছু আগে যদি লেভিনকে বলা হত যে কিটি মারা গেছে, তিনিও মারা গেছেন তার সঙ্গে, তাঁর সন্তানেরা দেবদূত, ঈশ্বর তাঁদের সামনে — একটুও অবাক হতেন না তিনি। কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে চিন্তার প্রবল প্রয়াসেই তাঁকে বুঝতে হল কিটি বেঁচে আছে, ভালো আছে, অমন মরিয়া চিৎকার করা প্রাণীটি তাঁরই ছেলে। কিটি বেঁচে আছে, শেষ হয়েছে যন্ত্রণা। আর তিনি অবর্ণনীয় সুখী। এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি সুখে ভরপুর। কিন্তু শিশুটি? কোত্থেকে, কী জন্য, কে সে?.. এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছুতেই, স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না ব্যাপারটায়। এটা তাঁর মনে হল অবান্তর, অতিরিক্ত, তাতে অভ্যস্ত হতে তাঁর লেগেছিল অনেক দিন।

॥ ১৬ ॥

ন'টার পর বৃদ্ধ প্রিন্স, সের্গেই ইভানোভিচ আর স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের ঘরে বসে প্রসূতিকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা হল। আর এই কথাবার্তাগুলোয় লেভিনের অজান্তে মনে পড়ছিল কী ঘটেছে আজ সকাল অবধি, মনে পড়ল এর আগে কাল কেমন তিনি ছিলেন। যেন একশ' বছর কেটে গেছে তারপর। কী এক দুর্গম উচ্চতায় তিনি আছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেখান থেকে তিনি চেষ্টা করে নেমে আসছিলেন যাতে কথাবার্তা কইছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা ক্ষুব্ধ না হন। তিনি আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন আর অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী, তার এখনকার অবস্থার খুঁটিনাটি, তাঁর ছেলের কথা, তার অস্তিত্বটা

মেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন। বিয়ের পর গোটা নারী জগৎ তাঁর কাছে নতুন একটা, তদবধি অজানা অর্থ বহন করেছিল, এখন তাঁর বোধে তা এত উঁচুতে উঠে গেছে যে কল্পনায় তা ধরতে পারছিলেন না লেভিন। ক্লাবে গতকালের ডিনার নিয়ে আলাপ শুনছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন: 'কী এখন হচ্ছে কিটির? ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? কেমন আছে সে? কী সে ভাবছে? ছেলে দ্মিত্রি কাঁদছে কি?' আর আলাপের মাঝখানে, বাক্যটা শেষ না হতেই উনি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে।

প্রিন্স বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে জানিও কিটির কাছে আমার যাওয়া চলবে কিনা।'

'ঠিক আছে, এক্ষুনি' — না থেমে জবাব দিয়ে লেভিন গেলেন কিটির কাছে।

কিটি ঘুমাচ্ছিল না, মৃদুস্বরে মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল শিশুর আসন্ন খিস্ট দীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে।

কিটি এখন পরিচ্ছন্ন, চুল তার আঁচড়ানো, মাথায় কী একটা নীল জিনিস দেওয়া নাইট ক্যাপ, কম্বলের ওপর হাত বার করে এনে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে. লেভিনের চোখে চোখ রেখে দৃষ্টি দিয়ে সে তাঁকে নিজের কাছে ডাকছিল। আর লেভিন যত কাছে আসছিলেন, কিটির এমনিতেই উজ্জ্বল দৃষ্টি হয়ে উঠছিল আরো উজ্জ্বল। মুখে তার পার্থিব থেকে অপার্থিবে সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে; কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে সেটা বিদায়, এক্ষেত্রে স্বাগতম। প্রসবের মুহূর্তে যে ধরনের ব্যাকুলতা লেভিন অনুভব করেছিলেন, আবার তেমন একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তাঁর বুকের মধ্যে। কিটি তাঁর হাত টেনে নিয়ে জিগ্যেস করলে তাঁর ঘুম হয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারলেন না লেভিন, নিজের দুর্বলতায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিটি বললে, 'আমি কিন্তু একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি, কস্তিয়া! এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কিটি লেভিনকে দেখছিল, কিন্তু হঠাৎ পালটে গেল ওর মুখের ভাব। শিশুর চিঁচিঁ কান্না শুনে সে বললে, 'ওকে আমার কাছে দিন লিজাভেতা পেত্রভনা, আমার কাছে দিন, কস্তিয়াও দেখবে।'

'তা বাবা দেখুক' — লালমতো, আঁকুপাঁকু করা, অদ্ভুত কী একটা বস্তু তুলে এনে বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা; 'তবে দাঁড়ান, ওকে তৈরি

করে নিই' — এবং আঁকুপাঁকু করা লাল জীবটিকে খাটের ওপর রেখে, তার আচ্ছাদন খুলে আবার নতুন করে মুড়ে, মাত্র একটা আঙুল দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে কী যেন ছিটালেন।

ক্ষুদে এই করুণ জীবটি দেখে লেভিন প্রাণপণে চেষ্টা করলেন প্রাণের মধ্যে ওর প্রতি পিতৃস্নেহের কোনো লক্ষণ খুঁজে পেতে। তিনি অনুভব করলেন কেবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওর যখন আচ্ছাদন খোলা হল, ঝলক দিল জাফরান রঙের সরু সরু হাত, পা, তাতেও আবার আঙুল, অন্যান্য আঙুল থেকে প্রকট হয়ে ওঠা এমনকি বুড়ো আঙুলও, যখন লেভিন দেখলেন লিজাভেতা পেত্রভনা কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এই হাতগুলোকে নরম স্প্রিঙের মতো টিপে টিপে মোটা কাপড়ে জড়াচ্ছেন, তখন এই জীবটির জন্য এত কষ্ট হল তাঁর, এত ভয় হল যে লিজাভেতা পেত্রভনা ওর ক্ষতি করে ফেলবেন যে লেভিন হাত চেপে ধরলেন ওঁর।

লিজাভেতা পেত্রভনা হাসলেন।

'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!'

সাজগোজ হবার পর শিশুটি যখন পরিণত হল আঁটসাঁট একটি পুতুলে, লিজাভেতা পেত্রভনা তখন যেন নিজেদের কাজের জন্য গর্ব নিয়ে তাকে দোলাতে দোলাতে তুলে ধরলেন যাতে লেভিন ছেলেকে দেখতে পান তার সমস্ত শোভায়।

আড়চোখে কিটিও তাকিয়ে ছিল সেদিকে।

'আমায় দিন, আমায় দিন!' বলে কিটি প্রায় উঠতেই যাচ্ছিল।

'কী করছেন কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা, অমন কাজও করবেন না! সবুর করুন, দেব। এখন আমরা বাবাকে দেখাচ্ছি কেমন বাহাদুর খোকা!'

এই বলে লিজাভেতা পেত্রভনা এক হাতে লেভিনের কাছে তুলে ধরলেন এই অদ্ভুত লাল টলমলে জীবটিকে, অন্য হাতে শুধু আঙুল দিয়ে ঠেক দিলেন কাঁথায় ঢাকা পড়া তার নড়বড়ে মাথা। এর আবার দেখি নাকও, বাঁকা চোখ, পুতপুত করা ঠোঁট।

'সুন্দর খোকা!' বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা।

হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেভিন। সুন্দর এই খোকাটি তাঁর মধ্যে কেবল বিতৃষ্ণা আর করুণাই জাগাচ্ছিল। যার আশা করেছিলেন তিনি, এটা মোটেই তা নয়।

লিজাভেতা পেত্রভনা যখন শিশুকে মাই ধরতে শেখাচ্ছিলেন, লেভিন ঘুরে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে মাথা তুললেন তিনি। হাসছিল কিটি। শিশু মাই টানতে পেরেছে।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে' — বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা, কিন্তু কিটি শিশুটিকে ছাড়ল না। তার বুকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

'এবার দ্যাখো' — লেভিন যাতে শিশুটিকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁর দিকে তাকে ফিরিয়ে কিটি বললে। শিশুটির বুড়োর মতো কুঞ্চিত মুখ হঠাৎ আরো কুঞ্চিত করে হাঁচল সে।

হেসে, মমতার চোখের জল কোনোক্রমে চেপে লেভিন স্ত্রীকে চুম্বন করে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর থেকে।

তিনি যা আশা করেছিলেন, ক্ষুদ্র জীবটির জন্য তাঁর হৃদয়াবেগ মোটেই তেমন হল না। তার ভেতর হাসিখুশি আনন্দময় ছিল না কিছুই; বরং এটা নতুন একটা যন্ত্রণাকর ত্রাস, আঘাতপ্রবণতার নতুন একটা ক্ষেত্রের চেতনা। আর প্রথম দিকে এই চেতনাটা ছিল এত যন্ত্রণাদায়ক, অসহায় এই জীবটি যাতে কোনো কষ্ট না পায় তার জন্য আশংকা ছিল এত প্রবল যে শিশুটি যখন হাঁচে তখন অলক্ষ্যে একটা বিচিত্র বোধাতীত আনন্দ, এমনকি গর্বই হয়েছিল তাঁর।

॥ ১৭ ॥

স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

বনের দুই-তৃতীয়াংশের টাকা ইতিমধ্যেই খেয়ে ভুষ্টিনাশ, আর শতকরা দশ ছাড় দিয়ে শেষ তৃতীয়াংশের প্রায় সবটাই তিনি অগ্রিম নিয়েছিলেন কারবারীর কাছ থেকে। আরো টাকা সে দিতে চায় নি আরো এই জন্য যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই প্রথম বার তাঁর সম্পত্তির ওপর সরাসরি অধিকার ঘোষণা ক'রে এই শীতে বনের শেষ তৃতীয়াংশের জন্য অর্থপ্রাপ্তির রসিদে সই দিতে অস্বীকার করেন। বেতনের সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছিল সাংসারিক খরচায় আর নিরন্তর ছোটোখাটো দেনা মেটানোয়। মোটেই টাকা ছিল না।

স্তেপান আর্কাদিচের মতে, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, বিছছিরি, এমনভাবে চলতে পারে না। তাঁর মতে এর কারণ তিনি বেতন পাচ্ছেন বড়ো কম। যে পদে তিনি আছেন সেটা স্পষ্টতই পাঁচ বছর আগে ছিল খুবই ভালো, কিন্তু এখন নয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পেত্রভ পাচ্ছে বারো হাজার; কোম্পানির একজন ডিরেক্টার স্ভেন্তিৎস্কি পাচ্ছে সতের হাজার; ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিতিন — পঞ্চাশ হাজার। 'বোঝাই যাচ্ছে যে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, আমার কথা ওরা ভুলেই গেছে' — নিজের সম্পর্কে ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এবং তিনি কান পেতে, চোখ মেলে রইলেন আর শীতের শেষে আবিষ্কার করলেন খুবই ভালো একটা পদ, তার জন্য মাসি-পিসি, কাকা-জ্যাঠা, বন্ধুবান্ধব মারফত প্রথমে আক্রমণ চালালেন মস্কো থেকে, তারপর ব্যাপারটা যখন পরিপক্ক হয়ে উঠল, তখন বসন্তে নিজেই গেলেন পিটার্সবুর্গে। বছরে হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বেতনের তেমন সব চাকরির এটা একটা যা এখন আগেকার আরামে ঘুষ পাবার জায়গাগুলোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠেছে; এটা হল দক্ষিণ রেলপথ আর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের পদ। অন্যান্য সমস্ত পদের মতো এখানেও দরকার ছিল বিপুল জ্ঞান আর সক্রিয়তা যা একটি মানুষের মধ্যে মেলানো ভার। আর যেহেতু এই গুণগুলি কারো মধ্যে একত্রে মিলেছে এমন লোক ছিল না, তাই অসাধু লোকের চেয়ে সাধু লোকেরই চাকরিটা নেওয়া ভালো। আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু সাধু নন (বিনা স্বরাঘাতে) সাধুই (স্বরাঘাতে জোর দিয়ে), অর্থাৎ সেই বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যাতে মস্কোয় যখন বলা হয়: সাধু কর্মকর্তা, সাধু লেখক, সাধু পত্রিকা, সাধু প্রতিষ্ঠান, সাধু ধারা, তখন ধরা হয় যে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি শুধু অসাধু নয়, প্রয়োজন হলে সরকারকে খোঁচা দিতেও পারে। এই বিশেষ অর্থেই স্তেপান আর্কাদিচ সাধু। মস্কোর যেসব মহলে তিনি ঘুরতেন সেখানে চালু হয় কথাটা, তাঁকে ধরা হত সাধু লোক বলে, তাই অন্যের চেয়ে পদটা পাবার বেশি অধিকার তাঁরই।

এ পদটায় বছরে সাত থেকে দশ হাজার প্রাপ্য আর অব্‌লোন্‌স্কি নিজের সরকারি চাকরি না ছেড়ে সেটা নিতে পারেন। পদটা নির্ভর করছিল দুটি মন্ত্রক, একজন মহিলা আর দু'জন ইহুদির ওপর; এ'দের পটিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল পিটার্সবুর্গে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। তা ছাড়া বোন আন্নাকে স্তেপান আর্কাদিচ কথা দিয়েছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ

সম্পর্কে কারেনিনের চূড়ান্ত জবাব তিনি আনবেন। তাই ডল্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুব্‌ল চেয়ে নিয়ে উনি রওনা দিলেন পিটার্সবুর্গে।

কারেনিনের স্টাডিতে বসে রুশী ফিনান্সের দুরবস্থার কারণ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট শুনতে শুনতে স্তেপান আর্কাদিচ অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন যাতে তাঁর নিজের আর আন্নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যায়।

পাঁশনে ছাড়া আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এখন পড়তে পারেন না। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি যখন ভূতপূর্ব শ্যালকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খুবই ঠিক কথা, খুঁটিনাটিতে খুবই ঠিক, তাহলেও আমাদের কালের নীতি হল স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি স্বাধীনতাকে ধারণ করে অন্য একটা নীতি পেশ করছি' — 'ধারণ' কথাটার ওপর জোর দিয়ে, রিপোর্টের কোন জায়গায় সেটা বলা হয়েছে সেটা শ্রোতাকে পড়ে শোনাবার জন্য ফের পাঁশনে পরতে পরতে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

এবং পাতাগুলোর ধারে বড়ো করে ছাড় দেওয়া কারো সুন্দর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটির অতি প্রত্যয়জনক জায়গাটা বার করে তা পড়ে শোনালেন।

'ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে নয়, সাধারণ কল্যাণের জন্যে — ধনীগরিব সমানভাবে সকলের জন্যে আমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী' - পাঁশনের ওপর দিয়ে অব্‌লোন্‌স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন; 'কিন্তু ওঁরা এটা বুঝতে পারেন না, ওঁরা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এবং বুলিতে ভেসে যান।'

স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিন যখন ওঁরা, সেই লোকেরা যাঁরা তাঁর প্রকল্প গ্রহণ করতে চান নি, রাশিয়ার সমস্ত দুর্দশার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা কী করছেন আর ভাবছেন সে কথা পাড়েন, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে; তাই স্বাধীনতার নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি সাগ্রহেই সায় দিলেন তাঁর কথায়। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চুপ করে গেলেন, চিন্তায় ডুবে গিয়ে ওলটাতে লাগলেন তাঁর পাণ্ডুলিপির পাতা।

'হ্যাঁ, ভালো কথা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পমোর্স্কির সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি ওঁকে একটু বলো যে দক্ষিণ রেলপথের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে

সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের যে পদটা খালি আছে, আমি তাতে যেতে চাই।'

বাঞ্ছিত পদটার নাম তাঁর কাছে এতই অভ্যস্ত যে ভুল না করে তা বলে গেলেন গড়গড় করে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন নতুন এই কমিশনের কাজটা কী, তারপর চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন কমিশনের কাজকর্মে তাঁর প্রকল্পের বিরোধী কিছু আছে কিনা। কিন্তু নতুন এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অতি জটিল আর তাঁর প্রকল্প যেহেতু অতি বিস্তৃত একটা ক্ষেত্র নিয়ে, তাই তক্ষুনি ভেবে দেখা সম্ভব হল না, পাঁশনে খুলে বললেন:

'হ্যাঁ, ওঁকে আমি বলতে পারি অবশ্যই। কিন্তু তুমি নিজে এ পদটায় যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ভালো বেতন, নয় হাজার অবধি, আর আমার সঙ্গতি...'

'নয় হাজার' — কথাটার পুনরুক্তি করে ভুরু কোঁচকালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। মোটা বেতনটায় তাঁর মনে হল যে এদিক থেকে স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রকল্পের প্রধান কথার বিরোধী, যার ঝোঁক সর্বদাই মিতব্যয়ের দিকে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এ খসড়াটায় লিখেওছি যে আমাদের কালে মোটা বেতন হল আসলে আমাদের পরিচালনার ভুল অর্থনৈতিক assiette*-র লক্ষণ।'

'কিন্তু কী চাও তুমি?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নয় ধরলাম যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পাচ্ছে দশ হাজার — সে তার যোগ্য। কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে বিশ হাজার। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ তো!'

'আমি মনে করি যে বেতন হল পণ্যের দাম, তাকে মেনে চলা উচিত জোগান আর চাহিদার নিয়ম। বেতন যদি ধার্য হয় এ নিয়মের বাইরে, যেমন আমি যখন দেখি যে দু'জন ইঞ্জিনিয়ার বেরুল একই ইনস্টিটিউট থেকে, একই তাদের জ্ঞান ও গুণ, অথচ একজন পাচ্ছে চল্লিশ হাজার, অন্যজনকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে দুই হাজারে; কিংবা যখন ব্যাঙ্ক কোম্পানির ডিরেক্টার পদে বহাল করা হয় কোনো আইনজীবী বা হুসারকে, যাদের

* নীতি (ফরাসি)।

ও ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে বেতন ধার্য হচ্ছে জোগান ও চাহিদার নিয়ম না মেনে। এটা একটা অন্যায় সুবিধা, এমনিতেই তা গুরুত্বপূর্ণ, তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় সেবায় তা কুফল ফলায়। আমি মনে করি...'

জামাতাকে বাধা দেবার সুযোগ করে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু তুমি মানবে যে এক্ষেত্রে নতুন এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ! সেটা যাতে সাধুতার সঙ্গে চলে জোর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর' -- 'সাধুতা' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

কিন্তু 'সাধু' কথাটার মস্কো অর্থ আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বোধগম্য ছিল না।

'সাধুতা হল শুধু নেতিবাচক একটা গুণ' - বললেন তিনি।

'তাহলে তুমি আমার বড়ো উপকার করবে' -- বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যদি আমার জন্যে পমোর্স্কিকে দুটো কথা বলো। এমনি কথায় কথায়...'

'কিন্তু এটা মনে হয় বেশি নির্ভর করছে বলগারিনভের ওপর' -- আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন।

'তাঁর পক্ষ থেকে বলগারিনভের এতে পুরো মত আছে' - স্তেপান আর্কাদিচ বললেন লাল হয়ে।

বলগারিনভের উল্লেখে তিনি লাল হয়ে উঠেছিলেন কারণ সেদিন সকালেই তিনি গিয়েছিলেন ইহুদি বলগারিনভের কাছে আর সাক্ষাৎটা একটা বিছছিরি ছাপ রেখে গেছে তাঁর মনে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কাজটা তিনি চাইছেন সেটা নতুন, জীবন্ত আর সৎ কাজ; কিন্তু আজ সকালে, বোঝা যায় ইচ্ছে করেই বলগারিনভ তাঁকে অন্যান্য উমেদারদের সঙ্গে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসিয়ে রেখেছিলেন দু'ঘণ্টা, তখন হঠাৎ অস্বস্তি হয়েছিল তাঁর।

অস্বস্তি হয়েছিল কি এই জন্য যে ওঁকে, রিউরিকের বংশধর প্রিন্স অব্‌লোন্‌স্কিকে দু'ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে ইহুদির প্রতীক্ষা-কক্ষে; নাকি শুধু সরকারি চাকরিতে যাবার যে রেওয়াজ পূর্বপুরুষেরা রেখে গেছেন তা ভঙ্গ করে নতুন একটা ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বলে -- সে যাই হোক, ভারি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তিনি। এই দু'ঘণ্টা ফুর্তি করে প্রতীক্ষা-কক্ষে পায়চারি চালিয়ে, গালপাট্টা ঠিক করে, অন্য উমেদারদের সঙ্গে কথা

বলে এবং ইহুদির জন্য বেহুদা অপেক্ষার যে কৌতুকটা পরে বলবেন সেটা ভেবে ভেবে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন অপরের, এমনকি নিজের কাছেও তাঁর অস্বস্তি চাপা দিতে।

কিন্তু কেন এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্তি আর বিরক্তি লাগছিল: সেটা কি এই জন্য যে 'ইহুদির জন্য বেহুদা অপেক্ষার' কৌতুকটা তেমন উৎরাল না, নাকি অন্য কিছুর জন্য সেটা তিনি জানতেন না। শেষ পর্যন্ত বলগারিনভ যখন তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সসম্ভ্রমে, স্পষ্টতই তাঁকে হেয় করতে পেরে উল্লসিত হয়ে এবং প্রায় অগ্রাহ্য করলেন তাঁর আর্জি, তখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। শুধু এখন সেটা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

॥ ১৮ ॥

'এখন তোমার কাছে আরো একটা ব্যাপার আছে' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এবং এই অপ্রীতিকর অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আন্নার ব্যাপার।'

অব্‌লোন্‌স্কি আন্নার নাম করতেই আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মুখখানা বদলে গেল একেবারে: আগেকার সজীবতা হারিয়ে তাতে ফুটে উঠল ক্লান্তি, প্রাণহীনতা।

'কী আপনি চাইছেন আমার কাছে?' আরাম-কেদারায় ঘুরে বসে পাঁশনেটা ক্লিক করে বললেন তিনি।

'সিদ্ধান্ত, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। এখন আমি তোমার কাছে আবেদন করছি' ('অপমানিত স্বামী হিশেবে নয়' — বলতে চেয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ কিন্তু তাতে সব মাটি হবে এই ভয়ে তার বদলে বললেন): 'রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিশেবে নয়' (এ কথাটাও তেমন দাঁড়াল না), 'নিতান্ত মানুষ, সহৃদয় লোক আর খিস্টান হিশেবে। ওকে তোমার করুণা করা উচিত' — বললেন তিনি।

'মানে, ঠিক কিসের জন্যে?' মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলেন কারেনিন।

'হ্যাঁ, করুণা। তুমি যদি দেখতে যা আমি দেখেছি — সারা শীত আমি

কাটিয়েছি ওর সঙ্গে — তাহলে করুণা করতে ওকে। সাঙ্ঘাতিক অবস্থা তার, হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক।'

'আমার মনে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন সরু, প্রায় চিল্লানির গলায়, 'আন্না আর্কাদিয়েভনা যা চেয়েছিলেন সবই তো পেয়েছেন।'

'আহ্, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুযোগ অভিযোগ এখন বাদ দাও! যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। জানো কী সে এখন চাইছে, প্রতীক্ষা করছে তার — বিবাহবিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে ছেলেকে আমার কাছে রাখার প্রতিশ্রুতি দাবি করলে আন্না আর্কাদিয়েভনা বিবাহবিচ্ছেদে আপত্তি করবেন। আমি সেই জবাবই দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটা চুকে গেল। আমি মনে করি ব্যাপারটা চুকে গেছে' — তীক্ষ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দোহাই ভগবান, উত্তেজিত হয়ো না' — জামাতার জানু ছুঁয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ব্যাপারটা চুকে যায় নি। তুমি অনুমতি করলে আমি ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছি — ব্যাপারটা ছিল এই: তোমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার আচরণ ছিল মহৎ, যতটা মহৎ হওয়া সম্ভব: ওকে তুমি সবকিছু দিয়েছিলে, মুক্তি, এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও। সে এটার কদর করে। না, না, সত্যি বলছি, এটার কদরই করে সে। এমন মাত্রায় যে তোমার প্রতি নিজের অপরাধ বোধের এই প্রথম মুহূর্তগুলোয় সে সবকিছু ভেবে দেখে নি, দেখতে পারতও না। সবকিছু সে ত্যাগ করল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি, সময় দেখাল যে তার অবস্থা যন্ত্রণাদায়ক। দুঃসহ।'

'আন্না আর্কাদিয়েভনার জীবনে আমার আগ্রহ নেই' -- ভুরু তুলে কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সেটা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না' -- নরম সুরে আপত্তি করলেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'ওর অবস্থাটা ওর পক্ষে যন্ত্রণাকর আর কারো কোনো লাভ নেই তাতে। তুমি বলবে যে ওর যা প্রাপ্য তাই পেয়েছে। ও সেটা জানে এবং তোমার কাছে কিছু চাইছে না। সোজাসুজি সে এই কথাই বলে যে কিছু চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি, আমরা সমস্ত আত্মীয়রা, যারা তাকে ভালোবাসে তারা অনুরোধ করছি, মিনতি করছি তোমায়। কেন ও কষ্ট পাবে? তাতে কার কী উপকার?'

'মাপ করুন, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আমায় অভিযুক্তের পর্যায়ে ফেলছেন' — বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আরে না, না, একটুও না, তুমি আমায় বুঝে দেখো' — ফের জামাতার হাত ছুঁয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, যেন তিনি নিঃসন্দেহ যে এই ছোঁয়াটায় উনি নরম হয়ে আসবেন; 'আমি শুধু একটা কথা বলব: ওর অবস্থাটা যন্ত্রণাকর, সেটা তুমি সহজ করে দিতে পারো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, তোমার নজরেই পড়বে না। তুমি তো কথা দিয়েছিলে।'

'কথা দিয়েছিলাম আগে। ধরে নিয়েছিলাম ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি আশা করেছিলাম যে আন্না আর্কাদিয়েভনার যথেষ্ট মহানুভবতা থাকবে...' বিবর্ণ হয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অতি কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'সবকিছু সে তোমার উদারতার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সে শুধু একটা অনুরোধ করছে, মিনতি করছে, যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে সে আছে, তা থেকে উদ্ধার করো তাকে। ছেলেকেও এখন আর সে দাবি করছে না। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, তুমি দয়ালু মানুষ। ওর অবস্থায় নিজেকে একটু কল্পনা করে দ্যাখো। ওর অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ ওর কাছে জীবনমরণের প্রশ্ন। তুমি যদি আগে কথা না দিতে, তাহলে ও অবস্থাটা মেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকত। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছে তোমায়, মস্কোয় এসেছে। ওখানে প্রতিটি সাক্ষাৎ ওর বুকে ছুরির মতো বেঁধে, থাকে সে ছয় মাস ধরে, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে প্রতিদিন। এ যে মৃত্যুদণ্ডিতকে গলায় ফাঁস পরিয়ে হয় মৃত্যু নয় মার্জনার আশ্বাস দিয়ে মাসের পর মাস ধরে রাখার মতো। মায়া করো ওকে, তারপর সবকিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি.. Vos scrupules...'*

'আমি ও কথা বলছি না, ও কথা নয়...' জঘন্যভাবে বাধা দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'কিন্তু হয়ত আমি যে কথা দিয়েছিলাম তার অধিকার আমার ছিল না।'

'তার মানে কথা ফেরত নিচ্ছ?'

'যা সম্ভব তা পূর্ণ করতে আমি কখনো আপত্তি করি নি, কিন্তু

* তোমার খুঁতখুঁতি... (ফরাসি।)

প্রতিশ্রুতিটা কী পরিমাণে সম্ভবপর তা ভেবে দেখার জন্যে সময় চাই আমার।'

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অব্লোন্স্কি, 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। নারীর পক্ষে আদৌ যা হওয়া সম্ভব তেমনি অভাগা সে, তুমি আপত্তি করতে পারো না যে...'

'প্রতিশ্রুতি যে পরিমাণে সম্ভবপর। Vous professez d'être un libre penseur.* কিন্তু আমি ধর্মবিশ্বাসী, গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা ব্যাপারে খ্রিস্টীয় নীতির বিপরীতে যেতে আমি পারি না।'

'কিন্তু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে, এবং আমাদের এখানেও, যতদূর আমি জানি বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমাদের গির্জাও তা অনুমোদন করেছে। এবং আমরা দেখছি...'

'অনুমোদিত, কিন্তু এই অর্থে নয়।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমায় এখন চেনাই দায়' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন অব্লোন্স্কি; 'তুমিই কি সব ক্ষমা করো নি (আমরা তার মূল্য দিয়েছি), খ্রিস্টীয় অনুভূতিতে চালিত হয়ে আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলে না কি? তুমিই তো বলেছিলে, কামিজ নিলে, কাফতানটাও দিয়ে দেবে। আর এখন...'

'অনুরোধ করছি' — হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, বিবর্ণ হয়ে, কম্পিত চিবুকে চিঁচিঁ করে বলে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আপনাকে অনুরোধ করছি এ আলোচনা... বন্ধ করুন।'

'আহ্ বটে! তবে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমায়' — বিব্রতভাবে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'তবে আমি হলাম গে দূত, যা বলতে বলা হয়েছিল, শুধু তাই বলেছি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেবে বললেন:

'সবটা ভেবে দেখে কিছু একটা নির্দেশ পেতে হবে আমায়। আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাব পরশু' — কিছু একটা কথা চিন্তা করে বললেন উনি।

* তোমায় মুক্ত চিন্তার লোক বলে জানি (ফরাসি)।

॥ ১৯ ॥

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় কর্নেই এসে খবর দিলে:

'সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ!'

'কে এই সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ?' জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল তাঁর।

বললেন 'ও, সেরিওজা! 'সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ' — আমি ভেবেছিলাম কোনো ডিপার্টমেণ্ট কর্তা হবে বুঝি।' মনে পড়ল তাঁর, 'আন্না ওকে দেখে যেতে বলেছিল।'

মনে পড়ল, ওঁকে বিদায় দেবার সময় ভীরু-ভীরু করুণ নয়নে চেয়ে আন্না বলেছিলেন: 'যতই হোক, তুমি দেখা ক'রো ওর সঙ্গে। সবিস্তারে জেনে নিও কোথায় সে আছে, কে দেখাশুনা করছে তার। আচ্ছা স্তিভা... যদি সম্ভব হয়! সম্ভব কি?' 'যদি সম্ভব হয়' কথাটার মানে স্তেপান আর্কাদিচ বুঝেছিলেন যে ছেলেকে তাঁর কাছে দিয়ে যদি বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হয়... এখন স্তেপান আর্কাদিচ দেখতে পাচ্ছেন, ও নিয়ে ভাবাই চলে না, তাহলেও ভাগ্নেকে দেখতে পাবেন বলে তিনি খুশি।

শ্যালককে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ মনে করিয়ে দিলেন যে ছেলেকে মা'র কথা কখনো বলা হয় না এবং অনুরোধ করলেন যে আন্নার কথা তিনি যেন মনে না পড়িয়ে দেন।

'মায়ের সঙ্গে ওই যে সাক্ষাৎটা আমরা ক-ল্প-না করি নি, তারপর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে' — বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'আমরা তো ভয় করছিলাম বুঝি বাঁচবেই না। তবে বিচক্ষণ চিকিৎসা আর গ্রীষ্মে সমুদ্র স্নান তাকে ভালো করে তোলে। এখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। সত্যিই, বন্ধুদের ভালো প্রভাব পড়েছে ওর ওপর। এখন সে একেবারে সুস্থ, পড়াশুনাও করছে ভালো।'

'আরে, কী সুন্দর নওলকিশোর! সেরিওজা আর নয়, একেবারে গোটাগুটি সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ!' নীল জ্যাকেট আর লম্বা প্যাণ্ট পরা চওড়া-কাঁধ সুশ্রী যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল উদ্দাম ভঙ্গিতে, অকুণ্ঠে, তার উদ্দেশে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ছেলেটিকে সুস্থ, হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। মামার উদ্দেশে সে মাথা নোয়াল যেন উনি অচেনা কোনো লোক, কিন্তু তারপর চিনতে পেরে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি করে সরে গেল সে, যেন

কিছু একটায় সে আহত, ক্রুদ্ধ বোধ করছে। বাপের কাছে গিয়ে স্কুলে পাওয়া মার্ক-শীট সে দেখাল।

'তা ভালোই তো' — পিতা বললেন, 'এখন যেতে পারো।'

'রোগা হয়ে ও বেড়ে উঠেছে, এখন আর শিশু নয়, বালক। এটা আমি ভালোবাসি' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমায় চিনতে পারছ?'

ছেলেটি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পিতার দিকে।

'পারছি, মামা' — ওঁর দিকে চেয়ে এইটুকু বলে আবার সংকুচিত হয়ে উঠল ছেলেটি।

মামা তাকে কাছে ডেকে তার হাত ধরলেন।

'তা কেমন চলছে?' ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে কিন্তু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লাল হয়ে ছেলেটি কোনো জবাব না দিয়ে সন্তর্পণে মামার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল। স্তেপান আর্কাদিচ ওর হাত ছেড়ে দিতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতার দিকে চেয়ে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো দ্রুত পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাকে সেরিওজা শেষ দেখার পর একবছর কেটেছে। সেই থেকে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথা সে শোনে নি। এই বছরেই তাকে স্কুলে দেওয়া হয়, ভাব হয় বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের সে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেসব কল্পনা আর স্মৃতি তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল, তা আর তার মনে আসত না। যখন মনে আসত, ত্রস্তে তা সে মন থেকে তাড়াত, মনে করত ওটা লজ্জার কথা, মেয়েদেরই তা সাজে, বালক এবং সঙ্গী পদবাচ্যদের নয়। সে জানত যে পিতামাতার কলহ আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এও জানত যে পিতার কাছেই তাকে থাকতে হবে, চেষ্টা করত তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার।

মায়ের মতো দেখতে মামাকে যখন সে দেখল, ভালো লাগে নি তার, কেননা তাতে সেই সব স্মৃতিই জাগছিল যা সে মনে করত লজ্জাকর। ভালো লাগে নি আরো এই কারণে যে স্টাডির দরজার কাছে অপেক্ষা করার সময় কতকগুলো কথা তার কানে এসেছিল, বিশেষ করে পিতা ও মাতুলের মুখভাব দেখে সে অনুমান করতে পেরেছিল যে ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে পিতার সঙ্গে সে আছে, যাঁর ওপর সে নির্ভরশীল, তাঁর কোনো দোষ ধরতে না চেয়ে এবং প্রধান কথা, যে ভাবালুতাকে সে অত হীন বলে গণ্য করত তাতে আত্মসমর্পণ না করার জন্য এই যে মামা

এসেছেন তার শান্তি ভঙ্গ করতে তাঁর দিকে না তাকাবার, যেসব কথা তিনি মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন তা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু তার পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যখন তাকে দেখতে পেলেন সিঁড়িতে, কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন স্কুলে অবসর সময়গুলো কিভাবে সে কাটায়, পিতা না থাকায় সে তখন কথা কইতে লাগল মামার সঙ্গে।

প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'এখন আমাদের রেল-রেল খেলা চলছে। জানেন, খেলাটা এইরকম: দুজন বসে বেঞ্চির ওপর। এরা হল প্যাসেন্‌জার। একজন বেঞ্চির ওপরে দাঁড়ায়। বাকি সবাইকে জোতা হয়। গাড়ি টানা চলে হাত দিয়েও কিংবা বেল্ট দিয়েও। সমস্ত হলের মধ্যে দিয়ে চলি। দরজা খোলা হয় আগে থেকেই। কিন্তু কনডাক্টর হওয়া তখন সহজ নয়!'

'যে দাঁড়িয়ে থাকে?' হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, এতে দরকার যেমন সাহস তেমনি চটপটে চাল, বিশেষ করে গাড়ি যদি হঠাৎ থামে, কিংবা যদি কেউ পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়' — এখন আর শিশুর মতো নয়, পুরো অকপট নয়, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সজাগ চোখদুটির দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। আর আন্নার কথা পাড়বেন না বলে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে আশ্বাস দিলেও, তিনি আর পারলেন না।

হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'না, পড়ে না' — লাল টকটকে হয়ে চোখ নামাল সে। তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না মামা।

আধ ঘণ্টা বাদে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষক সেরিওজাকে দেখতে পেল সিঁড়িতে, অনেকখন ধরতে পারল না সে রাগে ফুঁসছে নাকি কাঁদছে।

'নিশ্চয় চোট খেয়েছ, কখন পড়ে গিয়েছিলে?' জিগ্যেস করল গৃহশিক্ষক, 'আমি তো বলেছিলাম যে খেলাটা বিপজ্জনক। অধ্যক্ষকে বলা দরকার।'

'চোট খেলেও কারো নজরে পড়ে নি। নিশ্চয় করে বলছি।'

'তাহলে?'

'আমায় রেহাই দিন! মনে পড়ে, নাকি পড়ে না... তাতে ওঁর কী দরকার? কেন আমার মনে পড়বে? শান্তিতে থাকতে দিন আমায়!' এখন আর শুধু গৃহশিক্ষককে নয়, বললে সে গোটা দুনিয়াকে।

॥ ২০ ॥

পিটার্সবুর্গে স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো খামকা সময় কাটান নি। বোনের বিবাহবিচ্ছেদ আর নিজের চাকুরির ব্যবস্থা করা ছাড়াও পিটার্সবুর্গে বরাবরের মতো, যা তিনি বলতেন, মস্কোর ভ্যাপসা হাওয়ার পর তাঁর তাজা হয়ে নেওয়া দরকার ছিল।

মস্কো তার বিলাসী কাফে আর ওমনিবাসগুলো সত্ত্বেও ছিল এক বদ্ধ জলা। এটা সর্বদাই অনুভব করতেন স্তেপান আর্কাদিচ। মস্কোয় বাস করে, বিশেষত তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর মন দমে যাচ্ছে। কোথাও না গিয়ে মস্কোয় দীর্ঘদিন কাটালে স্ত্রীর চড়া মেজাজ আর তিরস্কার, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, নিজের কর্মস্থলের ছোটোখাটো স্বার্থ নিয়ে তিনি অস্থিরই হয়ে উঠতেন; এমনকি ওঁর যে ঋণ আছে, সেটা পর্যন্ত অস্থির করে তুলত তাঁকে। কিন্তু পিটার্সবুর্গে যে মহলটায় তিনি ঘুরতেন, লোকে যেখানে জীবন যাপনই করে, মস্কোর মতো উদ্ভিদ হয়ে বেঁচে থাকে না, সেখানে আসা মাত্র আগুনের স্পর্শে মোমের মতো তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা মিলিয়ে যেত, উধাও হত।

স্ত্রী?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন। প্রিন্স চেচেন্স্কির স্ত্রী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্স্কি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে। বড়ো ছেলেকে তিনি দ্বিতীয় সংসারে নিয়ে গেছেন। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বললেন যে ছেলের এতে মঙ্গল হবে, সে জীবনের অভিজ্ঞতা পাবে বলে তিনি মনে করেন। মস্কোর লোকেরা কী বলত এতে?

ছেলেমেয়ে? পিটার্সবুর্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে আর মস্কোতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রিন্স ল্ভভ — বিদঘুটে এই যে ধারণাটা চালু আছে যে জীবনের সমস্ত বিলাস দিতে হবে ছেলেমেয়েদের, মা-বাপের জন্য খাটুনি আর দুশ্চিন্তা, এ ধারণাটা নেই এখানে। লোকে এখানে বোঝে যে সুশিক্ষিত মানুষের যা উচিত সেভাবে জীবন কাটাতে হবে নিজের জন্য।

চাকুরি? চাকুরিও এখানে সেই ভারবাহী নৈরাশ্যজনক জোয়াল নয় যা সবাই টেনে যায় মস্কোয়; চাকুরিতে আকর্ষণ আছে এখানে। দেখাসাক্ষাৎ,

আনুকূল্য, অব্যর্থ রসিকতা, মুখে নানারকমের ভাব ফুটিয়ে তোলার নৈপুণ্য — বাস, লোকে হঠাৎ তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়, যেমন ফিরিয়ে নিলেন ব্রিয়ান্‌ৎসেভ। তাঁর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচের দেখা হয়েছিল গতকাল, এখন উনি একজন বড়ো কর্তা। এ চাকুরিতে আকর্ষণ আছে।

বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে পিটার্সবুর্গী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব প্রসন্ন করে দিত স্তেপান আর্কাদিচকে। এ ব্যাপারে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন বার্ৎনিয়ান্‌স্কি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল — ওঁর যা হালচাল, তাতে বছরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার উনি খরচ করেন নিশ্চয়।

ডিনারের আগে কথোপকথনের মধ্যে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বলেছিলেন:

'মনে হয় তোমার যেন মদ্‌ভিন্‌স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার হয়ে দুটো কথা বলবে তাকে। একটা চাকরি খালি আছে, সেটা আমি পেতে চাইছিলাম। এজেন্সির চেয়ারম্যান...'

'কী জানি, আমার মনে পড়ছে না। রেলওয়ের ওই ইহুদিদের নিয়ে কী দায় ঠেকল তোমার?.. যাই বলো, জঘন্য লোক সব!'

স্তেপান আর্কাদিচ বলেন নি যে কাজটা কাজের মতো; বার্ৎনিয়ান্‌স্কি সেটা বুঝতেন না।

'টাকা দরকার, দিন চলছে না।'

'দিন তো চালাচ্ছ?'

'দেনার ওপর বেঁচে আছি।'

'কী বলছ? অনেক?' সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন বার্ৎনিয়ান্‌স্কি।

'অনেক, হাজার বিশেক।'

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন বার্ৎনিয়ান্‌স্কি।

বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান লোক হে! আমার দেনা পনের লাখ আর হাতে কিছু নেই। তাহলেও দেখছ তো দিন কেটে যাচ্ছে!'

আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু মুখের কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটার সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। জিভাখভের দেনা তিন লাখ, ঘরে কানাকড়িটিও নেই, তবু দিন তো কাটাচ্ছেন আর কাটাচ্ছেন কী চালে! অনেকদিন আগেই কাউন্ট ক্রিভ্‌ৎসভের বারোটা বেজে গেছে বলে ধরা হয়েছিল, অথচ দু'জন রক্ষিতা রেখেছেন উনি। পেত্রভ্‌স্কি পঞ্চাশ লাখ উড়িয়ে দেন, কিন্তু চলেছেন হুবহু একই হালে. তার ওপর ফিনান্সের কর্তৃপদে বেতন পাচ্ছেন বিশ হাজার। এ ছাড়াও পিটার্সবুর্গের দৈহিক প্রভাব পড়ত স্তেপান আর্কাদিচের

ওপর। বয়স যেন কমে যেত তাঁর। মস্কোতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পাকা চুল দেখতেন, হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন ডিনারের পরই, আড়মোড়া ভাঙতেন, এক-পা এক-পা করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতেন সিঁড়ি দিয়ে, তরুণীদের সান্নিধ্যে বেজার লাগত তাঁর, বলনাচে যোগ দিতেন না। পিটার্সবুর্গে কিন্তু দশ বছর বয়স কমে গেছে ব'লে তাঁর বোধ হত।

ষাট বছরের বৃদ্ধ প্রিন্স পিওত্র অব্লোন্স্কি তাঁকে কাল যা বলেছিলেন, পিটার্সবুর্গে তেমনিই মনে হত তাঁর। সবে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন।

পিওত্র অব্লোন্স্কি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা বেঁচে থাকতে শিখি নি। বিশ্বাস করবে কি, গ্রীষ্মটা আমি কাটাই বাডেনে; আর সত্যি বলছি, নিজেকে জোয়ান বলে মনে হত। যুবতী দেখলে আনচান হত মন... খানা পিনা হত অনায়াসে — শক্তি, প্রফুল্লতা। রাশিয়ায় এলাম, স্ত্রীর কাছে যেতে হল, তাও আবার গ্রামে। বিশ্বাস করবে না — দু'সপ্তাহের মধ্যেই ড্রেসিং-গাউন পরেই খেতাম, ডিনারের আগে বেশভূষাটাও করতাম না। যুবতীদের কথা ভাববার সুযোগ কই! একেবারে বুড়িয়ে গেলাম। বাকি ছিল শুধু আত্মাটা বাঁচানো। চলে গেলাম প্যারিস -- ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।'

পিওত্র অব্লোন্স্কির মতো স্তেপান আর্কাদিচও বোধ করতেন একই পার্থক্য। মস্কোয় তিনি এমন নেতিয়ে পড়তেন যে বেশি দিন সেখানে থাকতে হলে ব্যাপারটা গড়াত সত্যিই আত্মা বাঁচানোর পর্যায়ে; পিটার্সবুর্গে কিন্তু তিনি আবার দিব্যি মানুষ হয়ে উঠতেন।

প্রিন্সেস বেট্সি ত্ভেরস্কায়া আর স্তেপান আর্কাদিচের মধ্যে অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা সম্পর্ক। স্তেপান আর্কাদিচ বরাবর রহস্য করে তাঁর সঙ্গে ছিনালি করতেন এবং রহস্য করেই অতি অশ্লীল এমন সব কথা বলতেন যা শুনতে বেট্সির সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে বলে তিনি জানতেন। কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তাটার পর দিন ওঁর কাছে গিয়ে নিজেকে তাঁর এতই যুবক বলে বোধ হচ্ছিল যে এই ছিনালি আর মুখ খারাপিতে অজ্ঞাতসারে এতই দূরে গিয়ে পেঁছালেন যে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি, অথচ দুঃখের বিষয় প্রিন্সেসকে তাঁর ভালো লাগত না শুধু নয়, বিছছিরিই লাগত। এই সুরটা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, কারণ বেট্সি সাতিশয় পছন্দ করতেন তাঁকে। তাই প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া আসায় তাঁদের দ্বৈত নিভৃতি ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি খুশি হয়েছিলেন খুবই।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'আ, আপনি এখানে। আপনার বেচারি বোনের খবর কী? ওভাবে চাইবেন না আমার দিকে' — তারপর যোগ দিলেন। 'যে লোকেরা ওঁর চেয়ে লক্ষ গুণ খারাপ তারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর তখন থেকে আমি মনে করে এসেছি যে খুব ভালো কাজই তিনি করেছেন। উনি যে পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন, সে খবর আমায় না দেওয়ায় ভ্রন্স্কিকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সর্বত্র যেতাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, কেমন? ওঁর কথা আমায় বলুন।'

'আপনার বোনের কথা আমায় বলুন' হৃদয়ের সরলতাবশে প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়ার এই কথাটাকে অকপট জ্ঞানে স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শুরু করেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবস্থা ওর সহ্যাতীত...' কিন্তু প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়ার যা অভ্যাস, তৎক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে শুরু করলেন।

'আমি ছাড়া সবাই যা করে থাকে কিন্তু লুকিয়ে রাখে তাই উনি করেছেন; প্রতারণা করতে উনি চান নি এবং চমৎকার কাজ করেছেন। কাজটা আরো ভালো হয়েছে এই জন্যে যে ত্যাগ করেছেন আপনার ঐ ক্ষীণবুদ্ধি জামাতাকে। মাপ করবেন, সবাই বলত উনি বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কেবল আমি বলেছিলাম উনি নির্বোধ। আর এখন তিনি যখন নিজেকে জড়ালেন লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদোর সঙ্গে, তখন সবাই বলছে উনি ক্ষীণবুদ্ধি, সব কথায় আপত্তি করে আমি আনন্দই পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে অপারক।'

'আচ্ছা, বলুন তো আমায়, কী এর মানে?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'গতকাল আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার বোনের ব্যাপার নিয়ে এবং চূড়ান্ত জবাব চেয়েছিলাম। উনি জবাব দিলেন না, বললেন ভেবে দেখবেন, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেলাম সন্ধ্যায় লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে যাবার নিমন্ত্রণপত্র।'

'বটে, বটে!' সহর্ষে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া, 'ওরা লাঁদোর পরামর্শ নেবে।'

'লাঁদোর কাছে কেন? কী জন্যে? এই লাঁদোই বা কে?'

'সে কি, Jules Landau, le fameux, Jules Landau, le clairvoyant* আপনি চেনেন না? এটিও একটি ক্ষীণবুদ্ধি প্রাণী, কিন্তু আপনার

* বিখ্যাত জুল লাঁদো, দিব্যদৃষ্টি জুল লাঁদোকে (ফরাসি)।

বোনের ভাগ্য নির্ভর করছে ওর ওপর। এই দেখুন, মফস্বলে দিন কাটালে কী হয়, কোনোই খবর রাখেন না আপনি। মানে, প্যারিসের এক দোকান-কর্মচারী এই লাঁদো একদিন ডাক্তারের কাছে আসে আর অভ্যর্থনা-কক্ষে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ঘুমের মধ্যেই অন্য রোগীদের উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে। আর আশ্চর্য সব পরামর্শ। ইউরি মেলেদিন্স্কি — জানেন তো, তিনি অসুস্থ - তাঁর বউ লাঁদোর কথা শুনে তাকে নিয়ে আসেন স্বামীর কাছে। স্বামীর চিকিৎসা করলে লাঁদো। আমার মতে কিন্তু কোনো উপকার হয় নি, কেননা একইরকম দুর্বল থেকে গেছেন তিনি। তবে ওর ওপর এঁদের বিশ্বাস আছে, নিজেদের সঙ্গে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। রাশিয়াতেও নিয়ে এলেন। এখানে সবাই ছেঁকে ধরলে তাকে, সেও সবার চিকিৎসা শুরু করলে। কাউন্টেস বেজজুবোভাকে সে সারিয়ে তোলে। উনি এত তার অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন যে তাকে পোষ্যপুত্র করে নেন।'

'পোষ্যপুত্র মানে?'

'পোষ্যপুত্র আর কি, ও আর এখন লাঁদো নয়, কাউণ্ট বেজজুবোভ। তবে ওটা কোনো কথা নয়, কিন্তু লিদিয়া ওকে আমি খুবই ভালোবাসি, কিন্তু মাথার ঠিক নেই ওর — বলাই বাহুল্য, লিদিয়া এখন লাঁদোর পেছনে ধরনা দিচ্ছে, ওকে ছাড়া লিদিয়া বা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, তাই আপনার বোনের ভাগ্য এখন এই লাঁদোর বা কাউণ্ট বেজজুবোভের হাতে।'

॥ ২১ ॥

বার্ৎনিয়ান্স্কির ওখানে চমৎকার একটা ডিনার সেরে, প্রচুর পরিমাণ কনিয়াক টেনে স্তেপান আর্কাদিচ কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বাড়ি পেঁছলেন নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে।

'কাউণ্টেসের ওখানে আরো কে আছেন? ফরাসি?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পরিচিত ওভারকোট আর ফিতেটিতে বাঁধা অদ্ভুত একটা বাতুল গোছের কোটের দিকে দৃষ্টিপাত করে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

হল-পোর্টার কাটখোট্টা জবাব দিলে, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন আর কাউণ্ট বেজজুবোভ।'

'প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া ঠিকই ধরেছিলেন তো' — সি'ড়িতে উঠতে উঠতে ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'আশ্চর্য! তবে ওঁর নেকনজরে থাকা ভালো। অগাধ ওঁর প্রভাব। উনি যদি পমোর্স্কিকে দুটো কথা বলেন, তাহলেই সব পাকা।'

আঙিনায় তখনো বেশ আলো ছিল, কিন্তু বাতি জ্বলছিল কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্দা নামানো ছোট ড্রয়িং-রুমটায়।

বাতির নিচে গোল টেবিলটার কাছে বসে কাউণ্টেস আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলেন মৃদুস্বরে। ড্রয়িং-রুমের অন্য প্রান্তে বে'টে রোগা একটি লোক দেয়ালের পোর্ট্রেটগুলো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। পাছা তাঁর মেয়েদের মতো, পা হাঁটুর কাছে ঢুকে যাওয়া, দেখতে সুপুরুষ, খুবই বিবর্ণ, সুন্দর জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে ফ্রক-কোটের কলারের ওপর। গৃহকর্ত্রী আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করার পর স্তেপান আর্কাদিচের দৃষ্টি আপনা থেকেই আবার পড়ল অপরিচিত লোকটির ওপর।

'ম'সিয়ে লাঁদো!' যে কোমলতা আর সন্তর্পণতা নিয়ে কাউণ্টেস তাঁকে ডাকলেন তাতে চমক লাগল অব্‌লোন্‌স্কির। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

লাঁদো তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে কাছে এলেন, হেসে স্তেপান আর্কাদিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে নিজের ঘর্মাক্ত, অনড় হাত রেখেই তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন পোর্ট্রেট দেখতে। কাউণ্টেস আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ অর্থময় দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'বিশেষ করে আজ আপনার দেখা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত' — কারেনিনের পাশে তাঁর আসনটা দেখিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

ফরাসিটির দিকে আর তৎক্ষণাৎ আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'আমি ওঁকে লাঁদো বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউণ্ট বেজজুবোভ, যা আপনি জানেন নিশ্চয়। শুধু এই খেতাব উনি ভালোবাসেন না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি কাউণ্টেস বেজজুবোভাকে উনি একেবারে সারিয়ে দিয়েছেন।'

'আজ আমার এখানে এসেছিলেন তিনি, এমন করুণ লাগছিল!'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস, 'এটা ওঁর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচণ্ড একটা আঘাত!'

'নিশ্চিতই উনি যাচ্ছেন?' জিগ্যেস করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, যাচ্ছেন প্যারিসে। কাল উনি কণ্ঠস্বর শুনেছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আহ্ কণ্ঠস্বর!' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন অব্‌লোন্‌স্কি, অনুভব করলেন যে এই মহলটায় অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে, অথবা ঘটার কথা, তার চাবি নেই তাঁর হাতে, এখানে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে।

নামল এক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা যেন কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গে যাবার জন্য মিহি হেসে অব্‌লোন্‌স্কিকে বললেন:

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি, আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল। Les amis de nos amis sont nos amis.* তবে বন্ধু হতে হলে অপরের মন কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা দরকার। কিন্তু আমার আশংকা আছে যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বেলায় আপনি সেটা করছেন না। আপনি বুঝতে পারছেন কী বলতে চাইছি' — তাঁর অপূর্ব ভাবালু চোখ তুলে বললেন তিনি।

'অংশত, কাউণ্টেস, আমি বুঝি যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের অবস্থাটা...' ব্যাপারটা কী ভালো না বুঝে, সুতরাং ভাসা ভাসা উক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়ে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি।

'পরিবর্তনটা বাইরের অবস্থায় নয়' — আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ উঠে চলে যাচ্ছিলেন লাঁদোর কাছে, সপ্রেম দৃষ্টিতে তাঁকে অনুসরণ করে কড়া করে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'অন্তর ওঁর বদলে গেছে, নতুন অন্তর পেয়েছেন তিনি, আর আমার আশংকা ওঁর মধ্যে এই যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তা নিয়ে আপনি পুরো ভাবেন নি।'

'মানে, আমি সাধারণভাবে এই বদলটা কল্পনা করতে পারি। আমরা বরাবরই বন্ধু ছিলাম আর এখন...' কোমল দৃষ্টিতে কাউণ্টেসের দৃষ্টির প্রত্যুত্তর দিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ভাবতে লাগলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই মন্ত্রীর

* আমাদের বন্ধুর বন্ধুরা আমাদের বন্ধু (ফরাসি)।

মধ্যে কার কাছে ওঁর হয়ে দুটো কথা বলতে অনুরোধ করবেন সেটা জানা যায় কিভাবে।

'ওঁর মধ্যে যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তাতে নিকটতমদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ক্ষীণ হতে পারে না; বরং এ পরিবর্তনটায় সে ভালোবাসা বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না আমায়। চা খাবেন না?' ট্রে'তে করে চা নিয়ে আসছিল যে চাপরাশিটি তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'পুরোটা নয়, কাউণ্টেস। বলাই বাহুল্য ওঁর দুর্ভাগ্য...'

'হ্যাঁ, ওঁর দুঃখ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিমাত্রায় এক সুখ, যখন হৃদয় হয়ে উঠেছে নতুন, ভরে উঠেছে সেই সুখে' — প্রেমাতুর দৃষ্টিতে স্তেপান আর্কাদিচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

'মনে হচ্ছে দু'জনের কাছেই সুপারিশ করতে অনুরোধ করা সম্ভব' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বললেন, 'নিশ্চয় কাউণ্টেস, তবে এই পরিবর্তনগুলো এতই গহন ব্যক্তিগত যে অতি ঘনিষ্ঠেরাও তা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে না।'

'বরং উলটো! আমাদের তা নিয়ে কথা বলে সাহায্য করতে হবে পরস্পরকে।'

'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যয়ের খুবই পার্থক্য থাকে তো, তা ছাড়া...' কোমল হাসি হেসে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি।

'পবিত্র সত্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই, কিন্তু...' বিব্রত হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে গেলেন। বুঝলেন যে ব্যাপারটা ধর্ম নিয়ে।

'আমার মনে হয় এখুনি উনি ঘুমিয়ে পড়বেন' — লিদিয়া ইভানোভনার কাছে এসে অর্থপূর্ণ অর্ধস্বরে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে দেখলেন। জানলার কাছে বসে লাঁদো আরাম-কেদারার হাতলে দু'হাত রেখে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে লক্ষ করে, মাথা তুলে শিশুর মতো সরল হাসি হাসলেন তিনি।

'ওঁর দিকে নজর দেবেন না' — লঘু ভঙ্গিতে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা; 'আমি লক্ষ করেছি...' কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময়

চাপরাশি ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে। লিদিয়া ইভানোভনা দ্রুত চিঠিটা পড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় জবাব লিখে দিয়ে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'আমি লক্ষ করেছি' — যে কথাটা শুরু করেছিলেন তা বলে চললেন, 'মস্কোর লোকেরা, বিশেষত পুরুষেরা ধর্মের ব্যাপারে একান্ত উদাসীন।'

'না, না, কাউণ্টেস, আমার মনে হয়, অতি নিষ্ঠাবান বলে মস্কোর লোকেদের নাম-ডাকই তো আছে' -- জবাব দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'তবে আমি যতটা বুঝেছি আপনি দুঃখের বিষয় উদাসীনদের দলে' — ক্লান্ত হাসিতে তাঁকে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'উদাসীন হয়ে আবার থাকা যায় নাকি!' লিদিয়া ইভানোভনা বললেন।

'এ ব্যাপারে আমি ঠিক উদাসীন নই, তবে প্রতীক্ষমাণ' - সবচেয়ে মোলায়েম হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার মনে হয় না যে এই সব প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় এসেছে আমার।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'সময় হয়েছে কিনা সেটা জানা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়' — কড়া করে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'তৈরি কি তৈরি নই, সে চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ঐশীশক্তি মানুষের বিচার-বুদ্ধি মেনে চলে না: যারা খুব সচেষ্ট, মাঝে মাঝে তা কৃপা করে না তাদের, আবার মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব হয় সেই লোকের অন্তরে যে মোটেই তৈরি ছিল না।'

'না, মনে হচ্ছে এখনো হয় নি' — বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, এই সময়টা তিনি লক্ষ করছিলেন ফরাসিটির ভাবভঙ্গি।

লাঁদো উঠে এলেন তাঁদের কাছে।

'আপনাদের কথা আমার শোনায় আপত্তি করছেন না তো?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'শুনুন বৈকি, আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি' --- সস্নেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'বসুন আমাদের সঙ্গে।'

'শুধু জ্যোতি থেকে যাতে বঞ্চিত না হই তার জন্যে চোখ খুলে রাখা দরকার' -- তাঁর আগের কথার খেই ধরে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি যে আছেন সেটা অনুভব করে কী যে সুখ পাই তা যদি জানতেন!' অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কিন্তু লোকের তো মনে হতে পারে যে অত উঁচুতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ধর্মীয় উচ্চতা মেনে নিয়ে তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে কপটতা করছেন সেটা টের পেলেও পমোর্স্কিকে যিনি একটি কথা বললেই বাঞ্ছিত পদটা তিনি পেতে পারেন, তাঁর কাছে নিজের মুক্ত চিন্তা কবুল করার সাহস পেলেন না তিনি।

'তার মানে, বলতে চান যে নিজের পাপ সে লোককে বাধা দিচ্ছে?' বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'কিন্তু সেটা একটা মিথ্যে ধারণা। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ নেই, পাপ ক্ষমা পেয়ে গেছে, মাপ করবেন' — আরেকটা চিঠি নিয়ে চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। সেটা পড়ে লিখিত নয়, মৌখিক জবাব দিলেন: 'বলে দাও কাল গ্র্যান্ড প্রিন্সেসের ওখানে। — বিশ্বাসীদের পাপ থাকে না' — আগের কথার জের টেনে বললেন তিনি।

'কিন্তু নিষ্ক্রিয় বিশ্বাস নিষ্প্রাণ' — প্রশ্নোত্তর বচনামৃত থেকে এই কথাটা স্মরণ করে, এখন শুধু হাসি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এঃই, আবার সেই সেণ্ট জেম্‌সের বাণী থেকে উদ্ধৃতি' — কিছুটা ভর্ৎসনার সুরে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এবং চাইলেন লিদিয়া ইভানোভনার দিকে; বোঝা গেল যেন ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন একাধিক বার। 'কত ক্ষতিই যে করেছে এই জায়গাটার ভুল ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যাটার মতো বিশ্বাস থেকে লোককে আর কিছু সরিয়ে দেয় না। 'আমি কাজ করছি না, অতএব আমি বিশ্বাসহীন' কোথাও এ কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে বিপরীতটাই।'

'ঈশ্বরের জন্যে খাটা, খেটে উপবাস দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ' — বিষাক্ত ঘেন্নায় বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আমাদের সাধুসন্তদের এ এক বিটকেলে চিন্তা... তদুপরি এটা যখন কোথাও বলা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল' — উৎসাহ দানের যে হাসিতে তিনি দরবারের নতুন আবহাওয়ায় অপ্রতিভ তরুণী রাজ্ঞী-সহচরীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই হাসি নিয়ে তিনি অব্‌লোন্‌স্কির দিকে চাইলেন।

'আমাদের ত্রাণ করেন খ্রিস্ট, আমাদের জন্যে যিনি যন্ত্রণা ভুগেছেন।

আমাদের ত্রাণ করে বিশ্বাস' — দৃষ্টিপাতে উৎসাহ দিয়ে কাউণ্টেসের কথাকে সমর্থন করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনি ইংরেজি বোঝেন?' জিগ্যেস করলেন লিদিয়া ইভানোভনা এবং সদর্থক উত্তর পেয়ে তাকে বই খুঁজতে লাগলেন।

'ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, 'নিরাপদ ও সুখী' নাকি 'পক্ষতলে'?' কারেনিনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন। তারপর বইটা বার করে ফের আসনে বসলেন, খুললেন বইটা: 'খুবই সংক্ষিপ্ত। কী করে বিশ্বাস লাভ করা যায়, সে পথের বর্ণনা আছে, আর তখন যে সুখ পার্থিবের ঊর্ধ্বে তাতে চিত্ত ভরে ওঠে। বিশ্বাসপ্রাণ লোক অসুখী হতে পারে না, কেননা তখন সে আর একা নয়। এই দেখুন।' পড়ে শোনাবার উপক্রম করতেই ফের চাপরাশি এল। 'বরোজ্দিনা? বলে দাও কাল দু'টোর সময়। — হ্যাঁ' — বইয়ের পাতায় আঙুল রেখে অপরূপ ভাবালু চোখে সামনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই দেখুন, সত্যিকারের বিশ্বাস কাজ করে কিভাবে। সানিনা মারিকে চেনেন তো? ওর দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছেন? একমাত্র সন্তানকে সে হারায়। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কী হল? বিশ্বাস সে পেল। এখন নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঈশ্বরকে। এমনি সুখই দেয় বিশ্বাস!'

'হ্যাঁ, এটা খুবই...' স্তেপান আর্কাদিচ খুশি হয়ে বললেন, কারণ এইবার পড়া শুরু হবে এবং তাঁর খানিকটা সুযোগ হবে সম্বিত ফিরে পাবার। 'না, দেখা যাচ্ছে আজ কোনো অনুরোধ না করাই ভালো' — ভাবলেন তিনি, 'বেকুবি কিছু না করে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।'

'আপনার বোধ হয় বেজার লাগবে' — লাঁদোকে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আপনি তো ইংরেজি জানেন না, তবে জিনিসটা খুব ছোটো।'

'ও, আমি বুঝতে পারব' — ঐ একই হাসি নিয়ে কথাটা বলে চোখ মুদলেন লাঁদো।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন এবং শুরু হল পড়া।

॥ ২২ ॥

তাঁর কাছে নতুন, অদ্ভুত যেসব কথা তিনি শুনলেন, তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। পিটার্সবুর্গী জীবনের বৈচিত্র্য সাধারণত তাঁকে চাঙ্গা ক'রে মস্কোর অচলতা থেকে টেনে তুলত; তবে এ বৈচিত্র্য তিনি বুঝতেন আর ভালোবাসতেন চেনাপরিচিত ও ঘনিষ্ঠদের মহলে। কিন্তু এই অনাত্মীয় পরিমণ্ডলে তিনি হতভম্ব, স্তম্ভিত হয়ে যান, কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পঠন শুনতে শুনতে আর নিজের ওপর লাঁদোর সুন্দর, সরল নাকি ধূর্ত দৃষ্টি (নিজেই তিনি জানতেন না ঠিক কী) অনুভব করে স্তেপান আর্কাদিচের মাথার মধ্যে কেমন একটা ভার বোধ হতে থাকল।

হরেকরকম চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। 'মারি সানিনা আহ্লাদিত যে তার শিশুসন্তান মারা গেছে... এখন একটু ধূমপান করলে হত... ত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস, কিন্তু কী করে তা পাওয়া যায়, সাধুসন্তেরা জানে না, জানেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা... কিন্তু আমার মাথা এত ভার-ভার লাগছে কেন? কনিয়াক থেকে, নাকি এ সব অতি উদ্ভট বলে? তাহলেও মনে হয় এতক্ষণ পর্যন্ত আমি অশোভন কিছু করি নি। কিন্তু তবুও তাঁকে অনুরোধ করা আর চলে না চাকরির জন্যে। শুনেছি ওরা লোককে বাধ্য করে প্রার্থনা করতে। আমাকেও আবার বাধ্য না করে। সেটা হবে বড়ো বেশি নির্বুদ্ধিতা। কী ছাইভস্ম পড়ছে, কিন্তু উচ্চারণ করছে ভালো। লাঁদো — বেজজুবোভ। কিন্তু বেজজুবোভ কেন?' হঠাৎ স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করলেন যে তাঁর নিচের চোয়াল অবাধ্য হয়ে ঝুলে পড়ছে হাই তোলায়। হাইটা তিনি চাপা দিলেন তাঁর গালপাট্টা ঠিক ক'রে। গা-ঝাড়া দিলেন তিনি। কিন্তু এর পরে তিনি টের পেলেন যে ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, নাক ডাকার উপক্রম হচ্ছে। 'উনি ঘুমোচ্ছেন' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গলা শুনতে পাওয়া মাত্র জেগে উঠলেন তিনি।

স্তেপান আর্কাদিচ জেগে উঠলেন আতংকে, তিনি দোষী, দোষ ধরা পড়েছে এমন একটা অস্বস্তিতে। কিন্তু 'উনি ঘুমোচ্ছেন' কথাটা যে তাঁর সম্পর্কে নয়, লাঁদো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা দেখতে পেয়ে তক্ষুনি শান্ত হয়ে এলেন তিনি। ফরাসিটিও ঘুমিয়ে পড়েছেন স্তেপান আর্কাদিচের

মতো। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ভেবেছিলেন তাঁর ঘুমে ওঁরা অপমানিত বোধ করবেন (তবে সবই এমন অদ্ভুত ঠেকছিল যে এটা তিনি ভাবেন নি), ওদিকে লাঁদোর ঘুম ওঁদের, বিশেষ করে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে অসাধারণ খুশি করে দিলে।

'Mon ami'* — শব্দ না করে তাঁর সিল্ক গাউনের ভাঁজ সন্তর্পণে ঠিক করতে করতে লিদিয়া ইভানোভনা কারেনিনকে তাঁর অভ্যস্ত সম্ভাষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উত্তেজনাবশে ভুলে গিয়ে ডাকলেন 'mon ami' বলে, 'donnez lui la main. Vous voyez?** শ্‌-শ্‌!' চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তাকে সাবধান করে দিলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হবে না।'

আরাম-কেদারার পিঠে মাথা হেলিয়ে ফরাসিটি ঘুমোচ্ছিলেন অথবা ঘুমের ভান করছিলেন, হাঁটুর ওপরে রাখা ঘর্মাক্ত হাতের ক্ষীণ নড়াচড়ায় মনে হচ্ছিল কী যেন ধরতে চাইছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন, ভেবেছিলেন উঠবেন সাবধানে, তাহলেও হোঁচট খেলেন টেবিলে। ফরাসিটির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। স্তেপান আর্কাদিচও ঘুমিয়ে থাকলে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য উঠলেন, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগলেন কখনো একজনকে কখনো অন্যজনকে। না, সবই দেখছেন জাগ্রত অবস্থায়, টের পেলেন মাথার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে।

চোখ না মেলে ফরাসিটি বললেন, 'যে এসেছে সবার শেষে, যে কিছু চাইবে ভাবছে সে চলে যাক! চলে যাক!'

'মাপ করবেন, কিন্তু দেখছেন তো... আসুন দশটা নাগাদ, আরো ভালো হয় কাল।'

'চলে যাক!' অসহিষ্ণু হয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন ফরাসিটি।

'এটা আমার সম্পর্কে, তাই না?'

সমর্থনসূচক জবাব পেয়ে লিদিয়া ইভানোভনার কাছে কী চাইবেন ভাবছিলেন ভুলে গিয়ে, বোনের ব্যাপারটাও বিস্মৃত হয়ে, শুধু যথাসত্বর এখান থেকে কেটে পড়ার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ পা টিপে টিপে বেরুলেন, তারপর যেন সংক্রামিত একটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছেন

* বন্ধুবর (ফরাসি)।

** হাত বাড়িয়ে দিন ওঁর দিকে। দেখছেন না? (ফরাসি।)

এমনভাবে ছুটে গেলেন রাস্তায়। নিজেকে তাড়াতাড়ি সুস্থির করে তোলার জন্য অনেকখন ধরে কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন রসিকতা করে।

ফরাসি থিয়েটারে শেষ অংকে পেঁছে, তারপর তাতার সরাইয়ে শ্যাম্পেন খেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যেন খানিকটা হাঁপ ছাড়লেন তাঁর নিজের বাতাসে। তাহলেও এ সন্ধ্যাটায় তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না।

পিটার্সবুর্গে তিনি উঠেছিলেন পিওত্র অব্লোন্স্কির ওখানে, সেখানে ফিরে তিনি বেট্সির চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন, যে আলাপটা শুরু হয়েছিল সেটা শেষ করতে তিনি ভারি ইচ্ছুক, স্তেপান আর্কাদিচ যেন কাল আসেন। চিঠিটা পড়ে মুখ কোঁচকাতে না কোঁচকাতেই নিচে থেকে কানে এল বোঝা নিয়ে ওঠা লোকেদের ভারী পদশব্দ।

স্তেপান আর্কাদিচ দেখতে বেরলেন। বোঝাটা — জোয়ান হয়ে ওঠা পিওত্র অব্লোন্স্কির। এতই তিনি মাতাল যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি লোকেদের হুকুম করলেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং তাঁকে ধরে গেলেন তাঁর ঘরে। ঘরে গিয়ে সন্ধেটা কেমন কাটালেন, সে গল্প শুরু করেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

স্তেপান আর্কাদিচ ছিলেন মনমরা, যা তিনি হন কদাচিৎ, ঘুমতে পারলেন না অনেকখন। যা কিছুই তাঁর মনে পড়ছিল, সবই জঘন্য লাগছিল, কিন্তু সবার চেয়ে জঘন্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে সন্ধেটা কাটানোর স্মৃতি, যেন সেটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার।

পরের দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে তিনি পেলেন আন্নার বিবাহবিচ্ছেদে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান এবং বুঝলেন, কাল তাঁর সত্যিকার অথবা ভান করা ঘুমে ফরাসিটা যা বলেছেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে।

॥ ২৩ ॥

পারিবারিক জীবনে কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হলে প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল, নয় প্রেমময় মিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা যখন এর কোনোটাই নয়, রয়েছে তা একটা অনির্দিষ্ট অবস্থায়, তখন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায় না।

কোনো কোনো পরিবার যে দু'জনের কাছেই অসহ্য একটা জায়গায় দিন কাটিয়ে যায় বছরের পর বছর, তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে পুরো মিল বা অমিল নেই।

সূর্য যখন আর বসন্ত নয়, গ্রীষ্মকালের মতো কিরণ দিচ্ছে, বুলভারের সব গাছ অনেকদিন আগেই যখন পাতায় ঢাকা আর পাতাগুলো ধূলিধূসর, তখন এই উত্তাপ আর ধুলোয় ভ্রন্‌স্কি আর আন্নার কাছে মস্কো জীবন হয়ে উঠেছিল অসহ্য; কিন্তু তাঁরা ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়ে গেলেন না, যা অনেক আগেই স্থির হয়ে ছিল, বিরক্তিকর মস্কোতেই থাকতে লাগলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না ইদানীং।

যে জ্বালাটা তাঁদের তফাৎ করে দিচ্ছিল, বাইরের কোনো কারণ ছিল না তার, বোঝাবুঝির সমস্ত চেষ্টায় তা দূর না হয়ে বেড়েই উঠছিল। এটা ছিল আভ্যন্তরীণ জ্বালা, আন্নার পক্ষে তার কারণ ভ্রন্‌স্কির প্রেমে ভাটা, ভ্রন্‌স্কির পক্ষে — উনি যে নিজেকে একটা দুঃসহ অবস্থায় ফেলেছেন, আন্না যে সেটাকে সহনীয় না করে বরং আরো দুঃসহ করে তুলছেন তার জন্য অনুশোচনা। দু'জনের কেউ তাঁদের জ্বালার কারণ বলেন নি, কিন্তু দু'জনেই মনে করতেন যে অন্যায় করছে অপরে এবং ছুতো পেলেই চেষ্টা করতেন পরস্পরের কাছে তা প্রমাণ করার।

আন্না মনে করতেন, ভ্রন্‌স্কি তাঁর আচার-অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, তাঁর চিত্ত ও দেহের গঠন, সব নিয়ে উদ্দিষ্ট কেবল একটা জিনিসের জন্য — নারীর প্রতি প্রেম, আর এই যে প্রেম কেবল তাঁর প্রতিই উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি বোধ করতেন, সেটা হ্রাস পাচ্ছিল; সুতরাং, তাঁর যুক্তি অনুসারে এই প্রেমের একাংশ তিনি নিশ্চয় সরিয়ে দিচ্ছেন এক বা একাধিক অন্য নারীতে — এবং ঈর্ষা হত তাঁর। ঈর্ষা হত কোনো একজন নারী উপলক্ষে নয়, ভ্রন্‌স্কির প্রেম কমে যাচ্ছে বলে। ঈর্ষার উপলক্ষ না থাকায় সেটা তিনি খুঁজতেন। সামান্য একটু আঁচ পেলেই তাঁর ঈর্ষা সরে যেত একজন থেকে অন্যজনে। কখনো তাঁর ঈর্ষা হত সেই সব বিশ্রী নারীদের জন্য, নিজের অবিবাহিত অবস্থার দরুন ভ্রন্‌স্কি অমন সহজে যাদের সঙ্গে মিলন সম্পর্কে যেতে পারতেন; কখনো ঈর্ষা করতেন উচ্চ সমাজের নারীদের, যাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন তিনি; কখনো ঈর্ষা হত কল্পিত এক বালিকাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভ্রন্‌স্কি যাকে বিয়ে করতে চান। এই শেষ ঈর্ষাটা বেশি যন্ত্রণা দিত তাঁকে, বিশেষ করে এই জন্য যে

মনখোলা একটা মুহূর্তে ভ্রন্‌স্কি নিজেই অসাবধানে বলে ফেলেছিলেন যে মা তাঁকে এতই কম বোঝেন যে প্রিন্সেস সরোকিনাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন।

আর ঈর্ষাবশে ভ্রন্‌স্কির ওপর রাগ হত আন্নার এবং সবকিছুতে সে রাগের অজুহাত খুঁজতেন তিনি। আন্নার সমস্তই যে দুঃসহ, তার সবকিছুর জন্য তিনি দায়ী করতেন ভ্রন্‌স্কিকে। প্রতীক্ষার যে যন্ত্রণাকর পরিস্থিতিতে তিনি আকাশ-মাটির মাঝখানে ভাসমান জীবন কাটাচ্ছেন মস্কোয়, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দীর্ঘসূত্রিতা আর সিদ্ধান্তে অক্ষমতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা — সবকিছুর দায় তিনি চাপাতেন ভ্রন্‌স্কির ওপর। যদি তিনি আন্নাকে ভালোবাসতেন, তাহলে বুঝতেন তাঁর অবস্থার অসহ্যতা এবং এ থেকে উদ্ধার করতেন তাঁকে। আন্না যে গ্রামে নয়, মস্কোয় রয়েছেন, সে তো ওঁরই দোষ। গ্রামে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন না তিনি, যেটা আন্না চাইছিলেন। উচ্চ সমাজ তাঁর আবশ্যক, তাই আন্নাকে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তিনি রেখেছেন, যার দুঃসহতা তিনি বুঝতে চান না। ছেলের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সেটাও ওঁরই দোষ।

মমতার যে বিরল মুহূর্তগুলো দেখা দিত তাঁদের মধ্যে, তাতেও শান্তি পেতেন না আন্না; ভ্রন্‌স্কির মমতায় আন্না এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রশান্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছায়া যা আগে ছিল না, এতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

তখন গোধূলি। আন্না একা, ভ্রন্‌স্কি গিয়েছিলেন অবিবাহিতদের ডিনারে, সেখান থেকে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর স্টাডিতে (রাস্তার গোলমাল যেখানে শোনা যায় সবচেয়ে কম) আগে-পিছে পায়চারি করতে করতে আন্না ভাবছিলেন গতকালের ঝগড়াটার খুঁটিনাটি কথা। কলহের সমস্ত অপমানকর উক্তিগুলো থেকে তাদের উপলক্ষে ফিরে আন্না শেষ পর্যন্ত কথাবার্তার শুরুটায় পেঁাছলেন। বহুক্ষণ তাঁর বিশ্বাস হল না যে কলহ শুরু হতে পারে এমন নিরীহ, কারো মনে ঘা না-দেওয়া কথাবার্তা থেকে। অথচ আসলে হয়েছিল তাই-ই। শুরু হয়েছিল এই থেকে যে ভ্রন্‌স্কি হাসাহাসি করছিলেন নারী জিমন্যাসিয়াম নিয়ে, তাঁর মতে ওগুলো নিষ্প্রয়োজন, আর আন্না তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সাধারণভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল ভ্রন্‌স্কির, বললেন যে হান্না নামে যে ইংরেজ

বালিকাটিকে আন্না নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, পদার্থবিদ্যার জ্ঞান তার দরকার নেই।

এতে চটে ওঠেন আন্না। নিজের কাজের ওপর একটা অবজ্ঞা এতে দেখতে পেলেন তিনি। এবং ভেবেচিন্তে এমন একটা কথা তিনি বলেন যাতে তাঁর দেওয়া আঘাতটার শোধ দেওয়া যায়।

'এমন আশা করি না যে আপনি আমাকে, আমার অনুভূতিকে বুঝবেন যে ভালোবাসে সে যেভাবে বুঝতে পারে, তবে সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু আশা করেছিলাম' বলেছিলেন আন্না।

এবং বাস্তবিকই বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠেন ভ্রন্স্কি, কী একটা অপ্রীতিকর কথা বলেন তিনি। আন্নার মনে পড়ল না তিনি নিজে কী জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময় স্পষ্টতই তাঁর মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছাতেই বলেন:

'ও মেয়েটির প্রতি আপনার যা টান তাতে আমার উৎসাহ নেই তা সত্যি, কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওটা অস্বাভাবিক।'

দুর্বহ জীবনকে সইবার জন্য অত কষ্টে আন্না যে জগৎটাকে গড়ে তুলেছিলেন তাকে চুরমার করে দেবার এই নিষ্ঠুরতা, তাঁকে কপট, অস্বাভাবিক বলার এই অন্যায়টায় আন্না ফেটে পড়েন।

'খুবই দুঃখের কথা যে কেবল স্থূল আর বৈষয়িক ব্যাপারগুলোই আপনার কাছে বোধগম্য আর স্বাভাবিক' এই বলে আন্না বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

গত সন্ধ্যায় ভ্রন্স্কি যখন আসেন আন্নার কাছে, কলহটার কথা তাঁরা তোলেন না, কিন্তু দুজনেই টের পাচ্ছিলেন যে ঝগড়াটা চাপা পড়েছে মাত্র, চুকে যায় নি।

আজ সারা দিন ভ্রন্স্কি বাড়ি ছিলেন না, আন্নার এত একলা-একলা লাগছিল, ভ্রন্স্কির সঙ্গে ঝগড়াটায় এত ভার বোধ হচ্ছিল যে সবকিছু ভুলে যেতে, ক্ষমা করতে, ওঁর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চাইছিলেন তিনি, চাইছিলেন নিজেকে দোষী করে ভ্রন্স্কিকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে।

'আমার নিজেরই দোষ। আমি খিটখিটে, অসম্ভব ঈর্ষাপরায়ণ। ওর সঙ্গে মিটিয়ে নেব, চলে যাব গ্রামে, সেখানে শান্তিতে থাকব আমি' - মনে মনে বললেন তিনি।

'অস্বাভাবিক' — হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, যা কথায় ততটা অপমানকর নয়, যতটা তাঁকে ব্যথা দেবার সংকল্পে।

'জানি কী বলতে চেয়েছিল ও; বলতে চেয়েছিল নিজের মেয়েটিকে ভালো না বেসে পরের শিশুকে ভালোবাসা অস্বাভাবিক! শিশুদের ভালোবাসা, যে সেরিওজাকে আমি ওর জন্যে ত্যাগ করেছি তাকে আমার ভালোবাসার কী বোঝে সে? না, এ শুধু আমাকে ব্যথা দেওয়ার অভিসন্ধি! না, অন্য নারীকে সে ভালোবাসে, তা ছাড়া হতে পারে না!'

আর নিজেকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি বহুবার অতিক্রান্ত চক্র আবার পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আগের সেই তিতিবিরক্তিতে; তা দেখে নিজেকেই ভয় পেয়ে যান তিনি। 'সত্যিই কি হবার নয়? দোষ মেনে নিতে সত্যিই কি আমি অক্ষম?' মনে মনে বলে তিনি আবার শুরু করলেন গোড়া থেকে; 'ও সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, আমায় ও ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি ওকে, দিন কয়েকের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিসের আর দরকার থাকল? দরকার শান্তি, আস্থা, দোষ মেনে নেব। এবার ও এলে বলব যে আমার দোষ, যদিও দোষ আমার নয়, তারপর চলে যাব।'

এবং আরো ভাবনা যাতে থামে, মনের জ্বলুনি যাতে চাপা পড়ে, তার জন্য ঘণ্টি বাজিয়ে দাসীদের ডেকে ট্রাংকগুলো এনে গ্রামে যাবার জন্য প্যাক করতে বললেন।

ভ্রন্‌স্কি এলেন দশটার সময়।

॥ ২৪ ॥

'কী, জমেছিল তো?' দোষী-দোষী বশীভূত ভাব নিয়ে আন্না এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

'যেমন সচরাচর' — এই বলে আন্নার দিকে একবার চাইতেই বুঝলেন যে আন্নার মেজাজ অতি প্রসন্ন। এই মেজাজ-বদলে তিনি অভ্যস্তই, আজ তাতে তাঁর খুবই আনন্দ হল, তাই নিজেও অতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এ কী দেখছি! হ্যাঁ, এটা ভালো!' হলঘরে ট্রাংকগুলোকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'হ্যাঁ চলে যাওয়াই দরকার। আজ আমি গাড়ি করে বেড়াতে

বেরিয়েছিলাম, এত ভালো লাগছিল যে গ্রামের জন্যে মন কেমন করে উঠল। এখানে তোমার তো আটকে থাকার কিছু নেই?'

'শুধু ওইটেই আমার বাসনা। পোশাক বদলে এক্ষুনি আসছি, কথাবার্তা কইব। চা দিতে বলো।'

ভ্রন্স্কি গেলেন তাঁর স্টাডিতে।

শিশু যখন দুষ্টুমি থামায় তখন লোকে তাকে যা বলে, সেভাবে 'হ্যাঁ, এটা ভালো' বলার মধ্যে অপমানকর কিছু একটা ছিল; আরো বেশি অপমানকর ছিল আন্নার দোষী-দোষী আর ওঁর আত্মনিশ্চিত ভাবের মধ্যে বৈপরীত্য। আন্না টের পেলেন তাঁর মধ্যে সংগ্রামের একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; কিন্তু নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আন্না সেটা দমন করলেন, ভ্রন্স্কির সামনে রইলেন একইরকম হাসিখুশি।

ভ্রন্স্কি যখন তাঁর কাছে এলেন, তাঁকে তিনি বললেন অংশত আগে থেকে তৈরি করা কথার পুনরাবৃত্তি করে, দিনটা তাঁর কেমন কেটেছে, কী তাঁর পরিকল্পনা গ্রামে চলে যাবার।

'জানো, প্রায় প্রেরণা এসে গেছে আমার। বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে কী দরকার এখানে অপেক্ষা করার? গ্রামেও তো পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করতে চাই না আমি, বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই না। ঠিক করে ফেলেছি ওটায় আর কিছু এসে যাবে না আমার জীবনে। তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই!' আন্নার উত্তেজিত মুখের দিকে অস্বস্তিভরে তাকিয়ে বললেন ভ্রন্স্কি।

'তোমরা কী করলে ওখানে? কে কে ছিল?' একটু চুপ করে থেকে শুধালেন আন্না।

অতিথিদের নাম করলেন ভ্রন্স্কি।

'ডিনার ছিল চমৎকার, বাইচ-টাইচ দৌড়, সবই বেশ ভলো, কিন্তু মস্কোয় একটা-না-একটা ridicule* ছাড়া কিছু ঘটে না। উদিত হলেন কে এক মহিলা, সুইডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা, দেখালেন তাঁর বিদ্যে।'

'সেকি? সাঁতরাল?' ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

* হাস্যকর ব্যাপার (ফরাসি)।

'কী একটা লাল costume de natation,* বুড়ি, বদখত চেহারা। তাহলে কবে যাচ্ছ?'

'কী যে পাগলামি! সাঁতরায় অসাধারণ কিছু?' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলেন আন্না।

'মোটেই অসাধারণ নয়। আমি বলব সাংঘাতিক হাঁদামি। তাহলে কবে যাবে ভাবছ?'

আন্না মাথা ঝাঁকালেন, যেন বিছছিরি ভাবনাটা তাড়াতে চান।

কবে যাচ্ছি? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কাল গুছিয়ে ওঠা যাবে না, পরশু।'

'বেশ... না, সম্ভব হবে না। পরশু রবিবার, মায়ের কাছে যেতে হবে'—ভ্রন্স্কি বললেন অস্বস্তিভরে, কেননা মায়ের নাম করা মাত্র তিনি অনুভব করলেন তাঁর ওপর স্থির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর অস্বস্তিতে পুষ্ট হল আন্নার সন্দেহ। লাল হয়ে উঠে তিনি সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। এখন আর সুইডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা নয়, মনে তাঁর ভেসে উঠল প্রিন্সেস সরোকিনার ছবি, মস্কোর উপকণ্ঠে গ্রামে যিনি থাকেন কাউণ্টেস ভ্রন্স্কায়ার সঙ্গে।

'তুমি তো কালও যেতে পারো?' আন্না বললেন।

'আরে না, যে ব্যাপারটার জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, অনুমতিপত্র আর টাকা, সেটা কালকে পাওয়া যাবে না' — উনি বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে আদৌ আমরা যাব না।'

'কেন?'

'এর পরে আমি যাব না। হয় সোমবার নতুবা কদাচই নয়!'

'কেন?' যেন অবাক হয়ে বললেন ভ্রন্স্কি, 'এর তো কোনো মানে হয় না!'

'তোমার কাছে মানে হয় না, কারণ আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার জীবনটা তুমি বুঝতে চাও না। এখানে একমাত্র যেটা আমায় ব্যস্ত রেখেছে, সে — হান্না। তুমি বলো ওটা ভান। কালই তো তুমি বলেছ যে আমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি না আর ভান করি যে ইংরেজ খুকিটিকে

* সুইমিং কস্টিউম (ফরাসি)

ভালোবাসি, এটা অস্বাভাবিক; জানতে চাই এখানে কোন জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে!'

মুহূর্তের জন্য আন্নার চৈতন্য হয়েছিল, নিজের সংকল্প ভঙ্গ করছেন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেই যে নিজের সর্বনাশ করছেন তা জেনেও সংযত থাকতে পারলেন না, ভ্রন্স্কিরই যে অন্যায় সেটা না দেখিয়ে পারলেন না, পারলেন না ওঁর কাছে নত হতে।

'আমি ও কথা কখনো বলি নি; বলেছিলাম এই আকস্মিক ভালোবাসাটায় আমার সহানুভূতি নেই।'

'তুমি তোমার স্পষ্টতার বড়াই করো, কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না কেন?'

'বড়াই আমি কখনো করি নি, অসত্য আমি বলি না' — ভেতরে যে রাগটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, সেটাকে চেপে রেখে মৃদুস্বরে বললেন তিনি: 'খুবই দুঃখের কথা যে তুমি সম্মান করছ না...'

'সম্মান কথাটা বানানো হয়েছে শূন্য জায়গাটা আড়াল করার জন্যে যেখানে প্রেম থাকার কথা। কিন্তু তুমি যদি আর ভালো না বাসো, তবে সেটা বলাই হবে বেশি ভালো আর সৎ।'

'না, একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন ভ্রন্স্কি। তারপর আন্নার সামনে থেমে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমার সহ্যশক্তিকে কেন তুমি পরীক্ষা করো বলো তো' — বললেন এমন ভাব করে যেন আরো অনেককিছু বলতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলছেন না, 'ওর একটা সীমা আছে।'

'কী আপনি বলতে চান এতে?' আতংকে আন্না চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁর সারা মুখে, বিশেষ করে নিষ্ঠুর ভীষণ চোখে সুস্পষ্ট ঘৃণা দেখে।

'আমি বলতে চাই ...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু থেমে গেলেন। 'আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত কী আপনি চান আমার কাছে।'

'কী আমি চাইতে পারি? আমি শুধু চাইতে পারি যে আপনি আমায় যেন ত্যাগ না করেন, যেটা আপনি ভাবছেন' — ভ্রন্স্কি যা সম্পূর্ণ করে বলেন নি, সেটা বুঝে নিয়ে আন্না বললেন; 'তবে ওটা আমি চাই না, ওটা গৌণ। আমি চাই ভালোবাসা কিন্তু সেটা নেই। তার মানে সব শেষ হয়ে গেছে!'

দরজার দিকে গেলেন তিনি।

'দাঁড়াও! দাঁ-ড়াও!' ভুরুর অন্ধকার কুঞ্চন বজায় রেখেই তবে হাত দিয়ে

আন্নাকে থামিয়ে দ্রন্‌স্কি বললেন, 'কী এমন হল? আমি বললাম যে যাওয়াটা তিন দিন পেছিয়ে দিতে হবে, আর তুমি আমায় বললে যে আমি মিথ্যে বলছি, আমি অসাধু লোক।'

'হ্যাঁ,আবার বলছি, এমন লোক যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে বলে ভর্ৎসনা করে আমায়' — আন্না বললেন আরো আগেকার একটা কলহে বলা কথাটা স্মরণ করে, 'অসাধু লোকের চেয়েও এ খারাপ, এ হৃদয়হীন লোক।'

'নাহ্‌, সহ্যের একটা সীমা আছে!' চেঁচিয়ে উঠে উনি ঝট করে আন্নার হাত ছেড়ে দিলেন।

'আমায় ও ঘৃণা করে, এটা পরিষ্কার' — আন্না ভাবলেন এবং ফিরে না চেয়ে নীরবে স্খলিত পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'অন্য নারীকে ও ভালোবাসে, এটা আরো পরিষ্কার' — নিজের ঘরে ঢুকে আন্না ভাবলেন মনে মনে; 'আমি চাই ভালোবাসা, সেটা নেই। তাহলে সব শেষ' — আগে বলা নিজের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'আর শেষ করে দেওয়াই উচিত।'

'কিন্তু কী করে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, বসলেন আয়নার সামনেকার আরাম-কেদারায়।

কোথায় তিনি এখন যাবেন, পিসির কাছে, যিনি তাঁকে মানুষ করেছেন, ডল্লির কাছে, নাকি একলা বিদেশে, কী এখন দ্রন্‌স্কি করছেন একলা তাঁর স্টাডিতে, ঝগড়াটা কি চূড়ান্ত নাকি মিটমাট হওয়া এখনো সম্ভব, তাঁর সম্পর্কে কী এখন বলাবলি করবে পিটার্সবুর্গে তাঁর ভূতপূর্ব পরিচিতেরা, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ব্যাপারাটা কিভাবে দেখবেন, এই সব এবং বিচ্ছেদের পর কী হবে তা নিয়ে নানান চিন্তার উদয় হল তাঁর মনে। কিন্তু এতে তিনি একেবারে ভেসে গেলেন না। প্রাণের মধ্যে অস্পষ্ট আরো একটা চিন্তা ছিল, শুধু সেটাই আকর্ষণ করছিল তাঁকে, কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছিলেন না তিনি। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কথা আর একবার ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল প্রসবের পরে তাঁর পীড়া এবং যেসব অনুভূতি তাঁকে তখন রেহাই দিচ্ছিল না, তার কথা। 'কেন আমি মরলাম না?' মনে পড়ল তাঁর তখনকার কথা আর তখনকার চিন্তাবেগ। আর হঠাৎ আন্না বুঝতে পারলেন কী রয়েছে তাঁর প্রাণের গভীরে। হ্যাঁ, এটা সেই চিন্তা শুধু যেটাই সবকিছুর সমাধান করবে। 'হ্যাঁ, মরতে হবে!..'

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রোভিচ আর ছেলের লজ্জা ও কলংক, আর আমার ভয়ঙ্কর লজ্জা — সব মুছে যাবে মৃত্যুতে। মরব — আর ও পরিতাপ করবে, দুঃখ করবে, ভালোবাসবে, কষ্ট পাবে আমার জন্যে।' নিজের ওপর সমবেদনার একটা হাসি লেগে রইল তাঁর ঠোঁটে. আরাম-কেদারায় বসে বাঁ হাতের আংটিটা খুলতে আর পরতে লাগলেন তিনি. মৃত্যুর পর নানা দিক থেকে ওর মনোভাব জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠতে থাকল তাঁর মনে।

ভ্রন্‌স্কির এগিয়ে আসা পদক্ষেপ. ওঁর পদক্ষেপ জাগিয়ে তুলল তাঁকে। যেন নিজের আংটিগুলো রাখা নিয়েই তিনি ব্যস্ত, এমন ভাব করে আন্না তাঁর দিকে এমনকি চেয়েও দেখলেন না।

আন্নার কাছে এসে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি মৃদুস্বরে বললেন:

'আন্না, যদি চাও পরশুই যাব। আমি সবকিছুতে রাজি।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

'কী?' জিগ্যেস করলেন ভ্রন্‌স্কি।

'তুমি নিজেই জানো' — এই বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আন্না ডুকরে উঠলেন।

কান্নার দমকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ত্যাগ করো আমায়, ত্যাগ করো! কালই আমি চলে যাব... তারও বেশি কিছু করব। কে আমি? ব্যভিচারিণী নারী। তোমার গলায় একটা পাথর। তোমায় কষ্ট দিতে আমি চাই না, চাই না! তোমায় মুক্তি দেব আমি। তুমি আমায় ভালোবাসো না, ভালোবাসো অন্য কাউকে!'

শান্ত হবার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন ভ্রন্‌স্কি, নিশ্চয় করে বললেন যে তাঁর ঈর্ষার সামান্যতম ভিত্তি নেই, ওঁকে ভালোবাসায় কখনো তিনি ক্ষান্ত হন নি, হবেন না, এখন তাঁকে ভালোবাসছেন আগের চেয়েও বেশি।

'আন্না, কেন অমন যন্ত্রণা দাও নিজেকেও, আমাকেও?' তাঁর করচুম্বন করে বললেন ভ্রন্‌স্কি। এখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে কোমলতা আর আন্নার মনে হল তিনি যেন কানে শুনছেন তাঁর কণ্ঠস্বরে অশ্রুবর্ষণধ্বনি, হাতে অনুভব করছেন তার আর্দ্রতা। মুহূর্তে আন্নার মরিয়া ঈর্ষা পরিণত হল মরিয়া, আবেগমথিত কোমলতায়। ভ্রন্‌স্কিকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা গলা, হাত তিনি ছেয়ে দিলেন চুম্বনে।

॥ ২৫ ॥

পুরোপুরি মিটমাট হয়ে গেছে অনুভব করে আন্না সকাল থেকে সোৎসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যদিও স্থির হয় নি যাওয়া হবে সোমবার নাকি মঙ্গলবার, কেননা কাল দু'জনেই দু'জনের ওপর তার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাহলেও আন্না সযত্নে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, যাওয়া হবে একদিন আগে কি পরে তাতে তাঁর একেবারেই কিছু এসে যায় না। খোলা একটা ট্রাঙ্কের ওপর ঝুঁকে জিনিসপত্র বাছছিলেন তিনি, এমন সময় পোশাক আশাক পরে, সচরাচরের চেয়ে আগে ভ্রন্স্কি এলেন তাঁর কাছে।

বললেন, 'এখনি মায়ের কাছে যাচ্ছি, টাকা উনি আমায় পাঠাতে পারেন ইয়েগরভের হাত দিয়ে। কালই যাবার জন্যে আমি তৈরি।'

মন যত ভালোই থাক, মায়ের উল্লেখমাত্রই আন্নার বুকে যেন ছোরা বিঁধল।

'না, আমি নিজেই গুছিয়ে উঠতে পারব না' — আন্না বললেন এবং তক্ষুনি ভাবলেন: 'তাহলে আমি যা চেয়েছিলাম, তার ব্যবস্থা করা যেত দেখছি।' — 'না, তুমি যা চেয়েছিলে তাই করো। ডাইনিং-রুমে যাও, আমি শুধু এই নিষ্প্রয়োজন জিনিসগুলো বেছে এক্ষুনি আসছি' — এই বলে তিনি আন্নুশ্কার হাতে আরো কিসব তুলে দিতে লাগলেন, এর মধ্যেই সে হাতে জমে উঠেছিল ন্যাতাকানির ডাঁই।

আন্না যখন ডাইনিং-রুমে এলেন, ভ্রন্স্কি তখন বিফস্টিক খাচ্ছিলেন।

'তুমি ভাবতে পারবে না এই ঘরগুলোয় কিরকম ঘেন্না ধরে গেছে আমার' — ভ্রন্স্কির পাশে বসে নিজের কফি টেনে নিয়ে বললেন তিনি; 'এই সব chambres garnies*-এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না। ওদের কোনো চেহারা নেই, প্রাণ নেই। এই সব ঘড়ি, পর্দা, বিশেষ করে ওই ওয়াল-পেপারগুলো — বীভৎস। ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়ে-র কথা যখন ভাবি, মনে হয় প্রতিশ্রুত দেশ। তুমি ঘোড়াগুলোকে এখনো পাঠাও নি?'

'না, ওরা আসবে আমাদের পরে। কেন, যাবে কোথাও?'

'উইলসনের কাছে যাব ভাবছিলাম। কিছু পোশাক নিয়ে যেতে হবে

* আসবাব সমেত ভাড়া করা ঘর (ফরাসি)।

ওর জন্যে। তাহলে কাল যাওয়াই ঠিক?' খুশির গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি; কিন্তু হঠাৎ মুখভাব তাঁর বদলে গেল।

ভ্রন্স্কির সাজ-ভৃত্য পিটার্সবুর্গ থেকে আসা একটা টেলিগ্রামের রসিদ চাইতে এসেছিল। ভ্রন্স্কির কাছে টেলিগ্রাম আসায় অস্বাভাবিক কিছু নেই, কিন্তু উনি যেভাবে বললেন যে রসিদ আছে স্টাডিতে, তাতে মনে হল উনি আন্নার কাছ থেকে কিছু একটা যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছেন, তাড়াতাড়ি করে আন্নাকে বললেন:

'কাল আমি অবশ্যই সব শেষ করে ফেলব।'

ওঁর কথায় কান না দিয়ে আন্না জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছ থেকে টেলিগ্রাম?'

'স্তিভার কাছ থেকে' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন ভ্রন্স্কি।

'আমায় দেখালে না যে? স্তিভা আর আমার মধ্যে গোপন কিছু থাকতে পারে?'

সাজ-ভৃত্যকে ফিরিয়ে ভ্রন্স্কি তাকে টেলিগ্রামটা আনতে বললেন।

'আমি দেখাতে চাই নি কারণ টেলিগ্রাম করার একটা দুর্বলতা আছে স্তিভার। টেলিগ্রাম পাঠাবার কী আছে যখন সিদ্ধান্ত হয় নি কিছুরই?'

'বিবাহবিচ্ছেদের?'

'হ্যাঁ, ও লিখেছে: এখনো কিছু করে উঠতে পারি নি। দিন কয়েকের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেছে। নাও, পড়ো।'

কাঁপা-কাঁপা হাতে টেলিগ্রামটা নিয়ে ভ্রন্স্কি যা বলেছেন, তাই পড়লেন আন্না। শেষে আরেকটু যোগ করা ছিল: আশা কম, তবে আমি সম্ভব অসম্ভব সবকিছু করব।

'কালই তো আমি বলেছি যে বিবাহবিচ্ছেদ কবে পাব, আদৌ পাব কিনা, আমার কাছে সবই সমান' — লাল হয়ে আন্না বললেন, 'আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না।' — 'এইভাবেই তো অন্য নারীদের সঙ্গে পত্রালাপ সে লুকিয়ে রাখতে পারে আর লুকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে' — আন্নার মনে হল।

'ও হ্যাঁ, ইয়াশ্ভিন আর ভোইতভ আজ সকালে আসবে ভাবছিল' — ভ্রন্স্কি বললেন, 'মনে হয় পেভ্ৎসভের কাছ থেকে সবকিছু ও জিতে নিয়েছে, ও যা শোধ দিতে পারবে, তারও বেশি — প্রায় ষাট হাজার।'

'না, বলো' — কথাবার্তার প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে ভ্রন্স্কি যে স্পষ্টতই

দেখাতে চাইলেন যে আন্না চটেছেন, তাতে চটে উঠে আন্না বললেন, ‘কেন তুমি ভাবলে যে খবরটা আমার কাছে এতই আগ্রহোদ্দীপক যে লুকিয়েই রাখতে হবে? আমি বলেছি যে ও নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, আমার মতো তোমারও যাতে এতে কম আগ্রহ থাকে, তাই আমার ইচ্ছে।’

‘আমি আগ্রহ বোধ করি কারণ আমি ভালোবাসি সুস্পষ্টতা’ — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

‘স্পষ্টতাটা বাহ্যরূপে নয়, ভালোবাসায়’ — ভ্রন্‌স্কির কথায় নয়, যে নিরুত্তাপ সুস্থির কণ্ঠে তিনি তা বললেন তাতে আরো চটে উঠে আন্না বললেন, ‘এ স্পষ্টতা তুমি কেন চাও?’

‘ভগবান, ফের ভালোবাসা’ — মুখ কুঁচকে ভাবলেন ভ্রন্‌স্কি। বললেন, ‘তুমি তো জানো কিসের জন্যে: তোমার জন্যে আর যে ছেলেমেয়েরা হবে, তাদের জন্যে।’

‘ছেলেমেয়ে হবে না।’

‘খুবই দুঃখের কথা’ — উনি বললেন।

‘তোমার ওটা দরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আর আমার কথা তুমি ভাবছ না?’ উনি যে ‘তোমার জন্যে আর ছেলেমেয়েদের জন্যে’ বলেছেন সে কথা একেবারে ভুলে গিয়ে এবং কানে না তুলে বললেন আন্না।

ছেলেমেয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা বহুদিন থেকে আন্নাকে কলহে টানছে, চটিয়ে দিচ্ছে। ছেলেমেয়ের জন্য ভ্রন্‌স্কির আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল এই যে উনি তাহলে তাঁর রূপে মূল্য দিচ্ছেন না।

‘আহ্, আমি বললাম: তোমার জন্যে, সবচেয়ে বেশি তোমার জন্যে...’ যেন যাতনায় কুঞ্চিত মুখে পুনরাবৃত্তি করলেন ভ্রন্‌স্কি, ‘কারণ আমার সন্দেহ নেই যে তোমার জ্বালার বেশির ভাগটা আসছে অবস্থার অনির্দিষ্টতা থেকে।’

‘হ্যাঁ, ভান করা থামাতে এখন আমার প্রতি তার কঠোর ঘৃণাটা সমূহ দেখা যাচ্ছে’ — ভাবলেন আন্না। ওঁর কথা কানে না তুলে তিনি আতংকে তাকিয়ে রইলেন সেই নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুর বিচারকের দিকে যে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল চোখের কোণ থেকে।

বললেন, ‘ওটা কারণ নয়, বুঝি না, যাকে তুমি আমার জ্বালা বলছ, কেমন করে তার কারণ হতে পারে যে আমি পুরোপুরি তোমার অধীনে। অবস্থার অনির্দিষ্টতা এখানে কোথায়? বরং বিপরীত।’

'খুবই দুঃখ হচ্ছে যে তুমি বুঝতে চাইছ না' — নিজের ভাবনাটা পুরো বলবার জেদে আন্নাকে বাধা দিয়ে বললেন ভ্রন্স্কি, 'অনির্দিষ্টতা এইখানে যে তোমার মনে হচ্ছে আমি স্বাধীন।'

'এ ব্যাপারে তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো' — বলে আন্না ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কফি খেতে লাগলেন।

কড়ে আঙুলটা ছেড়ে রেখে কফির কাপ মুখে তুলেছিলেন আন্না। কয়েক ঢোক খাওয়ার পর আন্না চাইলেন ভ্রন্স্কির দিকে, তাঁর মুখভাব দেখে পরিষ্কার তিনি বুঝলেন যে তাঁর হাত, হাতের ভঙ্গি, কফিতে চুমুক দেবার শব্দ, সবই তাঁর কাছে কদর্য লাগছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালা নামিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মা কী ভাবেন, কিভাবে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে একেবারে বয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে কথা বলছিলাম না।'

'না, এই নিয়েই। আর তোমায় বলে রাখি, হৃদয়হীন কোনো নারী, বৃদ্ধা সে হোক বা না হোক, তোমার মা কি অপরের, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে।'

'আন্না, অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না।'

'যে নারী হৃদয় দিয়ে ধরতে পারে নি তার ছেলের সুখ-সম্মান কিসে, তার হৃদয় নেই।'

'ফের অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না, তাঁকে আমি সম্মান করি' — ভ্রন্স্কি বললেন গলা চড়িয়ে, আন্নার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে।

আন্না জবাব দিলেন না। ওঁর দিকে, ওঁর মুখ, হাতের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর মনে পড়ল গতকাল তাঁদের মিটমাট আর ভ্রন্স্কির সাবেগ আদরের সমস্ত খুঁটিনাটি কথা। 'ঠিক একই রকম আদর উনি দিয়েছেন, দেবেন, দিতে চান অন্য নারীদের!' ভাবলেন তিনি।

'মা'কে তুমি ভালোবাসো না। এটা কেবল ফাঁকা কথা, কথা আর কথা!' বিদ্বেষভরে ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে আন্না বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আমি নিয়েছি' — এই বলে আন্না

চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন ইয়াশ্‌ভিন। আন্না সম্ভাষণ বিনিময় করে রয়ে গেলেন।

কেন, বুকের মধ্যে যখন ঝড় ফুঁসছে, যখন টের পাচ্ছেন যে তিনি জীবনের এমন একটা মোড়ের মুখে এসে পড়েছেন যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ, তখন কেন এই মুহূর্তে প্রয়োজন পড়ল অপর লোকের সামনে ভান করার, যে আজ হোক, কাল হোক সবই জানবে — এটা আন্না বলতে পারতেন না; কিন্তু তক্ষুনি বুকের ভেতরকার ঝড় চাপা দিয়ে আন্না বসে কথাবার্তা কইতে লাগলেন অতিথির সঙ্গে।

'তা আপনার খবর কী? দেনা শোধের টাকা পেয়েছেন?' ইয়াশ্‌ভিনকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

'চলছে একরকম; মনে হচ্ছে সব টাকাটা পাব না, ওদিকে চলে যাচ্ছি বুধবার। আর আপনারা কবে যাচ্ছেন?' ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কির দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন ইয়াশ্‌ভিন, বোঝা যায় একটা ঝগড়া যে হয়ে গেছে, সেটা তিনি অনুমান করেছেন।

'সম্ভবত পরশু' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'তবে আপনারা যাব-যাব করছেন অনেকদিন থেকেই।'

'কিন্তু এখন একেবারে স্থির' — আন্না বললেন ভ্রন্‌স্কির দিকে সোজাসুজি যে দৃষ্টিতে চেয়ে, তা বলছিল মিটমাটের কথা তিনি যেন স্বপ্নেও না ভাবেন।

'হতভাগ্য ওই পেভ্‌ৎসভের জন্যে কষ্ট হয় না আপনার?' ইয়াশ্‌ভিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন আন্না।

'কষ্ট হয় কি হয় না, আন্না আর্কাদিয়েভনা, ভেবে দেখি নি কখনো। আমার সমস্ত সম্পত্তি যে এখানে' — নিজের পাশ পকেট দেখালেন তিনি, 'এখন আমি ধনী লোক; আর আজ ক্লাবে যাব, বেরুব হয়ত ভিখিরি হয়ে। আমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। কিন্তু আমরা লড়ছি, সেই তো আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন' — আন্না বললেন, 'কেমন লাগত আপনার স্ত্রীর?'

ইয়াশ্‌ভিন হেসে উঠলেন।

'বোঝা যাচ্ছে সেই জন্যেই আমি বিয়ে করি নি এবং কখনো করার বাসনাও নেই।'

'আর হেলসিঙ্গফোর্স?' কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাস্যময়ী আন্নার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে আন্নার মুখভাব হয়ে উঠল হঠাৎ শীতল-কঠোর। যেন তা ভ্রন্‌স্কিকে বলছিল: 'কিছুই ভোলা হয় নি। সবই রয়েছে আগের মতন।'

ইয়াশ্‌ভিনকে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'সত্যিই প্রেমে পড়েছিলেন নাকি?'

'হে ঈশ্বর! কতবার! কিন্তু মনে রাখবেন, একজন তাসে বসে শুধু ততটা, যাতে rendez-vous*-এর সময় উঠে পড়া যায়, কিন্তু আমি প্রেম নিয়ে মেতে থাকতে পারি শুধু ততটা, যাতে সন্ধ্যার জুয়ায় দেরি না হয়। সেই ব্যবস্থাই আমি করি।'

'না, ও কথা আমি জিগ্যেস করছি না, সত্যিকারের' — হেলসিঙ্গফোর্স কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির উচ্চারিত কথাটা বলার ইচ্ছে হল না তাঁর।

ভোইতভ এলেন, একটা মর্দা ঘোড়া কিনছিলেন তিনি। আন্না উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ভ্রন্‌স্কি এলেন তাঁর কাছে। আন্না ভেবেছিলেন টেবিলে কিছু একটা যেন খুঁজছেন এমন ভাব করবেন। কিন্তু ভান করায় লজ্জা বোধ করে সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকালেন নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে।

'কী আপনার চাই?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

'গাম্বেত্-এর জন্যে সার্টিফিকেট। আমি ওকে বেচে দিলাম' — ভ্রন্‌স্কি বললেন এমন স্বরে যাতে পরিষ্কার প্রকাশ পেল: 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমার, কোনো ফলও নেই তাতে।'

মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'ওর কাছে আমি তো কোনো দোষ করি নি। যদি নিজেকে সে শাস্তি দিতে চায়, tant pis pour elle.**' কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর মনে হল আন্না কী যেন বললেন, সমবেদনায় বুক তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল হঠাৎ।

জিগ্যেস করলেন, 'এ্যাঁ, কী বলছ আন্না?'

* অভিসার (ফরাসি)।

** ওর পক্ষে তাতে আরো খারাপ (ফরাসি)।

'কিছুই না' — একইরকম শীতল ও শান্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'কিছুই না যদি, তাহলে tant pis' — ফের শীতল হয়ে মনে মনে ভাবলেন ভ্রন্স্কি। তারপর ফিরে চলে গেলেন। বেরবার সময় আয়নায় চোখে পড়ল বিবর্ণ একটা মুখ, কম্পমান ঠোঁট। ভেবেছিলেন থামবেন, সান্ত্বনার দুটো কথা বলবেন ওঁকে, কিন্তু কী বলবেন ভেবে উঠতে না উঠতেই পাদুটো তাঁকে বার করে আনল ঘর থেকে। সারাটা দিন তিনি কাটালেন বাড়ির বাইরে, রাতে যখন ফিরলেন, দাসী তাঁকে জানালে যে আন্না আর্কাদিয়েভনার মাথা ধরেছে, তাঁর কাছে যেতে মানা করেছেন তিনি।

॥ ২৬ ॥

সারা দিন কলহে কেটেছে, আগে এমন হয় নি কখনো। আজই প্রথম বার। আর এটা কলহও নয়। ভালোবাসা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এটা তার পরিষ্কার স্বীকৃতি। সার্টিফিকেটের জন্য ঘরে ঢুকে যেভাবে তিনি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেভাবে তাকানো চলত কি? হতাশায় বুক ওঁর ফেটে যাচ্ছে এটা চেয়ে দেখেও অমন নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন মুখে নীরবে চলে যাওয়া? ওঁর প্রতি প্রেম শুধু তাঁর জুড়িয়ে যায় নি, তাই নয়, তাঁকে তিনি ঘৃণা করেন কারণ ভালোবাসেন অন্য নারীকে, এটা পরিষ্কার।

আর যেসব নিষ্ঠুর কথা ভ্রন্স্কি বলেছেন তা স্মরণ করে, এবং আরো যেসব কথা তিনি স্পষ্টতই বলতে চাইছিলেন এবং বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে আন্না ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।

ভ্রন্স্কি বলতে পারতেন, 'আমি আপনাকে ধরে রাখছি না, যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন। স্বামীর সঙ্গে আপনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছিলেন না, সম্ভবত তাঁর কাছে ফিরবেন বলে। ফিরে যান। আপনার যদি টাকার দরকার থাকে, আমি দেব। কত রুব্ল চাই আপনার?'

রূঢ় একজন মানুষ যত নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে, আন্নার কল্পনায় ভ্রন্স্কি তাই বললেন তাঁকে, আর সে জন্য আন্না তাঁকে ক্ষমা করলেন না, যেন কথাগুলো সত্যিই তিনি বলেছেন।

'এই কালই কি শপথ করে সে বলে নি যে ভালোবাসে: এই ন্যায়নিষ্ঠ

সৎ মানুষটা? অনেকবার কি আমি অনর্থক হতাশায় পৌঁছই নি?' এরপর নিজেকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

উইলসনের কাছে যাবার দু'ঘণ্টা ছাড়া সারাটা দিন আন্নার কাটল এই সন্দেহে: সবই কি শেষ, নাকি মিটমাটের আশা আছে। এখুনি কি চলে যাওয়া দরকার, নাকি ওঁকে আরো একবার দেখবেন। সারা দিন ওঁর পথ চেয়ে ছিলেন আন্না, আর সন্ধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ধরেছে — দাসীকে এই কথা ওঁকে বলতে বলে দিয়ে নিজের দিক থেকে স্থির করলেন: 'দাসীর কথা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তার মানে এখনো সে ভালোবাসে। যদি না আসে তার মানে সব শেষ, তখন আমি ঠিক করব কী আমায় করতে হবে!..'

সন্ধ্যায় আন্না শুনলেন: তাঁর গাড়ির আওয়াজ থামল, ঘণ্টা দিলেন; শুনলেন তাঁর পদশব্দ, দাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, ভ্রন্‌স্কি যা শুনলেন তা বিশ্বাস করলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাহলে সব শেষ।

এবং তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির ভালোবাসা ফের জাগিয়ে তোলা, তাঁকে শাস্তি দেওয়া, অলক্ষ্মী তাঁর বুকে ঠাঁই নিয়ে যে লড়াই চালাচ্ছে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তাতে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় হিশেবে মৃত্যু তাঁর সামনে যেন দেখা দিল পরিষ্কার, জীবন্ত মূর্তিতে।

ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়ে-তে যাওয়া আর না যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া আর না পাওয়া — এখন সবই সমান, সবই নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু একটা — ওঁকে শাস্তি দেওয়া।

আফিমের রোজকার ডোজ ঢেলে যখন তিনি ভাবলেন কেবল ওই পুরো শিশিটা খেলেই মৃত্যু হবে, জিনিসটা তখন তাঁর কাছে এত সহজ মনে হল যে ফের তৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কিভাবে উনি যন্ত্রণা পাবেন, বিলাপ করবেন, ভালোবাসবেন তাঁর স্মৃতিকে যখন বড়োই দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফুরিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় তিনি দেখতে লাগলেন সিলিঙের ঢালাই কাজ আর স্ক্রিনের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার একাংশ এবং পরিষ্কার দেখতে পেলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওঁর জন্য যখন থাকবে শুধু তাঁর স্মৃতি, তখন কী তাঁর মনে হবে। 'এই সব নিষ্ঠুর কথা আমি কী করে বলতে পেরেছিলাম?' বলবেন তিনি, 'ওকে কিছু না বলে কী করে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছিলাম ঘর থেকে? এখন সে আর নেই,

চিরকালের মতো সে ছেড়ে গেছে আমাদের, সে ওখানে...' হঠাৎ স্ক্রিনের ছায়া দপদপিয়ে উঠে গ্রাস করে নিলে গোটা ঢালাই কাজটা, গোটা সিলিঙ, অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য ছায়া এগিয়ে এল তাঁর দিকে; মুহূর্তের জন্য ছোটাছুটি করল ছায়ারা, তারপর নতুন দ্রুততায় এগিয়ে গেল, দপদপাল, একাকার হয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল সবকিছু। 'মৃত্যু!' মনে হল আন্নার। আর এতই তাঁর আতংক হল যে অনেকখন ভেবে পেলেন না কোথায় তিনি আছেন, যে মোমবাতিটা পুড়ে নিবে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা জ্বালাবার জন্য কম্পিত হাতে দেশলাই খুঁজে পেলেন না অনেকখন। 'না, না, যাই হোক শুধু বাঁচা! আমি তো ওকে ভালোবাসি, ও তো আমায় ভালোবাসে! এমন আগেও ঘটেছে, এটাও কেটে যাবে' — আন্না বলছিলেন, টের পাচ্ছিলেন জীবনে প্রত্যাবর্তনের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়েছে তাঁর গাল বেয়ে। আর আতংকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি করে গেলেন ভ্রন্‌স্কির কাছে।

স্টাডিতে ভ্রন্‌স্কি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আন্না তাঁর কাছে গিয়ে ওপর থেকে আলো ধরে বহুক্ষণ দেখলেন তাঁকে। এখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে এতই তিনি ভালোবাসছিলেন যে কোমলতার অশ্রু বাধা মানল না; কিন্তু আন্না জানতেন যে জেগে উঠলে ভ্রন্‌স্কি একইরকম শীতল, নিজের সত্যতায় সজাগ দৃষ্টিতে তাকাতেন তাঁর দিকে; আর নিজের ভালোবাসার কথা বলার আগে আন্নাকে দেখাতে হবে যে তাঁর কাছে ভ্রন্‌স্কি কত দোষী। আন্না তাঁকে জাগালেন না, নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ডোজ আফিম খেয়ে ভোরের দিকে ঢলে পড়লেন একটা দুঃসহ অর্ধনিদ্রায়, যার ভেতর চেতনা তাঁর মিলিয়ে যাচ্ছিল না।

সকালে ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে পরিচয়ের আগেও যা তিনি একাধিকবার দেখেছেন, জাগিয়ে দিলে তাঁকে। এলোমেলো দাড়িওয়ালা এক বুড়ো লোহার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছে, বিড়বিড় করছে অর্থহীন ফরাসি কথা আর এই দুঃস্বপ্নটার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো (এইটেই তার ভয়ংকরতা) আন্না টের পাচ্ছেন যে চাষীটা তাঁর দিকে মন দিচ্ছে না, কিন্তু লোহা নিয়ে তাঁর জন্যই ভয়ংকর কিছু একটা করছে। ঠাণ্ডা ঘামে জেগে উঠলেন আন্না।

যখন শয্যা ত্যাগ করলেন, আগের দিনের ঘটনাগুলো কুয়াশার মতো ঝাপসা মনে পড়ল তাঁর।

'ঝগড়া হয়েছিল। যা হয়েছিল তা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। আমি বলেছিলাম আমার মাথা ধরেছে, ও ঘরে ঢোকে নি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি, তার সঙ্গে দেখা করতে আর তৈরি হতে হবে যাত্রার জন্যে' — নিজেকে আন্না বললেন। ভ্রন্স্কি তাঁর স্টাডিতে আছেন জেনে গেলেন তাঁর কাছে। ড্রয়িং-রুম দিয়ে যাবার সময় আন্না শুনতে পেলেন দেউড়িতে একটা গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি, বেগুনি টুপি পরা একটি তরুণী তার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কী যেন হুকুম করছিল ঘণ্টি দেওয়া চাপরাশিকে। হলঘরে কথাবার্তার পর কে যেন ওপরে উঠে গেল, ড্রয়িং-রুমের পাশে শোনা গেল ভ্রন্স্কির পদশব্দ। দ্রুত পায়ে তিনি নামছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। আন্না আবার জানলার কাছে এলেন। ভ্রন্স্কি খোলা মাথায় গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। বেগুনি টুপি পরা তরুণী একটা লেফাফা দিলে তাঁকে। ভ্রন্স্কি হেসে কী যেন তাকে বললেন। গাড়ি চলে গেল; দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন ভ্রন্স্কি।

যে কুয়াশা কেবলি বিছিয়ে যাচ্ছিল আন্নার মনে, হঠাৎ তা কেটে গেল। গতকালের অনুভূতি আরো তীক্ষ্ন হয়ে বিঁধল তাঁর রুগ্ন হৃদয়ে। এখন তিনি বুঝতে পারছিলেন না নিজেকে তিনি এত হীন করলেন কেমন করে যে সারা দিন একই বাড়িতে কাটালেন ওঁর সঙ্গে। নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য তিনি স্টাডিতে গেলেন তাঁর কাছে।

'সরোকিনা আর তাঁর মেয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আর দলিল দিয়ে গেল। কাল তা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তোমার মাথা কেমন, ভালো?' আন্নার মুখে অন্ধকার বিজয়ের ভাব দেখতে আর বুঝতে না চেয়ে শান্তভাবে বললেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আন্না নীরবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ভ্রন্স্কি ওঁর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকালেন, তারপর পড়ে যেতে লাগলেন চিঠি। আন্না ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে। ভ্রন্স্কি তখনো তাঁকে ফেরাতে পারতেন, কিন্তু আন্না দুয়োর পর্যন্ত গেলেও তিনি চুপ করে রইলেন, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাতা ওলটানোর খড়খড় শব্দ।

'ও হ্যাঁ' — আন্না যখন দুয়োরে পৌঁছে গেছেন, তখন উনি বললেন, 'কাল আমরা যাচ্ছি, ঠিক তো? তাই না?'

'আপনি যাবেন, আমি না' — ওঁর দিকে ফিরে আন্না বললেন।

'আন্না, এভাবে চলা যায় না...'

'আপনি যাবেন, আমি না' — পুনরুক্তি করলেন আন্না।

'এ যে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

'আপনি... আপনি এর জন্যে অনুতাপ করবেন' — এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

যে মরিয়া হতাশায় কথাগুলো বলা হয়েছিল তাতে ভয় পেয়ে ভ্রন্স্কি লাফিয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন ছুটে যাবেন তাঁর পেছনে, কিন্তু সম্বিত ফিরতে ফের বসলেন, ভুরু কোঁচকালেন দাঁতে দাঁত চেপে। এই অভদ্র, ভ্রন্স্কির তাই মনে হয়েছিল, হুমকিটা কেন জানি ক্ষেপিয়ে তুলছিল তাঁকে। 'আমি সবরকম চেষ্টা করে দেখেছি' — ভাবলেন তিনি, 'বাকি আছে শুধু একটা — ওর দিকে কোনো মন না দেওয়া।' তিনি তৈরি হতে লাগলেন শহরে যাওয়া এবং ফের মায়ের কাছে যাবার জন্য। দলিলে তাঁর সই নেওয়া দরকার ছিল।

স্টাডিতে এবং ডাইনিং-রুমে তাঁর পদশব্দ শুনলেন আন্না। ড্রয়িং-রুমে তিনি থামলেন। কিন্তু আন্নার ঘরের দিকে না ফিরে তিনি শুধু এই আদেশ দিয়ে বলেন যে তিনি না থাকলেও ঘোড়া যেন দেওয়া হয় ভোইতভকে। তারপর আন্নার কানে এল গাড়ি এনে দাঁড় করাবার আওয়াজ, দরজা খুলল, আবার তিনি বেরুলেন। আবার তিনি গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলেন, কে যেন ছুটে গেল ওপরে। এটা ওই ভুলে ফেলে আসা দস্তানার জন্য গিয়েছিল তাঁর সাজ-ভৃত্য। জানলার কাছে গেলেন আন্না, দেখতে পেলেন চোখ তুলে না চেয়েই তিনি দস্তানা নিলেন, কোচোয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। তারপর জানলার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসলেন তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, তারপর দস্তানা পরে আড়ালে গেলেন।

॥ ২৭ ॥

'চলে গেল! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললেন আন্না আর জবাবে নিভন্ত মোমবাতির অন্ধকার আর ভয়াবহ দুঃস্বপ্নটা একসঙ্গে মিলে হিম ত্রাসে বুক তাঁর ভরে তুলল।

'না, এ হতে পারে না!' ঘরটা পেরিয়ে তিনি সজোরে ঘণ্টি দিলেন। এখন একা থাকতে তাঁর এত ভয় করছিল যে চাপরাশি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিজেই গেলেন তার কাছে।

বললেন, 'কাউণ্ট কোথায় গেছেন জেনে আসুন।'

লোকটা বললে যে কাউণ্ট গেছেন আস্তাবলে।

'হুকুম আছে যে আপনি বেরুতে চাইলে গাড়ি এক্ষুনি ফিরবে।'

'তা বেশ। দাঁড়ান। এক্ষুনি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে মিখাইলকে পাঠান আস্তাবলে। জলদি।'

আন্না চেয়ারে বসে লিখলেন:

'আমি দোষী। বাড়ি ফিরে এসো। বোঝাবুঝি হওয়া দরকার। ভগবানের দোহাই ফিরে এসো। ভয় করছে আমার।'

সীলমোহর করে সেটা দিলেন ভৃত্যকে।

এখন একলা থাকতে ভয় হচ্ছিল তাঁর, লোকটার পেছু পেছু তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিশুকক্ষে।

'সে কী, এ যে সে নয়! কোথায় তার নীল চোখ, ভীরু-ভীরু মিষ্টি হাসি?' গোলমেলে চিন্তায় শিশুকক্ষে যে সেরিওজাকে দেখবেন ভেবেছিলেন তার বদলে কোঁকড়া কালো-চুল, গোলগাল তাঁর মেয়েকে দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে এসেছিল প্রথম। মেয়েটি টেবিলের কাছে বসে একরোখার মতো তার ওপর সজোরে ঠুকছিল একটা ছিপি। কালো বৈঁচির মতো মণিতে সে মায়ের দিকে তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে। তিনি বেশ ভালো আছেন, কাল গ্রামে চলে যাচ্ছেন ইংরেজ মহিলাটিকে এই বলে আন্না বসলেন মেয়ের কাছে, জলপাত্রের ছিপিটা ঘোরাতে লাগলেন তার সামনে। কিন্তু মেয়ের উচ্চ ঝমঝমে হাসি আর ভুরু তোলার ভঙ্গি এমন জীবন্ত করে মনে পড়িয়ে দিল ভ্রন্স্কিকে যে কান্না ঠেকাবার জন্য তিনি ঝট করে উঠে চলে গেলেন। 'সত্যিই কি সব শেষ? না, এ হতে পারে না' — ভাবলেন তিনি, 'সে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর এই হাসি, এই সজীবতার কারণ সে আমায় বোঝাবে কী ক'রে? না, বোঝাতে পারবে না, তাহলেও বিশ্বাস করব। বিশ্বাস না করলে আমার করার আছে শুধু একটাই, আর সেটা আমি চাই না।'

ঘড়ি দেখলেন আন্না। বারো মিনিট কেটেছে। 'চিঠিটা সে পেয়েছে, ফিরে আসছে; আর বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিট... কিন্তু যদি না আসে? না,

এটা হতে পারে না। আমার কান্নাভেজা চোখ ওকে দেখানো উচিত নয়। যাই, মুখ ধুয়ে আসি। আর হ্যাঁ, আজকে কি আমি চুল আঁচড়েছি, নাকি আঁচড়াই নি?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। চুলে হাত দিয়ে দেখলেন। 'হ্যাঁ, আঁচড়েছি, কিন্তু কখন মনে পড়ছে না তো।' নিজের হাতকে বিশ্বাস না করে তিনি আয়নার কাছে দেখতে এলেন সত্যিই চুল আঁচড়েছেন কিনা। হ্যাঁ, চুল আঁচড়ানো, কিন্তু কখন আঁচড়েছেন, পারলেন না সেটা মনে করতে। 'কে এটা?' আয়নায় আতপ্ত মুখে অদ্ভুত জ্বলজ্বলে চোখে ভীতভাবে যে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল তাকে দেখে ভাবলেন তিনি; 'আরে, এ তো আমি' — সহসা চৈতন্য হল তাঁর, এবং নিজেকে আগাগোড়া দেখে হঠাৎ ভ্রন্স্কির চুম্বন অনুভব করে কেঁপে উঠে কাঁধ কোঁচকালেন। তারপর হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খেলেন।

'এ যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি' — এই ভেবে শোবার ঘরে গেলেন তিনি, আন্নুশ্কা সেখানে ঘর পরিষ্কার করছিল।

'আন্নুশ্কা' — এই বলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে থামলেন তার সামনে, কিন্তু ভেবে পেলেন না কী বলবেন পরিচারিকাকে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে আপনি যেতে চাইছিলেন' — পরিচারিকা বললে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? হ্যাঁ, যাব।'

'পনের মিনিট যেতে, পনের মিনিট আসতে। ও রওনা দিয়েছে, এখুনি এসে পড়বে' — ঘড়ি বার করে দেখলেন আন্না; 'কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে যেতে পারল সে? আমার সঙ্গে মিটমাট না করে কিভাবে সে থাকতে পারে?' জানলার কাছে গিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ফেরার কথা। কিন্তু হিসাবে ভুল হতে তো পারে। ফের তিনি মনে করতে লাগলেন কখন তিনি গেছেন, গুনতে লাগলেন কত মিনিট কাটল।

যেসময় তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখার জন্য বড়ো ঘড়িটার কাছে যাচ্ছিলেন, কে যেন এল। জানলা দিয়ে আন্না দেখলেন তাঁর গাড়ি। কিন্তু কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠল না। নিচে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যে গাড়ি নিয়ে এসেছে এটা তার গলা। আন্না গেলেন তার কাছে।

'কাউন্টকে পাওয়া যায় নি। উনি চলে গেছেন নিজনি নভগোরদ রেল স্টেশনে।'

'কী, কী দরকার তোমার?..' রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ মিখাইলকে জিগ্যেস করলেন তিনি, চিঠিটা ফেরত দিচ্ছিল সে।

'কিন্তু চিঠিটা সে তো পায় নি' — মনে পড়ল তাঁর।

'এই চিঠিটা নিয়েই চলে যাও গ্রামে, কাউণ্টেস ভ্রন্‌স্কায়ার কাছে, জানো তো? আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আনবে' — বললেন তিনি মিখাইলকে।

'আর আমি নিজে? কী আমি করব?' ভাবলেন তিনি, 'হ্যাঁ, আমি যাব ডল্লির কাছে। সেটা ঠিকই। নইলে পাগল হয়ে যাব। টেলিগ্রামও পাঠানো যেতে পারে।' এবং টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন:

'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার, এক্ষুনি চলে আসুন।'

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে তিনি সাজপোশাক করতে গেলেন। টুপি মাথায় দেবার পর তিনি মুটিয়ে ওঠা আন্নুশ্‌কার শান্ত চোখের দিকে চাইলেন। তার ছোটো ছোটো ধূসর মায়াময় চোখে আন্নার জন্য সুস্পষ্ট সমবেদনা।

'আন্নুশ্‌কা কী আমি করি?' অসহায়ের মতো আরাম-কেদারায় এলিয়ে ডুকরে উঠলেন আন্না।

'অত অস্থির হবার কী আছে আন্না আর্কাদিয়েভনা! এ তো ঘটেই থাকে। যান, হালকা হয়ে নিন' — বললে পরিচারিকা।

'হ্যাঁ, আমি যাব' — সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আন্না বললেন; 'আমি না থাকতে কোনো টেলিগ্রাম এলে লোক পাঠিও দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে... না, নিজেই আমি ফিরে আসব।'

'হ্যাঁ, ভেবে লাভ নেই, কিছু একটা করা দরকার, চলে যেতে হবে, প্রধান কথা এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' — বুকের ভয়ংকর ঢিপঢিপ শুনে নিজেকে বললেন তিনি, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা?' কোচবাক্সে ওঠার আগে জিগ্যেস করলে পিওত্‌র।

'জ্‌নামেন্‌কায়, অব্‌লোন্‌স্কিদের ওখানে।'

॥ ২৮ ॥

আবহাওয়াটা ছিল পরিষ্কার। সারা সকাল ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়েছে ঘন ঘন। কিছুক্ষণ আগে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাড়ির চাল, ফুটপাথের টালি, পাথরবাঁধানো রাস্তা, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা আর পেতল —

সবই ঝকঝক করছিল মে মাসের রোদে। বেলা তখন তিনটে, রাস্তায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা।

ছাইরঙের ঘোড়াদুটোর দ্রুতগতিতে স্প্রিঙের ওপর গাড়িটা দুলছিল, রাস্তায় গাড়ির অবিরাম ঘর্ঘর, নির্মল হাওয়ায় দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্য; গাড়ির কোণে বসে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিচার করে আন্না দেখলেন যে বাড়িতে যা মনে হয়েছিল, তা থেকে অবস্থা তাঁর একেবারেই অন্যরকম। এখন মৃত্যুচিন্তা অমন ভয়াবহ আর প্রকট ঠেকল না। খোদ মৃত্যুটাই মনে হল না অনিবার্য। যে হীনতায় তিনি নেমেছিলেন, তার জন্য ধিক্কার দিলেন নিজেকে। 'আমি ওর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছি। আমি ওর বশীভূত হয়েছি। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছি। কেন? ওকে ছাড়া কি থাকতে আমি পারি না?' এবং ওঁকে ছাড়া কিভাবে তিনি থাকবেন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন। ''অফিস ও গুদাম', 'দাঁতের ডাক্তার'। হ্যাঁ, ডল্লিকে আমি সব বলব। ভ্রন্‌স্কিকে সে পছন্দ করে না। লজ্জা করবে, কষ্ট হবে, কিন্তু সব বলব তাকে। আমায় সে ভালোবাসে, ওর পরামর্শ মেনে আমি চলব। ভ্রন্‌স্কির অধীন হয়ে থাকব না; ওকে সর্দারি করতে দেব না আমি। 'ফিলিপভের পাঁউ-রুটি'। লোকে বলে ওরা মাখা ময়দার তাল নিয়ে যায় পিটার্সবুর্গেও। মস্কোর জল কী ভালো। মিতিশ্যির কুয়ো, সরুচাকলিও।' আন্নার মনে পড়ল অনেকদিন আগে, যখন তাঁর বয়স সতের বছর, পিসির সঙ্গে গিয়েছিলেন ত্রইৎসে-সের্গিয়েভ্‌স্কি মঠে। 'তাতে আবার ঘোড়ার গাড়িতে। সে কি আমি, লাল লাল যার হাত? তখন যা সুন্দর আর আয়ত্তের বাইরে বলে মনে হত, তেমন কত জিনিস হয়ে গেছে তুচ্ছ, আর তখন যা ছিল তা আজ চিরকালের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন কি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এতটা হীনতায় নামা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার চিঠি পেয়ে কী গর্বিত আর আত্মসন্তুষ্টই না সে হবে! কিন্তু আমি ওকে দেখাব... কী দুর্গন্ধ এই রংটায়। সবাই কেন বাড়ি বানায় আর রং করে? 'টুপি আর গাউন'' — আন্না পড়লেন। একজন লোক তাঁর উদ্দেশে মাথা নোয়ালে। লোকটা আন্নুশ্‌কার স্বামী। মনে পড়ল ভ্রন্‌স্কি যা বলতেন: 'আমাদের গলগ্রহ। আমাদের? কেন আমাদের? কী ভয়ংকর যে অতীতকে সমূলে উৎপাটন করা যায় না। উৎপাটন করা যায় না, তবে তার স্মৃতি গোপন করা যায়। আমিও গোপন করি।' আন্নার মনে পড়ল আলেক্‌সেই

আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন, যা তিনি মুছে দিয়েছেন স্মৃতি থেকে। 'ডল্লি ভাববে যে আমি দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করছি। সুতরাং নিশ্চয় অন্যায় করছি আমি। আমি কি ন্যায় করতেই চাই? পারি না আমি!' বিড়বিড় করলেন আন্না আর কান্না পেল তাঁর। কিন্তু তখনই তিনি ভাবলেন মেয়েদুটি হাসতে পারছে কী কারণে? 'নিশ্চয় ভালোবাসার কথায়? ওরা জানে না এটা কতখানি আনন্দহীন, নীচ... বুলভার আর শিশু। তিনটি ছেলে ছুটছে ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়। সেরিওজা! আমি সব হারাব কিন্তু ওকে ফিরে পাব না। হ্যাঁ, সব হারাব যদি ও না ফেরে। ও হয়ত ট্রেন ফেল করেছে, ফিরে এসেছে বাড়িতে। ফের অপমান চাইছ!' নিজেকে বললেন তিনি; 'না, আমি ডল্লির কাছে যাব, তাকে আমি সোজাসুজি বলব: আমি অভাগা, তাই হওয়া আমার উচিত। আমি দোষী, তাহলেও আমি অভাগা, সাহায্য করো আমাকে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, নিজেকেই আমার ঘেন্না হচ্ছে এই গাড়িতে — সবই ওর; কিন্তু এ সব চোখে দেখার পালা এবার আমার শেষ।'

কিভাবে ডল্লিকে সব বললেন তা ভাবতে ভাবতে এবং ইচ্ছে করে হৃদয়কে বিষে ভরে তুলে আন্না উঠলেন সিঁড়িতে।

হলে তিনি জিগ্যেস করলেন: 'বাইরের কেউ আছে?'

'কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা লেভিনা' — চাপরাশি বললে।

'কিটি! সেই কিটি যার প্রেমে পড়েছিল দ্রন্‌স্কি' — আন্না ভাবলেন, 'সেই মেয়েটি যার কথা ভ্রন্‌স্কি স্মরণ করত ভালোবাসা নিয়ে। ওর আফশোস হচ্ছে যে ওকে সে বিয়ে করে নি। আর আমার কথা সে স্মরণ করে বিদ্বেষভরে, আফশোস করে যে আমার সঙ্গে সে আছে।'

আন্না যখন আসেন শিশুকে খাওয়ানো নিয়ে দুই বোনের মধ্যে তখন পরামর্শ চলছিল। আলাপে বাধা দেওয়া অতিথিকে স্বাগত করতে ডল্লি বেরিয়ে এলেন একা।

'আরে, তুমি চলে যাও নি এখনো? আমি নিজেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম' — ডল্লি বললেন, 'আজ চিঠি পেয়েছি স্তিভার।'

'আমরাও টেলিগ্রাম পেয়েছি' — কিটিকে দেখার জন্য এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে আন্না বললেন।

'লিখেছে, বুঝতে পারছে না আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ঠিক কী চান। তবে জবাব আদায় না করে ফিরবে না।'

'আমি ভেবেছিলাম তোমার এখানে কেউ এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'হ্যাঁ, কিটি' — অস্বস্তিভরে বললেন ডল্লি, 'ও রয়ে গেছে শিশুকক্ষে। ভারি অসুস্থ হয়েছিল সে।'

'শুনেছি। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'এক্ষুনি নিয়ে আসছি। তবে উনি প্রত্যাখ্যান করেন নি: বরং উলটো, স্তিভা আশা করে আছে' — ডল্লি বললেন দোরগোড়ায় থেমে।

'আমি কোনো আশা করি না এবং চাই না' — বললেন আন্না।

ডল্লি চলে গেলে আন্না ভাবলেন, 'কী ব্যাপার, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কি কিটি অপমানজনক বলে মনে করে? হয়ত সে ঠিক। কিন্তু ঠিক হলেও নিজেই যে ভ্রন্‌স্কির প্রেমে পড়েছিল, তার পক্ষে এটা আমায় দেখানো চলে না। আমি জানি যে আমার বর্তমান অবস্থায় কোনো সুশীলা নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওর জন্যে সবকিছু ত্যাগ করার সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে এটা আমি জানি। আর এই তার পুরস্কার! ওহ্‌, কী ঘৃণাই না ভ্রন্‌স্কিকে করি! আর কেনই বা এলাম এখানে? আমার শুধু আরো খারাপ, আরো দুঃসহ লাগছে।' অন্য ঘর থেকে দুই বোনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল তাঁর। 'কী আমি এখন বলব ডল্লিকে? কিটিকে এই বলে আশ্বস্ত করব যে আমি অভাগা, তার আনুকূল্য মেনে নিচ্ছি? না, আর ডল্লিও বুঝবে না কিছু। ওকে আমার বলবারও কিছু নেই। শুধু কিটির সাক্ষাৎ পেলে আমি যে সবাইকে কত ঘৃণা করি, আমার কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সেটা ওকে দেখাতে পারলে হত।'

ডল্লি ঢুকলেন চিঠি নিয়ে। আন্না সেটা পড়ে নীরবে ফেরত দিলেন।

বললেন, 'এ সবই আমি জানি। এতে আমার কোনো আগ্রহও নেই।'

'সে কী? আমি এদিকে বরং আশা করে আছি' — ডল্লি বললেন আন্নার দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে। আন্নাকে এমন অদ্ভুত উত্ত্যক্ত অবস্থায় তিনি আগে কখনো দেখেন নি। জিগ্যেস করলেন, 'কবে যাচ্ছ?'

আন্না চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, উত্তর দিলেন না।

'কিটি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকছে যে?' দরজার দিকে চেয়ে লাল হয়ে বললেন আন্না।

'আহ্‌, যত বাজে কথা! ছেলেকে দুধ দিচ্ছে সে, ওর সব ভালো না. আমি কিছু উপদেশ দিলাম... ও খুব খুশি। এখুনি সে

আসবে' — অসত্য বলার অভ্যাস না থাকায় আনাড়ির মতো ডল্লি বললেন; 'হ্যাঁ, ওই তো সে।'

আন্না এসেছেন জানতে পেরে কিটি বের্তে চাইছিল না ঘর থেকে। কিন্তু ডল্লি তাকে বুঝিয়ে রাজি করান। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিটি এসে হাত বাড়িয়ে দিলে আন্নার দিকে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ভারি আনন্দ হল।'

ভ্রষ্টা এই নারীর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাঁর প্রতি অনুকূল হবার বাসনার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তার মধ্যে, তাতে অস্বস্তি হচ্ছিল কিটির; কিন্তু আন্নার সুন্দর প্রিয়দর্শন মুখখানা দেখা মাত্র বিদ্বেষ মিলিয়ে গেল তার।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে না চাইলে আমি কিন্তু অবাক হতাম না। সবকিছুতেই আমি এখন অভ্যস্ত। আপনার অসুখ করেছিল? হ্যাঁ, অন্যরকম দেখাচ্ছে আপনাকে' — আন্না বললেন।

কিটি টের পেল যে আন্না তাকে দেখছেন বিদ্বেষ নিয়ে। যে আন্না আগে তার প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন, আর এখন তিনি তার সামনে যে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ছেন, বিদ্বেষটা তারই ফল বলে ধরলে কিটি। তাঁর জন্য কষ্ট হল তার।

কিটির অসুখ, শিশুটি, স্তিভাকে নিয়ে কথাবার্তা হল ওঁদের মধ্যে, কিন্তু বোঝা গেল কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই আন্নার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।'

'কবে তোমরা যাচ্ছ?'

কিন্তু তার জবাব না দিয়ে আন্না ফিরলেন কিটির দিকে।

হেসে বললেন, 'সত্যি, আপনাকে দেখতে পেলাম বলে ভারি খুশি হলাম। সবার কাছ থেকে আমি আপনার কথা কত যে শুনেছি, এমনকি আপনার স্বামীর কাছ থেকেও; উনি এসেছিলেন আমাদের ওখানে, আমার বেশ লাগল ওঁকে' — স্পষ্টতই দুরভিসন্ধি নিয়ে কথাটা যোগ করলেন আন্না। 'এখন উনি কোথায়?'

'উনি গ্রামে চলে গেছেন' — লাল হয়ে কিটি বললে।

'আমার হয়ে অভিনন্দন জানাবেন ওঁকে, অবশ্য-অবশ্যই জানাবেন।'

'অবশ্যই জানাব' — সরলভাবে কিটি বললে আন্নার চোখের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে।

'তাহলে বিদায় ডল্লি!' ডল্লিকে চুমু খেয়ে আর কিটির করমর্দন করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন আন্না।

'সেই একইরকম, তেমনি আকর্ষণীয়, ভারি সুন্দর!' আন্না চলে গেলে দিদিকে একা পেয়ে কিটি বললে; 'কিন্তু ওর মধ্যে করুণ কী একটা যেন আছে! সাংঘাতিক করুণ!'

'নাঃ, আজ সে অন্যরকম' — ডল্লি বললেন; 'ওকে যখন হল পর্যন্ত পেঁাছে দিই, মনে হল এই বুঝি কেঁদে ফেলবে।'

॥ ২৯ ॥

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আন্নার যে মনের অবস্থা ছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় তিনি বসলেন গাড়িতে। আগেকার যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হল অপমান আর অস্পৃশ্যতার ছোঁয়া যা তিনি পরিষ্কার অনুভব করেছিলেন কিটির উপস্থিতিতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা? বাড়ি?' জিগ্যেস করলে পিওত্র।

'হ্যাঁ, বাড়ি' — কোথায় যেতে হবে, এখন সে কথা না ভেবেই বললেন আন্না।

'আমার দিকে ওরা চাইছিল কেমন করে, যেন আমি একটা ভয়াবহ, দুর্বোধ্য, কৌতূহলজনক বস্তু' — দু'জন পথচারীর দিকে চেয়ে আন্না ভাবলেন: 'আহ্, সোৎসাহে সে কী বলতে পারে অন্যকে। নিজের যা অনুভূতি, সে কি অন্যদের বলা যায়? ডল্লিকে আমি সব বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ্যিস বলি নি। আমার দুর্ভাগ্যে কী খুশিই না সে হত! সেটা সে চেপে রাখত অবিশ্যি; তবে প্রধান কথা, যে উপভোগের দরুন আমায় সে হিংসে করে, তার জন্যে শাস্তি পেয়েছি বলে আনন্দ হত তার। কিটি, সে তো আরো খুশি হত। আমি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি! সে জানে যে ওর স্বামীর প্রতি আমার সৌজন্য ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। তাই আমায় সে ঈর্ষা করে, দেখতে পারে না। তদুপরি ঘৃণাই করে। ওর চোখে আমি দুর্নীতিপরায়ণ নারী। দুর্নীতিপরায়ণ হলে আমি ওর স্বামীকে আমার প্রেমে পড়াতে পারতাম... যদি চাইতাম। হ্যাঁ, চেয়েইছিলাম। আর এই যে আত্মসন্তুষ্ট লোকটা' — মোটা সোটা রক্তিমগণ্ড এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তিনি ভাবলেন। ভদ্রলোক আসছিলেন উল্টো দিক থেকে, তিনি আন্নাকে পরিচিত

মনে করে চকচকে টেকো মাথা থেকে চকচকে টুপিটা তুলেছিলেন, পরে ভুল বুঝতে পারেন। 'ও ভেবেছিল আমায় সে চেনে। অথচ দুনিয়ায় যত লোক আমায় যতটুকু চেনে, ও চেনে ততটুকুই কম। নিজেই আমি চিনি না নিজেকে। ফরাসিরা যা বলে, আমি জানি আমার খিদে। এই তো, ওরা ওই নোংরা কুল্‌পি বরফ খেতে চাইছে। এটা ওরা নিশ্চয় জানে' — ভাবলেন উনি দুটি ছেলেকে দেখে। বরফওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। সে তার মাথা থেকে গামলা খুলে নিয়ে রুমালের খুঁট দিয়ে মুখের ঘাম মুছছিল। 'আমাদের সবারই ইচ্ছে মিষ্টি, সুস্বাদু কিছু। চকোলেট না থাকলে নোংরা কুল্‌পি বরফই সই। কিটিও তাই, ভ্রন্‌স্কি নেই তাহলে লেভিনই সই। আর আমায় সে ঈর্ষা করে। ঘৃণা করে আমাকে। সবাই আমরা ঘৃণা করি পরস্পরকে। আমি কিটিকে, কিটি আমাকে। এটা ঠিক কথা। 'কেশপ্রসাধক ত্যুৎকিন'। Je me fais coiffer par Tutkin...* ও এলে কথাটা আমি ওকে বলব' — ভেবে হাসলেন তিনি। কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল হাসির কথা শোনাবেন এখন এমন কেউ নেই তাঁর। 'তা ছাড়া মজার বা হাসিরই কিছু নেই। সবকিছু জঘন্য। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে আর কী নিখুঁত করে ক্রুশ করছে বেনিয়াটা! যেন কিছু বুঝি খোয়া যাবে বলে ভয় পাচ্ছে। কেন এই গির্জা, এই ঘণ্টা, এই মিথ্যা? শুধু গোপন করার জন্যে যে আমরা সবাই ঘৃণা করি পরস্পরকে, ঠিক ওই ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো, যারা অমন খেপে গালিগালাজ করে নিজেদের মধ্যে। ইয়াশ্‌ভিন বলে, সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। এই হল সত্যি!'

এই যেসব চিন্তায় তিনি নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিলেন তা ভাবতে ভাবতে তিনি এসে থামলেন নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায়। তাঁর দিকে হল-পোর্টারকে আসতে দেখেই কেবল তাঁর মনে পড়ল যে তিনি চিঠি আর টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

জিগ্যেস করলেন, 'জবাব এসেছে?'

'এখুনি দেখছি' — হল-পোর্টার তার ডেস্কে গিয়ে টেলিগ্রামের পাতলা চৌকো একটা খাম এগিয়ে দিলে। আন্না পড়লেন: 'দশটার আগে আসতে পারব না। ভ্রন্‌স্কি।'

'আর যে লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরেছে?'

'এখনো ফেরে নি' — বললে হল-পোর্টার।

---

* আমি ত্যুৎকিনের কাছে কেশ প্রসাধন করি... (ফরাসি।)

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি জানি কী আমায় করতে হবে' — আন্না বললেন নিজেকে; নিজের ভেতর অনির্দিষ্ট একটা ক্রমবর্ধমান রোষ আর প্রতিহিংসার তাগিদ অনুভব করে তিনি ছুটে গেলেন ওপরে। 'আমি নিজেই যাব তার কাছে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার আগে আমি তাকে সবকিছু বলে যাব। এই লোকটার মতো আর কখনো কাউকে আমি এত ঘৃণা করি নি!' ভাবলেন তিনি। হ্যাঙ্গারে ওঁর টুপি দেখে আন্না কেঁপে উঠলেন বিতৃষ্ণায়। আন্না ভেবে দেখেন নি যে ভ্রন্স্কির টেলিগ্রামটা ছিল তাঁর টেলিগ্রামের জবাব, চিঠিটা তিনি তখনো পান নি। তাঁর মনে ভেসে উঠল যে এখন তিনি শান্তভাবে মা আর সরোকিনার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আনন্দ পাচ্ছেন তাঁর কষ্টে। 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যেতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন আন্না কোথায় যাবেন না জেনেই। ভয়ংকর এই বাড়িতে তাঁর যে অনুভূতিগুলো হয়েছে তা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন তিনি। এ বাড়ির চাকরবাকর, দেয়ালগুলো, জিনিসপত্র — সবই তাঁর মনে ঘেন্না আর রাগের উদ্রেক করছিল, কেমন একটা চাপে পিষ্ট করছিল তাঁকে।

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার রেল স্টেশনে, সেখানে যদি ও না থাকে, তাহলে ওখানেই যাব, ছিঁড়ে ফেলব ওর মুখোশ।' খবরের কাগজে ট্রেনের সময়-নির্ঘণ্ট দেখলেন আন্না। সন্ধ্যা আটটা দুই মিনিটে ট্রেন ছাড়ছে। 'হ্যাঁ, সময় আছে।' ঘোড়া বদলে অন্য ঘোড়া জোতার হুকুম দিলেন তিনি, দিন কয়েকের জন্য যা প্রয়োজন তেমন সব জিনিসপত্র ভরতে লাগলেন ব্যাগে। তিনি জানতেন যে এখানে আর ফিরবেন না। মাথায় যতরকম পরিকল্পনা আসছিল, তার মধ্যে ঝাপসাভাবে তিনি স্থির করলেন যে স্টেশনে বা কাউন্টেসের মহালে যাই ঘটুক, নিজনি নভগোরদ রেলপথে প্রথম শহর পর্যন্ত গিয়ে তিনি সেখানে থামবেন।

টেবিলে খাবার দেওয়া ছিল; সেখানে গিয়ে রুটি আর পনীর শুঁকে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে সমস্ত খাবারের গন্ধ তাঁর কাছে ন্যক্কারজনক, গাড়ি দিতে বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গোটা রাস্তা জুড়ে ছায়া পড়েছে বাড়ির, সন্ধ্যাটা ঝরঝরে, রোদে তখনো উষ্ণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে আসছিল আন্নুশ্কা, গাড়িতে জিনিসপত্র রাখছিল পিওত্র আর সহিস দাঁড়িয়েছিল স্পষ্টতই বেজার হয়ে — সবাই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল, তাদের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গিতে বিরক্তি ধরছিল তাঁর।

'আমার তোমাকে দরকার নেই, পিওত্র।'

'কিন্তু টিকিট?'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, আমার কিছু এসে যায় না' — বিরক্তিভরে বললেন আন্না।

পিওত্‌র কোচবাক্সে উঠে কোমরে হাত রেখে হুকুম দিলে স্টেশনে যেতে।

॥ ৩০ ॥

'ফের আমি, সেই আমি! ফের সবকিছু আমি বুঝতে পারছি' — গাড়ি ছাড়তে, খোয়া পাথরে বাঁধানো রাস্তায় ঘর্ঘর শব্দ তুলে দুলতে দুলতে এগনো মাত্র আন্না ভাবলেন, ফের একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

'আচ্ছা, কী ভাবনাটা অমন চমৎকার এসেছিল?' মনে করতে চাইলেন তিনি, 'কেশপ্রসাধক ত্যুৎকিন? না, ওটা নয়। হ্যাঁ, ইয়াশ্‌ভিন যা বলে, সেই কথাটা: অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম আর ঘৃণা — কেবল এইটেই লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। উঁহু, খামকা যাচ্ছেন আপনারা' — চার ঘোড়ায় টানা গাড়ির আরোহীদের উদ্দেশ করে মনে মনে বললেন তিনি, বোঝা যায় দলটা চলেছে শহরের বাইরে ফুর্তি করতে! 'আর যে কুকুরটা আপনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাকে দিয়েও কোনো সাহায্য হবে না। নিজের কাছ থেকে তো পালাতে পারবেন না।' পিওত্‌র যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন নেশায় আধমরা এক মজুরকে। মাথা নড়বড় করছে, পুলিশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়। 'এই যেমন এটি পারবে' — আন্না ভাবলেন, 'কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি আর আমি তৃপ্তি খুঁজে পেলাম না, যদিও অনেক আশা ছিল তার।' আর এই প্রথম আন্না উজ্জ্বল আলোয় দেখতে পেলেন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সবখানি যা নিয়ে আগে তিনি এড়িয়ে যেতেন ভাবতে। 'আমার মধ্যে কী খুঁজেছিল সে? ভালোবাসা ততটা নয়, যতটা আত্মগরিমার সাফল্য।' তাঁর মনে পড়ল তাঁদের সম্পর্কের প্রথম দিকটায় তাঁর কথা, তাঁর মুখভাব ছিল একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। এখন সবকিছুতেই তা সমর্থিত হচ্ছে। 'হ্যাঁ, আত্মগরিমার বিজয় পেয়েছিল সে। বলা বাহুল্য, ভালোবাসাও ছিল বৈকি, কিন্তু বেশির ভাগটা ছিল আত্মগরিমার সাফল্য। আমাকে নিয়ে সে গর্ব করেছে। এখন এটা গেছে। গর্ব করার

কিছু নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে সে যা পেরেছে সব নিয়েছে, এখন আমাকে আর দরকার নেই ওর। আমি ওর ওপর একটা বোঝা, আমার সঙ্গে সম্পর্কে ও সম্মান রেখে চলতে চায়। কাল সে বলে ফেলেছিল, ও চায় বিবাহবিচ্ছেদ আর বিয়ে যাতে ফেরার সাঁকোটা পুড়িয়ে দেওয়া যায়। ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু কেমন ভাবে? উৎসাহ নিবে গেছে। এ লোকটা সবাইকে তাক লাগাতে চায়, ভারি আত্মসন্তুষ্ট' — ভাড়া করা ঘোড়ায় চাপা লাল-গাল একজন দোকান কর্মচারীকে দেখে আন্না ভাবলেন; 'হ্যাঁ, আমার মধ্যে সে স্বাদ ওর কাছে আর নেই। আমি যদি ওকে ছেড়ে যেতে চাই, ভেতরে ভেতরে সে খুশিই হবে।'

এটা শুধু অনুমান নয়, যে অন্তর্ভেদী আলোয় এখন তাঁর কাছে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থ ধরা পড়ছিল, তাতে তিনি এটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

'আমার ভালোবাসা ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে প্রজ্বলিত, আত্মকেন্দ্রিক, আর ওর নিভে যাচ্ছে ক্রমেই, এই জন্যই আমরা তফাৎ হয়ে পড়ছি' — ভাবনার জের টেনে চললেন আন্না, 'এখানে সাহায্য করার কিছু নেই। আমার সবকিছু ওর জন্যে আর আমি চাই সে যেন ক্রমেই বেশি করে আমার কাছে উজাড় করে তার সবকিছু। আর ও চাইছে ক্রমেই আমার কাছ থেকে সরে যেতে। আমাদের মিলন হবার আগে পর্যন্ত আমরা ক্রমাগত পরস্পরের কাছে এগিয়েছি, তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। এটাকে বদলানো যায় না কিছুতেই। ও আমায় বলে যে আমি অর্থহীন রকমে ঈর্ষান্বিত, আমিও নিজেকে বলেছি যে আমার যা ঈর্ষা হচ্ছে তার কোনো মানে হয় না; কিন্তু সেটা ঠিক নয়, আমি ঈর্ষান্বিত নই, অসন্তুষ্ট। কিন্তু...' হঠাৎ আসা একটা চিন্তার উত্তেজনায় মুখ হাঁ করে তিনি সরে বসলেন গাড়িতে, "যদি তার আদরের আকুল কামুকী এক নাগরী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতাম; কিন্তু অন্যকিছু হতে আমি পারি না, চাই না। আমার এই কামনায় তার বিতৃষ্ণা হয়, আর তাতে সে আমাকে রাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না। আমি কি জানি না যে আমাকে ও প্রতারণা করছে না, সরোকিনার ওপর তার চোখ নেই, কিটির অনুরক্ত সে নয়, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার অবস্থা সহনীয় হচ্ছে না। যদি সে ভালো না বেসে আমার ওপর সদয় আর কোমল থাকে, কিন্তু আমি যা চাই সেটা থাকছে

না, তাহলে তা বিদ্বেষের চেয়েও হাজারগুণ খারাপ! সেটা নরক! আর এই নরকই রয়েছে। অনেকদিন থেকেই সে আমায় আর ভালোবাসে না। আর যেখানে ভালোবাসার শেষ, সেখানে ঘৃণার শুরু। এই রাস্তাগুলো আমার একেবারে অজানা। কি সব টিপি, কেবল বাড়ি আর বাড়ি... আর বাড়িতে লোক আর লোক... কত যে লোক তার ইয়ত্তা নেই। আর সবাই ঘৃণা করে পরস্পরকে। কিন্তু ভাবা যাক, সুখী হতে হলে আমার কী চাই। বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেলাম, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আমায় দিলেন সেরিওজাকে, ভ্রন্স্কিকে বিয়ে করলাম আমি।' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা ভাবতেই তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তাঁর ভীরু ভীরু নির্জীব নিভন্ত চোখ, শাদা হাতে শিরা, আঙুল মটকানি, কথার টান নিয়ে অসাধারণ স্পষ্টতায় জীবন্ত, আর তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, যাকেও ভালোবাসা বলা হত, তা মনে পড়ে ঘেন্নায় শিউরে উঠলেন তিনি। 'বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়ে বিয়ে করলাম ভ্রন্স্কিকে। কী হবে, কিটি আজকের মতো আমার দিকে কি আর চাইবে না? না। আমার দুই স্বামী নিয়ে প্রশ্ন করতে বা ভাবতে ক্ষান্ত থাকবে সেরিওজা? আর ভ্রন্স্কি এবং আমার মধ্যে নতুন কী সম্পর্ক আমি ভাবতে পারি? সুখ আর নয়, কিন্তু যন্ত্রণার অবসান কি আদৌ আর সম্ভব? না, না!' নিজেকে এবার তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়: 'না, না! সে অসম্ভব! জীবনেই আমরা তফাৎ হয়ে যাচ্ছি, আমি ওকে অসুখী করছি, সে আমাকে, এটা বদলানো ওর বা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চেষ্টা করা হয়েছে, খুলে এসেছে ইস্ক্রুপ। হ্যাঁ, ছেলের সাথে ভিখারিণী, সে ভাবছে লোকে ওকে করুণা করবে। কিন্তু সবাই আমরা দুনিয়ায় আসি নি কি কেবল পরস্পরকে ঘৃণা করতে আর তাতে করে নিজেকে আর অন্যদের কষ্ট দিতে? স্কুলের ছাত্ররা যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে। সেরিওজা?' মনে পড়ল তাঁর, 'আমিও ভেবেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, মন ভিজে উঠত স্নেহে। অথচ রইলাম তো তাকে ছাড়াই, তাকে বিনিময় করে গেলাম অন্য একটা ভালোবাসার পেছনে, আর যতদিন সে ভালোবাসায় পরিতৃপ্তি পেয়েছি, ক্ষোভ করি নি এ বিনিময়ের জন্যে।' আর যেটার তিনি নাম দিয়েছিলেন ভালোবাসা সে কথা মনে পড়ে ঘেন্না হল তাঁর। আর যে স্পষ্টতায় এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর এবং অন্য সব লোকের জীবন, তাতে আনন্দ বোধ করলেন তিনি। 'আমি, পিওত্র, সহিস ফিওদর, আর সেই সমস্ত লোক যারা থাকে ভলগা পাড়ে, যেখানে যাবার জন্যে ডাক দিচ্ছে

বিজ্ঞাপনটা, সবাই আমরা ওইরকম' — নির্জন নভগোরদ স্টেশনের নিচু দালানটার কাছে যখন পেঁছে গেছেন, ছুটে আসছে মুটেরা, তখন এই কথা ভাবছিলেন তিনি।

'আজ্ঞা করুন, ওবিরালোভ্‌কা-র টিকিট কাটব?' জিজ্ঞেস করলে পিওত্‌র।

আন্না একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় এবং কেন তিনি যাচ্ছেন। বহু চেষ্টা করে প্রশ্নটার মানে বোধগম্য হল তাঁর।

'হ্যাঁ' — ওকে একটা মানি-ব্যাগ দিয়ে আন্না বললেন, তারপর নিজের ছোটো লাল থলিটা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং-রুমের দিকে যেতে যেতে একটু একটু করে তাঁর মনে পড়ল নিজের অবস্থার খুঁটিনাটি আর যেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি দোল খেয়েছেন, তার কথা; এবং ফের পুরনো আর্ত জায়গাগুলো নিয়ে কখনো আশা কখনো হতাশা আঁচড়াচ্ছিল তাঁর জর্জরিত, সাংঘাতিক দপদপ করা হৃদয়ের ক্ষতগুলোকে। ট্রেনের অপেক্ষায় পঞ্চমুখী সোফায় বসে, যে লোকগুলো ঢুকছিল আর বেরুচ্ছিল, ঘৃণায় তাদের দিকে চেয়ে (এখন সবাই তাঁর কাছে জঘন্য) আন্না ভাবছিলেন কিভাবে গন্তব্যে পেঁছে তিনি ওঁকে চিঠি পাঠাবেন, তাতে কী লিখবেন, ভাবছিলেন কিভাবে এখন তিনি মায়ের কাছে নিজের ভাগ্য নিয়ে অনুযোগ করছেন (আন্নার যন্ত্রণাটা না বুঝে), কিভাবে তিনি ঘরে ঢুকবেন আর কী তিনি বলবেন ওঁকে। তারপর ভাবলেন জীবন কত সুখের হতে পারত আর কী যন্ত্রণায় আন্না তাঁকে ভালোবাসেন ও ঘৃণা করেন, কী ভয়ংকর ঢিপঢিপ করছে তাঁর বুক।

॥ ৩১ ॥

ঘণ্টা পড়ল। কী সব কুৎসিত, বেহায়া, হন্তদন্ত তবে সেইসঙ্গে কী ছাপ তারা ফেলছে সে সম্পর্কে সচেতন যুবকেরা বেরিয়ে গেল; ভোঁতা, পশুবৎ মুখে চাপরাশ আর বোতাম-আঁটা বুট পরা পিওত্‌র তাঁকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য ওয়েটিং-রুম পেরিয়ে এল তাঁর কাছে। প্ল্যাটফর্মে কোলাহল করা যুবকদের পাশ দিয়ে আন্না যখন যাচ্ছিলেন, চুপ করে গেল তারা। একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন বললে — বলাই বাহুল্য, জঘন্য

কোনো মন্তব্য। আন্না উ'চু সি'ড়ি দিয়ে উঠে একলা বসলেন একটা গদি আঁটা দাগ ধরা সোফায়, যা একসময় ছিল শাদা। ব্যাগটা স্প্রিঙের ওপর লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে পড়ল। জানলার কাছে এসে বোকার মতো হেসে বিদায় জানাবার জন্য সোনালী ফিতে দেওয়া টুপি তুললে পিওত্র। অভদ্র কনডাক্টর ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে হুড়কো দিলে। বাস্‌ল পরা জনৈক কুৎসিত মহিলা (আন্না মনে মনে মহিলাটিকে বিবস্ত্র করে স্তম্ভিত হলেন তার কুশ্রীতায়) আর অস্বাভাবিক হাসি হাসতে হাসতে একটি মেয়ে ছুটে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে।

'কাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সব আছে, আমার খুড়ি!'

'খুকি — আর সেও কিনা বিকৃত, ন্যাকামি করছে' — ভাবলেন আন্না। কাউকে যাতে আর দেখতে না হয় তার জন্য আন্না ঝট করে উঠে ফাঁকা ওয়াগনে বসলেন উলটো দিকের জানলার কাছে। এ জানলার সামনে দিয়ে সরে গেল তেল-কালি লাগা কুৎসিত একটা লোক, মজুরের টুপির তল থেকে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, নিচু হয়ে ওয়াগনের চাকাগুলোয় কী যেন সে করছিল। 'এই কুৎসিত লোকটার মধ্যে কী যেন চেনা-চেনা ঠেকছে' — ভাবলেন আন্না। আর তাঁর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে আতংকে শিউরে উঠে গেলেন অন্য দরজার কাছে! দরজা খুলে একজোড়া স্বামী স্ত্রীকে ভেতরে ঢুকতে দিল কনডাক্টর।

'আপনি কি বেরুবেন?'

আন্না জবাব দিলেন না। অবগুণ্ঠনের তলে তাঁর মুখের আতংক নবাগত বা কনডাক্টর — চোখে পড়ে নি কারুরই। আন্না ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের কোণটিতে। স্বামী-স্ত্রী উলটো দিকে বসে মন দিয়ে তবে গোপনে গোপনে লক্ষ করছিলেন তাঁর পোশাক। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই জঘন্য লাগল আন্নার। স্বামী জিগ্যেস করলেন ধূমপান করা চলবে কি? স্পষ্টতই ধূমপানের জন্য নয়, আন্নার সঙ্গে কথা ফাঁদার জন্য। সম্মতি পেয়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে এমন বিষয়ে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে লাগলেন যা তাঁর কাছে ধূমপানের চেয়েও নিরর্থক। বোকামির ভান করে তাঁরা কথা কইছিলেন শুধু আন্নার কানে যাতে তা যায়। আন্না পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন পরস্পরের ওপর কিরকম বিরক্তি ধরে গেছে তাঁদের, কী ঘৃণাই না তাঁরা করেন পরস্পরকে। আর এই ধরনের কুশ্রী জীবদের ঘৃণা না করেও পারা যায় না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, তার পরেই শোনা গেল মাল ঠেলা, চে'চামেচি,

গোলমাল, হাসির শব্দ। আন্নার কাছে খুবই পরিষ্কার যে কারো আনন্দ করার কিছু নেই, হাসিটা তাঁকে বিরক্ত করে তুলল যন্ত্রণার মাত্রায়, তা যাতে শুনতে না হয় তার জন্য কানে আঙুল চাপা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অবশেষে পড়ল তৃতীয় ঘণ্টা, শোনা গেল হুইসিল, ফোঁস করে উঠল ইঞ্জিন, টান পড়ল শেকলে, স্বামী ক্রুশ করলেন। 'কী ভেবে এটা সে করছে, জিগ্যেস করলে হত' — আক্রোশে লোকটার দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন। যারা ট্রেনে চাপিয়ে দিতে এসেছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মহিলার পাশ থেকে জানলা দিয়ে তাদের দেখতে লাগলেন আন্না। ঠিক যেন পেছিয়ে যাচ্ছে সবাই। আন্না যে ওয়াগনটায় বসেছিলেন, রেল লাইনের জোড়গুলোয় তা সমতালে কেঁপে কেঁপে পেরিয়ে যেতে লাগল প্ল্যাটফর্ম, পাথরের দেয়াল, সিগন্যাল পোস্ট, অন্যান্য ওয়াগন; ট্রেনের চাকা হয়ে উঠল মসৃণ, অনায়াস, মৃদু আওয়াজ উঠতে লাগল তা থেকে, উজ্জ্বল সান্ধ্য কিরণে আলো হয়ে উঠল জানলা, পর্দায় খেলা করতে লাগল বাতাস। কামরায় তাঁর সহযাত্রীদের কথা ভুলে গিয়ে ট্রেনের সামান্য দুলুনিতে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আন্না ফের ডুবে গেলেন তাঁর ভাবনায়।

'কী যেন ভাবছিলাম? হ্যাঁ, আমি এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি না যেখানে জীবন হবে না যন্ত্রণাকর, সবাই আমরা জন্মেছি কষ্ট পেতে, আমরা সবাই এটা জানি আর আত্মপ্রতারণার উপায় খুঁজি। কিন্তু সত্যকে যখন মুখোমুখি দেখি, কী তখন করব আমরা?'

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই তো বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে মানুষকে' -- ফরাসিতে বললেন মহিলাটি, স্পষ্টতই নিজের বুকনিতে খুশি হয়ে এবং ভাষার কেরদানি দেখিয়ে।

কথাগুলো যেন আন্নার চিন্তার জবাব।

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া' — কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন আন্না। আর রক্তিমগণ্ড স্বামী আর শীর্ণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন যে রুগ্না স্ত্রী নিজেকে মনে করেন এক প্রহেলিকাময়ী নারী আর তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণাটায় ইন্ধন জুগিয়ে স্বামী প্রতারণা করেন তাঁকে। আন্না যেন আলো ফেলে তাঁদের সমস্ত কাহিনী, প্রাণের কোনাকানাচগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না সেখানে, নিজের ভাবনা তিনি ভেবে চললেন।

'হ্যাঁ, আমাকে খুবই অস্থির করে তোলে আর মানুষকে বুদ্ধি দেওয়া

হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তাহলে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বাতিটা কেন নিবিয়ে ফেলব না যখন দেখবার কিছু আর নেই, যখন এই সবকিছুর দিকে তাকাতে ঘেন্না করে? কিন্তু কেমন করে? করিডোর দিয়ে কনডাক্টর ছুটে গেল কেন? ওই ওয়াগনে কেন চিৎকার করছে ওরা, ওই ছোকরারা? কেন কথা বলছে তারা? কেন হাসছে? সব বেঠিক, সব মিথ্যা, সবই প্রতারণা, সবই অশুভ!..'

আন্নার স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, অন্যান্য প্যাসেন্‌জারদের ভিড়ের সঙ্গে তিনিও নামলেন আর যেন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের ছোঁয়া এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে, চেষ্টা করলেন স্মরণ করতে কেন তিনি এখানে এসেছেন, কী করার সংকল্প ছিল তাঁর। আগে যা তাঁর কাছে সম্ভব মনে হয়েছিল, এখন তা কল্পনা করাই কঠিন হল, বিশেষত এই হৈচৈ করা কদর্য লোকগুলোর ভিড়ে, যারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মাল বইবার আশায় মুটেরা ছুটে এল তাঁর কাছে, প্ল্যাটফর্মের তক্তায় হিলের দুমদাম শব্দ করে ছোকরারা উচ্চৈস্বরে কথা কইতে কইতে তাকাতে লাগল তাঁর দিকে, উল্টো দিক থেকে আসা যাত্রীর স্রোত তাঁকে ঠেলে দিলে অন্যদিকে জবাব না পেলে তিনি আরো এগিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেটা মনে পড়ায় একজন মুটেকে থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবার মতো কোনো গাড়োয়ান এখানে পাওয়া যাবে কিনা।

'কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি? ওঁদের কাছ থেকে এখুনি গাড়ি এসেছিল প্রিন্সেস সরোকিনা আর তাঁর মেয়ের জন্যে। আচ্ছা, কোচোয়ান দেখতে কেমন?'

মুটের সঙ্গে যখন আন্না কথা বলছিলেন, তখন বুকের ওপর চেন ঝোলানো চটকদার নীল কোট পরা রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ কোচোয়ান মিখাইল এসে একটা চিঠি দিলে তাঁকে, বোঝা যায় এমন চমৎকার করে দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভারি গর্ব তার। চিঠি পড়তে গিয়ে বুক তাঁর আগের চেয়েও হিম হয়ে এল।

হেলাফেলা হস্তাক্ষরে ভ্রন্‌স্কি লিখেছেন, 'ওখানে চিঠিটা পাই নি বলে খুবই দুঃখিত। দশটায় পেঁছব।'

'বটে! তাই আমি ভেবেছিলাম!' মনে মনে বললেন তিনি আক্রোশের বাঁকা হাসি নিয়ে।

'বেশ, তাহলে বাড়ি চলে যাও' — মিখাইলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন আস্তে করে। আস্তে করে বললেন কারণ বুকের দ্রুত স্পন্দনে কষ্ট হচ্ছিল

নিশ্বাস নিতে। 'না, আমাকে যন্ত্রণায় ভোগাতে তোমায় দেব না' — ভ্রন্‌স্কিকে নয়, নিজেকে নয়, যে তাঁকে যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে তাকে হুমকি দিয়ে বললেন তিনি, চলতে লাগলেন স্টেশন ঘর পেরিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল দু'জন চাকরানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁর সাজপোশাক সম্পর্কে নিজেদের মতামত তারা ব্যক্ত করলে শুনিয়ে শুনিয়ে: 'আসলী মাল' — তাঁর পরনের লেস সম্পর্কে বলাবলি করলে তারা। ছোকরারা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না তাঁকে। ফের তারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে অস্বাভাবিক গলায় কী একটা চিৎকার করে চলে গেল পাশ দিয়ে। স্টেশন মাস্টার যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন আরো দূরে তিনি যাবেন কিনা। যে ছেলেটি ক্‌ভাস বিক্রি করছিল, সে তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। 'ভগবান, কোথায় আমি যাব?' প্ল্যাটফর্ম বরাবর ক্রমেই দূরে চলে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি। প্ল্যাটফর্মের শেষে থামলেন। চশমাধারী এক ভদ্রলোককে নিতে আসা মহিলা আর ছেলেপিলেরা সজোরে হাসাহাসি করে কথা কইছিল, আন্না তাদের কাছাকাছি যেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল তারা। দ্রুত পদক্ষেপে আন্না তাদের ছাড়িয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে। একটা মালগাড়ি আসছিল। থরথরিয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম আর আন্নার মনে হল আবার ট্রেনে চেপে তিনি যাচ্ছেন।

ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন ট্রেনে যে লোকটা কাটা পড়েছিল, হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি বুঝলেন কী তাঁর করা দরকার। স্টেশনের সিঁড়ি গিয়েছিল জলের পাম্প থেকে রেল লাইন পর্যন্ত, ক্ষিপ্র লঘু পায়ে তা বেয়ে নেমে তিনি দাঁড়ালেন চলন্ত মালগাড়িটার একেবারে কাছ ঘেঁষে। ওয়াগনগুলোর তলের দিকটা, ধীরে ধীরে যাওয়া প্রথম ওয়াগনটার বোল্ট, শেকল আর লোহার উঁচু চাকাটার দিকে চাইলেন তিনি, চোখ আন্দাজে স্থির করার চেষ্টা করলেন সামনের চাকা আর পেছনকার চাকার মাঝখানটা কোথায় আর কখন সে মাঝখানটা এসে পড়বে তাঁর সামনে।

'ওইখানে!' ওয়াগনের ছায়া থেকে কয়লা আর বালি ছড়ানো স্লিপারগুলোর দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি, 'ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।'

প্রথম ওয়াগনটার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আন্না। কিন্তু লাল ব্যাগটা হাত থেকে খুলতে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল: মাঝখানটা পেরিয়ে গেল তাঁকে। পরের ওয়াগনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। স্নান করতে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাবার আগে যেমন লাগত, তেমন একটা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, ক্রস করলেন তিনি। ক্রস করার অভ্যস্ত ভঙ্গিটায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠল বাল্য ও কৈশরের একসারি স্মৃতি আর যে অন্ধকারটা তাঁর সবকিছু ঢেকে রেখেছিল, হঠাৎ তা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, মুহূর্তের জন্য অতীতের সমস্ত ভাস্বর আনন্দ নিয়ে জীবন ভেসে উঠল তাঁর সামনে। কিন্তু এগিয়ে আসা দ্বিতীয় ওয়াগনটার চাকা থেকে দৃষ্টি সরালেন না তিনি। তারপর দুই চাকার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি ছুড়ে ফেললেন লাল ব্যাগটা, কাঁধে মাথা গুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াগনের তলে দুই হাতের ওপর, আর যেন তক্ষুনি দাঁড়িয়ে পড়বেন এমন লঘু ভঙ্গিতে উঠে বসলেন হাঁটুর ওপর। আর সেই মুহূর্তেই যা করেছেন তাতে আতংক হল তাঁর। 'কোথায় আমি? কী করলাম? কেন?' তিনি চেয়েছিলেন উঠে দাঁড়াবেন, লাফিয়ে ফিরে আসবেন: কিন্তু বিপুল, অমোঘ কোনো কিছু ঘা দিল তাঁর মাথায়, টেনে নিয়ে যেতে লাগল পিঠ ধরে। সংগ্রাম অসম্ভব টের পেয়ে আন্না অস্ফুট মিনতি করলেন, 'ভগবান, আমার সবকিছু ক্ষমা করো!' চাষীটা কী যেন বিড়বিড় করে কাজ করছিল লোহা নিয়ে। আর যে মোমবাতিটার আলোয় তিনি শংকা, প্রতারণা, দুঃখ আর অকল্যাণে ভরা বইখানা পড়ছিলেন, তা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা কখনো হয় নি, আগে যা ছিল অন্ধকারে তা সব আলো করে তুলল, তারপর দপদপ করে উঠে ম্লান হয়ে আসতে লাগল, নিভে গেল চিরকালের জন্য।

অষ্টম অংশ

॥১॥

প্রায় দুই মাস কেটে গেছে। আতপ্ত গ্রীষ্মের মাঝামাঝি তখন, অথচ সের্গেই ইভানোভিচ কেবল এখনই মস্কো থেকে বেরুবার আয়োজন করলেন।

এই সময়ের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের জীবনে নিজস্ব কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। ছয় বছর ধরে পরিশ্রমের ফল, 'ইউরোপ ও রাশিয়ায় রাষ্ট্রপাটের ভিত্তি ও রূপ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা' নামে তাঁর বই সমাপ্ত হয়েছিল এক বছর আগেই। এ বইয়ের কিছু কিছু অধ্যায় ও ভূমিকা প্রকাশিত হয় সাময়িক পত্রাদিতে, অন্যান্য অংশ সের্গেই ইভানোভিচ পড়ে শোনান নিজ মহলের লোকেদের কাছে। ফলে এ বইয়ে বিবৃত ধ্যান-ধারণা পাঠকসমাজের কাছে একেবারে অভিনব ঠেকা সম্ভব ছিল না; তাহলেও সের্গেই ইভানোভিচ আশা করেছিলেন যে বইটি প্রকাশিত হলে সমাজের ওপর গুরুতর ছাপ ফেলবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব না ঘটালেও বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলবে প্রচণ্ড।

সযত্ন পরিমার্জনার পর বইটি প্রকাশিত ও পুস্তকবিক্রেতাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল গত বছর।

বইটি সম্পর্কে কারো মতামত জিগ্যেস না করলেও, বইটা কেমন কাটছে বন্ধুদের এ প্রশ্নে অনিচ্ছায় এবং কৃত্রিম ঔদাসীন্যে উত্তর দিলেও, বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, এমনকি পুস্তকবিক্রেতাদের কাছেও সে প্রশ্ন না করলেও সমাজে ও সাহিত্যজগতে বইটির যে প্রাথমিক ছাপ ফেলার কথা, সেটা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে, অসহ্য মনোযোগে অনুসরণ করছিলেন তিনি।

কিন্তু কাটল এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, — সমাজের ওপর ছাপ লক্ষিত হল না। তাঁর বন্ধুরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বইটির কথা বলতেন স্পষ্টতই সৌজন্যবশে। তাঁর অন্য পরিচিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাঁর কাছে বইটার কথা বলতেন না আদপেই। তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত সমাজ রইল সম্পূর্ণ নির্বিকার। সাহিত্যেও এক মাসের মধ্যে কোনো লেখা বেরয় নি বইটা সম্পর্কে।

সমালোচনা লেখার জন্য কত সময় দরকার সেটা খুঁটিয়ে হিসাব করেছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ, কিন্তু দু'মাসও কেটে গেল, সমালোচনা একইরকম নীরব।

শুধু গলা বসে যাওয়া অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে 'উত্তরী গুবরে' পত্রিকার একটি পরিহাস প্রবন্ধে কথায় কথায় কজ্‌নিশেভের বই সম্পর্কে তাচ্ছিল্যসূচক কয়েকটা মন্তব্য করে বোঝানো হয় যে বহু আগেই বইটি সবার চোখে নিন্দিত হয়ে একটা সাধারণ হাসাহাসির উপলক্ষ ঘটিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে ভারিক্কী এক পত্রিকায় বেরুল সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখককে সের্গেই ইভানোভিচ চিনতেন। গলুব্‌ৎসভের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

প্রবন্ধলেখক খুবই তরুণবয়সী, অসুস্থ রম্য লেখক, লেখায় খুব তুখোর, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ কম, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীরু।

লেখকটি সম্পর্কে সের্গেই ইভানোভিচের একান্ত তাচ্ছিল্য থাকলেও প্রবন্ধটি তিনি পড়তে শুরু করেন একান্ত শ্রদ্ধাভরে। দেখা গেল ভয়াবহ প্রবন্ধ।

বোঝাই যায় যে রম্য লেখক গোটা বইটাকে এমনভাবে বুঝেছেন যা বোঝা চলে না। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো তিনি বাছাই করেছেন এমন কায়দা করে যে বইটা যারা পড়ে নি (বোঝা যাচ্ছে প্রায় কেউ-ই তা পড়ে নি) তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বইটি গুরুগম্ভীর, তদুপরি অপ্রাসঙ্গিক (যা দেখানো হয়েছে প্রশ্ন চিহ্নগুলো দিয়ে) শব্দের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছু নয়, এবং লেখক অকাট একটি মূর্খ। এবং সবই বলা হয়েছে এমন রসিকতা করে যে সের্গেই ইভানোভিচ নিজেই অমন রসিকতায় পরাঙ্মুখ হতেন না; আর সেইটেই হল ভয়ংকর ব্যাপার।

যে একান্ত সততার সঙ্গে সের্গেই ইভানোভিচ সমালোচকের যুক্তিগুলির ন্যায্যতা খতিয়ে দেখছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে হাস্যাস্পদ করার জন্য তুলে

ধরা ভুলত্রুটিতে মুহূর্তের জন্যও থামছিলেন না, — এ তো বোঝাই যাচ্ছিল যে ওগুলো বাছা হয়েছে ইচ্ছে করেই — কিন্তু তখনই প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপের সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন অজ্ঞাতসারেই।

নিজেকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওর মনে কি আমি আঘাত দিয়েছি কিছুতে?'

এবং সাক্ষাতের সময় তিনি যে তরুণটির ব্যবহৃত একটি শব্দের অজ্ঞতা শুধরে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ায় সের্গেই ইভানোভিচের কাছে প্রবন্ধটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ প্রবন্ধের পর বইটা সম্পর্কে মুখে এবং মুদ্রণে উভয়তই নামল মৃত্যুসম নীরবতা এবং সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে অত দরদে আর খেটে ছয় বছর ধরে যা তিনি রচনা করেছেন, তা নিশ্চিহ্নে ভেসে গেছে।

সের্গেই ইভানোভিচের অবস্থা আরো দুঃসহ দাঁড়িয়েছিল এই জন্য যে বইটা শেষ করার পর টেবিলে বসে করার মতো কাজ তাঁর আর ছিল না, আগে সেইটেতেই তাঁর সময় যেত বেশি।

সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, সুস্থ, কর্মঠ, ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর এই সক্রিয়তা কোথায় কাজে লাগাবেন। ড্রয়িং-রুমে, কংগ্রেসে, সম্মেলনে, কমিটিতে — যেখানে কথাবার্তা বলা যেত তেমন সব-খানেই কথাবার্তা বলে কাটত তাঁর সময়ের একাংশ। কিন্তু বহুকালের নাগরিক হওয়ায় তাঁর কুণ্ঠা হত শুধু কথাবার্তা কয়ে যেতে (মস্কোয় এসে তাঁর অনভিজ্ঞ ভ্রাতাটি যা করেছেন), ফলে আরো অনেক অবসর ও মানসিক শক্তি তাঁর রয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা যে বইয়ের ব্যর্থতা হেতু তাঁর এই দুঃসময়টায় ভিন্নধর্মীর প্রশ্ন, মার্কিন বন্ধু, সামারা দুর্ভিক্ষ, প্রদর্শনী, প্রেততত্ত্বের স্থান নিল স্লাভ প্রশ্ন, সমাজে আগে যা জ্বলছিল মাত্র ধিকিধিকি, এবং সের্গেই ইভানোভিচও — যিনি আগেই ছিলেন এ প্রশ্নের অন্যতম উত্থাপক, তিনি এতে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করলেন।

সের্গেই ইভানোভিচ যে মহলের লোক সেখানে স্লাভ প্রশ্ন ও সার্বীয় যুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি ও আলোচনা হত তেমন আর কিছু নিয়ে নয়। সময় কাটাবার জন্য অবসরভোগী জনতা সাধারণত যা করে থাকে, তা এখন করা হতে লাগল স্লাভদের সাহায্যার্থে। বলনাচ, কনসার্ট, ডিনার, ভাষণ,

মহিলাদের পোশাক, বিয়ার, শংড়িখানা — সবই স্লাভদের প্রতি সহানুভূতির সাক্ষ্য বহন করতে থাকল।

এই উপলক্ষে সে সময় যা বলাবলি ও লেখালেখি হত, তার অনেকগুলির খুঁটিনাটিতে সায় ছিল না সের্গেই ইভানোভিচের। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্লাভ প্রশ্ন পরিণত হচ্ছে তেমনি এক হুজুগে যা সর্বদা একটার পর অন্যটা এসে সমাজকে ব্যস্ত রাখার উপলক্ষ হয়; এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ ব্যাপারে অনেক লোকই জুটেছে স্বার্থগৃধ্নু, উচ্চাহংকারী উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি স্বীকার করতেন যে পত্রিকায় নিষ্প্রয়োজন ও অতিরঞ্জিত অনেককিছু ছাপা হচ্ছে শুধু নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ আর চিৎকার করে অন্যদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সমাজের এই সাধারণ জোয়ারে সামনে লাফিয়ে এসে সবার চেয়ে বেশি চিৎকার জুড়ছিল তারা যারা জীবনে ব্যর্থকাম, ক্ষোভ পুষে রেখেছে মনে: ফৌজ ছাড়া সর্বাধিনায়ক, মন্ত্রক ছাড়া মন্ত্রী, সংবাদপত্র ছাড়া সাংবাদিক, পার্টি অনুগামী ছাড়া পার্টি কর্তা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে লঘুচিত্ত ও হাস্যকর অনেককিছু আছে এর মধ্যে; কিন্তু স্বীকার করে নিতেন সন্দেহাতীত ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনাকে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে একত্রে মেলাচ্ছে, যার প্রতি সহানুভূতি পোষণ না করে পারা যায় না। একই ধর্মবিশ্বাসী স্লাভ ভ্রাতাদের রক্তস্নানে জাগছিল উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি আর উৎপীড়কদের প্রতি রোষ। বড়ো একটা আদর্শের জন্য সংগ্রামী সার্ব আর মণ্টেনেগ্রীনদের বীর্য সারা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল শুধু কথায় নয়, কাজে ভ্রাতাদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা।

তবে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে আনন্দজনক একটা দিকও ছিল এর মধ্যে: সেটা হল জনমতের আত্মপ্রকাশ। জনসমাজ সুনির্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত করল তার বাসনা। সের্গেই ইভানোভিচ যা বলতেন, স্ফূর্তি পেয়েছে জনগণের প্রাণ। আর এ ব্যাপারটায় যত তিনি জড়ালেন, ততই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে এটা এমন একটা সাধনা যা বিশাল আয়তন লাভ করে যুগান্তর ঘটাতে বাধ্য।

এই মহতী সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, বইয়ের ভাবনা ভুলে গেলেন।

এখন তাঁর সমস্ত সময়ই এত কর্মব্যস্ত যে তাঁর কাছে লেখা সমস্ত চিঠি ও দাবির জবাব দিতে পারছিলেন না তিনি।

সারা বসন্ত ও গ্রীষ্মের একাংশ এ সবে ব্যাপৃত থেকে কেবল জুলাই মাসে গ্রামে ভাইয়ের কাছে যাবার তোড়জোড় করলেন।

গেলেন দু'সপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন আর সেইসঙ্গে জনগণের মধ্যে যা পূতাধিক পূত, গ্রামের দুরান্ত বিজনে জাতীয় প্রাণের সে উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হবেন বলে যার সম্পর্কে রাজধানী ও শহরের লোকেরা নিঃসন্দেহ। কাতাভাসোভ লেভিনকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ওখানে যাবেন। বহুদিন থেকে কথাটা রাখার চেষ্টা করার পর এখন সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনিও গেলেন।

॥ ২ ॥

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ আজ অসাধারণ জনাকীর্ণ কুর্স্ক রেল স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে চাপরাশি এল কিনা দেখতে না দেখতেই চারটে ছ্যাকড়া গাড়িতে এসে পড়ল স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকেরা। ফুল নিয়ে মহিলারা বরণ করলেন তাদের, পেছন পেছন ভিড় ঢুকে পড়ল স্টেশনে।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বরণ করতে এসেছিলেন যে মহিলারা, তাঁদের একজন হল থেকে বেরিয়ে সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন ফরাসি ভাষায়।

'আপনিও বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'না প্রিন্সেস, আমি নিজেই যাত্রী। ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। আপনি সর্বদাই বিদায় জানাতে আসেন বুঝি?' প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে জিগ্যেস করলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'সে কি আর পারা যায়!' প্রিন্সেস বললেন, 'আমাদের এখান থেকে আটশ' জন গেছে, তাই না? মালভিনস্কি বিশ্বাস করলে না আমার কথা।'

'আটশ'র বেশি। সরাসরি যাদের মস্কো থেকে পাঠানো হয় নি তাদের ধরলে হাজারের বেশি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'এই তো দেখুন। আমি তাই বলেছিলাম' — সহর্ষে তাঁর কথা লুফে নিলেন মহিলা, 'আর এখন চাঁদা উঠেছে প্রায় দশ লাখ, তাই না?'

'তারও বেশি, প্রিন্সেস।'

'আর আজকের তারবার্তাটা কেমন, দেখেছেন? ফের পরাস্ত হল তুর্কীরা।'

'হ্যাঁ পড়েছি' — সের্গেই ইভানোভিচ জবাব দিলেন। শেষ সংবাদ নিয়ে কথা কইছিলেন ওঁরা। তাতে সমর্থিত হয়েছে যে পর পর তিন দিন সমস্ত পয়েণ্টে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছে তুর্কীরা এবং চরম একটা সংঘর্ষের আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।

'ও হ্যাঁ, একটি নওজোয়ান, চমৎকার লোক, যুদ্ধে যেতে চায়। জানি না কিসব প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছে। আমি ওকে জানি, অনুরোধ করি একটা চিঠি লিখে দিন। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জানিয়েছেন।'

যে লোকটি যুদ্ধে যেতে চায় তার সম্পর্কে প্রিন্সেস যা জানেন বিস্তারিত জেনে নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ প্রথম শ্রেণীর ওয়টিং-রুমে গিয়ে যাঁর ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করছিল তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রিন্সেসের হাতে।

'জানেন কাউণ্ট ভ্রন্স্কি, সেই যে... এই ট্রেনেই যাচ্ছেন' — চিঠিটা নিয়ে বিজয়গর্বে বহু অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে তিনি বললেন।

'আমি শুনেছিলাম যে উনি যাবেন, কিন্তু জানতাম না কবে। এই ট্রেনেই?'

'আমি দেখেছি ওঁকে। এইখানেই আছেন তিনি। একলা মা বিদায় জানাতে এসেছেন। যাই বলুন. এর চেয়ে ভালো কিছু উনি করতে পারতেন না।'

'ও হ্যাঁ, বটেই তো।'

ওঁরা যখন কথা কইছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে জনস্রোত চলল ভোজনালয়ের দিকে। তাঁরাও এগিয়ে গেলেন, শুনলেন পানপাত্র হাতে একজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'ধর্মের জন্যে, মানবজাতির, আমাদের ভাইদের সেবায়' — ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে বললেন ভদ্রলোক; 'মহাকর্মে আপনাদের আশীর্বাদ করছে মস্কো মা-জননী। জিভিও!*' চিৎকার করে সজল চোখে তিনি শেষ করলেন।

সবাই চিৎকার করল: 'জিভিও!' আরো একদল জনতা হুড়মুড়িয়ে হলে ঢুকে প্রিন্সেসকে প্রায় উলটে ফেলে দিচ্ছিল আর-কি।

'আরে, প্রিন্সেস যে, কেমন আছেন!' ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত

---

* জিন্দাবাদ! (সার্বীয়।)

হয়ে এক গাল হেসে সানন্দে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সত্যি, চমৎকার বললে, দরদ ঢেলে, তাই না? ব্রেভো! আর সের্গেই ইভানোভিচ, আপনিও আপনার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বললে পারতেন, মানে, সমর্থন করে আর-কি? এটা আপনার এত ভালো আসে' — কোমল শ্রদ্ধাশীল সন্তর্পণ হাসি হেসে যোগ দিলেন তিনি, সের্গেই ইভানোভিচের হাত টেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনলেন।

'না, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'গ্রামে, ভাইয়ের কাছে' -- জবাব দিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আপনিই বোধ হয় আগে পেঁছিবেন। বলে দেবেন — এ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সব অল রাইট। কী তা সে বুঝবে। তবে দয়া করে ওকে বলবেন যে আমি সংযুক্ত... কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছি। মানে, সে বুঝতে পারবে। জানেন তো les petites misères de la vie humaine*' — যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরলেন প্রিন্সেসের দিকে, 'আর প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া — লিজা নয়, বিবিশ পাঠাচ্ছেন এক হাজার রাইফেল আর বারোজন নার্স, আমি বলেছি আপনাকে?'

'হ্যাঁ, শুনেছি' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন কজ্‌নিশেভ।

'দুঃখের কথা যে আপনি চলে যাচ্ছেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'কাল আমরা ডিনার দিচ্ছি দু'জন স্বেচ্ছাসৈনিকের জন্যে — পিটার্সবুর্গের দিমের্‌-বার্ৎনিয়ান্‌স্কি আর আমাদের ভেসেলোভস্কি, গ্রিশা। দু'জনেই লড়াইয়ে যাচ্ছে। ভেসেলোভস্কির বিয়ে হল এই সেদিন। বাহাদুর ছেলে! তাই না প্রিন্সেস?' মহিলাকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রিন্সেস তাকালেন কজ্‌নিশেভের দিকে। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেন তাঁকে এড়াতে চাইছেন এতে এতটুকু দমলেন না স্তেপান আর্কাদিচ। হেসে তিনি চাইছিলেন কখনো প্রিন্সেসের টুপির পালকের দিকে, কখনো অন্য কোথাও, যেন কী একটা মনে করতে চাইছেন। মগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা, তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে পাঁচ রুব্‌লের একটা নোট ফেললেন মগে।

* মানবিক জীবনের ছোটোখাটো দুঃখকষ্ট (ফরাসি)।

'যতক্ষণ পয়সা আছে, এই মগগ্লোকে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না' — বললেন তিনি; 'আহ্ কী খবর আজকের। বাহবা মণ্টেনেগ্রীন!'

প্রিন্সেস যখন বললেন যে ভ্রন্স্কি এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, স্তেপান আর্কাদিচ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আপনি!' ম্হূর্তের জন্য দ্ঃখ ফুটে উঠল তাঁর ম্খে, কিন্তু এক মিনিট বাদেই যখন প্রতি পায়ের ওপর দ্লতে দ্লতে আর গালপাট্টা ঠিক করতে করতে তিনি ঢুকলেন যে ঘরে ভ্রন্স্কি ছিলেন, ততক্ষণে বোনের শবদেহের ওপর তাঁর ব্কভাঙ্গা কান্নাটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়ে ভ্রন্স্কিকে দেখছিলেন কেবল বীর আর প্রনো বন্ধ্ হিশেবে।

'সমস্ত দোষত্র্টি সত্ত্বেও ওর ভালো দিকটারও কদর করা উচিত' — অব্লোন্স্কি চলে যেতেই প্রিন্সেস বললেন সের্গেই ইভানোভিচকে, 'একেবারে প্রোপ্রি র্শী, স্লাভ চরিত্র! শ্ধ্ আমার আশংকা আছে যে ওকে দেখে ভালো লাগবে না ভ্রন্স্কির। যতই বল্ন, লোকটার জীবন আমার কাছে মর্মস্পর্শী। ট্রেনে ওঁর সঙ্গে কথা বল্ন-না' — অন্রোধ করলেন প্রিন্সেস।

'হ্যাঁ স্যোগ পেলে হয়ত বলব।'

'ওঁকে কখনো পছন্দ হয় নি আমার। কিন্তু এই ব্যাপারটায় অনেক পাপ ধ্য়ে যায়। উনি শ্ধ্ নিজে যাচ্ছেন না, একটা স্কোয়াড্রনও সঙ্গে নিচ্ছেন নিজের খরচায়।'

'হ্যাঁ, শ্নেছি।'

ঘণ্টি শোনা গেল, সবাই ভিড় করল দরজাগ্লোর দিকে।

'ওই যে উনি' — ভ্রন্স্কিকে দেখিয়ে বললেন প্রিন্সেস। পরনে তাঁর দীর্ঘ ওভারকোট, চওড়া কানার কালো টুপি, যাচ্ছিলেন মায়ের হাত ধরে। তাঁর পাশে যেতে যেতে অব্লোন্স্কি কী যেন বলছিলেন উত্তেজিত হয়ে।

ভুর্ কুঁচকে ভ্রন্স্কি তাকিয়ে ছিলেন সামনে, স্তেপান আর্কাদিচ যা বলছিলেন, তা যেন শ্নছিলেন না।

সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিশ্চয় অব্লোন্স্কির ইঙ্গিতেই সেদিকে তাকিয়ে নীরবে টুপি তুললেন ভ্রন্স্কি। ব্ড়িয়ে আসা যন্ত্রণার্ত ম্খ তাঁর মনে হল পাথর হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে এসে মায়ের জন্য নীরবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ওয়াগনের ভেতর দিকে।

প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল: 'জারকে রক্ষা করো, ভগবান' সঙ্গীত, তারপর 'হুররে!' আর 'জিভিও!' চিৎকার। বুক-বসে যাওয়া অতি তরুণ ঢ্যাঙা একজন স্বেচ্ছাসৈনিক মাথার ওপর ফেল্ট টুপি আর ফুলের গোছা দুলিয়ে কুর্নিশ করছিল খুবই চোখে পড়ার মতো। তার পেছন থেকে এগিয়ে এল দু'জন অফিসার আর তেলচিটে টুপি পরা দেড়েল এক প্রৌঢ়, তারাও কুর্নিশ করলে।

॥ ৩ ॥

প্রিন্সেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কাতাভাসোভকে সঙ্গে করে উঠলেন লোকে ঠাসাঠাসি একটা ওয়াগনে।

ত্সারিৎসিনো স্টেশনে ট্রেনকে অভ্যর্থনা করলে 'গৌরব তব' গান গেয়ে তরুণ একটি দলের ছিমছাম কোরাস। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ফের মাথা বাড়িয়ে কুর্নিশ করলে, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ সেদিকে মন দিলেন না; স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে তাঁকে এত খাটতে হয়েছিল যে তাদের সাধারণ টাইপ তাঁর জানা হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর। কাতাভাসোভ কিন্তু তাঁর বিদ্যাচর্চায় ব্যস্ত থাকায় স্বেচ্ছাসৈনিকদের লক্ষ করার সুযোগ পান নি, ভয়ানক উৎসুক হয়ে তিনি সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করতে লাগলেন তাদের সম্পর্কে।

সের্গেই ইভানোভিচ পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে নিজেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। পরের স্টেশনে কাতাভাসোভ তাই করলেন।

ট্রেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে। ওয়াগনের এক কোণে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছিল তারা। বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জানে যে যাত্রী এবং আগন্তুক কাতাভাসোভের মনোযোগ তাদের দিকেই। সবচেয়ে চেঁচিয়ে কথা কইছিল বুক-বসা তরুণটি। বোঝা যায় সে টেনে এসেছে, বলছিল তাদের শিক্ষায়তনে কী একটা ঘটনার কথা। তার সামনে বসে ছিল অস্ট্রীয় গার্ড উর্দির গেঞ্জি পরা একজন অফিসার, এখন আর তাকে যুবক বলা যাবে না। হাসিমুখে শুনছিল সে, আবার কথককে থামিয়েও দিচ্ছিল। গোলন্দাজ

উর্দি পরা তৃতীয় জন তাদের কাছে বসে ছিল স্যুটকেসের ওপর। চতুর্থ জন ঘুমাচ্ছিল।

তরুণটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসোভ জানলেন যে এটি মস্কোর এক ধনী সওদাগর। বাইশ বছর বয়স না হতেই বিশাল সম্পত্তি উড়িয়েছে। তাকে কাতাভাসোভের ভালো লাগল না, কারণ সে ছিল আহ্লাদ-পাওয়া, ক্ষীণদেহী, মেয়েলী গোছের এক মানুষ; এখন, বিশেষ করে মদ্যপানের পর সে যে একটা বীরত্ব দেখাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বড়াই করছিল অতি কুৎসিত ধরনে।

দ্বিতীয় জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকেও বিশ্রী লাগল কাতাভাসোভের। বোঝা গেল লোকটা সবকিছুতেই হাত পাকিয়েছে। রেলওয়ের কাজে ছিল সে, হয় সে কর্মাধ্যক্ষ, নিজেই একটা কারখানা চালু করে এবং এ সব কথাই সে বলছিল নেহাৎ অকারণে আর পণ্ডিতী শব্দের অপব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় জন গোলন্দাজকে কাতাভাসোভের খুবই ভালো লাগল। লোকটি নিরহংকার চুপচাপ মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত গার্ড অফিসারের জ্ঞান আর বেনিয়া-পুত্রের বীর্যবান আত্মোৎসর্গের কাছে স্পষ্টতই নতশির, নিজের কথা কিছুই বলছিল না। কাতাভাসোভ যখন শুধান সার্বিয়ায় সে যাচ্ছে কোন প্রেরণায়, বিনীতভাবে সে বললে:

'সবাই যে যাচ্ছে। সার্বদেরও তো সাহায্য করা দরকার। ওদের জন্যে কষ্ট হয় বৈকি।'

'বিশেষ করে ওখানে গোলন্দাজ কম' — বললেন কাতাভাসোভ।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি আছি বেশি দিন নয়; আমায় পদাতিক কি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতেও বহাল করতে পারে।'

'পদাতিক কেন, যখন সবচেয়ে বেশি দরকার গোলন্দাজদের?' গোলন্দাজটির বয়স আন্দাজ করে কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তার পদস্থ সৈনিক হবার কথা।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি বেশি দিন নই। আমি হলাম পদচ্যুত শিক্ষার্থী অফিসার' — এই বলে সে বোঝাতে লাগল কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

সব মিলিয়ে এগুলো বিশ্রী একটা ছাপ ফেলে কাতাভাসোভের ওপর। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা যখন পান করার জন্য স্টেশনে নেমে যায়, কাতাভাসোভ

তখন কারো সঙ্গে কথা বলে নিজের বিরূপ মনোভাবটা যাচাই করে দেখতে চান। ফৌজী ওভারকোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে কাতাভাসোভের কথাবার্তা শুনছিলেন সারাটা সময়। তাঁকে একলা পেয়ে কাতাভাসোভ **বললেন:**

'হ্যাঁ, ওখানে এই যেসব লোক যাচ্ছে, তাদের অবস্থা কত হরেকরকমের'— নিজের মত প্রকাশ, আর সেইসঙ্গে বৃদ্ধের মতামত জানার জন্য অনির্দিষ্ট একটা মন্তব্য করলেন তিনি।

বৃদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোক, দু'টো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। সৈনিক কী বস্তু সেটা তিনি জানতেন এবং এই লোকগুলোর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শুনে, আর যে উৎসাহে তারা মদের ফ্লাস্ক শূন্য করছিল তাতে বৃদ্ধ তাদের খারাপ সৈনিক বলেই গণ্য করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মফস্বল শহরের লোক। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল বলবেন তাঁর শহরের একটি লোক, চোর এবং মদ্যপ, কেউ যাকে কাজে নিচ্ছিল না, সে চলে গেছে বিনা মেয়াদের সৈনিক হয়ে। কিন্তু জনসমাজের বর্তমান মেজাজ জানা থাকায় সমাজের বিরোধী মত প্রকাশ, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিন্দা যে বিপজ্জনক সেটা বুঝে তিনিও অনুসরণ করলেন কাতাভাসোভকে।

চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, লোকের দরকার আছে ওখানে।' এবং যুদ্ধের শেষ সংবাদ নিয়ে কথাবার্তা কইতে শুরু করলেন তাঁরা, শেষ খবর অনুসারে তুর্কীরা যখন সমস্ত পয়েন্টে বিধ্বস্ত তখন আগামী কাল সংঘাতের আশা করা যায় কিভাবে, তা নিয়ে নিজেদের বিহ্বলতা দু'জনেই লুকিয়ে রাখলেন পরস্পরের কাছ থেকে। দু'জনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ না করে চলে গেলেন যে যার ওয়াগনে।

নিজের ওয়াগনে ফিরে সত্যের অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করে সের্গেই ইভানোভিচকে কাতাভাসোভ বললেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের দেখে কী তাঁর মনে হয়েছে; মনে হয়েছে চমৎকার লোক এরা।

শহুরে বড়ো স্টেশনটায় ফের গান আর হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দন জানানো হল স্বেচ্ছাসৈনিকদের, ফের মগ নিয়ে দেখা দিলেন চাঁদা-তুলিয়েরা, স্বেচ্ছাসৈনিকদের ফুল দিলেন স্থানীয় মহিলারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন বুফেতে; তবে এ সবই ছিল মস্কোর তুলনায় অনেক সামান্য ও ক্ষীণ।

॥ ৪ ॥

মফস্বল শহরের স্টেশনটায় ট্রেন থামলে সের্গেই ইভানোভিচ বুফেতে না গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মে।

প্রথম বার ভ্রন্‌স্কির ওয়াগনের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে জানলা পর্দায় ঢাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যেতে জানলার কাছে দেখলেন বৃদ্ধা কাউণ্টেসকে। কজ্‌নিশেভকে তিনি কাছে ডাকলেন।

বললেন, 'এই যাচ্ছি, ওকে পৌঁছে দেব কুর্স্ক পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, শুনেছি' — জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। কামরায় ভ্রন্‌স্কি নেই দেখে তিনি যোগ দিলেন, 'ওঁর পক্ষ থেকে কী চমৎকার কাজ!'

'ওর ওই দুর্ভাগ্যের পর আর কীই-বা ওর করার ছিল?'

'কী সাংঘাতিক ব্যাপার!' সের্গেই ইভানোভিচ বললেন।

'কী যে আমি সয়েছি! ভেতরে আসুন-না...' সের্গেই ইভানোভিচ ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে সোফায় বসার পর পুনরুক্তি করলেন তিনি, 'কী যে আমি সয়েছি! কল্পনা করা যায় না! ছয় সপ্তাহ ও কারো সঙ্গে কথা বলে নি আর কিছু মুখে তুলেছে কেবল আমি যখন কাকুতি-মিনতি করেছি। এক মিনিটও ওকে একলা ছেড়ে রাখা চলত না। যা দিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব এমন সবকিছু সরিয়ে নিই আমরা; থাকতাম আমরা নিচের তলায়, তাহলেও কিছু বলা তো যায় না। আপনি তো জানেন, ওই নারীর জন্যে একবার সে গুলি করে নিজেকে' — ঘটনাটা স্মরণ করে ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল বৃদ্ধার; 'হ্যাঁ, এমন নারীর যেভাবে শেষ হবার কথা সেইভাবেই তারও শেষ হয়েছে। এমনকি যে মৃত্যুটা সে বেছে নেয়, সেটা পর্যন্ত হীন, কদর্য।'

'বিচারের ভার আমাদের নয়, কাউণ্টেস' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমি বুঝি আপনার পক্ষে কী কঠিন হয়েছিল।'

'আহ্, সে কথা আর বলবেন না! আমি ছিলাম আমার মহাল বাড়িতে। ও আসে আমার কাছে। একটা চিঠি এল, ও জবাব লিখে পাঠিয়ে দিলে। আমরা তখন জানতামই না যে সে এইখানে, স্টেশনে। সন্ধ্যায় আমি সবে শুতে গেছি, দাসী খবর দিলে যে স্টেশনে একজন মহিলা ট্রেনের তলে

ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেমন যেন বজ্রাঘাত হল! বুঝতে পরছিলাম এ সেই-ই। প্রথম যা বললাম, সেটা — ওকে যেন না বলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব বলা হয়ে গেছে। তার কোচোয়ান সেখানে ছিল। সব ও দেখেছে। আমি যখন ছুটে গেলাম তার ঘরে, ও আর তখন স্বমূর্তিতে নেই — দেখে ভয় হয়। একটা কথাও না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেখানে। কী সেখানে হয়েছিল জানি না, লোকেরা ওকে নিয়ে এল একেবারে যেন মরা। আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ডাক্তার বললে সম্পূর্ণ হতবল। তারপর শুরু হল প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি। আহ্, বলার আর কী আছে!' হাতের ঝটকা মেরে বললেন কাউণ্টেস; 'সাংঘাতিক সময়! না, যাই বলুন, বদ নারী। কী এই মরিয়া কামাবেগ! নিজেকে অসাধারণ বলে দেখানো। তাই দেখালে। ধ্বংস করলে নিজেকে, আর দুটি চমৎকার মানুষকে — নিজের স্বামী আর আমার অভাগা ছেলেটিকে।'

'স্বামী আছে কেমন?' জিগ্যেস করলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'উনি আন্নার মেয়েটিকে নিয়েছেন। প্রথম দিকে আমার আলেক্সেই রাজি হয়ে যায় সবকিছুতেই। কিন্তু এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে, নিজের মেয়েটিকে তো দিয়ে দিয়েছে পরকে। কিন্তু কথা ফেরত নিতে ও পারে না। অন্ত্যেষ্টিতে কারেনিন এসেছিলেন। কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যাতে দুজনের দেখা না হয়। তাঁর পক্ষে, স্বামীর পক্ষে এই বরং ভালো। আন্না ওঁকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার বেচারা ছেলেটি সব দিয়েছিলে তাকে। তার জন্যে ও ত্যাগ করে সবকিছু — কেরিয়ার, আমাকে, অথচ সে একটুও মায়া করলে না, ইচ্ছে করে ওকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়লে। না, যাই বলুন, তার মৃত্যুটাই হল ধর্মহীনা দুরাত্মা নারীর মৃত্যু। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার ছেলের সর্বনাশ দেখে তার স্মৃতিকে আমি ঘৃণা না করে পারি না।'

'এখন কেমন আছে ও?'

'ঈশ্বর সাহায্য করেছেন আমাদের — সার্বিয়ার এই যুদ্ধটা। আমি বুড়ি মানুষ, এ ব্যাপারের কিছুই বুঝি না, কিন্তু ওর জন্যে এই যুদ্ধটা পাঠিয়েছেন ভগবান। মা হিশেবে বলাই বাহুল্য ভয় পাই আমি; প্রধান কথা শুনছি নাকি ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg.* কিন্তু

* পিটার্সবুর্গে এটাকে বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে (ফরাসি)।

কী করা যাবে! শুধু এই জিনিসটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে তাকে। ইয়াশ্‌ভিন — ওর বন্ধু, জুয়ায় সব হেরেছে, সার্বিয়ায় যাবে ঠিক করে। ও আসে আলেক্‌সেইয়ের কাছে, ওকেও বুঝিয়ে রাজি করায়। এখন এই নিয়ে মেতে উঠেছে সে — আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন দয়া করে, আমি ওকে অন্যদিকে ফেরাতে চাই। ভারি ও মনমরা। তার ওপর আরো বিপদ — দাঁত ব্যথা করছে। আপনাকে দেখলে খুবই সে খুশি হবে। ওর সঙ্গে কথা বলুন। ও হাঁটছে অন্য দিকে।'

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন যে তিনি কথা বলতে পেরে খুশিই হবেন এবং ট্রেনের উল্টো দিকে চলে গেলেন।

॥ ৫ ॥

প্ল্যাটফর্মের ওপর স্তূপাকৃতি বস্তাগুলো থেকে যে তীর্যক সান্ধ্য ছায়া এসে পড়েছিল, সেখানে লম্বা ওভারকোট আর নরম টুপিপরিহিত ভ্রন্‌স্কি পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো পায়চারি করছিলেন — বিশ পা এগিয়ে আবার ঝট করে ফিরছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতে সের্গেই ইভানোভিচের মনে হল ভ্রন্‌স্কি তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিন্তু ভান করছেন যে দেখেন নি। তাতে কিছু এসে যায় না সের্গেই ইভানোভিচের, ভ্রন্‌স্কির প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের ঊর্ধ্বে তিনি।

এই মুহূর্তে সের্গেই ইভানোভিচের চোখে ভ্রন্‌স্কি হলেন বিপুল এক সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, তাঁকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা নিজের কর্তব্য বলে ধরেছিলেন তিনি। গেলেন ভ্রন্‌স্কির কাছে।

ভ্রন্‌স্কি থামলেন, সের্গেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন তাঁকে, তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে করমর্দন করলেন।

'সম্ভবত আমার সঙ্গে দেখা হোক, এটা আপনি চান নি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'কিন্তু আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি না কি?'

'এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে এত কম অপ্রীতিকর মনে হবে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'মাপ করবেন। আমার জীবনে প্রীতিকর আর কিছু নেই।'

'আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি চাইছিলাম আপনার কাজে লাগতে'— ভ্রন্স্কির সুস্পষ্ট বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; 'রিস্তিচ কি মিলানের কাছে একটা চিঠি দেব কি আপনার জন্যে?'

'আজ্ঞে না!' যেন কষ্ট করে কথাটার মানে ধরতে পেরে বললেন ভ্রন্স্কি, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আসুন, হাঁটা যাক। ওয়াগনের ভেতরে বড়ো গুমোট। চিঠি? না, ধন্যবাদ আপনাকে; মরবার জন্যে কোনো সুপারিশ পত্র লাগে না। হয়ত তুর্কীদের কাছে...' ভ্রন্স্কি বললেন শুধু মুখ দিয়ে হেসে, চোখে রয়েই গেল ক্রুদ্ধ-আর্ত ভাবটা।

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে তো আপনাকে যেতেই হবে, সেটা সহজ হয় যদি লোকটা তৈরি থাকে। তবে আপনার যা অভিরুচি। আপনার সংকল্পের কথা শুনে খুবই আনন্দ হয়েছিল আমার। স্বেচ্ছাসৈনিকদের এত সমালোচনা হচ্ছে যে আপনার মতো লোক তাতে যোগ দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাই বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

ভ্রন্স্কি বললেন, 'মানুষ হিশেবে আমি এই জন্যে ভালো যে নিজের জীবনের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আর আক্রমণে যাওয়া, খুন করা বা হওয়ার মতো দৈহিক উদ্যম আমার যথেষ্ট — এটা আমি জানি। নিজের জীবন দান করার মতো একটা উপলক্ষ আছে বলে আমি খুশি। এ জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু নয়, আমার কাছে তা ঘৃণ্য। কারো হয়ত আমার জীবনে প্রয়োজন থাকতে পারে' — দাঁতের ক্ষান্তিহীন ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি মুখ বিকৃত করলেন, তাঁর উক্তিতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, ব্যথাটার দরুন তা পেরে উঠছিলেন না।

'আপনি নবজন্ম লাভ করবেন, এই আমি বলে রাখছি' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন মর্মস্পৃষ্ট হয়ে; 'জোয়াল থেকে নিজের ভাইদের মুক্তি এমন একটা লক্ষ্য যার জন্যে মৃত্যু ও জীবন দুই-ই বরণীয়। ভগবান আপনাকে বাইরের সাফল্য আর অন্তরের শান্তি দিন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে সজোরে চাপ দিলেন ভ্রন্স্কি।

'হ্যাঁ, অস্ত্র হিশেবে আমি কোনো কাজে লাগতে পারি। কিন্তু মানুষ হিশেবে আমি — বিধ্বস্ত' — থেমে থেমে তিনি বললেন।

শক্ত দাঁতের টনটনে ব্যথা মুখ লালায় ভরে তুলে কথা কইতে বাধা দিচ্ছিল। রেল লাইনের ওপর ধীরে ধীরে মসৃণভাবে গড়িয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চাকার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

হঠাৎ অন্য একটা জিনিস, যন্ত্রণা নয়, ভেতরকার একটা কষ্টকর অস্বস্তি মুহূর্তের জন্য তাঁকে ভুলিয়ে দিলে দাঁতের ব্যথা। লোকোমোটিভ আর রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে যে পরিচিতের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন, মর্মান্তিক ঘটনাটার পর যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, তারই প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ আন্নাকে মনে পড়ে গেল তাঁর, মানে উন্মত্তের মতো স্টেশনের ব্যারাকে যখন তিনি ছুটে ঢোকেন, তখন যেটুকু অবশিষ্ট ছিল আন্নার, সেইটে: ব্যারাকের টেবিলের ওপর নির্লজ্জের মতো পরের দৃষ্টির সামনে শায়িত রক্তাক্ত দেহ যা কিছু আগেও ভরপুর ছিল জীবনে; অক্ষত মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন কেশগুচ্ছ, রগের কাছে কোঁকড়ানো চুল, অপরূপ আননে আধখোলা লাল মুখে ঠোঁটের কাছে করুণ আর বুজিয়ে-না-দেওয়া চোখে স্থির হয়ে যাওয়া সাংঘাতিক মুখভাব যেন সেই ভয়ংকর কথাটা বলছে — কলহের সময় ভ্রন্স্কিকে আন্না যা বলেছিলেন: অনুতাপ করতে হবে তাঁকে।

প্রথম বার, সেও রেল স্টেশনে, আন্নাকে যেমন দেখেছিলেন, সেই মূর্তিতে তাঁকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন ভ্রন্স্কি — রহস্যময়ী, অপরূপা, প্রেমদেবী, সুখের অন্বেষী ও তার ববদা, শেষ মুহূর্তটায় তাঁকে যেমন লেগেছিল, তেমন কঠোরা-প্রতিহিংসিকা নয়। তাঁর সঙ্গে সেরা মুহূর্তগুলো মনে করতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সে মুহূর্তগুলো বিষিয়ে গেছে চিরকালের মতো। সবার কাছেই যা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু অমোঘ অনুতাপের শাসানি কার্যকর করার বিজয়োল্লাসেই শুধু মনে পড়ল তাঁকে। দাঁতের ব্যথা আর টের পাচ্ছিলেন না তিনি, কান্নার দমকে বিকৃত হয়ে উঠল মুখ।

বস্তাগুলোর কাছ দিয়ে নীরবে দু'বার গিয়ে নিজেকে সংযত করে তিনি শান্তভাবে জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচকে:

'কালকের তারবার্তার পর আপনি আর কিছু পান নি? হ্যাঁ, তিনবার পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত সংঘর্ষ আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।'

আর মিলানকে রাজা ঘোষণা আর তা থেকে কী বিপুল ফলাফল সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করে দ্বিতীয় ঘণ্টির পর তাঁরা যে যাঁর ওয়াগনের দিকে চলে গেলেন।

॥ ৬ ॥

মস্কো থেকে ঠিক কখন বেরুতে পারবেন জানা না থাকায় সের্গেই ইভানোভিচ তাঁর জন্য লোক পাঠাতে বলে টেলিগ্রাম করেন নি ভাইকে। কাতাভাসোভ আর সের্গেই ইভানোভিচ যখন স্টেশনে একটা কাটখোট্টা গাড়ি ভাড়া করে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে কালো হয়ে বেলা বারোটায় পক্রোভ্স্কয়ে ভবনের গাড়ি-বারান্দায় পেঁছলেন, লেভিন বাড়ি ছিলেন না। অলিন্দে পিতা আর দিদির সঙ্গে বসে ছিল কিটি, ভাশুরকে চিনতে পেরে ছুটে সে নিচে নেমে এল।

'লজ্জা হয় না আপনার, একটা খবরও দিলেন না' — সের্গেই ইভানোভিচের করমর্দন করে তাঁর চুমু পাবার জন্য ললাট এগিয়ে দিয়ে বললে কিটি।

'চমৎকার চলে এসেছি আমরা, আপনাদেরও বিরক্ত করতে হল না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি এমন ধুলোমাখা যে ছুঁতে ভয় পাচ্ছি। অনেক কাজ ছিল, জানতাম না কখন ছাড়া পাব।' তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আর আপনারা সেই আগের মতোই স্রোতের বাইরে নিজেদের শান্ত খাঁড়িতে উপভোগ করছেন শান্ত সুখ। ইনি আমাদের বন্ধু ফিওদর ভাসিলিচ, শেষ পর্যন্ত সময় করে এলেন যা হোক।'

'না, আমি কৃষ্ণকায় নই, গা ধুলেই হয়ে যাব মানুষ' — নিজের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সুরে কিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন কাতাভাসোভ। মুখ নোংরা থাকায় খুবই ঝকঝক করে উঠল তাঁর দাঁত।

'কস্তিয়া ভারি খুশি হবে। গেছে খামার বাড়িতে। এখনই তো এসে পড়ার কথা।'

'সেই কৃষিকর্ম নিয়েই আছে। ঠিক এই খাঁড়িতেই' — কাতাভাসোভ বললেন, 'আর শহরে আমরা সার্বীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা আমার বন্ধুবর কী ভাবছে এ নিয়ে? নিশ্চয় জনমনিষ্যি যা ভাবে তেমন নয়।'

'হ্যাঁ, ওই এমনি, মানে, সব লোকের মতোই' — খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে কিটি বললে, 'তাহলে আমি ওকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। বাবাও আমাদের এখানে আছেন। উনি সম্প্রতি ফিরেছেন বিদেশ থেকে।'

লেভিনের জন্য লোক পাঠিয়ে, ধুলিধূসর অতিথিদের হাত-মুখ

ধোয়া, একজনকে স্টাডিতে, অন্যজনকে ডল্লির বড়ো ঘরটায় তোলা এবং তাঁদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে কিটি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে উঠল ঝুল-বারান্দায়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এ অধিকারটা থেকে বঞ্চিত ছিল সে।

বললে, 'এঁরা সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ, প্রফেসার।'

'ওই, এই গরমে বরদাস্ত হবে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা, সুন্দর মিষ্টি লোক উনি, কস্তিয়াও ওঁকে খুব পছন্দ করে'— পিতার মুখে উপহাসের একটা ভাব লক্ষ করে হেসে কিটি তাঁকে যেন বললে মিনতি করে।

'আমাকে নিয়ে ভাবনা নেই।'

'শোনো লক্ষ্মিটি, ওঁদের কাছে যাও তুমি' — দিদিকে বললে কিটি, 'ওঁদের নিয়ে থাকো। স্টেশনে ওঁরা স্তিভাকে দেখেছেন, ভালো আছে সে। আমি চললাম মিতিয়ার কাছে। কী যে হয়েছে, চায়ের পর থেকে ওকে দুধ দিই নি। এখন জেগে উঠেছে, নিশ্চয় কাঁদছে' — স্তনে দুধের সঞ্চার টের পেয়ে দ্রুত পায়ে সে চলে গেল শিশুকক্ষে।

এবং সত্যিই, কিটি শুধু অনুমান করেছিল তাই নয় (শিশুর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি তখনো), নিজের বুকে দুধের স্ফীতি থেকে সে নিশ্চিতই জানত যে শিশুটির পেট খালি।

শিশুকক্ষের কাছে আসার আগেই সে জানত যে ছেলেটি কাঁদছে। আর সত্যিই কাঁদছিল সে। তার গলা শুনতে পেয়ে গতি বাড়াল কিটি। কিন্তু যত দ্রুত সে যাচ্ছিল, ততই সে কাঁদছিল জোরে জোরে। কণ্ঠস্বর সুন্দর, সুস্থ, শুধু ক্ষুধার্ত ও অধীর।

'অনেকখন ধরে, ধাই-মা, অনেকখন ধরে?' চেয়ারে বসে দুধ দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কিটি বললে হড়বড় করে। 'আহ্, দিন-না আমায় তাড়াতাড়ি, ইস, বড়ো ধীর আপনি, টুপির ফিতেটা পরেই নয় বাঁধতেন!'

ক্ষুধার্ত চিৎকারে ঝটকা দিলে শিশু।

'অমন করতে নেই যে মা' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা, প্রায় সবসময় তিনি এখন কাটান শিশুকক্ষেই, 'ওকে ঠিকমতো গুছিয়ে তো দিতে হবে। হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব' — মায়ের দিকে কোনো মন না দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন শিশুটির উদ্দেশে।

মায়ের কাছে মিতিয়াকে এনে দিলে ধাই-মা। স্নেহকোমল মুখে আগাফিয়া মিখাইলোভনাও এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'চিনতে পারছে। ভগবানের দিব্যি, বৌমা কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, চিনতে পেরেছে আমায়!' শিশুর চিৎকারের ওপর গলা চড়িয়ে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

কিন্তু কিটি তাঁর কথা শুনছিল না। শিশুটির অধৈর্যের মতো বেড়ে উঠছিল তারও অধৈর্য।

অধৈর্যের ফলে ব্যাপারটা অনেকখন উৎরাচ্ছিল না। যা দরকার সেটা না ধরতে পেরে রেগে উঠছিল শিশুটি। অবশেষে স্তন্যপানের ব্যর্থতায় রুদ্ধশ্বাস মরিয়া চিৎকারের পর সড়গড় হল ব্যাপারটা। মা আর ছেলে দু'জনেই একই সঙ্গে সুস্থির হয়ে চুপ করে গেল।

'আহা বেচারি, ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে' — শিশুর গা হাতড়ে ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'কেন আপনি ভাবছেন যে ও চিনতে পারছে?' টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা, কিটির যা মনে হয়েছিল, দুষ্টু দুষ্টু চোখ, সমান তালে ফুলে ফুলে ওঠা গাল আর গোলাপী তালু নিয়ে যে হাতটা শূন্যে বৃত্ত রচনা করছিল তার দিকে কটাক্ষে চেয়ে যোগ দিল সে।

'হতে পারে না' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিনেছে বলায় কিটি বললে হেসে, 'কাউকে যদি চিনতে পারে তাহলে আমাকেই চিনত আগে।'

কিটি হাসলে, কেননা যদিও সে বলছিল যে চেনা সম্ভব নয়, তাহলেও তার প্রাণ বলছিল যে তার মিতিয়া শুধু আগাফিয়া মিখাইলোভনাকেই চিনতে পারে তাই নয়, সবকিছু ও জানে আর বোঝে। এবং সে জানে আর বোঝে এমন অনেককিছু যা আর কেউ জানে না, এবং কিটি তা জেনেছে, বুঝতে শুরু করেছে শুধু ওরই কল্যাণে। আগাফিয়া মিখাইলোভনা, ধাই-মা, দাদু, এমনকি পিতার কাছেও মিতিয়া শুধু একটি জীবন্ত সত্তা যা কেবল বৈষয়িক পরিচর্যা দাবি করে; কিন্তু মায়ের কাছে সে অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটি নৈতিক সত্তা, যার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের একটা গোটা ইতিহাস জড়িত।

'বেশ, ও যখন উঠবে, ভগবান দেন তো নিজেই দেখতে পাবেন। আমি যদি এমনি করি, অমনি সে জেগে উঠবে, সোনা আমার, এমন জ্বলজ্বল করে উঠবে যেন রোদঝলমল দিনটি' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'বেশ, বেশ, তখন দেখা যাবে' — ফিসফিসিয়ে কিটি বললে, 'এখন যান, ও ঘুমিয়ে পড়ছে।'

॥ ৭ ॥

পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা; ধাই-মা পর্দা নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ার নেটের ভেতর ঢুকে পড়া মাছিগুলো আর জানলার শার্সিতে ঝটপট করা ভীমরুলটাকে ভাগিয়ে দিয়ে বসলে, বার্চ গাছের একটা শুকনো পল্লব দিয়ে হাওয়া করতে লাগল মা আর ছেলেকে।

বললে, 'গরম বাপু, কী গরম! ভগবান যদি এক পশলা বৃষ্টিও দিতেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্-শ্-শ্...' সামান্য জবাব দিয়ে শিশুকে মৃদু দোলাতে দোলাতে, কব্জির কাছে যেন সুতোয় টানা নাদুসনুদুস যে হাতখানা সে কখনো চোখ মেলে কখনো বুজে সামান্য দোলাচ্ছিল সেটাকে সস্নেহে চেপে ধরছিল কিটি। হাতটায় অস্থির লাগছিল কিটির; ইচ্ছে হচ্ছিল তাতে চুমু খায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল পাছে জেগে যায় যদি। শেষ পর্যন্ত হাতটার নড়নচড়ন থেমে গেল, মুদে এল চোখ। শুধু মাঝে মধ্যে ছেলেটা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, লম্বা লম্বা বাঁকা আঁখিপল্লব কিছুটা তুলে যে চোখ মেলে সে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল, অন্ধকারে তা মনে হচ্ছিল কালো আর সজল। ধাই-মা হাওয়া করা বন্ধ করে ঢুলতে লাগল। ওপর থেকে ভেসে এল বৃদ্ধ প্রিন্সের গুরুগুরু কণ্ঠস্বর আর কাতাভাসোভের হাসির শব্দ।

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই এদের আলাপ জমে উঠেছে' — কিটি ভাবলে; 'তাহলেও দুঃখের কথা যে কস্তিয়া নেই। নিশ্চয় ফের গেছে মক্ষিশালায়। ওখানে সে যে ঘন ঘন যায়, তাতে মন খরাপ লাগলেও আমি খুশি। অন্য ব্যাপার থেকে এতে মন গেছে ওর। এখন সে বসন্ত কালের চেয়ে অনেক ভালো, হাসিখুশি। তখন সে হয়ে ওঠে এমন মনমরা, এমন কষ্ট পাচ্ছিল যে ওর জন্যে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী মজার লোক বাপু' — হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

সে জানত কীসে কষ্ট পাচ্ছিলেন তার স্বামী। এটা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস নিয়ে। কিটির কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে তিনি ভবিষ্যতে ধ্বংস পাবেন বলে সে মনে করে কিনা, তাহলে তাকে সায় দিতেই হত যে হ্যাঁ, ধ্বংস পাবেন। তাঁর অবিশ্বাসে অসুখী হয় নি কিটি; এবং অবিশ্বাসীর যে মোক্ষলাভ হতে পারে না,

সেটা মানলেও স্বামীর অন্তরটাকে দুনিয়ায় সবকিছুর চেয়ে ভালোবাসায় সে তাঁর অবিশ্বাসের কথা ভেবেছিল হাসি নিয়ে, মনে মনে বলেছিল তিনি মজার লোক।

'সারা বছর ধরে দর্শনের বইগুলো সে পড়ছে কেন?' কিটি ভাবলে, 'এ সব বইয়ে সবই যদি লিখে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ওর আয়ত্ত হয়ে যাবার কথা। আর তাতে যদি অসত্য থাকে, তাহলে কী দরকার পড়ার? নিজেই সে তো বলেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সে চায়। তাহলে কেন বিশ্বাস করছে না? অনেক ভাবে বলেই কি? আর ভাবা সম্ভব কেবল একলা থাকলে। কেবলি একা, একা। আমাদের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা অতিথিদের ওর ভালো লাগবে, বিশেষ করে কাতাভাসোভকে। ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে সে ভালোবাসে' — ভাবলে সে আর তক্ষুনি চিন্তাটা সরে গেল কাতাভাসোভের শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা ভালো, সেই প্রশ্নে, — আলাদা নাকি সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে একত্রে। অমনি এমন একটা ভাবনা এসে গেল যাতে চমকে উঠল সে, এমনকি মিতিয়াকেও ত্রস্ত করে তুলল। এতে চোখ খুলে সে কড়া চাউনিতে তাকাল কিটির দিকে। 'মনে হচ্ছে ধোপানি এখনো বিছানার চাদর-টাদরগুলো দিয়ে যায় নি, আর অতিথিদের সমস্ত চাদরই ব্যবহৃত হচ্ছে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বলে না রাখলে তিনি হয়ত ব্যবহৃত চাদরই দিয়ে বসবেন সের্গেই ইভানোভিচকে' — এ ভাবতেই মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল তার।

'হ্যাঁ, বলে রাখব' — এই ভেবে সে ফিরল আগের চিন্তায় এবং তার মনে পড়ল গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কী একটা ব্যাপার পুরো ভেবে দেখা হয় নি, সেটা কী মনে করার চেষ্টা করল সে। 'হ্যাঁ, কস্তিয়া অবিশ্বাসী'— মনে পড়তেই আবার মুখে তার হাসি ফুটল।

'নয় অধার্মিক! মাদাম শ্টাল অথবা তখন আমি বিদেশে থাকতে যা হতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বরং এমনিই থাক বরাবর। না, ও ভান করবে না কখনো।'

তাঁর সদাশয়তার আরেকটা দিক সম্প্রতি যা লক্ষ করেছে কিটি সেটা মনে পড়ল তার। দুসপ্তাহ আগে স্তেপান আর্কাদিচের কাছ থেকে একটা অনুতপ্ত চিঠি পান ডল্লি। তাতে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য ডল্লির মহাল বেচে তাঁর সম্মান বাঁচানোর মিনতি করেছেন তাঁকে। ডল্লি একেবারে

হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঘেন্না হয়েছিল স্বামীর ওপর, রাগ হয়েছিল, মায়াও হচ্ছিল, ভেবেছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, না করে দেবেন, তবে শেষ পর্যন্ত মহালের একাংশ বিক্রি করতে রাজি হলেন। অগোচরে মন ভিজে ওঠা হাসিতে কিটির মনে পড়ল তার নিজের স্বামী তখন পড়েছিলেন কী হতভম্ব অবস্থায়, তাঁর মনে যে চিন্তাটা ছিল, কিটির কাছে কতবার সেটা পাড়তে গেছেন আনাড়ির মতো, শেষ পর্যন্ত ডল্লির অভিমানে আঘাত না দিয়ে তাঁকে সাহায্যের একমাত্র উপায় হিশেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিটি তার নিজের অংশটা বিক্রি করে দিক। আগে এটা কিটির খেয়াল হয় নি।

'কী সে অধার্মিক? কাউকে, এমনকি শিশুকেও যেন দুঃখ না দিতে হয় তার জন্যে এত তার উৎকণ্ঠা! নিজের জন্যে কিছু নয়, সবই পরের জন্যে। সের্গেই ইভানোভিচ তো মনেই করেন যে কস্তিয়ার কর্তব্য হল তাঁর গোমস্তা হওয়া। ওর দিদিও তাই। এখন ডল্লি তার ছেলেপিলে নিয়ে ওরই আশ্রয়ে। আর এই সব চাষী রোজই আসে তার কাছে, যেন ওদের উপকার করতে সে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, শুধু তোর বাপের মতো হবি, শুধু ওর মতো' — এই বলে, ছেলের গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে মিতিয়াকে ধাই-মার কাছে দিল কিটি।

॥ ৮ ॥

তাঁর আদরের দাদাকে মরতে দেখার মুহূর্ত থেকে, লেভিনের মতে তাঁর বিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের যে সমস্ত বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করেছিল যেসকল নতুন প্রত্যয়, তার ভেতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নটাকে প্রথমবার দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল মরণে ততটা নয়, জীবনেই, কোত্থেকে তা এল, কোন লক্ষ্যে, কেন, জীবনটাই বা কী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায়। দেহসত্তা, তার বিনাশ, বস্তুর অক্ষয়তা, শক্তির নিত্যতার নিয়ম, বিকাশ — এই সব কথাই তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসের স্থান নিয়েছিল। কথাগুলি আর তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোধ মননের ক্ষেত্রে খুবই ভালো; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না, নিজেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল সেই লোকের মতো যে একটা মসলিন পোশাকের জন্য বিনিময় করেছে তার গরম ফারকোট আর হিমে প্রথম

বেরিয়েই কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না রেখে নিজের গোটা শরীর দিয়েই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে নগ্ন, যন্ত্রণাকর অমোঘ মৃত্যু তার শিরোধার্য।

সেই মুহূর্ত থেকে, নিজে সচেতন না হয়ে আগের মতো জীবন কাটালেও নিজের অজ্ঞানতায় এই ভয়টা অনুভব না করে লেভিন পারতেন না।

তা ছাড়া তিনি ঝাপসাভাবে টের পেতেন, যেগুলিকে তিনি প্রত্যয় বলেছেন, সেগুলি শুধু অজ্ঞানতাই নয়, এগুলি এমন একটা চিন্তাধারা যাতে তাঁর যা দরকার সে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

বিবাহের পর প্রথম সময়টায়, নতুন আনন্দ আর যেসব কর্তব্য তিনি স্বীকার করে নিচ্ছিলেন, সেগুলিতে এই সব ভাবনা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু স্ত্রীর প্রসবের পর মস্কোয় যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন বিনা কাজে, তখন থেকে লেভিনের কাছে ঘন ঘন, একাগ্র একটা প্রশ্ন উত্তর দাবি করেছে।

তাঁর কাছে প্রশ্নটা এইরকম: 'আমার জীবনের প্রশ্নে খিস্টধর্ম যেসব উত্তর দেয়, তা যদি স্বীকার না করি, তাহলে কোন উত্তর আমি মানব?' এবং তাঁর প্রতীতির অস্ত্রাগারে শুধু উত্তর নয়, উত্তর গোছের কিছু একটাও তিনি খুঁজে পেলেন না।

তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খেলনা আর বন্দুকের দোকানে খাবার কিনতে যাওয়া লোকের মতো।

আপনা থেকে, নিজের অগোচরে তিনি এখন প্রতিটি বই, প্রতিটি আলাপ, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে খুঁজছিলেন এই সব সমস্যা সম্পর্কে কী তাদের মনোভাব, কী তাদের সমাধান।

এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে অবাক লাগছিল, পীড়িত বোধ হচ্ছিল এই দেখে যে তাঁর মহল ও বয়সের অধিকাংশ লোকে ওঁরই মতো আগেকার বিশ্বাস বর্জন করে, ওঁরই মতো নতুন প্রত্যয় গ্রহণ করলেও এতে কোনো সর্বনাশ দেখছেন না, খুবই তুষ্ট আর শান্ত তাঁরা। তাই প্রধান প্রশ্নটা ছাড়াও অন্যান্য প্রশ্নও লেভিনকে জ্বালাচ্ছিল: 'এই লোকগুলি কি অকপট? ভান করছে না তারা? নাকি যেসব প্রশ্নে তিনি ভাবিত তাতে বিজ্ঞান যে উত্তর দেয় সেটা ওরা তাঁর চেয়ে অন্যরকমভাবে পরিষ্কার করে বোঝে?' আর এই সব লোকের মতামত, যেসব বইয়ে তার উত্তর আছে, সেগুলি সযত্নে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করার পর থেকে তিনি একটা জিনিস দেখলেন যে নিজের তারুণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধুবান্ধবদের কথা স্মরণ করে তিনি যে ধরে নিয়েছিলেন ধর্মের কাল ফুরিয়েছে, তা আর নেই, সেটা ভুল। তাঁর জীবনে যত ভালো লোক আর আপনজন তিনি দেখেছেন, সবাই ধর্মবিশ্বাসী। বৃদ্ধ প্রিন্স, তাঁর যে অত অনুরাগী সেই ল্‌ভভ, সের্গেই ইভানিচ, সমস্ত নারীই — সবাই ধর্মপ্রাণা, তিনি বাল্যকালে যেরকম বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্ত্রীও তেমনি বিশ্বাসী। শতকরা নিরানব্বুই জন রুশী, যে চাষীদের জীবন তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান জাগিয়েছে, তারা সবাই খ্রিস্টবিশ্বাসী।

অনেক বই পড়ার পর আরেকটা জিনিসে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেসব লোক মানেন, তার ভেতর অন্যকিছুর সন্ধান তাঁরা পান না, এবং যেসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়া তাঁর কাছে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেগুলো তাঁরা বিনা ব্যাখ্যায় নাকচ করে দিতেন, আর যাতে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়. উত্তর দিতেন তেমন সব প্রশ্নের: যেমন, জীবদেহের বিকাশ. অন্তরাত্মার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

তা ছাড়া স্ত্রীর প্রসবকালে আরো একটা আশ্চর্য জিনিস তাঁর ঘটেছিল। অধার্মিক তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করেন আর যতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু সে মুহূর্তটা কেটে যেতেই তিনি তখনকার এই ভাবাবেগকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।

তখন তিনি সত্য জেনেছিলেন আর এখন ভুল করছেন, এ কথা তিনি মানতে পারেন নি, কেননা শান্তচিত্তে এটা ভাবতে গেলেই সব ছত্রাকার হয়ে যায়; আবার তখন তিনি ভুল করেছিলেন এটাও মানতে পারেন নি, কেননা তখনকার আত্মিক দশা তাঁর কাছে ছিল মূল্যবান, সেটাকে দুর্বলতা বলে মানলে সে মুহূর্তগুলোর অপমান করা হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক যন্ত্রণাকর দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন তিনি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করেন তাঁর সমস্ত চিত্তশক্তি।

॥ ৯ ॥

এই সব চিন্তায় তিনি কখনো অল্প, কখনো বেশি কষ্ট পেতেন, কিন্তু চিন্তাগুলো কখনো ছেড়ে যেত না তাঁকে। বই পড়তেন তিনি, ভাবতেন, আর

যত পড়তেন আর ভাবতেন, ততই অনুভব করতেন যে তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে।

ইদানীং মস্কোয় থাকাকালে এবং গ্রামে বস্তুবাদে তিনি তার উত্তর খুঁজে পাবেন না বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ফের পড়েন প্লেটো, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট, শেলিঙ, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, অর্থাৎ সেই সব দার্শনিকের রচনা যাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী ভিত্তিতে নয়।

যখন তিনি পড়তেন অথবা নিজেই অন্যান্য মতবাদ, বিশেষ করে বস্তুবাদ খন্ডনের যুক্তি ভেবে বার করতেন, তখন চিন্তাগুলো তাঁর কাছে মনে হত কার্যকরী; কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসা তিনি বইয়ে পড়ে অথবা নিজে ভেবে বার করার পর দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার। আত্মা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা, সার প্রভৃতি অস্পষ্ট শব্দগুলোর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসরণ করে দার্শনিকদের অথবা তাঁর নিজেরই পাতা এই সব শব্দের ফাঁদে তিনি যখন ইচ্ছে করে ধরা দিতেন, তখন কিছু একটা যেন বুঝতে শুরু করছেন বলে মনে হত। কিন্তু নির্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করে ভেবে যাতে তিনি সন্তোষ লাভ করেছিলেন, চিন্তার সেই কৃত্রিম ধারা ভুলে গিয়ে জীবন থেকে তাতে ফেরা মাত্র কৃত্রিম এই সব গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত আর পরিষ্কার হয়ে উঠত যে বুদ্ধি ছাড়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অন্যকিছুর ওপর যা নির্ভরশীল নয় তেমন সব শব্দেরই পুনর্বিন্যাস থেকে গড়ে উঠেছিল গঠনগুলি।

একবার শোপেনহাওয়ার পড়ার সময় তিনি তাঁর ইচ্ছা'র স্থানে প্রেম শব্দটি বসান এবং এই নতুন দর্শন ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত দিন দুয়েক তাঁকে তা সান্ত্বনা দিয়েছিল; কিন্তু পরে জীবন থেকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র তাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়, দেখা গেল সেটা শীতে মসলিন পোশাকের মতো অকেজো।

দাদা সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে খোমিয়াকভের আধ্যাত্মিক রচনাবলি পড়ার পরামর্শ দেন। লেভিন খোমিয়াকভের দ্বিতীয় খন্ড পড়লেন এবং তাঁর তার্কিক, মার্জিত, সুরসিক চাল তাঁকে প্রথমটা বিরূপ করে তুললেও গির্জা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তাঁকে অভিভূত করল। প্রথমে তাঁকে অভিভূত করল এই ভাবনা যে ঐশ্বরিক সত্য মানুষের লভ্য নয়। লভ্য প্রেমে সম্মিলিত নির্দিষ্ট একদল মানুষের, যথা গির্জার কাছে। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে বিদ্যমান, সক্রিয় যে গির্জাগুলি সবরকম বিশ্বাসের লোক

নিয়ে চলছে, যার শীর্ষে ঈশ্বর, সুতরাং যা পবিত্র, নিষ্পাপ, তাতে বিশ্বাস রাখা কত সহজ; সুদূরে তুরীয় এক ঈশ্বর, ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি ইত্যাদি দিয়ে শুরু না করে এই গির্জার কাছ থেকেই ঈশ্বর, সৃষ্টি, পতন, পাপমোচনে বিশ্বাস লাভ করে এগুনো সম্ভব। কিন্তু পরে ক্যাথলিক লেখক রচিত গির্জার ইতিহাস আর রুশী সনাতনী লেখকের গির্জার ইতিহাস পড়ে এবং মর্মার্থের দিক থেকে অকল্মষ দুটি গির্জাই পরস্পরকে খণ্ডন করছে দেখে তিনি খোমিয়াকভের গির্জা মতবাদেও বিশ্বাস হারালেন এবং দার্শনিক ইমারতটার মতো এটাও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সারা এই বসন্তটা তিনি আত্মস্থ ছিলেন না, দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন।

'কে আমি, কেন আমি এখানে, তা জানা না থাকলে বাঁচা চলে না। আর জানতে আমি পারছি না, সুতরাং বাঁচা চলে না আমার' — মনে মনে ভাবতেন লেভিন।

'অনন্ত কালে, অনন্ত বস্তুপিণ্ডে, অনন্ত শূন্যদেশে জেগে উঠল জীবসত্তার বুদ্বুদ, কিছুক্ষণ টিকে থেকে তা ফেটে যাবে, আর সে বুদ্বুদ আমি।'

এ সিদ্ধান্তটা যন্ত্রণাকর একটা অসত্য, কিন্তু এই নিয়ে যুগযুগের মানবিক চিন্তার শেষ ও একমাত্র পরিণাম এইটেই।

এ শেষ বিশ্বাসটার ওপর গড়ে উঠেছে মানবিক চিন্তার অন্বেষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু, এটা ছিল আধিপত্যকারী প্রত্যয়, অন্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে যতই হোক এটা ছিল বেশি পরিষ্কার, আর অজ্ঞাতসারে, কখন, কেমন করে নিজেই না জেনে লেভিন এইটেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু এটা শুধু অসত্য ছিল তাই নয়, এটা ছিল কী একটা অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, এমন একটা অশুভ, বিরক্তি জাগানো শক্তি, যার কাছে নতিস্বীকার করা চলে না।

এ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর সে উদ্ধার সকলেরই আয়ত্তে। অশুভের ওপর এই নির্ভরশীলতা ছিন্ন করা দরকার। আর তার একটাই উপায় — মৃত্যু।

এবং বিবাহে সুখী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ লেভিন বার কয়েক আত্মহত্যার এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে দড়িগুলো সব লুকিয়ে রাখতে লাগলেন, যাতে গলায় ফাঁস না দিতে হয়, ভয় পেতেন বন্দুক নিয়ে চলতে, পাছে নিজেকে গুলি করে বসেন।

কিন্তু লেভিন নিজেকে গুলিও করলেন না, দড়িও দিলেন না গলায়। বেঁচেই থাকতে লাগলেন।

॥ ১০ ॥

কে তিনি, কেন তিনি বেঁচে আছেন, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেভিন কোনো উত্তর পেতেন না, হতাশ হয়ে উঠতেন; কিন্তু এ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা যখন তিনি বন্ধ করতেন, তখন মনে হত যেন তাঁর জানা আছে কে তিনি, কেন তিনি বেঁচে আছেন, কেননা দৃঢ়ভাবে সুনির্দিষ্ট কাজ করে তিনি বেঁচে থাকছিলেন; ইদানীং তিনি খাটছেন এমনকি আগের চেয়েও সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ়ভাবে।

জুনের গোড়ায় গ্রামে এসে তিনি ফেরেন তাঁর অভ্যস্ত ক্রিয়াকলাপে। কৃষিকর্ম, চাষী আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংসার দেখাশোনা, দিদি আর দাদার বিষয়-আশয়, স্ত্রী, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক, ছেলেটির জন্য যত্ন, আর এ বসন্তে মৌমাছি শিকারের যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাতেই খেয়ে যেত তাঁর গোটা সময়।

এই সব কাজে তিনি ব্যাপৃত থাকতেন এই জন্য নয় যে আগের মতো কোনো একটা সাধারণ নীতি দিয়ে তা সমর্থন করছিলেন নিজের কাছে; উল্টে বরং, এখন একদিকে সাধারণের উপকারার্থে তাঁর পূর্বেকার উদ্যোগগুলির নিষ্ফলতায় আশাভঙ্গ হয়ে এবং অন্যদিকে নিজের ভাবনা আর প্রচুর পরিমাণ যে কাজ চারিদিক থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছিল তাতে ব্যস্ত থেকে সাধারণ উপকারের সবরকম ভাবনা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন, এ কাজগুলোয় তিনি ব্যস্ত থাকতেন শুধু এই জন্য যে তিনি যা করছেন সেটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হত — অন্য কিছু পারেন না তিনি।

আগে (আর সেটা প্রায় শৈশব থেকে গোটা পূর্ণবয়স্কতা পর্যন্ত) যখন তিনি সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, রাশিয়ার জন্য, গোটা গ্রামের জন্য কিছু একটা মঙ্গল করার চেষ্টা করেন, তখন দেখেছেন যে এ নিয়ে ভাবনাটা বেশ সুখপ্রদ, কিন্তু কাজটা সর্বদাই হত বেখাপ্পা, ওটা অবশ্যই প্রয়োজন এমন পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যেত না, আর খাস যে কাজটা প্রথমে

অত বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল, তা কমতে কমতে মিলিয়ে যেত শূন্যে; বিবাহের পর এখন কিন্তু জীবনকে যখন তিনি ক্রমেই সংকুচিত করে আনছিলেন নিজের গণ্ডিতে, তখন নিজের কাজকর্মের ভাবনাটা তাঁকে সুখ না দিলেও এই নিশ্চয়তা অনুভব করতেন যে তাঁর কাজের প্রয়োজন আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগের চেয়ে কাজগুলো চলছে অনেক স্ফূর্তিতে, ক্রমেই বৃহদাকার হয়ে উঠছে তা।

এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না।

পিতা-পিতামহেরা যেভাবে দিন কাটিয়েছেন, শিক্ষার সেই পরিবেশে, ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করে যে পরিবারকে চলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। খিদে পেলে খাদ্য গ্রহণের মতো তা প্রয়োজন, আর তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমান প্রয়োজন ছিল পক্রোভ্স্কয়ের বিষয়কর্মটা এমনভাবে চালানো যাতে আয় হয়। এতেও সন্দেহ ছিল না যে ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে, বংশসূত্রে প্রাপ্ত জমিকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে হবে যে ছেলে তার উত্তরাধিকার পেয়ে তেমনিভাবে ধন্যবাদ জানাবে যেভাবে দাদুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেভিন, তিনি যা কিছু গড়েছেন, রোপণ করেছেন, তার জন্য। এর জন্য দরকার জমি খাজনায় বিলি না করা, দরকার নিজেই তা চষা, গরুবাছুর রাখা, জমিতে গোবর সার দেওয়া, বন বসানো।

সের্গেই ইভানোভিচ ও দিদির সম্পত্তি না দেখা, যেসব চাষী উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাজগুলো করে না দেওয়াও চলে না, যেমন চলে না কোলে ধরে রাখা শিশুকে ফেলে দেওয়া। সন্তানাদি সমেত আমন্ত্রিত শ্যালিকা এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে না কাটিয়েও চলত না।

এবং এই সবের সঙ্গে পাখি শিকার আর মক্ষিকা মৃগয়ার নতুন নেশাটা মেলায় ভরে উঠেছিল লেভিনের গোটা জীবন, ভাবতে গেলে যার কোনো অর্থ থাকত না তাঁর কাছে।

কিন্তু কী করতে হবে সেটা দৃঢ়ভাবে জানা ছাড়াও তিনি ঠিক তেমনি জানতেন কিভাবে এ সব করতে হবে, আর কোন কাজটা অন্যগুলোর চেয়ে জরুরি।

তিনি জানতেন যে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে যথাসম্ভব শস্তায়; কিন্তু আগেই তাদের মজুরির চেয়ে শস্তা টাকা দাদন দিয়ে খৎবন্দী করা চলবে না, যদিও সেটা খুবই লাভজনক। গবাদির খাবার ফুরিয়ে এলে চাষীদের কাছে খড় বেচা চলতে পারে, যদিও কষ্ট হয় তাদের জন্য। কিন্তু সরাইখানা আর পানশালায় বেশ আয় হলেও তা তুলে দিতে হবে। গাছ কাটার জন্য শাস্তি দিতে হবে যথাসম্ভব কড়া করে, কিন্তু গরু চরাবার জন্য জরিমানা নেওয়া চলে না; আর পাহারাদারদের খেদ বৃদ্ধি আর চাষীদের ভয় হ্রাস পেলেও চারণরত পশুদের আটকে রাখা চলে না।

মহাজনকে মাসে মাসে শতকরা দশ হারে সুদ দিচ্ছে পিওত্র, দেনাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাকে ধার দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীদের বকেয়া পড়া খালাসি খাজনা মাপ করা বা তা শুধবার মেয়াদ পেছিয়ে দেওয়া চলবে না। ঘেসো জমির সবটাই কাটা হয়েছে, এবং ঘাস বেচা হয়েছে লাভে, এটা দেখতে গোমস্তার অবহেলা করা চলবে না ঠিকই, কিন্তু যে আশি দেসিয়াতিনায় কচি বন লাগানো হয়েছে সেখানকার ঘাস কাটা বারণ। বাপ মারা গেছে বলে কাজের মরশুমে যে শ্রমিক বাড়ি চলে যায়, তার জন্য কষ্ট হলেও সেটা মাপ করা চলে না, একমাস কাজে অনুপস্থিতির দরুন টাকাটা কেটে রাখতে হবে তার পাওনা থেকে; ওদিকে বৃদ্ধ আর একেবারে অকর্মণ্যদের মাসোহারা না দেওয়াটা কিন্তু অনুচিত।

লেভিন এও জানতেন যে বাড়ি ফিরে প্রথমে যেতে হবে স্ত্রীর কাছে যে খানিকটা অসুস্থ; তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে চাষীরা তারা আরো খানিক অপেক্ষা করতে পারে। জানতেন যে মৌচাক বসাবার সমস্ত আনন্দ সত্ত্বেও কাজটা তিনি বুড়োকে দিয়ে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবেন, আর যে চাষীরা মক্ষিকালয়ে তাঁর পাত্তা পেল কথা কইবেন তাদের সঙ্গে।

ভালো করছেন কি খারাপ করছেন সেটা তিনি জানতেন না এবং এখন তা নিয়ে যুক্তিবিস্তার তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বা ভাবনাও এড়িয়ে যেতেন।

বিচার করতে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত তা স্থির করতে পারা হত মুশকিল। যখন তিনি কিছু না ভেবেচিন্তে শুধুই জীবনযাপন করতেন, প্রাণের মধ্যে তিনি এক অভ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি টের পেতেন যিনি ঠিক করে দিতেন আচরণের দুই

বিকল্পের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যেমন উচিত তেমন কিছু একটা না করলে তৎক্ষণাৎ টের পেতেন সেটা।

কে তিনি, কেন দুনিয়ায় দিন কাটাচ্ছেন তা না জেনে, জানার সম্ভাবনাটুকু না দেখতে পেয়ে বেঁচে থাকছিলেন তিনি, আর এ অজ্ঞেয়তা তাঁকে এত পীড়িত করত যে আত্মহত্যা করে বসবেন বলে ভয় পেতেন, অথচ সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট, সুনির্দিষ্ট জীবনপথ পেতে চলছিলেন।

॥ ১১ ॥

সের্গেই ইভানোভিচ যেদিন পক্রোভ্‌স্কয়েতে আসেন, লেভিনের কাছে সে দিনটা খুবই কষ্টকর।

কাজে তাড়া করার একটা জোর মরশুম তখন, শ্রমে আত্মদানের অসাধারণ একটা তীব্রতা দেখায় লোকে, যা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে দেখা যায় না, তাকে খুবই মূল্যবান বলে ধরা চলত যদি এই গুণগুলি যে লোকেরা প্রকটিত করছে তারা নিজেরাই তার কদর করত, যদি প্রতি বছর তার পুনরাবৃত্তি না ঘটত, যদি এই তীব্রতার পরিণাম না হত অমন সাধাসিধে।

রাই আর ওট শস্য কাটা, আঁটি বাঁধা, গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো, ঘেসো জমি পুরো ছাঁটা, পতিত জমিতে হাল দেওয়া, বীজ মাড়াই করা, শীতকালীন বপন — এ সবই মনে হবে সহজ, সাধারণ; কিন্তু এগুলি করে উঠতে পারার জন্য দরকার গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই যেন খাটে, আর এই তিন-চার সপ্তাহ খাটে যেন সচরাচরের চেয়ে তিনগুণ বেশি, শুধু ক্‌ভাস, কালো রুটি আর পেঁয়াজ খেয়ে যেন ঝাড়াই করে, মাড়াই করে, পাঁজ যেন বয়ে নিয়ে যায় রাতে, সারা দিনরাতে যেন না ঘুমোয় দু'তিন ঘণ্টার বেশি। এবং প্রতি বছর এই চলে সারা রাশিয়ায়।

জীবনের বেশির ভাগটা গ্রামে এবং কৃষকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকায় লেভিন টের পেতেন যে কাজের সময়ে এই সাধারণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যেও।

ভোরে তিনি যান প্রথম রাই বপন আর ওট গাদা করে নিয়ে যাওয়া দেখতে, স্ত্রী এবং শ্যালিকার শয্যাত্যাগ নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁদের সঙ্গে

কফি খান এবং ফের পায়ে হে'টে যান খামার বাড়িতে, যেখানে বীজ তৈরির জন্য বসানো একটি নতুন ঝাড়াই যন্ত্র চাল্ হবার কথা।

সারা দিনটা লেভিন গোমস্তা আর চাষীদের সঙ্গে কথা কইলেন, বাড়িতে স্ত্রী, ডল্লি, তাঁর ছেলেপিলে, শ্বশ্রের সঙ্গে কথা বলে নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও শ্ধ্ একটা কথাই ভাবছিলেন, সবকিছ্তে খ্‌ঁজছিলেন তাঁর এই প্রশ্নের সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ: 'কে আমি, কোথায় আমি, কেন আমি এখানে?'

শস্যাগার নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, সদ্য চাঁছা অ্যাস্পেন কড়ি আর তখনো পল্লব লেগে থাকা হাজেল ডালের চৌখ্পি পাতাগ্লো থেকে গন্ধ আসছে, এখানে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে লেভিন তাকালেন খোলা ফটক দিয়ে: সেখানে মাড়াই আঙিনা থেকে শ্কনো কটু ধ্লো দাপাদাপি করছে, খেলছে; তপ্ত রোদে জ্বলজ্বলে আঙিনার ঘাসের দিকে, গোলা থেকে সদ্য নিয়ে আসা তাজা খড়ের দিকে, ফুটকি-মাথা ধবলী-ব্ক যে চাতকগ্লো শিস দিয়ে সাঁ করে চালার নিচে উড়ে গিয়ে দোরের কাছে দপদপে সিল্য়েট রচনা করছিল তাদের দিকে, শস্যাগারের অন্ধকার আর ধ্লোর মধ্যে যে মান্ষগ্লো কাজ করছে তাদের দিকে চাইলেন আর অদ্ভুত একটা চিন্তা মনে এল তাঁর।

ভাবলেন, 'কেন এ সব করা হচ্ছে? কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের খাটাচ্ছি? কত যে ওদের চাড়, সবাই ওরা আমাকে তা দেখাবার জন্য অত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কী কারণে? ব্ড়ি মাত্রেনা (অগ্নিকাণ্ডে কড়ি খসে পড়ে তার ওপর, আমি তখন তার চিকিৎসা করি) কেন অত খাটছে' — শীর্ণ যে ব্দ্ধা আঁকশি দিয়ে দানা সরাতে সরাতে অসমান শক্ত মেঝের ওপর রোদপোড়া কালচে খালি পায়ে ছটফট করছিল তার দিকে চেয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তখন সে সেরে উঠেছিল; কিন্তু আজ না হোক, কাল না হোক, দশ বছরের মধ্যে গোর দেওয়া হবে ওকে, কিছ্ই তার থাকবে না, লাল স্কার্টে সাজগোজ করা ওই মেয়েরও না, যা থেকে থেকে অমন নিপ্ণ নরম ভঙ্গিতে ঝেড়ে ফেলছে মঞ্জরির খ্দ। ওটাও মারা যাবে, ওই দাগ-দাগালি ঘোড়াটা, ব্ক যার ন্য়ে এসেছে মাটি অবধি আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে, তার পায়ের তল থেকে অবনত চাকাটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে। ওকেও গোর দেওয়া হবে, আর কোঁকড়া-চুল, খ্দে ভরাট নরম দাড়ি আর শাদা কাঁধের ওপর ছে'ড়া কামিজটা সমেত

যোগানদার ফিওদরকেও। অথচ ও শস্যের আঁটি খুলছে, কী সব হুকুম দিচ্ছে, ধমকাচ্ছে মেয়েদের আর চটপট বেল্ট পরাচ্ছে চাকায়। আর প্রধান কথা শুধু ওদের নয়, আমাকেও গোর দেবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আমার। কী জন্যে?'

এই সব ভাবছিলেন তিনি আর সেইসঙ্গে ঘড়ি দেখে ঠিক করছিলেন ঘণ্টায় মাড়াই হল কতটা। এটা জানা তাঁর দরকার, সেই অনুসারে আগামী দিনের কাজ দিতে হবে।

'এক ঘণ্টা হয়ে এল অথচ মাত্র শুরু হচ্ছে তৃতীয় গাদিটা' — এই ভেবে লেভিন গেলেন যোগানদারের কাছে আর যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন যেন শস্য দেয় অল্প করে।

'অল্প অল্প করে দিবি ফিওদর! দেখছিস — আটকে যাচ্ছে, কাজ তাই তরতরিয়ে চলছে না। সমান সমান কর!'

যোগানদারের ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো লেপটে গিয়ে তা কালো হয়ে উঠেছে। সেও চিৎকার করে কী জবাব দিলে, কিন্তু কাজ চালাতে লাগল লেভিন যা চাইছিলেন সেভাবে নয়।

লেভিন যন্ত্রের কাছে গিয়ে ফিওদরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শস্য যোগাতে লাগলেন।

চাষীদের বড়ো হাজরির সময় হতে আর সামান্য বাকি। ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে তিনি যোগানদারের সঙ্গে শস্যাগার থেকে বেরিয়ে, বীজ তৈরী করার জন্য মেঝের ওপর পরিপাটি করে রাখা হলদে রাইশস্যের গাদির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তার সঙ্গে।

যোগানদার দূর গ্রামের লোক, যেখানে লেভিন প্রথমে জমি দিয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিতে। এখন তা খাজনায় দেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

এই জমি সম্পর্কে লেভিন কথাবার্তা কইতে লাগলেন ফিওদরের সঙ্গে, জিগ্যেস করলেন সামনের বছর প্লাতন জমিটা নেবে কিনা। প্লাতন ঐ গাঁয়েরই সমৃদ্ধ কর্মিষ্ঠ চাষী।

'দর বেশি। প্লাতন পেরে উঠবে না, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — ঘর্মাক্ত বুক থেকে মঞ্জরি ঝেড়ে ফেলে জবাব দিলে ফিওদর।

'তাহলে কিরিল্লোভ কী করে পারছে?'

'মিতিউখা' (কিরিল্লোভকে চাষীরা ঘেন্না করে এই নামে ডাকত) 'লাভ ওঠাতে কেন পারবে না, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ! লোকটা শুষে নিজের টুকু

বার করে নেয়। চাষাভুষাকে কোনো দয়া করে না গো। আর ফোকানিচ খুড়ো' (বৃদ্ধ প্লাতনকে সে এই বলে ডাকে) 'সে কি লোকের গা থেকে ছাল খসাতে যাবে? কাউকে ঋণ দেয়, কাউকে ছেড়ে দেয় এমনি। পেরে উঠবে না। মনিষ্যির মতো ব্যবহার।'

'কেন সে এমনি ছেড়ে দেয়?'

'মানে লোক তো নানান রকমের; কেউ দিন কাটায় কেবল নিজের অভাব মেটাবার জন্যে, যেমন মিতিউখা তার পেট ভর্তি করে চলেছে, কিন্তু ফোকানিচ বুড়ো — হক্ মানুষ, আত্মার জন্যে ও বাঁচে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করে মানে? আত্মার জন্যে কিভাবে বাঁচে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সে তো জানা কথা, ন্যায়মতে, ধর্মমতে চলা। লোক তো নানান রকমের। আপনাকেই ধরুন কেনে, আপনিও লোকের প্রতি অন্যায় করবেন না...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলাম, চলি এবার!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে লেভিন বললেন, নিজের ছড়িটা নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন বাড়ির দিকে। ফোকানিচ বেঁচে আছে আত্মার জন্য, চলে ন্যায়মতে, ধর্মমতে, চাষীটার এই কথায় কোথাকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে যেন ভেঙে বেরুল এক ঝাঁক অস্পষ্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা, সবই একটা লক্ষ্যে পাক খেতে লাগল তাঁর মাথায়, চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তাদের আলোয়।

॥ ১২ ॥

বড়ো রাস্তায় লেভিন যাচ্ছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, কান পেতে ছিলেন তাঁর চিন্তাগুলোর দিকে ততটা নয় (তখনো তিনি তা গুছিয়ে উঠতে পারেন নি), যতটা তাঁর প্রাণের অবস্থার দিকে, এমন অবস্থা তাঁর কখনো হয় নি।

চাষী যে কথাটা বললে সেটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ফুলকির কাজ করে পুরো একঝাঁক বিচ্ছিন্ন, অশক্ত, পৃথক পৃথক যে ভাবনাগুলো তাঁকে ছেড়ে যেত না কখনো, তাদের রূপান্তরিত ও ঘনীভূত

করলে একাকার অখণ্ডতায়। জমি দেওয়া নিয়ে যখন কথা কইছিলেন, তখনো এ ভাবনাগুলো তাঁর মন জুড়ে ছিল তাঁরই অলক্ষ্যে।

প্রাণের মধ্যে নতুন কী একটা অনুভব করলেন তিনি, কী সেটা তখনো তা না জেনেও সেই নতুনকে তিনি হাতড়ে দেখতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে।

'নিজের জন্যে নয়। ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা। কোন ঈশ্বর? ও যা বলেছে, তার চেয়ে বাজে কথা হয় কিছু? ও বললে, নিজের অভাব মেটাবার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, অর্থাৎ যা আমাদের বোধগম্য, যা আমাদের আকর্ষণ করে, যা আমরা চাই, তার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, উচিত দুর্বোধ্য কিছু একটার জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা, যাঁকে কেউ বোঝে না, সংজ্ঞা দিতে পারে না তাঁর। কিন্তু কী হল? ফিওদরের এই বাজে কথাগুলো কি আমি বুঝি নি? আর বুঝে কি সন্দেহ করেছি তাদের ন্যায্যতায়? তাদের মনে হয়েছে নির্বোধ, অস্পষ্ট, অযথার্থ?

'না, আমি ওকে বুঝেছি, ঠিক ও যেমন বোঝে তেমনি, জীবনে যাকিছু আমি বুঝেছি, এ কথাগুলো বুঝলাম তার চেয়ে পরিপূর্ণ আর পরিষ্কার করে, জীবনে আমি এতে সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে পারি না। আর আমি শুধু একা নই, সবাই, সারা বিশ্ব পুরোপুরি এটা বোঝে, শুধু এই একটাতেই তারা নিঃসন্দেহ, সর্বদাই তা মেনে নেয়।

'ফিওদর বলছে যে কিরিল্লোভ বেঁচে আছে তার পেটের জন্যে। এটা বোধগম্য এবং যুক্তিযুক্ত, যুক্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা সবাই পেটের জন্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে দিলে পেটের জন্যে বেঁচে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে আর পলকেই আমি বুঝতে পারলাম তাকে! এবং আমি আর অতীত যুগের কোটি কোটি লোক, এখন যারা বেঁচে আছে, চিত্তসম্পদে দীন চাষীরা আর প্রাজ্ঞরা যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, একই কথা বলেছেন অস্পষ্ট ভাষায়, সবাই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত: কিসের জন্যে বাঁচা উচিত এবং কী ভালো। সমস্ত লোকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে, পরিষ্কার করে আমি একটা জিনিস জানি আর সে জানাটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, তা যুক্তিবহির্ভূত, তার পেছনে কোনো কারণ নেই, কোনোরকম ফলাফলও তার থাকতে পারে না।

'শুভের পেছনে যদি কারণ থাকে, তাহলে সেটা আর শুভ নয়: যদি

তার ফলাফল দেখা দেয় — পুরস্কার, তাহলে সেটাও শুভ নয় আর। দাঁড়াচ্ছে শুভ কারণ পরিণামের পরম্পরাবহির্ভূত।

'আর শুভকে তো আমি জানি, সবাই জানি আমরা।

'আমি যার খোঁজ করেছি, সে অলৌকিককে পাই নি যা আমায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে পারত, তার জন্যে খেদ হয়। আর এই তো সে, অলৌকিক, একমাত্র যা সম্ভবপর, নিরন্তর বিদ্যমান, সব দিক থেকে বেষ্টন করে আছে আমায়, অথচ আমি তা লক্ষ্য করি নি!

'এর চেয়ে বড়ো অলৌকিক আর কী হতে পারে?

'সত্যিই কি আমি সবকিছুর সমাধান পেয়ে গেছি, সত্যিই কি আমার ভোগান্তির অবসান হল এবার?' ধূলিময় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন লেভিন, গরম কি ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না তিনি, উপশম অনুভব করছিলেন দীর্ঘ যন্ত্রণায়। সে অনুভূতি এত আনন্দময় যে মনে হচ্ছিল তা অবিশ্বাস্য। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, আর বেশি এগুবার শক্তি না থাকায়, তিনি রাস্তা থেকে নেমে বনে ঢুকলেন, বসলেন অ্যাস্পেন গাছের ছায়াতলে না-কাটা ঘাসের ওপর। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে টুপিটা খুলে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়লেন রসালো ঝাঁকড়া বন্য ঘাসের ওপর।

'হ্যাঁ, সুস্থির হয়ে ভাবা দরকার' — তাঁর সামনেকার অদলিত ঘাসগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে, ডাঁটি বেয়ে উঠন্ত, আঙ্গেলিকার পাতায় পথরুদ্ধ একটা সবুজ পোকাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন। 'সব গোড়া থেকে' — পোকাটাকে যাতে বাধা না দেয় আঙ্গেলিকার পাতাটা ঘুরিয়ে আর পোকাটা যাতে অন্য ডাঁটিতে চলে যায় তার জন্য অন্য একটা ঘাস নুইয়ে নিজেকে বললেন তিনি। 'কেন আমার আনন্দ হচ্ছে? কী আবিষ্কার করলাম আমি?

'আগে আমি বলতাম যে আমার দেহে, ঐ ঘাসটার, ঐ পোকাটার দেহে (বটে, ও ডাঁটিতে যেতে চাইছিল না, ডানা মেলে উড়ে গেল) পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুসারে বস্তুর রূপান্তর ঘটছে। এই অ্যাস্পেন গাছগুলো, মেঘ, কুয়াশার ছোপ, সবাইকে নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে চলেছে বিকাশ। কী থেকে বিকাশ? কিসে বিকাশ? চিরন্তন বিকাশ আর সংগ্রাম?.. চিরন্তনে যেন কোনো অভিমুখ আর সংগ্রাম থাকা সম্ভব! এই দিকে অতি প্রখর চিন্তা নিয়োগ করেও আমার জীবনের অর্থ, আমার প্রেরণা ও প্রয়াসের অর্থ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল না দেখে অবাক লেগেছিল

আমার। অথচ আমার ভেতরকার প্রেরণার অর্থ এত পরিষ্কার যে সবসময় সেই অনুসারেই চলি, আর চাষীটা যখন বললে তার কথাটা: ঈশ্বরের জন্য, আত্মার জন্য বাঁচা, তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি, আনন্দ হল।

'কিছুই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি যা জানতাম শুধু সেইটে জানলাম। যে শক্তি শুধু অতীতে নয়, এখনো আমায় জীবন দিয়ে যাচ্ছে তাকে বুঝলাম। আমি মুক্তি পেয়েছি ছলনা থেকে, জেনেছি কর্তাকে।'

এবং বিগত দুই বছরে তাঁর চিন্তার ধারাটা তিনি সংক্ষেপে আওড়ে নিলেন মনে মনে, নৈরাশ্যজনকরূপে পীড়িত প্রিয়জন দাদার মৃত্যুর পরিষ্কার, স্বতঃস্পষ্ট ভাবনা দিয়ে যার শুরু।

তখন সেই প্রথম বার পরিষ্কার করে এইটে বুঝতে পেরে যে প্রত্যেক মানুষের এবং তাঁরও সম্মুখে যন্ত্রণা, মৃত্যু, চিরবিস্মরণ ছাড়া আর কিছু নেই, তিনি স্থির করেন যে এভাবে বাঁচা চলে না, হয় জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার যাতে তা কোনো এক পিশাচের জঘন্য বিদ্রূপ বলে মনে না হয়, নতুবা দরকার আত্মহত্যা।

কিন্তু এর কোনোটাই উনি করলেন না, বেঁচে রইলেন তিনি, ভাবতে থাকলেন, অনুভব করে গেলেন, এমনকি এই সময়টাতেই বিবাহ করেন, অনেক আনন্দানুভূতি হয়েছে তাঁর, নিজের জীবনের অর্থ কী তা না ভাবলে নিজেকে সুখীই বোধ করেছেন।

কী এর অর্থ? এর অর্থ উনি ঠিকই জীবননির্বাহ করেছেন, কিন্তু ভেবেছেন ভুল।

মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব আত্মিক সত্যে পুষ্ট হয়েছেন তিনি, বেঁচে থেকেছেন তাই নিয়ে (যদিও সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে), অথচ চিন্তা করেছেন এই সব সত্যকে শুধু গ্রহণ না করে নয়, সর্বোপায়ে তাদের এড়িয়ে গিয়ে।

এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে তিনি যেসব বিশ্বাসে লালিত শুধু তারই কল্যাণে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন।

'কী আমি হতাম, কী জীবন কাটাতাম যদি না থাকত এই বিশ্বাসগুলো, যদি না জানতাম যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, জীবনধারণ করা উচিত ঈশ্বরের জন্যে? আমি হয়ত লুঠ করতাম, মিথ্যে বলতাম, খুন করতাম। আমার জীবনের যা সর্বাধিক আনন্দ তার কিছুই থাকত না।' এবং কিসের

জন্য বাঁচছেন তা না জানলে তিনি যে পাশবিক সত্তায় পরিণত হতেন, প্রচুর কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করেও তিনি তা ধরতে পারলেন না।

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলাম। কিন্তু চিন্তা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, তা খাপ খায় না প্রশ্নের সঙ্গে। স্বয়ং জীবনই আমায় জবাব দিয়েছে, কী ভালো, কী খারাপ তার জ্ঞানে। আর এ জ্ঞানটা আমি অর্জন করি নি, সকলের সঙ্গে তা প্রদত্ত হয়েছে আমায়, প্রদত্ত হয়েছে কারণ কোথা থেকেও আমি তা পেতে পারি না।

'কোত্থেকে তা পেলাম? যুক্তি দিয়ে কি আমি এই প্রত্যয়ে পেঁৗছেছি যে প্রতিবেশীকে টুঁটি চিপে না মেরে ভালোবাসা উচিত? এ কথা আমায় বলা হয় আমার শৈশবে আর আমি সানন্দে তা বিশ্বাস করি, কারণ আমাকে তাই বলা হয়, যা ছিল আমার প্রাণে। আর কে আবিষ্কার করল এটা? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম, আমার ইচ্ছা পূরণে যা বাধা দেয় তাদের নির্মূল করার নিয়ম। এটা যুক্তির সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্যকে ভালোবাসাটা যুক্তি আবিষ্কার করতে পারে না, কেননা সেটা যুক্তিহীন।'

'হ্যাঁ, গর্ব' — উপুড় হয়ে তিনি ঘাসের শিষ না ভেঙে তা দিয়ে বিনুনি বুনতে বুনতে মনে মনে ভাবলেন।

'আর মননের গর্ব শুধু নয়, নির্বুদ্ধিতাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ধূর্ততা, মননের ধূর্ততাই। মননের কারচুপিই' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

॥ ১৩ ॥

লেভিনের মনে পড়ল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডল্লির একটা দৃশ্যের কথা। কেউ না থাকায় ছেলেমেয়েরা মোমবাতির আগুনে র‍্যাস্পবেরি ভাজছিল, দুধ খাচ্ছিল ফোয়ারার মতো করে। মা তাদের এই কর্মে দেখতে পেয়ে লেভিনের উপস্থিতিতে তাদের বোঝাতে শুরু করেন যে তারা যেটা ভাঙছে সেটার জন্য বড়োদের কত খাটতে হয়েছে, খেটেছে তাদের জন্য; পেয়ালা যদি তারা ভাঙে, তাহলে চা খাবার পাত্র থাকবে না, আর দুধ যদি ফেলে দেয়, তাহলে তাদের খাবার থাকবে না কিছুই, না খেয়ে মারা যাবে।

মায়ের এই কথাগুলো ছেলেমেয়েরা যে শান্ত, বিষণ্ণ অবিশ্বাসে শুনছিল, সেটা অবাক করেছিল লেভিনকে। তাদের শুধু দুঃখ হয়েছিল এই যে

চমৎকার একটা খেলা বন্ধ হয়ে গেল, মা যা বলছিলেন তার একটা কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাদের ব্যবহারে যা লাগছে সে সব জিনিসের মোট পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত, তারা ভাবতেই পারে না, যে-জিনিসগুলো তারা ভাঙছে, তাই দিয়েই তারা বেঁচে আছে।

ওরা ভেবেছিল: 'এ সবই স্বতঃসিদ্ধ, এতে আগ্রহোদ্দীপক বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, কেননা এ সবই সর্বদা থেকেছে ও থাকবে। সর্বদাই একইরকম। ও নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই, সর্বদা ওগুলো তৈরি; অথচ আমাদের নিজস্ব নতুন কিছু একটা ভেবে বার করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা কাপে র‍্যাস্পবেরি দিয়ে মোমবাতির আগুনে ভাজছি, দুধ খাচ্ছি সোজা পরস্পরের মুখে ফোয়ারা ঢেলে। এটা মজার আর নতুন, কাপ থেকে দুধ খাওয়ার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়।'

'আমরা কি সবাই এইরকমই করি না, আমি কি করি নি, যখন বুদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য আর মানুষের জীবনের অর্থ খুঁজতে গেছি?' ভেবে চললেন লেভিন।

'সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব যখন মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, বিচিত্র এক চিন্তাপথে তাকে সেই জ্ঞান দেয় যা সে অনেক দিন থেকে জানে, এত নিশ্চিতরূপে জানে যে তা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন দর্শনগুলোও কি সেই কাজই করছে না? সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বের বিকাশে কি পরিষ্কার করে এইটে দেখা যাচ্ছে না যে, চাষী ফিওদরের মতো আগে থেকেই তাদের নিঃসন্দেহে জানা আছে জীবনের প্রধান অর্থ কী এবং মোটেই বেশি স্পষ্ট করে নয়। শুধু সন্দেহজনক মননের পথে তারা সেখানে ফিরতে চায় যা সকলেই জানে?

'কিন্তু শিশুদের যদি ছেড়ে দিয়ে বলা হয় নিজেরাই তারা তাদের কাপ ইত্যাদি বানিয়ে, দুধ দুয়ে নিক, তাহলে দুষ্টুমি আর করবে কি? না খেয়ে মারা যাবে তারা। আমাদের ঝোঁক আর চিন্তা নিয়ে আমাদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক একেশ্বর ও স্রষ্টার কোনো বোধ ছাড়াই! কিংবা সু কী তা না বুঝে, কু কী তার নৈতিক ব্যাখ্যা না দিয়ে?

'এই বোধগুলি ছাড়া বানাও দেখি কিছু!

'আমরা শুধু ভাঙি, কেননা প্রাণের দিক থেকে আমাদের পেট ভরা। ঠিক ওই শিশুগুলির মতো!

'চাষীটার সঙ্গে আনন্দময় একই সাধারণ জ্ঞান আমার হল কোথা থেকে যাতে প্রাণ জুড়োয়? কোত্থেকে আমি তা পেলাম?

'আমি ঈশ্বরের একটা ধারণায় লালিত খিস্টান, খিস্টধর্ম যা দেয়, সেই সব আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি জীবন, সেই সব আশীর্বাদে আমি অনুপ্রাণিত, তার ওপরেই বেঁচে আছি, অথচ ওই শিশুদের মতো কিছু না বুঝে ওগুলো ভাঙছি, অর্থাৎ তাই ভাঙতে চাইছি যার ওপর বেঁচে আছি। কিন্তু জীবনের গুরুত্ব ধরে এমন মুহূর্ত আসা মাত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত শিশুদের মতোই আমি তাঁর কাছে যাই। নষ্টামির জন্যে শিশুদের তো ধমক দেয় মা, আর তাদের চেয়ে আমি কম অনুভব করি যে আমার বাসন ভাঙার ছেলেমানুষি চেষ্টায় আমার দায়িত্ব ধরা হচ্ছে না।

'হ্যাঁ, যা আমি সঠিক জানি তা জেনেছি যুক্তি দিয়ে নয়, ওটা আমায় প্রদত্ত, আমার জন্যে আবিষ্কৃত, হৃদয় দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রধান জিনিসটা জানি যা প্রচার করে গির্জা।

'গির্জা? গির্জা!' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন লেভিন, অন্য পাশে কাত হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইলেন সুদূরে, ওপার থেকে নদীর কাছে আসছিল যে গরুর পাল, তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে।

'কিন্তু গির্জা যা প্রচার করে, তা সবই কি বিশ্বাস করতে পারি আমি?' নিজেকে পরখ করে, তাঁর বর্তমান প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে এমন সবকিছু ভেবে দেখে মনে মনে বললেন তিনি। ইচ্ছা করে তিনি গির্জার সেই সব শিক্ষা স্মরণ করতে লাগলেন, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছে, প্রলোভিত করেছে তাঁকে; 'সৃষ্টি? কিন্তু অস্তিত্বের ব্যাখ্যা আমি করব কী দিয়ে? অস্তিত্ব দিয়েই? কিছু দিয়েই নয়? — শয়তান আর পাপ? কু'য়ের কী ব্যাখ্যা আমি দেব?.. পাপস্খালনের?..

'না, আমি কিছু জানি না, জানতে পারি না, শুধু সকলের মতো আমাকেও যা বলা হয়েছে সেইটে ছাড়া।'

এখন তাঁর মনে হল গির্জার এমন একটা শিক্ষাও ছিল না যা নষ্ট করছে প্রধান জিনিসটা — ঈশ্বরে, মানুষের একমাত্র কর্তব্য হিশেবে শুভে বিশ্বাস।

প্রয়োজন মেটানোর বদলে সত্যের সেবা করাটা থাকতে পেরেছে গির্জার প্রতিটি বিশ্বাসে। প্রতিটি শিক্ষা এটাকে লঙ্ঘন তো করেই নি, বরং যা প্রধাণ জিনিস, পৃথিবীতে নিত্য ঘটমান অলৌকিক যাতে ঘটতে থাকে

তার জন্য সেটা প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, প্রাজ্ঞ আর মূর্খ, শিশু আর বৃদ্ধ — সকলের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে ল্‌ভভ, কিটি, কাঙাল, আর রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একই কথা বোঝা এবং চিত্তের সেই জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় এ অলৌকিকে, শুধু তার জন্যই বাঁচা সার্থক, শুধু তাকেই আমরা মূল্য দিই।

চিত হয়ে শুয়ে তিনি উঁচু, নির্মেঘ আকাশ দেখাতে লাগলেন। 'আমি কি জানি না যে ওটা অসীম শূন্যদেশ, গোল গম্বুজ নয়? কিন্তু যতই আমি চোখ কুঁচকে দৃষ্টি শানিত করি, শূন্যদেশের অন্তহীনতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্ত্বেও ওটাকে গোল আর সসীম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না আমি, ওটাকে যখন আমি দেখি একটা কঠিনাকার নীল গম্বুজ হিশেবে, তখন আমি নিঃসন্দেহে সঠিক, আরো দূরে দেখার চেষ্টা করার চেয়ে বেশি সঠিক।'

ভাবনায় ক্ষান্ত হলেন লেভিন, শুধু রহস্যময় যে কণ্ঠস্বরগুলো কী নিয়ে যেন আনন্দে আর উদ্বেগে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল, কান পেতে রইলেন তাদের দিকে।

'সত্যিই কি এটা বিশ্বাস?' নিজের সুখে বিশ্বাস করতে ভয় পেয়ে তিনি ভাবলেন; 'ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমায়!' যে কান্না উদ্‌গত হতে যাচ্ছিল সেটা গিলে, দুই হাতে অশ্রুপূর্ণ চোখের জল মুছে বিড়বিড় করলেন তিনি।

॥ ১৪ ॥

লেভিন সামনে তাকিয়ে গরুর পাল দেখছিলেন, তারপর দেখলেন তাঁর কেলে ঘোড়া জোতা গাড়িটা, কোচোয়ান পালের কাছে গিয়ে, কী যেন বললে রাখালকে; তারপর একেবারে কাছে শুনতে পেলেন গাড়ির চাকার শব্দ আর তাগড়া ঘোড়ার ফোঁৎফোঁৎ। কিন্তু ভাবনায় তিনি এমন ডুবে ছিলেন যে কোচোয়ান কেন তাঁর কাছে আসছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি।

সেটা তাঁর মনে হয় কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তাঁর কাছে এসে চিৎকার করে বললে:

'মা-ঠাকরুন পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা এসেছেন, আরো কে একজন ভদ্রলোক।'

লেভিন গাড়িতে উঠে বসে লাগাম টেনে নিলেন।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো অনেকখন সংবিৎ ফিরছিল না তাঁর। পাছার দিকে আর বল্‌গার ঘর্ষণে ঘাড়ের কাছে ফেনায়িত পুষ্ট ঘোড়ার দিকে চাইলেন তিনি, তাকালেন পাশে বসা কোচোয়ান ইভানের দিকে, মনে পড়ল যে তিনি দাদার আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে স্ত্রী, দাদার সঙ্গে অতিথি কে এলেন অনুমান করার চেষ্টা করলেন। এবং দাদা, স্ত্রী আর অভ্যাগতকে তাঁর লাগল আগের চেয়ে অন্যরকম। তাঁর মনে হল, সমস্ত লোকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক এখন অন্যরকম হবে।

'দাদা আর আমার মধ্যে সর্বদা যে পর-পর ভাবটা ছিল তা আর থাকবে না, তর্ক করব না আর; কিটির সঙ্গে ঝগড়া হবে না কখনোই; যে অতিথি এসেছেন তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর প্রতি হব মমতাময়, উদার; লোকেদের সঙ্গে, ইভানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অন্যবিধ।'

অস্থিরতায় ফোঁৎফোঁৎ করে পুরুষ্টু যে ঘোড়াটা ছুটতে চাইছিল, তাকে কড়া লাগামে সংযত রেখে তিনি পাশে বসা ইভানের দিকে চাইলেন, কর্মহীন হাতদুটো দিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, নিজের কামিজ চেপে ধরছিল। লেভিন তার সঙ্গে কথা বলার অজুহাত খুঁজছিলেন। ভেবেছিলেন বলবেন খামোকাই ইভান ঘোড়াটা যুতেছে বড়ো বেশি উঁচু করে, কিন্তু সেটা তিরস্কারের মতো শোনাবে, ওদিকে ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল দরদ দিয়ে কথা বলেন। অন্যকিছু মাথায় আসছিল না তাঁর।

'আপনি ডান দিকে চালান, এখানে একটা কাটা গুঁড়ি আছে' — লেভিনের লাগাম ঠিক করে দিয়ে কোচোয়ান বললে।

'মাপ করো, লাগাম ছুঁয়ো না, শেখাতে এসো না আমায়!' কোচোয়ানের এই হস্তক্ষেপে রেগে গিয়ে বললেন লেভিন। বরাবরের মতোই হস্তক্ষেপে রাগ হয়ে যায় তাঁর, আর তক্ষুনি সখেদে টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের আবেগ তৎক্ষণাৎ বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বদলে দিতে পারে ভেবে কী ভুলই না তিনি করেছেন।

বাড়ি পৌঁছতে যখন সিকি ভার্স্ট বাকি লেভিন দেখলেন গ্রিশা আর তানিয়া ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

'কস্তিয়া মেসো! মা-ও আসছে, দাদুও, সেগেই ইভানিচ, আরো কে একজন' — গাড়িতে উঠে বললে তারা।

'কে?'

'সাঙ্ঘাতিক ভয়ানক লোক! হাত দিয়ে এইরকম করে' — গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে কাতাভাসোভের ভঙ্গি নকল করে বললে তানিয়া।

'বয়স্ক নাকি যুবক?' তানিয়ার ভঙ্গিটায় কার কথা যেন মনে পড়ায় হেসে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'শুধু অসহ্য কেউ না হলে বাঁচি!' ভাবলেন তিনি।

কেবল রাস্তায় মোড় নিয়ে লেভিন দেখতে পেলেন কারা আসছে তাঁর দিকে, চিনতে পারলেন স্ট্র-হ্যাট মাথায় কাতাভাসোভকে, যিনি হাত দোলাচ্ছিলেন তানিয়া যা দেখিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই।

দর্শনের কথা বলতে খুবই ভালোবাসতেন কাতাভাসোভ, যদিও তার ধারণাগুলো নিতেন প্রকৃতিবিদদের কাছ থেকে যাঁরা দর্শনের চর্চা কখনো করেন নি; সম্প্রতি মস্কোয় তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছিল লেভিনের।

আর তাঁকে চিনতে পেরে তেমন যে একটা আলাপের কথা লেভিনের প্রথম মনে পড়েছিল, তাতে স্পষ্টতই কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি জিতেছেন।

লেভিন ভাবলেন, 'না, তর্ক করে লঘুচিত্তে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে যাব না কিছুতেই।'

গাড়ি থেকে নেমে দাদা আর কাতাভাসোভকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন স্ত্রীর খবর।

'মিতিয়াকে সে নিয়ে গেছে কলোকে' (এটা বাড়ির কাছে একটা উপবন)। 'ওখানেই তাকে রাখতে চাইছিল, বাড়ির ভেতর বড়ো গরম' — ডল্লি বললেন।

স্ত্রীকে লেভিন সর্বদা বলেছেন ছেলেকে বনে না নিয়ে যেতে, ভাবতেন ওটা বিপজ্জনক, তাই সংবাদটা ভালো লাগল না তাঁর।

'জায়গা থেকে জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে' — হেসে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছি ঠাণ্ডি ঘরে নিয়ে যেতে।'

'কিটি মক্ষিকালয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি' — ডল্লি বললেন।

'তা কী করছ তুমি?' অন্যদের কাছ থেকে সরে ভাইয়ের কাছে এসে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'বিশেষ কিছু না। বরাবরের মতো কৃষিকর্ম নিয়ে আছি' — উত্তর

দিলেন লেভিন। 'কিন্তু তুমি কত দিনের জন্যে? আমরা অনেকদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।'

'সপ্তাহ দুয়েক থাকব। মস্কোয় কাজ আছে মেলা।'

এই কথায় চোখাচোখি হল দুই ভাইয়ের আর চিরকাল বন্ধুর মতো, প্রধান কথা, সহজ সম্পর্কে থাকার বরাবরকার যে ইচ্ছেটা এখন বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও লেভিন টের পেলেন যে তাঁর দিকে চাইতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।

কথোপকথনের এমন একটা প্রসঙ্গ লেভিন বাছছিলেন যা সের্গেই ইভানোভিচের ভালো লাগবে আর মস্কোয় তাঁর কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই সার্বীয় যুদ্ধ আর স্লাভ প্রশ্ন থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে। সের্গেই ইভানোভিচের বইয়ের কথা পাড়লেন লেভিন। শুধালেন:

'কী, সমালোচনা বেরুল আপনর বইয়ের?'

অভিসন্ধিমূলক প্রশ্নটায় হাসলেন সের্গেই ইভানোভিচ। 'ও নিয়ে কেউ আর ভাবে না, আমি তো সবচেয়ে কম' — বললেন তিনি। তারপর অ্যাস্পেন গাছের মাথায় যে শাদা মেঘ জমেছিল, ছাতা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে যোগ দিলেন, 'ওই দেখুন, দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, বৃষ্টি নামবে।'

আর শত্রুতা নয়, পরস্পরের মধ্যে যে নিরুত্তাপ সম্পর্ক লেভিন অত এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, এই কথাগুলো বলা মাত্র ভাইদের মধ্যে আবার ফিরে এল তা।

লেভিন গেলেন কাতাভাসোভের কাছে। বললেন:

'আপনি যে এলেন খুব ভালো করেছেন।'

'অনেকদিন থেকেই আসব-আসব করছিলাম। এবার আলাপ করব, দেখব। স্পেনসার পড়েছেন?'

'না, শেষ করি নি' — লেভিন বললেন, 'তবে ওঁকে এখন আমার দরকার নেই আর।'

'সে কি, অতি মনোগ্রাহী। কেন বলুন তো?'

'মানে, আমি এই চূড়ান্ত নিশ্চয়তায় পৌঁছেছি যে আমি যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত, তার উত্তর ওঁর বা অনুরূপ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এখন...'

কিন্তু কাতাভাসোভের শান্ত, আমুদে মুখভাবে হঠাৎ ভারি অবাক

লাগল লেভিনের এবং এই কথাবার্তাটায় স্পষ্টতই নিজের মানসিক অবস্থাটা বিঘ্নিত হয়েছে বলে এত কষ্ট হল তাঁর যে নিজের সংকল্পের কথা মনে হতে থেমে গেলেন।

'তবে সে নিয়ে পরে কথা হবে' — যোগ দিলেন তিনি; 'মক্ষিকালয়ে যেতে হলে এই হাঁটাপথটা ধরা ভালো' — বললেন তিনি সবার উদ্দেশে।

সরু হাঁটাপথটা দিয়ে তাঁরা পেঁছিলেন ঘাস-না-কাটা একটা মাঠে, তার একদিকে জ্বলজ্বলে কাউ-হুইটের নীরন্ধ্র ঝোঁপ, তার মাঝে মাঝে কালচে-সবুজ হেলেবোরের উঁচু উঁচু ঝাড়। সেখানে লেভিন কচি অ্যাস্পেন গাছগুলোর তাজা ছায়ায় বসালেন অতিথিদের। যে আগন্তুকেরা মৌমাছিতে ভয় পায় তাদের জন্য ইচ্ছে করেই তিনি বেঞ্চি আর গুঁড়ি পেতেছিলেন সেখানে, আর নিজে পাশের পথ ধরে গেলেন ছেলেপিলে আর বড়োদের জন্য রুটি, শসা আর টাটকা মধু আনতে।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপ যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করে, ক্রমেই ঘন ঘন পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মৌমাছিদের গুঞ্জন শুনতে শুনতে তিনি একটা কুটিরে পেঁছিলেন। ঢোকবার মুখেই একটা মৌমাছি তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে গিয়ে রেগে গোঁগোঁ করে উঠল, কিন্তু সাবধানে লেভিন তাকে মুক্ত করলেন। ছায়াচ্ছন্ন অলিন্দের দেয়ালে টাঙানো জাল নিয়ে পরলেন, হাত ঢোকালেন পকেটে, তারপর ঢুকলেন বেড়া দেওয়া মক্ষিকালয়ে, সেখানে ঘাস-কাটা একটা জায়গায় সারি সারি মৌচাক, পত্যেকটি খুঁটির সঙ্গে বাকলের ফালি দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেকটি চাকই তাঁর পরিচিত, প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ইতিহাস আছে; আছে পুরনো মৌচাক, আবার ছিটে বেড়ার গা বেয়ে এই বছরেই বসানো নতুনগুলো। চাকের মুখগুলোয় চোখ ধাঁধিয়ে একই জায়গায় পাক দিয়ে গিজগিজ করছে পুরুষ আর অন্যান্য মৌমাছিরা এবং সেখান থেকে কর্মী মাছিরা বরাবর একই দিকে উড়ে যাচ্ছে ফুটন্ত লিন্ডেন গাছের লক্ষ্যে — আহরণের জন্য, আবার চাকে ফিরে আসছে আহরণ নিয়ে।

অবিরাম শোনা যাচ্ছিল নানা ধ্বনি, কখনো কাজে ব্যস্ত দ্রুত উড্ডীয়মান কর্মী মাছির গুঞ্জন, কখনো পুরুষ মাছির ভেঁপু, কখনো শত্রুর কাছ থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হুল ফুটাতে উদ্যত সান্ত্রী মাছিদের হুঁশিয়ারি। বেড়ার ওপাশে বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক একটা গোঁজ চাঁচছিল। লেভিনকে সে

দেখতে পায় নি। লেভিন তাকে না ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন মক্ষিকালয়ের মাঝখানে।

যে বাস্তবতা ইতিমধ্যেই তাঁর মেজাজকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, তা থেকে সংবিৎ ফিরে পাওয়ার জন্য একলা হবার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ল যে ইভানের ওপর তিনি চটে উঠেছিলেন, দাদার প্রতি শীতলতা দেখিয়েছেন, কাতাভাসোভের সঙ্গে কথা বলেছেন বাতুলের মতো।

'মানসিক ঐ অবস্থাটা কি ছিল সত্যিই ক্ষণিক, কোনো চিহ্ন না রেখে তা মিলিয়ে যাবে?' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের মনোভাব ফিরল তাঁর মধ্যে, সানন্দে তিনি অনুভব করলেন তাঁর ভেতরে নতুন ও গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। প্রাণের যে প্রশান্তি তিনি পেয়েছেন, বাস্তবতা শুধু সাময়িকভাবে সেটাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু গোটাগুটি সেটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে।

ঠিক যেমন মৌমাছিগুলো তাঁকে ঘিরে উড়ে উড়ে ভয় দেখিয়ে আর আনমনা করে পরিপূর্ণ দৈহিক প্রশান্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে চাইছিল, কুঁকড়ে যেতে, ওদের পরিহার করতে তাঁকে বাধ্য করছিল, ঠিক তেমনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হরণ করে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণই টিকে থেকেছে সেটা। মৌমাছিগুলো সত্ত্বেও দৈহিক শক্তি তাঁর মধ্যে যেমন অক্ষুণ্ণ, সদ্য পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তিও ছিল তেমনি।

॥ ১৫ ॥

'জানো কস্তিয়া, কার সঙ্গে সের্গেই ইভানোভিচ এখানে এসেছেন?' ছেলেমেয়েদের শসা আর মধু ভাগ করে দিতে দিতে ডল্লি বললেন, 'ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে! উনি সার্বিয়ায় যাচ্ছেন।'

'তাতে আবার একলা নন, নিজের খরচায় পুরো এক স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে!' বললেন কাতাভাসোভ।

'এটা তাঁকে শোভা পায়' — লেভিন বললেন; 'এখনো স্বেচ্ছাব্রতী যাচ্ছে নাকি?' সের্গেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচ কোনো উত্তর দিলেন না, ভোঁতা একটা ছুরি দিয়ে সন্তর্পণে কাপের কিনারায় মধুস্রোতে লেপটে যাওয়া তখনো জীবন্ত একটা মৌমাছিকে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

'যাচ্ছে মানে, সে কি যাওয়া! কাল স্টেশনে কী ঘটছিল যদি দেখতেন!' সশব্দে শসায় কামড় দিয়ে বললেন কাতাভাসোভ।

'কিন্তু এটা বুঝতে হবে কিভাবে? খ্রিস্টের দোহাই, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন সের্গেই ইভানোভিচ, কোথায় যাচ্ছে এই সব স্বেচ্ছাব্রতীরা, লড়ছে কার সঙ্গে?' স্পষ্টতই লেভিনের অনুপস্থিতিতে যে আলাপ শুরু হয়েছিল, সেটা চালিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'লড়ছে তুর্কীদের সঙ্গে' — শান্তভাবে হেসে, অসহায়ের মতো পা নাড়াচ্ছিল মধুতে কালো হয়ে আসা যে মৌমাছিটা তাকে ছুরি থেকে একটা শক্ত অ্যাস্পেন পাতায় স্থানান্তরিত করে জবাব দিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধটা ঘোষণা করল কে? কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে মিলে ইভান ইভানিচ রাগোজভ?'

'যুদ্ধ কেউ ঘোষণা করে নি, কিন্তু লোকে নিকট জনের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি বোধ করছে, সাহায্য করতে চায় তাদের' -- বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু প্রিন্স সাহায্যের কথা নয়, যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছেন' — শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে লেভিন বললেন; 'প্রিন্স বলছেন যে সরকারের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লোকে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না।'

'এই দ্যাখো কস্তিয়া, একটা মৌমাছি! আমাদের সত্যিই হুল ফোটাবে!' একটা বোলতাকে ঝেড়ে ফেলে ডল্লি বললেন।

লেভিন বললেন, 'আরে না, এটা মৌমাছি নয়, বোলতা।'

'বটে, বটে, আপনার তত্ত্বটি বলুন দেখি' — হেসে লেভিনকে বললেন কাতাভাসোভ, স্পষ্টতই তাঁকে তর্কদ্বন্দ্বে নামাতে চাইছিলেন তিনি, 'কেন লোকের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না?'

'আমার তত্ত্বটা এই: একদিকে যুদ্ধ এমন একটা পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে কোনো লোকও, খ্রিস্টান তো ততোধিক, যুদ্ধ শুরুর দায়িত্ব নিতে পারে না, সেটা পারে কেবল সরকার। সেটা তার কাজ, অনিবার্যরূপে তারা গিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অন্যদিকে বিদ্যা এবং সুবুদ্ধি

দুই-ই বলে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে যুদ্ধের ক্ষেত্রে নাগরিকদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করা।'

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ তাঁদের তৈরি আপত্তি নিয়ে কথা কয়ে উঠলেন একই সঙ্গে।

'কিন্তু সেইখানেতেই তো খিঁচ যাদু, এমন ঘটনা হতে পারে যে সরকার নাগরিকদের ইচ্ছা পালন করছে না, তখন সমাজ ঘোষণা করে তার ইচ্ছা'— বললেন কাতাভাসোভ।

কিন্তু বোঝা গেল এ আপত্তিটা সের্গেই ইভানোভিচের পছন্দ হল না। কাতাভাসোভের কথায় ভুরু কুঁচকে তিনি অন্য যুক্তি দিলেন:

'অনর্থক প্রশ্নটা তুই ওভাবে রাখছিস। এটা যুদ্ধের ঘোষণা নয়, স্রেফ মানবিক খ্রিস্টীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। খুন হচ্ছে ভাইয়েরা, একই যাদের রক্ত, একই ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু ধরে নিচ্ছি ভাইও নয়, সমধর্মীয়ও নয়, নিতান্ত শিশু, নারী, বৃদ্ধ; বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে চিত্ত, এই বীভৎসতা বন্ধ করায় সাহায্য করার জন্যে ছুটে যাচ্ছে রুশীরা। কল্পনা কর, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তুই দেখতে পেলি এক মাতাল পেটাচ্ছে নারী কিংবা শিশুকে; আমি মনে করি, লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি হয় নি জিগ্যেস না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আর্তকে রক্ষা করবি।'

'তাই বলে খুন করব না তাকে।'

'না, খুনই করবি।'

'জানি না। ঘটনাটা যদি নিজে দেখতাম, তাহলে হয়ত সরাসরি ভেসে যেতাম নিজের আবেগে; তবে আগে থেকে কিছু বলতে আমি পারি না। কিন্তু স্লাভদের ওপর পীড়নে এমন একটা সরাসরি আবেগ দেখা দিচ্ছে না, দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সে আবেগ আছে'— অসন্তোষে ভুরু কুঁচকে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; ''দুরাত্মা হাগর সন্তানদের' জোয়ালের নিচে সনাতনী স্লাভদের নিগ্রহের কথা এখনো বেঁচে আছে কিংবদন্তিতে। জনগণ শুনেছে তাদের ভাইদের কষ্টের কথা এবং কথা কইতে শুরু করেছে।'

'হয়ত তাই' — এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন লেভিন, 'কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না; আমিও তো জনগণের একজন, কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না।'

'আমারও না' — প্রিন্স বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম. খবরের কাগজ পড়তাম, কিন্তু স্বীকার করছি, এমনকি বুলগারীয় বীভৎসতার আগেও বুঝতে পারতাম না হঠাৎ কেন স্লাভ ভাইদের জন্যে সমস্ত রুশীর ভালোবাসা জন্মাল আর আমি কোনো ভালোবাসাই টের পাচ্ছি না? ভারি বিছছিরি লাগত আমার, ভাবতাম হয় আমি একটা গর্ভস্রাব, নয় কার্লস্‌বাডের প্রভাব পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু এখানে ফিরে শান্ত হলাম, দেখলাম আমি ছাড়াও এমন অনেকে আছে যাদের আগ্রহ শুধু রাশিয়াকে নিয়ে, স্লাভ ভাইদের নিয়ে নয়। যেমন এই কনস্তান্তিন।'

'ব্যক্তিগত মতামতে কিছু এসে যায় না এক্ষেত্রে' — বললেন সেগেই ইভানিচ, 'গোটা রাশিয়া, জনগণ যখন তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, তখন ব্যক্তিগত মত অর্থহীন।'

'মাপ করবেন, ওটা আমার চোখে পড়ছে না। জনগণ জানে না, জানতেও পারে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা... জানে না মানে! রবিবারে কী হল গির্জায়?' আলাপটা শুনতে শুনতে বললেন ডল্লি। বৃদ্ধ প্রিন্স ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তাঁকে ডল্লি বললেন, 'তোয়ালেটা দাও-না। এটা হতে পারে না যে সবাই...'

'রবিবারে কী হয়েছিল গির্জায়? পুরোহিতকে বলা হয়েছিল পড়ে শোনাতে, তিনি পড়ে শোনালেন। লোকে কিছুই বুঝল না, শুধু প্রত্যেকটা ধর্মোপদেশের সময় তারা যা করে থাকে সেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে' -- বলে চললেন প্রিন্স, 'তারপর বলা হল আত্মা ত্রাণের জন্যে টাকা তোলা হচ্ছে গির্জায়, ওরাও এক-এক কোপেক চাঁদা দিলে। কিন্তু কিসের জন্যে দিলে নিজেরাই তা জানে না।'

'জনগণ না জেনে পারে না; জনগণের মধ্যে সর্বদাই থাকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটা চেতনা আর বর্তমানের মতো এইরকম মুহূর্তে সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়' — বৃদ্ধ মক্ষিকাপালকের দিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

বৃদ্ধের দাড়ি ছাইরঙা, মাথায় ঘন রুপোলী চুল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মধুর পাত্র হাতে সস্নেহে শান্তভাবে সে তার উচ্চতা থেকে তাকিয়ে ছিল ভদ্রলোকদের দিকে, স্পষ্টতই কিছুই সে বুঝতে পারছিল না, চাইছিলও না।

সের্গেই ইভানোভিচের কথায় বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সে বললে, 'ঠিক তাই বটে।'

'ওকে জিগ্যেস করুন-না। কিছুই ও জানে না, ভাবছেও না কিছুই'— লেভিন বললেন; 'যুদ্ধের কথা তুমি শুনেছ মিখাইলিচ?' বৃদ্ধকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'গির্জায় কী পড়া হল? কী তুমি ভাবছ? খিস্টানদের জন্যে আমাদের লড়া উচিত কি?'

'আমাদের ভাববার কী আছে গো? সম্রাট আলেক্‌সান্দর নিকোলায়েভিচ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে ভেবে থাকেন, ভাবছেন। উনি দেখতে পান আমাদের চেয়ে পরিষ্কার... আরো রুটি আনব কি? খোকাকে দিলে হয় না?' গ্রিশা রুটির চটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল, তাকে দেখিয়ে সে শুধাল দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে।

'জিগ্যেস করার প্রয়োজন নেই আমার' -- বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'শত শত লোককে আমরা দেখেছি, দেখছি যারা সবকিছু ফেলে রেখে আসছে ন্যায়ের সেবার জন্যে, আসছে রাশিয়ার সবখান থেকে, সোজাসুজি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছে তাদের ভাবনা আর লক্ষ্য। তারা নিয়ে আসছে তাদের মুষ্টিভিক্ষা অথবা নিজেরাই চলে যাচ্ছে এবং সরাসরি বলছে কেন। কী এতে বোঝায়?'

'আমার মতে এতে বোঝায়'—উত্তেজিত হতে শুরু করে লেভিন বললেন, 'আট কোটি মানুষের মধ্যে এখনকার মতো শত শত নয়, হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খোয়া গেছে, বেপরোয়া সব লোক যারা পুগাচোভের দস্যুদলে যোগ দিতে, খিবায়, সার্বিয়ায় যেতে সর্বদাই রাজি...'

'তোকে বলছি শুধু শত শত নয়, বেপরোয়াও নয়, জনগণের সেরা প্রতিনিধি!' সের্গেই ইভানোভিচ বললেন এমন বিরক্তিতে যেন তিনি তাঁর শেষ সম্পত্তিটুকু রক্ষা করছেন, 'আর চাঁদা? এখানে সমগ্র জনগণ সোজাসুজি ব্যক্ত করছে তাদের অভিপ্রায়।'

''জনগণ' কথাটা অতি অনির্দিষ্ট। একজন কেরানি, শিক্ষক, হাজার পিছু একজন চাষী হয়ত জানে ব্যাপারটা কী নিয়ে' -- লেভিন বললেন; 'বাকি আট কোটি এই মিখাইলিচের মতো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত তো করছেই না, কী নিয়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। এটা জনগণের অভিপ্রায় এ কথা বলার কী অধিকার আছে আমাদের?'

॥ ১৬ ॥

দ্বন্দ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ সের্গেই ইভানোভিচ আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ আলাপটা নিয়ে গেলেন অন্য এক ক্ষেত্রে।

'হ্যাঁ, তুই যদি পাটীগণিত দিয়ে জনগণের আত্মাকে ধরতে চাস, তাহলে বলাই বাহুল্য, সেটা ধরা খুবই কঠিন। এবং ভোটদানও আমাদের এখানে প্রবর্তিত হয় নি, হতে পারে না, কেননা তাতে প্রতিফলিত হয় না জনগণের ইচ্ছা; কিন্তু সেটা জানার জন্যে অন্য পথ আছে। বাতাসে সেটা টের পাওয়া যায়, টের পাওয়া যায় হৃদয় দিয়ে। যেসব অন্তঃস্রোত বইতে শুরু করেছে জনগণের অচল সাগরে, সংস্কারাচ্ছন্ন নয়, এমন প্রতিটি লোকের কাছে যা পরিষ্কার তার কথা তো তুললামই না। সমাজকে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থে দ্যাখ। বুদ্ধিজীবী জগতের অতিবিভিন্ন সমস্ত দল, যারা আগে ছিল পরস্পর অতি শত্রুতাপরায়ণ, তারা মিলে গেছে এক হয়ে। শেষ হয়ে গেছে সমস্ত বিবাদ, সমস্ত সামাজিক মুখপত্র একই কথা বলছে, একটা ভৌত শক্তি অনুভব করছে সবাই, সেটা তাদের জাপটে নিয়ে চলেছে একই দিকে।'

'হ্যাঁ, খবরের কাগজগুলো একই কথা বলছে বটে' — প্রিন্স বললেন, 'তা ঠিক। একেবারে বজ্রমেঘ দেখে ব্যাঙদের একইরকম ডাকের মতো, ফলে কিছুই আর শোনা যায় না।'

'ব্যাঙ হোক বা না হোক — খবরের কাগজ প্রকাশ করি না আমি, তাদের সমর্থন করতেও চাই না, আমি বলছি বুদ্ধিজীবী জগতে একই চিন্তাধারার কথা' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে।

লেভিন উত্তর দিতে চাইছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁকে থামালেন। বললেন:

'ওই একই চিন্তাধারা নিয়ে অন্য কথাও বলা যায়। যেমন আমার ওই জামাতা, স্তেপান আর্কাদিচ, আপনি তো চেনেন ওকে। কী একটা কমিশনের কমিটি নাকি আরো কীসব নাম তার — মনে নেই আমার, সেখানে সে এখন কাজ পেয়েছে। শুধু সেখানে করবার কিছু নেই — কী হল ডল্লি, এটা তো গোপন কথা নয়! — অথচ বেতন আট হাজার। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন চাকরিটা প্রয়োজনীয় কিনা, ও প্রমাণ করে দেবে যে অতি প্রয়োজনীয়। অথচ ও সৎ লোক, কিন্তু আট হাজারের প্রয়োজনে বিশ্বাস না করে কি চলে।'

'হ্যাঁ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে উনি বলতে বলেছেন যে চাকরিটা

উনি পেয়েছেন' — প্রিন্স অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়ায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'পত্রিকাগুলোর এক চিন্তাও সেই ব্যাপার। লোকে আমায় এটা বুঝিয়ে দিয়েছে: যুদ্ধ বাধলেই তাদের মুনাফা হয় দ্বিগুণ। জনগণের ভাগ্য, স্লাভ... এ সব না ভেবে তারা পারে কি?'

'অনেক পত্রিকাই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথাটা অন্যায়' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমি শুধু একটা শর্ত রাখতে চাই' — প্রিন্স বলে গেলেন, 'প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আগে সেটা চমৎকার বলেছিলেন আলফোঁস কার। 'আপনারা মনে করেন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? চমৎকার। বেশ, যারা যুদ্ধের প্রচার করছে তাদের একটা বিশেষ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সবার আগে পাঠান ঝঞ্ঝাক্রমণে!''

'বেশ দেখাবেন তাহলে সম্পাদকেরা' — সশব্দে হেসে উঠে বললেন কাতাভাসোভ। নির্বাচিত এই বাহিনীতে তাঁর পরিচিত সম্পাদকদের দশা কল্পনায় ভেসে উঠেছিল তাঁর কাছে।

'কী আর হবে, পালিয়ে যাবে তারা' — ডল্লি বললেন, 'শুধু ব্যাঘাত ঘটাবে।'

'যদি পালাতে যায়, তাহলে পেছন থেকে গুলি কিংবা চাবুক হাতে কসাক ঘোড়সওয়ার' — প্রিন্স বললেন।

'এটা একটা রগড়, এবং মাপ করবেন প্রিন্স, তেমন ভালো রগড় নয়!' বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমার মনে হচ্ছে না এটা রগড়, আমি...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন লেভিন, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন:

'সমাজের প্রতিটি সভ্যই তার উপযুক্ত কাজ করতেই আহূত। আর সামাজিক মতামত প্রকাশ ক'রে চিন্তা জগতের লোকেরা সেইটেই করছেন। এবং সামাজিক মতের অভিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই হল সংবাদপত্রের একটা বড়ো অবদান এবং সেইসঙ্গে তা একটা আনন্দজনক ঘটনা। বিশ বছর আগে আমরা মুখ বুঁজে থাকতাম, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে রুশী জনগণের কণ্ঠ, এক হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত, নিপীড়িত ভাইদের জন্যে তারা আত্মদানে রাজি: এটা মস্তো একটা পদক্ষেপ এবং শক্তির ভান্ডার।'

'কিন্তু শুধু তো আত্মদান নয়, তুর্কীদের খুন করাও' — সসংকোচে

বললেন লেভিন, 'লোকে আত্মদান করছে, করতে রাজি নিজের আত্মার জন্যে, হত্যা করার জন্যে নয়' — যে চিন্তাগুলো এখন তাঁর মন জুড়ে আছে. তাদের সঙ্গে অগোচরে কথোপকথনটা যুক্ত করে যোগ দিলেন লেভিন।

'আত্মার জন্যে মানে? প্রকৃতিবিদের কাছে কথাটা দুর্বোধ্য। আত্মা কী জিনিস?' হেসে জিগ্যেস করলেন কাতাভাসোভ।

'আপনি তো সেটা জানেনই!'

'ভগবানের দিব্যি, সামান্যতম ধারণাও নেই!' কাতাভাসোভ বললেন উচ্চহাস্যে।

'খ্রিস্ট বলেছেন, 'আমি শান্তি নয়, খড়্গ এনেছি'' — নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। বাইবেলের এই যে কথাটা লেভিনকে সবচেয়ে বেশি হতভম্ব করেছে, সেটা তিনি বললেন এমনি এমনি, যেন সেটা অতি বোধগম্য একটা ব্যাপার।

'ঠিক তাই' — ওঁদের কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক বললে তার প্রতি অকস্মাৎ একটা দৃষ্টিপাতের জবাবে।

'না ভায়া, হেরে গেছেন, একেবারে হেরে গেছেন!' ফুর্তিতে চিৎকার করলেন কাতাভাসোভ।

হেরে গেছেন বলে নয়, ক্ষান্ত না থেকে তর্ক করতে শুরু করেছেন বলে বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন। ভাবলেন:

'না। ওঁদের সঙ্গে তর্ক করা আমার চলে না। ওরা বর্মাচ্ছাদিত, আর আমি নগ্ন।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দাদা আর কাতাভাসোভকে বোঝানো যাবে না, আর তাঁদের কথায় সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো অসম্ভব। ওঁরা যা প্রচার করছিলেন, সেটা মননের সেই গরিমা যা তাঁকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে রাজধানী দিয়ে যাওয়া কয়েক শ' প্রগল্‌ভ স্বেচ্ছাসৈনিকের কথা শুনে পত্রিকাগুলোর সঙ্গে তাঁর দাদা সমেত কয়েক ডজন লোকের এ কথা বলার অধিকার আছে যে তাঁরা জনগণের চিন্তা ও ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তাও আবার এমন চিন্তা যা অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রতিহিংসা আর হত্যায়। এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ যে লোকগুলোর মধ্যে তিনি বাস করছেন তাদের ভেতর এই সব চিন্তার প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে এরকম চিন্তা তিনি দেখেন নি (আর রুশ জনগণ যাদের নিয়ে গঠিত, নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে

তিনি যে কারো চেয়ে কম যান না তা মনে না করে পারতেন না); এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণ কল্যাণ কী বস্তু সেটা তিনি ও জনগণ জানেন না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা তিনি দৃঢ়ভাবেই জানেন যে, এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব শুধু শুভের যে নীতিগুলি প্রত্যেকেরই জানা তা কঠোরভাবে পালন ক'রে। আর তাই সাধারণ যে লক্ষ্যই থাক তার জন্য যুদ্ধ চাইতে বা তার প্রচার করতে তিনি পারেন না। মিখাইলিচ ও জনগণের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারাঙ্গিয়ানদের আমন্ত্রণের কিংবদন্তিতে, তাদের সঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'আমাদের ওপর রাজত্ব করুন, শাসন করুন। সানন্দে আমরা পরিপূর্ণ বশ মানছি। সমস্ত মেহনত, সমস্ত হীনতা, সমস্ত কোরবানি আমরা নিজেদের কাঁধে নিচ্ছি; কিন্তু আমরা বিচারও করব না, সিদ্ধান্তও নেব না।' আর এখন, সের্গেই ইভানিচদের কথায়, মহামূল্যে কেনা এই অধিকার ত্যাগ করছে জনগণ।

তাঁর বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, জনমত যদি হয় অপাপবিদ্ধ বিচারক, তাহলে স্লাভদের সাহায্যার্থে আন্দোলনের মতো বিপ্লব, কমিউনও ন্যায্য হবে না কেন? কিন্তু এ সব চিন্তায় কিছুরই সমাধান হত না। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল — এই মুহূর্তে তর্ক সের্গেই ইভানোভিচকে চটিয়ে দিচ্ছে, তাই তর্ক করা খারাপ; লেভিনও চুপ করে গেলেন এবং অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে মেঘ জমছে, বৃষ্টি নামার আগে বাড়ি ফেরা ভালো।

॥ ১৭ ॥

প্রিন্স আর সের্গেই ইভানিচ গাড়িতে বসে চলে গেলেন; বাকিরা পদক্ষেপ বাড়িয়ে হাঁটলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু কখনো শাদা, কখনো কালো মেঘ এত দ্রুত এগিয়ে আসছিল যে বৃষ্টির আগে বাড়ি পেঁছতে হলে পদক্ষেপ আরো বাড়ানো দরকার। ঝুলকালি মাখা ধোঁয়ার মতো সামনের নিচু মেঘগুলো অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ছোটাছুটি করছিল আকাশে। বাড়ি যেতে তখনো দু'শ পা বাকি, হঠাৎ বেগ উঠল বাতাসের। যেকোনো মুহূর্তে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

সশংকিত সহর্ষ চিৎকার তুলে সামনে ছুটল ছেলেমেয়েরা। পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্টের সঙ্গে কোনোক্রমে যুঝতে যুঝতে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা আর হাঁটছিলেন না, ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিচ্যুত না করে শুরু করলেন দৌড়তে। পুরুষেরা মাথার টুপি চেপে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন। অলিন্দের কাছে পেঁছতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ে ভেঙে যেতে লাগল টিনের পয়ঃপ্রণালীর কানায়। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছু পেছু বড়োরাও ফুর্তিতে কথা কইতে কইতে ছুটলেন চালের আশ্রয়ে।

শাল আর কম্বল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, তাঁকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা?'

উনি বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আছেন।'

'আর মিতিয়া?'

'কলোক বনে থাকার কথা, আয়াও আছে তাদের সঙ্গে।'

লেভিন কতকগুলো কম্বল নিয়ে ছুটলেন কলোক বনে।

এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই মেঘ তার বুক দিয়ে সূর্যকে এতটা চাপা দিয়েছিল যে হয়ে উঠল গ্রহণ লাগার মতো অন্ধকার। বাতাসের বেগ যেন নিজের জেদ ধরে একরোখার মতো থামিয়ে দিচ্ছিল লেভিনকে, লিণ্ডেন গাছের পাতা আর ফুল ঝরিয়ে, অদ্ভুত আর বিশ্রীভাবে বার্চ গাছের শাদা ফেঁকড়ি ন্যাংটা করে একদিকে নুইয়ে দিচ্ছিল সবকিছুকে: অ্যাকেসিয়া, ফুলগাছ, আগাছা, ঘাস, গাছের চুড়ো। বাগানে যে মেয়েরা কাজ করছিল তারা চিল্লিয়ে ছুটে গেল চাকরবাকরদের ডেরার চালার নিচে। দরদর ধারে বৃষ্টির পর্দায় দূরের বন আর কাছের মাঠের আধখানা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। দ্রুত তা এগিয়ে আসছিল কলোকের দিকে। ছোটো ছোটো ফোঁটায় ভেঙে যাওয়া বৃষ্টির আর্দ্রতা টের পাওয়া যাচ্ছিল বাতাসে।

ঝড়ে শাল খসে গেল হাত থেকে, সামনের দিকে মাথা নুইয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে লেভিন প্রায় এসে গিয়েছিলেন কলোক বনের কাছে, দেখতে পাচ্ছিলেন ওক গাছটার পেছনে শাদা কী একটা ধবধব করছে, এমন সময় হঠাৎ সব ঝলকে উঠল, আগুন লেগে গেল মাটিতে, মাথার ওপর যেন ফেটে গেল আকাশের গম্বুজ। ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ খুলে বৃষ্টির যে ঘন পর্দাটা এখন তাঁকে কলোক থেকে আলাদা করে ফেলেছে, তার ভেতর দিয়ে তিনি সবার আগে সভয়ে দেখলেন বনের মাঝখানে তাঁর পরিচিত ওক গাছটার সবুজ চুড়োটার অবস্থান বদলে গেছে। 'সত্যিই বাজ

পড়েছে নাকি?' লেভিন কথাটা ভাবতে না ভাবতেই ওক গাছের চুড়োটা ক্রমেই দ্রুতবেগে হারিয়ে যেতে লাগল বাকি গাছের পেছনে, শোনা গেল অন্যান্য গাছের ওপর বড়ো একটা গাছের পতনের শব্দ।

বিদ্যুতের ঝলক, বজ্রের নির্ঘোষ আর দেহে একটা ক্ষণিক শীতলতা বাধ লেভিনের কাছে মিলে গেল একটা আতংকে। 'ভগবান! ভগবান! যেন ওদের ওপর না পড়ে!' বিড়বিড় করলেন তিনি।

যে ওক গাছটা এখন পড়ে গেছে তাতে ওরা যেন মারা না যায়, এ প্রার্থনা কতটা অর্থহীন সেটা তক্ষুনি তাঁর মনে হলেও তিনি এটা আওড়াতে লাগলেন এ কথা জেনেই যে, অর্থহীন প্রার্থনার চেয়ে ভালো কিছু আর তাঁর করার নেই।

যেখানেই ওরা সাধারণত থাকত, সে জায়গাটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তিনি তাদের দেখতে পেলেন না।

ওরা ছিল বনের অন্য প্রান্তে, বুড়ো লিন্ডেন গাছের তলে, ডাকছিল তাঁকে। কালচে রঙের (আগে তাদের রঙ ছিল হালকা) ফ্রক পরা দুটি মূর্তি কিসের ওপর যেন গুড়ি মেরে আছে। ওরা কিটি আর আয়া। লেভিন যখন ওদের কাছে ছুটে গেলেন, বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে, ফরসা হতে শুরু করেছে আকাশ। আয়ার স্কার্টের নিচুটা শুকনো, কিন্তু কিটির ফ্রক ভিজে জবজবে হয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। বজ্রপাতের সময় তারা যেভাবে ছিল বৃষ্টি থেমে গেলেও এখনো তারা সেই অবস্থাতেই। দু'জনেই ঝুঁকে আছে সবুজ ছাতা মেলা প্যারাম্বুলেটারের ওপর।

'বেঁচে আছো? অক্ষত? জয় ভগবান!' সরে না যাওয়া জলে তাঁর জলভরা জুতো থপথপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললেন তিনি।

কিটির সিক্ত আরক্তিম মুখ তাঁর দিকে চেয়ে বিকৃত টুপির তল থেকে ভয়ে ভয়ে হাসছিল।

'লজ্জা হয় না তোমার! বুঝতে পারি না কেমন করে এত অসাবধানী হতে পার!' স্ত্রীর ওপর খেঁকিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সত্যি, আমার দোষ নেই। আমরা চলে যাব ভাবছিলাম এমন সময় ও চেঁচিয়ে ওঠে। ওর কাঁথাকানি বদলাতে হল। আমরা সবে...' কৈফিয়ৎ দিতে লাগল কিটি।

মিতিয়া অক্ষত, শুকনো, দুর্যোগেও ঘুম তার ভাঙে নি।

'যাক গে, জয় ভগবান! কী বলছি খেয়ালই নেই!'

ভেজা কাঁথাগুলো জড়ো করা হল। শিশুটিকে বার করে তাকে কোলে নিয়ে চলল আয়া। নিজের রাগের জন্য দোষী-দোষী ভাব করে লেভিন যাচ্ছিলেন স্ত্রীর পাশে পাশে, আয়াকে লুকিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন কিটির হাতে।

॥ ১৮ ॥

সারাটা দিন হরেক রকমের কথাবার্তায় লেভিন যেন যোগ দিচ্ছিলেন শুধু তাঁর মানসের একটা বহির্ভাগ দিয়ে, নিজের প্রতীক্ষিত পরিবর্তনটার ব্যাপারে হতাশ হলেও অন্তরের মধ্যে একটা প্রসন্ন মূর্ছনা তাঁর থামছিল না।

বৃষ্টির পর মাটি এত ভেজা যে বেড়াতে বেরুনো যায় না; তা ছাড়া বজ্রগর্ভ কালো মেঘ দিগন্ত ছেড়ে চলে যায় নি, আকাশের কখনো এ কিনারায়, কখনো ও কিনারায় কালো হয়ে গর্জন করে ফিরছিল। বাকি দিনটা সবাই কাটালেন বাড়িতেই।

বিতর্ক আর বাধে নি, বরং ডিনারের পর সবাই ছিলেন শরীফ মেজাজে।

প্রথমে কাতাভাসোভ মহিলাদের হাসালেন তাঁর মৌলিক ধরনের হাস্যকৌতুক দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সবারই ভারি ভালো লাগত, কিন্তু পরে সের্গেই ইভানোভিচের অনুরোধে তিনি শোনাতে লাগলেন ঘরোয়া মাছির বিভিন্ন স্বভাব, এমনকি মাদি-মর্দার চেহারায় পার্থক্য আর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর অতি মনোগ্রাহী পর্যবেক্ষণের কথা। সের্গেই ইভানোভিচও বেশ খুশিতে ছিলেন এবং চায়ের পর ভাই শুনতে চাওয়ায় তিনি প্রাচ্য প্রশ্নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত পেশ করলেন এমন সহজ আর সুন্দর করে যে সবাই তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

শুধু কিটির সবটা শোনা হল না, মিতিয়াকে স্নান করাবার জন্য ডাক পড়েছিল তার।

কিটি বেরিয়ে যাবার কিছু পরে লেভিনকেও ডাকা হল তার কাছে শিশুকক্ষে।

চা ফেলে রেখে, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তাটায় ছেদ পড়ল বলে দুঃখ, সেইসঙ্গে আবার ডাকা হয়েছে বলে উদ্বেগ (কেননা সেটা ঘটে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই) নিয়ে লেভিন ঢুকলেন শিশুকক্ষে।

মুক্তিপ্রাপ্ত চার কোটি স্লাভদের কী করে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে

ইতিহাসের একটা নবযুগ শুরু করতে হবে, সের্গেই ইভানোভিচের পুরো না শোনা ঐ পরিকল্পনাটা তাঁর কাছে একদম অভিনব বলে তাতে তিনি উৎসুক ও আকৃষ্ট বোধ করলেও, কেন তাঁকে ডাকা হল তার জন্য কৌতূহল ও অস্থিরতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুললেও, ড্রয়িং-রুম থেকে বেরিয়ে একা হওয়া মাত্রই লেভিনের মনে পড়ল তাঁর সকাল বেলাকার চিন্তা। এবং তাঁর প্রাণের মধ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় বিশ্ব ইতিহাসে স্লাভ উপাদানের গুরুত্ব নিয়ে এই সব যুক্তিবিস্তার তাঁর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হল যে মুহূর্তে তিনি সে সব ভুলে চলে গেলেন সকাল বেলাকার মানসিকতায়।

আগে যা ঘটত, চিন্তার গতিধারা কিভাবে এগিয়েছিল সেটা মনে পড়ল না তাঁর, এখন তার আর প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে। এই সব চিন্তার সঙ্গে জড়িত যে অনুভূতিতে তিনি চালিত হয়েছিলেন তাতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাণের মধ্যে সে অনুভূতি আরো প্রবল ও সুনির্দিষ্ট। আগে তাঁর যা হত, কল্পিত একটা সান্ত্বনার জন্য চিন্তার পুরো ধারাটা ঝালিয়ে নিয়ে অনুভূতি জাগাতে হত, সেটা হল না। এখন বরং আনন্দ ও প্রশান্তির বোধ আগের চেয়ে জীবন্ত, চিন্তা তার নাগাল পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসা আকাশে দুটো তারা ফুটেছে, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আরে হ্যাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে গম্বুজটা আমি দেখছি, সেটা অসত্য নয়। আর তাতে করে কী একটা যেন আমি পুরো ভাবি নি, কী একটা যেন লুকিয়ে রাখছিলাম নিজের কাছ থেকে' — ভাবলেন তিনি। 'তবে সে যাই হোক, আপত্তি করা চলবে না। পুরো ভাবতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে!'

শিশুকক্ষে ঢুকতে তাঁর মনে পড়ল নিজের কাছ থেকে কী লুকিয়ে রাখছিলেন তিনি। শুভ আছে তাঁর এই উন্মোচনটা যদি হয় ঐশী সত্তার প্রধান প্রমাণ, তাহলে কেন সে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল খ্রিস্টীয় গির্জায়? এই উন্মোচনের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকছে বৌদ্ধদের, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের? তারাও তো শুভের প্রচার, শুভকর্ম আচরণ করে থাকে?

তাঁর মনে হল এ প্রশ্নের জবাব তাঁর আছে; কিন্তু নিজের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারার আগেই এসে গেলেন শিশুকক্ষে।

আস্তিন গুটিয়ে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল টবের কাছে, শিশুটিকে ধোয়াচ্ছিল তাতে। স্বামীর পদশব্দ শুনে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে

সে কাছে ডাকলে তাঁকে। একটা হাতে সে চিৎ হয়ে ভাসন্ত হৃষ্টপুষ্ট ছুটফটে-পা ছেলের মাথার তলে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা দিয়ে পেশী টান করে স্পঞ্জ চেপে সমানে জল ছিটিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর।

স্বামী কাছে আসতে কিটি বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিকই বলেছিলেন। চিনতে পারছে।'

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সেই দিন থেকেই মিতিয়া স্পষ্টতই তার আপনজনদের সবাইকে চিনতে পারছিল নিঃসন্দেহেই। লেভিন টবের কাছে যেতেই একটা পরীক্ষা দেখানো হল তাঁকে, ভালোই উৎরাল সেটা। এর জন্য বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছিল রাঁধুনিকে, ঝুঁকে পড়ল সে শিশুর ওপর। শিশু চোখ কোঁচকাল, মাথা নাড়লে আপত্তি জানিয়ে। এবার কিটি ঝুঁকে এল, হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠল শিশু, দুই হাতে স্পঞ্জ চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে আত্মতৃপ্ত বিচিত্র সেই পতপত শব্দটা করতে লাগল যাতে শুধু কিটি আর আয়াকে নয়, লেভিনকেও পেয়ে বসত অপ্রত্যাশিত একটা উচ্ছ্বাস।

এক হাতে শিশুকে টব থেকে তুলে, জল ঢেলে, তোয়ালে জড়িয়ে, গা মুছে শিশুর তীক্ষ্ম চিৎকারের পর তাকে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে ওকে তুমি ভালোবাসতে শুরু করেছ' — ছেলেকে বুকে করে শান্তভাবে তার অভ্যস্ত জায়গাটিতে বসে কিটি বললে, 'খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমার তো দুঃখ হতেই শুরু করেছিল। তুমি বলেছিলে যে ওর জন্যে তোমার টান নেই।'

'উঁহু, টান নেই বলেছিলাম কি? আমি শুধু বলেছিলাম যে হতাশ হয়েছি।'

'সে কি, ওর জন্যে হতাশা?'

'না, ওর জন্যে হতাশা নয়, হতাশাটা নিজের স্নেহে; আমি আশা করেছিলাম আরো বেশি। আশা করেছিলাম, চমকের মতো আমার মধ্যে নামবে নতুন একটা সুখানুভূতি। আর তার বদলে বিতৃষ্ণা, অনুকম্পা...'

মিতিয়াকে চান করাবার জন্য যে আংটিগুলি কিটি খুলে রেখেছিল, সরু সরু আঙুলে তা পরতে পরতে শিশুর মাথার ওপর দিয়ে মনোযোগ সহকারে লেভিনের কথা শুনছিল কিটি।

'আর প্রধান কথা, তৃপ্তির বদলে ভয় আর করুণা অনুভব করতাম বেশি। আজ বজ্রঝঞ্ঝার সময় যে আতংক হয়েছিল তাতে বুঝলাম কত ভালোবাসি ওকে।'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিটি।

বললে, 'আর তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না? আমিও। কিন্তু যেটা ঘটে গেছে, সেটা আমার কাছে এখন বেশি ভয়াবহ। আমি গিয়ে ওক গাছটা দেখে আসব। কী মিষ্টি লোক কাতাভাসোভ! হ্যাঁ, মোটের ওপর সারা দিনটা ভারি ভালো কাটল। আর তুমিও ইচ্ছে করলে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো বেশ... নাও, যাও এখন। স্নানের পর জায়গাটা সর্বদাই গরম থাকে, ভাপ ওঠে...'

॥ ১৯ ॥

শিশুকক্ষ থেকে বেরিয়ে লেভিন থামলেন। একলা হতেই তাঁর ভাবনাটায় যে কী একটা অস্পষ্টতা ছিল, সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

ড্রয়িং-রুম থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি থামলেন বারান্দায়, রেলিঙে কনুই ভর দিতে দেখতে লাগলেন আকাশ।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর দক্ষিণে, যেদিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সেখানে মেঘ ছিল না। মেঘ ছিল বিপরীত দিকে। সেখান থেকে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ, শোনা যাচ্ছিল দূরের মেঘগর্জন। লেভিন কান পেতে শুনছিলেন লিন্ডেন গাছের পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরার শব্দ। দেখছিলেন নক্ষত্রের পরিচিত ত্রিভুজ আর তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পল্লবিত ছায়াপথ। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকে শুধু ছায়াপথ নয়, জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলোও অদৃশ্য হচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতেই ফের স্বস্থানে দেখা যাচ্ছিল তাদের, যেন নির্ভুল লক্ষ্যে কেউ তাদের ছুড়ে দিয়েছে।

'কিন্তু কী আমাকে জ্বালাচ্ছে?' নিজেকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, যদিও আগে থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর সংশয়ের নিরসন হয়ে আছে তাঁর প্রাণের মধ্যেই, যদিও সেটা ঠিক কী, তখনো তাঁর জানা নেই।

'হ্যাঁ, ঐশী সত্তার সুস্পষ্ট, সন্দেহাতীত প্রকাশ হল শুভের নীতি, যা জগতের কাছে উন্মোচিত আর আমি সেটা অনুভব করি নিজের মধ্যে এবং এই স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বরভক্তদের যে সমাজটাকে গির্জা বলা হয়, তাতে আমি অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে যেন মিলিত হতে যাচ্ছি না, চাই না-চাই

মিলিত হয়েই আছি। কিন্তু ইহুদি, মুসলমান, কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ — কে এরা?' নিজেকে তিনি সেই প্রশ্নই করলেন যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিপজ্জনক; 'কোটি কোটি এই সব লোক সত্যিই কি সেই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত যা ছাড়া জীবন অর্থহীন?' একটু ভাবলেন তিনি, কিন্তু তক্ষুনি সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'কিন্তু কী আমার প্রশ্ন?' নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐশী সত্তার সঙ্গে গোটা মানবজাতির নানাবিধ ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, হরেক রকম ঝাপসা ছোপ নিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে ঈশ্বরের সাধারণ আবির্ভাব। কিন্তু কী আমি করছি? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, আমার হৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এমন জ্ঞান যা যুক্তির অনধিগম্য, অথচ একরোখার মতো সে জ্ঞানটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যুক্তি আর কথা দিয়ে।

'আমি কি জানি না যে নক্ষত্রেরা চলিষ্ণু নয়?' বার্চ গাছের সর্বোচ্চ শাখায় সরে এসেছে যে উজ্জ্বল তারাটা তার দিকে চেয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন নিজেকে, 'কিন্তু তারার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণন আমি কল্পনা করতে পারি না, তাই তারারা চলছে বলে আমি ঠিকই বলছি।

'জ্যোতির্বিদরা যদি পৃথিবীর সমস্ত জটিল ও বহুবিচিত্র গতিগুলোকে নেয়, তাহলে কিছু তারা বুঝতে, হিসেব কষতে পারবে কি? জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্ব, ভার, গতি ও অস্থিরতা নিয়ে তাদের বিস্ময়কর সব সিদ্ধান্ত তো শুধু নিশ্চল পৃথিবীকে ঘিরে দৃশ্যগোচর গ্রহ-তারার গতির ভিত্তিতে, সেই গতি যা আমি এখন আমার সামনে লক্ষ করছি। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকের কাছে যা সর্বদা ছিল এবং থাকবে একই, আর তা যাচাই করা যায়। এবং একই মধ্যরেখা আর একই দিগন্তকে ধরে দৃষ্টিগোচর আকাশকে পরিদর্শন না করলে জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত যেমন অসিদ্ধ আর টলমলে হবে, ঠিক তেমনি শুভের যে বোধ সকলের কাছে সর্বদা ছিল ও থাকবে একই, যা খিস্টধর্ম আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং প্রাণের মধ্যে সর্বদাই যা যাচাই করা চলবে, তার ভিত্তিতে না হলে আমার সমস্ত সিদ্ধান্তও হবে সমান অসিদ্ধ আর টলমলে। আর ঐশী সত্তার সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের যে সম্পর্ক, সে প্রশ্ন সমাধানের অধিকার ও সম্ভাবনা আমার নেই।'

'সে কি, তুমি যাও নি?' হঠাৎ শোনা গেল কিটির কণ্ঠ, একই পথে সে যাচ্ছিল ড্রয়িং-রুমের দিকে, 'কোনো কিছুতে বিচলিত হয়েছ নাকি?'

তারার আলোয় মন দিয়ে লেভিনের মুখ দেখার চেষ্টা করল কিটি।

তাহলেও দেখা সম্ভব হত না, যদি ঠিক সেই মুহূর্তে আবার বিদ্যুৎ ঝলক তারাদের মিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করে না তুলত তাঁর মুখ। বিদ্যুতের আলোয় তাঁর সমস্ত মুখখানা দেখতে পেল কিটি আর লেভিন যে সৌম্য, প্রসন্ন, তা লক্ষ করে তাঁর উদ্দেশে হাসলে।

'ও বুঝতে পারছে, ও জানে কী আমি ভাবছি' — মনে হল লেভিনের, 'ওকে কি বলব নাকি বলব না? উঁহু, বলব।' কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিটিও কথা কয়ে উঠল তখন। বললে:

'শোনো কস্তিয়া! আমার একটা উপকার করো। কোণের ঘরটায় গিয়ে দ্যাখো গে সের্গেই ইভানোভিচের থাকার ব্যবস্থাটা কেমন হল। আমার পক্ষে অসুবিধা। নতুন ওয়াশ-স্ট্যান্ড দিয়েছে?'

'বেশ, নিশ্চয় যাব' — খাড়া হয়ে লেভিন বললেন কিটিকে চুমু খেয়ে।

'না, বলার দরকার নেই' — কিটি তাঁর আগে আগে চলে গেলে লেভিন ভাবলেন; 'এটা একটা গোপন রহস্য, কেবল আমারই তা দরকার, কেবল আমার কাছেই তা গুরুত্বপূর্ণ, কথায় অপ্রকাশ্য।

'নতুন এই ভাবাবেগটা আমায় পালটে দেয় নি, সুখী করে তোলে নি, হঠাৎ জ্ঞান দেয় নি আমায়, যা আমি কল্পনা করেছিলাম আমার পুত্রস্নেহের ব্যাপারে। কোনো হঠাৎ চমক কিছু হয় নি। কিন্তু এই ঈশ্বর বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, জানি না কী এটা, কিন্তু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে এসে গিয়ে দৃঢ়ভাবে তা প্রোথিত হয়ে গেছে আত্মায়।

'একই রকম রেগে উঠব কোচোয়ান ইভানের ওপর, একই রকম তর্ক করে যাব, নিজের ভাবনা বলে বসব খাপছাড়াভাবে, আমার প্রাণের কাছে যা পবিত্রাধিক পবিত্র এবং অন্য লোক, এমনকি স্ত্রী — তাদের মাঝখানে থেকে যাবে একই রকম দেয়াল, নিজের ভীতির জন্যে একই রকম দোষ ধরব কিটির আর অনুতাপ করব তার জন্যে, কেন আমি প্রার্থনা করছি যুক্তি দিয়ে সেটা একই রকম না বুঝেও প্রার্থনা করে যাব, কিন্তু এখন থেকে আমার জীবন, আমার পুরো জীবন, আমার যাই ঘটুক তা নির্বিশেষে, তার প্রতিটি মিনিট শুধু আগের মতো আর অর্থহীন থাকবে না, তাতে থাকবে শুভের সন্দেহাতীত একটা বোধ, যা আমিই পারি সঞ্চারিত করতে!'

সমাপ্ত

উত্তর নিবেদন

॥ ১ ॥

ল. ন. তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর সাহিত্যিক তাৎপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর। শুধু শিল্পী নন, একাধারে তিনি নৈতিকতাবাদী, দার্শনিক, জীবনাচার্য। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জন্মসূত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষায় তিনি রুশ অভিজাত সম্প্রদায়ের 'উচ্চতম মহলের' লোক। আঠারো শতকের গোড়ায় তাঁর পূর্বপুরুষদের কাউন্ট খেতাব দিয়েছিলেন রুশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান পিটার স্বয়ং। ওয়ারিসী স্বত্ব হিশেবে তিনি পান মধ্য রাশিয়ায় বিশাল এক সম্পত্তি — ইয়াস্নায়া পলিয়ানা, তার ভূমিদাস কৃষক, সমস্ত জমি, বন, জলসম্পদ, মৎস্যশিকারের অধিকার সমেত। উনি বলতেন, এমনকি জানলার কাছে নাইটিঙ্গেল পাখিগুলোও ছিল তাঁর। কিন্তু তলস্তয় এই অভিমতে উপনীত হন যে জনগণের দারিদ্র্যের কাছে ঐশ্বর্যের কোনো নৈতিক ন্যায্যতা থাকতে পারে না। ১৮৬১ সালে সামাজিক সংস্কারের যুগে তিনি ভূমিদাস চাষীদের মুক্তির ব্যাপারে সহায়তা করেন সর্বোপায়ে। নিজের জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি একটা আত্মিক ক্রান্তির মধ্যে দিয়ে যান। তার মূলকথাটা হল, 'নিজের সমাজের জীবনকে তিনি বর্জন করলেন' — যা তিনি বলেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থে (১৮৮১-১৮৮২)।

বলা যায় যে তলস্তয়ের ক্রিয়াকলাপে রুশ অভিজাতপ্রধান রাষ্ট্র আত্মনৈতির দিকে যাচ্ছিল। ধনীদের যে সমালোচনা তলস্তয় করেন, তা বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জনগণের, 'যারা জীবন গড়ছে তাদের'*

* ল. ন. তলস্তয়, 'স্বীকারোক্তি'।

পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। শিল্পী ইলিয়া রেপিন তলস্তয়কে এঁকেছেন এক মহাবল কৃষকের মূর্তিতে যে হলকর্ষণ করে চলেছে স্বদেশের মাটিতে। এ ছবিটা আছে 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লেভিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না'।* রুশ সাহিত্যে এবং রুশ জীবনে এইরকম গভীর হলরেখা দেগে দিয়েছেন তলস্তয়।

॥ ২ ॥

১৮৬৫-১৮৬৮ সালে তলস্তয় রচনা করেন ঐতিহাসিক মহোপন্যাস যুদ্ধ ও শান্তি', ১৮৮৯-১৮৯৯ সালে কশাঘাতী আখ্যায়িকা 'পুনরুত্থান' আর এর মাঝখানে আবির্ভূত হল 'সমসাময়িক জীবন নিয়ে', 'আন্না কারেনিনা' (১৮৮১-১৮৮২) উপন্যাস।

উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তলস্তয় লিখেছিলেন: 'অব্‌লোন্‌স্কিদের বাড়িতে সবই জড়িয়ে গেল।' কথাটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহুল। তাতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের সাধারণ যুগবৈশিষ্ট্য, তেমনি পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত অবস্থা। তলস্তয়ের সমাজসমালোচনা পরিবার নিয়ে শুরু হয়ে আরো এগিয়ে গেছে, যে সমাজজীবন ও রাষ্ট্র পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, স্পর্শ করেছে তার জরুরি সমস্যা। 'আন্না কারেনিনা' যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে 'রুস্‌স্কি ভেস্তৃনিক' পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল সে-সময়কার একজন সমালোচক তলস্তয়ের উপন্যাসটিতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন 'পারিবারিক নীতির অতি অনুভবযোগ্য ধ্বংস'।

এই দিয়েই শুরু হচ্ছে উপন্যাস। অব্‌লোন্‌স্কি দম্পতির মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্য আন্না কারেনিনা এলেন মস্কোয় আর ঠিক এই সময়েই পুড়ল তাঁর নিজের কপাল। সংসারে শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখার জন্য কারেনিনের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর পরিবার ভেঙে গেল।

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৮, অধ্যায় ১০, পৃঃ ৪৬৫।

কারেনিন ছিলেন 'বিবাহবন্ধনের অটুটতার' দৃঢ় সমর্থক। কিন্তু তলস্তয় যখন উপন্যাসটি লিখছিলেন সেই সত্তরের দশকেই পারিবারিক বন্ধন আইনত ছিন্ন করা সম্ভব এবং অনুমোদনীয়, এমন একটা সামাজিক মত প্রাধান্য লাভ করছিল। উপন্যাসের একটা খসড়া পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে, 'সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের যে প্রশ্ন উঠেছে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আনুষ্ঠানিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই ছিলেন তার বিরোধী'। কিন্তু উপন্যাসে আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করেন কারেনিন। এবং শুধু তিনি একাই নন। অভিজাত পরিবারের ভাঙন হয়ে দাঁড়ায় সার্বত্রিক। 'স্ত্রী?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন' — অব্লোন্স্কির পিটার্সবুর্গ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তলস্তয় লিখছেন, 'প্রিন্স চেচেন্স্কির স্ত্রী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে: প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্স্কি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে।'* সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে যেন-বা সহজে, কিন্তু তার পেছনে বেড়ে উঠছিল ভয়াবহ পরিণাম যাতে ভীত বোধ করছিলেন তলস্তয়। 'ছেলেমেয়ে? পিটার্সবুর্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে।'** 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে তলস্তয় পারিবারিক নীতির সংহারক ছিলেন না; বিবাহের প্রশ্নে নিহিলিস্ট তত্ত্ব তাঁর কাছে বিজাতীয়। কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে বনেদী অভিজাত পরিবার ভেঙে পড়ছে। 'পারিবারিক ধর্মের' রক্ষাকবচ ও উৎস তিনি খুঁজতে চাইছিলেন জনজীবনের মধ্যে। 'সাদাসিধে' জীবনযাত্রা নিয়ে লেভিনের স্বপ্ন মিলে যায় 'মেহনতী বিশুদ্ধ জীবনের' আদর্শের সঙ্গে। গ্রামে বিচালি তোলার সময় লেভিন দেখতে পান ইভান পারমেনভ আর তার স্ত্রীকে। পরম একটা আবিষ্কারের মতো তাদের ভালোবাসা মুগ্ধ করে লেভিনকে। তলস্তয় লিখছেন: 'লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মুগ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, পৃঃ ৩৮৫।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, পৃঃ ৩৮৫।

বার, বিশেষ করে তরুণী বৌয়ের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিষ্কার ধারণা হল যে কষ্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই শ্রমশীল নির্মল, সার্বিক এক অপরূপ জীবনে পরিণত করা নির্ভর করছে তাঁরই ওপর।'* লেভিনের স্বপ্ন তাঁর নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত খেয়াল ছিল না, তলস্তয়ের উপন্যাসে 'পারিবারিক ধর্ম' মিলে যায় 'লোকধর্মের' সঙ্গে।

॥ ৩ ॥

অভিজাত সম্পত্তির প্রশ্নটা ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ ও তীব্র। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়ায় জমিদারী স্বত্বের চিরাচরিত পরিস্থিতি ধ্বসে পড়ে। ব্যর্থ হয় কৃষিকর্ম ও জীবনযাত্রার পুরনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য অভিজাতদের সমস্ত প্রচেষ্টা। 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে তলস্তয় লিখেছেন, আলস্যজীবী মানুষকে কোণঠাসা করছে বাস্তব জীবন। অসাফল্য শুধু অব্লোন্স্কিকে নয়, লেভিনকেও কোণঠাসা করছে সব দিক থেকে। তলস্তয় লিখেছেন: 'স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ... মোটেই টাকা ছিল না।'** চাকরি নিতে হল তাঁকে; শেষ সম্পত্তি — বনটাকে বিক্রি করে দেন তিনি। মহাল একেবারে ভগ্নদশায়। অব্লোন্স্কির স্ত্রী ডল্লি গ্রামে নিজেকে অসহায় বোধ করেন। 'ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশুদের ঘরে, তাই খাটগুলো সরিয়ে আনতে হল ড্রয়িং-রুমে। রাঁধুনি ছিল না। নয়টা গরুর মধ্যে, পাল দেখা শোনা করে যে মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছুর দিয়েছে, কোনোটা বুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত; মাখন নেই, এমনকি শিশুদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুরগি পাওয়া যাচ্ছে না; ভাজা আর সেদ্ধ করা হচ্ছিল বুড়ো বুড়ো, বেগুনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পৃঃ ৩৬০।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১৭, পৃঃ ৩৭৩।

ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আলু চাষে ব্যস্ত। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দণ্ডের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জায়গাটা; এমনকি বেড়িয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গরুর পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ ষাঁড়, গর্জন করত সেটা, সুতরাং সে ঢিঁস মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগুলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খুলে যেত আপনা থেকেই। উনুনের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইস্ত্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।'* উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে অভিজাত কৃষিকর্মের এই হল হাল। অব্‌লোন্‌স্কির বিপরীতে লেভিন থাকেন গ্রামে এবং প্রাণপণে নিজের বিষয়-আশয় দেখেন। কিন্তু যে বিষয়কর্মকে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালাতে চান, তা প্রতিরোধ করে তাঁকে। সর্বাগ্রে তিনি সংঘাতে আসেন সেই কৃষকদের অপরাজেয় অনাস্থার সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই পুরনো প্রথার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তলস্তয় লিখছেন: 'আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুষে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস।'** লেভিন দেখতে পান 'নৌকোয় তাঁর জল উঠছে ফুটো দিয়ে'। আর পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন খুঁজছিলেন 'সাদাসিধে জীবন', তেমনি বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রে তিনি উপনীত হলেন 'বিসর্জনের' ধারণায়, যদিও জানতেন না কী করে এই সম্পত্তিবিসর্জন করা যায়: 'একটা হল নিজের পুরনো জীবনকে, নিজের অকেজো জ্ঞানকে, সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন।'***

॥ ৪ ॥

একটা উদ্বেগ ও বিহ্বলতায় 'আন্না কারেনিনা' আচ্ছন্ন। একটা 'হতাশার আতংকে' দিন কাটিয়েছেন শুধু আন্না নন, লেভিনও, যিনি

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ৭, পৃঃ ৩৪১—৩৪২।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৯, পৃঃ ৪৪৪।

*** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পৃঃ ৩৬১।

'নির্ভরবিন্দু' খুঁজতে গিয়ে প্রায় আত্মহত্যার মুখে এসে পড়েছিলেন। যে জীবনটায় প্রায় সবকিছু ফুরিয়ে গেছে, তাতে বিহ্বল আতংক আর অস্থিরতার কবলস্থ হয়ে পড়ে সবাই। যখন 'চাষী আর মনিবের' কথা ওঠে নিশ্চিন্ত ভাসেংকা ভেসলোভস্কিও বলেন: 'এ সব ব্যাপারে কিছু একটা কারচুপি থাকেই।'* আর চাষী যতই খাটুক, সে যে দরিদ্র আর অসহায়ই থেকে যাচ্ছে, এটাকে সরলপ্রাণ অব্‌লোন্‌স্কিও মনে করেন 'অসাধু'। নিজের অবস্থা আর গরিবের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়ে না দেখার চেষ্টা করেন লেভিন, কিন্তু সে পার্থক্যটা এত বেশি গুরুতর যে নিজের ন্যায়বোধে তিনি প্রশান্ত থাকতে পারেন না। পুরনো সম্পর্কটা 'উলটিয়ে গেছে' আর নতুন বুর্জোয়া পুঁজিবাদী যে সম্পর্কটা ক্রমশ দানা বাঁধছে রাশিয়ায়, সেটা তাঁর কাছে বিজাতীয়, অপরিচিত, দুর্বোধ্য। তিনি তাতে আস্থাহীন, আতংকিত।

অভিজাত বংশের সন্তান অব্‌লোন্‌স্কি 'রেলপথের রাজা' বলগারিনভের অফিসে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ধৈর্য ধরে। উনি জমির চেয়ে এখন পুঁজির ওপর, টাকার ওপর বেশি নির্ভরশীল। অব্‌লোন্‌স্কির সঙ্গে লেভিন তর্ক করেন: 'অসাধু পন্থায়, কলে-কৌশলে টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার, এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপুল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শুধু এখন তার চেহারা পালটেছে... ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে মুনাফা।'**

নিজের 'শ্রম নৈতিকতা' গড়ে তুলছিলেন তলস্তয়, তাঁর মতে কর্ষকের 'শস্য শ্রম', 'পরিশ্রমী ও নির্মল সমাজ জীবনই' হল মূল কথা। লেভিনের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্ভিয়াজ্‌স্কি আর 'ভূমিদাস প্রথার গুপ্ত সমর্থক', অর্থাৎ সাবেকি বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলে যে জমিদারদের 'ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে' বলেই কৃষিকর্মে দুর্দশা দেখা দিয়েছে। কৃষিকর্মের একটা নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চান লেভিন, সে উদ্দেশ্যে তিনি সাবেকি সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ার এবং বুর্জোয়া ইংলণ্ডের শ্রম আইন অধ্যয়ন করেন। শস্য উৎপাদন এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্ন এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাঁর। লেভিন ভাবেন:

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, পৃঃ ২০৫।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, পৃঃ ২০৪।

'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে গ্রুত্বপূর্ণ নয়, উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র সুস্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শুধু এইটেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।'* সমকালীন জীবনকে তার জরুরি প্রশ্নগুলির সমস্ত বৈচিত্র্যে দেখানো হয়েছে তলস্তয়ের উপন্যাসে। কনস্তান্তিন লেভিনের দাদা নিকোলাই লেভিন একজন বিপ্লবী। কৃষিকর্মে যেমন পুরনো সামন্ততান্ত্রিক তেমনি নতুন বুর্জোয়া সম্পর্ক, উভয়ই তাঁর কাছে অগ্রহণীয়, তিনি মনে করেন যে, 'পুঁজি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খাটুনির সব কষ্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাড়তি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পুঁজিপতিরা।'** লেভিন অনুভব করেন, সামাজিক ন্যায়ের জন্য যে আবেগ তাঁর অতি পরিচিত, সেটা রয়েছে তাঁর দাদার মধ্যে আর নৈতিকতা নিয়ে ভাবিত মনীষী তলস্তয় নিজেই অনুপ্রাণিত তাঁর সত্য ও ন্যায়ের জিজ্ঞাসায়। লেভিন সম্পর্কে তলস্তয় লিখছেন: 'কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল।'*** এখানে আত্মোন্নতি সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণা সত্ত্বেও 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঢেলে সাজার' তীব্র সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি করা হয়েছে লেভিনকে। নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন কনস্তান্তিন লেভিন আর নিকোলাই লেভিন বলেন অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা। 'আন্না কারেনিনা' পড়ে দস্তয়েভস্কি চমৎকৃত হয়েছিলেন এই দেখে যে তলস্তয় বস্তুত তেমন 'একজন অতি উচ্চমানের কথাশিল্পী, প্রধানত ঔপন্যাসিক, লেখায় দিনের সত্যকার যা অভিশাপ, বর্তমান রুশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ তা সবই যেন জড়ো করা হয়েছে একটা বিন্দুতে।'****

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৬, পৃঃ ৪২৮-৪২৯।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ১, অধ্যায় ২৫, পৃঃ ১২২।

*** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ১, অধ্যায় ২৬, পৃঃ ১২৮।

**** ফ. ম. দস্তয়েভস্কি, 'লেখকের দিনলিপি', ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭।

॥ ৫ ॥

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিজাত রুশ রাষ্ট্রপাটের গভীর সংকট সম্পর্কে তলস্তয়ের ভাবনা কারেনিনের চরিত্র ও চিন্তাধারার মধ্যে যত স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আর কিছুতে হয় নি। 'দুনিয়ায় সবার চেয়ে শক্তিশালীদের' তিনি একজন, যাঁরা আইন প্রণয়ন অথবা তার পালনের ওপর তত্ত্বাবধান করেন তিনি তাঁদের একজন। কারেনিনের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে তলস্তয় এঁকেছেন দরদ দিয়ে, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অনেক চিন্তাকে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন শ্লেষের সঙ্গে। কারেনিন স্পষ্টতই অকৃতকার্য। তিনি ছিলেন সক্রিয় একজন রাজপুরুষ। কিন্তু যেমন তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সমান করুণভাবে রূপ নিচ্ছে তাঁর সবকিছু। তলস্তয় লিখছেন: 'হয়েছিল এই যে ২ জুনের কমিশনে জারাইস্ক গুবের্নিয়ায় সেচকর্মের ব্যাপারটা ওঠে যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে মন্ত্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিষ্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগুজে মনোভাবের প্রখর দৃষ্টান্ত এটি।'* 'কারেনিন জানতেন যে এটাই সঙ্গত', তাহলেও তিনি লড়তে চান এবং পরাজয় স্বীকার করেন। আর সবকিছুতে পরাজিত হয়ে তিনি সান্ত্বনা খোঁজেন ধর্মে, মোক্ষদাতা পুস্তক পাঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অবারিত হয়েছে আন্না কারেনিনার অশান্ত হৃদয়ের ইতিহাস যাঁকে বাঁচাতে পারেন নি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যাঁকে রক্ষা করেন নি ভ্রন্স্কি আর বিশৃঙ্খলায় নেমে যেতে থাকা এই দুনিয়ার ওপর দিয়ে আন্না ছুটে গেছেন 'ছন্নছাড়া ধূমকেতুর' মতো। কারেনিনের প্রতি আন্নার ভালোবাসা উবে গেল অথবা কখনোই তা ছিল না; ওদিকে আবার সত্যনিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ন্যায়পরায়ণ আন্নার প্রতি ভ্রন্স্কির ভালোবাসাও উবে গেল অথবা কখনোই তাঁকে বোঝেন নি। এইটে বুঝতে পেরেছিলেন কেবল একলা লেভিন আর একটা আবিষ্কারের মতো সেটা অবাক করেছিল তাঁকে। 'হ্যাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শুধু বুদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কষ্ট হচ্ছে

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১৪, পৃঃ ৩৭৩।

ওঁর জন্যে!'* মস্কোর বলনাচের আসরে আন্নাকে প্রথম এ অবস্থায় দেখে কিটি, লেভিনের ভবিষ্যৎ স্ত্রী, আর তার কানে যায় কার যেন বলা একটা কথা: 'না, না, আমি ঢিল ছুড়ছি না'... তলস্তয় আন্না কারেনিনার অভিযোক্তাও নন, রক্ষকও নন। তিনি তাঁকে সমর্থনও করেন নি, অভিযুক্তও করেন নি। আন্নার ভয়াবহ ট্রাজেডির তিনি ছিলেন ইতিবৃত্তকার আর সে ট্রাজেডি তিনি আঁকেন 'মানবপ্রাণের' ঐতিহাসিক হিসেবে। তলস্তয়ের বিচক্ষণ সমকালীনদের একজন, কবি আফানাসি ফেত বলেন, 'উপন্যাসটি আমাদের গোটা জীবনধারার কঠোর, অকপট একটা বিচার।'** 'প্রভু কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমি তাহা শুধিব' উপন্যাসের এই শীর্ষলিপিটিকে ফেত বুঝেছিলেন ধর্মের অর্থে ততটা নয় যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে: ''শুধিব' কথাটা তলস্তয় উল্লেখ করেছেন বদমেজাজী গুরুমশায়ের বেত হিশেবে নয়, অবস্থাচক্রের শাস্তিদান শক্তি হিশেবে।'*** স্বকালের ইতিহাস লিখেছেন তলস্তয়, গোটা একটা সমাজব্যবস্থার পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখেছেন কার্য ও কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ নিয়মসঙ্গত সম্পর্ক। তলস্তয় বলতেন, 'সবকিছুতে প্রতিশোধ, সবকিছুতে অবসান, তাকে পালটানো যায় না।'

॥ ৬ ॥

তলস্তয়ের 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসের সমকালীনতা নিহিত শুধু সমস্যাদির প্রাসঙ্গিকতায় নয়, তাতে প্রতিফলিত ৭০'এর দশকের জীবন্ত খুঁটিনাটিতেও। উপন্যাসে এমনকি তারিখ দেওয়া ঘটনাও আছে, যেমন ১৮৭৬ সালের গ্রীষ্মে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায়জ্ঞাপন (অংশ ৮)। এই তারিখ অনুসরণ করে যদি উপন্যাসের গোড়ায় যাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাবলির গোটা কালপরম্পরা জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। আন্না কারেনিনা

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১১, পৃঃ ৩৫১।

** 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', পত্রাবলি। আ. ফেতের সঙ্গে তলস্তয়ের পত্র-বিনিময়। 'আন্না কারেনিনা' সম্পর্কে আ. ফেতের অসমাপ্ত প্রবন্ধ।

*** ল. ন. তলস্তয়ের নোট-বুক।

মস্কো আসেন ১৮৭৩ সালের শীতের শেষাশেষি (অংশ ১)। অবিরালোভকা স্টেশনের দুর্ঘটনা ১৮৭৬ সালের বসন্তে (অংশ ৭)। সেই বছরেরই গ্রীষ্মে ভ্রন্স্কি গেলেন সার্বিয়ায় (অংশ ৮)। উপন্যাসের কালপরম্পরা গড়ে উঠেছে শুধু পঞ্জিকাশ্রয়ী ঘটনাধারায় নয়, সমসাময়িক জীবনের খুঁটিনাটি থেকে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনে। এইভাবেই সামারায় দুর্ভিক্ষ আর খিবা অভিযান (১৮৭৩), সার্বজনীন সৈন্যভুক্তি ও রবিবারের স্কুল (১৮৭৪), পুশকিনের স্মৃতিস্তম্ভের প্রকল্প আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন (১৮৭৫), মিলান অব্রেনোভিচ আর রুশী স্বেচ্ছাসৈনিকদের (১৮৭৬) উল্লেখ আছে উপন্যাসে। এই বছরেই তলস্তয় উপন্যাসটি লেখেন ও প্রায় গোটাটাই প্রকাশ করেন। 'আন্না কারেনিনা' সম্পর্কে দস্তয়েভস্কির একটি মন্তব্যে 'দিনের অভিশাপ' কথাটা আছে অকারণে নয়। তলস্তয়ের উপন্যাসের ঘটনাবলি তদানীন্তন জীবনের পরম্পরায় গ্রথিত।

'আন্না কারেনিনা' নিয়ে কাজ করার সময় তলস্তয় কোনো দিনলিপি রাখেন নি। তিনি বলেন, 'আমি সব লিখে দিয়েছি 'আন্না কারেনিনা'য়, কিছুই বাকি নেই।'* বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন দিনলিপি হিশেবে। ফেত-এর নিকট পত্রে তিনি লেখেন, 'আমি যা ভেবেছি তার অনেকখানি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি 'রুস্স্কি ভেস্ত্নিক'-এর এপ্রিল সংখ্যার শেষ অধ্যায়ে।'** এই অধ্যায়ে নিকোলাই লেভিনের মৃত্যুর কথা আছে। তলস্তয়ের নিজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। লেভিনের পক্রোভ্স্কয়ে জমিদারি মনে পড়িয়ে দেয় তলস্তয়ের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা। দর্শন অধ্যয়ন, চাষবাস দেখা এবং লেভিন যে চাষীদের সঙ্গে কালিনভ মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন, এ সবই তলস্তয়ের আত্মজীবনীমূলক, যেন ডায়েরি।

* ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি (আলেক্সান্দর ও তাতিয়ানা কুজমিনস্কিদের নিকট চিঠি থেকে)।

** ঐ।

॥ ৭ ॥

'লেভ তলস্তয় ও তাঁর যুগ' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তয় যে যুগের লোক, যা যেমন তাঁর রচনায় তেমনি তাঁর মতবাদে আশ্চর্য সুপ্রকট রূপে প্রতিফলিত, সেটা হল ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের যুগটা।' রুশ ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিকাল — কৃষি সংস্কার থেকে প্রথম বিপ্লব। তাঁর ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে, যেখানে তিনি লেভিনের মুখ দিয়ে বলেছেন যে, 'আমাদের সব উলটে গেছে, সবে দানা বাঁধতে শুরু করছে এখন'। '১৮৬১-১৯০৫ সালের পর্বটার এর চেয়ে যথাযথ চরিত্রায়ন কল্পনা করা কঠিন' — মন্তব্য করেছেন লেনিন। 'আন্না কারেনিনা' উনিশ শতকের মহত্তম একটি সামাজিক উপন্যাস, যা বেরিয়েছে প্রতিভাধর এক শিল্পীর লেখনী থেকে। 'মানব প্রাণের বিপুল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে', 'আশ্চর্য গভীরতা আর বলিষ্ঠতায়, আমাদের এখানে এযাবৎ যা অভূতপূর্ব, শিল্পিত চিত্রণের সেরূপ বাস্তবতায়' উচ্ছ্বসিত হয়েছেন দস্তয়েভস্কি।* তুর্গেনেভ স্বীকার করেন, পড়ার সময় বইটি খসে পড়ে তাঁর হাত থেকে এবং তিনি চিৎকার করে ওঠেন: 'এত চমৎকার করে লেখা সত্যিই কি সম্ভব!' তলস্তয় নিজে কিন্তু নিজের সাফল্যে ছিলেন অতি কুণ্ঠিত। ১৮৭৮ সালে তিনি উইলিয়ম রলস্টনকে ইংরেজিতে লেখেন: 'সমকালীনেরা যাঁদের খুবই প্রশংসা করেছে আর জীবদ্দশাতেই যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন এমন লেখকদের বহু দৃষ্টান্ত থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সমকালীনদের পক্ষে সাহিত্যকর্মের সঠিক গুণবিচার অসম্ভব, সুতরাং আমার ইচ্ছা থাকলেও আমার লেখা রুশ সাহিত্যে একটা স্থান নেবেই আমার কিছু বন্ধু এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করলেও এই সাময়িক বিভ্রমে আমি অংশ নিতে পারি না। আমার রচনা একশ' বছর পরে পঠিত অথবা একশ' দিনেই বিস্মৃত হবে কিনা তা সত্যিই জানা না থাকায় আমার বন্ধুদের অতি সম্ভাব্য ভ্রান্তিতে একটা হাস্যকর ভূমিকা আমি নিতে চাই না।'**

কিন্তু যেমন দস্তয়েভস্কি ও তুর্গেনেভ তেমনি তলস্তয়ের অন্যান্য

* ফ. ম. দস্তয়েভস্কি, 'লেখকের দিনলিপি'। ১৮৭৮।

** ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি।

বন্ধুরাও ভুল করেন নি। 'যুদ্ধ ও শান্তি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে তলস্তয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জন ফরেস্টের চিঠি পান। ফরেস্ট লেখেন: 'মানব চরিত্রের যে বিস্ময়কর অধ্যয়ন 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আন্না কারেনিনা' তাতে আপনার কাছে আমি যে মননের ঋণে অতিশয় ঋণী তা স্বীকার করে আমার আনন্দ হচ্ছে। আন্না কারেনিনার কথা যদি ধরি — হায়, বেচারা, অত্যুজ্জ্বল, মরিয়া আন্না! — জীবনের কী সর্বনাশ সে করল, কী সর্বনাশ সে রেখে যেতে পারল আমার জন্যে!.. কাউন্ট, আপনার চরিত্ররা আমার কাছে আপনার মতোই বাস্তব... আগে যা ছিল কেবল ভৌগোলিক নামে অধ্যুষিত নির্জন ভূমি, গত বছরে আমার কাছে তা লোকে ভরে তুলেছেন আপনি, দস্তয়েভস্কি আর গোগল। আমি যদি এখন রাশিয়ায় আসি, তাহলে নাতাশা, সোনিয়া, আন্না, পিয়ের* আর লেভিনের খোঁজ করব জারের খোঁজ করার চেয়ে বেশি নিশ্চিত হয়ে। যদি আমায় বলা হয় যে তারা মৃত, তাহলে ভারি দুঃখ পাব এবং বলব, 'সে কী! সবাই?' কী করে যে সমস্ত রুশ ঔপন্যাসিক লিখতে পারেন এই অকপটতা আর বাস্তবতায়? স্বল্পপরিচিত স্তাঁদালের রচনায় ছাড়া এমনটা আর আগে কখনো দেখা যায় নি।'**

তলস্তয় এবং রুশ উপন্যাস সম্পর্কে ফরেস্টের চিন্তাভাবনা অসাধারণ চিত্তাকর্ষক। তলস্তয়ের রচনায় অনেককিছু তিনি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস ও জনগণের ভাগ্য নিয়েও ভাবেন। এই ধরনের চিঠির খুবই কদর করতেন তলস্তয়। তিনি বলেন, 'যেসব লোক ভৌগোলিক, নরকৌলিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা সুদূর হওয়া সম্ভব ততটা সুদূর বলে মনে হবে তাদের সঙ্গে নিজের ভ্রাতৃত্ব অনুভব করতে পারা আমার কাছে সর্বদাই সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার।'*** 'আন্না কারেনিনা'কে তলস্তয় প্রশস্ত ও মুক্ত উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন, যাতে 'অক্লেশে' সবকিছু প্রবেশ করেছে যা লেখক নিজে বুঝেছেন এবং দেখেছেন 'একটা নতুন, অসচরাচর, লোকসার্থক দিক থেকে'।

* নাতাশা, সোনিয়া, পিয়ের — ল. ন. তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের চরিত্র।

** 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' সংস্করণে চিঠিটি প্রকাশিত হয় (ল. তলস্তয়ের বৈদেশিক পত্রলেখক, অংশ ১)। মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে মস্কোয়, তলস্তয়ের সাহিত্য মিউজিয়মে।

*** ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি।

তলস্তয়ের মুক্ত উপন্যাসে শুধু মুক্তি নেই, আছে কঠোর শিল্পীয় আবশ্যিকতা। বিচ্ছিন্ন এক-একটা চিত্রের নান্দনিক তাৎপর্যে নয়, সমগ্রের রসোত্তীর্ণ পরিপূর্ণতাতেই নিহিত উপন্যাসটির মূল্য। সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে উপন্যাসের কোনো একটি ভাবনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পী হিশেবে তলস্তয়ের খুবই বড়ো একটি বৈশিষ্ট্য হল 'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা', 'সমস্যার তর্কাতীত সমাধান নয়, জীবনের অসংখ্য কখনো-বা অফুরন্ত প্রকাশে তাকে ভালোবাসানো'* ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন, 'আমাকে যদি বলা হয় যে আমি যা লিখছি তা আজকের শিশুরা পড়বে বিশ বছর পরে আর পড়ে হাসবে, কাঁদবে, ভালোবাসবে জীবনকে, তাহলে আমার জীবন আর আমার সমগ্র শক্তি তার জন্যে উৎসর্গ করতে পারি।'** এটা তিনি লিখেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে। কালের পরীক্ষায় তলস্তয়ের রচনা উত্তীর্ণ। যে শিশুদের কথা ভেবেছিলেন তলস্তয়, তাদের নাতিরা এখন মুখ গুঁজে থাকে তাঁর বইয়ে। তাঁর প্রতিটি রচনা পাঠকদের কাছে সত্যকার এক-একটা আবিষ্কার। তবে আবিষ্কার সেটা লেখকের কাছেও। তিনি বলেছেন, 'আমি যা লিখেছি তার বিষয়বস্তু পাঠকদের মতোই আমার কাছে নতুন।'*** সৃজনের সত্যকার উৎস হয়ত এইটাই।

এ. বাবায়েভ

* ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি।

** ঐ।

*** ঐ।

লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা

লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা

আট অংশে সম্পূর্ণ উপন্যাস

(পঞ্চম অংশ — অষ্টম অংশ)

প্রথম সংস্করণ

'রাদুগা' প্রকাশন

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts V-VIII)

In Bengali

বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৬০

সূচি

পঞ্চম অংশ ৭

ষষ্ঠ অংশ ১৫৬

সপ্তম অংশ ৩১১

অষ্টম অংশ ৪৩৮

উত্তর নিবেদন ৪৯৯

চিত্রে ও ফোটোতে

লেভ তলস্তয়-এর জীবন

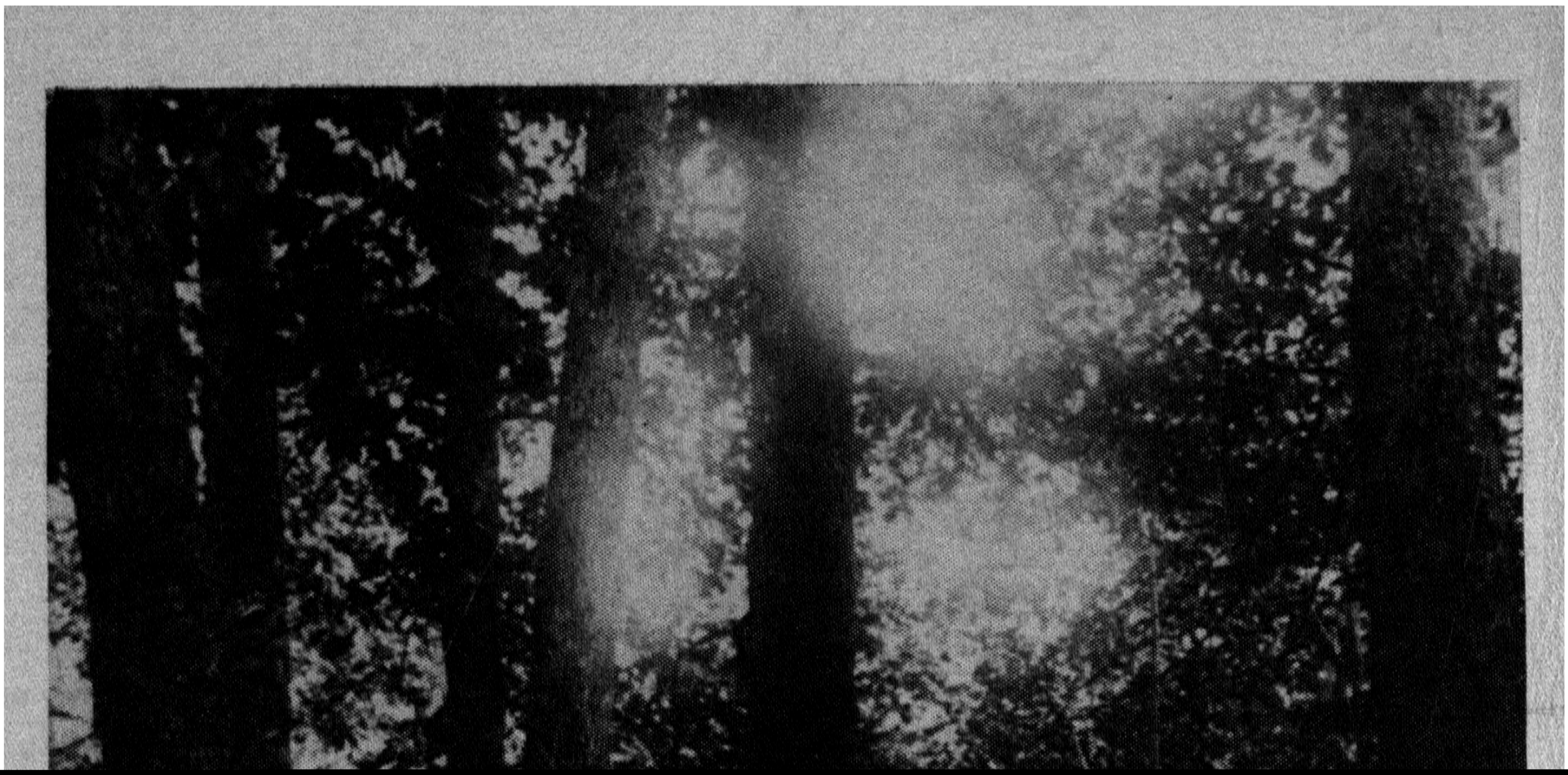

[redacted]

পঞ্চম অংশ

॥ ১ ॥

প্রিন্স-মহিষী শ্যের-বাৎস্কায়া স্থির করলেন লেণ্ট পরবের আগেই বিবাহানুষ্ঠান অসম্ভব, তার বাকি ছিল মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আর এই সময়ের মধ্যে যৌতুকের অর্ধেকটাই তৈরি হয়ে উঠতে পারবে না; কিন্তু লেভিনের এই কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না যে লেণ্ট পরবের পরে হলে বড়োই দেরি হয়ে যাবে, কেননা প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কির আপন বৃদ্ধা পিসি অতি রুগ্ণা এবং মারা যেতে পারেন শিগগিরই, তখন শোকতর্পণের জন্য আরো আটকে যেতে পারে বিয়েটা। সেই কারণে যৌতুককে দুই ভাগ -- ছোটো আর বড়ো অংশে ভাগ করবেন স্থির করে প্রিন্স-মহিষী লেণ্টের আগেই বিবাহানুষ্ঠানে রাজি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে যৌতুকের ছোটো অংশটা তিনি এখনই প্রস্তুত করে ফেলবেন, বড়োটা পাঠানো যাবে পরে আর লেভিনের ওপর তাঁর ভারি রাগ হল কারণ এই ব্যবস্থায় তিনি রাজি কি না, গুরুত্বসহকারে সে কথার জবাব দিচ্ছিলেন না লেভিন। এই ব্যবস্থাটা আরো বেশি সুবিধাজনক লাগল কেননা বিয়ের পরই তরুণযুগল চলে যাবে গ্রামে, আর সেখানে বড়ো যৌতুকের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে না।

লেভিন থেকে গেলেন বিভোরতার সেই একই ঘোরে, যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিদ্যমান সবকিছুর প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল তিনি আর তাঁর সুখ, এখন তাঁর আর কিছু নিয়ে ভাববার, ব্যতিব্যস্ত হবার কিছু

নেই, অন্যেরাই সব করে দিচ্ছে এবং করে দিচ্ছে তাঁর জন্যই। এমনকি ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্যও তাঁর ছিল না; সে সিদ্ধান্তের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর, ওঁর জানাই ছিল যে সবই চমৎকার হবে। কী তাঁর করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁকে চালাচ্ছিলেন তাঁর দাদা সের্গেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ আর প্রিন্স-মহিষী। তাঁকে যা বলা হচ্ছিল, তিনি শুধু তার সবকিছুতেই পুরো সম্মতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদা তাঁর জন্য টাকা ধার করছিলেন, প্রিন্স-মহিষী পরামর্শ দিলেন বিয়ের পর মস্কো ছাড়তে, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন বিদেশে যেতে। উনি সবেতেই রাজি। তিনি ভাবতেন: 'যা ইচ্ছে হয় করুন যদি তাতে আনন্দ পান আপনারা। আমি সুখী আর আপনারা যাই করুন-না কেন, সুখ আমার বাড়বেও না, কমবেও না।' স্তেপান আর্কাদিচ ওঁদের বিদেশে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে কথা কিটিকে বলায় কিটি তাতে রাজি হল না দেখে ভারি অবাক লেগেছিল লেভিনের। ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে কিটির নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কী একটা যেন চাহিদা ছিল। কিটি জানত যে গ্রামে লেভিনের কী সব কাজকর্ম আছে যা তিনি ভালোবাসেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে সে কাজকর্মগুলো কিটি শুধু বোঝে না তাই নয়, বুঝতে চায়ও না। তবে সেগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে এতে তার বাধা হয় নি। তাই সে জানত যে গ্রামে হবে তাঁদের বাড়ি, তাই বিদেশে যেতে চায় নি, যেখানে সে বাস করবে না, চাইছিল সেখানেই যেতে যেখানে তাঁদের বাড়ি। সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত এই সংকল্পটা বিস্মিত করেছিল লেভিনকে। কিন্তু এতে তাঁর যেহেতু কিছু এসে যায় না, তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে অনুরোধ করেন গ্রামে গিয়ে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মতো এবং যে সুরুচি তাঁর প্রচুর সেই অনুসারে ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে রাখেন, যেন এটা ওঁরই দায়িত্ব।

গ্রামে তরুণযুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিন্তু শোনো, তুমি পাপস্বীকার করেছ উপাসনায়, এমন সাক্ষ্য আছে তোমার?'

'নেই। কিন্তু কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ধুত্তোরি ছাই!' চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি বোধ হয় বছর নয়েক উপবাস আর দীক্ষায় যোগ দিই নি।'

'বেশ!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর আমায় বলো কিনা নিহিলিস্ট! তবে এটা ছাড়া চলবে না। তোমায় যথারীতি উপবাস দিয়ে দীক্ষাশীর্বাদ নিতে হবে।'

'কবে? বাকি আছে যে চারদিন।'

স্তেপান আর্কাদিচ এটারও ব্যবস্থা করলেন। উপোস দিতে লাগলেন লেভিন। নিজে নাস্তিক অথচ অন্যদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ লোকেদের মতো লেভিনের পক্ষেও গির্জায় উপস্থিত থেকে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়াটা ছিল বড়োই কষ্টকর। এখন তাঁর প্রাণের যা অবস্থা, যাতে সবকিছুর প্রতি তিনি সংবেদনশীল ও নম্রীভূত, তাতে ভান করা লেভিনের পক্ষে শুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব ঠেকল। এখন তাঁর যশ, তাঁর শ্রীবৃদ্ধি যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁকে হয় মিথ্যে বলতে হয়, নয় ঈশ্বরনিন্দা করতে হয়। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি জিগ্যেস করলেন উপবাস-দীক্ষাদি ছাড়াই সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেটা অসম্ভব।

'কী আর এমন হল -- দুটো তো দিন? ওটি বেশ অমায়িক বুদ্ধিমান বৃদ্ধ। তোমার এই দাঁতটা এমনভাবে সে তুলে ফেলবে যে তুমিই টেরও পাবে না।'

ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তাঁর মনে যে প্রবল ধর্মভাব জেগেছিল, প্রথম দ্বিপ্রাহরিক উপাসনার সেই কৈশোর স্মৃতি সতেজ করে তোলার চেষ্টা করলেন লেভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে সেটা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি চেষ্টা করলেন এই সবকিছুকে একটা তাৎপর্যহীন ফাঁকা রেওয়াজ হিশেবে দেখবার চেষ্টা করতে, যেরকম রেওয়াজ হল আনুষ্ঠানিক দেখা করার ব্যাপারটা; কিন্তু টের পেলেন যে এটাও তিনি করতে পারছেন না কিছুতেই। ধর্মের ব্যাপারে লেভিন তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকদের মতোই ছিলেন অতি অনির্দিষ্ট এক অবস্থায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সবই অন্যায় -- এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল না তাঁর। তাই তিনি যা করছেন তার অর্থমাহাত্ম্যে বিশ্বাস রাখা অথবা ফাঁকা একটা আনুষ্ঠানিকতা হিশেবে, এটাকে নির্বিকারভাবে দেখা, এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় না থাকায় উপবাস-দীক্ষার এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ

হচ্ছিল, যা করছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না, তাই তাঁর অন্তর যা বলছিল, করছিলেন কিছু একটা মিথ্যাচার ও অন্যায়।

উপাসনার সময় তিনি প্রার্থনা কখনো শুনছিলেন এবং তাতে এমন অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করছিলেন যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নয়, আবার ও সব তিনি বুঝবেন না কিন্তু তার নিন্দাও করতে হয় এটা অনুভব করে চেষ্টা করছিলেন প্রার্থনা না শুনতে, নিজের ভাবনা, পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিচারণে নিমগ্ন থাকতে চাইছিলেন, যা গির্জায় এই পরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসাধারণ জীবন্ত হয়ে তাঁর মাথায় ঘুরঘুর করছিল।

প্রভাতী দ্বিপ্রাহরিক ও সান্ধ্য উপাসনা তিনি সয়ে গেলেন আর পরের দিন উঠলেন সচরাচরের চেয়ে আগে, চা না খেয়ে সকাল আটটায় প্রভাতী উপাসনা ও বচনামৃত শোনার জন্য।

একজন কাঙাল সৈনিক, দু'জন বৃদ্ধা আর গির্জার সেবকরা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না।

পাতলা আলখাল্লার নিচে তরুণ ডিকনের লম্বা পিঠের দুই অর্ধাংশ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিনকে স্বাগত করে তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের কাছে ছোটো একটা টেবিলের সামনে গিয়ে নীতিমালা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ যত এগুতে লাগল ততই, বিশেষ করে 'প্রভু কৃপা করো' কথাটার ঘনঘন ও দ্রুত পুনরুক্তিতে যা শোনাচ্ছিল 'কৃপক, কৃপক'-এর মতোই, লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর চিন্তা অবরুদ্ধ ও সীলমোহরাঙ্কিত হয়ে পড়ছে, এখন তাতে ছোঁয়া বা নাড়া দেওয়া অনুচিত, নইলে গোলমাল বেধে যাবে, তাই ডিকনের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ না শুনে, তার ভেতরে প্রবেশ না করে নিজের ভাবনা ভেবে চললেন। কাল সন্ধ্যায় কোণের টেবিলটায় বসে থাকার কথা মনে করে তিনি ভাবছিলেন, 'আশ্চর্য ভাবব্যঞ্জক কিটির হাত।' বরাবরের মতো প্রায় এই সময়টায় তাঁদের বলার কিছু ছিল না, আর কিটি টেবিলে হাত রেখে তা মুঠো করছিল আর খুলছিল আর তার নড়ন-চড়ন দেখে হেসে উঠছিল নিজেই। তাঁর মনে পড়ল যে সে হাতে তিনি চুমু খেয়েছিলেন, তারপর লক্ষ্য করছিলেন গোলাপী তালুতে মিলে যাওয়া রেখাগুলো। 'ফের কৃপক...' শরীর নুইয়ে এবং ডিকনের স্থিতিস্থাপক অবনত পিঠটা লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিটি তারপর আমার হাতটা টেনে নিয়ে কররেখা দেখতে থাকে।

বলেছিল, 'তোমার চমৎকার হাত'।' নিজের হাতটা আর ডিকনের বেঁটে হাতটা লক্ষ করেন তিনি। 'এবার বোধ হয় শিগগিরই শেষ হচ্ছে' — ভাবলেন তিনি। 'উঁহু, আবার মনে হচ্ছে গোড়া থেকে শুরু হল' — প্রার্থনা শুনতে শুনতে তিনি ভাবলেন, 'না, শেষই হচ্ছে। ঐ তো উনি আভূমি নত হচ্ছেন। শেষ হবার আগে সর্বদাই এই করা হয়।'

ভেলভেটের কফে চুপিচুপি তিন রুবলের নোট পেয়ে ডিকন বললেন যে উনি ওঁর নাম লিখে নেবেন এবং শূন্য গির্জার পাটাতনে নতুন বুটজুতোর তৎপর শব্দ তুলে গেলেন বেদীতে। মিনিট খানেক বাদে সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এবং লেভিনকে ইশারা করলেন আসতে। এতক্ষণ পর্যন্ত অবরুদ্ধ চিন্তা নড়েচড়ে উঠল লেভিনের মাথায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তাকে তাড়ালেন তিনি। 'কোনো রকমে ঠিকঠাক হয়ে যাবে' — ভেবে গেলেন পৈঠার কাছে। সোপান দিয়ে উঠে ডান দিকে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যাজককে। আধপাকা পাতলা দাড়ি তাঁর, ক্লান্ত সহৃদয় চোখ, লেকটার্নের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাগ্রন্থের পাতা ওলটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ যাজক। লেভিনের উদ্দেশে সামান্য মাথা নুইয়ে উনি তক্ষুনি অভ্যস্ত গলায় প্রার্থনাপাঠ শুরু করলেন। সেটা শেষ হলে আভূমি নত হলেন তিনি, মুখ ফেরালেন লেভিনের দিকে।

ক্রসটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনার পাপস্বীকারোক্তি নেবার জন্যে খ্রিস্ট এখানে অদৃশ্য থেকে উপস্থিত আছেন। আমাদের পবিত্র অ্যাপোস্‌ল গির্জা যা শিক্ষা দেয়, তা সবই আপনি বিশ্বাস করেন?' লেভিনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টোলের তলে হাত রেখে তিনি বলে গেলেন।

'সবকিছুতে আমার সন্দেহ আছে এবং সন্দেহ করি' — নিজের কাছেই অপ্রীতিকর একটা কণ্ঠস্বরে লেভিন বললেন এবং চুপ করে রইলেন।

আরো কিছু যদি বলে, এই আশায় কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন যাজক তারপর চোখ বুজে 'ও' স্বরের ওপর দ্রুত জোর দিয়ে ভ্লাদিমির অঞ্চলের টানে বলে গেলেন:

'সন্দেহ মানুষের দুর্বলতার লক্ষণ, কিন্তু করুণাময় প্রভু যাতে আমাদের শক্তি দেন তার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে আমাদের। বিশেষ পাপ কী করেছেন আপনি?' এতটুকু ফাঁক না দিয়ে যোগ করলেন যেন সময় নষ্ট হতে পারে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর।

'আমার প্রধান পাপ সন্দেহ। সর্বদাই সন্দেহ হয় আমার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকি সন্দেহের মধ্যে।'

'সন্দেহ মানুষের দুর্বলতার লক্ষণ' — একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন যাজক, 'প্রধানত কিসে আপনার সন্দেহ?'

'সবকিছুতেই। মাঝে মাঝে এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহ হয় আমার' — অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন লেভিন আর যা বলেছেন তার অনৌচিত্যে আতংক হল তাঁর। কিন্তু লেভিনের কথায় মনে হল যেন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না যাজকের।

সামান্য লক্ষ্যগোচর একটু হাসি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে?'

লেভিন চুপ করে রইলেন।

'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে, যখন তাঁর সৃষ্টি আপনি দেখছেন?' দ্রুত অভ্যস্ত টানে বলে গেলেন যাজক। 'গগনমণ্ডলকে জ্যোতিষ্ক দিয়ে সাজাল কে? পৃথিবীকে কে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে? স্রষ্টা ছাড়া চলে কি?' লেভিনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে পুরোহিতের সঙ্গে দার্শনিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অশোভন, তাই জবাবে শুধু সেইটে বললেন যা প্রশ্নটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

লেভিন বললেন, 'আমি জানি না।'

'জানেন না? তাহলে ঈশ্বর যে এ সব সৃষ্টি করেছেন, তাতেও সন্দেহ করেন আপনি?' আমুদে একটা বিহ্বলতায় বললেন যাজক।

'আমি কিছুই বুঝি না' — লাল হয়ে উঠে লেভিন বললেন, অনুভব করছিলেন যে তাঁর কথা হবে বোকার মতো, এ অবস্থায় বোকার মতো না হয়ে পারে না।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছে অনুরোধ জানান। এমনকি দেবোপম পাদ্রীদেরও সন্দেহ থাকত, তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। শয়তানের শক্তি অনেক, কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত নয়। ভগবানের উপাসনা করুন, প্রার্থনা করুন তাঁর কাছে। উপাসনা করুন' -- তাড়াতাড়ি পুনরুক্তি করলেন তিনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যাজক যেন কিছু একটা ভাবছিলেন।

'আমি শুনেছি আপনি আমার প্যারিশভুক্ত ও আধ্যাত্মিক পুত্র প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কির কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?' হেসে যোগ করলেন তিনি, 'চমৎকার মেয়ে।'

'হ্যাঁ' — যাজকের বদলে লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবলেন, 'স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ওটা তাঁর কী দরকার।'

এবং যেন তাঁর ভাবনার জবাব দিয়ে যাজক বললেন:

'আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর ঈশ্বর হয়ত বংশধর দিয়ে পুরস্কৃত করবেন আপনাকে, তাই না? কিন্তু শয়তানের প্রলোভন যা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছে তা জয় করতে না পারলে কী শিক্ষা দেবেন আপনার শিশুদের?' নিরীহ ভর্ৎসনায় উনি বললেন। 'আপনার আত্মজনদের যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে সন্তানদের জন্যে আপনি শুধু ধনসম্পদ, বিলাস, মানসম্মানই চাইবেন না; আপনি চাইবেন ওদের ত্রাণ, সত্যের আলোয় তাদের আত্মিক উদ্ভাসন। তাই না? কী আপনি জবাব দেবেন যখন আপনার নিষ্পাপ শিশুসন্তান আপনাকে জিগ্যেস করবে — 'বাবা, এ দুনিয়ায় আমার যা-যা ভালো লাগে — পৃথিবী, জল, সূর্য, ফুল, ঘাস — এ সব কে গড়ে দিল? তাকে কি আপনি বলবেন, 'আমি জানি না?' না জেনে আপনি পারেন না যখন প্রভু তাঁর পরম করুণায় আপনার জন্যে এ সব উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিংবা আপনার ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করবে, 'পরলোকে কী হবে আমার?' কী তাকে বলবেন যখন কিছুই আপনি জানেন না? কী করে জবাব দেবেন তাকে? তাকে দেবেন বিশ্ব আর শয়তানের মাধুর্য? এটা ভালো নয়!' এই বলে মাথা একপাশে হেলিয়ে লেভিনের দিকে তাঁর সহৃদয় নিরীহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থামলেন তিনি।

লেভিন এবার কিছুই বললেন না — সেটা এইজন্য নয় যে যাজকের সঙ্গে তর্কে নামতে চাইছিলেন না তিনি, এই জন্য যে এমন প্রশ্ন তাঁকে কেউ আগে করে নি; আর তাঁর শিশু এই সব প্রশ্ন করার আগে কী জবাব দেবেন ভাববার মতো সময় থাকবে বেশ।

'আপনি জীবনের এমন একটা পর্বে প্রবেশ করছেন' — যাজক বলে চললেন, 'যখন পথ স্থির করে নিয়ে সেটা অনুসরণ করে যেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁর দয়ায় আপনাকে সাহায্য

করেন, ক্ষমা করেন' — উপসংহার টানলেন তিনি, 'প্রভু এবং আমাদের ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট লকের মানবপ্রেমের উদারতায় শিশুকে ক্ষমা করেন...' — অনুমতির প্রার্থনা শেষ করে যাজক লেভিনকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে লেভিনের এই জন্য আনন্দ হল যে অস্বস্তিকর অবস্থাটার অবসান এবং এমনভাবে অবসান হল যে তাঁকে মিথ্যে বলতে হয় নি। তা ছাড়া তাঁর এই একটা ঝাপসা স্মৃতি রয়ে গেল যে সহৃদয় মিষ্টস্বভাব বৃদ্ধটি যা বলছিলেন সেটা প্রথমে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মোটেই তেমন নির্বোধ কিছু নয়, তাঁর কথায় এমন কিছু একটা ছিল যেটা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

লেভিন ভাবলেন, 'এখনই অবশ্য নয়, তবে পরে কোনো এক সময়।' আগের চেয়ে বেশি করে লেভিনের এখন মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রাণের মধ্যে অস্পষ্ট ও দূষিত কিছু একটা আছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছেন যা তিনি অন্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখতেন এবং পছন্দ করতেন না, যার জন্য তিরষ্কারও করেছেন বন্ধু স্ভিয়াজ্স্কিকে।

ভাবী বধূর সঙ্গে লেভিন এ সন্ধ্যাটা কাটান ডল্লির ওখানে, খুবই ফুর্তি লাগছিল তাঁর, স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তাঁর এই চাঙ্গা অবস্থাটার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে হুপের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে শেখানো হচ্ছে যে কুকুরটাকে, তার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে সেটা বুঝে যখন সে তা করে ফ্যালে আর ডাক ছেড়ে, লেজ নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে টেবিলে আর জানলায়, তাঁরও ফুর্তি লাগছে ওই কুকুরটার মতোই।

॥ ২ ॥

বিয়ের দিন রীতি অনুযায়ী (আর সমস্ত রীতি পালনের জন্য কঠোরভাবে জিদ করছিলেন প্রিন্স-মহিষী আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা) নিজের কনেকে লেভিন দেখতে পেলেন না, আহার সারলেন নিজের হোটেলে, হঠাৎ এসে জোটা তিনজন অবিবাহিতের সঙ্গে: সের্গেই ইভানোভিচ, কাতাভাসোভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, এখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর, রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লেভিন ধরে নিয়ে আসেন

নিজের ওখানে এবং চিরিকভ, নিত্বর, মস্কোর সালিশী আদালতের জজ, ভালুক শিকারে লেভিনের সহচর। খাওয়া-দাওয়া চলল খুবই আনন্দ করে। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন খুবই শরিফ মেজাজে, কাতাভাসোভের মৌলিকতায় বেশ মজা লাগল তাঁর। তাঁর মৌলিকতার কদর হচ্ছে, লোকে তা ধরতে পাচ্ছে এটা অনুভব করে কাতাভাসোভ তা নিয়ে চাল মারতে লাগলেন। ফুর্তি করে ভালো মনে সবরকম আলাপেই মেতে উঠছিলেন চিরিকভ।

এক-একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল ক্যাথেড্রায়, সেই ভঙ্গিতে কাতাভাসোভ বলছিলেন, 'এই যে আমাদের বন্ধু কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, গুণী ছেলে ছিল। আমি অবর্তমানদের কথা বলছি, কেননা সে আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার সময় তখন বিজ্ঞানও ভালোবাসত, মানবিক আগ্রহ-কৌতূহলও ছিল; এখন তার আধখানা গুণ যাচ্ছে আত্মপ্রতারণায়, বাকি আধখানা সে প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে।'

'আপনার মতো বিবাহের এত ঘোর শত্রু আমি আর দেখি নি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'না, শত্রু নই। আমি শ্রমবিভাগের বান্ধব। যারা কিছুই করতে পারে না, তারা লোক উৎপাদন করুক, বাকিরা তাদের আলোকপ্রাপ্তি আর সুখে সহায়তা করবে। আমি তো এই বুঝি। এই দুই বৃত্তিকে মিশিয়ে ফেলতে বহু লোকের ভালো লাগে। আমি ওদের দলে নই।'

'আপনি প্রেমে পড়েছেন জানতে পারলে আমি কী সুখীই যে হব!' লেভিন বললেন, 'বিয়েতে আমায় ডাকতে ভুলবেন না যেন।'

'ইতিমধ্যেই প্রেমে পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, কাট্ল্ মাছের সঙ্গে' — লেভিন দাদার দিকে ফিরলেন, 'জানো, মিখাইল সেমেনিচ নিবন্ধ লিখছেন পুষ্টি আর...'

'থাক, গোলমাল করে ফেলতে হবে না! কী নিয়ে লিখছি তাতে এসে যায় না কিছু। আসল কথাটা হল, আমি সত্যিই কাট্ল্ মাছ ভালোবাসি।'

'কিন্তু সে তো স্ত্রীকে ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায় না।'

'সে তো ব্যাঘাত ঘটায় না, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় স্ত্রী।'

'কেমন করে?'

'নিজেই দেখবেন। এই তো, আপনি ভালোবাসেন বিষয়-আশয়, শিকার, দেখবেন পরে!'

'আজ আর্খিপ এসেছিল, বললে প্রুদনোয়ের কাছে হরিণ আছে অনেক আর দুটো ভালুক' — বললেন চিরিকভ।

'তা ওগুলোকে আপনি ধরাশায়ী করুন আমাকে বাদ দিয়েই।'

'ঠিক কথা' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এর পর থেকে ভালুক শিকারে গেলাম, বৌ যেতে দেবে না!'

লেভিন হাসলেন। বৌ তাঁকে যেতে দেবে না, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে এতই মনোরম ঠেকল যে ভালুক দর্শনের আনন্দ তিনি তখন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে রাজি।

'কিন্তু এ দুটো ভালুককে অপরে ঘায়েল করবে, এ যে আফশোসের কথা। আর মনে আছে, শেষ বার সেই খাপিলভোতে? চমৎকার হত শিকারটা' — বললেন চিরিকভ।

কিটিকে ছাড়া কোথাও কিছু চমৎকার হতে পারে, এ কথা বলে ওঁকে হতাশ করতে না চেয়ে লেভিন চুপ করে রইলেন।

'অবিবাহিত জীবন থেকে বিদায় নেবার এই রীতিটা গড়ে উঠেছে খামোকা নয়' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'যতই সুখী হও, স্বাধীনতা বিসর্জন দুঃখের কথা।'

'স্বীকার করুন, এরকম একটা জিনিস আছে যে গোগলের বইয়ের বরের মতো ইচ্ছে হয় না কি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্বীকার করছে না!' বলে কাতাভাসোভ হেসে উঠলেন হো হো করে।

'তা জানলা তো খোলাই রয়েছে... এক্ষুনি যাওয়া যাক ত্ভেরে! একটা ভল্লুকী, গুহাতেই পাওয়া যাবে। সত্যি, যাওয়া যাক পাঁচটার ট্রেনে! আর এঁরা থাকুন যেমন খুশি' — হেসে বললেন চিরিকভ।

লেভিন হেসে বললেন, 'কিন্তু হেই ভগবান, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাণের ভেতর এরকম দুঃখ যে খুঁজে পাচ্ছি না!'

'হ্যাঁ, আপনার প্রাণের ভেতর এখন এমনই বিশৃঙ্খলা যে কিছুই খুঁজে পাবেন না' — কাতাভাসোভ বললেন, 'অপেক্ষা করুন, খানিকটা গুছিয়ে উঠতে পারলে তখন পাবেন!'

'না, আমার এই হৃদয়াবেগ (ভালোবাসা — কথাটা ওঁদের সামনে তিনি

বলতে চাইলেন না) আর সুখ ছাড়াও স্বাধীনতা হারানোব জন্যে অন্তত খানিকটা দুঃখও যদি বোধ করতে পারতাম... উল্টে, এই স্বাধীনতা হারানোতেই আমার আনন্দ।'

'খুব খারাপ! কোনো আশা নেই' — বললেন কাতাভাসোভ, 'যাক গে, পান করা যাক ওঁর আরোগ্য লাভের জন্যে অথবা শুধু কামনা করা যাক যেন ওঁর স্বপ্নের অন্তত একশতাংশও সফল হয়। সেটুকুই হবে এমন সুখ যা পৃথিবীতে হয় না।'

আহারের পর অতিথিরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বিবাহোৎসব উপলক্ষে বেশভূষা করে নেবার জন্য।

একলা হয়ে, এই অবিবাহিতদের কথাবার্তা স্মরণ করে লেভিন পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে: যে স্বাধীনতার কথা ওঁরা বলছিলেন তার জন্য তাঁর প্রাণের ভেতর কোনো দুঃখবোধ আছে কি? এ প্রশ্নে হাসলেন তিনি। 'স্বাধীনতা? কিসের জন্যে স্বাধীনতা? সুখ শুধু ভালোবাসায়, তার যা কামনা তাই কামনা করায়, তার যা ভাবনা তাই ভাবায়, অর্থাৎ কোনো স্বাধীনতা নয় — এই হল সুখ!'

'কিন্তু ওর ভাবনা, কামনা, ভাবাবেগ আমি জানি কি?' হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বললে ফিসফিস করে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। সহসা অদ্ভুত একটা অনুভূতি পেয়ে বসল তাঁকে। ভয় আর সন্দেহ হল তাঁর, সবকিছুতে সন্দেহ।

'আমায় যদি সে ভালো না বেসে থাকে? আমায় যদি সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুধু বিয়ে করতে হয় বলে? কী করছে সেটা যদি তার নিজেরই জানা না থাকে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওর চৈতন্য হতে পারে কেবল বিয়ে করার পর। বুঝবে যে আমায় সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।' মনে আসতে লাগল অদ্ভুত, অতি বিশ্রী সব চিন্তা। এক বছর আগের মতো ভ্রন্‌স্কির প্রতি কিটির মনোভাবে ঈর্ষা হল, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কিটিকে তিনি যে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, সেটা যেন গতকালের ঘটনা। তাঁর সন্দেহ হল কিটি তাঁকে সবকিছু বলে নি।

দ্রুত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। হতাশায় মনে মনে বললেন, 'না, এ চলতে পারে না! যাব ওর কাছে, জিজ্ঞাসা করব, শেষ বারের মতো বলব:, আমরা বন্ধনহীন, ক্ষান্ত হওয়াই ভালো হবে নাকি? চিরকাল অসুখী হয়ে থাকা, কলংক, বিশ্বাসহানির চেয়ে সেটাই ভালো!!' বুকের মধ্যে

হতাশা আর সমস্ত লোকের ওপর, নিজের ওপর, কিটির ওপর আক্রোশ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন তার কাছে।

বাড়ির পেছনকার ঘরে কিটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিন্দুকের ওপর বসে চেয়ারের পিঠে আর মেঝেয় রাখা একরাশ নানা রঙের পোশাক বাছাবাছি করে দাসীকে কী যেন হুকুম দিচ্ছিল সে।

'আরে!' ওঁকে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিটি, 'কেমন করে তুমি, কেমন করে আপনি?' (এই শেষ দিনটা পর্যন্ত কিটি তাঁকে বলত কখনো 'তুমি', কখনো 'আপনি'।) 'আশাই করি নি! আর আমি আমার কুমারী দিনগুলোর পোশাক বেছে ঠিক করছি কোন্‌টা কাকে দেব...'

'ও! তা ভালো কথা!' দাসীর দিকে নিরানন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন।

কিটি বললে, 'এখন যাও দুনিয়াশা। আমি ডেকে পাঠাব পরে। কী হল তোমার?' দাসী চলে যেতেই স্থির সংকল্পে 'তুমি' সম্বোধন করে জিগ্যেস করল কিটি। লেভিনের বিচলিত, বিমর্ষ, অদ্ভুত মুখ লক্ষ্য করে ভয় হল তার।

'কিটি! কষ্ট হচ্ছে আমার। একলা আমি কষ্ট সইতে চাই না' — কিটির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সানুনয় দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে হতাশাদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। কিটির প্রেমে ঢলঢল সরল মুখখানা দেখে তিনি ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন যে তাকে যা বলবেন ঠিক করেছিলেন তা থেকে কোনো ফল হবে না, তাহলেও তাঁর দরকার ছিল যে কিটি নিজেই তাঁকে আশ্বস্ত করুক। 'আমি বলতে এলাম যে সময় এখনো পেরিয়ে যায় নি। এ সবই ঘুচিয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।'

'কী? কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। কী হল তোমার?'

'তোমায় আমি হাজার বার যা বলেছি এবং না ভেবে পারছি না... যে আমি তোমার যোগ্য নই। আমায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তুমি ভেবে দ্যাখো। ভুল করেছ তুমি। ভালো করে ভেবে দ্যাখো। আমায় ভালোবাসতে তুমি পারো না... যদি তাই... বরং সেটা বলো' — কিটির দিকে না তাকিয়ে বললেন তিনি। 'আমি অসুখী হব। বলুক সবাই যা খুশি; অসুখী হওয়ার চেয়ে সেটাই ভালো... এখনো যখন সময় আছে, সেটাই ভালো...'

গুরুত্বটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হয়েছে, জ্বালানো মোমবাতি জ্বালানো হবে, নাকি না-জ্বালানো? দশ রুবলের তফাৎ' — ঠোঁট দু'খানা হাসিতে আকুঞ্চিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন বুঝলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না।

'তাহলে কী? জ্বালানো, নাকি না-জ্বালানো।'

'না-জ্বালানো, না-জ্বালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'কিন্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লেভিন যখন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউণ্টেস নর্ডস্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মুখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল সুখের একটা অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, পুরোহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লেভিনকে কী যেন বললেন পুরোহিত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের বুঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।'

অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে।

হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ কিনা তোমার যত পাগলামিতে ওর মন খারাপ করে দিতে' — লেভিনকে বললেন তিনি, 'ভাগো তো, ভাগো তো বাছা।'

দোষ আর লজ্জার একটা বোধ থাকলেও স্বস্তি নিয়ে লেভিন তাঁর হোটেলে ফিরলেন। তাঁর দাদা সের্গেই ইভানোভিচ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর স্তেপান আর্কাদিচ, সবাই পরিপাটী সাজসজ্জা করে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন দেবপট নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন বলে। হচ্ছে হবে করার সময় ছিল না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে আবার বাড়ি যেতে হবে পমেড-চর্চিত চিকুরকুঞ্চিত ছেলেটিকে আনতে, কনের সঙ্গে দেবপট নিয়ে যাবে সে। তারপর একটি গাড়ি পাঠাতে হবে শাফেরের* জন্য, তারপর আরেকটি সের্গেই ইভানোভিচকে যা নিয়ে যাবে, সেটিকে ফেরত আনতে হবে। মোটের ওপর, খুবই জটিল সব ভাবনা-চিন্তা ছিল অনেক। শুধু একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত যে ঢিমে-তেতালা করা চলবে না, কেননা সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে।

দেবপট নিয়ে আশীর্বাদটা থেকে দাঁড়াল না কিছুই। স্তেপান আর্কাদিচ স্ত্রীর পাশে একটা হাস্যকর-গুরুগম্ভীর ভাব করে দাঁড়ালেন, দেবপট হাতে নিয়ে লেভিনকে বললেন আভূমি নত হতে, তারপর একটা সহৃদয় ও সকৌতুক হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে লেভিনকে চুম্বন করলেন তিনবার; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাও তাই করলেন এবং তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাবার জন্য আর পুনরায় গাড়িগুলোর গতিবিধির হিসাবে তালগোল পাকালেন।

'তাহলে আমরা এই করব: আমাদের গাড়িটায় করে তুমি চলে যাও ওর জন্যে, আর সের্গেই ইভানোভিচও যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন, তারপর গাড়ি ফেরত পাঠিও।'

'সেকি, সানন্দে যাব।'

'আমি এক্ষুনি ওকে নিয়ে আসছি, জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'পাঠানো হয়েছে' — বলে লেভিন পোশাক দিতে হুকুম করলেন কুজ্‌মাকে।

* গির্জায় বিবাহানুষ্ঠানে বর-কনের পেছনে যে মুকুট ধরে থাকে।

॥ ৩ ॥

বিয়ের জন্য দীপান্বিত গির্জা ঘিরে জুটেছিল একদল লোক, বেশির ভাগ নারী। যারা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় নি, তারা ভিড় করেছিল জানলার কাছে, ঠেলাঠেলি করছিল, ঝগড়া বাধাচ্ছিল, উঁকি দিচ্ছিল জানলার গরাদে দিয়ে।

ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশি গাড়িকে সেপাইরা রাস্তা বরাবর সারি বাঁধিয়ে রেখেছে। হিমেল আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে নিজের উর্দিতে ঝলমল করছিল জনৈক পুলিস অফিসার। অবিরাম আসছিল আরও গাড়ি, ফুলে শোভিত মহিলারা কখনো তাঁদের বসনের কলাপ তুলে ধরে, কখনো পুরুষেরা তাঁদের খাটো টুপি অথবা লম্বা কালো হ্যাট খুলে ঢুকছিলেন গির্জার ভেতর। গির্জার ভেতরে ইতিমধ্যেই জ্বালানো হয়েছে দুটি ঝাড়লণ্ঠন আর দেবপটগুলোর সামনেকার সমস্ত বাতি। পটপ্রাচীরের রক্তিম গাত্রে স্বর্ণাভা, দেবপটগুলির গিল্টি-করা খোদাই-কাজ, কান্ডেলাব্রাস আর মোমবাতিদানগুলির রুপো, মেঝের টালি আর গালিচাগুলি, কয়েরে-লফ্‌টের ওপরে পবিত্র নিশানগুলি, বেদীর সোপান, কালো হয়ে আসা প্রাচীন নিত্যকর্মপদ্ধতির পুস্তকগুলি, আলখাল্লা আর জমকালো কৌশিক — সবই আলোয় প্লাবিত। উষ্ণ গির্জার ডান দিকে, ফ্রক-কোট আর শাদা টাই, উর্দি আর জামদানি, মখমল, চিকন রেশম, কেশ, কুসুম, অনাবৃত স্কন্ধ ও বাহু, লম্বা দস্তানার ভিড়টা থেকে উঠছিল সংযত ও সজীব আলাপের কূজন যা একটা বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলছিল উঁচু গম্বুজে। দরজা খোলার ক্যাঁচ শব্দ হতেই প্রতিবার আলাপ থেমে আসছিল, বর-কনেকে আসতে দেখবার আশায় সবাই তাকাচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু দরজা ইতিমধ্যে খুলেছে দশ বারেরও বেশি, কিন্তু প্রতিবার ঢুকেছে বিলম্বিত অতিথি যারা যোগ দিয়েছে ডাইনের আমন্ত্রিতদের কিংবা পুলিস অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে অথবা মিনতি করে কোনো দর্শনার্থিনী, যে যোগ দিয়েছে বাঁ দিকের অনাহূতদের দলে। আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের লোক, সবারই প্রত্যাশার সবকটি পর্যায় কেটে গেল।

বিলম্বটায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে প্রথমে ভাবা হয়েছিল বর-কনে এই এল বলে। পরে শুরু হল ঘন ঘন দরজার দিকে চাওয়া, বলাবলি করলে কোনো অঘটন ঘটল না তো। পরে বিলম্বটা হয়ে উঠল অস্বস্তিকর,

আত্মীয়-স্বজন আর আমন্ত্রিতরা ভাব করার চেষ্টা করলে যেন তারা বরের কথা ভাবছে না, নিজেদের কথাবার্তাতেই তারা মশগুল।

প্রধান ডিকন তাঁর সময়ের মূল্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন এমন অধৈর্যে কাশলেন যে জানলার শার্সি কেঁপে উঠল। কয়ের-লফ্‌ট থেকে শোনা যাচ্ছিল কখনো বেজার গায়কদের গলাসাধা, কখনো নাক-ঝাড়া। পুরোহিত অনবরত কখনো ডিকন, কখনো কোনো স্তোত্রপাঠককে পাঠাচ্ছিলেন দেখতে বর এল কি না। আর নিজে নকসি কোমরবন্ধে আঁটা বেগুনি আলখাল্লায় ঘন ঘন যাচ্ছিলেন পাশের দরজায়, দেখছিলেন বর এল কি না। শেষ পর্যন্ত আমন্ত্রিত জনৈক মহিলা ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারি অদ্ভুত!' এবং সমস্ত অতিথিরই তখন ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, সরবে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁদের বিস্ময় অথবা বিরক্তি। কী ঘটেছে জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন একজন শাফের। কিটি এ সময় তার শাদা গাউন, ফুল-তোলা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তৈরি হয়ে মায়ের বদলি আর বড়দি ল্‌ভভার সঙ্গে বসেছিল শ্যেরবাৎস্কি ভবনের হলঘরে, আধঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, বর গির্জায় পেঁছেছে এ খবর আশা করছিল তার শাফেরের কাছ থেকে।

লেভিন ওদিকে ওয়েস্ট-কোট আর ফ্রক-কোট ছাড়া শুধু প্যাণ্টালুন পরে নিজের কামরায় ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, অবিরাম দরজা খুলে দেখছিলেন করিডরে। কিন্তু যে ব্যক্তির তিনি আশা করছিলেন করিডরে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। হতাশায় ফিরে এসে, হাত ঝাঁকিয়ে নিশ্চিন্তে ধূমপানরত স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বলছিলেন:

'এমন ভয়ংকর আহাম্মকী অবস্থায় কেউ পড়েছে কখনো?'

'হ্যাঁ, বিদঘুটে' — নরম করে আনার হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে শান্ত হও, এখুনি আনবে।'

'কিন্তু শান্ত হব কী করে!' সংযত তিতিবিরক্তিতে বললেন লেভিন। 'এই জাহান্নমী ওয়েস্ট-কোট! সামনেটা খোলা, পরা অসম্ভব!' বললেন তিনি তাঁর দলামোচড়া কামিজের দিকে চেয়ে। 'আমার জিনিসপত্র যদি এর মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে!' হতাশায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'তাহলে আমার শার্টটা পরবে।'

'অনেক আগেই তা পরা উচিত ছিল।'

'হাস্যাস্পদ হয়ে লাভ নেই... দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে লেভিন যখন পোশাক দিতে বলেন, পুরাতন ভৃত্য কুজ্‌মা তখন ফ্রক-কোট, ওয়েস্ট-কোট এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুই এনেছিল।

'কিন্তু কামিজ?' চেঁচিয়ে উঠেছিলেন লেভিন।

'কামিজ তো আপনার পরনেই' — শান্ত হেসে বলেছিল কুজ্‌মা।

পরিষ্কার একটা কামিজ রাখার খেয়াল হয় নি কুজ্‌মার। সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে শ্যেরবাৎস্কিদের পেঁছে দিতে হবে, যেখান থেকে সেই সন্ধ্যাতেই নবদম্পতি রওনা দেবে — এই আদেশ পেয়ে কুজ্‌মা ঠিক তাই করেছে। সে লেভিনের ড্রেস-স্যুটটা ছাড়া সবই বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছে। সকাল থেকে লেভিন যে শার্টটা পরে ছিলেন, সেটা দলামোচড়া হয়ে গিয়েছিল, ফ্যাশনদুরস্ত খোলা ওয়েস্ট-কোটের সঙ্গে তা একেবারেই মানায় না। শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়ি বহু দূরে, লোক পাঠিয়ে ফল হবে না। নতুন একটা শার্ট কেনার জন্য পাঠানো হল খানসামাকে। সে ফিরে এসে বললে সব দোকান বন্ধ, রবিবার। লোক পাঠানো হল স্তেপান আর্কাদিচের ওখানে শার্ট আনার জন্য; দেখা গেল সেটা অসম্ভব চওড়া আর খাটো। শেষ পর্যন্ত শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে মাল খুলতে বলা হল। গির্জায় বরের অপেক্ষা করছে লোকে আর লেভিন এদিকে খাঁচায় বন্ধ পশুর মতো ছটফট করছেন ঘরটায়, তাকাচ্ছেন করিডরে, আতংকে আর হতাশায় তাঁর মনে পড়ছিল কী কথা আজ তিনি বলেছেন কিটিকে, এরপর কী ভাববে সে।

অবশেষে অপরাধী কুজ্‌মা প্রচণ্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল শার্ট নিয়ে।

'কোনোরকমে ধরলাম। গাড়িতে মাল চাপানো শুরু হয়ে গিয়েছিল' — কুজ্‌মা বললে।

তিন মিনিট বাদে পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে এড়াবার জন্য ঘড়ির দিকে দৃক্‌পাত না করেই লেভিন ছুটলেন করিডর দিয়ে।

'ওতে কোনো লাভ হবে না' — লেভিনের পেছু পেছু বিনা ব্যস্ততায় তাঁর সঙ্গ ধরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন হেসে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে... বলছি তোমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

॥ ৪ ॥

‘এসে গেছে! — ওই যে! — কোন লোকটি? — অল্পবয়সীটি কি? — আর কনে, মা গো, একেবারে জীবনমৃত!’ দেউড়িতে কনেকে সঙ্গে নিয়ে লেভিন যখন গির্জায় ঢুকলেন, ভিড়ের মধ্যে তখন এই সব কথা।

স্ত্রীকে বিলম্বের কারণ জানালেন স্তেপান আর্কাদিচ, অতিথিরা হেসে ফিসফাস করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। কিছুই এবং কাউকেও দেখছিলেন না লেভিন; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর কনের উপর।

সবাই বলেছিল যে এই কয়েক দিনে কিটির চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, আগে তাকে যেমন সুন্দর দেখাত, বিবাহানুষ্ঠানে তেমনটি আর নেই, কিন্তু লেভিনের তা মনে হচ্ছিল না। তার উঁচু কবরী, আলুলায়িত শাদা অবগুণ্ঠন, শাদা ফুল, কুঁচি দেওয়া খাড়া কলার যা তার দীর্ঘ গ্রীবাকে ঘিরে বিশেষ একটা শুচিতায় ঢেকে রেখেছে দু'দিক থেকে, খোলা শুধু সামনের দিকটা, আশ্চর্য সুতনু তার কটির দিকে চেয়ে দেখলেন লেভিন আর তাঁর মনে হল এত সুন্দর কিটিকে তিনি আর কখনো দেখেন নি। সেটা এই জন্য নয় যে ঐ ফুলগুলো, ঐ অবগুণ্ঠন, প্যারিস থেকে আনানো এই গাউনটা তার রূপ বুঝি বাড়িয়ে তুলেছে কিছু, না, সেটা এই জন্য যে সাজের এই ঘটা সত্ত্বেও তার সুমধুর মুখভাব, তার দৃষ্টি, তার অধরে ছিল অপাপবিদ্ধ সততার সেই একই লাবণ্য।

‘আমার ভাবনাই হয়েছিল তুমি বুঝি পালাতে চাইছিলে’ — লেভিনের দিকে চেয়ে কিটি বললে হেসে।

‘এমন হাঁদার মতো কাণ্ড ঘটল যে বলতেও লজ্জা হয়’ — লেভিন বললেন লাল হয়ে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসা সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরতে হল তাঁকে।

মাথা নেড়ে হেসে তিনি বললেন, ‘মন্দ নয় শার্ট নিয়ে তোর ঝামেলাটা!’

‘হ্যাঁ, সত্যি’ — লেভিন বললেন কী কথা তাঁকে বলা হচ্ছে সেটা না বুঝেই।

‘তা কস্তিয়া, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়’ — কপট ত্রাসের ভাব করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, ‘গুরুতর প্রশ্ন। ঠিক এখনই এর সমস্ত

গ্রুত্বটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হয়েছে. জ্বালানো মোমবাতি জ্বালানো হবে, নাকি না-জ্বালানো? দশ রুবলের তফাৎ' — ঠোঁট দু'খানা হাসিতে আকুঞ্চিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন বুঝলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না।

'তাহলে কী? জ্বালানো, নাকি না-জ্বালানো।'

'না-জ্বালানো, না-জ্বালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'কিন্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লেভিন যখন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে. তখন চিরিকভকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউণ্টেস নর্ডস্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন. কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মুখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল সুখের একটা অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, পুরোহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লেভিনকে কী যেন বললেন পুরোহিত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের বুঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।'

অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে।

অনেকখন ধরে লোকে ঠিক করে দিচ্ছিল তাঁকে। সব আশা তারা প্রায় ছেড়েই দিতে বসেছিল, কেননা যা উচিত সে হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন না, যা উচিত ধরছিলেন না সে হাতটাও। অবশেষে তিনি বুঝলেন যে জায়গা বদল না করে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে কনের ডান বাহু। অবশেষে যেমনটা উচিত সেভাবে যখন বাহুলগ্ন করলেন কনেকে, পুরোহিত কয়েক পা সামনে এসে থামলেন গ্রন্থপীঠের কাছে। আত্মীয় ও পরিচিতদের ভিড়টা গুঞ্জন করে পোশাকের কলাপ খসখসিয়ে এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। কে একজন নুয়ে ঠিক করে দিলে কনের কলাপ। গির্জা এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম গলে পড়ার শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ পুরোহিতের মাথায় উঁচু শিরোভূষণ, ঝক্‌ঝকে শাদা চুল দু'পাশে কানের পেছনে গোটানো। পিঠে এম্ব্রয়ডারি করা সোনালী ক্রস দেওয়া ভারী রুপোলী জরির আলখাল্লাটা থেকে তিনি ছোটো ছোটো বুড়োটে হাত বার করে গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করে নিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ সন্তর্পণে তাঁর কাছে কী যেন বললেন ফিসফিস করে তারপর লেভিনের দিকে চোখ মটকে আবার ফিরে এলেন তাঁর জায়গায়।

পুরোহিত পুষ্পালংকৃত দুটি বাতি জ্বালিয়ে বাঁ হাতে তা ধরে রাখলেন কাত করে যাতে তা থেকে মোমের ফোঁটা গড়ায় ধীরে ধীরে, তারপর মুখ ফেরালেন বর-কনের দিকে। ইনি সেই পুরোহিতই যাঁর কাছে পাপস্বীকার করেছিলেন লেভিন। ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি বর-কনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আলখাল্লার তল থেকে ডান হাত বার করে আশীর্বাদ করলেন বরকে, তারপর একইভাবে, কিন্তু কিছুটা সাবধানী একটা কোমলতা নিয়ে তাঁর গিঁটগিঁট আঙুল রাখলেন কিটির অবনত মাথার ওপরে। ওঁদের বাতিদুটি দিয়ে ধূপ নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

'এ সব কি সত্যি?' লেভিন ভাবলেন, তাকালেন কনের দিকে। খানিকটা উঁচু থেকে তিনি দেখছিলেন কিটির মুখাবয়ব, তার ঠোঁট আর আঁখিপল্লবের চাঞ্চল্য থেকে বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিপাত সে অনুভব করছে। কিটি মুখ তুলে চাইল না, কিন্তু তার কুঁচি দেওয়া খাড়া কলার কেঁপে কেঁপে উঁচু হয়ে ঠেকল তার ছোট্ট গোলাপী কানে। লেভিন দেখলেন

যে একটা নিশ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল তার বুকে, মোমবাতি ধরা লম্বা দস্তানা পরা ছোট্ট হাতখানা কাঁপছে।

শার্ট নিয়ে গোটা ঝামেলাটা, বিলম্ব, পরিচিতদের, আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা, তাঁদের অসন্তোষ, নিজের হাস্যকর অবস্থা — সব হঠাৎ মিলিয়ে গেল, একাধারে ভয় আর আনন্দ হল তাঁর।

দু'পাশে চাঁচর চিকুর নিয়ে রুপোলী আলখাল্লা পরা সুকুমার দীর্ঘাঙ্গ প্রধান ডিকন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দুই আঙুলে উত্তরীয় সামান্য তুলে ক্ষিপ্রবেগে গিয়ে থামলেন পুরোহিতের সামনে।

'আ-শী-র্বাদ করো হে প্র-ভু!' একের পর এক বায়ুতরঙ্গ তুলে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল সুগম্ভীর ধ্বনি।

'আমাদের প্রভু চিরকাল, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া পুণ্যময়' — নম্র সুরেলা গলায় জবাব দিয়ে পুরোহিত গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর জানলা থেকে গম্বুজ পর্যন্ত গোটা গির্জা গমগম করে কখনো উদাত্তে, কখনো মুহূর্তের জন্য থেমে, আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে উঠতে লাগল অদৃশ্য ঐকতান দলের পরিপূর্ণ, উদার, সুরম্য সুরসঙ্গতি।

বরাবরের মতো প্রার্থনা করা হল স্বর্গীয় শান্তি আর ত্রাণ, সিনোদ আর জারের জন্য; আজ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস সেই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনার জন্যও প্রার্থনা করা হল।

'ওদের ওপর পরম প্রেম, শান্তি, সাহায্য বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে' — সারা গির্জা যেন শ্বসিত হয়ে উঠল প্রধান ডিকনের কণ্ঠস্বরে।

কথাগুলো লেভিন শুনলেন, তাতে অভিভূত হলেন। তিনি নিজের সাম্প্রতিক সমস্ত আতংক ও সন্দেহের কথা স্মরণ করে ভাবলেন, 'সাহায্য, ঠিক সাহায্যই যে দরকার সেটা ওঁরা অনুমান করলেন কেমন করে? কী আমি জানি? এই ভয়ংকর ব্যাপারটায়' — মনে হল তাঁর, 'কী আমি করতে পারি সাহায্য ছাড়া? ঠিক সাহায্যই আমার এখন দরকার।'

ডিকন যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, পুরোহিত তখন বিবাহকৃত্যের গ্রন্থটি নিলেন:

বিনীত সুরেলা বাক্যে তিনি পড়তে লাগলেন, 'অনন্ত ঈশ্বর, যাহারা পৃথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী:

আইজাক ও রেবেকা, তাহাদিগের বংশধরদিগের বরাভয়দাতা এক্ষণে তোমার দাস এই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনাকে আশীর্বাদ করহ, উহাদিগে সমুদয় কল্যাণের পথে চালিত করহ। করুণাময় তুমি, মানবদরদী ঈশ্বর, তোমার পিতা ও পুত্রের জয়গান করিতেছি, এবং পবিত্র প্রেতের, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া।' — 'তথাস্তু!' ফের বাতাসে ঝরে পড়ল অদৃশ্য ঐকতান।

''যাহারা পৃথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী' — কী গভীর এই কথাগুলি এবং মনের এখন যা অনুভূতি, তার সঙ্গে কিরকম মিলে যায়' — ভাবলেন লেভিন, 'ও-ও কি ভাবছে আমার মতোই?'

ওর দিকে চাইতেই দৃষ্টিবিনিময় হল ওঁদের।

আর সে দৃষ্টির ব্যঞ্জনা থেকে তিনি স্থির করলেন সেও তাঁরই মতো ভাবছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়; বিবাহানুষ্ঠানের সময় যেসব গুরুগম্ভীর বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেগুলি হৃদয়ঙ্গম হয় নি কিটির, এমনকি কানেও যায় নি। কথাগুলো শোনা আর তার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে: যে একটা অনুভূতি তার বুক ভরে তুলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, সেটা ছিল খুবই প্রবল। দেড় মাস আগে তার প্রাণের মধ্যে যা ঘটে গেছে আর এই ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে পুলকিত করেছে, কষ্ট দিয়েছে, অনুভূতিটা হল তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ। তাদের আরবাৎ রাস্তার বাড়িতে কিটি যেদিন তার বাদামী পোশাকে লেভিনের কাছে গিয়ে আত্মনিবেদন করেছিল, সেই দিন ও সেই সময়টা থেকে আগেকার গোটা জীবনের সঙ্গে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তার প্রাণের মধ্যে, শুরু হয় একেবারেই নতুন, তার কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত অন্য একটা জীবন, যদিও আসলে পুরনো জীবনই চলছিল। এই ছয় সপ্তাহ তার কাছে ছিল অতি সুখাবেশ, অতি যন্ত্রণার এক কাল। তার সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার কাছে তখনো দুজ্ঞের্য় এই মানুষটিকে ঘিরে যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে মানুষটার চেয়েও দুজ্ঞের্য় এক হৃদয়াবেগে, যা কখনো তাকে কাছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, ওদিকে দিন কেটে যেতে লাগল পুরনো জীবনের পরিস্থিতিতেই। পুরনো জীবন কাটাতে কাটাতে তার সমস্ত অতীত — বস্তু, অভ্যাস, যারা তাকে ভালোবাসত আর ভালোবাসে, এমন সমস্ত লোক, এই উদাসীনতায়

মায়ের দুঃখ, তার স্নেহশীল সুকোমল পিতা, আগে যাকে সে ভালোবাসত দুনিয়ায় সবার চেয়ে বেশি — এই গোটা অতীতের প্রতি তার পরিপূর্ণ অপরাজেয় একটা ঔদাসীন্যে ভয় হত তার। কখনো তার ভয় হত এই ঔদাসীন্যে, কখনো আনন্দ হত সেই অবস্থাটার জন্য যা তাকে এই ঔদাসীন্যে নিয়ে এসেছে। এই মানুষটির সঙ্গে জীবন বাদ নিয়ে কিছু ভাবা, কিছু চাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে; কিন্তু সে জীবন তখনো শুরু হয় নি, সেটা এমনকি পরিষ্কার করে কল্পনা করতেও পারছিল না কিটি। ছিল শুধু একটাই প্রত্যাশা: যা নতুন ও অজানা তার ভীতি ও আনন্দ। এখন সেই প্রত্যাশা, সেই অজানাটা, আগের জীবন পরিত্যাগের জন্য খেদ — সবকিছুর অবসান হয়ে নতুনের শুরু হল বলে। অজ্ঞেয়তার জন্য এই নতুনটা ভয়াবহ না হয়ে পারে না; তবে ভয়াবহ হোক বা না হোক, সেটা তার অন্তরের মধ্যে ঘটে গেছে ছয় সপ্তাহ আগে; বহু আগে যা ঘটেছে তার প্রাণের মধ্যে, এখন কেবল মন্ত্রপূত করা হচ্ছে তাকে।

ফের গ্রন্থপীঠের দিকে ফিরে অতি কষ্টে পুরোহিত কিটির ছোট্ট আংটিখানা তুলে নিলেন এবং লেভিনের হাত চেয়ে নিয়ে তা পরালেন আঙুলের প্রথম গিঁটে। 'ঈশ্বরের দাস কনস্তান্তিন ঈশ্বরের দাসী ইয়েকাতেরিনার দারপরিগ্রহ করছেন।' আর বড়ো আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট, গোলাপী, দুর্বলতায় করুণ আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললেন একই কথা।

কী করতে হবে, বর-কনে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করলে, আর প্রতিবারই ভুল হল তাদের, পুরোহিত ফিসফিসিয়ে তাদের শুধরে দিলেন। অবশেষে যা করার ছিল করে আংটি দিয়ে তাদের ক্রস করে পুরোহিত ফের কিটিকে দিলেন বড়ো আংটিটা, লেভিনকে ছোটো; ফের গোলমাল হয়ে গেল ওদের, দু'বার হাতবদল হল আংটিদুটির; তাহলেও যা দরকার ছিল, সেটা হল না।

ডল্লি, চিরিকভ আর স্তেপান আর্কাদিচ এগিয়ে গেলেন সাহায্যে। শুরু হল চাঞ্চল্য, ফিসফিসানি, হাসাহাসি, কিন্তু বর-কনের গুরুত্বপূর্ণ মর্মস্পর্শী মুখভাব বদলাল না; বরং আংটির ব্যাপারে গোলমাল করে ফেলার পর তাদের মুখভাব হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়েও গুরুগম্ভীর আর যে হাসি নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ফিসফিস করে বলছিলেন যে এবার

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আংটি পরুক, সেটা আপনা থেকে মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাঁর মনে হল, যেকোনো হাসিতেই আহত বোধ করবে ওরা।

'আদি হইতে তুমি নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করিলেক' — অঙ্গুরী বিনিময়ের পর পড়তে লাগলেন পুরোহিত, 'সাহায্যের লাগি এবং মানবজাতির বংশরক্ষার লাগি তুমি স্বামীকে দাও স্ত্রী। তোমার উত্তরাধিকারের মধ্যে এবং তোমার প্রতিশ্রুতিতে সত্যকে যিনি প্রেরণ করেন, তোমার দাস, বংশে বংশে নির্বাচিত আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট, হে প্রভু পরমেশ্বর, তোমার দাস কনস্তান্তিন আর দাসী ইয়েকাতেরিনাকে অবলোকন করো এবং বিশ্বাসে, সমভাবনায়, সত্যে ও প্রেমে উহাদিগের পরিণয় সংহত করো...'

লেভিনের ক্রমেই মনে হতে লাগল যে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা ছিল, কিভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর যা স্বপ্ন, সে সবই নেহাৎ ছেলেমানুষি, এটা এমন একটা জিনিস যা তিনি এতদিন পর্যন্ত বোঝেন নি, এখন তো আরো কম বুঝছেন, যদিও ব্যাপারটা ঘটছে তাঁকে নিয়েই; বুকে তাঁর ক্রমেই বেশি করে একটা খামচি বোধ হতে থাকল, চোখ ফেটে বেরুল অবাধ্য অশ্রু।

॥ ৫ ॥

গির্জায় ছিল গোটা মস্কো, আত্মীয় পরিচিত সবাই। বিবাহানুষ্ঠানের সময় আলো-ঝলমল গির্জায়, সুসজ্জিত নারী ও ললনা, শাদা টাই, ফ্রক-কোট, আর ফৌজী উর্দি পরা পুরুষদের ভিড়ে শালীনতা মেনে মৃদু কথোপকথনের আর বিরাম ছিল না। সেটা চালাচ্ছিল প্রধানত পুরুষেরাই, মেয়েরা ছিল অনুষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে তন্ময়, সর্বদাই এগুলি তাদের পবিত্র অনুভূতিকে নাড়া দেয়।

কনের সবচেয়ে কাছের মহলটায় ছিলেন তার দুই দিদি: ডল্লি এবং বিদেশ থেকে আগত ধীর-স্থির সুন্দরী বড়দি ল্‌ভভা।

'বিয়েতে মারি এ কী একটা বেগুনি গাউন পরে এসেছে, প্রায় কালো বললেই চলে' — বললেন কর্সুনস্কায়া।

'ওর গায়ের যা রঙ, তাতে এইটেই একমাত্র উদ্ধার' — মন্তব্য করলেন দ্রুবেৎস্কায়া, 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, বিয়ের অনুষ্ঠানটা করা হল সন্ধ্যায় কেন। এ যে বেনিয়াদের রেওয়াজ...'

'সন্ধ্যেতেই আরও সুন্দর লাগে। আমারও বিয়ে হয়েছিল সন্ধ্যায়' — বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্সুন্স্কায়া। তাঁর মনে পড়ল সে দিনটায় কী মধুর দেখিয়েছিল তাঁকে, স্বামী ছিল কী হাস্যকর রকমের প্রেমোন্মাদ আর এখন সবই কী অন্যরকম।

'লোকে বলে, দশ বারের বেশি যে শাফের হয়, তার বিয়ে হয় না। আত্মরক্ষার জন্যে আমি দশম বার শাফের হব ভাবছিলাম, কিন্তু বেদখল হয়ে গেছে আমার জায়গাটা' — সুন্দরী প্রিন্সেস চার্স্কায়াকে বলছিলেন কাউন্ট সিনিয়াভিন। তাঁর ওপর সুন্দরীর নজর ছিল।

চার্স্কায়া জবাবে শুধু হাসলেন। কিটিকে দেখছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন কবে আর কিভাবে তিনি কাউন্ট সিনিয়াভিনের সঙ্গে দাঁড়াবেন কিটির অবস্থায় এবং কেমন করে তিনি ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন আজকের এই রসিকতার কথাটা।

বর্ষীয়সী রানী-সহচরী নিকোলায়েভাকে শ্যেরবাৎস্কি বলছিলেন যে তিনি কিটির কুন্তলের ওপর মুকুট তুলে ধরবেন বলে ঠিক করেছেন যাতে সে সুখী হয়।

'পরচুলা পরতে হত না' — বললেন নিকোলায়েভা। অনেক আগেই তিনি স্থির করে রেখেছেন, যে বৃদ্ধ বিপত্নীকটির জন্য তিনি টোপ ফেলছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা হবে নিতান্ত সাদামাটা, 'এ সব রঙচঙ আমার ভালো লাগে না।'

দারিয়া দ্মিত্রিয়েভনাকে সের্গেই ইভানোভিচ রসিকতা করে বোঝাচ্ছিলেন যে বিয়ের পরই চলে যাওয়ার রেওয়াজটা ছড়াচ্ছে কারণ নববিবাহিতরা সর্বদাই খানিকটা লজ্জা পায়।

'আপনার ভাইয়ের গর্ব হওয়ার কথা। আশ্চর্য মিষ্টি মেয়ে কিটি। মনে হয় আপনার ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না?'

'আমি ওটা কাটিয়ে উঠেছি দারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা' — জবাব দিলেন তিনি আর মুখখানা তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল বিমর্ষ, গুরুগম্ভীর।

স্তেপান আর্কাদিচ শ্যালিকাকে বলছিলেন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর কৌতুকের কথা।

'ফুলের মুকুটটা ঠিক করে দিতে হয়' — ওঁর কথা না শুনে জবাব দিলেন শ্যালিকা।

'ওর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, কী দুঃখের কথা' — ল্‌ভভাকে বলছিলেন কাউণ্টেস নর্ড্স্টন, 'যাই বলুন, ও কিটির কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। তাই না?'

'তা কেন, ওকে আমার খুবই ভালো লাগে। আর সেটা আমার ভাবী beau-frère* বলে নয়' — জবাব দিলেন ল্‌ভভা, 'আর কী সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছে! এ অবস্থায় অমন থাকতে পারা — হাস্যকর না দেখানো সহজ নয়। ওকে কিন্তু হাস্যকরও লাগছে না, কাঠখোট্টাও নয়। বোঝা যায় যে বিচলিত।'

'মনে হচ্ছে আপনি এটা চাইছিলেন?'

'প্রায়। কিটি বরাবরই ভালোবেসেছে ওকে।'

'তা বেশ, দেখা যাক ওদের মধ্যে কে আগে দাঁড়াবে গালিচায়; আমি কিটিকে বলে রেখেছি।'

'ওতে কিছু এসে যায় না' — উত্তর দিলেন ল্‌ভভা, 'আমরা সর্বদাই বাধ্য স্ত্রী। ওটা আমাদের ধাত।'

'আর আমি ইচ্ছে করেই ভাসিলির আগে গিয়ে দাঁড়াই আর আপনি, ডল্লি?'

ডল্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই, ওঁদের কথা শুনছিলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, না কেঁদে কিছু বলতে তিনি পারতেন না। কিটি আর লেভিনের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর; মনে মনে নিজের বিয়ের দিনটায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখছিলেন জ্বলজ্বলে-মুখ স্তেপান আর্কাদিচকে, ভুলে গেলেন নিজের বর্তমান, মনে পড়ছিল কেবল তাঁর প্রথম নিষ্কলংক ভালোবাসার কথা। তিনি স্মরণ করলেন শুধু নিজেকে নয়, নিকট ও পরিচিত সমস্ত নারীদেরই; স্মরণ করলেন তাদের একমাত্র জয়জয়ন্তীর দিনটা যখন কিটির মতোই বুকের মধ্যে ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মুকুটের তলে, অতীতকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করেছিল রহস্যময় ভবিষ্যতে। এই ধরনের যত নববধূর কথা তাঁর মনে হল, তার মধ্যে ছিলেন তাঁর

* জামাতা (ফরাসি)।

মিষ্টি আন্নাও, যাঁর সম্ভাব্য বিবাহবিচ্ছেদের বৃত্তান্ত তিনি শুনেছেন সম্প্রতি। তিনিও এমনি কমলা রঙের ফুলে আর অবগুণ্ঠনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিষ্কলুষ মূর্তিতে। আর এখন?'

'ভারি অদ্ভুত' — বললেন তিনি।

ক্রিয়াকর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি লক্ষ করছিলেন শুধু বোনেরা, বান্ধবীরা এবং আত্মীয়স্বজনেরাই নয়; বাইরের মেয়েরা, দর্শনার্থীরাও পাছে বর-কনের কোনো একটা ভঙ্গি, কোনো একটা মুখভাব দৃষ্টিচ্যুত হয় এই ভয়ে উদ্বেল হৃদয়ে দম বন্ধ করে সব লক্ষ করছিলেন এবং নির্বিকার পুরুষদের রহস্য করে বলা অথবা অবান্তর উক্তির উত্তর দিচ্ছিলেন না, প্রায়শ শুনছিলেনই না।

'অমন কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন? নাকি বিয়ে করছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'অমন সুকুমার একজন বরকে বিয়ে করতে গেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কী আছে? প্রিন্স নাকি?'

'শাদা রেশমের পোশাকে -- ও কি ওর বোন? শোনো শোনো ডিকন এবার কেমন করে হেঁকে ওঠে: 'নারী ভয় করো তোমার পতিকে।''

'চুদোভের ঐকতান দল?'

'না, সিনোদের।'

'চাপরাশিকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বলছে যে বর এখুনি ওকে নিয়ে যাবে নিজের মহালে। বলছে, সাংঘাতিক বড়োলোক। সেই জন্যেই বিয়ে দিলে।'

'না, দুটিতে মানিয়েছে বেশ।'

'আর আপনি মারিয়া ভ্লাসিয়েভনা আমায় বলছিলেন যে ক্রনোলিন আজকাল কেউ আর ওরকম পরে না। আলতা রঙের পোশাকে ওই ওকে দেখুন, শুনছি নাকি রাষ্ট্রদূতের বৌ, কী মেখলা... একবার এদিক, আবার ওদিক।'

'আহা, বেচারি কনে, বধ করার আগে যেন সাজানো মেষটি! যতই বলো, করুণা হয় আমাদের বোনেদের দেখলে।'

গির্জার দরজা দিয়ে যারা সেঁধতে পেরেছিল, এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল সে সব দর্শনার্থীদের মধ্যে।

॥ ৬ ॥

অঙ্গুরীবিনিময় অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর গির্জার একজন লোক গোলাপী রঙের এক টুকরো রেশমী বস্ত্র পেতে দিলে গির্জার মাঝখানে গ্রন্থপীঠটার সামনে, ঐকতান দল শুরু করল জটিল ও নিপুণ একটি স্তোত্র, যাতে তারা ও উদারা স্বরগ্রাম বাজছিল সংঘাতে। পুরোহিত ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা গোলাপী বস্ত্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বর-কনেকে। গালিচায় প্রথম যে পা দেবে পরিবারে তারই থাকবে প্রাধান্য, এই সুলক্ষণটা নিয়ে কতবার কত কথাই না তাঁরা শুনেছেন, কিন্তু গালিচার দিকে কয়েক পা তাঁরা যখন এগিয়ে গেলেন, তখন কিটি বা লেভিন কারুর সে কথা মনে পড়ল না। এক দলের মতে লেভিন প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, অন্য দলে দু'জনে গেছে একসঙ্গেই, এই নিয়ে তুমুল মন্তব্য ও বিতর্কও কানে গেল না তাঁদের।

পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে তারা রাজি আছে কিনা, অন্য কাউকে বাগ্‌দান করেছে কিনা, এই সব চলতি প্রশ্নের যেসব জবাব তাঁদের নিজেদের কানেই অদ্ভুত শোনাল, তারপর শুরু হল নতুন আচার। প্রার্থনার কথাগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা করে তা শুনছিল কিটি, কিন্তু মনে ধরতে পারছিল না। অনুষ্ঠান যত এগুচ্ছিল, মন তার ততই ভরে উঠছিল একটা বিজয়বোধ আর সমুজ্জ্বল আনন্দে, মনোনিবেশের ক্ষমতা থাকছিল না তার।

প্রার্থনা করা হল: 'উহাদিগে আরও দান করো শুচিতা ও গর্ভফল, উহাদিগে আহ্লাদিত করো পুত্র ও কন্যার মুখদর্শন করাইয়া।' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, ঈশ্বর আদমের পঞ্জরাস্থি থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং 'তার জন্য মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং দুই দেহ এক হইবেক' আর 'ইহা মহারহস্য'; প্রার্থনা করা হল, ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ মোজেস আর জিপ্পোরাকে যেমন দিয়েছেন, এদেরও তেমনি উর্বরতা আর আশীর্বাদ দিন, এরা যেন নিজেদের পুত্রের পুত্রদের দেখে যায়। এ সব শুনতে শুনতে কিটি ভাবছিল, 'সবই অপূর্ব, এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না' -- তার দীপ্ত মুখে জ্বলজ্বল করছিল সুখের হাসি যা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হচ্ছিল অন্যদের মধ্যেও যারা তাকাচ্ছিল তার দিকে।

পুরোহিত যখন ওদের মুকুট পরালেন আর শ্যেরবাৎস্কি তিন বোতামের দস্তানা পরা কাঁপা কাঁপা হাতে সে মুকুট কিটির মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরে রাখলেন, তখন কেউ কেউ যেন পরামর্শ দিলে, 'পুরোপুরি পরিয়ে দিন!'

'পরিয়ে দিন!' হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

কিটির দিকে চাইলেন লেভিন, তার মুখের আনন্দ ঝলকে অভিভূত বোধ করলেন তিনি; অজ্ঞাতসারে সে আনন্দটা সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যেও। কিটির মতোই তিনি উদ্‌ভাসিত আর খুশি হয়ে উঠলেন।

বাইবেল পাঠ এবং শেষ শ্লোকে ডিকনের যে কণ্ঠনির্ঘোষের জন্য বাইরের লোক অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল তা শুনতে ভালো লাগছিল তাঁদের। ভালো লাগছিল চ্যাপ্টা পাত্র থেকে জল-মেশানো উষ্ণ সুরা পান করতে। আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগল যখন পুরোহিত তাঁর আঙরাখা তুলে দু'হাতে ওঁদের নিয়ে গেলেন গ্রন্থপীঠ প্রদক্ষিণে আর জলদগম্ভীর গলায় একক গায়ক গেয়ে উঠল: 'উল্লাস করো ইসায়া'। মুকুটবাহক শ্যেরবাৎস্কি আর চিরিকভও কনের কলাপে জড়িয়ে গিয়ে কেন জানি হাসছিল, আনন্দ হচ্ছিল তাদেরও, কখনো দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল তারা আর পুরোহিত থেমে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল বর-কনের ওপর। আনন্দের যে ফুলকি জ্বলে উঠেছিল কিটির মধ্যে, মনে হল তা যেন গির্জায় উপস্থিত সকলের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর যা ইচ্ছা হচ্ছে, পুরোহিত আর ডিকনও সেইভাবে হাসতে চাইছেন বলে মনে হল লেভিনের।

ওঁদের মাথার ওপর থেকে মুকুট তুলে নিয়ে পুরোহিত পাঠ করলেন শেষ প্রার্থনা, অভিনন্দন জানালেন নবদম্পতিকে। লেভিন চাইলেন কিটির দিকে, এমনটা তাকে আগে আর কখনো দেখেন নি। তার মুখে সুখের যে নতুন প্রভা দেখা দিয়েছে, তাতে অপরূপ লাগছিল তাকে। লেভিন তাকে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিনা। পুরোহিত উদ্ধার করলেন তাঁকে। সহৃদয় মুখে হাসি নিয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'চুম্বন করুন স্ত্রীকে, আর আপনি চুম্বন করুন স্বামীকে।' ওঁদের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে নিলেন তিনি।

সন্তর্পণে স্মিত ওষ্ঠপুটে চুম্বন করলেন লেভিন, তারপর কিটিকে বাহুলগ্না করে নৈকট্যের একটা নতুন বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গির্জা থেকে। এটা যে সত্যি তা বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর, বিশ্বাস

করতে পারছিলেন না। শুধু যখন তাঁদের ভীরু ভীরু বিস্মিত দৃষ্টির বিনিময় হচ্ছিল, কেবল তখনই বিশ্বাস করছিলেন তিনি, কেননা অনুভব করছিলেন ওঁরা এখন এক।

নৈশাহারের পর নবদম্পতি সেই রাতেই চলে গেলেন গ্রামে।

॥ ৭ ॥

আন্না আর ভ্রন্‌স্কি একসঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করছেন আজ তিন মাস। তাঁরা যান ভেনিস, রোম এবং নেপ্‌ল্‌সে। এখন সদ্য এসেছেন ছোটো একটি ইতালীয় শহরে কিছুকাল এখানে কাটাবেন বলে।

পকেটে হাত গুঁজে, অবজ্ঞাভরে চোখ কুঁচকে সমীপবর্তী এক ভদ্রলোককে কী একটা কড়া জবাব দিচ্ছিল সুদর্শন চেহারার হেড ওয়েটার, পমেড মাখানো ঘন চুল তার ঘাড় থেকে পাট করা, পরনে ফ্রক-কোট, বাতিস্ত শার্টে ঢাকা চওড়া বুক, গোল পেটের ওপর একগোছা দোলক। ঢোকবার অন্য মুখ থেকে সিঁড়ির দিকে পদশব্দ যেতে শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং তাদের ওখানে সেরা ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছেন যে রুশী কাউণ্ট, তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে পকেট থেকে হাত বার করে মাথা নুইয়ে জানাল যে কুরিয়ার এসেছিল, পালাৎসো ভাড়া নেওয়া চলবে, সরকার চুক্তি সই করতে রাজি।

'আ, খুশি হলাম' — ভ্রন্স্কি বললেন, 'উনি কি ঘরে আছেন?'

ওয়েটার বললে, 'উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তবে এখন ফিরেছেন।'

চওড়া কানার নরম টুপিটা মাথা থেকে খুলে ভ্রন্‌স্কি তাঁর ঘর্মাক্ত কপাল আর চুল মুছলেন; চুল নেমে এসেছে কানের আধখানা পর্যন্ত, উল্টো দিকে তা আঁচড়ানোয় ঢাকা পড়েছে টাকটা। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সে দিকে চেয়ে চলে যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

ওয়েটার বললে, 'এ ভদ্রলোক রুশী, আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।'

পরিচিতদের হাত এড়িয়ে কোথাও যাবার নেই বলে বিরক্তি আর নিজের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য লাভের বাসনার একটা মিশ্র অনুভূতি

নিয়ে যে ভদ্রলোক খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দিকে আরো একবার চাইলেন ভ্রন্‌স্কি; আর একই সঙ্গে জ্বলজ্বল করে উঠল দুজনেরই চোখ।

'গোলেনিশ্যেভ!'

'ভ্রন্‌স্কি!'

সত্যিই ইনি গোলেনিশ্যেভ, পেজ কোরে থাকাকালে ভ্রন্‌স্কির বন্ধু। কোরে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের লোক, কোর থেকে বেরন অসামরিক পদ নিয়ে, ফৌজে কোথাও কাজ করেন নি। কোর থেকে উত্তীর্ণ হবার পর দুই বন্ধুর একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, পরে দেখা হয়েছিল কেবল একবার।

সে সাক্ষাৎটা থেকে ভ্রন্‌স্কি বুঝেছিলেন যে গোলেনিশ্যেভ কী-সব উচ্চমার্গীয় উদারনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সে কারণে ভ্রন্‌স্কির ক্রিয়াকলাপ ও পদে নাক সিঁটকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। তাই গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ভ্রন্‌স্কি লোকেদের সামনে বরাবর যা করে থাকেন তেমন একটা শীতল ও গর্বিত ভাব ধারণ করেছিলেন যা শুধু তিনিই পারেন, যাতে বোঝানো হয়: 'আমার জীবনধারা আপনার ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, ওতে আমার কিছুই এসে যায় না; কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইলে সম্মান করতে হবে আমায়।' ভ্রন্‌স্কির ভাবভঙ্গিতে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন ঘৃণাভরে উদাসীন। এ সাক্ষাৎটায় তাঁদের মনোমালিন্য বেড়ে যাবে বলেই মনে হতে পারত। এখন কিন্তু পরস্পরকে চিনতে পেরে জ্বলজ্বলে মুখে তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন আনন্দে। ভ্রন্‌স্কি কখনো ভাবতেই পারেন নি যে গোলেনিশ্যেভকে দেখে এত খুশি হবেন, তবে সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না কত একঘেয়ে লাগছিল তাঁর। গত সাক্ষাৎকার যে অপ্রীতিকর ছাপ ফেলেছিল সেটা তিনি ভুলে গেলেন, আন্তরিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন বন্ধুর দিকে। গোলেনিশ্যেভের মুখেও আগের শংকার ছায়া কেটে গিয়ে ফুটে উঠল একই রকম আনন্দ।

'কী যে খুশি হলাম তোকে দেখে!' অমায়িক হাসিতে নিজের শক্ত শাদা দাঁত উদ্‌ঘাটিত করে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'আমি অবিশ্যি ভ্রন্‌স্কি নামটা শুনেছিলাম, কিন্তু কোন ভ্রন্‌স্কি, জানতাম না। খুব আনন্দ হচ্ছে!'

'চল যাই। কী করছিস তুই?'

'এখানে আমি আছি এই দ্বিতীয় বছর। কাজ করছি।'

'আ!' দরদ দিয়েই বললেন ভ্রন্স্কি, 'চল যাই।'

এবং রুশীদের যা অভ্যাস, চাকরবাকরদের কাছ থেকে যেটা লুকিয়ে রাখতে চান সেটা রুশ ভাষায় না বলে বলতে লাগলেন ফরাসিতে।

'কারেনিনার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে? একসঙ্গে ভ্রমণ করছি আমরা, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি' — মন দিয়ে গোলেনিশ্চেভের মুখভাব লক্ষ করতে করতে তিনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

'বটে! আমি জানতামই না' (যদিও জানতেন) — নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন গোলেনিশ্চেভ, 'কতদিন হল এসেছিস?' যোগ দিলেন তিনি।

'আমি? এই চার দিন' — ফের মন দিয়ে বন্ধুর মুখভাব নজর করে ভ্রন্স্কি বললেন।

'না, ও সজ্জন লোক, ব্যাপারটাকে নিচ্ছে যেভাবে নেওয়া উচিত' — গোলেনিশ্চেভের মুখভাব এবং কথাবার্তার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার তাৎপর্য ধরতে পেরে ভ্রন্স্কি ভাবলেন মনে মনে, 'আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যা উচিত সেইভাবেই ও নিচ্ছে।'

আন্নার সঙ্গে এই তিন মাস বিদেশে কাটাবার সময় যত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ভ্রন্স্কির আলাপ হয়েছে, সর্বদাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিভাবে নিচ্ছেন এই নতুন লোকটি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে যেমন উচিত তেমন একটা উপলব্ধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এবং যাঁরা উচিতমতো বুঝছেন তাঁদের প্রশ্ন করা হত এই উপলব্ধিটা ঠিক কী, তাহলে তিনি এবং তাঁরা বড়োই মুশকিলে পড়তেন!

আসলে ভ্রন্স্কির ধারণা অনুসারে 'যেমন উচিত' সেভাবে যাঁরা বুঝছেন, তাঁরা মোটেই সেটা বুঝতেন না, চারিপাশের জীবনের সব দিক থেকে যত জটিল ও অসমাধিত প্রশ্ন ঘিরে ধরে, তাদের প্রসঙ্গে সুসভ্য লোকেরা যে মনোভাব নেন, সাধারণভাবে এঁরাও চলতেন সেইভাবে — চলতেন ভদ্রভাবে, আভাস-ইঙ্গিত ও অশোভন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ভাব করতেন যেন অবস্থাটার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁরা পুরো বোঝেন, বলতে কি স্বীকার এবং অনুমোদনই করেন, তবে মনে করেন যে এ সব বোঝাতে যাওয়া অনুচিত ও অনাবশ্যক।

ভ্রন্‌স্কি তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন যে গোলেনিশ্যেভ ওইরকম একজন লোক, সুতরাং তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দ হল দ্বিগুণ। আর সত্যিই তাই। কারেনিনার কাছে যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যা ভ্রন্‌স্কির পক্ষে মাত্র আশা করাই সম্ভব। স্পষ্টতই, উনি অনায়াসে এমন সমস্ত আলাপই এড়িয়ে গেলেন যা অস্বস্তিকর হতে পারত।

আন্নাকে তিনি আগে দেখেন নি, তাই তাঁর রূপে এবং আরো বেশি করে যেরকম সহজভাবে নিজের অবস্থাটা তিনি নিচ্ছেন, তাতে অভিভূত হলেন তিনি। ভ্রন্‌স্কি যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে আসেন, তখন রাঙা হয়ে ওঠেন আন্না, আর শিশুসুলভ এই যে লালিমাটা তাঁর খোলামেলা সুন্দর মুখখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অসাধারণ ভালো লাগল গোলেনিশ্যেভের। বিশেষ করে তাঁর এইটে ভালো লাগল যে বাইরের লোকের কাছে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, সে জন্য ভ্রন্‌স্কিকে তিনি যেন ইচ্ছে করেই ডাকছিলেন ডাকনাম ধরে, আর বললেন যে ওঁর সঙ্গে নতুন ভাড়া নেওয়া একটা বাড়িতে তাঁরা উঠে যাচ্ছেন, এখানে যাকে বলে পালাৎসো। নিজের অবস্থা সম্পর্কে এই সোজাসুজি, খোলাখুলি মনোভাব গোলেনিশ্যেভের ভালো লাগল। আন্নার দিল-খোলা হাসিখুশি প্রাণবন্ত হাবভাব দেখে এবং আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ও ভ্রন্‌স্কি দুজনকেই চিনতেন বলে গোলেনিশ্যেভের মনে হল তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন আন্নাকে। তাঁর মনে হল আন্না যেটা কখনোই বুঝতে পারেন নি সেটা তিনি বুঝতে পারছেন, যথা: স্বামীকে অসুখী করে, তাঁকে ও পুত্রকে ছেড়ে এসে, নিজের সুনাম হারিয়ে কী করে তিনি নিজেকে প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, সুখী বলে অনুভব করতে পারেন।

'গাইড-বইয়ে ওটার কথা আছে' — ভ্রন্‌স্কি যে পালাৎসোটা ভাড়া নিচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে বললেন গোলেনিশ্যেভ, 'একটা তিনতোরেত্তোও আছে সেখানে। তাঁর শেষ জীবনের কাজ।'

'শুনুন বলি-কি, চমৎকার আবহাওয়া, ওখানে যাওয়া যাক। আরেক বার বাড়িটা দেখে আসি' — ভ্রন্‌স্কি বললেন আন্নাকে।

'খুব ভালো, এক্ষুনি আমি টুপি পরে নিচ্ছি। বলছেন, গরম?' দরজার কাছে থেমে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কির দিকে চেয়ে আন্না বললেন। ফের জ্বলজ্বলে রঙ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে।

তাঁর চাউনি থেকে ভ্রন্‌স্কি টের পেলেন যে আন্না বুঝতে পারছেন না গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে ভ্রন্‌স্কি কিরকম সম্পর্ক পাতাতে চান, এবং ভ্রন্‌স্কি যা চাইছিলেন সেভাবে চলেছেন কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছেন আন্না।

আন্নার দিকে দীর্ঘ কমনীয় দৃষ্টিপাত করলেন তিনি।

বললেন, 'না, তেমন গরম নয়।'

এবং আন্নার মনে হল তিনি সব বুঝতে পেরেছেন, প্রধান ব্যাপারটা হল এই যে আন্নার ব্যবহারে তিনি খুশি। তাঁর দিকে হেসে দ্রুত চলনে আন্না বেরিয়ে গেলেন।

দুই বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দু'জনের মুখেই একটা বিব্রত ভাব। স্পষ্টতই, আন্নাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গোলেনিশ্যেভ তাঁর সম্পর্কে কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না সেটা কী, আর ভ্রন্‌স্কি সেটা জানতেও চাইছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন।

কিছু একটা আলাপ চালাবার জন্য ভ্রন্‌স্কি শুরু করলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার। তাহলে তুই এখানেই বাসা বেঁধেছিস? ওই একই কাজ নিয়ে আছিস?' ভ্রন্‌স্কি শুনেছিলেন যে গোলেনিশ্যেভ কী একটা যেন লিখছিলেন, সেটা স্মরণ হওয়ায় কথা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'হ্যাঁ, 'দুই মূলনীতি'র দ্বিতীয় অংশ লিখছি আমি' — এ জিজ্ঞাসায় পরিতোষ লাভ করায় উত্তেজিত হয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে উঠলেন, 'মানে, সঠিক বললে, এখনো লিখতে শুরু করি নি, তবে মালমসলা জোগাড় করছি। প্রথম অংশটার চেয়ে এটা হবে অনেক বিস্তারিত, প্রায় সমস্ত প্রশ্নই আলোচিত হবে তাতে। আমাদের রাশিয়ায় লোকে বুঝতে চায় না যে আমরা বাইজান্‌টিয়ামের উত্তরাধিকারী' — এই বলে একটা লম্বাচওড়া উত্তেজিত ব্যাখ্যা তিনি শুরু করলেন।

প্রথমটায় ভ্রন্‌স্কির অস্বস্তি হচ্ছিল এই জন্য যে 'দুই মূলনীতি'র প্রথম অংশের কথা তিনি জানতেন না অথচ লেখক তার উল্লেখ করছিলেন এমনভাবে যেন ওটা সকলের পড়া। কিন্তু পরে, গোলেনিশ্যেভ যখন তাঁর বক্তব্যগুলো রাখছিলেন এবং ভ্রন্‌স্কি তা অনুসরণ করতে পারছিলেন, তখন 'দুই মূলনীতি' না জেনেও তিনি তাঁর কথা শুনছিলেন বিনা আগ্রহে নয়, কেননা গোলেনিশ্যেভ কথা কইছিলেন ভালো। কিন্তু যে ক্ষিপ্ত সুরে গোলেনিশ্যেভ তাঁর বিষয়বস্তুর আলোচনা করছিলেন সেটায়

ভ্রন্‌স্কির বিস্ময় ও বিরক্তি বোধ হল। গোলেনিশ্চেভ যত বলে যাচ্ছিলেন ততই ধকধক করতে লাগল তাঁর চোখ, কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে আপত্তিতে দেখা যাচ্ছিল ততই তাড়া, মুখভাব হয়ে উঠছিল ততই শংকাবহ ও ক্ষুব্ধ। কোরে গোলেনিশ্চেভকে একটি রোগা প্রাণবন্ত সহৃদয় ও উদার ছেলে বলে ভ্রন্‌স্কির মনে আছে, সর্বদাই সে ছিল পয়লা নম্বরের ছাত্র, তাই এ উষ্মার কারণ ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারছিলেন না, বিরূপ বোধ করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এইটে তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না যে বড়ো ঘরের ছেলে হয়েও গোলেনিশ্চেভ নিজেকে এক পঙক্তিতে ফেলছেন কীসব লিখিয়েদের সঙ্গে, যারা তাঁকে চটাচ্ছে এবং তিনি ওদের ওপর রাগছেন। এর কি কোনো মানে হয়? এটা ভ্রন্‌স্কির ভালো লাগছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে গোলেনিশ্চেভ দুঃখী, তাই কষ্ট হচ্ছিল ওঁর জন্য। উনি যখন আন্নার প্রবেশ পর্যন্ত লক্ষ না করে অধৈর্য ও উত্তেজিত হয়ে নিজের ভাবনাগুলো বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চঞ্চল এবং যথেষ্ট সুন্দর মুখখানায় সে দুঃখটা দেখা যাচ্ছিল যা পড়ে প্রায় উন্মত্ততার পর্যায়ে।

আন্না যখন টুপি আর কেপ পরে সুন্দর হাতে দ্রুত ছাতা নাড়াচাড়া করতে করতে ভ্রন্‌স্কির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর ওপরে স্থিরনিবদ্ধ গোলেনিশ্চেভের কাতর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে ভ্রন্‌স্কি বাঁচলেন, প্রাণপ্রচুর্য ও আনন্দে ভরপুর তাঁর অপরূপ বান্ধবীর দিকে চাইলেন নতুন একটা প্রেমাকুল দৃষ্টিতে। সহজে সচেতন হয়ে উঠতে পারছিলেন না গোলেনিশ্চেভ, প্রথম দিকে তিনি হয়ে রইলেন বিষণ্ণ, মনমরা। কিন্তু সবার প্রতি সুপ্রসন্ন আন্না (সে সময় তিনি যা ছিলেন) নিজের সহজ ও হাসিখুশি ভাবভঙ্গিতে অচিরেই চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে। কথোপকথনের নানা প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্রকলার কথায়। এ বিষয়ে খুবই ভালো বলছিলেন তিনি, আন্নাও শুনছিলেন মন দিয়ে। পায়ে হেঁটে গিয়ে ভাড়া করা বাড়িটা তাঁরা দেখলেন।

ওঁরা যখন ফিরে এলেন, গোলেনিশ্চেভকে আন্না বললেন, 'একটা জিনিসে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ভালো একটা স্টুডিও হবে আলেক্‌সেইয়ের। অবশ্য-অবশ্যই তুমি এই ঘরখানা নেবে' — ভ্রন্‌স্কিকে তিনি বললেন রুশীতে আর 'তুমি' বললেন কেননা আন্না বুঝেছিলেন যে

তাঁদের নিঃসঙ্গতায় গোলেনিশ্যেভ হয়ে দাঁড়াবেন ঘনিষ্ঠ লোক, তাঁর কাছ থেকে কিছু লুকোবার প্রয়োজন নেই।

'তুই ছবি আঁকিস নাকি?' দ্রুত দ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

লাল হয়ে উঠে দ্রন্‌স্কি বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক আগে চর্চা করতাম, এখন অল্পস্বল্প শুরু করেছি।'

'খুবই গুণ আছে ওর' -- আন্না বললেন পুলকিত হাসিমুখে, 'আমি অবিশ্যি বিচারক নই। তবে সমঝদাররাও বলেছেন ঐ একই কথা।'

॥ ৮ ॥

নিজের মুক্তি ও দ্রুত স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়টায় আন্না নিজেকে অমার্জনীয় রকমের সুখী ও জীবনানন্দে ভরপুর বলে অনুভব করছিলেন। স্বামীর দুঃখের কথা স্মরণ করে সুখ তাঁর মাটি হচ্ছিল না। সে স্মৃতিটা একদিক থেকে এতই ভয়ংকর যে তার কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে স্বামীর দুঃখ তাঁকে এত বেশি সুখ দিয়েছে যে আসেই না অনুতাপের কোনো কথা। তাঁর পীড়ার পর যা যা ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে মিটমাট, বিচ্ছেদ, দ্রন্‌স্কির জখম হবার খবর, তাঁর আবির্ভাব, বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন, স্বামীগৃহ ত্যাগ, পুত্রের কাছ থেকে বিদায় -- এ সব স্মৃতি তাঁর কাছে মনে হত বিকারগ্রস্ত একটা স্বপ্ন যা থেকে তিনি জেগে উঠেছেন কেবল বিদেশে, দ্রন্‌স্কির সঙ্গে। স্বামীর যে অনিষ্ট তিনি করেছেন, তার স্মৃতিটায় বিতৃষ্ণার মতো একটা অনুভূতি হত তাঁর, আরেকটা লোক আঁকড়ে ধরায় যে লোকটা ডুবতে বসেছে সে যখন লোকটার হাত ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে, তখন তার যা অনুভূতি হত, এটা অনেকটা তাই। ও লোকটা ডুবল। বলাই বাহুল্য, কাজটা খারাপ কিন্তু নিজে বাঁচার ওইটেই ছিল একমাত্র উপায়, ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা বরং না ভাবাই ভালো।

শান্ত হবার মতো একটা মাত্র যুক্তি তিনি পেয়েছিলেন, তখন বিচ্ছেদের প্রথম মুহূর্তে এবং এখন, যা ঘটেছে তা সব যখন মনে পড়ত তাঁর, তখন তিনি স্মরণ করতেন সেই একমাত্র যুক্তিটা। ভাবতেন, 'ওই মানুষটাকে অসুখী করা ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমি সে

দুঃখটা থেকে নিজে লাভবান হতে চাই না; আমিও তো কষ্ট ভুগছি এবং ভুগে যাব, যা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান তা আমি হারিয়েছি — হারিয়েছি সুনাম আর ছেলেকে। আমি খারাপ কাজ করেছি, তাই সুখ আমি চাই না, বিচ্ছেদ চাই না আমি, কলংক আর ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে কষ্ট সয়ে যাব।' কিন্তু কষ্ট সইবার যত আন্তরিক ইচ্ছাই আন্নার থাক, কষ্ট তাঁর হচ্ছিল না। লজ্জার ব্যাপারও কিছু হয় নি। তাঁদের দুজনের মধ্যেই যে কান্ডজ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে তাতে বিদেশে রুশী মহিলাদের তাঁরা এড়িয়ে যেতেন, বিছছিরি অবস্থায় তাঁরা পড়তে দেন নি নিজেদের, এবং সর্বত্র এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন যাঁরা ভান করতেন যে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তাঁরা পুরোপুরি বোঝেন, এমনকি তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তার চেয়েও ভালো। যে ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদটাতেও প্রথম দিকে কষ্ট হত না তাঁর। মেয়েটি, ওঁর সন্তান এত মিষ্টি আর আন্নার এত ন্যাওটা যে কেবল এই মেয়েটিই যেদিন থেকে তাঁর আছে, ছেলের কথা আন্নার মনে পড়ত কদাচিৎ।

আরোগ্য লাভের ফলে জীবনের বর্ধিত চাহিদা ছিল এত প্রবল এবং পরিস্থিতি ছিল এত নতুন আর ভালো যে আন্না অনুভব করতেন তিনি অমার্জনীয় রকমের সুখী। ভ্রন্স্কিকে তিনি যত বেশি করে জানছিলেন, ততই বেশি ভালোবাসছিলেন তাঁকে। ভালোবাসছিলেন তাঁর নিজের জন্যও এবং আন্নার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যও। তাঁর ওপর আন্নার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল তাঁর কাছে নিয়ত একটা আনন্দ। ভ্রন্স্কির সান্নিধ্য সর্বদাই ছিল মনোরম। ভ্রন্স্কির স্বভাবের যতগুলো দিক তিনি ক্রমেই বেশি করে জানছিলেন ততই তা হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে অনির্বচনীয় মধুর। বেসামরিক পোশাকে তাঁর বাইরের যে চেহারা বদলে গিয়েছিল, সেটা আন্নার কাছে তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যা হয়ে থাকে তরুণী প্রেমিকার ক্ষেত্রে। ভ্রন্স্কি যা-কিছু বলতেন, ভাবতেন, করতেন — সবেতেই আন্না দেখতে পেতেন উন্নত, মহনীয় কিছু একটা। ভ্রন্স্কিকে নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসে নিজেই তিনি ভয় পেয়ে যেতেন প্রায়ই: আন্না খুঁজেছেন কিন্তু অসুন্দর কিছু পান নি তাঁর মধ্যে। ওঁর কাছে নিজের নগণ্যতা প্রকাশ করার সাহস হত না তাঁর। তাঁর মনে হয়েছিল ভ্রন্স্কি এটা জেনে ফেললে শিগগিরই আর ভালোবাসবেন না তাঁকে; আর এখন তাঁর

ভালোবাসা হারাবার ভয়টা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো, যদিও তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে আর সেটাকে তিনি কতটা কদর করছেন তা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে ভ্রন্‌স্কির একটা যোগ্যতা ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট একটা ভূমিকা তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু আন্নার জন্য নিজের উচ্চাশা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য সামান্যতম খেদ করেন নি কখনো। আগের চেয়েও ভ্রন্‌স্কি এখন আন্নার প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত, আর আন্না যাতে তাঁর অবস্থার অস্বস্তিকরতা কখনো না অনুভব করেন, অনুক্ষণ এই উদ্বেগ বোধ করতেন ভ্রন্‌স্কি। অমন পুরুষালী একটা মানুষ, অথচ আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কদাচ তাঁর বিরুদ্ধতা তো করেনই নি, বরং নিজের ইচ্ছাশক্তিই তাঁর থাকত না, মনে হত যেন তাঁর মনোবাসনা অনুমান করতেই তিনি ব্যাপৃত। আন্না এটার কদর না করে পারেন নি যদিও তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোযোগের এই তীব্রতাটাই, যত্নের যে পরিবেশে তিনি তাঁকে ঘিরে রাখছেন সেটাই মাঝে মাঝে পীড়া দিত তাঁকে।

অন্য দিকে, দীর্ঘ দিন ধরে যা কামনা করে এসেছেন তা পুরোপুরি সফল হলেও ভ্রন্‌স্কি সুখী হন নি পুরোপুরি। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে সুখের যে পর্বত তিনি আশা করেছিলেন তার একটি মাত্র কণিকা তাঁকে দিয়েছে তাঁর কামনার চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা তাঁর কাছে দেখিয়ে দিল তেমন একটা বরাবরের ভুল যা লোকে করে বসে কামনার সিদ্ধিটাকেই সুখ বলে ভেবে। আন্নার সঙ্গে এক হবার পর যখন তিনি বেসামরিক পোশাক গায়ে চাপান, তখন প্রথম প্রথম সাধারণভাবে স্বাধীনতার যে মাধুর্য আগে তিনি জানতেন না, সেটা ও ভালোবাসার স্বাধীনতা অনুভব করে তুষ্ট ছিলেন, তবে বেশি দিন নয়। শিগগিরই তিনি টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বাসনা, মন-পোড়ানি। নিজের ইচ্ছা নির্বিশেষেই তিনি প্রতিটি ক্ষণিক খেয়ালকে আঁকড়ে ধরতেন, ভাবতেন সেটাই তাঁর কামনা ও লক্ষ্য। দিনের ষোলোটা ঘণ্টা কিছু না কিছু নিয়ে থাকতে হত, কেননা পিটার্সবুর্গে সমাজ-জীবনের যা পরিস্থিতি ছিল তাতে অনেকটা সময়ই কেটে যেত, সে মহলের বাইরে বিদেশে তাঁরা ছিলেন অবাধ স্বাধীনতায়। আগেকার বিদেশ ভ্রমণগুলোয় অবিবাহিত জীবনের যেসব তৃপ্তি নিয়ে ভ্রন্‌স্কি মেতে

থাকতেন, তার কথা এখন ভাবাই চলে না, কেননা এই ধরনের একটা ঘটনা, পরিচিতদের সঙ্গে বেশি রাত করে নৈশাহার আন্নাকে অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত রকমে বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের অনির্দিষ্টতায় স্থানীয় ও রুশী সমাজের সঙ্গে মেশাও চলে না। দর্শনীয় স্থান এমনিতেই যে সব দেখা হয়ে গেছে, সে কথা না বললেও ওটা একজন ইংরেজের কাছে যে দুর্বোধ্য তাৎপর্য ধরে, তাঁর কাছে, একজন রুশী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে সে তাৎপর্য ধরে না।

ক্ষুধার্ত পশু যেমন সামনে যা-কিছু পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য পাবার আশায়, ভ্রন্স্কিও তেমনি একেবারে অজ্ঞাতসারে মেতে উঠছিলেন কখনো রাজনীতি, কখনো নতুন একটা বই, কখনো ছবি নিয়ে।

তারুণ্যে যেহেতু তাঁর ছবি আঁকায় হাত ছিল আর টাকাগুলো নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে যেহেতু এন্‌গ্রেভিং সংগ্রহে লেগেছিলেন, তাই এখন চিত্রকলাতেই এসে থামলেন, চর্চা করতে লাগলেন তার, এবং তাঁর যে অনিয়োজিত বাসনা পরিতৃপ্তি চাইছিল, সেটা নিয়োগ করলেন তাতে।

একটা শিল্পবোধ তাঁর ছিল, সঠিকভাবে এবং সুরুচির সঙ্গে ছবি নকল করতে পারতেন, তাই তিনি ভাবলেন যে শিল্পী হবার জন্য যা দরকার সেটা তাঁর আছে, এবং ধর্মীয়, ঐতিহাসিক অথবা বাস্তববাদী -- কোন ধরনের চিত্রকলা তিনি অবলম্বন করবেন এই নিয়ে কিছুটা দোলায়মানতার পর ছবি আঁকতে লাগলেন। সব ধরনের চিত্রকলাই তিনি বুঝতেন, তার যে কোনোটাতেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন; কিন্তু এইটে তিনি ভাবতে পারতেন না যে কোন কোন ধারার চিত্রকলা আছে তা আদৌ না জেনে, যা আঁকছেন সেটা সুপরিচিত কোনো ধারার মধ্যে পড়বে কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে প্রাণের মাঝে যা আছে তাতেই অনুপ্রাণিত হওয়া যায় সরাসরি। যেহেতু এটা তিনি জানতেন না এবং সরাসরি জীবন থেকে নয়, শিল্পে ইতিমধ্যেই রূপ পেয়েছে যে জীবন তার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, তাই তিনি অনুপ্রাণিত হতেন অতি দ্রুত এবং অনায়াসে, আর তেমনি দ্রুত এবং অনায়াসে তিনি এই ফললাভ করলেন যে তিনি যেটা এঁকেছেন সেটা যে ধারার ছবি তিনি অনুকরণ করতে চাইছিলেন, হয়েছে প্রায় তার মতোই।

অন্যান্য ধারার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল ফরাসি ধারা, যা লাবণ্যময় ও চমকপ্রদ, আর সেই ধারায় তিনি আন্নার প্রতিকৃতি আঁকলেন ইতালীয় পোশাকে। ছবিটা তাঁর কাছে, আর যারা সেটা দেখেছিল তাদের কাছে মনে হয়েছিল অতি সার্থক।

॥ ৯ ॥

পুরনো অবহেলিত পালাৎসোটার উঁচু সিলিং ঢালাই করা, দেয়ালে ফ্রেস্কো, মোজেয়িক করা মেঝে, লম্বা লম্বা জানলায় হলদে রঙের ভারী ভারী পর্দা, কুলুঙ্গিতে আর ফায়ার-প্লেসের ওপর ফুলদানি, ক্ষোদাই কাঠের দরজা, ছবি টাঙানো বিষণ্ণ হলঘর — ওঁরা এখানে উঠে আসার পর এই পালাৎসো তার বাহ্যিক চেহারাতেই ভ্রন্‌স্কির মনে মনোরম এই একটা বিভ্রম জাগাল যে তিনি রুশী জমিদার ও অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার বড়ো একটা নন, বরং শিল্পের সুধী অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক, নিজেও একটু আধটু এঁকে থাকেন, প্রিয়তমা নারীর জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সমাজ, যোগাযোগ, উচ্চাভিলাষ।

পালাৎসোতে এসে ভ্রন্‌স্কি যে ভূমিকাটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা খুবই উৎরে গিয়েছিল, গোলেনিশ্চেভ মারফত চিত্তাকর্ষক কয়েকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম দিকটা বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। জনৈক ইতালীয় প্রফেসারের পরিচালনায় তিনি প্রকৃতির স্থিরচিত্র আঁকতেন এবং চর্চা করতেন মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা নিয়ে। মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা ভ্রন্‌স্কিকে ইদানীং এতই মুগ্ধ করেছিল যে মধ্যযুগের কায়দায় টুপি পরতে আর কাঁধের ওপর কম্বল চাপাতে শুরু করেছেন, সেটা তাঁকে খুবই মানাত।

গোলেনিশ্চেভ একদিন সকালে তাঁর কাছে এলে ভ্রন্‌স্কি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা দিন কাটিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই জানি না। মিখাইলোভের ছবি দেখেছিস তুই?' সদ্য আসা রুশী পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে এই শহরেই যে রুশী শিল্পী বাস করেন, যাঁর ছবি নিয়ে অনেকদিন জনশ্রুতি ছড়াচ্ছিল, আগে থেকেই কিনে নেওয়া সে ছবিটা তিনি শেষ করেছেন — তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটা দেখালেন। অসাধারণ এক শিল্পীকে

উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয় নি বলে প্রবন্ধে ভর্ৎসনা করা হয়েছে সরকার ও শিল্প অকাদমিকে।

'দেখেছি' — গোলেনিশ্চেভ বললেন, 'বলা বাহুল্য তাঁর গুণ নেই এমন নয়, তবে একেবারে বাজে একটা ধারা অনুসরণ করছেন। খ্রিস্ট ও ধর্মীয় চিত্রকলা সম্পর্কে সেই একই ইভানোভ-স্ট্রাউস্-রেনান্ মার্কা দৃষ্টিভঙ্গি।'

'কী দেখানো হয়েছে ছবিতে?' জিগ্যেস করলেন আন্না।

'পিলাতের সামনে খ্রিস্ট। নব্য ধারার সমস্ত বাস্তবতা দিয়ে খ্রিস্টকে আঁকা হয়েছে ইহুদি করে।'

আর ছবির বিষয়বস্তুটা গোলেনিশ্চেভের অন্যতম একটা প্রিয় প্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি বলতে শুরু করলেন:

'এমন উৎকট ভুল ওঁরা কেমন করে করতে পারেন আমি ভেবে পাই না। মহান প্রাচীনদের শিল্পে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ আছে খ্রিস্টের। ওঁরা যদি ঈশ্বর নয়, বিপ্লবী কি প্রাজ্ঞকে আঁকতে চান, তাহলে ইতিহাস থেকে নিন-না সক্রেটিস কি ফ্র্যাঙ্কলিন, কিংবা শারলত্ কর্দেকে, কিন্তু খ্রিস্টকে নয়। ওঁরা এমন ব্যক্তিকে নিচ্ছেন যাকে শিল্পের জন্যে নেওয়া চলে না আর তারপর...'

'আচ্ছা, সত্য নাকি, এই মিখাইলোভ খুব দুরবস্থায় আছেন?' ভ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন এই ভেবে যে ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক রুশী পৃষ্ঠপোষক হিশেবে তাঁর উচিত শিল্পীকে সাহায্য করা।

'তেমন বড়ো একটা মনে হয় না। উনি প্রতিকৃতি আঁকেন চমৎকার। ওঁর আঁকা ভাসিল্‌চিকভার প্রতিকৃতিটা দেখেছিস? তবে মনে হয় উনি যেন আর পোর্ট্রেট আঁকতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে অভাবেই পড়েছেন হয়ত। আমি বলছিলাম যে...'

'আন্না আর্কাদিয়েভনার একটা পোর্ট্রেট আঁকতে ওঁকে বলা যায় না কি?' ভ্রন্স্কি বললেন।

আন্না বললেন, 'আমার আবার কেন? তোমার ছবিটার পর আমি আর কারো পোর্ট্রেট চাই না। বরং আনিকে আঁকুন' (নিজের মেয়েটিকে তিনি এই নামে ডাকতেন) 'ওই তো সে' — যোগ দিলেন আন্না। সুন্দরী ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী বাগানে নিয়ে এসেছিল মেয়েটিকে। জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়েই আন্না তক্ষুনি অলক্ষ্যে চাইলেন ভ্রন্স্কির দিকে।

সুন্দরী স্তন্যদাত্রীর মুখ ছবিতে এ'কেছিলেন ভ্রন্স্কি। আন্নার জীবনে ওই মেয়েটিই তাঁর একমাত্র গোপন দুঃখ। ভ্রন্স্কি তার ছবি আঁকতে গিয়ে তার সৌন্দর্য আর মধ্যযুগীয়তায় মুগ্ধ হতেন, আর আন্না যে স্তন্যদাত্রীটিকে ঈর্ষা করতে ভয় পাচ্ছেন সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস হত না এবং সেই কারণেই তাকে আর তার ছোটো ছেলেটির ওপর বিশেষ করে আদর ও স্নেহ বর্ষণ করতেন।

ভ্রন্স্কিও জানলায় আর আন্নার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর তক্ষুনি গোলেনিশ্চেভের দিকে ফিরে বললেন:

'কিন্তু তুই এই মিখাইলোভকে চিনিস?'

'দেখা হয়েছিল। পাগলাটে আর একেবারে অশিক্ষিত। মানে ওই যেসব বুনো নয়া লোকদের আজকাল হামেশাই দেখা যায় তাদেরই একজন; মানে ওই যেসব স্বাধীনচিন্তকরা d'emblée* নাস্তিকতা নেতি আর বস্তুবাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে।' আন্না আর ভ্রন্স্কি দু'জনেই যে কথা বলতে চাইছেন সেটা লক্ষ না করে অথবা লক্ষ করতে না চেয়ে গোলেনিশ্চেভ বলে গেলেন, 'আগে স্বাধীনচিন্তকরা হতেন এমন ব্যক্তি যাঁরা ধর্ম, আইন, নৈতিকতার শিক্ষায় বেড়ে উঠতেন, তারপর নিজে সংগ্রাম আর কষ্ট করে পেশছতেন স্বাধীন চিন্তায়। কিন্তু এখন একধরনের আঁকাড়া স্বাধীনচিন্তকের আবির্ভাব ঘটছে যারা বেড়ে উঠছে এমনকি এ কথাটা পর্যন্ত না জেনেই যে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম বলে কিছু একটা ছিল, আছে প্রামাণ্য ব্যক্তি, এরা সবকিছু উড়িয়ে দেবার মনোবৃত্তিতে লালিত অর্থাৎ বুনো। উনিও তেমনি। যতদূর ধারণা উনি মস্কোর এক আর্দালির ছেলে, কোনো শিক্ষা পান নি। শিল্প অকাদমিতে ঢুকে যখন নাম করেন, নেহাৎ নির্বোধ নন বলে শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে যা মনে হয়েছিল শিক্ষার উৎস, অর্থাৎ পত্রপত্রিকা, তাকেই অবলম্বন করেন। আগের কালে লোকে, ধরা যাক, একজন ফরাসি শিক্ষালাভ করতে চাইলে কী করত, সমস্ত চিরায়ত লেখকদের রচনা অধ্যয়ন করত: অধ্যাত্মবাদী, ট্রাজেডি-কার, ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের লেখা, মানে মনীষার সবকিছু যা তার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে লোকে সোজাসুজি গিয়ে পড়ে নেতিবাচক সাহিত্যে, দ্রুত আয়ত্ত করে নেতি

* নিমেষে (ফরাসি)।

বিদ্যার সমগ্র সারার্থ — ব্যস, হয়ে গেল! শুধু তাই নয়, বিশ বছর আগে সে এ সাহিত্যে পেতে পারত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে, চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষণ, এ সংগ্রাম থেকে সে বুঝতে পারত যে অন্য কিছু একটাও ছিল; কিন্তু এখন সে সোজা গিয়ে পড়ে এমন একটা ভাবনায় যা পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লড়তে গা পর্যন্ত করে না, স্রেফ বলে দেয়: কিছুই নেই, আছে বিবর্তন, স্বাভাবিক নির্বাচন, অস্তিত্বের সংগ্রাম — ব্যস, হয়ে গেল। আমার প্রবন্ধে আমি...'

'শুনুন এক কাজ করা যাক' — অনেকখন ধরে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে চুপিসারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার পর এইটে জেনেই যে শিল্পীটির শিক্ষাদীক্ষায় ভ্রন্‌স্কির কোনো আগ্রহ নেই, তিনি চাইছেন শুধু তাঁকে সাহায্য করতে আর পোর্ট্রেটের ফরমাশ দিতে, আন্না বললেন। 'শুনুন'— কথায় পেয়ে বসা গোলেনিশ্চেভকে দৃঢ়ভাবে থামিয়ে দিলেন তিনি, 'চলুন যাই ওঁর কাছে!'

সচেতন হয়ে উঠে গোলেনিশ্চেভ রাজি হলেন সাগ্রহেই। তবে শিল্পী দূরের পাড়ায় থাকতেন বলে ঠিক হল একটা গাড়ি নিতে হবে।

এক ঘণ্টা বাদে গোলেনিশ্চেভের পাশে বসা আন্না আর সামনের সীটে বসা ভ্রন্‌স্কিকে নিয়ে গাড়ি এসে থামল দূরের পাড়ায় সুন্দর একটি নতুন বাড়ির সামনে। জমাদারের বৌ তাঁদের কাছে আসতে জানা গেল মিখাইলোভ তাঁর স্টুডিওতে লোকেদের আসতে দেন, কিন্তু এখন তিনি দু'পা দূরে তাঁর বাসায়। তাই নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মেয়েটিকে তাঁর কাছে পাঠানো হল এই অনুরোধ জানিয়ে যে তাঁর ছবি দেখতে তিনি যেন অনুমতি দেন।

॥ ১০ ॥

কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি আর গোলেনিশ্চেভের কার্ড যখন নিয়ে আসা হয় বরাবরের মতো শিল্পী মিখাইলোভ তখন কাজে বসেছিলেন। বড়ো একটা ছবি নিয়ে সকালে তিনি কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে। বাড়ি এসে তিনি স্ত্রীর ওপর চটে ওঠেন কারণ বাড়িউলী টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু স্ত্রী তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি।

'বিশ বার তোমায় বলেছি যে কৈফিয়ৎ দিতে যাবে না কখনো। এমনিতেই তুমি হাঁদা, আর ইতালিয়ান ভাষায় বোঝাতে শুরু করলে হাঁদা হয়ে পড়ো তিনগুণ' — দীর্ঘ কলহের পর স্ত্রীকে বলেছিলেন মিখাইলোভ।

'ভাড়া ফেলে রেখো না তাহলে, দোষ তো আমার নয়। আমার টাকা থাকলে...'

'দোহাই বাবু, শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মিখাইলোভ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন এবং কানে আঙুল দিয়ে পার্টিশনের ওপাশে তাঁর কাজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মনে মনে বলেন, 'নির্বোধ!' তারপর টেবিলের সামনে বসে ফাইল খুলে শুরু করা কাজটার পেছনে লাগেন রোখের মাথায়।

অবস্থা যখন খারাপ এবং বিশেষ করে যখন ঝগড়া হয় স্ত্রীর সঙ্গে, তখন ছাড়া এত রোখ আর সার্থকতায় তিনি কাজ করেন নি কখনো। কাজ চালাতে চালাতে তিনি ভাবলেন, 'আহ্! কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম!' রোষকশায়িত একটি মানুষের মূর্তি আঁকছিলেন তিনি। আঁকাটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে তিনি পারছিলেন না। 'না, ওটা ছিল বরং ভালো... কোথায় সেটা?' চোখ-মুখ কুঁচকে তিনি গেলেন স্ত্রীর কাছে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড়ো মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন যে কাগজটা তিনি তাদের দিয়েছিলেন, সেটা কোথায়। স্কেচ আঁকা পরিত্যক্ত কাগজটা পাওয়া গেল, কিন্তু ময়লা, তাতে স্টিয়ারিনের দাগ লেগে আছে। তাহলেও নিলেন ছবিটা, নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর সেটা রেখে খানিক পিছিয়ে এসে চোখ কুঁচকে দেখতে থাকলেন। হঠাৎ হেসে উঠে হাত দোলালেন তিনি।

'বটে, বটে!' এই বলে তক্ষুনি দ্রুত আঁকতে লেগে গেলেন পেনসিল নিয়ে। স্টিয়ারিনের দাগটায় মানুষটার একটা নতুন ভঙ্গি ফুটেছিল।

এই নতুন ভঙ্গিটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল প্রকাণ্ড থুতনি-ওয়ালা দোকানদারের সতেজ মুখখানার কথা, যার কাছ থেকে তিনি চুরুট কিনেছিলেন। সেই মুখ, সেই থুতনি তিনি আঁকলেন মনুষ্যমূর্তিটায়। আনন্দে হাসলেন তিনি। নিষ্প্রাণ কল্পনা থেকে মূর্তিটা হঠাৎ হয়ে উঠল জীবন্ত এবং এমন যে তা আর বদলানো যায় না। সে মূর্তি সজীব, সুস্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহে সুনির্দিষ্ট। এ মূর্তির দাবির

সঙ্গে মিল রেখে তাতে কিছু অদলবদল করা চলে, পাদুটো রাখা যায় এবং উচিত অন্যভাবে, একেবারে বদলে দিতে হবে বাঁ হাতের অবস্থান, চুল পেছনে ঠেলে দিতে হবে। কিন্তু এই সংশোধনগুলো করতে গিয়ে তিনি বদলাচ্ছিলেন না মূর্তিটাকে, শুধু মূর্তিটা যাতে ঢাকা পড়ছিল সেগুলো ফেলে দিচ্ছিলেন। যেন মূর্তিটার পুরোটা যাতে দেখা যাচ্ছিল না, সে আবরণ খুলে ফেলছিলেন তিনি; স্টিয়ারিনের দাগ পড়ায় হঠাৎ যে বলিষ্ঠতায় মূর্তিটা দেখা দিয়েছিল প্রতিটি নতুন আঁচড়ে তা পুরো ফুটে উঠছিল। যখন তিনি ছবিটা সযত্নে শেষ করছেন, কার্ডদুটো আনা হল তাঁর কাছে।

'এক্ষুনি, এক্ষুনি আসছি!'

স্ত্রীর কাছে গেলেন তিনি।

'নাও হয়েছে, রাগ ক'রো না সাশা' — তিনি বললেন ভীরু ভীরু গলায়, নরম হেসে, 'তোমারও দোষ। আমারও দোষ। আমি সব ঠিকঠাক করে নেব' — এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মখমলের কলার দেওয়া জলপাই রঙের ওভারকোট আর টুপিটা পরে তিনি গেলেন স্টুডিওতে। উৎরে যাওয়া মূর্তিটার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হোমরা-চোমরা এই রুশীরা যে গাড়ি করে তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন, তাতে তিনি আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করছিলেন।

নিজের যে ছবিটা এখন তাঁর ইজেলে, সেটা সম্পর্কে তাঁর মনের গভীরে ছিল একটা ধারণাই — এমন ছবি কেউ কখনো আঁকে নি। এ কথা তিনি ভাবতেন না যে ছবিটা রাফায়েলের সমস্ত ছবির চেয়ে সেরা, কিন্তু তিনি জানতেন যে ছবিটায় তিনি যা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছেন, তা কেউ দেখায় নি কখনো। এটা তাঁর সুনিশ্চিত জানা ছিল এবং জানা আছে অনেকদিন ধরেই, ছবিটা আঁকতে শুরু করার সময় থেকে; তাহলেও লোকের মতামত, সেগুলো যাই হোক, তাঁর কাছে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমূল আলোড়িত করে তুলত তাঁকে। সবকিছু মন্তব্য, এমনকি যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর, যাতে বোঝা যেত যে ছবিটায় তিনি যা দেখেছেন, বিচারক দেখছে তার মাত্র সামান্য একটু অংশই, তাও আমূল আলোড়িত করত তাঁকে। তাঁর নিজের যে বোধ ছিল, তার চেয়ে সর্বদাই বেশি প্রগাঢ় একটা বোধ তাঁর বিচারকদের আছে বলে তিনি ধরে নিতেন এবং সর্বদা তাদের কাছ থেকে এমন একটা কিছু

আশা করতেন যা তিনি নিজে দেখতে পান নি তাঁর চিত্রে। আর দর্শকদের মন্তব্যে সেটা তিনি পেলেন বলে তাঁর মনে হত প্রায়ই।

দ্রুত পায়ে তিনি গেলেন তাঁর স্টুডিওর দরজার কাছে এবং নিজের উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি অভিভূত হলেন মৃদু আভাটায় আন্নার মূর্তিতে। আন্না দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশমুখের ছায়ায় এবং গোলেনিশ্চেভ উত্তপ্ত কণ্ঠে তাঁকে যা বোঝাচ্ছিলেন তা শুনছিলেন, তবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে আগতপ্রায় শিল্পীকে দেখতে তিনি উৎসুক। শিল্পী খেয়াল করেন নি যে আন্না যে ছাপটা ফেলেছিলেন সেটা তিনি লুফে নিয়েছেন আর গলাধঃকরণ করেছেন যেমন করেছিলেন চুরুট বিক্রেতার থুতনির বেলায়, কোথায় যেন তা লুকিয়ে ফেলেছেন, সেখান থেকে তা বার করে নেবেন দরকার পড়লে। গোলেনিশ্চেভের কথায় দর্শকদের মোহ আগেই কেটে গিয়েছিল, এখন আরও বেশি কাটল শিল্পীর চেহারা দেখে। বাদামী টুপি, জলপাই-রঙা ওভারকোট আর আঁটো প্যাণ্টালুন পরা (যেখানে অনেক দিন থেকেই ঢিলা ট্রাউজারের চল হয়েছে), মাঝারি লম্বা, গাঁট্টা-গোঁট্টা মিখাইলোভ তাঁর ছটফটে চলনে, বিশেষ করে তাঁর চওড়া মুখের মামুলিয়ানায়, ভীরুতার একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা জাহির করার বাসনায় যে ছাপটা ফেললেন সেটা উপাদেয় নয়।

'আসুন দয়া করে' — একটা নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন তিনি, প্রবেশমুখে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুললেন।

॥ ১১ ॥

স্টুডিওয় ঢুকে শিল্পী মিখাইলোভ আরও একবার অতিথিদের দিকে চাইলেন এবং ভ্রন্‌স্কির মুখভাব, বিশেষ করে তাঁর গণ্ডাস্থির ছবিটা ধরে রাখলেন কল্পনায়। তাঁর শিল্পীসুলভ অনুভব মালমশলা সংগ্রহ করে অবিরাম কাজ করে যেতে থাকলেও এবং তাঁর কাজের ওপর মতামত দেবার মুহূর্তটা কাছিয়ে আসার দরুন ক্রমাগত বেশি করে অস্থিরতা বোধ করলেও অলক্ষ্য সব লক্ষণ থেকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্রুত ও সূক্ষ্ম একটা ধারণা করে নিলেন। ওটি (গোলেনিশ্চেভ) হলেন স্থানীয় রুশী। ওঁর উপাধি কী, কোথায় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, কী কথাবার্তা তাঁরা কয়েছিলেন

মিখাইলোভের মনে ছিল না। শুধু তাঁর মুখটা মনে ছিল, কাউকে কখনো দেখলে তার মুখ যেমন মনে থেকে যায় তাঁর। এও তাঁর মনে ছিল, মিথ্যে গুরুত্বধারী কিন্তু অভিব্যক্তিতে দীন যে মুখগুলোকে তিনি তাঁর বিশাল প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখতেন, এটা তাদেরই একটা। বড়ো বড়ো চুল আর অতি উন্মুক্ত কপালে বাহ্যিক একটা গুরুত্ব এসেছে মুখে, যেখানে ছেলেমানুষের মতো ছোট্ট একটা অস্থিরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংকীর্ণ নাসাদণ্ডে। মিখাইলোভের অনুমান অনুসারে ভ্রন্স্কি আর কারেনিনা বড়ো ঘরের ধনী রুশী হওয়ার কথা, সমস্ত ধনী রুশীর মতো যারা শিল্পের কিছুই বোঝেন না, কিন্তু ভাব করেন যেন শিল্পানুরাগী ও সমঝদার। মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই প্রাচীন দ্রষ্টব্যগুলো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন ঘুরে ফিরছেন নতুনদের স্টুডিওতে — বুজরুক জার্মান আর নির্বোধ প্রাক্-রাফায়েলী ইংরেজটার স্টুডিও ঘুরে আমার কাছে এসেছে কেবল পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্যে।' পল্লবগ্রাহীদের (যতই তারা মেধাবী হয় ততই খারাপ) হালচাল তাঁর বেশ ভালোই জানা আছে, এরা আধুনিক শিল্পীদের স্টুডিও দেখতে যায় কেবল এই কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য যে শিল্পের অধঃপতন ঘটেছে, নতুনদের যত বেশি দেখা যায় ততই বোঝা যায় কী অননুকরণীয় রয়ে গেছেন অতীতের মহান শিল্পাচার্যরা। এই রকমটাই তিনি আশা করছিলেন, এ সবই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে আঁকা, যে নিস্পৃহ অবহেলায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলেন, দেখছিলেন ডামি আর আবক্ষ মূর্তিগুলোকে, শিল্পী কখন চিত্রের আবরণ উন্মোচন করবেন তার প্রতীক্ষায় অবাধে পায়চারি করছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন তা থেকে। তা সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁর স্কেচগুলো বিছাচ্ছিলেন, জানলার খড়খড়ি, ক্যানভাস-ঢাকা কাপড়টা খুলে নিলেন, তখন বড়ো ঘরের সমস্ত ধনী রুশীদের যে মূর্খ ও গর্দভ হওয়ার কথা, তাঁর এই অভিমত সত্ত্বেও তিনি প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা বোধ না করে পারলেন না, বিশেষ করে এই জন্য যে ভ্রন্স্কি এবং আরো বেশি আন্নাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

ছটফটে চলনে দূরে সরে গিয়ে ছবিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আজ্ঞা হোক। এটা পিলাতের ধিক্কার। মথি লিখিত সুসমাচার, ২৭ অধ্যায়।' টের পাচ্ছিলেন উত্তেজনায় ঠোঁট তাঁর কাঁপতে শুরু করেছে। সরে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন ওঁদের পেছনে।

দর্শনার্থীরা যে কয়েক সেকেণ্ড ছবিটা দেখছিলেন নীরবে, মিখাইলোভও

তা দেখলেন এবং দেখলেন বাইরের লোকের উদাসীন দৃষ্টিতে। এই কয়েক সেকেন্ড ধরে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল যে সর্বোচ্চ ন্যায্য রায় দেবেন এঁরা, ঠিক এই লোকগুলিই, এক মিনিট আগে যাঁদের তিনি ঘৃণা করেছিলেন। নিজের ছবি সম্পর্কে আগে, যে তিন বছর ছবিটা তিনি এঁকেছিলেন তখন কী ভেবেছিলেন তা সব ভুলে গেলেন তিনি; তার যে কৃতিত্ব তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত, তা ভুলে গেলেন — ছবিটা তিনি দেখলেন বাইরের লোকের নির্বিকার নতুন একটা দৃষ্টিতে এবং ভালো কিছু পেলেন না তাতে। তাঁর সামনে মুখ্য স্থানে পিলাতের বিরক্ত আর খিস্টের শান্ত মুখ, পিছনে পিলাতের অনুচরদের মূর্তি আর জনের মুখ, কী ঘটছে তা দেখছে সে। প্রতিটি মুখ যা এত অন্বেষণ, ভুলচুক, সংশোধনের ভেতর দিয়ে তাঁর মানসপটে বেড়ে উঠেছিল তাদের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে, প্রতিটি মুখ যা তাঁকে অত কষ্ট আর আনন্দ দিয়েছে, একটা সাধারণ রূপ ফোটাবার জন্য কতবার জায়গা অদল-বদল করা এই সব মুখ, অত কষ্টে অর্জিত বর্ণবিন্যাস ও বর্ণভঙ্গির সমস্ত মাত্রা — ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে এখন এ সবই মনে হল মামুলী, হাজার বার যা পুনরাবৃত্ত হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে মুখখানা সবচেয়ে প্রিয়, খিস্টের মুখ, ছবির কেন্দ্রবিন্দু, যা আবিষ্কার করে তিনি অত উল্লসিত হয়েছিলেন, সেটা ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে তাঁর কাছে মনে হল ওটা একেবারে মূল্যহীন। সুন্দর করে আঁকা ছবিটায় (এমনকি সুন্দরও নয় — একরাশ ত্রুটি এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তাঁর) তিনি দেখলেন টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্সের অসংখ্য খিস্ট আর ওই একই যোদ্ধাদের ও পিলাতের পুনরাবৃত্তি। এ সবই মামুলী, নিঃস্ব, পুরনো, এমনকি আঁকাটাও খারাপ — রঙবেরঙ, দুর্বল। শিল্পীর উপস্থিতিতে কপট কিছু প্রশংসা করে আড়ালে তাঁকে নিয়ে করুণা আর হাসাহাসি করলে ওঁরা ঠিকই করবেন।

এই নীরবতাটা বড়ো বেশি দুঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে (যদিও সেটা মিনিটখানেকের বেশি নয়)। সে নীরবতা ভঙ্গ করা এবং তিনি যে উদ্বেগ বোধ করছেন না তা দেখাবার জন্য তিনি গোলেনিশ্চেভকে বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।' বললেন অস্থির হয়ে কখনো আন্না কখনো ভ্রন্স্কির দিকে তাকাতে তাকাতে যাতে তাঁদের মুখভাবের একটা দিকও দৃষ্টিচ্যুত না হয়।

'বটেই তো! আমাদের দেখা হয় রস্সিতে, সেই যে সন্ধ্যায় মনে আছে

'না, বলো কী?' কিটির পাশে বসে ছোট্ট কাঁচটার বৃত্তাকার গতি লক্ষ করতে করতে লেভিন বললেন।

'ও, কী আমি ভাবছিলাম? ভাবছিলাম মস্কোর কথা, তোমার মাথার পেছনটার কথা।'

'ঠিক কেন যে আমার এত সুখ বলো তো? স্বাভাবিক নয়। বড়ো বেশি ভালো' — লেভিন বললেন ওর হাতে চুমু খেয়ে।

'আমার কাছে উল্টো, যত ভালো ততই স্বাভাবিক।'

'তোমার কিন্তু একগোছা চুল খসে এসেছে' — সন্তর্পণে কিটির মাথাটা ঘুরিয়ে লেভিন বললেন, 'চুল। দেখেছ, এখানে। না, থাক, কাজে ফিরতে হবে আমাদের।'

কাজ আর চলল না, আর কুজ্‌মা এসে যখন বললে যে চা দেওয়া হয়েছে, দোষীর মতো পরস্পর থেকে ছিটকে গেলেন ওঁরা।

'শহর থেকে ওরা এসেছে?' কুজ্‌মাকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'এইমাত্র ফিরল। ডাক বাছছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কিটি বললে লেভিনকে, 'নইলে তোমাকে ছাড়াই চিঠি পড়ে ফেলব। আর শোনো, ডুয়েটে পিয়ানো বাজানো যাক।'

একা হয়ে নিজের খাতাপত্র কিটির কেনা নতুন পোর্টফোলিওটায় গুছিয়ে কিটির সঙ্গে সঙ্গে মনোরম সব সাজ-সজ্জা সমেত নতুন যে ওয়াশস্ট্যান্ডটার উদয় হয়েছে এখানে তাতে হাত ধোবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন লেভিন। নিজের ভাবনাটায় হাসি পেল লেভিনের এবং অননুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সে ভাবনায়; অনুশোচনার মতো একটা মনোভাব বিঁধছিল তাঁকে। তাঁর বর্তমান জীবনে কী একটা যেন আছে লজ্জাকর, থলথলে, তাঁর ভাষায় ঘ্যাঁটের মতো; তাঁর মনে হল, 'এভাবে দিন কাটানো ভালো নয়। তিন মাস হতে চলল অথচ প্রায় কিছুই করি নি আমি। আজ প্রথম গুরুত্ব নিয়ে কাজে লেগেছিলাম, কিন্তু কী দাঁড়াল? শুরু করেই ছেড়ে দিলাম। এমনকি আমার সাধারণ যে কাজ, তাও প্রায় ফেলে রেখেছি। বিষয়কর্ম — তা দেখতেও আমি প্রায় যাই না। কখনো ওকে একলা রেখে যেতে কষ্ট হয়, কখনো দেখতে পাই যে ওর একঘেয়ে লাগছে। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগের জীবনটা সে হলেই হল, চলে যাচ্ছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সত্যিকারের জীবন শুরু

হবে বিয়ের পরে। অথচ তিন মাস তো হতে চলল, এমন অলস আর অসার্থক দিন আমি কাটাই নি কখনো। না, এটা অনুচিত, শুরু করা দরকার। বলা বাহুল্য ওর দোষ নেই। কোনো কিছুর জন্যেই ভর্ৎসনা করা চলে না ওকে। নিজেরই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, রক্ষা করতে হত নিজের পুরুষালী স্বাধীনতা। নইলে এভাবে আমি নিজেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি, ওকেও তাই করে তুলব... বলাই বাহুল্য ওর দোষ নেই' — মনে মনে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে এবং যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাকে নিজের অসন্তোষের জন্য ভর্ৎসনা না করা কঠিন। এবং লেভিনের ঝাপসাভাবে মনে হল দোষ ওর নয় (কোনো কিছুতেই দোষী হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে), দোষ ওর লালনপালনের যা অগভীর, চপল ('যেমন ঐ বাঁদর চার্স্কিটা; আমি জানি যে কিটি ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি')। 'হ্যাঁ, সংসার নিয়ে আগ্রহ ছাড়া (এটা ওর আছে), নিজের প্রসাধন আর broderie anglaise ছাড়া ওর গুরুত্বপূর্ণ কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাজে, বিষয়কর্মে, চাষীদের নিয়ে, সঙ্গীতে, যাতে তার বেশ দখল আছে, বই পড়ায় কোনো আগ্রহ নেই ওর। কিছুই সে করে না আর তাতে খুব তুষ্ট থাকে সে।' মনে মনে লেভিন এটার সমালোচনা করতেন, কিন্তু তখনো বোঝেন নি যে কিটি ক্রিয়াকলাপের সেই পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছে যা আসার কথা, যখন সে হবে একই সময়ে স্বামীর স্ত্রী, গৃহের কর্ত্রী, গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী, শিশুদের পালিকা। লেভিন ভাবেন নি যে কিটি এটা তার সহজবোধে জেনে ফেলেছে এবং তৈরি হচ্ছে এই সাংঘাতিক খাটুনির জন্য, নির্ভাবনা আর প্রেমসুখের যে মুহূর্তগুলিকে সে এখন কাজে লাগিয়ে সানন্দে তার ভবিষ্যৎ নীড় রচনা করে চলেছে তার জন্য আত্মগ্লানি নেই তার।

॥ ১৬ ॥

লেভিন যখন ওপরে গেলেন, স্ত্রী তখন রুপোর নতুন সামোভার আর চায়ের নতুন সরঞ্জামগুলোর সামনে বসে ছোটো একটা টেবিলের কাছে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে বৃদ্ধা আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বসিয়ে

ডল্লির চিঠি পড়ছিল। তার সঙ্গে কিটির অবিরাম পত্র-বিনিময় হত ঘন ঘন।

'দেখছেন তো, মা-ঠাকরুন আমায় এইখানে বসিয়ে তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন' — কিটির দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

আগাফিয়া মিখাইলোভনার কথাগুলো থেকে লেভিন অনুমান করলেন যে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটির মধ্যে ইদানীং যে ঝগড়া চলছিল, তার অবসান হয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, শাসন-ভার কেড়ে নিয়ে নতুন কর্ত্রী যত দুঃখই তাঁকে দিক, তা সত্ত্বেও কিটি জয় করে নিয়েছে আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে, বাধ্য করেছে ভালোবাসতে কিটিকে।

'তোমার চিঠিও আমি পড়ে নিয়েছি' — অশিক্ষিত একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'এটা মনে হয় তোমার ভাইয়ের ওই মাগীটার কাছ থেকে... তবে' — কিটি বললে, 'আমি পড়ি নি। আর এগুলো আমাদের লোকজন আর ডল্লির। কী কাণ্ড! সারমাৎস্কিদের ওখানে শিশুদের বলনাচে গ্রিশা আর তানিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ডল্লি। তানিয়া যায় মার্কুইসের বেশে।'

কিন্তু লেভিন তার কথা শুনছিলেন না; লাল হয়ে তিনি নিকোলাই ভাইয়ের ভূতপূর্ব প্রণয়িনী মারিয়া নিকোলায়েভনার চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। এটা তার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল যে বিনা দোষে ভাই তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে এবং মর্মস্পর্শী সরলতায় যোগ করেছিল যে ফের দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লেও কিছুই সে চায় না, আশা করে না, কিন্তু তাকে ছাড়া ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্য নিকোলাই দ্‌মিত্রিয়েভিচ টেঁসে যাবেন এই চিন্তাটা তাকে বড়ো কষ্ট দিচ্ছে; তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখতে সে অনুরোধ করেছিল ভাইকে। এখন সে অন্য কথা লিখেছে। নিকোলাই দ্‌মিত্রিয়েভিচের দেখা পেয়েছে সে, মস্কোয় ওঁর সঙ্গে সে থাকে, তারপর তাঁরা চলে যান মফস্বল শহরে, সেখানে নিকোলাই দ্‌মিত্রিয়েভিচ চাকরি পান। কিন্তু ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার মস্কো ফেরেন তিনি, কিন্তু পথে এতই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে শয্যা ছাড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখেছে 'কেবলি আপনার কথা বলেন। টাকাকড়িও আর নেই।'

পড়ে দ্যাখো, ডল্লি তোমার সম্পর্কে লিখেছে...' হেসে বলতে যাচ্ছিল কিটি, কিন্তু স্বামীর পরিবর্তিত মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল হঠাৎ।

'কী হল? কী ব্যাপার?'

'ও লিখেছে নিকোলাই ভাই মরণাপন্ন। আমি যাব।'

হঠাৎ বদলে গেল কিটির মুখচ্ছবি। মার্কুইস-বেশে তানিয়ার কথা, ডল্লির কথা, সব উধাও হল মন থেকে।

জিগ্যেস করলে, 'কবে যাবে?'

'কাল।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কেমন?' কিটি বললে।

'কিটি! এটা কী হচ্ছে?' ভর্ৎসনার সুরে লেভিন বললেন।

'কী হচ্ছে মানে?' লেভিন যে তার প্রস্তাবটাকে যেন নিচ্ছেন অনিচ্ছায় এবং বিরক্তি সহকারে এতে আহত বোধ করলে সে। 'আমার যাওয়া চলবে না কেন? আমি তোমার ব্যাপারে বাধা দেব না। আমি...'

'আমি যাচ্ছি কারণ আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কী জন্যে...'

'কী জন্যে? তুমি যে জন্যে সেই জন্যেই...'

'আমার পক্ষে এমন গুরুতর একটা মুহূর্তেও ও ভাবছে কেবল এই কথা যে একলা থাকলে ওর বিছছিরি লাগবে' — লেভিন ভাবলেন এবং এরূপ গুরুতর ব্যাপারে এই কৈফিয়ৎটা রাগিয়ে দিল তাঁকে।

কঠোরভাবে তিনি বললেন, 'এটা অসম্ভব।'

ব্যাপারটা কলহের দিকে গড়াচ্ছে দেখে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আস্তে করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিটির সেটা নজরেই পড়ল না। যে সুরে স্বামী ওই শেষ কথাটা বলেছেন সেটা তাকে আঘাত দিল বিশেষ করে এই জন্য যে কিটি যা বলেছে স্পষ্টতই সেটা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

'আর আমি তোমায় বলছি যে তুমি যদি যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব' — কিটি বললে তাড়াতাড়ি করে এবং সরোষে। 'কেন অসম্ভব? কেন বলছ যে অসম্ভব?'

'কারণ ভগবান জানেন কোথায় যাচ্ছি, কোন রাস্তায়, কোন হোটেলে। তুমি থাকলে মুশকিলে পড়ব' — লেভিন বললেন শান্ত থাকার চেষ্টা করে।

'একটুও না। আমার কিছুই লাগবে না। তুমি যেখানে পারবে, সেখানে আমিও...'

'অন্তত শুধু এই একটা কারণে যে — ওই মেয়েটা থাকবে সেখানে, তার সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা হতে পারে না।'

'আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না কে থাকবে সেখানে, কী থাকবে।

শুধু জানি যে স্বামীর ভাই মারা যাচ্ছে, স্বামী যাচ্ছে তার কাছে, আমিও স্বামীর সঙ্গে চলেছি যাতে...’

‘কিটি! রাগ ক’রো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো যে ব্যাপারটা গুরুতর, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে তুমি এখানে নিজের দুর্বলতাটা, একলা থাকতে অনিচ্ছাটা মিশিয়ে ফেলছ। একলা থাকতে বিছছিরি লাগবে, বেশ মস্কো যাও।’

‘সবসময় তুমি আমার মধ্যে এটা খারাপ একটা নীচ মতলব দেখতে পাও’ — কিটি বললে অপমান ও ক্রোধের অশ্রু নিয়ে, ‘আমি কিছু না, দুর্বলতা-টতা কিছু নেই আমার ... আমি শুধু এই বুঝি যে স্বামী যখন দুঃখে পড়েছে, তখন তার সঙ্গে থাকা আমার কর্তব্য। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কষ্ট দিতে চাও আমায়, ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইছ না...’

‘না, ভয়ংকর ব্যাপার! কেমন একটা গোলাম হয়ে থাকা!’ নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে চে’চিয়ে উঠলেন লেভিন। কিন্তু তক্ষুনি টের পেলেন যে তিনি আঘাত করছেন নিজেকেই।

‘তাহলে কেন বিয়ে করলে তুমি? বেশ তো স্বাধীন ছিলে। কেন, এখন যখন অনুতাপ হচ্ছে তোমার?’ এই বলে লাফিয়ে উঠে কিটি ছুটে গেল ড্রয়িং-রুমে।

লেভিন যখন তার কাছে গেলেন, সে ফোঁপাচ্ছিল।

তিনি বলতে শুরু করলেন, খুঁজলেন এমন কথা যা তাকে বুঝ মানাতে না পারলেও অন্তত শান্ত করবে। কিটি কিন্তু শুনছিল না তাঁর কথা, কোনো কিছুতেই সে রাজি হল না। নিচু হয়ে লেভিন তার হাতটা নিলেন যা প্রতিরোধ করছিল। চুমু খেলেন হাতে, চুমু খেলেন চুলে, তারপর আবার হাতে — কিটি চুপ করে রইল। কিন্তু যখন তিনি দুই হাতে কিটির মুখখানা ধরে বলে উঠলেন: ‘কিটি!’ তখন হঠাৎ সম্বিত ফিরল তার, কে’দে ফেলে মিটমাট করে নিলে।

ঠিক হল পরের দিন তাঁরা একসঙ্গে রওনা দেবেন। স্ত্রীকে লেভিন বললেন যে সে যেতে চাইছে কেবল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সায় দিলেন যে ভাইয়ের কাছে মারিয়া নিকোলায়েভনা থাকলে অশালীন কিছু হবে না; কিন্তু মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কিটি আর নিজের ওপর। কিটির ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ যখন প্রয়োজন তখন তাঁকে ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর তার হয় নি (ভেবে তাঁর অদ্ভুত লাগল যে কিটি তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ সৌভাগ্যে সেদিনও পর্যন্ত

বিশ্বাস করতে না পারলেও এখন নিজেকে অসুখী মনে হচ্ছে এই জন্য যে কিটি তাঁকে ভালবাসছে বড়ো বেশি!) আর নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তিনি তাঁর মত বজায় রাখতে পারেন নি। মনের গভীরে তাঁর আরো বেশি অমত ছিল এই কথায় যে ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটা আছে তাতে কিটির কিছু এসে যায় না, সম্ভাব্য নানা সংঘাতের কথা তিনি ভাবলেন সভয়ে। তাঁর স্ত্রী, তাঁর কিটি ওই মেয়েটার সঙ্গে থাকবে একই ঘরে, শুধু এই কথা ভেবেই তিনি চমকে উঠছিলেন বিতৃষ্ণা আর আতংকে।

॥ ১৭ ॥

মফস্বলী যে হোটেলটায় নিকোলাই লেভিন ছিলেন, তা তেমনি একটা মফস্বলী হোটেল যা গড়া হয় আধুনিক সব সুব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আরাম, এমনকি রমণীয়তার অতি শুভ সংকল্প নিয়ে, কিন্তু তাতে যেসব লোক ওঠে তাদের দৌলতেই অতি অচিরেই যা পরিণত হয় আধুনিক সুব্যবস্থার জাঁক করা নোংরা একটা সরাইখানায় আর ঐ জাঁকটার দরুনই তা হয়ে দাঁড়ায় সেকেলে নোংরা হোটেলগুলোর চেয়েও খারাপ। এ হোটেলটাও সেই দশায় পেঁছেছে; প্রবেশদ্বারে ধূমপানরত নোংরা উর্দি পরা যে সৈনিকটির চাপরাশি সাজার কথা, পেটাই লোহার বিমর্ষ, ছ্যাঁদা-ভরা বিশ্রী সিঁড়িটা, নোংরা ফ্রক-কোট পরা চালিয়াত ওয়েটার, লাউঞ্জে টেবিলের ওপর মোম দিয়ে বানানো ফুলের ধূলিধূসর তোড়ার শোভা এবং জঞ্জাল, ধুলো, সর্বত্র বিশৃঙ্খলা আর সেই সঙ্গে হোটেলটার কেমন একটা আধুনিক 'রেলওয়ে-সুলভ' আত্মতৃপ্ত উদ্বেগ — লেভিনদের নবজীবন কাটানোর পর খুবই দুর্বিসহ ঠেকল এইগুলো, বিশেষ করে তাঁরা যা প্রত্যাশা করছিলেন তার সঙ্গে হোটেলটার একটা মিথ্যে ছাপ কিছুতেই মিলছিল না।

ভালো একটা কামরা কী ভাড়ায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের পর বরাবরের মতোই দেখা গেল ভালো কামরা একটাও নেই; একটা ভালো কামরা দখল করেছেন রেলওয়ে পরিদর্শক, আরেকটা মস্কোর জনৈক উকিল, তৃতীয়টা গ্রাম থেকে আগত প্রিন্সেস আস্তাফিয়েভা। বাকি আছে কেবল একটা নোংরা কামরা, তার পাশেই আরেকটা ঘর সন্ধ্যা নাগাদ খালি হতে পারে। যা আশংকা করেছিলেন তাই যে সত্যি হল, আসার প্রথম মুহূর্তেই ভাইয়ের

কী হয়েছে ভেবে তিনি যখন অস্থির, তক্ষুনি তাঁর কাছে ছুটে যাবার বদলে তাঁকে যে স্ত্রীর কথা ভাবতে হচ্ছে, এতে স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন প্রদত্ত ঘরটায়।

তাঁর দিকে ভীরু-ভীরু দোষী-দোষী দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে:

'যাও, যাও ওর কাছে!'

নীরবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন লেভিন আর তক্ষুনি দেখা পেলেন মারিয়া নিকোলায়েভনার, তাঁর আসার খবর পেয়েছে সে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। মস্কোয় লেভিন তাকে যেমন দেখেছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি; সেই একই হাত-কাটা গলা-খোলা পশমী গাউন, একটু ভারী হয়ে ওঠা বসন্তের দাগ ধরা সেই একইরকম সহৃদয় ভোঁতা মুখ।

'কী? কেমন আছে? কী হয়েছে?'

'খুব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। উনি আপনার অপেক্ষা করছেন... উনি... আপনি... স্ত্রীর সঙ্গে।'

লেভিন প্রথমটা বুঝতে পারেন নি কেন সে বিব্রত বোধ করছে, কিন্তু তক্ষুনি সে বুঝিয়ে বললে নিজেই।

'আমি এখন যাচ্ছি। আমি থাকব রান্নাঘরে' — সে বললে, 'উনি খুশি হবেন। উনি শুনেছেন, ওঁকে চেনেন, বিদেশে থাকতেই চেনেন।'

লেভিন বুঝলেন যে তাঁর স্ত্রীর কথা হচ্ছে, কিন্তু কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

বললেন, 'চলুন যাই!'

কিন্তু তিনি পা বাড়াতেই তাঁর কামরার দরজা খুলে গেল, মুখ বাড়াল কিটি। লজ্জায় এবং এই দুঃসহ অবস্থায় নিজেকে ও তাঁকে ফেলেছে বলে স্ত্রীর ওপর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন; কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা লাল হয়ে উঠল আরও বেশি। একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে সে লাল হয়ে উঠল কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, কী বলবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে সে দুই হাতে মাথার রুমালের প্রান্ত ধরে জড়াতে লাগল রাঙা রাঙা আঙুলে।

তার কাছে দুর্বোধ্য ভয়াবহ এই নারীটিকে কিটি প্রথম যে দৃষ্টিতে দেখেছিল, তাতে লেভিন একটা অদম্য কৌতূহলই লক্ষ করেছিলেন; কিন্তু সেটা শুধু এক মুহূর্তের জন্য।

'কী? কেমন আছে?' কিটি জিগ্যেস করলে প্রথমে স্বামীকে, পরে ওকে।

'না, করিডোর কথাবার্তা বলার জায়গা নয়' — লেভিন বললেন বিরক্তিতে এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে, যিনি তখন করিডোর দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে যাচ্ছিলেন যেন নিজেরই কাজে।

'তাহলে ভেতরে আসুন-না' — কিটি বললে সামলে ওঠা মারিয়া নিকোলায়েভনার উদ্দেশে, তবে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখভাবও চোখে পড়ল তার, 'তাহলে যান, যান, পরে ডেকে পাঠাবেন আমায়' — এই বলে সে ঢুকল কামরায়। লেভিন গেলেন ভাইয়ের কাছে।

ভাইয়ের ওখানে তিনি যা দেখলেন, যে অনুভূতি তাঁর হল সেটা মোটেই আশা করেন নি লেভিন। তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন সেই একই আত্মপ্রতারণা, ক্ষয়রোগীদের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে থাকে বলে তিনি শুনেছেন এবং গত হেমন্তে ভাই তাঁর ওখানে গেলে যা তাঁকে খুবই বিহ্বল করেছিল; তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন মৃত্যুর সান্নিধ্যের আরও সুপ্রকট দৈহিক লক্ষণ, বেশি দুর্বলতা, বেশি শীর্ণতা, তাহলেও একইরকম অবস্থা। আশা করেছিলেন যে প্রিয়তম ভ্রাতাকে হারাবার জন্য সেই করুণা আর মৃত্যুর সামনে সেই আতংক তাঁর হবে যা তখন তিনি বোধ করেছিলেন, শুধু আরও অধিক পরিমাণে। এর জন্য তিনি তৈরি হয়ে ছিলেন; কিন্তু দেখলেন একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ছোট্ট নোংরা একটা কামরা, দেয়ালের রঙীন প্যানেলে থুতু ছিটানো, পার্টিশনের ওপাশ থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, পেটের নাড়ি উলটে আসা দুর্গন্ধে বাতাস ভরপুর, দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনা একটা খাটে কম্বল-ঢাকা একটি দেহ। সে দেহের একটা হাত কম্বলের ওপরে, আঁচড়ার মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আঙুল মেলা সে হাত দুর্বোধ্য কী কারণে যেন পাতলা, মসৃণ একটা তক্তার সঙ্গে কনুই পর্যন্ত বাঁধা। মাথাটা কাত হয়ে আছে বালিশের ওপর। লেভিনের চোখে পড়ল রগের কাছে ঘর্মাক্ত বিরল চুল আর টান টান, প্রায় স্বচ্ছ কপাল।

লেভিনের মনে হল, 'ভয়াবহ এই দেহটা নিকোলাই ভাই হতে পারে না।' কিন্তু কাছে গিয়ে মুখখানা দেখতেই সন্দেহ আর সম্ভব হল না। মুখের সাংঘাতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আগতের দিকে তোলা জীবন্ত ওই চোখজোড়া, লেপটে-যাওয়া মোচের তলে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়া দেখা মাত্রই লেভিনের কাছে এই ভয়ংকর সত্যটা অস্পষ্ট রইল না যে মৃত এই দেহটাই তাঁর জীবন্ত ভাই।

আগত ভাইয়ের দিকে তিরস্কারের কঠোর এক দৃষ্টি হানল ধকধকে চোখদুটো। আর তক্ষুনি সে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জীবিতদের মধ্যে সম্পর্ক। তাঁর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তিরস্কার টের পেলেন লেভিন, নিজের সুখের জন্য অনুশোচনা হল।

কনস্তান্তিন যখন তাঁর করমর্দন করলেন, হাসি ফুটল নিকোলাইয়ের মুখে। হাসিটা ক্ষীণ, সামান্য চোখে পড়ে মাত্র আর হাসি সত্ত্বেও চোখের কঠোর ভাবটা বদলাল না।

'আমায় এই অবস্থায় দেখবি আশা করিস নি তো' — অতি কষ্টে বলতে পারলেন নিকোলাই।

'হ্যাঁ... মানে, না' — কথাগুলো গোলমাল করে বললেন লেভিন, 'আগে, মানে আমার বিয়ের সময় খবর দিলে না কেন? আমি সবখানে খোঁজ নিয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকতে না হলে কথা বলা দরকার কিন্তু লেভিন জানতেন না কী বলা যায়, তার ওপর ভাই কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, চোখ না সরিয়ে শুধু একদৃষ্টে দেখছিলেন, স্পষ্টতই প্রতিটি শব্দের অর্থ ধরতে চাইছিলেন। লেভিন তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্ত্রীও এসেছেন সঙ্গে। সন্তুষ্টির একটা ভাব দেখা গেল নিকোলাইয়ের মধ্যে, কিন্তু বললেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে ওকে ভয় পাইয়ে দেবেন বলে আশংকা হচ্ছে তাঁর। নামল নীরবতা। হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে নিকোলাই কী একটা যেন বলতে গেলেন। তাঁর মুখভাব দেখে লেভিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় কিছু একটার আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন শুধু নিজের স্বাস্থ্যের কথা। ডাক্তার সম্পর্কে নালিশ করলেন তিনি, আক্ষেপ করলেন যে মস্কোর নামকরা ডাক্তার ডাকা হয় নি, এবং লেভিন বুঝলেন যে এখনো আশা রাখছেন উনি।

তিনি একটু চুপ করতেই যন্ত্রণাকর অনুভূতিটা থেকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মুক্তি পাবার আশায় লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন স্ত্রীকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন।

'তা বেশ, আমি জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলি। জায়গাটা নোংরা, দুর্গন্ধও আছে বলে মনে হয়। মাশা! ঘর পরিষ্কার করো তো' — কষ্ট করে রোগী বললেন। 'আর হ্যাঁ, পরিষ্কার করা হয়ে গেলেই চলে যেয়ো, এ্যাঁ?' — জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

কোনো কথা বললেন না লেভিন। বেরিয়ে করিডোরে তিনি থামলেন। তিনি বলেছেন স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন, যে কষ্ট তাঁর হয়েছিল সেটা স্মরণ করে স্থির করলেন উল্টো, চেষ্টা করবেন কিটিকে বোঝাতে যাতে রোগীর কাছে সে না যায়। ভাবলেন, 'আমার মতো ওকে কষ্ট পাইয়ে কী হবে মিছেমিছি?'

'কী? কেমন আছেন?' আতংকিত মুখে শুধাল কিটি।

'ওহ্, ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু তুমি চলে এলে কেন?' লেভিন বললেন।

ভীত করুণ মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড কিটি চুপ করে রইল; তারপর দুই হাতে কনুই আঁকড়ে ধরল লেভিনের:

'কস্তিয়া! ওঁর কাছে নিয়ে চলো আমায়। দু'জন থাকলে হালকা লাগবে। তুমি শুধু আমায় নিয়ে চলো লক্ষ্মীটি; আমায় পেঁাছে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো' — কিটি বললে, 'তোমায় দেখব আর ওঁকে দেখব না, সে যে আমার কাছে অনেক বেশি কষ্টকর। ওখানে হয়ত আমি তোমারও, ওঁরও উপকারে লাগল। সত্যি, নিয়ে চলো!' স্বামীকে এমনভাবে সে মিনতি করতে লাগল যেন তার জীবনের সব সুখ নির্ভর করছে এরই ওপর।

রাজি না হয়ে লেভিনের উপায় ছিল না; খানিকটা সামলে উঠে আর মারিয়া নিকোলায়েভনার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি ফের কিটির সঙ্গে গেলেন ভাইয়ের কাছে।

লঘু পদক্ষেপে, কেবলি স্বামীর দিকে চাইতে চাইতে এবং নির্ভীক ও দরদী মুখখানা তাঁকে দেখিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকল কিটি এবং বিনা ব্যস্ততায় ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত গেল রোগীর পালংকের কাছে এমনভাবে যাতে তাঁকে মাথা ফেরাতে না হয় আর তাঁর বিরাট হাতখানা নিজের তাজা, তরুণ হাতে নিয়ে চাপ দিল এবং শুধু মেয়েদেরই যা প্রকৃতিগত তেমন একটা মৃদু উৎসাহে কথা বলতে লাগল তাঁর সঙ্গে যা আত্মাভিমানে ঘা দেয় না, অথচ সহানুভূতি জানায়।

কিটি বললে, 'আমাদের দেখা হয়েছিল সোডেনে কিন্তু পরিচয় হয় নি, আপনি তখন ভাবতে পারেন নি যে আমি হব আপনার ভ্রাতৃবধূ।'

'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না তো?' কিটি আসায় হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তিনি বললেন।

'না, পারছি। খবর দিয়ে খুব ভালো করেছেন! আপনার কথা কস্তিয়া

মনে করে নি, দুশ্চিন্তা করে নি আপনার জন্যে, এমন একটা দিনও যায় নি।'

কিন্তু রোগীর চাঙ্গা ভাবটা টিকল না বেশিক্ষণ।

কিটির কথা না ফুরতেই মুখে তাঁর ফের দেখা দিল জীবিতের প্রতি মুমূর্ষুর ঈর্ষার সেই কঠোর, তিরস্কারের ছাপ।

'আমার ভয় হচ্ছে এ ঘরখানা আপনার পক্ষে ভালো নয়' — কিটি বললে তাঁর স্থির দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরটায় চোখ বুলিয়ে। 'অন্য একটা ঘরের জন্যে মালিককে বলা দরকার' — কিটি বললে স্বামীকে, 'যা হবে আমাদের কাছাকাছি।'

॥ ১৮ ॥

লেভিন শান্তভাবে ভাইয়ের দিকে চাইতে পারছিলেন না, নিজে স্বাভাবিক ও সুস্থির হতে পারছিলেন না তাঁর উপস্থিতিতে। রোগীর কাছে গেলে তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আপনা থেকে ঝাপসা হয়ে যেত, ভাইয়ের অবস্থার খুঁটিনাটি তাঁর চোখে পড়ত না, তফাৎ করে দেখতে পারতেন না। শুধু ভয়াবহ একটা দুর্গন্ধ পেতেন, দেখতেন ময়লা, বিশৃঙ্খলা, যন্ত্রণাকর অবস্থা, কানে আসত কাতরানির শব্দ, আর টের পেতেন যে ওঁকে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। তাঁর খেয়ালই হল না যে রোগীর অবস্থাটা বোঝার জন্য ভাবনা-চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার কিভাবে তাঁর দেহটা রয়েছে কম্বলের তলে, বেঁকে যাওয়া শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমর পিঠ রয়েছে কী অবস্থায়, তাদের ভালো করে কি রাখা যায় না, কিছু একটা কি করা যায় না, যাতে ভালো না হলেও হবে কম খারাপ। এই সব জিনিস ভাবতে গেলেই হিম নামত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। সন্দেহাতীত এই বিশ্বাস তাঁর জন্মাল যে ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধি অথবা যন্ত্রণা হ্রাসের জন্য কিছুই করবার নেই। কিন্তু কোনোরকম সাহায্য যে সম্ভব নয় এই চেতনাটা রোগীকে পীড়া দিত, মেজাজ হয়ে উঠত খিটখিটে। সেই কারণে বেশি কষ্ট হত লেভিনের। রোগীর কামরায় থাকা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হত, না থাকাটা হত আরো বেশি খারাপ। তাই নানা অজুহাতে অবিরাম ঘরে ঢুকতেন আর বেরিয়ে যেতেন, একলা থাকার শক্তি ছিল না তাঁর।

কিন্তু কিটির ভাবনা, অনুভূতি ও আচরণ তেমন ছিল না মোটেই। রোগীকে দেখলে তার করুণা হত। আর করুণা তার নারী হৃদয়ে মোটেই তার স্বামীর মতো ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না, জাগাত কিছু করার, তাঁর অবস্থার সমস্ত খুঁটিনাটি জানার, তাঁকে সাহায্য করার তাগিদ। আর তার যে সাহায্য করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেটা সম্ভব, তাই তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল সে। যে খুঁটিনাটির কথা ভাবতে গেলেই আতংক হত তার স্বামীর, ঠিক সেইগুলিই মনোযোগ আকর্ষণ করল তার। ডাক্তার ডাকতে পাঠাল সে, ওষুধ কিনতে পাঠাল, তার যে দাসীটি তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে আর মারিয়া নিকোলায়েভনাকে লাগাল ঘরদোর পরিষ্কার করা, ধুলো ঝাড়া, কাপড় কাচায়, নিজেও সে কিছু কাচলে, কিছু বিছিয়ে দিলে কম্বলের তলে। তার হুকুমে রোগীর ঘর থেকে কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে দেওয়া হল, কিছু-বা আনা হল সেখানে। সামনে যে ভদ্রলোকেরা পড়তেন তাঁদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজে সে তার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর, ওয়াড়. কামিজ বার করে আনত।

সাধারণ কক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দলকে খাবার পরিবেশন করছিল যে চাপরাশিটি কিটির ডাকে বার কয়েক করে সে এসেছে রাগত মুখে, কিন্তু তার আদেশ পালন না করে পারে নি, কেননা সে আদেশ কিটি দিত এমন একটা সস্নেহ ঝোঁক ধরে যে এড়ানো যেত না। এ সব পছন্দ হত না লেভিনের; তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ সব থেকে রোগীর কোনো উপকার হতে পারে। এতে রোগী আবার চটে না যায়, এই ভয় তাঁর হত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এতে রোগীকে নির্বিকার মনে হলেও তিনি চটলেন না, শুধু লজ্জা পেলেন, তাঁর জন্য কিটি কী করছে তাতে যেন আগ্রহই দেখা গেল তাঁর। লেভিনকে কিটি পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে; সেখান থেকে ফিরে দরজা খুলে রোগীকে তিনি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন যখন কিটির হুকুমে তাঁর অন্তর্বাস বদলানো হচ্ছে। পিঠের লম্বা শাদা কংকাল তাতে সুপ্রকট হয়ে ওঠা কাঁধের বিশাল হাড়, খোঁচা খোঁচা পাঁজর, আর মেরুদণ্ড, সব নগ্ন। মারিয়া নিকোলায়েভনা আর একজন চাপরাশি কামিজের আস্তিনে আটকে যাওয়া তাঁর দীর্ঘ লম্বমান হাত তাতে গলাতে পারছিল না। লেভিনের পেছনে তাড়াতাড়ি করে দরজা বন্ধ করে কিটি, তবে চাইছিল না ওদিকটায়; কিন্তু রোগী কঁকিয়ে উঠতে সে দ্রুত গেল তাঁর কাছে।

বললে, 'আহ্ তাড়াতাড়ি করো।'

'আসবেন না' — রোগী বলে উঠলেন রেগে, 'নিজেই আমি...'

'কী বললেন?' শুধাল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

কিন্তু কিটির কানে গিয়েছিল কথাটা, সে বুঝল যে তার সামনে নগ্ন দেহে থাকতে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, বিছছিরি লাগছে।

'আমি দেখছি না, দেখছি না' — হাত ঠিক করতে করতে কিটি বললে। 'মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি ওপাশে গিয়ে ঠিক করে দিন' — যোগ দিল সে।

স্বামীকে সে বললে, 'যাও লক্ষ্মীটি, আমার ছোটো ব্যাগটায় একটা শিশি আছে, পাশের পকেটে। নিয়ে এসো না গো, ততক্ষণে এরা সব পরিষ্কার করে ফেলবে।'

শিশি নিয়ে ফিরে লেভিন দেখলেন রোগীকে শোয়ানো হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে তাঁর চারপাশের চেহারা। গুমোট গন্ধটার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে ভিনিগার আর সেন্টের গন্ধ, নলে ঠোঁট দিয়ে লালচে গাল ফুলিয়ে সেটা স্প্রে করেছে কিটি। ধুলোর চিহ্ন নেই, খাটের নিচে গালিচা। টেবিলে পরিপাটী করে সাজানো, শিশি-বোতল, জলপাত্র, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বিছানার দরকারী চাদর আর কিটির broderie anglaise। রোগীর খাটের কাছে অন্য একটা টেবিলে পানীয়, মোমবাতি আর বড়ি। রোগীকে ধুইয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে। শুয়ে আছেন তিনি পরিষ্কার বিছানায়, উঁচু করে রাখা বালিশগুলোয় মাথা, গায়ে পরিচ্ছন্ন কামিজ, তাতে অস্বাভাবিক রোগা গলার কাছে শাদা কলার, মুখে তাঁর নতুন একটা আশা, চোখ না ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কিটির দিকে।

যে ডাক্তার নিকোলাইয়ের চিকিৎসা করত এবং নিকোলাই যার ওপর ছিলেন অসন্তুষ্ট, ক্লাবে যে ডাক্তারকে পেয়ে লেভিন নিয়ে এসেছেন তিনি সে নন। নতুন ডাক্তার স্টেথোস্কোপ বার করে বুক দেখলেন, মাথা নাড়লেন, ওষুধ লিখে দিলেন এবং বিশেষ সবিস্তারে বোঝালেন প্রথমে ওষুধ খেতে হবে কিভাবে, দ্বিতীয়ত — পথ্য কী হবে। পরামর্শ দিলেন ডিম, কাঁচা বা সামান্য সেদ্ধ, নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রায় টাটকা দোয়া দুধের সঙ্গে সেলৎজার জল। ডাক্তার চলে যেতে রোগী কী যেন বললেন ভাইকে, কিন্তু লেভিন শুনতে পেলেন শুধু শেষ শব্দটা: 'তোর কাতিয়া', তবে যে দৃষ্টিতে তিনি কিটিকে দেখছিলেন তাতে লেভিন বুঝলেন কিটির প্রশংসা করছেন।

কিটি বা তিনি তাকে যা বলে উল্লেখ করেছেন সেই কাতিয়াকেও ডাকলেন তিনি।

বললেন, 'অনেক ভালো বোধ করছি। আপনি থাকলে সেরে উঠতাম অনেক আগেই। আহ, কী যে ভালো লাগছে!' কিটির হাত ধরে তিনি তা টেনে আনলেন ঠোঁটের কাছে, কিন্তু এটা কিটির ভালো লাগবে না ভেবে শুধু হাত বুলাতে লাগলেন। নিজের দুই হাতে হাতখানা নিয়ে কিটি চাপ দিল তাতে।

'এবার আমাকে বাঁ পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে আপনি ঘুমোতে যান' — উনি বললেন।

কী উনি বললেন তা ধরতে পারে নি কেউ, কিন্তু কিটি বুঝেছিল। বুঝেছিল, কেননা কী তাঁর প্রয়োজন সেটা মনে মনে অবিরাম অনুধাবন করে যেত সে।

স্বামীকে সে বললে, 'ওপাশে, উনি ঘুমোন ওপাশ ফিরে। ওঁকে পাশ ফিরিয়ে দাও, চাকর ডাকা ভালো দেখাবে না। আমি তো পারব না। আপনি পারবেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনাকে জিগ্যেস করল কিটি।

'ভয় পাচ্ছি আমি' — জবাবে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

ভয়াবহ এই দেহটাকে জড়িয়ে ধরা, কম্বলের তলে যে অঙ্গগুলোর কথা ভাবতেই চাইতেন না, তাতে হাত দেওয়া লেভিনের কাছে যত ভয়ংকরই লাগুক, স্ত্রীর প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে একটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখভাব ফুটিয়ে তুললেন যা স্ত্রীর ভালোই জানা, হাত নামিয়ে কাজে লাগলেন তিনি। নিজের যথেষ্ট শক্তি সত্ত্বেও এই শীর্ণ অঙ্গগুলি এত আশ্চর্য রকমের ভারি দেখে অবাক লাগল তাঁর। বিশাল এক শীর্ণ হাত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে এই অনুভূতি নিয়ে তিনি যখন ওঁকে ঘোরাচ্ছিলেন, কিটি ততক্ষণে দ্রুত নিঃশব্দে বালিশ ঠিক করে এগিয়ে দেয় মাথার তলে, ফের রগের সঙ্গে লেপটে যাওয়া তাঁর বিরল চুলগুলোও বিন্যস্ত করে দেয়।

রোগী ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নিজের হাতে। লেভিন টের পেলেন যে উনি তাঁর হাত নিয়ে কিছু একটা করতে চান, কোথায় যেন সেটা টানছেন। আড়ষ্ট হাতে ঢিল দিলেন। হ্যাঁ, হাতটা উনি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে চুমু খেলেন। ফোঁপানিতে কাঁপতে কাঁপতে, কথা বলার শক্তি হারিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ওই যে ইতালীয়ান ভদ্রকন্যাটি আবৃত্তি করে — নতুন রাশেল' — ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে এতটুকু আফশোস বোধ না করে শিল্পীর দিকে চাইতে অনায়াসে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

কিন্তু মিখাইলোভ ছবিটা সম্পর্কে মতামতের অপেক্ষা করছেন লক্ষ করে বললেন:

'আমি শেষ বার ছবিটা যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ওটা অনেক ভালো হয়ে উঠেছে এখন। যেমন তখন, তেমনি এখনো আমায় অসাধারণ অভিভূত করেছে পিলাতের মূর্তি। বেশ বোঝা যায় মানুষটাকে — সদাশয়, খাশা লোক, কিন্তু অস্থিমজ্জায় এক আমলা, যে দেখতে পাচ্ছে না কী সে করছে। তবে আমার মনে হয়...'

মিখাইলোভের চঞ্চল মুখখানা হঠাৎ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যাকুলতাবশে পারলেন না, ভান করলেন যে কাশছেন। গোলেনিশ্যেভের শিল্প বোঝার ক্ষমতাকে আগে তিনি যত তুচ্ছই জ্ঞান করে থাকুন, আমলা হিশেবে পিলাতের মুখভাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সঠিক ওই মন্তব্যটা যত তুচ্ছই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো সম্পর্কে কিছু না বলে প্রথম ওই ধরনের তুচ্ছ মন্তব্য তাঁর কাছে যত অপমানকর লাগতে পারত তা সত্ত্বেও মিখাইলোভ উল্লসিত হয়ে উঠলেন কথাটায়। পিলাতের মূর্তি সম্পর্কে গোলেনিশ্যেভ যা বলেছেন, তিনিও তাই ভাবতেন। লক্ষ লক্ষ অন্যান্য যে মতও সঠিক হত বলে মিখাইলোভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এটা তারই একটা হলেও গোলেনিশ্যেভের মন্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পেল না তাঁর কাছে। এ মন্তব্যের জন্য গোলেনিশ্যেভকে ভালো লেগে গেল তাঁর এবং বিষাদ থেকে হঠাৎ উল্লাসে পেণছে গেলেন। সমস্ত জীবিতের অনির্বচনীয় জটিলতা নিয়ে গোটা ছবিটা তৎক্ষণাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। পিলাতকে যে তিনি ওইভাবেই বুঝেছিলেন সেটা আবার বলবার চেষ্টা করলেন মিখাইলোভ; কিন্তু ঠোঁট তাঁর অবাধ্য হয়ে কাঁপতে থাকল, বলতে পারলেন না তিনি। ভ্রন্স্কি আর আন্নাও কী যেন বলাবলি করছিলেন চাপা গলায়, প্রদর্শনীতে যেভাবে লোকে বলে থাকে খানিকটা শিল্পীকে আঘাত না দেবার জন্য আর শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্বোধ যে উক্তি করে বসা খুবই সহজ, সেটা উচ্চকণ্ঠে না বলার জন্য খানিকটা। মিখাইলোভের মনে হল ছবিটা ওঁদের ওপরও ছাপ ফেলেছে। কাছে গেলেন তিনি।

'কী আশ্চর্য খ্রিস্টের মুখভাব!' আন্না বললেন, যাকিছু তিনি দেখেছিলেন তা সবের মধ্যে এই মুখভাবটাই তাঁর ভালো লেগেছিল এবং টের পাচ্ছিলেন যে এটাই ছবিটার মধ্যবিন্দু হওয়ায় তার প্রশংসা শিল্পী-কে খুশি করবে। 'বেশ দেখা যাচ্ছে যে পিলাতের জন্যে করুণা হচ্ছে তাঁর।'

তাঁর ছবি এবং খ্রিস্টের মূর্তি সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ সঠিক যেসব মন্তব্য হতে পারত, এটাও তারই একটা। আন্না বলেছেন যে পিলাতের জন্য খ্রিস্টের করুণা হচ্ছে। খ্রিস্টের মুখে করুণার ভাবও থাকার কথা বৈকি, কেননা তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, অপার্থিব প্রশান্তি, মৃত্যু বরণের আর বাক্যব্যয়ের নিষ্ফলতা সম্পর্কে চেতনার ভাব। বলাই বাহুল্য, পিলাতের মধ্যে আমলা আর খ্রিস্টের মধ্যে করুণা তো থাকবেই, কেননা একজন রক্তমাংসের জীবন অন্যজন আত্মিক জীবনের প্রতিমূর্তি। এই সব এবং আরও অনেক কিছু চিন্তা ঝলক দিয়ে গেল মিখাইলোভের মনে এবং ফের তিনি উল্লসিত বোধ করলেন।

'আর কিভাবে আঁকা হয়েছে মূর্তিটা, কত হাওয়া। প্রদক্ষিণ করা যায়'— গোলেনিশ্যেভ বললেন, স্পষ্টতই এতে করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে মূর্তিটার বিষয়বস্তু ও সারার্থে তাঁর অনুমোদন নেই।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য ওস্তাদি!' বললেন ভ্রন্স্কি, 'পেছনদিককার এই লোকগুলো-কে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! একেই বলে টেকনিক!' কথাটা বললেন তিনি গোলেনিশ্যেভের উদ্দেশে, এই টেকনিক আয়ত্ত করতে ভ্রন্স্কি নিজের হতাশা জানিয়ে ওঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা কয়েছিলেন তার ইঙ্গিত করে।

'সত্যি আশ্চর্য!' পুনরাবৃত্তি করলেন গোলেনিশ্যেভ আর আন্না। মিখাইলোভ তখন একটা তুরীয় অবস্থায় থাকলেও টেকনিক নিয়ে মন্তব্যটা তাঁকে বড়ো মর্মাহত করল, ভ্রন্স্কির দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ চুপসে গেলেন। এই টেকনিক কথাটা প্রায়ই শুনেছেন তিনি, কিন্তু তাতে কী বোঝায় সেটা একেবারেই বোধগম্য হত না তাঁর। তিনি জানতেন যে কথাটায় ছবির মর্মবস্তুর মোটেই অপেক্ষা না করে তা আঁকতে পারার যান্ত্রিক নৈপুণ্য বোঝাচ্ছে। বর্তমান এই প্রশংসাটার মতো প্রায়ই তিনি লক্ষ করেছেন যে টেকনিককে রাখা হয় ভেতরকার পরাকাষ্ঠার বিপরীতে, যেন যে জিনিসটা ভালো নয় তাকেও আঁকা যায় ভালো করে। তিনি জানতেন যে আসল সৃষ্টিটার ক্ষতি না করে তার আবরণগুলো মোচনে, সমস্ত আবরণ

মোচনে অনেক মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন; কিন্তু সেটা শিল্পরচনা নয়, টেকনিকও নয়। তিনি যা দেখছেন তা যদি দেখা দেয় কোনো একজন শিশু বা তাঁর রাঁধুনির কাছে, তাহলে তারাও তিনি যা দেখেছেন তার খোসা ছাড়িয়ে দেবে। অথচ অতি অভিজ্ঞ ও নিপুণ চিত্রকর-টেকনিশিয়ান শুধুই যান্ত্রিক দক্ষতায় কিছুই আঁকতে পারবেন না যদি আগে মর্মবস্তুর রূপরেখা তিনি আবিষ্কার করতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি দেখেছেন যে টেকনিকের কথাই যদি ওঠে, তাহলে তার জন্য তাঁকে বাহবা দেবার কিছু নেই। যাকিছু তিনি এঁকেছেন আর আঁকছেন তার সবেতেই তিনি চোখ-জ্বালানো এমন ত্রুটি দেখছেন যা ঘটেছে আবরণ মোচনের অসতর্কতা থেকে, কিন্তু গোটা সৃষ্টিকর্মটাকে নষ্ট না করে তখন তা আর শোধরানো যায় না। আর প্রায় প্রতিটি মূর্তি আর মুখাবয়বে তিনি দেখতে পেতেন পুরোপুরি মোচন না করা আবরণের অবশেষ যা মাটি করে দিচ্ছে ছবিটাকে।

'আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি...' গোলেনিশ্যেভ বললেন।

'ওহ্, অত্যন্ত খুশি হব, বলুন-না' — মিখাইলোভ বললেন কপট হেসে।

'সে কথাটা এই যে আপনার খ্রিস্ট হয়েছে মনুষ্য-দেব, দেব-মনুষ্য নয়। তবে আমি জানি যে আপনি তাই আঁকতে চেয়েছিলেন।'

'যে খ্রিস্ট আমার প্রাণের মধ্যে নেই, তাঁকে তো আর আঁকতে পারি না আমি' — বিমর্ষ মুখে বললেন মিখাইলোভ।

'তা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি আমার ভাবনাটা আমায় বলতে দেন... ছবিটা আপনার এত সুন্দর যে আমার মন্তব্যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আপনার মত ভিন্ন। আপনার বক্তব্যটাই অন্যরকম। কিন্তু ধরা যাক শিল্পী ইভানভ। আমি মনে করি খ্রিস্টকে যদি একটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পর্যবসিত করা হয়, তাহলে ইভানভের উচিত হত অন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নেওয়া যা আরও তাজা, আরও চিত্তাকর্ষক।'

'কিন্তু শিল্পের কাছে এটাই যদি হয় একটা মহত্তম প্রসঙ্গ?'

'খুঁজলে অন্য প্রসঙ্গও পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে যুক্তি-তর্ক মানে না শিল্প। ইভানভের চিত্রের সামনে আস্তিক বা নাস্তিক দু'য়ের কাছেই প্রশ্ন উঠবে: এটা কি ঈশ্বর নাকি নয়? এতে ভেঙে পড়ছে সাধারণ একটা আবেশ।'

'কেন? আমার ধারণা' — বললেন মিখাইলোভ, 'শিক্ষিত লোকের কাছে এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে না।'

গোলেনিশ্যেভ তা মানলেন না, তাঁর প্রথম মত ধরে থেকে আবেশের যে ঐক্য শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন, সেটা দিয়ে মিখাইলোভকে ভেঙেছেন।

মিখাইলোভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজের কথাটা প্রমাণের মতো কিছু বলতে পারলেন না।

॥ ১২ ॥

বন্ধুর বুদ্ধিমন্ত মুখরতায় বিব্রত হয়ে আন্না আর ভ্রন্‌স্কি অনেকখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, শেষ পর্যন্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষা না করে ভ্রন্‌স্কি গেলেন আরেকটা অনতিবৃহৎ ছবির কাছে।

'আরে, কী সুন্দর, কী যে সুন্দর! আশ্চর্য! কী সুন্দর!' সমস্বরে বলে উঠলেন তাঁরা।

'ওটায় কী ওঁদের অত ভালো লাগল?' ভাবলেন মিখাইলোভ! তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে দিনরাত ওটা নিয়ে খাটার সময় যে যন্ত্রণা ভুগেছেন, যে কষ্ট হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলেন তার কথা, যেমন সর্বদা তিনি ভুলে যান পরিসমাপ্ত ছবিগুলোকে। এমনকি ওটার দিকে তাকাতেও তাঁর ভালো লাগত না, টাঙিয়ে রেখেছেন শুধু ওটা কিনতে ইচ্ছুক জনৈক ইংরেজের আগমনের আশায়।

বললেন, 'ওটা এমনি একটা স্কেচ, অনেকদিন আগেকার।'

'কী সুন্দর!' স্পষ্টতত সত্যি করেই ছবিটার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বললেন গোলেনিশ্যেভও।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে দুটি ছোটো ছেলে মাছ ধরছে। বড়ো ছেলেটি সবেমাত্র ছিপ ফেলেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে একটা ঝোপ থেকে তার ফাতনাটাকে বার করার, এই কাজেই সে একেবারে মগ্ন; যেটি ছোটো, সে শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, এলোমেলো শণরঙা মাথাটা ভর দিয়ে আছে তার হাতে, নীল ভাবাকুল চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কী সে ভাবছে?

ছবিটার প্রশংসায় মিখাইলোভের মনে তাঁর অতীতের দোলা জেগে উঠেছিল, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, অতীত নিয়ে এই অলস ভাবাবেগ তাঁর ভালো লাগত না, তাই প্রশংসাগুলো তাঁকে আনন্দ দিলেও তিনি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন তৃতীয় একটি ছবিতে।

কিন্তু ভ্রন্স্কি শুধালেন ছবিটা বিক্রি হতে পারে কি না। দর্শকদের আগমনের ভাবনায় আন্দোলিত মিখাইলোভের কাছে এখন টাকাকড়ির ব্যাপারটা খুবই বিছছিরি ঠেকল।

বিমর্ষ কুণ্ঠিত মুখে তিনি বললেন, 'ওটা টাঙানো হয়েছে বিক্রির জন্যেই।'

অতিথিরা চলে গেলে মিখাইলোভ বসলেন পিলাত আর খিস্টের সামনে, যা যা বলা হয়েছিল, এমনকি বলা না হলেও অতিথিরা যা ভেবেছেন তাও আওড়াতে লাগলেন মনে মনে। আর আশ্চর্য: ওঁরা যখন এখানে ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যা অত গুরুত্ব ধরেছিল, তা সবই অর্থহীন হয়ে গেল। শিল্পীর আদ্যন্ত দৃষ্টিতে তিনি নিজের ছবিটা দেখতে লাগলেন এবং পরিপূর্ণতা আর সেই হেতু নিজের ছবির তাৎপর্যের একটা নিশ্চয়তায় তিনি পেঁছিলেন যা অন্য সবকিছু ভাবনা বর্জন করে যে একান্ত অভিনিবেশেই কেবল তিনি কাজ করতে পারতেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো খিস্টের পা ঠিক তেমনটা হয় নি। রঙের পাত্র নিয়ে আঁকতে লাগলেন তিনি। পা শোধরাতে শোধরাতেই তিনি অনবরত চাইছিলেন গৌণস্থানে রাখা জনের মূর্তির দিকে। দর্শকেরা এটি লক্ষ করেন নি, কিন্তু তিনি জানতেন এ মূর্তি পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা। পা-টা শেষ করে তিনি জনের মূর্তি নিয়ে লাগবেন ভাবছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে বড়ো বেশি উত্তেজিত বলে নিজেকে বোধ হল তাঁর। যখন তিনি নিরুত্তাপ আর যখন তিনি বড়ো বেশি ভাবাকুল, সবকিছু বড়ো বেশি দেখতে পাচ্ছেন, এর কোনো অবস্থাতেই তিনি কাজ করতে পারতেন না। শীতলতা থেকে উদ্দীপনার মাঝখানে কেবল একটা ধাপেই কাজ করা সম্ভব হত তাঁর পক্ষে। কিন্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উদ্বেল। ভাবছিলেন ছবিটা ঢেকে ফেলবেন, কিন্তু থেমে গেলেন, আচ্ছাদনের চাদরটা হাতে ধরে পরমানন্দের হাসি নিয়ে অনেকখন ধরে দেখতে লাগলন জনের মূর্তিটা। অবশেষে যেন

বিষণ্ণ হয়ে চোখ ফেরালেন, চাদরটা টাঙিয়ে ক্লান্ত কিন্তু প্রসন্ন চিত্তে ফিরে গেলেন বাড়ি।

খুব চাঙ্গা হয়ে, ফুর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দ্রন্স্কি, আন্না আর গোলেনিশ্চেভ। মিখাইলোভ আর তাঁর ছবিগুলো নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন। আলাপে বার বার করে উঠছিল প্রতিভা শব্দটা। তাতে তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন মন ও হৃদয় নির্বিশেষে সহজাত, প্রায় দৈহিক একটা সামর্থ্যের কথা, যা দিয়ে তাঁরা শিল্পীর সবকিছু অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে চাইছিলেন। শব্দ তাঁদের দরকার পড়েছিল, কারণ যা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না, অথচ ইচ্ছে হচ্ছিল কথা বলার আর তার একটা নামকরণ দরকার। তাঁরা বলছিলেন যে ওঁর প্রতিভা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেটা বিকশিত হতে পারে না — যেটা আমাদের রুশী শিল্পীদের সাধারণ দুর্ভাগ্য। তবে ছেলেদুটির ছবিটা ওঁদের স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল এবং থেকে থেকেই উঠছিল তার কথা।

'কী অপরূপ! কী করে ওটা উনি করতে পারলেন আর কী সহজে! ছবিটা যে কী সুন্দর তা নিজেই জানেন না। না, ছাড়া চলবে না, কিনব ওটাকে' — দ্রন্স্কি বললেন।

॥ ১৩ ॥

দ্রন্স্কিকে ছবি বিক্রি করলেন মিখাইলোভ, আন্নার পোর্ট্রেট আঁকতেও রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে এসে কাজ শুরু করলেন তিনি।

পঞ্চম দিন থেকে ছবিটা সবাইকে, বিশেষ করে দ্রন্স্কিকে চমৎকৃত করে দিলে শুধু আন্নার সঙ্গে তার সাদৃশ্যেই নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যেও। আন্নার ওই বিশেষ সৌন্দর্যটা মিখাইলোভ কেমন করে যে ধরতে পারলেন আশ্চর্য। 'তার অন্তরের এই সুমধুর অভিব্যক্তিটা ধরতে হলে আন্নাকে জানা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, আমি যেমন করে ভালোবাসেছি' — দ্রন্স্কি ভাবলেন, যদিও আন্নার অন্তরের সুমধুর অভিব্যক্তিটা তিনি জানতে পেরেছেন কেবল এই পোর্ট্রেটটা থেকেই। কিন্তু অভিব্যক্তিটা এত সত্য যে দ্রন্স্কির এবং অন্যান্যদের মনে হল ওটা অনেকদিন থেকেই তাঁদের জানা।

তাঁর নিজের আঁকা পোর্ট্রেটটা সম্বন্ধে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমি কত দিন থেকে মাথা ঠুকছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি নি, আর উনি তাকিয়ে দেখেই এ'কে ফেললেন। এই হল টেকনিকের মানে।'

'যথাসময়ে তা দেখা দেবে' — বললেন গোলেনিশ্চেভ, তাঁর ধারণায় ভ্রন্‌স্কির প্রতিভাও আছে এবং বড়ো কথা শিক্ষাও আছে যাতে শিল্প সম্পর্কে একটা সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে তাঁর পক্ষে। ভ্রন্‌স্কির প্রতিভা বিষয়ে গোলেনিশ্চেভের প্রত্যয় পুষ্ট হয়েছে আরও এই জন্য যে তাঁর দরকার ছিল যে ভ্রন্‌স্কি তাঁর প্রবন্ধগুলি আর ভাবধারণায় দরদ দেখান, প্রশংসা করুন এবং তিনি অনুভব করতেন যে প্রশংসা ও সমর্থন হওয়া উচিত পারস্পরিক।

পরের বাড়িতে, বিশেষত ভ্রন্‌স্কির পালাৎসোতে মিখাইলোভকে মোটেই সে মানুষ মনে হত না যা তিনি ছিলেন নিজের স্টুডিওতে। তিনি থাকতেন নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বিরূপ, যেন যাদের তিনি শ্রদ্ধা করেন না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভয় পাচ্ছেন তিনি। ভ্রন্‌স্কিকে তিনি সম্বোধন করতেন হুজুর বলে আর আন্না ও ভ্রন্‌স্কি আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও ডিনারের জন্য থেকে যেতেন না এবং সিটিঙের জন্য ছাড়া আসতেন না এখানে। অন্য যেকোনো লোকের চেয়ে ওঁর সঙ্গেই আন্না মিষ্টি ব্যবহার করতেন বেশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন নিজের পোর্ট্রেটটার জন্য। তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোভাব ছিল শ্রদ্ধারও অধিক এবং স্পষ্টই বোঝা যেত নিজের ছবিটা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। শিল্পের আসল একটা বোধ সম্পর্কে মিখাইলোভকে জ্ঞান দান করার সুযোগ কখনো ছাড়তেন না গোলেনিশ্চেভ। কিন্তু সবার প্রতিই মিখাইলোভ রইলেন সমান নিরুত্তাপ। ওঁর দৃষ্টি থেকে আন্না টের পেতেন যে তাঁকে চেয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে; কিন্তু আন্নার সঙ্গে কথোপকথন এড়িয়ে যেতেন তিনি। তাঁর চিত্রকলা নিয়ে ভ্রন্‌স্কির কথাবার্তায় গোঁ ধরে চুপ করে থাকতেন তিনি, আর ভ্রন্‌স্কির ছবিটা তাঁকে দেখানো হলে সমান গোঁ ধরে চুপ করে রইলেন। গোলেনিশ্চেভের আলাপ তাঁর কাছে কষ্টকর লাগত কিন্তু তাঁর কথায় আপত্তি করতেন না কখনো।

মোটের ওপর ওঁরা যখন মিখাইলোভকে আরও ভালো করে জানতে পারলেন তখন তাঁর চাপা, বিরূপ, যেন-বা শত্রুতামূলকই মনোভাবে ওঁদের সকলেরই ভারি অপছন্দ হয়েছিল তাঁকে। সিটিঙগুলো যখন শেষ হল,

হাতে ওঁদের রয়ে গেল অপূর্ব পোর্ট্রেটটা এবং মিখাইলোভ আসা বন্ধ করলেন, খুশি হয়েছিলেন তাঁরা।

গোলেনিশ্চেভই সবার মনের কথাটা বললেন, যথা — ভ্রন্‌স্কিকে স্রেফ ঈর্ষা করতেন মিখাইলোভ।

'ধরা যাক ঈর্ষা করতেন না, কেননা প্রতিভা আছে ওঁর, কিন্তু এই জন্যে ওঁর রাগ হত যে উঁচু মহলের ধনী একটি লোক, তদুপরি কাউণ্ট (সবাই ওরা যে এটা ঘৃণা করে) বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই ওঁর চেয়ে এমনকি ভালো হলেও একইরকম আঁকছেন, যেক্ষেত্রে উনি এর পেছনে দিয়েছেন গোটা জীবন। প্রধান কথা হল শিক্ষা, যেটা ওঁর নেই।'

ভ্রন্‌স্কি মিখাইলোভের পক্ষ নিলেন, কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করতেন কথাটা, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে নিঃস্ব অন্য একটা জগতের লোক ঈর্ষা করবেই।

জীবন থেকে মিখাইলোভ আর ভ্রন্‌স্কি আন্নার যে একই পোর্ট্রেট এ'কেছেন, তা থেকে তাঁদের ভেতর প্রভেদটা কী সেটা ভ্রন্‌স্কির চোখে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল না। মিখাইলোভের পরে তিনি শুধু আন্নার যে পোর্ট্রেটটা আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন, মনে করলেন ওটা এখন নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় জীবন নিয়ে তাঁর ছবি কিন্তু এ'কে চললেন তিনি এবং তিনি নিজে, গোলেনিশ্চেভ, বিশেষ করে আন্না, সবার কাছেই ছবিটা মনে হল অতি চমৎকার, কেননা নামকরা ছবিগুলির সঙ্গে তাঁর ছবির মিল মিখাইলোভের চেয়ে বেশি।

ওদিকে মিখাইলোভ কিন্তু আন্নার পোর্ট্রেটে খুব ডুবে গেলেও সিটিঙগুলো যখন শেষ হল, শিল্প নিয়ে গোলেনিশ্চেভের মতামত শোনার প্রয়োজন রইল না, ভুলে যেতে পারেন ভ্রন্‌স্কির ছবিটাকে, তখন তিনি বেশি খুশি হলেন ওঁদের চেয়েও। তিনি জানতেন যে চিত্রকলা নিয়ে ভ্রন্‌স্কির ছেলেখেলা নিষিদ্ধ করা চলে না; ওঁর এবং সমস্ত অপেশাদারদেরই যা খুশি আঁকার পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বিছছিরি লেগেছিল তাঁর। মোম দিয়ে বড়ো একটা পুতুল বানিয়ে লোকে যদি সেটাকে চুমু খায় তা বারণ করা যায় না। কিন্তু যে প্রেমে পড়েছে, লোকটা যদি তার পুতুল নিয়ে যায় তার কাছে, এবং প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তাকে সে যেভাবে আদর করে সেইভাবে লোকটা আদর করতে থাকে তার পুতুলকে, তাহলে প্রেমিকের খারাপ লাগবে। ভ্রন্‌স্কির ছবি দেখে সেইরকম একটা বিশ্রী অনুভূতি

হয়েছিল তাঁর: তাঁর একাধারে হাসি পেয়েছিল, রাগ হয়েছিল, কর্ণা বোধ করেছিলেন তিনি, নিজেকে মনে হয়েছিল অপমানিত।

চিত্রকলা আর মধ্য যুগ নিয়ে ভ্রন্স্কির নেশা বেশি দিন টিকল না। শিল্পরুচি তাঁর এতখানি ছিল যে নিজের ছবি তিনি শেষ করতে আর পারলেন না। আঁকা থেমে গেল। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন কী ত্রুটি ছবিটার, প্রথমটায় সামান্য লক্ষণীয় হলেও আঁকা চালিয়ে গেলে সেগুলো হয়ে উঠবে মারাত্মক। তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটল সেটা ঘটেছে গোলেনিশ্চেভের ক্ষেত্রে, যিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর বলার কিছু নেই এবং ক্রমাগত এই বলে আত্মপ্রতারণা করছিলেন যে তাঁর ভাবনাটা এখনো পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি, তিনি খাটছেন সেটা নিয়ে আর মালমশলা সংগ্রহ করে চলেছেন। কিন্তু গোলেনিশ্চেভকে এটা তিক্ত করে তুলছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল, ভ্রন্স্কি ওদিকে আত্মপ্রতারণা করতে ও নিজেকে কষ্ট দিতে পারেন না, বিশেষ করে পারেন না তিক্ত হয়ে উঠতে। নিজের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তায় তিনি কিছু না বলে, কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়ে শিল্পচর্চা বন্ধ করলেন।

আন্না বিস্মিত হন তাঁর মোহভঙ্গে। অথচ ঐ চর্চাটা ছাড়া ইতালীয় শহরে তাঁর ও আন্নার জীবন তাঁর কাছে এত একঘেয়ে লাগল, পালাৎসো হঠাৎ হয়ে উঠল স্পষ্টত এত জীর্ণ আর নোংরা, কার্নিসের ভাঙা পলেস্তারা, পর্দায় দাগ এবং মেঝেতে ফুটো এত বিশ্রী দেখাত, সেই একই গোলেনিশ্চেভ, ইতালীয় প্রফেসার আর জার্মান পর্যটকের সেই একই সাহচর্য এত বিরক্তিকর দাঁড়াল যে দরকার পড়ল জীবনটা বদলে নেবার। তাঁরা স্থির করলেন যাবেন রাশিয়ায়, গ্রামে। ভ্রন্স্কি ঠিক করলেন পিটার্সবুর্গে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবেন আর আন্নার ইচ্ছা ছেলেকে দেখার। গ্রীষ্মটা তাঁরা কাটাবেন ভাবলেন ভ্রন্স্কির পৈত্রিক মহালে।

॥ ১৪ ॥

লেভিনের বিয়ের পর তৃতীয় মাস চলছে। সুখী তিনি, তবে যা আশা করেছিলেন মোটেই সে ধরনে নয়। প্রতি পদে তাঁর চোখে পড়ত আগের স্বপ্নগুলোয় মোহভঙ্গ আর অপ্রত্যাশিত নতুন মোহ। লেভিন সুখী, কিন্তু

সংসার পেতে তিনি প্রতি পদে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যা কল্পনা করেছিলেন সেটা মোটেই ওরকম নয়। প্রতি পদে তিনি যা অনুভব করছিলেন সেটা সেই লোকের দশার মতো যে মুগ্ধ হয়ে হ্রদে মসৃণ, নিশ্চিন্ত নৌকা বাওয়া দেখার পর নিজেই উঠেছে সে নৌকায়। সে দেখতে পাচ্ছে টলমল না করে স্থির হয়ে বসে থাকা দরকার তাই শুধু নয়, মাথাও খিলাতে হবে, মুহূর্তের জন্যও ভোলা চলবে না কোথায় যাওয়া দরকার, পায়ের নিচে জল, দাঁড় বাইতে হবে, অনভ্যস্ত হাত ব্যথা করছে, নৌকা বাওয়া দেখতেই শুধু সহজ, বাইতে যাওয়া অতি আনন্দের হলেও অতিশয় কঠিন।

যখন অবিবাহিত ছিলেন, অন্যদের দাম্পত্য জীবন, ছোটোখাটো ঝামেলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্ষা দেখে তিনি শুধু অবজ্ঞাভরে হেসেছেন মনে মনে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে এ সব শুধু হবে না তাই নয়, মনে হত তার বাইরের চেহারাটাও হবে একেবারেই অন্যদের জীবনের মতো নয়। হঠাৎ তার বদলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জীবনটা বিশেষ রকমের কিছু একটা হয়ে উঠল না শুধু তাই নয়, গড়ে উঠল ঠিক সেই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়েই যাকে তিনি আগে অত অবজ্ঞা করেছেন কিন্তু যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন একটা অসাধারণ ও অকাট্য গুরুত্ব লাভ করেছে। এবং লেভিন দেখলেন যে এই সব তুচ্ছ জিনিসগুলোর সুব্যবস্থা করা মোটেই তেমন সহজ নয়, যা তাঁর মনে হয়েছিল আগে। পারিবারিক জীবনের একটা যথাযথ ধারণা তাঁর আছে বলে ধরে নিলেও অন্য সমস্ত পুরুষের মতোই তিনিও শুধু প্রেমের পরিতৃপ্তিকেই পারিবারিক জীবন বলে কল্পনা করতেন যাতে কোনো কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটতে দেওয়া চলে না, ছোটোখাটো ঝামেলায় তা থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। তাঁর ধারণায়, তিনি নিজের কাজ করে যাবেন আর কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন ভালোবাসার সুখাবেশে। কিটিকে হতে হবে শুধুই প্রিয়তমা। কিন্তু সমস্ত পুরুষের মতো উনিও ভুলে গিয়েছিলেন যে কিটিরও কাজ করা প্রয়োজন। আর তাঁর দেখে অবাক লাগল যে কাব্যময়ী অপরূপা কিটি কিভাবে পারিবারিক জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই শুধু নয়, প্রথম কয়েকটা দিনেই টেবিল-ক্লথ, আসবাব, অতিথিদের জন্য শয্যা, ট্রে, বাবুর্চি, ডিনার ইত্যাদির কথা ভাবতে, মনে করতে, তা নিয়ে ব্যস্ত হতে পারল। সেই পাণি-প্রার্থী থাকার সময়েই যে দৃঢ়তায় কিটি বিদেশে যেতে আপত্তি জানিয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে গ্রামে যাবে, যেন কী দরকার তেমন কিছু একটা তার

জানাই আছে, নিজের ভালোবাসা ছাড়াও বাইরের জিনিস নিয়ে সে ভাবতে পারছে, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন লেভিন। তখন সেটা ক্ষুণ্ণ করেছিল তাঁকে আর এখন বার কয়েক তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছে ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তার ব্যস্ততা আর দুর্ভাবনা। কিন্তু উনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে ওটা কিটির দরকার। আর এই ঝামেলাগুলো কেন সেটা না বুঝলেও, তাতে তাঁর হাসি পেলেও কিটিকে ভালোবাসতেন বলে এতে মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। মস্কো থেকে আনা আসবাবগুলো কিটি যেভাবে সাজিয়েছে, নিজের এবং তাঁর ঘর যেভাবে নতুন করে গোছগাছ করেছে, পর্দা টাঙিয়েছে, যেভাবে ভবিষ্যৎ অতিথিদের এবং ডল্লির জন্য ঘর ঠিক করে ফেলেছে, যেভাবে নিজের নতুন দাসীর জন্য জায়গা বরাদ্দ করেছে, যেভাবে ডিনারের বরাত করত সে, আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে খাদ্যভাণ্ডারের ভার থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাতে হাসতেন লেভিন। বৃদ্ধ পাচক মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখত, হাসত, শুনত তার আনাড়ী ও অসম্ভব হুকুমগুলো; দেখতে পেতেন যে ভাঁড়ারে তরুণী বধূর নতুন নির্দেশগুলোয় আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিন্তিতভাবে সস্নেহে মাথা নাড়ছেন; কিটিকে লেভিনের অসাধারণ মিষ্টি লাগত যখন আধো কেঁদে আধো হেসে তাঁর কাছে এসে সে অনুযোগ করত যে দাসী মাশা তাকে বাবুবাড়ির অকস্মা মেয়ে বলে মনে করে, তাই কেউ তার কথা শোনে না। এটা তাঁর মিষ্টি লাগলেও অদ্ভুত মনে হত এবং তিনি ভাবতেন ওটা বাদ দিতে পারলেই বরং ভালো।

পিতৃগৃহে কিটির মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত ক্ভাস বা বাঁধাকপি, কি চকোলেট খাবে কিন্তু কোনোটাই জুটত না, আর এখন সে যা ইচ্ছা ফরমাশ দিতে পারে, কিনতে পারে স্তূপাকৃতি চকোলেট, যত খুশি টাকা খরচ করা যায়, ইচ্ছামতো বরাত করা সম্ভব মিষ্টি কেকের, এই যে পরিবর্তনটা কিটি অনুভব করত, সেটা বুঝতেন না লেভিন।

কিটি এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডল্লির আসার সানন্দ স্বপ্নে বিভোর, কেননা শিশুগুলির যার যা পেয়ারের কেক তার হুকুম দিতে পারবে সে, আর ডল্লি কদর করবেন তার ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের। কিটি নিজেই জানত না কেন এবং কিসের জন্য, কিন্তু গৃহস্থালী তাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে টানত। স্বতঃবোধে বসন্ত আসন্ন অনুভব করায় এবং এইটে জানা থাকায় যে দুর্যোগের দিনও আসবে, সে তার নীড়টি বাঁধছিল যেমন পারে, তাড়াতাড়ি করছিল একই সঙ্গে বাসা বাঁধতে আর কী করে তা বাঁধতে হয় শিখে নিতে।

বিবাহোত্তর সমন্বিত সুখ সম্পর্কে লেভিনের যা আদর্শ, তার অতি বিরোধী এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিটির এই দুশ্চিন্তা ছিল একটা মোহভঙ্গ; আর এই মধুর যে ব্যস্ততাগুলোর অর্থ তিনি বুঝতেন না, আবার ভালো না বেসেও পারতেন না, তা হল নতুন মুগ্ধতাগুলির একটা।

দ্বিতীয় মোহভঙ্গ ও মুগ্ধতা হল কলহ। লেভিন কদাচ কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর ও স্ত্রীর মধ্যে কোমলতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্ভব; আর হঠাৎ কিনা প্রথম দিনগুলোয় ঝগড়া বাধল আর কিটি ওঁকে বলে দিলে যে উনি ওকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল নিজেকে, কাঁদলে, হাত ঝটকালে।

প্রথম ঝগড়াটা হয়েছিল কারণ লেভিন নতুন একটা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ফেরেন আধ ঘণ্টা দেরি করে, কেননা তাড়াতাড়ি একটা রাস্তা ধরতে গিয়ে পথ হারান। বাড়ি তিনি আসেন কেবল কিটির কথা, তার ভালোবাসা, নিজের সুখের কথা ভাবতে ভাবতে আর যতই কাছিয়ে আসছিলেন ততই বেশি করে তাঁর মধ্যে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠছিল। ঘরে তিনি ঢুকলেন ছুটতে ছুটতে এবং একই হৃদয়াবেগ নিয়ে, শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে গিয়ে তিনি যখন পাণিপ্রার্থনা করেন এটা তার চেয়েও প্রবল। হঠাৎ তিনি দেখলেন কিটির গোমড়া মুখ যা আগে কখনো দেখেন নি। চুমু খেতে চেয়েছিলেন লেভিন, কিন্তু কিটি ঠেলে সরিয়ে দিলে তাঁকে।

'কী হল?'

'তোমার তো ফুর্তি লাগছে দেখছি...' কিটি শুরু করলে শান্তভাবে একটা বিষাক্ত সুর ফোটাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু যেই সে মুখ খুলল, অমনি অর্থহীন ঈর্ষায় ভর্ৎসনার কথাগুলো, এই আধ ঘণ্টা জানলার কাছে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সময় যা কিছু তাকে পীড়িত করেছে তা সব অনর্গল বেরিয়ে এল। বিবাহের পর গির্জা থেকে কিটিকে নিয়ে আসার সময় লেভিন যা বোঝেন নি, সেটা স্পষ্ট বুঝলেন কেবল এই প্রথম। তিনি বুঝলেন যে কিটি শুধু তাঁর আপনজন নয়, তিনি জানেনই না কোথায় কিটির শেষ আর তাঁর শুরু। সেটা তিনি বুঝলেন সেই মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার যে যন্ত্রণাকর অনুভূতি তাঁর হচ্ছিল তা থেকে । প্রথম মিনিটটায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই

তিনি টের পেলেন যে কিটি তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না, কেননা নিজেই তিনি কিটি। প্রথম মুহূর্তটায় তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা সেই লোকের মতো যে পেছন থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গুঁতো খেয়ে রাগে আর প্রতিশোধস্পৃহায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দোষীকে খুঁজে খুঁজে দেখে যে দোষ তারই, এবং নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে নিজেই সে গুঁতো মেরেছে নিজেকে, কারো ওপর রাগ করার নেই, ব্যথাটা মেনে নিয়ে সয়ে যেতে হবে।

এর পরে আর কখনো তিনি এটা এত তীব্রভাবে অনুভব করেন নি, কিন্তু সেই প্রথম বার অনেকখন সুস্থির হতে পারেন নি তিনি। স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তিতে কৈফিয়ৎ দাবি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিটির দোষটা তাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন; কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া, যে ফাটলটা সমস্ত বিপত্তির কারণ তাকে বাড়িয়ে তোলা। অভ্যস্ত একটা প্রবণতা ছিল দোষটা নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে কিটির ওপর চাপানো; কিন্তু প্রবলতর আরেকটা প্রবণতা তাঁকে টানছিল তাড়াতাড়ি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফাটলটাকে বাড়তে না দিয়ে মিটিয়ে ফেলা। এমন অন্যায় একটা অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকা কষ্টকর, কিন্তু নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ওকে দগ্ধানো হবে আরো খারাপ। আধঘুমন্ত লোকের যন্ত্রণা হলে যেমন হয়, তার মতো তিনি চাইছিলেন রুগ্ন অঙ্গটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে, কিন্তু চৈতন্যোদয় হতে টের পেলেন যে রুগ্ন অঙ্গটা তিনি নিজে। সে অঙ্গটা যাতে সহিষ্ণু হয়, তাতে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত এবং সে চেষ্টা তিনি করলেন।

মিটমাট হয়ে গেল ওঁদের। নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিন্তু লেভিনকে তা না বলে কিটি ওঁর প্রতি আরো কোমল হয়ে উঠল, ভালোবাসার দ্বিগুণ একটা নতুন সুখ বোধ করলেন তাঁরা। কিন্তু সংঘাতের পুনরাবৃত্তি হতে এমনকি ঘন ঘনই এবং খুবই অপ্রত্যাশিত ও তুচ্ছ কারণে, কোনো বাধা হল না এতে। সংঘাতগুলো হচ্ছিল ঘন ঘন, কারণ তখনও তাঁরা জানতেন না পরস্পরের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ কারণেও বটে যে এই প্রথম দিকটায় উভয়েরই মেজাজ প্রায়ই থাকত বিগড়ে। একজনের মেজাজ যখন ভালো থাকত আর অন্যজনের খারাপ তখন শান্তিভঙ্গ হত না, কিন্তু যখন দু'জনেরই মেজাজ খারাপ থাকত, তখন সংঘাত বাধত এমন দুর্বোধ্য তুচ্ছ কারণে যে পরে মনে করতে পারতেন না তাঁরা ঝগড়াটা বেধেছিল কী নিয়ে। এ কথা ঠিক যে দু'জনেরই মন ভালো থাকলে জীবনের আনন্দ হয়ে

উঠত দ্বিগুণ। তাহলেও এই প্রথম দিকটায় দুঃখের একটা সময় গিয়েছিল তাঁদের।

প্রথম দিককার গোটা এই সময়টায় বিশেষ তীব্রভাবে অনুভূত হত, যে শেকলটায় তাঁরা বাঁধা, যেন তার দু'দিকেই চলছে এক একটা হে'চকা টানাটানি। মোটের ওপর মধুচন্দ্রিকা, অর্থাৎ বিয়ের পরেকার মাসটা, লোকপ্রথা অনুসারে যা থেকে অনেকিছু আশা করছিলেন লেভিন, তা মধুময় তো হলই না, বরং দু'জনের মনেই তা তাঁদের জীবনের একটা দুর্বিষহ ও হীনতাসূচক সময়ের স্মৃতি রেখে গেল। এই যে অসুস্থ সময়টায় দু'জনেই স্বাভাবিক থাকতেন কদাচিৎ, স্বপ্রকৃতিস্থ থাকতেন কদাচিৎ, তার সমস্ত কদর্য, লজ্জাকর ঘটনাগুলো তাঁরা দু'জনেই পরবর্তী জীবনে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন সমানভাবে।

মস্কোয় তাঁরা গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। সেখান থেকে ফেরার পর দাম্পত্য জীবনের কেবল তৃতীয় মাসেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠল মসৃণ।

॥ ১৫ ॥

সবে তাঁরা মস্কো থেকে ফিরে একা হতে পেরে খুশি হলেন। লেভিন তাঁর স্টাডিতে টেবিলের সামনে বসে লিখতেন। আর বিয়ের পর প্রথম ক'দিন গাঢ় বেগুনী রঙের যে পোশাকটা সে পরত, লেভিনের কাছে যা ছিল বিশেষ আদৃত ও মনে রাখার মতো, সেটা কিটি আবার পরলে এবং স্টাডিতে লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমলে সর্বদা যেটা থাকত, চামড়া-বাঁধাই সেই পুরনো সোফাটায় বসে broderie anglaise* বুনে যেত। লেভিন ভাবতেন আর লিখতেন এবং সর্বদা কিটির উপস্থিতি অনুভব করে আনন্দ হত তাঁর। বিষয়-আশয় দেখা এবং যে বইটাতে কৃষিকর্মের মূল নীতিগুলি বিবৃত করার কথা, তানিয়ে খাটুনি তিনি ছেড়ে দেন নি; কিন্তু যে অন্ধকারে তাঁর জীবন সমাচ্ছন্ন ছিল, তার তুলনায় আগে যেমন এই খাটুনি আর চিন্তাপ্রয়াস ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি সুখের উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ জীবনের তুলনায় সমান গুরুত্বহীন ও ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল।

বিলাতি এম্ব্রয়ডারি (ফরাসি)।

কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর মনোযোগের ভারকেন্দ্র সরে গেছে অন্য জিনিসে আর তার ফলে এখন ব্যাপারটা তিনি দেখছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং আরও পরিষ্কার করে। আগে কাজগুলো তাঁর কাছে ছিল জীবন থেকে পরিত্রাণ। আগে তিনি অনুভব করতেন যে এই কাজটা ছাড়া জীবন হবে বড়ো বেশি তিমিরাচ্ছন্ন। এখন জীবন যাতে বড়ো বেশি একটানা রকমের উজ্জ্বল না হয়ে পড়ে তার জন্য কাজটা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। ফের নিজের কাগজগুলো নিয়ে যা লিখেছেন পড়ে দেখে তিনি খুশি হলেন যে কাজটা নিয়ে খাটার সার্থকতা আছে। কাজটা নতুন এবং তা উপকার দেবে। তাঁর আগেকার চিন্তার বহুকিছু তাঁর কাছে মনে হল অবান্তর এবং তা চরমে গেছে, কিন্তু গোটা বিষয়টা মনে মনে নতুন করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ায় অনেক সমস্যাই পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। রাশিয়ার কৃষির দুরবস্থার কারণ নিয়ে নতুন একটা অধ্যায় তিনি লিখলেন এবার। তিনি দেখাচ্ছিলেন যে রাশিয়ায় দারিদ্র্য দেখা দিচ্ছে শুধু ভূসম্পত্তির বেঠিক বণ্টন আর ভুল পরিচালনার জন্য নয়। ইদানীং এতে সহায়তা করছে রাশিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে আমদানি করা বাইরের সভ্যতা, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, যা থেকে ঘটছে শহরগুলির কেন্দ্রীভবন, বিলাস বৃদ্ধি এবং তার পরিণামে কৃষির ক্ষতি করে ফ্যাক্টরি-ভিত্তিক শিল্প, ক্রেডিট আর তার সহচর শেয়ার-বাজারি ফাটকার বিকাশ। তাঁর মনে হচ্ছিল যে দেশে সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই ব্যাপারগুলিই আসবে, তবে শুধু তখন, যখন কৃষিতে যথেষ্ট শ্রম ঢালা হয়েছে, যখন কৃষি চলছে সঠিক পথে, অন্তত নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে; দেশের সম্পদ বাড়া চাই সমভাবে, বিশেষ করে এমনভাবে যাতে সম্পদের অন্যান্য শাখা কৃষিকে ছাড়িয়ে না যায়; কৃষি যে নির্দিষ্ট মানটায় রয়েছে তারই উপযোগী রূপে বাড়া উচিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমাদের ভূমির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে যে রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে, সেটা হয়েছে অকালে এবং রেলপথ দ্বারা কৃষির যে সাহায্য হবে আশা করা হয়েছিল তার বদলে রেলপথ কৃষিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, আর শিল্প ও ক্রেডিটের বিকাশ ঘটিয়ে কৃষিকে থামিয়ে রেখেছে, জীবদেহে কোনো একটা অঙ্গের অকালে ও একপেশে বৃদ্ধিতে যেমন দেহের সাধারণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রাশিয়ায় সম্পদের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইউরোপে

ফ্যাক্টরিগুলি কালোপযোগী এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় হলেও ফ্যাক্টরিগুলির কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি আমাদের এখানে কৃষির সুব্যবস্থা করার উপস্থিত প্রশ্ন নাকচ করে দিয়ে ক্ষতিই করেছে।

আর ওদিকে লেভিন যতক্ষণ লিখছেন, কিটি তখন ভাবছে তরুণ প্রিন্স চার্স্কির প্রতি কী অস্বাভাবিক মনোযোগ দেখিয়েছে তার স্বামী। চলে আসার আগে কিটির প্রতি প্রিন্স হয়ে উঠেছিলেন অতি অশিষ্ট ধরনে গদগদ। কিটি ভাবছিল, 'ও যে হিংসে করে! ওহ্ ভগবান, অথচ কী মিষ্টি আর বোকা ও। আমার জন্যে ঈর্ষা হয় ওর! যদি ও জানত যে আমার কাছে ওদের সবার দাম পিওতর বাবুর্চির চেয়ে বেশি নয়' — নিজের কাছেই অদ্ভুত মালিকানা অনুভূতি নিয়ে লেভিনের মাথার পেছনটা আর লাল ঘাড়ের দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে, 'কাজ থেকে ওকে টেনে আনতে কষ্ট হচ্ছে অবিশ্যি (তবে ও পরে লিখে ফেলতে পারবে!), কিন্তু ওর মুখ আমায় দেখতে হবে। ও কি টের পাচ্ছে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি? চাই ও যেন ফিরে তাকায়!.. চাই, কিন্তু!' ওঁর ওপর তার দৃষ্টির এভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য সে চোখ মেললে আরো বড়ো বড়ো করে।

'হ্যাঁ, ওগুলো রসটুকু শুষে নিয়ে একটা মিথ্যে রোশনাই ছাড়ে' — বিড়বিড় করে লেখা থামালেন লেভিন আর কিটি তাঁর দিকে হেসে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মুখ ফেরালেন।

'কী হল?' হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'ফিরে তাকাল তাহলে' — মনে মনে ভাবল কিটি। এবং ওঁর দিকে তাকিয়ে কাজ থেকে সরানো হয়েছে বলে রাগ করেছেন কিনা তা আন্দাজ করার চেষ্টা করে বললে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তুমি যেন আমার দিকে চাও।'

'তা, শুধু দুজনে মিলে থাকতে ভালোই তো লাগে! আমার লাগে' — সুখের হাসিতে জ্বলজ্বলে হয়ে কিটির কাছে এসে লেভিন বললেন।

'এত ভালো লাগছে আমার! কোথাও আমি যাব না, বিশেষ করে মস্কোয়।'

'কী ভাবছিলে?'

'আমি? আমি ভাবছিলাম... না, না, যাও লেখো গে, অন্য দিকে মন দিয়ো না' — কিটি বললে ওষ্ঠ সংকুচিত করে, 'আমায় এখন এইগুলো কাটতে হবে, দেখছ, এই ছেঁদাগুলো।'

কাঁচি নিয়ে কাটতে শুরু করল সে।

॥ ১৯ ॥

'প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে উদ্ঘাটিত করেছে শিশু আর সরলদের কাছে' — সে সন্ধ্যায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় কিটি সম্পর্কে এই কথা মনে হচ্ছিল লেভিনের।

বাইবেলের এই উক্তিটা লেভিনের মনে পড়ছিল এই জন্য নয় যে নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন। নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন না, কিন্তু এও তাঁর না জানা থাকার নয় যে তিনি নিজের স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরেন এবং এও তাঁর অজানা নয় যে মৃত্যুর কথা যখন তিনি ভেবেছিলেন, তখন সেটা ভেবেছিলেন প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়েই। অতি ধীমান বহু পুরুষ, যাঁদের রচনা তিনি পড়েছেন, তাঁরা প্রসঙ্গটা নিয়ে ভেবেছেন অথচ তাঁর স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা যা জানেন তার এক শতাংশও তাঁরা জানতেন না। এই দুই নারীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কাতিয়া — নিকোলাই ভাই তাকে যে নামে ডেকেছিলেন, যে নামে তাকে ডাকতে লেভিনের এখন খুবই ভালো লাগছে, এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারে একরকম। দু'জনেই নিঃসন্দেহেই জানেন জীবন কী জিনিস, মৃত্যু কী জিনিস। এবং লেভিনের মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তার কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, এমনকি প্রশ্নগুলিকেই না বুঝলেও ঘটনাটার তাৎপর্যে দু'জনের কোনো সন্দেহ নেই এবং তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ অন্যান্য লোকের সঙ্গেও তাঁরা জিনিসটা দেখেন একইভাবে। মৃত্যু কী সেটা যে তাঁরা জানেন দৃঢ়ভাবে তার প্রমাণ মুমূর্ষুর কাছে কিভাবে চলতে হবে সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে বোঝেন এবং ভয় পান না তাতে। লেভিন এবং অন্যান্য অনেকে কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেও স্পষ্টতই সেটা জানেন না, কেননা মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান আর লোকে যখন মরছে তখন কী করা দরকার সেটা বোঝেন না একেবারেই। লেভিন যদি এখন ভাইয়ের কাছে একা থাকতেন, ভাইয়ের দিকে তিনি তাহলে চাইতেন আতংকে এবং আরো বেশি আতংকে প্রতীক্ষা করতেন মৃত্যুর, তা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না।

শুধু তাই নয়, কী বলবেন, কেমন করে তাকাবেন, কিভাবে হাঁটবেন তাও জানা নেই তাঁর। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা মনে হত অপমানকর, তা চলে না; মৃত্যু নিয়ে, বিষাদ নিয়ে কথা বলা. তাও চলে না। চুপ করে থাকা — চলে না। 'চেয়ে দেখব — ও ভাববে আমি ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছি,

ভয় পাচ্ছি; চাইব না — ও ভাববে আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন। পা টিপে টিপে হাঁটব — ও চটে যাবে। পা ফেলে হাঁটব — বিবেকে বাধে।' কিটি কিন্তু স্পষ্টতই নিজের কথা ভাবছিল না, ভাবার সময়ই ছিল না তার; ভাবছিল ওঁর কথা; কিছু সে জানত বলে সবই উৎরে যেত ভালোই। ওঁর কাছে সে গল্প করে বলত নিজের কথা, বিয়ের কথা, হাসত, কষ্ট হত ওঁর জন্য, দরদ দেখাত, আরোগ্যলাভের ঘটনা শোনাত, আর সবই উৎরে যেত ভালোই; তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে ও জানে। কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাজগুলো যে স্বতঃপ্রবৃত্তিবশে নয়, জীবধর্মী নয়, অবিবেচনাপ্রসূত নয়, তার প্রমাণ দৈহিক শুশ্রূষা, যন্ত্রণার লাঘব ছাড়াও আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটি, মুমূর্ষুর জন্য দু'জনেরই দাবি ছিল দৈহিক সেবা-শুশ্রূষার চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার, এমনকিছুর, দৈহিক পরিস্থিতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। পরলোকগত বুড়োটা প্রসঙ্গে আগাফিয়া মিখাইলোভনা বলেছিলেন: 'তা ভগবানের কৃপা, গির্জায় পবিত্র অন্ন-সুরা নিলে, গাত্রলেপন দেওয়া হল, ভগবান করুন আমরা সবাই যেন অমনি করে চলে যেতে পারি।' কাতিয়াও ঠিক একইভাবে বিছানাপত্র, শয্যাক্ষত, পানীয় সম্পর্কে সমস্ত যত্ন ছাড়া প্রথম দিনই রোগীকে বোঝাতে পেরেছিল যে অন্ন-সুরা আর গাত্রলেপন দরকার।

রাত্রে রোগীর কাছ থেকে নিজেদের নেওয়া দুই কামরায় ফিরে লেভিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নৈশাহার, রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা, কী তাঁরা করবেন সে নিয়ে ভাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে পারছিলেন না তিনি; লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। পক্ষান্তরে কিটি ছিল সচরাচরের চেয়েও বেশি কর্মচঞ্চল। এমনকি সচরাচরের চেয়েও সজীবই। রাতের খাবার আনতে বললে সে, নিজেই জিনিসপত্র বাছাবাছি করলে, নিজেই সাহায্য করলে বিছানা পাততে আর তাতে পারস্যীয় পাউডার ছিটাতে ভুললে না। তার মধ্যে ছিল এমন একটা উদ্যম আর চিন্তার ক্ষিপ্রতা যা পুরুষদের ভেতর জেগে ওঠে লড়াই, সংগ্রামে নামার আগে, জীবনের বিপজ্জনক ও নির্ধারক মুহূর্তগুলোয়, পুরুষ যখন বরাবরের মতো দেখিয়ে দেয় তার মূল্য, দেখিয়ে দেয় যে তার গোটা অতীতটা বৃথায় কাটে নি, এই মুহূর্তগুলিরই প্রস্তুতি চলেছিল তখন।

কিটির সমস্ত কাজ চলছিল ফূর্তিতে, বারোটা না বাজতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী করে গোছগাছ হয়ে গেল সব জিনিসের, এমন একটা

বিশেষ ধরনে যে হোটেলের কামরা হয়ে দাঁড়াল নিজের বাড়ি, কিটির নিজের ঘরখানার মতো: বিছানা তৈরি, ব্রুশ চিরুনি আয়না সাজানো, ন্যাপকিন পাতা।

লেভিনের মনে হচ্ছিল, খাওয়া, ঘুমানো, এমনকি কথা বলাও এখন অমার্জনীয়, অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতিটি হাবভাব হবে অশোভন। কিটি কিন্তু তার ব্রুশগুলো বাছলে এবং বাছলে এমনভাবে যে মনে আঘাত পাবার মতো কিছু রইল না তাতে।

তবে খেতে ওঁরা পারলেন না, অনেকখন ঘুম আসে নি, এমনকি শুতেও যান নি অনেকখন।

'কাল গাত্রলেপনে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার' — একটা ব্লাউজ পরে নিজের ভাঁজ করা আয়নাটার কাছে বসে সুরভিত নরম চুলে ঘন ঘন চিরুনি চালাতে চালাতে কিটি বললে, 'এরকম ক্রিয়াকর্ম আমি কখনো দেখি নি, তবে জানি, মা বলেছেন ওতে আরোগ্য-লাভের প্রার্থনা হয়।'

'সত্যিই কি তুমি ভাবছ যে ও সেরে উঠতে পারে' — যতবার কিটি চিরুনি চালাচ্ছিল ততবার তার গোল মাথার পেছন দিকে সরু যে সারিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

'আমি ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম: উনি বললেন তিন দিনের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। তবে ওঁরা কি আর সব জেনে ফেলতে পারেন? যাই বলো, ওঁকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পেরেছি বলে আমি খুব খুশি' — চুলের তল থেকে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে কিটি. 'সবই হতে পারে' — কিটি বললে সেই বিশেষ রকমের, খানিকটা ধূর্ত একটা ভাব নিয়ে যা ধর্মের বিষয়ে কথা বলতে গেলে সচরাচর ফুটে উঠত তার মুখে।

যখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি তখন ধর্ম নিয়ে একটা আলাপের পর লেভিন বা কিটি কেউ আর ও প্রসঙ্গ কখনো তোলেন নি, কিন্তু কিটি গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনা করার অনুষ্ঠানগুলো পালন করে এসেছে সর্বদা একইরকম এক শান্ত চেতনায় যে ওটা দরকার। লেভিনের বিশ্বাস বিপরীত হলেও কিটির স্থির বিশ্বাস ছিল যে লেভিন তারই মতো, বলতে কি তারও চেয়ে ভালো খ্রিস্টান এবং এ নিয়ে যা তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর এক হাস্যকর পুরুষালী চাল, যেমন broderie anglaise সম্পর্কে বলেছিলেন যে সজ্জন লোকেরা ফুটো রিফু করে থাকে আর কিটি ফুটো করছে ইচ্ছে করে, এই আর কি।

'এই তো, ওই মেয়েটা, মারিয়া নিকোলায়েভনা এ সব করতে পারে নি' — লেভিন বললেন, 'আর... স্বীকার করতেই হবে, তুমি যে এসেছ তার জন্যে আমার খুব, খুবই আনন্দ হচ্ছে। এত তুমি নির্মল যে...' কিটির হাতখানা তিনি নিলেন, কিন্তু চুম্বন করলেন না (মৃত্যুর এই সান্নিধ্যে তার হস্তচুম্বন অসভ্যতা বলে মনে হল তাঁর কাছে), শুধু তার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে দোষীর মতো চেয়ে চাপ দিলেন।

'একলা তোমার বড়ো যন্ত্রণা হত' — এই বলে কিটি তৃপ্তিতে রাঙা হয়ে ওঠা গাল ঢেকে হাত উঁচু করে চাঁদির ওপর বেণী ছড়িয়ে খোঁপা বেঁধে কাঁটা গুজতে লাগল তাতে। 'না —' বলে চলল কিটি, 'ও যে জানত না... সৌভাগ্যের কথা যে আমি অনেককিছু শিখেছি সোডেনে।'

'সেখানে এমন রোগী ছিল নাকি?'

'ছিল আরো খারাপ।'

'তরুণ বয়সে ও যা ছিল সে মূর্তি ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করবে না কী চমৎকার ছেলে ছিল সে, কিন্তু তখন আমি ওকে বুঝতে পারি নি।'

'খুবই, খুবই বিশ্বাস করি। আমি বেশ বুঝতে পারছি ওঁর সঙ্গে, কী ভাব হয়ে যেত আমাদের' — কিটি বললে আর যা বলেছে তার জন্য ভয় পেয়ে গেল, স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ তার জলে ভরে উঠল।

'হ্যাঁ, হতে পারত' — লেভিন বললেন বিষণ্ন সুরে, 'এ ঠিক সেই মানুষ যাদের সম্পর্কে লোকে বলে ওনারা এ জগতের জন্যে নয়।'

'যাক গে, সামনের দিনগুলোয় কাজ আছে মেলা। শুতে হয়' — নিজের ক্ষুদে ঘড়িটার দিকে চেয়ে কিটি বললে।

॥ ২০ ॥

মৃত্যু

পরের দিন রোগীর অন্ন-সুরা পান ও গাত্রলেপন হল। অনুষ্ঠানের সময় নিকোলাই লেভিন প্রার্থনা করলেন আবেগভরে। ফুলকাটা তোয়ালেতে ঢাকা ছোটো একটা টেবিলের ওপর স্থাপিত দেবপটের দিকে নিবদ্ধ তাঁর

বড়ো বড়ো চোখে ফুটে উঠছিল যে আকুল আশা আর প্রার্থনা, তাতে লেভিনের ভয়ংকর লাগছিল সেদিকে চাইতে। লেভিন জানতেন, যে জীবনকে উনি ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ আরো দুঃসহই হবে এই আকুল প্রার্থনা আর আশায়। ভাইকে লেভিন চিনতেন, জানতেন তাঁর চিন্তাধারা। জানতেন যে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস এই জন্য আসে নি যে ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন তাঁর কাছে সহজ, এসেছে এই থেকে যে বিশ্বের ঘটনাপ্রপঞ্চের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক-পা এক-পা করে সংকুচিত করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাই তিনি জানতেন যে ধর্মে এই প্রত্যাবর্তনটা চিন্তার সেই পথটা ধরে ঘটে নি, এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এটা শুধু সাময়িক, স্বার্থপর একটা ব্যাপার, এসেছে আরোগ্যলাভের উন্মাদ আশা থেকে। লেভিন এও জানতেন যে তার শোনা অসাধারণ সব আরোগ্যলাভের ঘটনা বলে কিটি বাড়িয়ে তুলেছে আশাটা। এ সবই লেভিন জানতেন আর আশায় আকুল প্রার্থী এই দৃষ্টি, টান-টান কপালে ক্রুশচিহ্ন আঁকার জন্য অতিকষ্টে উত্তোলিত শীর্ণ ওই হাতের থোপা, হাড়-খোঁচা এই কাঁধ, ঘড়ঘড়ে ফাঁপা এই বুক, রোগী যে জীবনের প্রার্থনা করছিলেন তা যেখানে আর ধরবে না, এ সব দেখতে কষ্ট হচ্ছিল, যন্ত্রণা বোধ করছিলেন লেভিন। গুহ্য এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের সময় লেভিনও প্রার্থনা করছিলেন এবং নাস্তিক হয়েও হাজার বার যা তিনি করেছেন তাই করলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে তিনি বলছিলেন, 'তোমার অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে এই লোকটাকে ভালো করে দাও (এ তো বহুবার ঘটেছে), এতে করে তুমি ওকে আর আমাকেও বাঁচাবে।'

গাত্রলেপনের পর রোগীর হঠাৎ অনেক ভালো বোধ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি কাশেন নি, হেসেছেন, সাশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুমু খেয়েছেন কিটির হাতে এবং বললেন যে ভালো লাগছে তাঁর, কোথাও ব্যথা করছে না, ক্ষিদে আর শক্তি টের পাচ্ছেন। তাঁর কাছে সুপ আনতে তিনি এমনকি নিজে নিজেই উঠে বসলেন, চাইলেন কাটলেট। অবস্থা তাঁর যত নৈরাশ্যজনকই হোক, তাঁর দিকে চাইলেই তিনি যে আর সেরে উঠবেন না সেটা যত সুস্পষ্টরূপেই বোঝা যাক না কেন, এই এক ঘণ্টা লেভিন আর কিটি একইরকম সুখ, আর পাছে বা ভুল হয় — এমন একটা ভীতির দোলায় দুলছিলেন।

'ভালো বোধ হচ্ছে — হ্যাঁ, অনেক — আশ্চর্য — আশ্চর্যের কিছু নেই —

যতই হোক ভালো তো' — হেসে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলেন ওঁরা।

বিভ্রমটা বেশিক্ষণ টেকে নি। রোগী শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদেই জেগে ওঠেন কাশির দমকে। আর হঠাৎ তাঁর চারপাশের লোকেদের মধ্যে, তাঁর নিজের মধ্যেও নিবে গেল আশা। যন্ত্রণার বাস্তবতা নিঃসন্দেহে, এমনকি আগেকার আশার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে দিয়ে লেভিন, কিটি, স্বয়ং রোগীরও সব ভরসা গেল।

আধ ঘণ্টা আগে কী বিশ্বাস হয়েছিল সেটা স্মরণ করাটাও যেন লজ্জার কথা। রোগী সেটা ভুলে ছে'দা করা কাগজে মোড়া আইওডিনের শিশি চাইলেন শুঁকবার জন্য। লেভিন বয়ামটা দিলেন, আর গাত্রলেপনের সময় যেমন, তেমনি আকুল আশার একটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ভাইয়ের ওপর, আইওডিন শোঁকায় যে অলৌকিক কাণ্ড হতে পারে ডাক্তারের এই কথাটার সমর্থন চাইছিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

'কী কাতিয়া নেই?' অনিচ্ছায় লেভিন ডাক্তারের কথাটায় সায় দেবার পর উনি এদিক-ওদিক চেয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'নেই, তাহলে বলা যায়... ওর জন্যেই এই প্রহসনটা করলাম আমি। ভারি মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু তুই আর আমি তো আত্মপ্রতারণা করতে পারি না। হ্যাঁ, এইটাকে আমি বিশ্বাস করি' — হাড্ডিসার হাতে বয়ামটা চেপে ধরে শুঁকতে শুঁকতে বললেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটার পর নিজেদের কামরায় স্ত্রীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন লেভিন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে ছুটে এল মারিয়া নিকোলায়েভনা। বিবর্ণ সে, থরথর করছে ঠোঁট।

ফিসফিস করলে, 'মারা যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, মারা যাবে এখুনি।'

দু'জনেই ছুটে গেলেন ওঁর কাছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে দীর্ঘ পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে তিনি বসে ছিলেন খাটে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ফিসফিসিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'বোধ করছি যে চললাম' —অতি কষ্টে, কিন্তু অসাধারণ স্পষ্টতায় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত করে বললেন নিকোলাই। মাথা তুললেন না তিনি, শুধু ওপরে চোখ তুললেন, কিন্তু ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, 'কাতিয়া, চলে যাও!' যোগ করলেন তিনি।

লেভিন লাফিয়ে উঠে আদেশব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন চলে যেতে।

'চললাম' — নিকোলাই বললেন আবার।

'কেন তা ভাবছ?' কিছু একটা বলতে হয় বলে লেভিন বললেন।

'কারণ চললাম' — পুনরুক্তি করলেন যেন কথাটা মনে ধরে গেছে তাঁর, 'শেষ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা এল তাঁর কাছে।

বললে, 'আপনি শুলে পারেন, কিছু আরাম হত।'

'শিগগিরই শান্ত হয়ে শুয়ে থাকব। মরা' — বললেন উনি ব্যঙ্গভরে, রাগ করে, 'বেশ, যদি চান, শুইয়ে দিন।'

লেভিন ভাইকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। চোখ বুজে শুয়ে রইলেন মুমূর্ষু, কিন্তু মাঝে মাঝে কপালের পেশী তাঁর নড়ে উঠছিল, একাগ্রে প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন লোকের যেমন হয়। ওঁর ভেতরে এখন যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই ভাবার চেষ্টা করলেন লেভিন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ ধরার জন্য চিন্তার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শান্ত, কঠোর এই মুখখানায় যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে, ভুরুর ওপর পেশীর যে কাঁপন ফুটছিল তা দেখে লেভিন বুঝলেন যে মুমূর্ষুর কাছে কিছু একটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে এবং যা পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা অন্ধকারই থেকে যাচ্ছে লেভিনের কাছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই' — থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বললেন মুমূর্ষু। 'দাঁড়ান' — ফের চুপ করে গেলেন। 'তাই!' হঠাৎ শান্ত হয়ে টেনে টেনে বললেন যেন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে গেছে তাঁর কাছে: 'ওহ্ ভগবান' — বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর পা টিপে দেখল।

ফিসফিস করে বললে, 'ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

অনেকখন, লেভিনের যা মনে হল, অনেকখন রোগী শুয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। কিন্তু তখনও বেঁচে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। চিন্তার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লেভিন। টের পাচ্ছিলেন যে ভাবনার সমস্ত তাড়না সত্ত্বেও ওই 'তাই'-টা কী তা তিনি বুঝতে পারবেন না। টের পাচ্ছিলেন যে মুমূর্ষুর কাছ থেকে তিনি পেছিয়ে পড়েছেন অনেক আগে। মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না, তবে

থেকে থেকেই তাঁর মনে আসছিল এবার, এক্ষুনি কী করতে হবে তাঁকে, চোখ বুঁজিয়ে দিতে হবে, পোশাক পরাতে হবে, ফরমায়েশ দিতে হবে কফিনের। এবং আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে নিরুত্তাপ লাগছিল তাঁর, ভাইয়ের জন্য তাঁর দুঃখ, শোক, এমনকি করুণাও হচ্ছিল না। ভাই সম্পর্কে তাঁর কোনো মনোভাব এখন যদি থেকে থাকে, তবে সেটা মুমূর্ষু যা জেনেছেন আর তিনি যা জানেন না সেই জানাটার জন্য ঈর্ষা।

আরো অনেকখন তিনি অমনিভাবে পাশে বসে রইলেন শেষের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শেষ এল না। দরজা খুলে দেখা দিল কিটি। ওকে ফেরাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল মৃতের নড়াচড়া।

'যাস নে' — নিকোলাই বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। লেভিন সে হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশে ক্রুদ্ধ ইশারা করলেন চলে যেতে।

মৃতের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে লেভিন বসে রইলেন — আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা। এখন তিনি মৃত্যুর কথা আর আদৌ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কিটি এখন কী করছে, কে থাকে পাশের কামরায়, ডাক্তারের বাড়িটা কি নিজের। খিদে পাচ্ছিল তাঁর, ঘুম পাচ্ছিল। সন্তর্পণে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, পা টিপে দেখলেন রোগীর। পা ঠাণ্ডা, কিন্তু তখনও নিশ্বাস পড়ছে। লেভিন ফের পা টিপে টিপে চলে যেতে চাইছিলেন কিন্তু রোগী পুনরায় নড়েচড়ে উঠে বললেন:

'যাস নে।'

ভোর হল। রোগীর অবস্থা একইরকম। লেভিন ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে না তাকিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম ভাঙল, ভাইয়ের যে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছিলেন তার বদলে শুনলেন যে ভাই আগের অবস্থায় ফিরেছেন। ফের তিনি উঠে বসছেন, কাশছেন, খাচ্ছেন, কথা কইছেন, মৃত্যুর কথা আর বলছেন না, ফের আরোগ্যলাভের আশা করছেন, কিন্তু হয়েছেন আরও খিটখিটে আর মনমরা। ভাই বা কিটি কেউ শান্ত করতে পারলেন না তাঁকে। তিনি রেগে রইলেন সবার ওপর, সবাইকেই অপ্রীতিকর কথা বললেন, নিজের পীড়ার জন্য ভর্ৎসনা করলেন সবাইকে এবং দাবি করলেন তাঁর জন্য মস্কোর খ্যাতনামা ডাক্তার ডাকা হোক। কেমন তিনি বোধ করছেন, এ নিয়ে যত

প্রশ্ন তাঁকে করা হল, জবাব দিলেন সেই একই আক্রোশ আর তিরস্কারের সুরে:

'কষ্ট হচ্ছে ভয়ানক, অসহ্য!'

ক্রমেই কষ্ট বাড়তে লাগল রোগীর, বিশেষ করে শয্যাক্ষতগুলোর জন্য যা আর সারবার নয়। চারপাশের লোকজনদের ওপর ক্রমেই রাগ চড়তে থাকল তাঁর, সবকিছুর জন্যই তিরস্কার করলেন তাঁদের, বিশেষ করে মস্কোর ডাক্তার ডাকা হয় নি বলে। সর্বোপায়ে কিটি চেষ্টা করলে তাঁকে সাহায্য করার, শান্ত করার; কিন্তু সবই বৃথা হল, লেভিন দেখতে পেলেন যে কিটি নিজেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে যদিও সেটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। যে রাতে নিকোলাই ভাইকে ডেকেছিলেন, তখন জীবনের কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার দরুন সবার মনে যে মৃত্যুচিন্তা জেগেছিল এখন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সবাই জানতেন যে উনি অবশ্য-অবশ্যই এবং শিগগিরই মারা যাবেন, এখনই তিনি অর্ধমৃত। সবাই একটা জিনিসই চাইছিলেন — উনি যেন মারা যান তাড়াতাড়ি, আর সবাই সেটা গোপন রেখে ওষুধ ঢালছিল শিশি থেকে, অন্য ওষুধ আর ডাক্তারের খোঁজ করে তাঁকে, নিজেকে, পরস্পরকে ভুল বুঝ দিচ্ছিল। এ সবই ছিল জঘন্য, অপমানকর, অসৎ কপটতা। আর লেভিনের যা চরিত্র তাতে, তা ছাড়া মুমূর্ষুকে তিনি সবার চাইতে ভালোবাসতেন বলে এই কপটতা তাঁর কাছে মর্মান্তিক লেগেছিল।

সৎ ভাইদের মধ্যে অন্তত মরণের আগে মিটমাট করিয়ে দেবার কথা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন অনেক দিন থেকে। দাদা সের্গেই ইভানোভিচকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জবাব পেয়ে লেভিন সেটা পড়ে শোনান রোগীকে। সের্গেই ইভানোভিচ লিখেছেন যে তিনি নিজে আসতে পারছেন না, তবে মর্মস্পর্শী ভাষায় ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

রোগী কিছু বললেন না।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী লিখব ওকে? আশা করি তুমি রাগ করছ না ওর ওপর?'

'উঁহু, একটুও না' — বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন নিকোলাই, 'লিখে দে, আমার জন্যে যেন ডাক্তার পাঠায়।'

কাটল যন্ত্রণার আরো তিন দিন; রোগীর অবস্থা একইরকম। যারাই তাঁকে দেখছিল, সবাই তারা এখন তাঁর মরণ চাইছিল: হোটেলের চাপরাশি,

মালিক, হোটেলবাসী, ডাক্তার, মারিয়া নিকোলায়েভনা, লেভিন, কিটি — সবাই। শুধু রোগী এ বাসনা ব্যক্ত করেন নি, বরং রাগ করতেন ডাক্তার আনা হয় নি বলে, ওষুধ খেয়ে চললেন, বলতেন বাঁচার কথা। শুধু অবিরাম যন্ত্রণা থেকে আরাম দেবার জন্য আফিং দিলে বিস্মরণের মুহূর্তটার আধো ঘুমে মাঝে মাঝে বলতেন প্রাণের মধ্যে কী তাঁর সবচেয়ে প্রবল: 'আহ্, একটা শেষ হলেই বাঁচি!' কিংবা, 'কবে শেষ হবে!'

যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়ে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করল মৃত্যুর জন্য। কষ্ট হবে না এমন একটা অবস্থায় পড়ে থাকা, এমন একটা মুহূর্ত যখন ভুলে থাকা যায়, দেহের এমন একটা প্রত্যঙ্গ যা ব্যথা দিচ্ছে না, যন্ত্রণাকর ঠেকছে না, কিছুই ছিল না। এমনকি এই দেহের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ভাবনা, তা নিয়ে চিন্তা এখন ওই দেহটার মতোই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। অন্য লোককে দেখা, তাদের কথাবার্তা, নিজের স্মৃতিচারণ — সবই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। আশেপাশের লোকে সেটা টের পেত এবং তাঁর সামনে খোলাখুলি ঘোরা, কথা বলা, ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে অজ্ঞাতসারে বিরত থাকত। তাঁর সমস্ত জীবন মিলে গিয়েছিল যন্ত্রণার একটা অনুভূতি আর তা থেকে পরিত্রাণের কামনায়।

স্পষ্টতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল যা তাঁকে শেখাবে তাঁরই ইচ্ছার পরিপূরণ হিশেবে, সুখ হিশেবে মৃত্যুকে দেখতে। আগে যন্ত্রণা থেকে, অথবা ক্ষুধা, ক্লান্তি, তৃষ্ণার মতো অভাববোধ থেকে উদ্ভূত তাঁর এক-একটা ইচ্ছা মিটত দেহ দিয়ে, যাতে তৃপ্তি পাওয়া যেত; কিন্তু এখন অভাববোধ ও যন্ত্রণার উপশম হচ্ছিল না, তা মেটাবার চেষ্টা করতে গেলে দেখা দিত নতুন যন্ত্রণা। তাই সমস্ত ইচ্ছা মিলে গেল একটায়: সমস্ত যন্ত্রণা এবং তার উৎস দেহটা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছেয়। কিন্তু অব্যাহতি পাবার এ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না তাঁর, তাই সে ইচ্ছাটার কথা তিনি বলেন নি, শুধু অভ্যাসবশে তাঁর সেই ইচ্ছাগুলো মেটাবার দাবি করতেন যা আর মিটবার নয়। বলতেন: 'আমাকে ওপাশে কাত করে শোয়াও' — আর তক্ষুনি আবার দাবি করতেন আগে যেমন ছিলেন সেইভাবে রাখতে। 'বুলিয়ন খেতে দাও। নিয়ে যাও বুলিয়ন। কথা বলো, কেন চুপ করে আছ সবাই।' আর কথা বলতে শুরু করলেই তিনি চোখ বুজে ক্লান্তি, উদাসীনতা আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

শহরে আসার দশম দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ল কিটি। মাথা ধরেছিল, বমি করলে, সারা সকাল উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে।

ডাক্তার বললে অসুখের কারণ ক্লান্তি, অস্থিরতা, মনের শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তবে ডিনারের পর কিটি উঠে দাঁড়াল এবং বরাবরের মতো সেলাইটা নিয়ে গেল রোগীর কাছে। ঘরে ঢুকতে রোগী কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলায় হাসলেন ঘৃণাভরে। সারাটা দিন তিনি নাক ঝাড়লেন আর কাতরাতে লাগলেন করুণ সুরে।

'কেমন বোধ করছেন?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'খারাপ' — বহু কষ্টে বলতে পারলেন উনি, 'ব্যথা!'

'কোথায় ব্যথা?'

'সবখানে।'

'আজ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন' — মারিয়া নিকোলায়েভনা বললে যদিও ফিসফিসিয়ে, কিন্তু এমনভাবে যে অতি সজাগ রোগীর (লেভিনের সেটা চোখে পড়েছিল) তা কানে যাবার কথা। মারিয়া নিকোলায়েভনাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে লেভিন চাইলেন রোগীর দিকে। নিকোলাই কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর। দৃষ্টি তাঁর একইরকম ধিক্কারহানা ও তীব্র।

লেভিনের পেছু পেছু মারিয়া নিকোলায়েভনা করিডোরে বেরিয়ে আসতে লেভিন জিগ্যেস করলেন তাকে, 'কেন তা ভাবছেন?'

'উনি নিজেকে খামচাতে শুরু করেছেন' — বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'খামচানো মানে?'

'এই রকম' — নিজের উলের পোশাকটার ভাঁজ টেনে ধরে সে বললে। সত্যিই লেভিন লক্ষ করেছিলেন যে সারাটা দিন রোগী নিজেকে খামচেছেন যেন কিছু একটা টেনে ছিঁড়ে ফেলত চান।

সঠিকই হয়েছিল মারিয়া নিকোলায়েভনার ভবিষ্যদ্বাণী। রাতের দিকে হাতখানা তোলারও শক্তি রইল না রোগীর। দৃষ্টিতে একটা অপরিবর্তিত মনোযোগী কেন্দ্রীভূত ভাব নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। উনি যাতে তাঁদের দেখতে পান সে জন্য লেভিন আর কিটি তাঁর ওপর

ঝুঁকে এলেন, তখনো তিনি তাকিয়ে রইলেন একইভাবে। অন্তিম প্রার্থনা পাঠের জন্য পুরোহিত ডেকে পাঠাল কিটি।

পুরোহিত যখন প্রার্থনা পড়ছিলেন, মুমূর্ষুর মধ্যে জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না; চোখ ছিল বন্ধ। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেভিন, কিটি আর মারিয়া নিকোলায়েভনা। পাঠ তখনো শেষ হয় নি, মুমূর্ষু টান-টান হয়ে নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। পাঠ শেষ করে পুরোহিত তাঁর শীতল কপালে ক্রস ঠেকালেন, তারপর ধীরে ধীরে তা জড়িয়ে রাখলেন স্টোলে এবং নীরবে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা হয়ে আসা রক্তহীন বিশাল হাতখানা ছুঁলেন।

'মারা গেছে' — বলে পুরোহিত চলে যাবার উপক্রম করলেন। হঠাৎ দেখা গেল মৃতের লেপটে যাওয়া গোঁপ নড়ছে, এবং নীরবতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে সুনির্দিষ্ট একটা তীক্ষ্ন ধ্বনি:

'পুরো নয়... শিগগিরই।'

এক মিনিট বাদেই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোঁপের নিচে ফোটা হাসিতে এবং যে নারীরা জুটেছিল তারা সযত্নে সাজাতে লাগল তাঁকে।

ভাইয়ের চেহারা আর মৃত্যুর সান্নিধ্য লেভিনের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর প্রহেলিকায় আর সেইসঙ্গে তার সান্নিধ্য ও অনিবার্যতায় একটা আতংক জাগিয়ে তুলল, শরতের সেই সন্ধ্যায় ভাই তাঁর কাছে এলে যা হয়েছিল। এই অনুভূতিটা এখন আগের চেয়েও বেশি তীব্র; মৃত্যুর অর্থ ধরতে পারা তার কাছে আগের চেয়ে কম সম্ভব বলে বোধ হল; তার অনিবার্যতা আরো ভয়ংকর ঠেকল তাঁর কাছে; কিন্তু এখন স্ত্রী কাছে থাকায় সেটা তাঁকে হতাশায় ঠেলে দেয় নি; মৃত্যু সত্ত্বেও তিনি বেঁচে থাকা ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। টের পাচ্ছিলেন যে হতাশা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে ভালোবাসা আর হতাশায় পড়ার ভয় থেকে সে ভালোবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো প্রবল ও পূত।

মৃত্যুর যে রহস্যটা অজ্ঞেয় থেকে গেছে, সেটা তাঁর চোখের সামনে ঘটতে না ঘটতেই দেখা দিল সমান অজ্ঞেয় আরেকটা রহস্য যা প্রেম আর জীবনের চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিটি সম্পর্কে নিজের অনুমান সমর্থন করলেন ডাক্তার। কিটির অসুস্থতা তার গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ।

॥ ২১ ॥

বেট্‌সি আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যখন বুঝেছিলেন যে তাঁর কাছে শুধু এইটুকু চাওয়া হচ্ছে যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে স্ত্রীকে কষ্টে না ফেলে তাঁকে শান্তিতে রাখা হোক, স্ত্রী নিজেই যেটা চাইছেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি এত উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলেন যে নিজে কিছু স্থির করতে পারছিলেন না, নিজেই জানতেন না এখন কী তিনি চাইছেন এবং যাঁরা এত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন তাঁদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিজের সম্মতি জানাতে লাগলেন সবকিছুতে। শুধু আন্না যখন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে এবং ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা লোক পাঠালে জানতে সে তাঁর সঙ্গে খাবে, নাকি আলাদা, কেবল তখনই প্রথম তিনি তাঁর অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝলেন এবং আতংক হল তাঁর।

তাঁর অবস্থার সবচেয়ে মুশকিল ব্যাপারটা ছিল এই যে নিজের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে, মেনে নিতে তিনি পারছিলেন না। সে অতীতটা তাঁকে বিব্রত করছিল না যখন তিনি সুখে দিন কাটিয়েছেন স্ত্রীর সঙ্গে। সে অতীত থেকে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা জানতে পারার উৎক্রমণটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শহীদের মতো; সে অবস্থাটা ছিল কষ্টকর কিন্তু তাঁর কাছে বোধগম্য। স্ত্রী যদি তখন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাবার পর তাঁকে ত্যাগ করে যেতেন, তাহলে কষ্ট হত তাঁর, নিজেকে দুর্ভাগা মনে হত, কিন্তু এখন তিনি যে অতি নিরুপায়, নিজের কাছেই দুর্বোধ্য একটা অবস্থায় পড়েছেন, সেটা হত না। এখন তিনি নিজের সাম্প্রতিক ক্ষমা, নিজের মমতা, স্ত্রী আর অপরের ঔরসজাত সন্তানটির জন্য তাঁর ভালোবাসাকে মেলাতে পারছিলেন না এখন যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এইটের সঙ্গে যে এ সবের পুরস্কার হিশেবেই যেন তিনি এখন হয়ে পড়েছেন একা, কলংকিত, উপহাসাস্পদ, সবার কাছেই নিষ্প্রয়োজন এবং সবার কাছেই ঘৃণিত।

স্ত্রী চলে যাবার পর প্রথম দুই দিন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ উমেদারদের ও কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কমিটিতে যেতেন, এবং সচরাচরের মতোই বেরুতেন ক্যাণ্টিনে খাবার জন্য। কেন এটা করছেন সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই এই দুই দিন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি

নিয়োগ করেছেন একটা শান্ত, এমনকি নির্বিকার ভাবই বজায় রাখার জন্য। আন্না আর্কাদিয়েভনার ঘর আর জিনিসপত্রের কী ব্যবস্থা হবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন একটা লোকের ভাব নেবার জন্য প্রাণপণ করেছেন যার কাছে যা ঘটল সেটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, একসার সাধারণ ঘটনার কাঠামো তা ছাড়ায় না, এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেউ তাঁর মধ্যে হতাশার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় নি। কিন্তু আন্না চলে যাবার দ্বিতীয় দিন যখন কর্নেই ফ্যাশনেবল দোকানের বিল, আন্না যা শোধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে জানাল যে দোকানের লোকটি এখানে আছে, আলেক্সেই আলক্সান্দ্রভিচ বললেন লোকটাকে ডাকতে।

'মাপ করবেন হুজুর যে আপনাকে বিরক্ত করার গোস্তাকি করেছি, কিন্তু যদি বলেন হুজুরানির কাছে পাঠাতে, তাহলে কৃপা করে ওঁর ঠিকানাটা যদি দেন...'

লোকটির মনে হয়েছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী যেন ভাবছেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি ঘুরে গিয়ে টেবিলে বসলেন। হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে অনেকখন তিনি ওই অবস্থায় বসে রইলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু থেমে গেলেন।

কর্তার ভাবাবেগ বুঝতে পেরে কর্নেই দোকানের লোকটিকে বললেন অন্য দিন আসতে। ফের একা হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেলেন যে দৃঢ়তা ও প্রশান্তির ভূমিকা চালিয়ে যাবার শক্তি তাঁর আর নেই। অপেক্ষমাণ গাড়িটিকে চলে যাবার হুকুম দিয়ে তিনি বললেন কারো সঙ্গে তিনি আজ সাক্ষাৎ করবেন না, খেতেও গেলেন না তিনি।

তিনি অনুভব করলেন দোকানের এই লোকটি, কর্নেই, এবং এই দুই দিনে যাদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবার মুখে যে ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা তিনি পরিষ্কার দেখেছেন তার সর্বাত্মক চাপ সহ্য করার সাধ্য নেই তাঁর। তিনি অনুভব করছিলেন লোকেদের এই আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি অক্ষম, কেননা আক্রোশটা আসছে এই জন্য নয় যে তিনি খারাপ লোক (তাহলে ভালো হবার চেষ্টা করতে পারতেন তিনি), আসছে এই থেকে যে উনি লজ্জাকররূপে জঘন্যরকমে অসুখী। তিনি জানতেন যে এই জন্যই, বুক তাঁর শরবিদ্ধ বলেই ওরা তাঁর প্রতি নির্মম। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে যে আহত কুকুরটাকে অন্য কুকুরেরা যেমন করে মেরে ফেলে, তেমনি করেই তাঁকে

মেরে ফেলবে ওরা। তিনি জানতেন যে লোকেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের ক্ষতটা ঢেকে রাখা, এ দু'দিন তিনি অচেতনভাবে সে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখন অনুভব করলেন যে এই অসমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই।

হতাশা তাঁর আরো বেড়ে উঠল এই চেতনায় যে নিজের দুঃখে তিনি একেবারে একা। যাকে তিনি বলতে পারেন কী সহ্য করতে তাঁকে হয়েছে, উচ্চ রাজপুরুষ হিশেবে, উ'চু সমাজের লোক হিশেবে নয়, আর্ত মানুষ বলে তাঁর জন্য যে কষ্ট বোধ করবে এমন লোক শুধু পিটার্সবুর্গেই ছিল না তাই নয়; এমন লোক তাঁর কোথাওই ছিল না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বেড়ে উঠেছিলেন অনাথ অবস্থায়। দুই ভাই ওঁরা। পিতাকে তাঁদের মনেই পড়ে না। মা মারা যান যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দশ বছর বয়স। বিষয়-আশয় তেমন ছিল না, তাঁদের মানুষ করেন কারেনিন খুড়ো, বড়ো রকমের রাজপুরুষ, একদা প্রয়াত সম্রাটের প্রিয়পাত্র।

স্বর্ণপদক পেয়ে জিমন্যাসিয়াম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ খুড়োর সাহায্যে তক্ষুনি বড়ো চাকুরির পদ ধরেন এবং সেই থেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন চাকুরি ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাষে। জিমন্যাসিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কর্মক্ষেত্রে, কোথাও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নি। দাদা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আপন জন, কিন্তু তিনি কাজ করতেন বৈদেশিক মন্ত্রিদপ্তরে, প্রায় সর্বদা থাকতেন বিদেশে এবং সেখানেই মারা যান আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিবাহের কিছু পরেই।

যখন তিনি একটা গুবের্নিয়ায় প্রদেশপাল হিশেবে কাজ করছেন, তখন আন্নার পিসি, মফস্বলের এক ধনী অভিজাত তাঁর ভাইঝির সঙ্গে তখন আর যুবক না হলেও নবীন প্রদেশপালটির বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেন যে ওঁকে হয় পাণিপ্রার্থনা করতে হয়, নয় চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে। বহু দ্বিধা করেছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যত যুক্তি ছিল, বিপক্ষেও ততটাই, এবং এমন চূড়ান্ত যুক্তি কিছু ছিল না যাতে তিনি বাধ্য হন তাঁর এই নীতি পালটাতে: সন্দেহ থাকলে ক্ষান্ত থেকো; কিন্তু আন্নার পিসি জনৈক পরিচিত মারফত তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগান যে উনি বালিকাটিকে

অপদস্থ করেছেন, নিজের সম্মান রাখতে হলে তাঁর উচিত পাণিপ্রার্থনা করা। পাণিপ্রার্থনাই তিনি করলেন এবং যে ভাবাকুলতা তাঁর পক্ষে সম্ভব তা সবই ঢাললেন পাত্রী এবং স্ত্রীর ওপর।

আন্নার জন্য তাঁর যে টান হয়েছিল তাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হৃদ্যতার শেষ চাহিদাটুকুও নাকচ হয়ে যায়। আর এখন তাঁর পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বলতে নেই কেউ। যাকে বলা হয় যোগাযোগ তেমন ছিল অনেকই; কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল না। এমন লোক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অনেকেই ছিলেন যাঁদের তিনি খেতে ডাকতে, তাঁর দরকারী কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার অনুরোধ করতে পারতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতে চাইতেন কোনো উমেদারের, অন্যান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে; কিন্তু এই সব লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল রীতিনীতি আর অভ্যাসাদি দ্বারা অতি সুনির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তা থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সতীর্থ ছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা তাঁকে তিনি বলতে পারতেন; কিন্তু বন্ধুটি সুদূরের এক মফস্বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিটার্সবুর্গে যারা আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকট ও সম্ভবপর হতে পারে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ এবং ডাক্তার।

তাঁর কর্মাধ্যক্ষ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ স্লিউদিন একজন সহজ, বুদ্ধিমান, সহৃদয় ও নীতিনিষ্ঠ লোক, তাঁর জন্য লোকটির কিছু দুর্বলতা আছে বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেতেন; কিন্তু চাকুরির পাঁচ বছর কাজকর্মের ফলে তাঁদের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

কাগজগুলো সই করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন অনেকখন, কথা বলার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু পারলেন না। বাক্যটা তিনি তৈরি করেও রেখেছিলেন: 'আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছেন আপনি?' কিন্তু শেষ করলেন বরাবরের মতো এই বলে যে: 'তাহলে এটা আমার জন্যে তৈরি করে রাখবেন' — এবং ছেড়ে দিলেন তাঁকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ডাক্তার। তিনিও তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন; কিন্তু

বহুদিন হল দু'জনের মধ্যে একটা নীরব স্বীকৃতি দেখা দিয়েছে যে দু'জনেই কাজে ভারি ব্যস্ত, দু'জনেরই তাড়া আছে।

নিজের নারী বন্ধুদের কথা, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ভাবেন নি। সমস্ত নারীই স্রেফ নারী বলেই তাঁর কাছে ভয়াবহ আর বিরক্তিকর লাগত।

॥ ২২ ॥

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, কিন্তু তিনি ভোলেন নি তাঁকে। নিঃসঙ্গ হতাশার অতি দুঃসহ এই মুহূর্তেই তিনি এলেন তাঁর কাছে এবং কোনোরকম জানান না দিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্টাডিতে। দুই হাতে মাথা রেখে যে অবস্থায় তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখলেন কাউণ্টেস।

'L'ai forcé la consigne'* — দ্রুত পদক্ষেপে এবং বিচলিত হৃদয় ও দ্রুততার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'আমি সব শুনেছি, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, বন্ধু আমার!' দুই হাতে শক্ত করে ওঁর হাতে চাপ দিয়ে নিজের সুন্দর ভাবালু দৃষ্টি ওঁর চোখে নিবদ্ধ রেখে বলে চললেন তিনি।

ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'বসবেন না কাউণ্টেস? আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না কারণ আমি অসুস্থ, কাউণ্টেস' — উনি বললেন, ঠোঁট ওঁর কাঁপছিল।

'বন্ধু আমার।' তাঁর ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পুনরুক্তি করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। হঠাৎ ভুরু তাঁর জোড়ের জায়গায় উঁচু হয়ে উঠে একটা ত্রিভুজ গড়ে তুলল কপালে; কাউণ্টেসের অসুন্দর হলদেটে মুখখানা হয়ে উঠল আরো অসুন্দর; কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর জন্য কষ্ট হচ্ছে তাঁর, কেঁদেও ফেলবেন বুঝি। মন ভিজে উঠল তাঁর; কাউণ্টেসের মুটকো হাতখানা নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন তিনি।

* নিষেধ অমান্য করলাম (ফরাসি)।

'বন্ধু আমার!' ব্যাকুলতায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন কাউণ্টেস, 'দুঃখে ভেঙে পড়া আপনার উচিত নয়। আপনার দুঃখটা খুবই বেশি, কিন্তু সান্ত্বনা পেতে হবে আপনাকে।'

'আমি ভেঙে পড়েছি, মারা গেছি, আমি আর মানুষ নই' — ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, তাকিয়েই রইলেন ওঁর সজল চোখের দিকে। 'আমার অবস্থাটা সাংঘাতিক, কারণ কোথাও, এমনকি নিজের মধ্যেও আমি কোনো নির্ভরস্থল দেখতে পাচ্ছি না।'

'নির্ভরস্থল আপনি পাবেন, তার খোঁজ করুন, তবে আমার মধ্যে খুঁজবেন না, যদিও আমার বন্ধুত্বে বিশ্বাস রাখতে বলব আপনাকে' — দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন উনি। 'আমাদের নির্ভরস্থল হল প্রেম, সেই প্রেম যার উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের; তাঁর বোঝা হালকা' — তিনি বললেন সেই তুরীয় দৃষ্টি মেলে যা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের খুবই পরিচিত, 'উনি রক্ষা করবেন আপনাকে, সাহায্য করবেন।'

কথাগুলোর মধ্যে নিজের মহত্ত্বের জন্য একটা মমতা আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে যা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং পিটার্সবুর্গে সম্প্রতি যে নতুন তুরীয় অতীন্দ্রিয় মনোভাবের চল হয়েছে তা থাকলেও কথাগুলো শুনতে এখন ভালো লাগল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের।

'আমি দুর্বল। আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিছুই আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি আর এখন বুঝতে পারছি না কিছুই।'

'বন্ধু আমার —' পুনরুক্তি করলেন লিদিয়া ইভানোভনা।

'এখন যেটা নেই সেটা আমি হারাচ্ছি না, ও কথা নয়' — বলে গেলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'ও নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। এটা খারাপ, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।'

'ক্ষমা করার মহৎ যে কাজটা নিয়ে আমি এবং সবাই উচ্ছ্বসিত সেটা আপনি করেছেন তা নয়, আপনার বুকের মধ্যে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সেটা করেছেন' — তুরীয় উল্লাসে চোখ তুলে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'তাই নিজের আচরণের জন্যে আপনার লজ্জার কিছু নেই।'

ভুরু কুঁচকে হাত গুটিয়ে আঙুল মটকাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

সরু গলায় তিনি বললেন, 'সমস্ত খুঁটিনাটি আপনার জানা দরকার। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে কাউণ্টেস, আমি সেই সীমায় পেঁছেছি। সারা দিন আজ আমায় হুকুম দিতে হয়েছে, আমার নতুন একাকী অবস্থা থেকে যা আসছে' ('যা আসছে' কথাটার ওপর তিনি জোর দিলেন) 'সেই হুকুম দিতে হয়েছে সংসার নিয়ে। চাকর, গৃহশিক্ষিকা, বিল... ছোটো এই আগুনটা আমায় দগ্ধে মারছে। টিকে থাকার শক্তি আমার আর নেই। ডিনারে... কাল সন্ধ্যায় ডিনার ছেড়ে প্রায় চলে যাচ্ছিলাম আর কি। ছেলে আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, তা সইতে পারছিলাম না আমি। এ সবের মানে কী সেটা সে জিগ্যেস করে নি আমায়, তবে জিগ্যেস করতে চাইছিল, আর সে দৃষ্টি আমি সইতে পারছিলাম না। আমার দিকে তাকাতে সে ভয় পাচ্ছিল, তবে এইটুকুই সব নয়...'

বিলটার কথা বলবেন ভাবছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু গলা তাঁর কেঁপে গেল, থেমে গেলেন তিনি। নীল কাগজে টুপি আর ফিতের জন্য এই বিলটার কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না আত্মকরুণা বোধ না করে।

'আমি বুঝতে পারছি, বন্ধু আমার' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন, 'সবই আমি বুঝতে পারছি। আমার কাছ থেকে সাহায্য আর সান্ত্বনা আপনি পাবেন না। তাহলেও এলাম শুধু পারলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে। হীন করে তোলা ছোটো ছোটো এই সব ঝামেলা থেকে যদি রেহাই দিতে পারতাম আপনাকে... আমি বুঝতে পারছি যে নারীর মুখের কথা, নারীর হুকুম দরকার। আপনি সে ভার দেবেন আমায়?'

নীরবে, কৃতজ্ঞচিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওঁর হাতে চাপ দিলেন।

'আপনি আমি দু'জনে সেরিওজার দেখাশোনা করব। সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে আমি দুরস্ত নই। তাহলেও ভার নিচ্ছি, আমি হব আপনার ভাণ্ডারিণী। ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা তো করছি আমি নিজে নয়...'

'ধন্যবাদ না দিয়ে যে পারি না।'

'কিন্তু বন্ধু আমার, ওই যে মনোভাবটার কথা বললেন ওতে গা

ভাসাবেন না। খ্রিস্ট ধর্মের দিক থেকে যে জিনিসটা সবচেয়ে মহনীয় তার জন্যে আবার লজ্জা কি। যে নিজেকে নিচু করে, সে ওপরে ওঠে। আর আমাকে ধন্যবাদও দিতে পারেন না আপনি। ধন্যবাদ দিতে হয় ওঁকে, সাহায্য চান ওঁর কাছে। শুধু ওঁর কাছ থেকেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্বনা, ত্রাণ এবং প্রেম' — এই বলে তিনি আকাশের দিকে চোখ তুললেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সেটা অনুমান করলেন তাঁর নীরবতা থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শুনছিলেন তাঁর কথা। তাঁর যে উক্তিগুলো আগে বিশ্রী না হলেও অন্তত অনাবশ্যক মনে হত, সেগুলো এখন মনে হল স্বাভাবিক, সান্ত্বনাদায়ক। নতুন এই তুরীয় প্রেরণাটা ভালোবাসতেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী লোক, কিন্তু ধর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক অর্থে, আর নতুন যে মতবাদটা কিছু কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ দিচ্ছে, তা তর্ক ও বিশ্লেষণের পথ করে দিচ্ছে বলেই নীতির দিক থেকে তাঁর বিরাগ উদ্রেক করত। নতুন এই মতবাদটা সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন নিরুত্তাপ, এমনকি শত্রুভাবাপন্নই। কিন্তু কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই নিয়ে মেতে উঠলে তিনি কখনো তর্ক করেন নি তাঁর সঙ্গে, প্রাণপণে চেষ্টা করতেন নীরবতায় তাঁর চ্যালেঞ্জগুলো এড়িয়ে যেতে। এখন কিন্তু এই প্রথম তাঁর কথা শুনছিলেন তৃপ্তির সঙ্গে, মনের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ উঠছিল না তাঁর।

'আপনার কাজ আর কথা দুইয়ের জন্যেই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ' — ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আরো একবার বন্ধুর দুই হাতে চাপ দিলেন।

'এবার আমি কাজে নামছি' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশিষ্ট অশ্রুটুকু মুখ থেকে মুছে তিনি বললেন হেসে, 'আমি যাচ্ছি সেরিওজার কাছে। শুধু চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই আপনার দ্বারস্থ হব' — এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সেরিওজার কামরায় গিয়ে চোখের জলে ভীত ছেলেটির গাল ভিজিয়ে দিয়ে বললেন যে তার বাবা সাধু পুরুষ আর তার মা মারা গেছেন।

নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। সত্যিই তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সংসারের সুব্যবস্থা করা ও তা চালানোর ভার নিলেন। তবে তিনি যে বলেছিলেন, সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে তিনি দুরস্ত নন, সেটা কিন্তু অত্যুক্তি ছিল না। তাঁর সমস্ত হুকুম পালটাতে হচ্ছিল, কেননা সেগুলো অপালনীয়, আর পালটাচ্ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পোশাক-বরদার কর্নেই। সকলের অলক্ষ্যে সে এখন কারেনিন সংসার চালাতে লাগল এবং পোশাক পরাবার সময় শান্তভাবে সাবধানে তাঁকে জানাত কী দরকার। তাহলেও লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল খুবই: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তাঁকে একটা নৈতিক অবলম্বন যোগালেন তিনি এবং বিশেষ করে যা ভাবতে তাঁর ভালো লাগত, তাঁকে প্রায় খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন, অর্থাৎ উদাসীন ও অলস এক ধর্মবিশ্বাসীকে তিনি প্রায় পরিণত করলেন নতুন ব্যাখ্যার সেই মতবাদটার দৃঢ় ও প্রচণ্ড এক ভক্ততে যার হাওয়া তখন এসেছিল পিটার্সবুর্গে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রত্যয় জাগানো ছিল সহজ। লিদিয়া ইভানোভনা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি যারা গ্রহণ করেছে তেমন অন্যান্য সব লোকের মতো আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কল্পনার কোনো গভীরতা, মননের যে শক্তিতে কল্পনা থেকে উদ্ভূত ধ্যান-ধারণাগুলি হয়ে দাঁড়ায় এমন বাস্তব যে অন্যান্য ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সমন্বয় দাবি করে, সেটা তাঁর আদৌ ছিল না। মৃত্যু যে আছে শুধু অবিশ্বাসীদের জন্য, তাঁর জন্য নয়, এবং তিনি যেহেতু ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস কতটা তার বিচারকর্তা তিনি নিজে, সেইহেতু তাঁর প্রাণে কোনো পাপ নেই এবং এখানে, এই ইহলোকেই তিনি যে ত্রাণ পেয়ে গেছেন, এ ভাবনায় তিনি অসম্ভব বা অকল্পনীয় কিছু দেখলেন না।

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাটা যে আসছে অতি অনায়াসে এবং তা ভ্রান্ত, সেটা ঝাপসাভাবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে অনুভব করতেন তা ঠিক; তিনি জানতেন যে তাঁর ক্ষমাটা কোনো উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কিনা তা না ভেবেই তিনি যখন ঐ অকপট অনুভূতিটায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন তিনি সুখ পেয়েছিলেন এখনকার চেয়ে বেশি, যখন প্রতি মুহূর্তে তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রাণে বাস করছে খ্রিস্ট, কাগজপত্রগুলো সই করে তিনি তাঁর ইচ্ছাই পালন করছেন, তবে

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এই রকমটা ভাবা ছিল খুবই আবশ্যক, নিজের হীনতায় তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কল্পিত হলেও এমন একটা উচ্চতা লাভ করা যেখান থেকে সকলের কাছে ঘৃণিত তিনি অন্যদের ঘৃণা করতে পারবেন, ত্রাণ হিশেবে তিনি আঁকড়ে রইলেন নিজের কল্পিত ত্রাণটাকে।

॥ ২৩ ॥

অধ্যাত্মানন্দে আকুল এক বালিকা কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বিয়ে দেওয়া হয় খুব অল্প বয়সে, ধনী উচ্চবংশীয়, ভালোমানুষ এবং লম্পট এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে। দ্বিতীয় মাসেই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত বিবরণের জবাব দেন উপহাসে এমনকি বিদ্বেষভরেই। যাঁরা জানতেন যে কাউণ্ট ভালোমানুষ এবং লিদিয়ার আধ্যাত্মিক আকুলতায় খারাপ কিছু দেখতেন না, তাঁদের কাছে এটা দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও সেই থেকে ওঁরা বাস করছেন পৃথক হয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী অবধারিতরূপেই বিষাক্ত বিদ্রূপ করতেন, যার কারণ বোঝা যেত না।

স্বামীর প্রণয়িনী হওয়ায় কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ক্ষান্তি দিয়েছিলেন অনেকদিন, কিন্তু সেই থেকে কারো একজনের প্রণয়িনী হয়ে থাকতে তাঁর কখনো আটকায় নি। হঠাৎ তিনি ভালোবেসে ফেলতেন একসঙ্গে একাধিক লোককে, নারী পুরুষ উভয়কেই। যাঁর কিছু একটা বৈশিষ্ট্য আছে এমন প্রায় সকলেরই প্রেমে পড়েছেন তিনি। জার বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিটি প্রিন্সেস ও প্রিন্সকে তিনি ভালোবেসেছেন, রুশ গির্জার একজন মেট্রোপলিটান, একজন ভিকার এবং একজন পুরোহিতের প্রেমে পড়েছেন; একজন সাংবাদিক, তিনজন স্লাভপন্থী, এবং কমিসারভকে ভালোবেসেছেন; ভালোবেসেছেন একজন মন্ত্রী, একজন ডাক্তার, একজন ইংরেজ মিশনারি আর কারেনিনকে। কখনো ক্ষীণ, কখনো প্রবল এই সব ভালোবাসায় অতি সুবিস্তৃত ও জটিল দরবারী ও সামাজিক সম্পর্ক পাততে তাঁর বাধা হয় নি। কিন্তু কারেনিনের দুর্ভাগ্যের পর, যখন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের বিশেষ রক্ষণাধীনে

নেন, যখন থেকে তিনি তাঁর মঙ্গলার্থে তাঁর সংসারে খাটতে থাকেন, তখন থেকে তাঁর মনে হতে লাগল যে অন্য সমস্ত ভালোবাসা সাঁচ্চা নয়, সত্যি করে তিনি ভালোবাসেন এক কারেনিনকে। তাঁর প্রতি তাঁর এখনকার যে হৃদয়াবেগ, সেটা মনে হল আগেকার সমস্ত হৃদয়াবেগের চেয়ে প্রবল। নিজের হৃদয়াবেগের বিশ্লেষণ এবং পূর্বেকারগুলির সঙ্গে তুলনা থেকে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে জারের জীবন রক্ষা না করলে কমিসারভের প্রেমে তিনি পড়তেন না, নিখিল স্লাভ প্রশ্ন না উঠলে তিনি প্রেমে পড়তেন না রিস্তিচ-কুজিৎস্কির সঙ্গে, কিন্তু কারেনিনকে তিনি ভালোবেসেছেন তাঁর নিজের জন্যই, তাঁর সমুন্নত দুর্বোধ্য প্রাণ, তাঁর কাছে মধুর তাঁর সরু কণ্ঠস্বর, প্রলম্বিত বাগ্‌ভঙ্গি, তাঁর ক্লান্ত দৃষ্টি, তাঁর চরিত্র, তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা নরম শাদা হাতের জন্যই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে শুধু আনন্দই হত না তাঁর, কী প্রভাব তিনি ফেলছেন তার লক্ষণ তিনি খুঁজতেন কারেনিনের মুখভাবে। তাঁকে কারেনিনের মনে ধরুক, এটা তিনি চাইতেন শুধু কথা কয়ে নয়, সর্ব সত্তা দিয়ে। ওঁর জন্য তিনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে যত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তা আগে আর কখনো হন নি। ওঁর যদি স্বামী না থাকত আর কারেনিন হতেন স্বাধীন, তাহলে কী হত সেই স্বপ্নে মেতে উঠলেন তিনি। কারেনিন ঘরে ঢুকলে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি লাল হয়ে উঠতেন, কারেনিন তাঁকে মনোরম কিছু বললে উল্লাসের হাসি তিনি দমন করতে পাবতেন না।

কয়েক দিন ধরে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আছেন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। তিনি জানতে পেরেছেন যে আন্না আর দ্রন্‌স্কি রয়েছেন পিটার্সবুর্গে। আন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বাঁচাতে হবে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে, কণ্টকর এই জ্ঞানটা থেকেও তাঁকে বাঁচাতে হবে যে ভয়াবহ ওই নারীটা রয়েছে তাঁর সঙ্গে একই শহরে আর যেকোনো মুহূর্তে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাঁর।

নিজের পরিচিতদের মারফত লিদিয়া ইভানোভনা খবর নিলেন কী মতলব এই জঘন্য লোকগুলোর (আন্না আর দ্রন্‌স্কিকে তিনি এই বলেই অভিহিত করতেন), এবং ওঁদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য এই দিনগুলোয় নিজের বন্ধুর সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন। দ্রন্‌স্কির বন্ধু তরুণ অ্যাডজুট্যাণ্ট, যার মারফত তিনি খবর জোগাড় করেছিলেন এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কৃপায় যে একটা পারমিট

পাবার আশা করছিল সে জানাল যে ওঁদের কাজকর্ম মিটে গেছে, চলে যাবেন পরের দিন। লিদিয়া ইভানোভনা শান্ত হয়ে আসছিলেন, এমন সময় পরের দিন সকালে তাঁকে একটা চিঠি দেওয়া হল সভয়ে যার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন তিনি। এটা আন্না কারেনিনার হস্তাক্ষর। প্রিণ্টের মতো পুরু মোটা কাগজে খামটা বানানো, লম্বাটে হলুদ কাগজে বিশাল এক মনোগ্রাম, চিঠি থেকে মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছিল।

'কে আনলে এটা?'

'হোটেলের একজন লোক।'

চিঠিটা পড়ার জন্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সুস্থির হয়ে বসতে পারলেন না অনেকখন। উত্তেজনায় হাঁপের টান ধরল তাঁর, এ রোগটায় তিনি ভোগেন। যখন শান্ত হলেন, ফরাসি ভাষায় লেখা নিচের এই চিঠিটা পড়লেন তিনি।

'মান্যবরা কাউণ্টেস,

খিস্টীয় যে অনুভূতিতে আপনার হৃদয় পূর্ণ, তাতে আপনার কাছে চিঠি লেখার, আমার বিশ্বাস, অমার্জনীয় দুঃসাহস পাচ্ছি আমি। ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি চলে যাবার আগে ওকে অন্তত একবার দেখার অনুমতি ভিক্ষা করছি। আমার কথা আপনার মনে পড়িয়ে দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে নয়, আপনার কাছেই লিখছি শুধু এই জন্য যে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহানুভব ওই মানুষটিকে কষ্ট দিতে চাই না আমি। ওঁর প্রতি আপনার বন্ধুত্বের কথা আমি জানি, তাই আমাকে আপনি বুঝবেন। সেরিওজাকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, নাকি একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমিই বাড়ি যাব, অথবা আপনি জানাবেন বাড়ির বাইরে কোথায় এবং কখন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? যাঁর ওপর এটা নির্ভর করছে তাঁর মহানুভবতা জানা থাকায় আমি আশা করছি না যে এতে আপত্তি হবে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী আকুলতা বোধ করছি ওকে দেখার জন্য, তাই আপনার সাহায্য আমার মধ্যে কী কৃতজ্ঞতা জাগাবে সেটাও কল্পনা করতে পারবেন না আপনি।

আন্না'

চিঠির সবকিছুতে, তার বক্তব্য, মহানুভবতার ইঙ্গিত, বিশেষ করে তার সুর, যেটা তাঁর মনে হল বেহায়া গোছের — সবকিছুতেই পিত্তি জ্বলে গেল কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার।

'বলে দাও জবাব মিলবে না' — এই বলে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখার কেস খুলে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে লিখে পাঠালেন যে প্রাসাদে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রহরে তাঁর দেখা পাবার আশা করছেন।

'গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃখজনক একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। ওখানে আমরা ঠিক করব কোথায়। ভালো হয় আমার বাড়িতে, সেখানে আমি আপনার যা রুচি, তেমন চা করতে বলব। জরুরি প্রয়োজন। উনি ক্রস দেন, তা বহনের শক্তিও দেন তিনি' — ওঁকে খানিকটা অন্তত তৈরি করে রাখার জন্য যোগ করলেন তিনি।

দিনে সাধারণত দু'তিনটে চিরকুট ওঁকে লিখে পাঠাতেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা কাউণ্টেসের ভালো লাগত, তাতে একটা চারুতা ও গোপন রহস্যময়তার ভাব থাকত যা পাওয়া যেত না তাঁর ব্যক্তিগত আলাপে।

॥ ২৪ ॥

শেষ হল অভিনন্দন অনুষ্ঠান। লোকে চলে যেতে গিয়ে পরস্পর দেখা হওয়ায় টাটকা খবরাখবর, সদ্যপ্রাপ্ত পারিতোষিক আর বড়ো কর্তাদের অদল-বদল নিয়ে গল্প করতে লাগল।

অদল-বদল নিয়ে জিগ্যেস করায় সোনালি জরির কাজ করা উর্দি পরিহিত এক পক্বকেশ বৃদ্ধ বললেন জনৈক দীর্ঘাঙ্গী রাজ্ঞী-সহচরীকে: 'কাউণ্টেস মারিয়া বরিসভনা সমর মন্ত্রী আর প্রিন্সেস ভাৎকোভস্কায়া স্টাফ-প্রধান হলে বেশ হত।'

'আর আমি অ্যাডজুট্যান্ট' — হেসে জবাব দিলেন রাজ্ঞী-সহচরী।

'আপনার পদ তো স্থির হয়ে আছে। আপনি যাবেন আধ্যাত্মিক বিভাগে আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।'

'নমস্কার প্রিন্স' — যে লোকটি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর করমর্দন করে বৃদ্ধ বললেন।

'কারেনিন সম্পর্কে কী যেন?' জিগ্যেস করলেন প্রিন্স।

'বলছিলাম যে উনি আর পুতিয়াতোভ 'আলেক্‌সান্দর নেভস্কি' অর্ডার পেয়েছেন।'

'আমার ধারণা ছিল সেটা তিনি পেয়েছেন আগেই।'

'উঁহু। দেখুন ওঁর দিকে চেয়ে' — কাঁধের ওপর দিয়ে নতুন লাল ফিতে ঝোলানো দরবারী উর্দি'পরা কারেনিনের দিকে নকশী টুপি দিয়ে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন। হলের দরজার কাছে কারেনিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে। 'তামার পয়সার মতো সুখী আর তুষ্ট' — ব্যায়ামবীরের মতো দেখতে এক সুপুরুষ কামেরহেরের সঙ্গে করমর্দনের জন্য থেমে তিনি বললেন।

'না, উনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন' — বললেন কামেরহের।

'দুর্ভাবনার দরুন। প্রকল্প ছকা ছাড়া এখন তাঁর আর কি আছে? সমস্ত পয়েণ্ট বুঝিয়ে না বলা পর্যন্ত উনি ছাড়বেন না বেচারিকে।'

'বুড়িয়ে গেছে মানে? Il fait des passions!* আমার মনে হয় কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এখন ঈর্ষা করছেন ওঁর স্ত্রীকে।'

'কী বলছেন! কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবেন না দয়া করে।'

'উনি যে কারেনিনের প্রেমে পড়েছেন, সেটা কি খারাপ হল?'

'আচ্ছা, কারেনিনা এখানে, সত্যি নাকি?'

'মানে এখানে, প্রাসাদে নয়, তবে পিটার্সবুর্গে। কাল আলেক্‌সেই ভ্রন্‌স্কি আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার — bras dessus, bras dessous** মস্কোয়া রাস্তায়।'

'C'est un homme qui n'a pas...'*** বলতে শুরু করেছিলেন কামেরহের, কিন্তু জার বংশের একজনকে পথ ছেড়ে দিয়ে অভিবাদন জানাবার জন্য থেমে গেলেন।

* সাফল্য লাভ তো করছেন (ফরাসি)।

** বাহুলগ্না, বাহুলগ্না (ফরাসি)।

*** এ লোকটার নেই... (ফরাসি।)

এইভাবে ওঁরা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে অবিরাম ধিক্কার আর টিটকারি দিয়ে কথা বলে চললেন আর উনি ওদিকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যকে পাকড়াও করে তাঁর জন্য পথ না ছেড়ে দিয়ে এক মিনিটও না থেমে, উনি যাতে ফসকে না যান তার জন্য আর্থিক প্রকল্পটির প্রতি পয়েন্ট বোঝাতে থাকলেন তাঁকে।

স্ত্রী যখন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে ছেড়ে যান, ঠিক সেই সময়েই ঘটে চাকুরে লোকের কাছে সবচেয়ে যা দুঃখজনক সেই ঘটনাটি — উদীয়মান ভাগ্যের অবসান। অবসানটা ঘটল এবং সবাই পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নিজে সজ্ঞান ছিলেন না যে তাঁর উন্নতি থেমে গেছে। স্ত্রেমভের সঙ্গে সংঘাত, নাকি স্ত্রীর ব্যাপারে তাঁর দুর্ভাগ্য অথবা তাঁর যা নির্বন্ধ ছিল সে সীমায় তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন কিনা, যে কারণেই হোক, এ বছর সবার কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর চাকুরি জীবনে ইতি পড়েছে। তখনও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, বহু কমিশন ও কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি তখন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ, কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। যাই তিনি বলুন, যে প্রস্তাবই তিনি দিন, লোকে তাঁর কথা শুনত এমনভাবে যেন তিনি যা বলছেন তা অনেকদিন থেকেই সবার জানা এবং সেটি ঠিক তাই যা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এটা অনুভব করতেন না, বরং উল্টো: সরকারি ক্রিয়াকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত হবার পর অন্যের কাজকর্মে ভুলচুক তাঁর চোখে পড়তে লাগল আগের চেয়েও বেশি স্পষ্ট করে, এবং তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কিছু পরেই তিনি লিখতে শুরু করেন নতুন আদালত সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রশাসনের সমস্ত শাখা নিয়ে অসংখ্য যেসব নিষ্প্রয়োজন রিপোর্ট লেখা তাঁর কপালে ছিল, এটি তার প্রথম।

চাকুরির জগতে তাঁর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিটা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ শুধু যে খেয়াল করলেন না তাই নয়, তার জন্য তাঁর কোনো বেদনা হল না তাই নয়, নিজের কাজকর্মে এত তুষ্ট তিনি আর কখনো বোধ করেন নি।

'বিবাহিতরা জাগতিক ব্যাপার লইয়া ভাবিত, কিভাবে সন্তোষ বিধান

করা যায় স্ত্রীর, ব্রহ্মচারীরা ঈশ্বর লইয়া ভাবিত, কী করিয়া সন্তোষ বিধান করা যায় ঈশ্বরের' — বলেছেন খ্রিস্টদূত পল আর এখন সর্বব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ অনুসারে চালিত হয়ে তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন এই উক্তিটি। তাঁর মনে হত, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এই সব প্রকল্প দিয়ে তিনি প্রভুর সেবা করছেন আগের থেকে বেশি করে।

তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য পরিষদ সদস্যের সুস্পষ্ট অধৈর্যে বিব্রত বোধ করছিলেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; তিনি তাঁর বক্তব্য থামালেন শুধু তখন, যখন কাছ দিয়ে এক রাজবংশীয়কে যেতে দেখার সুযোগ নিয়ে পরিষদ সদস্য তাঁর হাত ছাড়ান।

একলা হয়ে পড়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ভাবনাগুলো ভেবে দেখলেন মাথা নুইয়ে, তারপর অন্যমনস্কের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে গেলেন দরজার দিকে, যেখানে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার দেখা পাবেন বলে আশা করছিলেন।

কামেরহেরের জুলপি আঁচড়ানো, সুরভিত, তাঁর দিকে এবং প্রিন্সের উর্দিতে আঁটো লাল গর্দানের দিকে তাকিয়ে (এঁদের কাছ দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাঁকে) আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'কী সব তাগড়াই দশাসই মানুষ। লোকে ঠিকই বলে যে দুনিয়ায় সবই বিদ্বেষে ভরা' — কামেরহেরের পায়ের ডিমের দিকে আরও একবার তীর্ষক দৃষ্টিপাত করে ভাবলেন তিনি।

এই যে লোকগুলো তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিল, অলস পদক্ষেপে ক্লান্তি ও মর্যাদার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে।

'আরে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' কারেনিন যখন ওঁর কাছাকাছি এসে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন, বৃদ্ধ তখন বলে উঠলেন বিদ্বেষে চোখ চকচক করে, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন জানানো হয় নি যে' — সদ্যপ্রাপ্ত ফিতেটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ আপনাকে' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কী সুন্দর আজকের দিনটা' — 'সুন্দর' কথাটার ওপর তাঁর অভ্যস্ত ঢঙে ঝোঁক দিয়ে বললেন তিনি।

ওরা যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, সেটা তিনি জানতেন, কিন্তু

ওদের কাছ থেকে বিরূপতা ছাড়া আর কিছু আশা করতেন না তিনি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

দরজার কাছে আসা কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কর্সেট থেকে বেরিয়ে আসা হলুদ কাঁধ আর ডাক পাঠানো অপরূপ ভাবালু চোখ জোড়া দেখতে পেয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর অক্ষয় দাঁতের পাটি উদ্ঘাটিত করে গেলেন তাঁর কাছে।

লিদিয়া ইভানোভনার প্রসাধনে মেহনত লেগেছে অনেক, যেমন লাগছিল সাম্প্রতিক এই দিনগুলোয়। তিরিশ বছর আগে তাঁর যা লক্ষ্য ছিল, তাঁর এখনকার প্রসাধনের লক্ষ্য তার একেবারে বিপরীত। তখন তিনি নিজেকে সাজাতে চাইতেন যা-কিছু দিয়ে হোক, এবং সেটা যত বেশি হয় ততই ভালো। কিন্তু এখন তাঁর বয়স আর দেহরেখার সঙ্গে বেমানান প্রসাধন অবশ্য-অবশ্যই এত বেশি চোখে পড়ে যে তাঁকে দেখতে হচ্ছে শুধু এই যাতে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই সব প্রসাধনের বৈকট্য বড়ো বীভৎস না হয়ে পড়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ক্ষেত্রে এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর নিজেকে চিত্তাকর্ষকই মনে হত তাঁর কাছে। কাউণ্টেস ছিলেন তাঁর কাছে শুধু তাঁর প্রতি প্রসন্নতার নয়, তাঁকে ঘিরে শত্রুতা ও উপহাসের যে সমুদ্র বিরাজ করছে সেখানে ভালোবাসার একটি দ্বীপ।

উপহাসের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি স্বভাবতই কাউণ্টেসের প্রেমাবিষ্ট দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হলেন যেভাবে উদ্ভিদ আকৃষ্ট হয় আলোয়।

'অভিনন্দন' — চোখ দিয়ে রিবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন কাউণ্টেস।

পরিতৃপ্তির হাসিটা দমন করে উনি চোখ বুজে কাঁধ কোঁচকালেন, যেন তাতে করে বলতে চান যে আমায় এটা খুশি করতে পারে না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ভালোই জানতেন যে ওঁর প্রধান একটা আনন্দই হল এইটে, যদিও তা তিনি স্বীকার করবেন না কখনো।

'আমাদের দেবদূতটির কেমন চলছে?' সেরিওজা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আমি পুরো সন্তুষ্ট এমন কথা বলতে পারব না' — চোখ মেলে ভুরু তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'সিৎনিকভও খুশি নন।' (সিৎনিকভ শিক্ষক, সেরিওজার ইহলৌকিক শিক্ষার ভার পেয়েছিলেন

তিনি।)। 'আমি তো আগেও আপনাকে বলেছিলাম, প্রধান প্রধান যেসব প্রশ্নে প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি শিশুর মন দোলায়িত হবার কথা, তাতে ওর কেমন একটা অনীহা আছে' — এই বলে চাকুরি আর যে একটা প্রশ্নে তিনি আগ্রহী -- ছেলের শিক্ষাদীক্ষা, তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্যে তিনি যখন জীবন ও কাজকর্মে ফেরেন, তখন তাঁর হাতে রেখে যাওয়া ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা দেখা তাঁর কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগে কখনো মাথা ঘামান নি, এখন ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে সময় দিতে লাগলেন কিছুটা। এবং নরবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের খানকত বই পড়ে তিনি শিক্ষাদানের একটা পরিকল্পনা ছকলেন নিজের জন্য আর উপদেশের জন্য পিটার্সবুর্গের সেরা শিক্ষককে আমন্ত্রণ করে তিনি কাজে নামলেন। আর এই কাজেই ব্যস্ত রইলেন সর্বদা।

'কিন্তু মনটা? আমি দেখছি ও বাবার মনটা পেয়েছে আর এরকম মন থাকলে শিশু খারাপ হতে পারে কখনো' — সোচ্ছ্বাসে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'হতে পারে... আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

একটু চুপ করে থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন:

'আপনি আসুন আমার ওখানে। আপনার পক্ষে কষ্টকর একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা দরকার। কতকগুলি স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই, সবাই তা ভাবে না। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি আমি। ও এখানে, পিটার্সবুর্গে।'

স্ত্রীর উল্লেখে কেঁপে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মড়ার মতো আড়ষ্টতা যাতে এ ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব।

বললেন, 'আমি তাই আশা করেছিলাম।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর দিকে চাইলেন তুরীয় দৃষ্টিতে, তাঁর প্রাণের মহিমা দেখে উচ্ছ্বাসে তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে।

॥ ২৫ ॥

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পুরনো সব চিনেমাটির পাত্র সাজানো, দেয়ালে পোর্ট্রেট টাঙানো আরামপ্রদ স্টাডিটায় ঢুকলেন, গৃহকর্ত্রী তখন সেখানে ছিলেন না। পোশাক বদলাচ্ছিলেন তিনি।

গোল একটা টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাতা, তার ওপর চীনা টী-সেট আর স্পিরিটে গরম করার একটা রুপোলী কেটলি। স্টাডির শোভাবর্ধক পরিচিতদের অসংখ্য পোর্ট্রেটগুলোর দিকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চাইলেন অন্যমনস্কের মতো, তারপর একটা টেবিলের কাছে সেখানে রাখা একটা বাইবেল খুললেন। কাউণ্টেসের সিল্ক গাউনের মর্মরে তিনি সজাগ হলেন।

'এখন আমরা শান্তিতে বসতে পারি' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন বিচলিত হাসিমুখে, তাড়াতাড়ি করে সেঁধলেন টেবিল আর সোফার মাঝখানে, 'চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

উপক্রমণিকাস্বরূপ গোটাকত কথার পর কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাল হয়ে তাঁর পাওয়া চিঠিটা দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের হাতে।

চিঠি পড়ে তিনি চুপ করে রইলেন অনেকখন।

'আমি মনে করি না যে আপত্তি করার অধিকার আছে আমার' — চোখ তুলে ভীরু ভীরু গলায় বললেন তিনি।

'বন্ধু আমার! কারোর মধ্যেই কু কিছু আপনি দেখেন না!'

'উল্টে বরং, আমি দেখি সবকিছুই কু। কিন্তু ওটা কি ন্যায্য হবে?'

মুখে তাঁর অনিশ্চিতি এবং তাঁর কাছে দুর্বোধ্য একটা ব্যাপারে পরামর্শ, অবলম্বন এবং নির্দেশ ভিক্ষা।

'না' — ওঁকে বাধা দিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে। দুর্নীতিটা আমি বুঝি' — কথাটা বললেন সম্পূর্ণ অকপটে নয়, কেননা নারীকে দুর্নীতিতে ঠেলে দেয় কিসে সেটা তিনি কখনো বুঝতে পারেন নি, 'কিন্তু নিষ্ঠুরতাটা আমি বুঝি না — আর সেটা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি রয়েছেন সেখানে

থাকা যায় কিভাবে? যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। আমিও আপনার মহত্ত্ব আর ওর নীচতা বুঝতে শিখছি।'

'কিন্তু ঢিলটা ছুড়বে কে?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পষ্টতই নিজের ভূমিকায় প্রীতিলাভ করে, 'আমি সবকিছু ক্ষমা করেছি, তাই যেটা ওর কাছে ভালোবাসার দাবি — পুত্রস্নেহ... তা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

'কিন্তু এটা কি ভালোবাসা, বন্ধু আমার? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষমা করেছেন, করছেন... কিন্তু ওই দেবশিশুটির অন্তর আলোড়িত করার অধিকার আছে কি আমাদের? ওর ধারণা মা মারা গেছে। ওর জন্যে সে প্রার্থনা করে, তার পাপ ক্ষমা করতে বলে ঈশ্বরকে... আর সেটাই ভালো। কিন্তু এখন কী সে ভাববে?'

'এটা আমি ভাবি নি' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পষ্টতই কথাটায় সায় দিয়ে।

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলেন। প্রার্থনা করছিলেন তিনি।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে ওটা আমি আপনাকে করতে বলব না। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না কী কষ্ট হচ্ছে আপনার, কিভাবে আপনার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে এটা? কিন্তু ধরা যাক আপনি বরাবরের মতোই নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ফল হবে কী? আপনার নতুন যন্ত্রণা, শিশুটির কষ্ট, তাই তো? ওর মধ্যে মানুষিক কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে নিজেই এটা ও চাইত না। না, আমি দ্বিধা করব না, ও পরামর্শ দেব না, আর যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে ওকে চিঠি লিখব আমি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ রাজি হলেন। এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ফরাসি ভাষায় লিখলেন নিচের এই চিঠি।

'মহাশয়া,

আপনার কথা মনে করিয়ে দিলে আপনার ছেলের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন আসবে, শিশুটির কাছে যা পবিত্র থাকা উচিত তার প্রতি একটা ধিক্কারের মনোভাব তার প্রাণে বপন না ক'রে সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

চলে না, তাই আপনার স্বামীর প্রত্যাখ্যানকে খ্রিস্টীয় প্রেমের প্রেরণায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। আপনার জন্যে করুণা মাগছি পরমেশ্বরের কাছে।

কাউন্টেস লিদিয়া'

যে গোপন উদ্দেশ্য কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা নিজের কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলেন তা সিদ্ধ হল চিঠিটায়। আন্নাকে তা মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় ঘটল এই যে লিদিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন তিনি তাঁর সচরাচর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না, ধর্মপ্রাণ মোক্ষপ্রাপ্ত মানুষের যে চিত্তশান্তি তিনি আগে অনুভব করতেন, খুঁজে পেলেন না সেটা।

যে স্ত্রী তাঁর কাছে অত বেশি অপরাধী, এবং যার তুলনায় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ন্যায্যতই বলেন সাধুতুল্য, তার স্মরণোপলক্ষে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়; কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি: যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তা বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁর, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি, এখন তাঁর যা মনে হল, তার প্রসঙ্গে যে ভুলগুলো তিনি করেছেন তার যন্ত্রণাকর স্মৃতি তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। বিশেষ করে ঘোড়দৌড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি তিনি কিভাবে নিয়েছিলেন (বিশেষত, তিনি যে ওর কাছ থেকে একটা বাহ্য শোভনতা দাবি করেছিলেন, ডুয়েল লড়তে চান নি), এই স্মৃতিটা অনুশোচনার মতো দগ্ধাচ্ছিল তাঁকে। সমান দগ্ধাচ্ছিল ওকে যে চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন সেটা মনে পড়ায়; বিশেষ করে তাঁর যে ক্ষমায় কারো প্রয়োজন নেই, অপরের সন্তানের জন্য তাঁর যে যত্ন, সে স্মৃতিটা লজ্জায় আর অনুশোচনায় পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাঁর হৃদয়।

ওর সমস্ত আগের সম্পর্কটা এখন মনে মনে নাড়াচাড়া করে এবং বহু দ্বিধার পর যেরকম আনাড়ি কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা মনে হতে একই রকম লজ্জা ও অনুশোচনা হচ্ছিল তাঁর।

'কিন্তু আমার কী দোষ?' নিজেকে বলছিলেন তিনি, আর এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আরেকটা প্রশ্নের উদয় হত, যথা: এই সব ভ্রন্স্কি,

অব্লোন্স্কিরা... পায়ের মোটা ডিমওয়ালা এই সব কামেরহেররা কি বোধ করে অন্যভাবে, ভালোবাসে অন্যভাবে, বিয়ে করে অন্যভাবে? তাঁর মনে ভেসে উঠল পুরো একসারি এই সব সুপুষ্ট, সবল, অসন্দিগ্ধ লোকেদের ছবি যারা সর্বদা ও সর্বত্র অজ্ঞাতসারে তাঁর কৌতূহলী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মন থেকে এই সব ভাবনা তাড়াতে চাইলেন তিনি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি বেঁচে আছেন ইহলোকের সাময়িক জীবনের জন্য নয়, শাশ্বতের জন্য, অন্তরে তাঁর শান্তি ও প্রেম বিরাজমান। কিন্তু এই সাময়িক, অকিঞ্চিৎকর জীবনে তিনি যে কতকগুলি, তাঁর যা মনে হচ্ছিল, অকিঞ্চিৎকর ভুল করেছেন, সেটা তাঁকে এমন দগ্ধাচ্ছিল যেন যে শাশ্বত মোক্ষে তাঁর বিশ্বাস সেটা বুঝি নেই। কিন্তু এই প্রলোভনটা দীর্ঘস্থায়ী হল না, অচিরেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অন্তরে আবার ফিরে এল সেই প্রশান্তি ও উত্তুঙ্গতাবোধ যার কল্যাণে তিনি যা স্মরণ করতে চান না তা ভুলতে পারেন।

॥ ২৬ ॥

'কেমন, কাপিতোনিচ?' জিগ্যেস করলে সেরিওজা, জন্মদিনের আগে সে বেরিয়ে ফিরল ফুর্তিতে, গাল রাঙা করে। নিজের ওভারকোট দিচ্ছিল সে পুরনো, ঢ্যাঙা হল-পোর্টারকে যে হাসছিল তার উচ্চতা থেকে ছোট্ট মানুষটির উদ্দেশে। 'ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কেরানিটা এসেছিল আজ? বাবা দেখা করেন?'

'করেন' — আমোদে চোখ মটকে বললে পোর্টার, 'সেক্রেটারি মশায় বেরিয়ে যেতেই আমিই খবর দিই। দিন গো, আমি খুলে দিচ্ছি।'

'সেরিওজা!' ভেতরকার কামরায় যাবার দরজায় থেমে গিয়ে বললে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষকটি, 'নিজেই কোট খোলো।'

শিক্ষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেরিওজার কানে গেলেও সে তাতে ভ্রূক্ষেপ করলে না। পোর্টারের কোমরবন্ধ ধরে তার মুখের দিকে সে চেয়ে রইল।

'যা দরকার বাবা সেটা করলেন ওর জন্যে?'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লে পোর্টার।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা যে কেরানিটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে

কিসের যেন প্রার্থী হয়ে আসছে এই সাত বার, তার সম্পর্কে সেরিওজা আর পোর্টার দু'জনেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। একবার সেরিওজা তাকে দেখে প্রবেশমুখে, পোর্টারের কাছে করুণভাবে মিনতি করছিল যেন তার খবর দেওয়া হয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে বসেছে।

সেই থেকে তাকে আরো একবার দেখে সেরিওজা আগ্রহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে।

জিগ্যেস করলে, 'তা খুশি হয়েছিল তো?'

'খুশি আবার হবে না! প্রায় লাফাতে লাফাতে যায় এখান থেকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সেরিওজা শুধাল, 'কেউ কিছু এনেছে?'

'হ্যাঁ খোকাবাবু' — মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে পোর্টার বললে, 'এনেছে, কাউণ্টেসের কাছ থেকে।'

সেরিওজা তক্ষুনি বুঝল কী বলতে চাইছে পোর্টার, তার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কী বলছ? কোথায় সেটা?'

'কর্নেই নিয়ে গেছে বাবার কাছে। খাসা জিনিসই হওয়ার কথা!'

'কত বড়ো জিনিস? এতটা?'

'সামান্য ছোটো। তবে ভালো জিনিস।'

'বই?'

'না, কোনো একটা জিনিস। যান, যান, ভাসিলি লুকিচ ডাকছেন' — গৃহশিক্ষকের পদশব্দ এগিয়ে আসতে শুনে তার কোমরবন্ধ ধরে থাকা দস্তানা থেকে আধ-খসা সেরিওজার হাতখানা সাবধানে খসিয়ে পোর্টার চোখ মটকে মাথা নেড়ে দেখাল ভুনিচের দিকে।

'ভাসিলি লুকিচ, শুধু এক মিনিট বাদে!' সেরিওজা বললে তার সেই ফুর্তিবাজ, ভালোবাসার হাসি হেসে যা সর্বদা জয় করে নিয়েছে যত্নশীল ভাসিলি লুকিচকে।

সেরিওজার এত ফুর্তি লাগছিল, সবকিছু এমন সুখময় মনে হচ্ছিল যে বন্ধু পোর্টারকে তাদের পারিবারিক আনন্দের খবরটা না দিয়ে সে পারছিল না, গ্রীষ্মোদ্যানে বেড়াবার সময় যা সে শুনেছে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝির কাছ থেকে। এই কেরানির জন্য আনন্দ আর সে যে খেলনা পেতে যাচ্ছে তার আনন্দের সঙ্গে ঐ পারিবারিক আনন্দটা মিলে যাওয়ায় সেটা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেরিওজার

মনে হচ্ছিল আজ এমন দিন যখন সকলেরই আনন্দ আর ফুর্তি হওয়ার কথা।

'জানো, বাবা আলেক্‌সান্দর নেভস্কি অর্ডার পেয়েছেন?'

'জানব না কেন? লোকেরা এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।'

'কী, উনি খুশি হয়েছেন?'

'জারের অনুগ্রহে খুশি আবার না হয়! তার মানে যোগ্যতা দেখিয়েছেন' — পোর্টার বললে কঠোর স্বরে, গুরুগম্ভীর ভাব করে।

সেরিওজা চিন্তামগ্ন হয়ে তাকাল সমস্ত খুঁটিনাটিতে তন্নতন্ন করে দেখা পোর্টারের মুখ, বিশেষ করে পেকে যাওয়া দুই জুলপির মাঝখানে ঝুলন্ত থুতনির দিকে যা আর কেউ দেখে নি সেরিওজা ছাড়া যে সর্বদা নিচু থেকে ওটা লক্ষ করেছে।

'তোমার মেয়ে তোমার কাছে অনেক দিন আসে নি?'

পোর্টারের মেয়ে ব্যালে-নর্তকী।

'নিত্য আসার সময় কোথায়? ওদেরও তো অনুশীলন থাকে। আপনারও অনুশীলন আছে খোকাবাবু, যান।'

ঘরে ঢুকে পড়তে বসার বদলে সেরিওজা শিক্ষককে তার এই অনুমানটা জানাল যে উপহারটা নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্র। 'আপনি কী মনে করেন?' জিগ্যেস করলে সে।

কিন্তু ভাসিলি লুকিচ ভাবছিল কেবল এই যে ওর ব্যাকরণ পড়া দরকার, শিক্ষক আসবেন দুটোর সময়।

'আচ্ছা, আমায় বলুন-না ভাসিলি লুকিচ' — হাতে বই নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে হঠাৎ জিগ্যেস করলে সেরিওজা, 'আলেক্‌সান্দর নেভস্কি অর্ডারের চেয়ে বড়ো অর্ডার কী আছে? জানেন তো বাবা আলেক্‌সান্দর নেভস্কি অর্ডার পেয়েছেন?'

ভাসিলি লুকিচ বললে যে নেভস্কির চেয়ে বড়ো হল ভ্লাদিমির।

'আর তার চেয়ে বড়ো?'

'সবার বড়ো আন্দ্রেই পের্ভোজ্‌ভান্নি।'

'আর আন্দ্রেইয়ের চেয়ে বড়ো?'

'আমি জানি না।'

'সেকি, আপনি জানেন না মানে?' কনুইয়ে ভর দিয়ে সেরিওজা ভাবনায় ডুবে গেল।

ভাবনাগুলো তার অতি জটিল এবং রকমারি। সে কল্পনা করল যে

বাবা তার হঠাৎ ভ্লাদিমির আর আন্দ্রেই দুই-ই পেয়ে গেছেন আর তার ফলে পাঠে আজ তিনি হবেন অনেক বেশি সদয় আর বড়ো হয়ে সে নিজেও পাবে সমস্ত অর্ডারই, সেটাও যা হবে আন্দ্রেইয়ের চেয়েও বড়ো। অর্ডার ভেবে বার করতেই সে হয়ে যাবে তা পাবার যোগ্য। আরো বড়ো একটা ভেবে বার করুক, অমনি সে তার যোগ্য।

এই ধরনের ভাবনাচিন্তায় সময় কেটে গেল। শিক্ষক যখন এলেন 'ক্রিয়া বিশেষণের স্থান, কাল ও ধরন' তখনো শেখা হয় নি। শিক্ষক শুধু অসন্তুষ্ট নন, দুঃখিতই হলেন। এই দুঃখটা সেরিওজাকে বিচলিত করল। তার মনে হচ্ছিল, পড়া যে করে নি তার জন্য তার দোষ কিছু নেই; যত চেষ্টাই সে করুক পড়া সে কিছুতেই করতে পারছিল না: শিক্ষক যতক্ষণ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন বুঝতে পারছে, কিন্তু যেই সে একা একা ভাবতে যাচ্ছিল, তখন কিছুতেই মনে করতে আর বুঝতে পারছিল না কেন অমন ছোট্ট আর বোধগম্য একটা শব্দ 'হঠাৎ'-কে হতে হল ক্রিয়া বিশেষণের ধরন। তাহলেও শিক্ষক দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তার, ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে সান্ত্বনা দিতে।

শিক্ষক যখন চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই মুহূর্তটার সুযোগ নিলে সে।

হঠাৎ জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মিখাইল ইভানিচ, আপনার জন্মদিন কবে?'

'আপনি বরং নিজের কাজ নিয়ে ভাবলে পারতেন, বুদ্ধিমান জীবের কাছে কোনোই মানে নেই জন্মদিনের। অন্যান্য যেসব দিনে কাজ করতে হয়, ওটা তারই মতো একটা দিন।'

তাঁর দিকে, তাঁর পাতলা দাড়ি, যে চশমাটা নাকের খাঁজ থেকে খসে এসেছে ডগায়, তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ডুবে গেল ভাবনায়, ফলে শিক্ষক যা বোঝাচ্ছিলেন, কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে বুঝতে পারছিল যে শিক্ষক যা বলছেন, ভাবছেন না তা নিয়ে, যে সুরে কথাগুলো বলা হচ্ছিল, তা থেকে সে টের পাচ্ছিল এটা। 'কিন্তু সবাই কেন ঠিক করে নিয়েছে ওরা কথা কইবে একই ঢঙে, সবকিছু বিষয়ে, যা ভারি একঘেয়ে, বেদরকারী? কেন উনি ঠেলে সরিয়ে দেন আমায়; ভালোবাসেন না?' সখেদে সে জিগ্যেস করলে নিজেকে আর ভেবে পেল না উত্তর।

॥ ২৭ ॥

শিক্ষকের পর পিতার নিকট পাঠ। তিনি না আসা পর্যন্ত সেরিওজা একটা ছুরি নিয়ে খেলা করতে করতে ভাবতে থাকল। তার মনের মতো একটা কাজ ছিল বেড়াতে গিয়ে মাকে খোঁজা। সাধারণভাবেই মরণে তার বিশ্বাস ছিল না, বিশেষ করে মায়ের মরণে, যদিও লিদিয়া ইভানোভনা তাকে সেই কথাই বলেছেন এবং বাবা তা সমর্থনও করেছেন কিন্তু মা মারা গেছেন তাকে এ কথা বলার পর এবং বলেছেন বলেই সে বেড়াবার সময় খুঁজে বেড়াত তাঁকে। পুষ্টদেহী, লাবণ্যময়ী, কৃষ্ণকেশী প্রতিটি নারীই ছিল তার মা। এমন নারী দেখতে পেলে মন তার কোমলতায় এত ভরে উঠত যে দম বন্ধ হয়ে আসত, জল উথলে উঠত চোখে। এই বুঝি উনি তার কাছে এসে মুখাবগুণ্ঠন তুলবেন বলে অপেক্ষা করত সে। দেখা যাবে তাঁর গোটা মুখখানা, হাসছেন তিনি, জড়িয়ে ধরছেন তাকে, তাঁর সুরভি পাচ্ছে সে, অনুভব করছে তাঁর বাহুর কোমলতা, সুখে কেঁদে ফেলবে সে, যেমন একবার ছিল সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে, সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন তিনি, আর হিহি করে হেসে সে কামড় দিচ্ছিল তাঁর আংটি পরা শাদা হাতে। পরে যখন সে ধাই-মার কাছে দৈবাৎ শুনল যে মা তার মরেন নি, তার কাছে উনি মরা বলে পিতা আর লিদিয়া ইভানোভনা বুঝিয়েছেন, কারণ মা খারাপ লোক (এটা সে কখনো বুঝতে পারত না, কারণ ভালোবাসত তাঁকে), তখনও তো একইভাবে খুঁজত তাঁকে, প্রতীক্ষা করত তাঁর। আজ গ্রীষ্মোদ্যানে বেগুনি মুখাবগুণ্ঠন ঝোলানো একটি নারীকে সে দেখেছিল, উনিই মা, দুরুদুরু বুকে এই আশা করে তাঁকে লক্ষ করছিল সে, যখন মহিলাটি হাঁটা পথ ধরে আসছিলেন তার দিকে। তবে তিনি সেরিওজার কাছ পর্যন্ত না এসে কোথায় যেন চলে গেলেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসার যে জোয়ার সেরিওজা আজ অনুভব করেছিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। আর এখন পিতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আত্মভোলা হয়ে ছুরি দিয়ে কাটছিল টেবিলের কিনারা আর জ্বলজ্বলে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মায়ের কথা।

'বাবা আসছেন!' তাকে সচেতন করে দিলেন ভাসিলি লুকিচ।

লাফিয়ে উঠল সেরিওজা, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হস্তচুম্বন করলে,

মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আলেক্‌সান্দর নেভস্কি অর্ডার পাওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা খুঁজলে।

'ভালো বেড়িয়েছিলে তো?' নিজের আরাম-কেদারায় বসে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, প্রাচীন অনুশাসন বইখানা টেনে নিয়ে খুললেন। পবিত্র ইতিবৃত্ত প্রতিটি খ্রিস্টানের ভালো জানা থাকা উচিত, সেরিওজাকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এ কথা বারম্বার বললেও নিজে তিনি প্রাচীন অনুশাসন বিষয়ে বলতে গিয়ে বই দেখতেন প্রায়ই আর সেটা নজরে পড়েছিল সেরিওজার।

'খুব ভালো বাবা' — সেরিওজা বললে চেয়ারে পাশকে ভাবে বসে এবং সেটা দোলাতে দোলাতে, এটা বারণ। 'নাদেঙ্কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল' — (নাদেঙ্কা হল লিদিয়া ইভানোভনার পালিতা তাঁর বোনঝি)। 'সে বললে আপনি নতুন তারকা পেয়েছেন। আপনি খুশি হয়েছেন বাবা?'

'প্রথমত দোলন বন্ধ করো বাপু' — আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন, 'দ্বিতীয়ত, পুরস্কারটা নয়, শ্রমই মূল্যবান। আমি চাই যে তুমিও যেন সেটা বোঝো। আর তুমি যদি খাটো, পড়াশুনা করো পুরস্কার পাবার জন্যে, তাহলে সে খাটুনিটা মনে হবে একটা বোঝা; কিন্তু তুমি যদি খাটুনিকে ভালোবেসে খাটো' — আজ সকালে একশ আশিখানা কাগজ সই করার বিরক্তিকর খাটুনিতে তিনি বুক বেঁধে ছিলেন নিজের কর্তব্যবোধে, সে কথা মনে হতে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'তাহলে ওই খাটুনিতেই তুমি পুরস্কার পাবে নিজের।'

কোমলতা আর আনন্দে উজ্জ্বল সেরিওজার চোখ ম্লান হয়ে গেল, বাপের দৃষ্টির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিলে। এটা সেই পরিচিত সুর যাতে পিতা সর্বদা কথা বলতেন তার সঙ্গে, আর সেরিওজাও তা মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। সেরিওজার মনে হত পিতা তার সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর কল্পিত এক বালকের উদ্দেশে, বইয়ে যাদের কথা থাকে তেমন একজন, কিন্তু মোটেই যে সেরিওজার মতো নয়। আর পিতার কাছে সেরিওজাও সর্বদা এই পুস্তকস্থ বালকের কৃত্রিম ভূমিকা নেবার চেষ্টা করত।

'তুমি এটা বুঝতে পারছ আশা করি?' বললেন পিতা।

'হ্যাঁ বাবা' — সেরিওজা বললে কল্পিত বালকটির ভূমিকা নিয়ে।

পাঠটা ছিল বাইবেলের কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করা এবং প্রাচীন অনুশাসনের শুরুটার পুনরাবৃত্তি করা নিয়ে। বাইবেলের শ্লোক সেরিওজা

ভালোই জানত, কিন্তু শ্লোক যখন সে বলছিল, তখন রগের দিকে খাড়া বেঁকে যাওয়া বাপের কপালের হাড়ের দিকে নজর পড়ে তার, ফলে তার গোলমাল হয়ে যায়, একটা শ্লোকের শেষ সে একই শব্দে জুড়ে দেয় অন্য শ্লোকের গোড়ায়। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেরিওজা যা বলছে সেটা ও বোঝে নি, এতে বিরক্তি ধরল তাঁর।

মুখ গোমড়া করে তিনি সেরিওজাকে যা বোঝাতে শুরু করলেন সেটা সে শুনেছে বহুবার, কিন্তু কখনো মনে রাখতে পারে নি, কেননা তা বুঝতে পারত সে পরিষ্কার — 'হঠাৎ' যেমন করে হয় ক্রিয়া বিশেষণের ধরন, তেমনি। ভীত চোখে সে তাকাল পিতার দিকে, ভাবল শুধু একটা কথাই: আগে মাঝে মাঝে যা হয়েছে পিতা যা বললেন সেটা তাকে দিয়ে আবার পুনরাবৃত্তি করাবেন কিনা; সেটা ভেবে তার এত ভয় হল যে কিছু আর তার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করতে তিনি বললেন না, প্রাচীন অনুশাসনের পাঠে চলে এলেন। ঘটনাগুলো সেরিওজা বললে ভালোই, কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা কিসের পূর্বসূচনা দিয়েছে এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দেখল কিছুই সে জানে না, যদিও এর জন্য আগেও সে শাস্তি পেয়েছে। যে জায়গাটায় সে কিছুই বলতে না পেরে কাঁচুমাচু খাচ্ছিল, টেবিল চাঁচছিল, চেয়ারে দুলছিল, সেটা মহাপ্লাবনের আগেকার পয়গম্বরদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এনখ ছাড়া আর কারো কথা সে জানত না, যিনি নাকি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আগে নামগুলো তার মনে ছিল, কিন্তু এখন একেবারে সেগুলো মুছে গেল মন থেকে, বিশেষ করে এই জন্য যে গোটা প্রাচীন অনুশাসন গ্রন্থের মধ্যে এনখ ছিল তার প্রিয় চরিত্র, আর পিতার ঘড়ির চেন আর আধ-খোলা ওয়েস্ট-কোটের দিকে নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন এনখের সশরীরে স্বর্গারোহণ নিয়ে পুরো একসারি চিন্তাধারায় সে ভেসে গেল।

যে মৃত্যুর কথা সেরিওজা প্রায়ই শুনত, তাতে তার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে বিশ্বাস করত না যে তার প্রিয়জন মরতে পারে, বিশেষ করে সে নিজে মরবে। এটা ছিল তার কাছে একেবারে অসম্ভাব্য ও অবোধ্য একটা ব্যাপার। কিন্তু লোকে তাকে বলত যে সবারই মরণ আছে; যাদের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, জিগ্যেস করায় তারাও একই কথা বলেছে। ধাই-মাও তাই বলেছে যদিও অনিচ্ছায়। কিন্তু এনখ তো মরেন নি, তার মানে সবাই মারা যায় না। সে ভাবত, 'কেন সবাই ভগবানের চোখে অমনি

পুণ্যবান হয়ে পারবে না সশরীরে স্বর্গে যেতে?' খারাপ লোকেরা, অর্থাৎ সেরিওজা যাদের পছন্দ করত না, তারা মরতে পারে, কিন্তু ভালো লোকেদের সবার পক্ষে এনখের মতো হওয়া সম্ভব।

'তা কোন কোন পয়গম্বর?'

'এনখ, এনস।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ। খুব খারাপ সেরিওজা, খারাপ। সমস্ত খিস্টানের পক্ষে যা জানা সবচেয়ে বেশি দরকার তা জানার চেষ্টা যদি না করো' — উঠে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, 'তাহলে কিসে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে? তোমার আচরণে আমি খুশি নই, পিওতর ইগ্নাতিচও' (ইনি প্রধান শিক্ষক) 'অখুশি... তোমায় শাস্তি দিতে হবে।'

পিতা এবং শিক্ষক উভয়েই সেরিওজার ওপর অপ্রসন্ন, এবং সত্যিই সে পড়াশুনায় ছিল খুবই খারাপ। অন্যদিকে তাকে গুণহীন বলা চলত না কোনোক্রমেই। বরং শিক্ষক যাদের দৃষ্টান্তস্থল বলে তুলে ধরতেন তেমন অনেক বালকের চেয়ে তার গুণপনা ছিল বেশি। পিতার চোখে, তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাও সে শিখতে চায় না। আসলে শেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সম্ভব নয় কারণ পিতা ও শিক্ষক তার কাছে যে দাবি করতেন তার চেয়ে তার প্রাণে ছিল বেশি জরুরি একটা দাবি। এ দাবিটা ওঁদের বিপরীত এবং তার প্রতিপালকদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়াই বাধত তার।

বয়স ওর নয় বছর, এখনো সে শিশু; কিন্তু নিজের প্রাণটাকে সে জানত, সেটা ছিল তার কাছে বড়ো, আঁখিপল্লব যেমন চোখকে আগলে রাখে, তেমনি নিজের প্রাণটাকে আড়াল করে রাখত সে, ভালোবাসার চাবি ছাড়া সেখানে প্রবেশ ছিল না কারো। শিক্ষক নালিশ করতেন যে শিখতে সে চায় না মোটেই, অথচ জ্ঞানের তৃষ্ণায় প্রাণ ছিল তার পরিপূর্ণ। শিক্ষক নয়, কাপিতোনিচ, ধাই-মা, নাদেঙ্কা, ভাসিলি লুকিচের কাছ থেকে সেই জ্ঞান সঞ্চয় করত সে। যে জলস্রোতে পিতা আর শিক্ষক চাইছিলেন তাঁদের জলকলের চাকা ঘোরাতে, সেটা অনেকদিন আগেই চুইয়ে গিয়ে কাজ করছে অন্য জায়গায়।

লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝি নাদেঙ্কার কাছে যাবার অনুমতি না দিয়ে পিতা শাস্তি দিলেন তাকে, কিন্তু শাস্তিটা হল শাপে বর। ভাসিলি লুকিচের মেজাজ ভালো ছিল, হাওয়াই কল কী করে বানাতে হয় তা সে দেখাল তাকে। সারা সন্ধেটা কাটল এই নিয়ে কাজে আর হাত দিয়ে তার

পাখনা ধরে অথবা পাখনার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়ে ঘুরপাক খাওয়া যাবে, তেমন হাওয়াই কল কী করে বানানো যায় তার স্বপ্নে। সারা সন্ধে মায়ের কথা সেরিওজার মনে পড়ে নি, কিন্তু বিছানায় শুতেই হঠাৎ মনে পড়ল আর নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করল, কাল, তার জন্ম দিনে মা যেন আর লুকিয়ে না থেকে আসে তার কাছে।

'ভাসিলি লুকিচ, চলতি নয়, বাড়তি কী একটা প্রার্থনা আমি করলাম, জানেন?'

'ভালো পড়াশুনা যাতে হয়?'

'উঁহু।'

'খেলনা?'

'না। আপনি ধরতে পারবেন না। চমৎকার প্রার্থনা, কিন্তু গোপন! যখন ফলে যাবে, তখন বলব আপনাকে। ধরতে পারেন নি তো?'

'না, পারছি না, আপনি বলুন' — হেসে বললে ভাসিলি লুকিচ, যেটা তার ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ, 'নিন, শুয়ে পড়ুন, আমি বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।'

'যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা ভালো দেখতে পাব বাতি ছাড়াই। গোপন কথাটা প্রায় বলে ফেলছিলাম আর-কি!' খুশিতে খিলখিল করে হেসে বললে সেরিওজা।

বাতি যখন নিয়ে যাওয়া হল, সেরিওজা তখন সাড়া পেল মায়ের। তার কাছে দাঁড়িয়ে স্নেহের দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে ছিলেন তার দিকে। কিন্তু তারপর দেখা দিল হাওয়াই কল, ছুরি, সব জড়াজড়ি হয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ২৮ ॥

পিটার্সবুর্গে এসে ভ্রন্‌স্কি আর আন্না উঠেছিলেন সেরা একটি হোটেলে। নিচের তলায় ভ্রন্‌স্কি রইলেন আলাদা একটি কামরায় আর শিশুটি, স্তন্যদাত্রী আর দাসীকে নিয়ে চার কামরার বড়ো একটি স্যুটে আন্না।

আসার প্রথম দিনেই ভ্রন্‌স্কি যান দাদার কাছে। সেখানে দেখা হল মায়ের সঙ্গে। মস্কো থেকে তিনি এসেছিলেন কী একটা কাজে। মা এবং ভ্রাতৃবধূ তাঁকে নিলেন স্বাভাবিকভাবেই; জিগ্যেস করলেন বিদেশ ভ্রমণের কথা, চেনা-পরিচিতদের বৃত্তান্ত, কিন্তু আন্না সম্পর্কে টুঁ শব্দটি নয়। পরের দিন

সকালে দাদা নিজে ভ্রন্‌স্কির কাছে এসে জিগ্যেস করেন আন্নার কথা, আলেক্‌সেই ভ্রন্‌স্কি খোলাখুলি তাঁকে বলেন যে কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি দেখছেন বিবাহবন্ধনের মতো; বিবাহবিচ্ছেদের আশা করছেন উনি, তখন বিয়ে করবেন, আপাতত যেকোনো স্ত্রীর মতোই তাঁকে স্ত্রী বলে তিনি গণ্য করছেন এবং সে কথাটা যেন তিনি মা আর তাঁর গৃহিণীকে জানিয়ে দেন।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'সমাজ যদি অনুমোদন না করে, আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু আত্মীয়রা যদি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গেও সমান সম্পর্ক রাখতে হবে।'

দাদা সর্বদা ছোটো ভাইয়ের যুক্তি মান্য করতেন, সমাজ প্রশ্নটার মীমাংসা না করা অবধি তিনি জানতেন না তিনি ঠিক নাকি ভুল; নিজের দিক থেকে তিনি এর বিরুদ্ধে খারাপ কিছু দেখেন নি, আলেক্‌সেইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন আন্নার সঙ্গে।

অন্য সবার সমক্ষে যেমন, তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও ভ্রন্‌স্কি আন্নাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে দেখালেন যে উনি নিকট পরিচিতাদের একজন, তবে তাঁদের সম্পর্ক যে দাদা জানেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, আন্না যে ভ্রন্‌স্কির মহাল-বাড়িতে থাকবেন, কথা হল তাই নিয়ে।

নিজের জাগতিক সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতির দরুন অদ্ভুত একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন ভ্রন্‌স্কি। সমাজ যে তাঁর আর আন্নার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা তাঁর বোঝার কথা; কিন্তু তাঁর ঝাপসা একটা ধারণা জন্মাল যে সেটা অতীতের ব্যাপার; এখন দ্রুত প্রগতির ফলে (নিজের অজান্তেই তিনি এখন যেকোনো প্রগতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন) সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, সমাজ তাঁদের গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। ভাবলেন, 'বলাই বাহুল্য, দরবারের যে সমাজ তা আন্নাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ঘনিষ্ঠরা ব্যাপারটাকে যেমন উচিত সেইভাবে নিতে পারে ও নেওয়া দরকার।'

যদি জানা থাকে যে অবস্থান্তরে কোনো বাধা নেই, তাহলে পা গুটিয়ে একই জায়গায় বসে থাকা যায় কয়েক ঘণ্টা; কিন্তু পা গুটিয়ে তাকে বসে থাকতেই হবে, এটা জানা থাকলে লোকের খিঁচ ধরে, পা দমকা মেরে টান হতে চাইবে যেদিকে তার টান হবার ইচ্ছে। সমাজ সম্পর্কে ঠিক এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির। সমাজের দরজা তাঁদের জন্য রুদ্ধ, এটা

মর্মে মর্মে টের পেলেও তিনি দেখতে চেষ্টা করলেন সমাজ হয়ত বদলেছে, তাঁদেরকে গ্রহণ করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সমাজ উন্মুক্ত থাকলেও আন্নার জন্য তা রুদ্ধ। বেড়াল-ইঁদুর খেলার মতো লোকে তাঁর জন্য হাত তুলেই হাত নামাচ্ছে আন্নার ক্ষেত্রে।

পিটার্সবুর্গ সমাজের প্রথম যে মহিলাদের সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির সাক্ষাৎ হয়, তিনি হলেন তাঁর সম্পর্কিতা বোন বেট্‌সি।

সানন্দে তিনি স্বাগত করলেন তাঁকে, 'যাক বাবা! এলেন শেষ পর্যন্ত। আর আন্না? কী যে আনন্দ হচ্ছে! কোথায় উঠেছেন? আপনাদের রমণীয় ভ্রমণের পর আমাদের পিটার্সবুর্গ যে আপনাদের কাছে কী বিচ্ছিরি লাগছে তা বেশ কল্পনা করতে পারছি। কল্পনা করছি রোমে আপনাদের মধুমাস। বিবাহবিচ্ছেদের কী হল? সব ঠিকঠাক?'

ভ্রন্‌স্কি লক্ষ করলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ এখনো হয় নি জেনে কিরকম হ্রাস পেল বেট্‌সির উচ্ছ্বাস।

বললেন, 'লোকে আমায় ঢিল ছুড়বে, কিন্তু আন্নার কাছে আমি যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব। আপনারা এখানে কত দিন আছেন?'

আর সত্যি, সেই দিনই তিনি যান আন্নার কাছে, কিন্তু গলার সুরটা ছিল না আগের মতো। স্পষ্টতই নিজের সাহসিকতায় গর্ববোধ করছিলেন তিনি এবং চাইছিলেন যেন আন্না তাঁর বন্ধুত্বের কদর করেন। ছিলেন মিনিট দশেকের বেশি নয়, সমাজের খবরাখবর দিয়ে যাবার আগে বললেন:

'বিবাহবিচ্ছেদটা কবে হচ্ছে বললেন না কিন্তু। আমি নয় পরোয়া করি না কিন্তু বিয়ে না হওয়া অবধি অন্যান্য কাঠখোট্টারা আপনাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ওটা আজকাল খুব সহজ। Ça se fait*, আপনারা শুক্রবার চলে যাচ্ছেন? দুঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

বেট্‌সির কথার ধরন থেকে ভ্রন্‌স্কির বোঝা উচিত ছিল সমাজ কী মনোভাব নেবে তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আরেকবার চেষ্টা করে দেখলেন। মায়ের ওপর কোনো ভরসা ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন যে প্রথম পরিচয়ের সময় মা আন্নাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কারণ হওয়ায় এখন তিনি আন্নার উপর হবেন নির্মম। কিন্তু

* সাধারণ ব্যাপার (ফরাসি)।

ভ্রাতৃবধূ ভারিয়ার ওপর খুবই ভরসা করেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারিয়া ঢিল ছুড়বেন না। সহজসরলভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি আন্নার কাছে যাবেন এবং স্বগৃহে বরণ করবেন তাঁকে।

আসার পরের দিনই ভ্রন্‌স্কি যান তাঁর কাছে এবং তাঁকে একা পেয়ে নিজের বাসনা প্রকাশ করেন।

ভ্রন্‌স্কির কথা সব শুনে তিনি বললেন, 'তুমি জানো আলেক্‌সেই তোমায় কত ভালোবাসি আমি, তোমার জন্যে সবকিছু করতে আমি রাজি, কিন্তু চুপ করে ছিলাম, কেননা জানতাম যে তোমার আর আন্না আর্কাদিয়েভনার কোনো উপকারে লাগব না' — 'আন্না আর্কাদিয়েভনা' নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন বিশেষ জোর দিয়ে। 'ভেবো না আমি নিন্দে করছি। কখনো করি নি; ওঁর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম। খুঁটিনাটি কথায় আমি যাচ্ছি না, যেতে পারি না' — ভ্রন্‌স্কির বিমর্ষ মুখের দিকে ভীরু দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, 'কিন্তু যে জিনিসের যা নাম, সেটা স্পষ্ট বলা উচিত। তুমি চাও যে আমি ওঁর কাছে যাই, বাড়িতে ডাকি, আর তাতে করে সমাজে সুনাম ফিরবে তাঁর। কিন্তু এটা আমি যে করতে পারি না তা বুঝতে পারছ? মেয়ে আমার বড়ো হচ্ছে, সমাজে আমায় থাকতে হবে আমার স্বামীর জন্যে। বেশ, আমি নয় গেলাম আন্না আর্কাদিয়েভনার কাছে; উনি বুঝবেন যে নিজের বাড়িতে আমি ডাকতে পারি না ওঁকে, কিংবা এমনভাবে ডাকব যাতে অন্যভাবে যারা ব্যাপারটা দেখে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়: তাতে অপমানিত হবেন উনি। আমি তো তাঁকে ওপরে তুলতে পারি না...'

'হ্যাঁ, শত শত যে নারীদের আপনি স্বাগত করেন তাদের চেয়ে আন্না নিচে নেমে গেছেন বলে আমি মনে করি না' — আরও বিমর্ষ মুখে কথায় বাধা দিলেন ভ্রন্‌স্কি এবং ভ্রাতৃবধূর সিদ্ধান্ত যে অটল সেটা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন নীরবে।

'আলেক্‌সেই, রাগ ক'রো না আমার ওপর। বুঝে দেখো ভাই যে আমার দোষ নেই' — ভীরু ভীরু হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ভারিয়া।

'তোমার ওপর রাগ আমি করছি না' — একইরকম বিমর্ষভাবে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'কিন্তু এতে আমার কষ্ট হচ্ছে দ্বিগুণ। কষ্ট হচ্ছে এইজন্যে যে আমাদের বন্ধুত্ব ঘুচে গেল। ঘুচে না গেলেও অন্তত ক্ষীণ হয়ে পড়ল। তুমি বুঝতে পারছ যে আমার পক্ষে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

এই বলে চলে গেলেন উনি।

ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পেরেছিলেন যে আর চেষ্টা করে লাভ নেই। পিটার্সবুর্গে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে হবে যেন পরের শহরে, আগেকার জগৎটার সঙ্গে সর্ববিধ যোগাযোগ এড়িয়ে, যাতে তাঁর পক্ষে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক তেমন কষ্ট ও হীনতা সইতে না হয়। পিটার্সবুর্গের প্রধান একটা বিশ্রী ব্যাপার ছিল এই যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কারেনিন এবং তাঁর নাম যেন সর্বত্র বিরাজমান। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা শুরু হোক না কেন, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের প্রসঙ্গে না উঠে যেত না; এমন কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া সম্ভব। অন্তত ভ্রন্‌স্কির তাই মনে হচ্ছিল, যেভাবে জখম আঙুল থাকলে লোকের মনে হয় যে সবকিছুই যেন ঐ জখম আঙুলটায় খোঁচা দিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

পিটার্সবুর্গে দিন কাটানো ভ্রন্‌স্কির কাছে আরো দুঃসহ মনে হচ্ছিল, কারণ আন্নার মধ্যে এসময় নতুন কী একটা দুর্বোধ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। কখনো আন্না যেন তাঁকে ভালোবাসছে, কখনো আবার নিরুত্তাপ, তিতিবিরক্ত, দুর্বোধ্য। কিসে তিনি যেন কষ্ট পাচ্ছিলেন আর সেটা ঢেকে রাখছিলেন ভ্রন্‌স্কির কাছ থেকে, যে আঘাতগুলো ভ্রন্‌স্কির জীবন বিষিয়ে তুলছে, সূক্ষ্ম বোধের ফলে যা আন্নার পক্ষে আরো বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবার কথা, তা যেন আন্না খেয়ালই করছিলেন না।

॥ ২৯ ॥

আন্নার রাশিয়ায় আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছাড়ার দিনটা থেকে দেখা করার এই চিন্তাটা তাঁকে কেবলি অস্থির করেছে। আর যত কাছিয়ে এসেছেন পিটার্সবুর্গের দিকে, সাক্ষাতের এই আনন্দ আর তাৎপর্য হয়ে উঠেছে ততই বেশি। দেখা করা যায় কিভাবে নিজেকে সে প্রশ্ন তিনি আর করছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে যখন একই শহরে থাকবেন, তখন তাকে দেখা স্বাভাবিক ও সহজ; কিন্তু পিটার্সবুর্গে এসে সমাজে তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হঠাৎ একটা পরিষ্কার ধারণা হল তাঁর এবং বুঝলেন যে দেখা করাটা হবে কঠিন।

ইতিমধ্যেই তাঁর দু'দিন কেটেছে পিটার্সবুর্গে। ছেলের ভাবনা তাঁর

মুহূর্তের জন্যও থামে নি, অথচ এখনো দেখা হল না তার সঙ্গে। সরাসরি বাড়ি যাওয়া যেখানে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তার কোনো অধিকার নেই বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাঁকে ঢুকতে না দিতে পারে, অপমান করতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে একটা যোগাযোগ করা — এ চিন্তা ছিল কষ্টকর, শান্তিতে তিনি থাকতে পারতেন কেবল যখন স্বামীর কথা না ভাবতে হত। ছেলে কখন, কোথায় বেড়াতে যায় জেনে নিয়ে সেই সময় তাকে দেখার কথায় মন উঠছিল না তাঁর; এই সাক্ষাৎটার জন্য মনে মনে কত তৈরি হয়েছেন তিনি, কত কথা তাকে বলার আছে, কী ইচ্ছেই না করছে তাকে আলিঙ্গন করতে, চুম্বন করতে। সেরিওজার পুরনো ধাই-মা তাঁকে সাহায্য করতে, পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাড়িতে সে আর ছিল না তখন। এই সমস্ত দোদুল্যমানতা আর ধাই-মাকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় কেটে গেল দুই দিন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিন বহু কষ্টে আন্না স্থির করলেন ওঁকেই চিঠি লিখবেন, যাতে ইচ্ছে করেই তিনি বলেন যে ছেলেকে দেখবার জন্য অনুমতি নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার ওপর। তিনি জানতেন যে চিঠিটা তাঁকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতার ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুমতিদানে আপত্তি করবেন না।

হোটেলের যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে আন্নার কাছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত এই উত্তর আনল যে উত্তর দেওয়া হবে না। লোকটিকে ডেকে তার কাছ থেকে আন্না যখন শুনছিলেন কিভাবে সে অপেক্ষা করেছে তার বিশদ বৃত্তান্ত এবং তাকে কিভাবে বলা হল: 'কোনো উত্তর দেওয়া হবে না' — সে মুহূর্তের মতো অত অপমানিত আন্না বোধ করেন নি কখনো। নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন আন্না কিন্তু এও বুঝতে পারছিলেন যে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন। দুঃখটা তাঁর আরো বেশি হল এই জন্য যে তিনি একাকী। ভ্রন্স্কিকে তিনি এ কথা বলতে পারেন না, বলতে চানও না। তিনি জানতেন যে ভ্রন্স্কি তাঁর দুঃখের প্রধান কারণ হলেও ছেলের সঙ্গে আন্নার দেখা করাটা তাঁর কাছে অতি গুরুত্বহীন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কষ্টের সমস্ত গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি অক্ষম। তিনি জানতেন,

ব্যাপারটা বললে যে নিরুত্তাপ সুরে তিনি কথা কইবেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে ঘৃণা হবে আন্নার। আর দুনিয়ায় এইটেই তিনি ভয় করতেন সবচেয়ে বেশি, তাই যে ব্যাপারগুলো ছেলেকে নিয়ে, তা সব চেপে রাখতেন তাঁর কাছ থেকে।

সারা দিন ঘরে বসে থেকে তিনি শুধু ভাবলেন কী করে দেখা করা যায় ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন স্বামীকে চিঠি লিখবেন। চিঠির বয়ান তিনি ঠিক করে এনেছেন এমন সময় তিনি পেলেন লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি। কাউণ্টেসের নিরুত্তরতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সামলে উঠেছিলেন, কিন্তু এই চিঠিটা, চিঠির ছত্রগুলোর মধ্যে তিনি যা পড়লেন তাতে তাঁর পিত্তি এত জ্বলে গেল, তাঁর ন্যায্য, প্রবল পুত্রস্নেহের বিপরীতে এই আক্রোশটা তাঁর কাছে এত জঘন্য লাগল যে তিনি নিজেকে আর দোষী জ্ঞান না করে ক্ষেপে উঠলেন অন্যদের বিরুদ্ধে।

মনে মনে তিনি বললেন, 'এই অনুভূতিহীনতা অনুভূতির ভান মাত্র। ওদের দরকার কেবল আমায় অপমান করা আর ছেলেটাকে কষ্ট দেওয়া, আমি তা মেনে নেব! কিছুতেই নয়! ও আমার চেয়ে খারাপ। আমি অন্তত মিথ্যে কথা বলি না।' এবং তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির করলনে যে কাল, সেরিওজার জন্মদিনে তিনি সোজাসুজি চলে যাবেন স্বামীর বাড়িতে, চাকরবাকরদের ঘুষ দেবেন, প্রতারণা করবেন, যে করেই হোক ছেলেকে দেখবেন, আর যে বিকট মিথ্যে দিয়ে ওঁরা তাকে ঘিরেছেন চূর্ণ করবেন সেটা।

খেলনার দোকানে গেলেন তিনি, কয়েকটা খেলনা কিনলেন, ভাবতে লাগলেন কর্মপদ্ধতি। খুব ভোরে যাবেন তিনি, সকাল আটটায়, যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিতই শয্যা ত্যাগ করেন নি। হাতে তাঁর টাকা থাকবে, যা দেবেন পোর্টার ও চাপরাশিকে, যাতে তারা ঢুকতে দেয় তাঁকে, মুখাবগুণ্ঠন না তুলে বলবেন যে তিনি আসছেন সেরিওজার ধর্মপিতার কাছ থেকে অভিনন্দন জানাতে, ছেলের বিছানার কাছে কিছু খেলনা রেখে আসার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শুধু ছেলেকে কী বলবেন সে কথাগুলো তিনি ভেবে উঠতে পারেন নি। যতই ভাবুন, কিছুই দাঁড়াচ্ছিল না।

পরের দিন সকাল আটটায় তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলেন একা, তাঁর ভূতপূর্ব বাড়ির সদর দরজায় ঘণ্টি দিলেন।

'দেখ তো কী দরকার। মনে হচ্ছে কে একজন মহিলা' — বললে

কাপিতোনিচ, তখনো পোশাক পরা হয় নি তার, গায়ে একটা ওভারকোট আর পায়ে জুতো চাপিয়ে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল অবগুণ্ঠন নামিয়ে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

পোর্টারের সহকারী আন্নার অপরিচিত এক ছোকরা দরজা খুলতেই আন্না ভেতরে ঢুকে গেলেন, মাফ থেকে তিন রুব্‌লের একটা নোট বার করে তাড়াতাড়ি গুঁজে দিলেন তার হাতে।

'সেরিওজা... সের্গেই আলেক্‌সেইচ...' বলে তিনি এগিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। নোটটা তাকিয়ে দেখে পোর্টারের সহকারী তাঁকে থামাল কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

জিগ্যেস করলে, 'কাকে চাই আপনার?'

ওর কথাগুলো আন্নার কানে যায় নি, কোনো জবাব দিলেন না তিনি।

অপরিচিতার বিব্রত অবস্থা দেখে কাপিতোনিচ নিজেই তাঁর কাছে এসে দরজা খুলে ঢুকতে দিয়ে জিগ্যেস করলে কী তাঁর চাই।

আন্না বললেন, 'প্রিন্স স্করোদুমোভের কাছ থেকে আসছি সের্গেই আলেক্‌সেইচের কাছে।'

'উনি এখনো ওঠেন নি'—মনোযোগ দিয়ে আন্নাকে লক্ষ করে পোর্টার বললে।

আন্না একেবারেই ভাবেন নি যে নয় বছর যে বাড়িটায় তিনি বাস করে গেছেন তার একেবারেই অপরিবর্তিত প্রবেশ-কক্ষ তাঁকে বিচলিত করবে এতখানি। আনন্দের আর কষ্টের একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠল মনে, মুহূর্তের জন্য তাঁর স্মরণ হল না কেন তিনি এখানে।

তাঁর ওভারকোট খুলতে খুলতে কাপিতোনিচ শুধাল, 'অপেক্ষা করবেন কি?'

আর ওভারকোট খোলার সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাপিতোনিচ চিনতে পারল তাঁকে, নীরবে সে কুর্নিশ করলে নিচু হয়ে।

বললে, 'আজ্ঞা হয় হুজুরানি।'

কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। বৃদ্ধের দিকে দোষী-দোষী অনুরোধের একটা দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি লঘু পদক্ষেপে দ্রুত উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে সিঁড়ির পৈঠায় জুতো লটকিয়ে কাপিতোনিচ ছুটল তাঁর পাল্লা ধরতে।

'মাস্টারমশাই আছেন ওখানে, হয়ত পোশাক পরা হয় নি এখনো। আমি খবর দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ কী বললে সেটা বুঝতে না পেরে পরিচিত সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই থাকলেন আন্না।

'এইদিকে, বাঁয়ে আজ্ঞা। মাপ করবেন যে অপরিষ্কার। উনি আছেন আগে যেটা ছিল বৈঠকখানা, সেখানে' — হাঁপাতে হাঁপাতে বললে পোর্টার; 'একটু সবুর করুন হুজুরানি, আমি দেখে আসি' — এই বলে সে পেল্লায় দরজাটা খুলে অন্তর্ধান করলে তার পেছনে। থেমে গিয়ে আন্না অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন' — ফিরে এসে পোর্টার বললে।

পোর্টার যখন এই কথা বললে, সেই মুহূর্তে আন্নার কানে এল শিশুর হাই তোলার শব্দ। এই হাইটা থেকেই আন্না চিনতে পারলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে যেন জীবন্ত দেখতে পেলেন তাঁর সামনে।

'যেতে দাও, যেতে দাও, বাপু!' বলে আন্না ঢুকে গেলেন পেল্লায় দরজাটার ভেতর দিয়ে। দরজার ডান দিকে একটা খাট, সেখানে শুধু একটা বোতাম-খোলা কামিজ পরে বসে আছে একটি খোকা, শরীর বাঁকিয়ে সে হাই তোলাটা শেষ করছে। ঠোঁটদুটো বুজে আসতেই তাতে ফুটে উঠল পরমানন্দের ঘুম-ঘুম হাসি, আর হাসি নিয়েই ধীরে ধীরে সে মাধুর্যভরে ফের শুয়ে পড়ল।

নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন আন্না, 'সেরিওজা!'

ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়টায় এবং ইদানীং তাঁর যে স্নেহ উথলে উঠেছিল তখন আন্না তাকে কল্পনা করতেন চার বছরের খোকা হিশেবে, যে বয়সটায় তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ওকে তিনি যে চেহারায় রেখে গিয়েছিলেন, এখন সে আর তেমন নয়; চার বছর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে সে, আরো বড়ো আর রোগা হয়েছে। কী ব্যাপার? কী রোগা ওর মুখখানা, কী ছোটো ছোটো চুল! কী লম্বা হাত! ওকে যখন তিনি রেখে যান তার পর থেকে কী বদলিয়ে গেছে সে! কিন্তু এ সে-ই, ওই তো তার মাথার গড়ন, তার ঠোঁট, তার নরম গলা, চওড়া কাঁধ।

'সেরিওজা!' একেবারে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফের ডাকলেন আন্না।

কনুইয়ে ভর দিয়ে সে উঠে বসল, কী যেন খুঁজতে গিয়ে এলোচুল মাথাটা ফেরাল এদিক-ওদিক, চোখ মেলল। চুপচাপ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার সামনে দণ্ডায়মান নিশ্চল মায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ পরম সুখের হাসি হেসে মুদে আসা চোখ বুজে সে লুটিয়ে পড়ল বিছানায় নয়, মায়ের কোলে।

'সেরিওজা! মিষ্টি খোকা আমার!' দম বন্ধ করে দুই হাতে তার নধর দেহটা জড়িয়ে ধরে আন্না বললেন।

'মা!' দেহের নানা জায়গায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বললে সেরিওজা।

তখনো চোখ বুজে, ঘুম-ঘুম হাসি নিয়ে সে খাটের পেছন থেকে গোলগাল হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ঘেঁষে এল তাঁর বুকে, শুধু শিশুদের ক্ষেত্রেই যা হয় তেমন একটা সুমধুর নিদ্রালু ঘ্রাণ আর উত্তাপে আন্নাকে আচ্ছন্ন করে মুখ ঘষতে লাগল তাঁর কাঁধে আর গলায়।

'আমি জানতাম' — চোখ মেলে সে বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। জানতাম তুমি আসবে। এক্ষুনি আমি উঠছি।'

এই বলে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

তৃষিতের মতো আন্না দেখছিলেন তাকে; দেখছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে কত বড়ো হয়েছে সে, বদলিয়ে গেছে। লেপের তল থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনকার দীর্ঘ নগ্ন পা তিনি চিনতে পারছিলেনও বটে, আবার পারছিলেনও না, চিনতে পারলেন ওই শীর্ণ গাল, চাঁদিতে ছোটো করে ছাঁটা চুলের কুণ্ডলী, যেখানে প্রায়ই চুমু খেতেন তিনি। এ সবই তিনি হাত বুলিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না; কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

'মা, কাঁদছ কেন?' সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেরিওজা বললে: 'কাঁদছ কেন মা?' সে চেঁচিয়ে উঠল কান্না-মাখা গলায়।

'আমি? না, কাঁদব না... কাঁদছি আনন্দে। কতদিন তোকে দেখি নি। না, কাঁদব না, কাঁদব না' — কান্নাটা গিলে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন আন্না; 'তোর এখন পোশাক পরার সময়' — নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি কিন্তু ছেলের হাত না ছেড়ে দিয়ে উনি বসলেন খাটের কাছে চেয়ারটায় যেখানে পাট করা ছিল সেরিওজার পোশাক।

'আমাকে ছাড়া কেমন করে পোশাক পরিস তুই? কেমন করে...' সহজভাবে আনন্দ করে বলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, ফের তিনি মাথা ঘুরিয়ে নিলেন।

‘ঠাণ্ডা জলে আমি হাত-মুখ ধুই না, বাবা মানা করেছেন। আচ্ছা, ভাসিলি লুকিচকে তুমি দেখো নি? ও আসবে এখন। কিন্তু তুমি বসেছ আমার পোশাকের ওপর!’

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সেরিওজা। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

‘মাগো, মা-মণি, লক্ষ্মীটি আমার!’ ফের তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সেরিওজা। যেন আন্নার হাসি দেখে কেবল এখনই সে পরিষ্কার বুঝতে পারল কী ঘটেছে। ‘ওটা খুলে রাখো’ — আন্নার মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল সে। তারপর বিনা টুপিতে তাঁকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়ে ফের চুমু খেতে লাগল সে।

‘কিন্তু আমার সম্পর্কে কী ভেবেছিলি? ভাবিস নি যে আমি মারা গেছি।’

‘কখনো তা বিশ্বাসই করি নি।’

‘বিশ্বাস করিস নি, সোনা আমার?’

‘আমি জানতাম, আমি জানতাম!’ নিজের প্রিয় বুলিটির পুনরাবৃত্তি করতে লাগল সে, আর আন্নার যে হাতখানা তার মাথায় বুলিয়ে আদর করছিল, সেটা টেনে নিজের মুখে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

॥ ৩০ ॥

ইতিমধ্যে ভাসিলি লুকিচ যে প্রথমটা বুঝতে পারে নি মহিলাটি কে এবং এখন কথাবার্তা থেকে জানতে পারল ইনিই সেই মা যিনি স্বামীকে ত্যাগ করে গেছেন, যাঁকে সে দেখে নি কারণ এ বাড়িতে সে কাজে ঢুকেছে উনি গৃহত্যাগ করার পর, এখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ল ঘরে ঢুকবে নাকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ে সেরিওজাকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, সুতরাং কে বসে আছেন মা না অন্য কেউ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার এইটে বুঝে সে পোশাক পরে নিয়ে গেল দরজা খুলতে।

কিন্তু মা আর ছেলের সোহাগ, তাদের কণ্ঠস্বর আর যে কথা তারা বলছিল তাতে তার সংকল্প পরিবর্তন করতে হল। মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস

ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল সে। কেশে চোখের জল মুছে মনে মনে সে ভাবল, 'আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।'

এই সময় বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন চলছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল যে কর্ত্রী এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে ঢুকতে দিয়েছে, এখন তিনি আছেন শিশুকক্ষে, অথচ কর্তা নিজে রোজ আটটার পরে আসেন সেখানে, এবং সবাই বুঝতে পারছিল যে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হতে দেওয়া চলে না, বাধা দিতে হবে তাতে। পোশাক-বরদার কর্নেই পোর্টারদের ঘরে গিয়ে জিগ্যেস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং কিভাবে। কাপিতোনিচ তাঁকে আসতে দিয়েছে এবং ঘরেও পেঁছে দিয়েছে জেনে বুড়োকে বকুনি দেয়। পোর্টার একগুঁয়ের মতো চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বললে যে এর জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কাপিতোনিচ তখন কর্নেইয়ের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে দিলে:

'হ্যাঁ, তুমি হলে ঢুকতে দিতে না বৈকি! দশ বছর এখানে কাজ করছি, ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি আর এখন কিনা গিয়ে বলবে: ভাগুন গো দয়া করে! স্বার্থজ্ঞান তোমার টনটনে! বুঝলে? কর্তার রেকুন কোট কি ভাবে হাতড়াও সেটা একটু মনে করে দেখলে পারতে!'

'আরে আমার ধর্মপুত্তুর!' তাচ্ছিল্যভরে বললে কর্নেই; আয়া ভেতরে ঢুকতে তার দিকে ফিরল সে। 'আপনিই বলুন মারিয়া এফিমোভনা: ঢুকতে দিয়েছে, কাউকে কিছু বলে নি' — ধাইকে বললে কর্নেই, 'এক্ষুনি বেরুবেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, খোকার ঘরে যাবেন।'

'কী কান্ড!' আয়া বললে, 'আপনি বরং ওঁকে, কর্তাকে কোনোরকমে আটকে রাখুন কর্নেই ভাসিলিয়েভিচ, আমি যাচ্ছি কর্ত্রীর কাছে, কোনোরকমে ওঁকে সরিয়ে দেব। কী কান্ড! মাগো!'

আয়া যখন শিশুকক্ষে ঢুকল, সেরিওজা তখন মাকে বলছিল কিভাবে সে আর নাদেঙ্কা ঢিপি থেকে পিছলে নামতে গিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেয়েছে। আন্না শুনছিলেন তার কণ্ঠস্বর, দেখছিলেন তার মুখ, মুখভাবের চাঞ্চল্য, স্পর্শ করছিলেন তার হাত, কিন্তু কী সে বলছে বুঝতে পারছিলেন না। চলে যাওয়া দরকার, ওকে ছেড়ে যাওয়া দরকার - শুধু এই একটা কথাই তিনি ভাবছিলেন ও অনুভব করছিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসা ভাসিলি লুকিচের পদশব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে গিয়েছিল তাঁর, আয়ার পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি; কিন্তু শিলীভূতের

মতো তিনি বসে রইলেন, কথা বলার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না।

আন্না়র কাছে গিয়ে তাঁর হস্ত ও স্কন্ধ চুম্বন করে আয়া বললে, 'ঠাকরুন, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের খোকার জন্মদিনে কী যে আনন্দ পাঠালেন ভগবান। আপনার চেহারা তো একইরকম আছে দেখছি।'

'ওহ্ ধাই-মা, লক্ষ্মীটি আমার, আমি জানতাম না যে আপনি এ বাড়িতে' — এক মুহূর্তের জন্য সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন আন্না।

'এখানে থাকি না, আছি মেয়ের সঙ্গে। এসেছি অভিনন্দন জানাতে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

হঠাৎ কেঁদে ফেলল আয়া, ফের হস্তচুম্বন করতে থাকল তাঁর। ,

হেসে চোখ জবলজবল করে সেরিওজা এক হাতে মা, অন্য হাতে ধাই-মাকে ধরে গালিচার ওপর দাপাদাপি করতে লাগল পুরুষ্টু পায়ে। মায়ের প্রতি ধাই-মায়ের কোমলতায় উল্লসিত হয়েছিল সে।

'মা, উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন, আর যখন আসেন...' সেরিওজা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু মাকে ধাই-মা ফিসফিসিয়ে কী যেন বললে আর মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর কেমন একটা লজ্জার ভাব, যা তাঁকে মানায় না, এই দেখে থেমে গেল।

আন্না ঝুঁকলেন তার দিকে।

বললেন, 'মানিক আমার!'

বিদায় বলতে পারলেন না তিনি, কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেল এবং সেরিওজাও তা বুঝল। 'লক্ষ্মী আমার কুতিক' — ও যখন ছোট্ট ছিল তখন আন্না তাকে যা বলে ডাকত সেই নামটা বললেন তিনি, 'আমায় তুই ভুলে যাবি না তো? তুই...' কিন্তু আর বলতে পারলেন না তিনি।

ওকে যা বলা যেত তেমন কত কথা তাঁর মনে হয়েছে পরে, কিন্তু এখন তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু কী বলতে চাইছিলেন সেটা বুঝল সেরিওজা। সে বুঝল যে মায়ের প্রাণে সুখ নেই আর ভালোবাসেন তাকে। এও সে বুঝতে পারল ধাই-মা কী বলেছেন ফিসফিসিয়ে। একটা কথা তার কানে গিয়েছিল: 'সর্বদা আটটার পরে।' সে বুঝতে পেরেছিল যে কথাটা পিতাকে নিয়ে এবং মা-বাপের দেখা হওয়া চলে না। এটা সে বুঝেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি কেন মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর লজ্জা?.. মায়ের কোনো দোষ নেই, অথচ ভয় পাচ্ছেন ওঁকে, কিসের জন্য যেন লজ্জা পাচ্ছেন। ভেবেছিল একটা প্রশ্ন করে

খটকাটা পরিষ্কার করে নেবে; কিন্তু সাহস হল না: সে দেখতে পাচ্ছিল যে কষ্ট পাচ্ছেন মা, তাঁর জন্য মায়া হচ্ছিল তার। নীরবে সে মায়ের শরীর ঘেঁষে বললে:

'এখনই যেও না। শিগগির আসবেন না উনি।'

ও যা ভাবছে, তাই বলছে কি, সেটা বোঝার জন্য মা তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন খানিকটা দূরে আর তার ভীত মুখভাব দেখে বুঝলেন যে শুধু বাপের কথাই বললে না, যেন শুধাচ্ছে বাপ সম্পর্কে কী তার ভাবা উচিত।

বললেন, 'সেরিওজা, সোনা আমার, ভালোবেসো ওঁকে, আমার চেয়ে উনি ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাঁর কাছে আমি দোষী। যখন বড়ো হবে, নিজেই তুমি তখন ভেবে দেখবে।'

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই!..' জলভরা চোখে হতাশায় চিৎকার করে সে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, আকুলতায় কাঁপা কাঁপা হাতে প্রাণপণে মাকে টানতে লাগল নিজের দিকে।

'ধন আমার, যাদু আমার!' শক্তিহীন হয়ে সেরিওজার মতোই ছেলেমানুষি কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময় দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ভাসিলি লুকিচ। পদশব্দ শোনা গেল দ্বিতীয় দরজাটার কাছে। ত্রস্ত ফিসফিসানিতে আয়া বললে: 'আসছেন' — এবং টুপিটা দেওয়া হল আন্নাকে।

বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সেরিওজা, ডুকরে উঠল হাত দিয়ে মুখ ঢেকে। আন্না তার হাত সরিয়ে চোখের জলে ভেজা মুখে চুমু খেলেন আরেক বার এবং দ্রুত পায়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মুখোমুখি হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। আন্নাকে দেখে তিনি থেমে গিয়ে মাথা নোয়ালেন।

এইমাত্র যদিও তিনি বলেছেন যে উনি তাঁর চেয়ে ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাহলেও চকিত দৃষ্টিপাতে সমস্ত খুঁটিনাটিতে তাঁর মূর্তিটা দেখে তাঁর প্রতি একটা ঘেন্না, বিদ্বেষ, আর ছেলের জন্য একটা ঈর্ষা আচ্ছন্ন করল আন্নাকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে মুখাবগুণ্ঠন নামিয়ে, পদক্ষেপ বাড়িয়ে, প্রায় দৌড়ে বেরলেন ঘর থেকে।

যে খেলনাগুলি তিনি অত দরদে আর বেদনায় কাল বেছেছিলেন দোকানে, তা বার করার ফুরসৎ আর হল না, ফেরত নিয়ে গেলেন।

॥ ৩১ ॥

ছেলের সঙ্গে দেখা করার বাসনাটা আন্নার যত প্রবলই হয়ে থাকুক, তার জন্য তিনি যত দীর্ঘ দিন ভেবেছেন আর তৈরি হয়েছেন, এ সাক্ষাৎ তাঁর মধ্যে এমন যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, তা মোটেই আশা করেন নি তিনি। হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ স্যুটে ফিরে বহুক্ষণ তিনি বুঝতে পারেন নি কেন তিনি ওখানে। টুপি না খুলে ফায়ার-প্লেসের কাছে আরাম-কেদারায় বসলেন তিনি, ভাবলেন, 'সব চুকে গেল, ফের আমি একা।' দুই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা ব্রোঞ্জ ঘড়ির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন।

বিদেশ থেকে যে ফরাসি দাসীটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে এসে পোশাক বদলাতে ডাকল তাঁকে। অবাক হয়ে আন্না তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'পরে।'

চাপরাশি এসে বললে তাঁকে কফি দেবে কি?

'পরে' — আন্না বললেন।

ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী মেয়েটিকে পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল আন্নার কাছে। গোলগাল সুপুষ্ট মেয়েটি বরাবরের মতো মাকে দেখে নিচের দিকে যেন সুতোয় মোড়া হাত বাড়িয়ে দন্তহীন হাসি হেসে পাখনা মেলা মাছের মতো মাড় দেওয়া, ফুল তোলা স্কার্টে ঝাপট মেরে খসখস শব্দ করতে লাগল। খুকির উদ্দেশে না হেসে, চুমু না খেয়ে পারা যায় না, তার দিকে আঙুল না বাড়িয়ে দিয়ে পারা যায় না, যা সে আঁকড়ে ধরত চিল্লিয়ে, সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে; নিজের ঠোঁট তার কাছে না ধরে পারা যায় না, যা সে চুমু খাওয়ার মতো করে পুরে নিত মুখের মধ্যে। এ সবই করলেন আন্না, কোলে তুলে নিলেন তাকে, নাচালেন, চুমু খেলেন তার তাজা গালে, অনাবৃত কনুইয়ে; কিন্তু এই শিশুটিকে দেখে তাঁর কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেরিওজার জন্য তাঁর যা টান, তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রতি তাঁর স্নেহ স্নেহই নয়। মেয়েটির সবই মিষ্টি, কিন্তু কেন জানি আন্নার মন কাড়তে পারছিল না সে। প্রথম সন্তানটি যাঁর ঔরসজাত তাঁকে তিনি ভালো না বাসলেও সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন তার ওপর, যা পরিতৃপ্তির পথ পাচ্ছিল না; মেয়েটির জন্ম হয় অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে, প্রথম সন্তানটির জন্য যে যত্ন হয়েছিল তার শতাংশও ঘটে

নি তার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া মেয়েটির সবকিছুই এখনো আশার গণ্ডিতে, অথচ সেরিওজা প্রায় মানুষ হয়ে উঠেছে, প্রিয়পাত্র মানুষ; তার ভেতর ইতিমধ্যেই ভাবনা আর অনুভূতির ঢেউ উঠেছে; সে তাঁকে বোঝে, ভালোবাসে, বিচার করে দেখে -- তার কথা আর দৃষ্টি স্মরণ করে আন্না ভাবলেন। আর তিনি চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে শুধু দৈহিকভাবে নয়, আত্মিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন আর তার সুরাহা করার উপায় নেই।

স্তন্যদাত্রীকে মেয়েটি ফেরত আর তাদের ছুটি দিয়ে তিনি বার করলেন একটা পদক, যাতে প্রায় এই মেয়েটির বয়সেরই একটা পোর্ট্রেট ছিল সেরিওজার। টুপি খুলে উনি অ্যালবাম মেলে ধরলেন টেবিলে যাতে সেরিওজার ফোটোগ্রাফ ছিল অন্য নানা বয়সের। ছবিগুলি মিলিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের খুলে নিতে লাগলেন অ্যালবাম থেকে। খুলে নিলেন সবক'টিই। রইল শুধু একটা সব শেষের সুন্দর ছবিটা। শাদা শার্ট পরে চেয়ারের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে চোখ কুঁচকে সে হাসছে। এটা হল সেরিওজার বিশেষ রকমের একটা সুন্দর মুখভাব। ক্ষিপ্র হাতের সরু সরু শাদা শাদা অতি উত্তেজিত আঙুলে তিনি ফোটোটার কোণ ধরে খুঁটলেন বার কয়েক, কিন্তু ছবিটা খসে এল না, তিনি নিতে পারলেন না সেটা। টেবিলে কাগজ কাটার ছুরি ছিল না, পাশের ছবিটা (এটা রোমে তোলা ভ্রন্‌স্কির ফোটো, মাথায় গোল টুপি, লম্বা চুল) খসিয়ে তা দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে ফেললেন। ভ্রন্‌স্কির ছবিটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও-ই!' আর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেই তাঁর বর্তমান দুঃখের কারণ। সারা সকালটা আন্না ওঁর কথা ভাবেন নি একবারও। কিন্তু এখন পুরুষোচিত. সম্ভ্রান্ত, তাঁর অতি পরিচিত ও সুমিষ্ট এই মুখখানা দেখে হঠাৎ তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটা জোয়ার অনুভব করলেন তিনি।

'সত্যি, কোথায় সে? আমার দুঃখকষ্টের মধ্যে একলা আমায় ফেলে রেখে সে থাকে কী করে?' হঠাৎ একটা অভিযোগ নিয়ে আন্না ভাবলেন, মনে পড়ল না যে নিজেই তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারটা সব চেপে রেখেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এক্ষুনি তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকতে। কী কথায় তিনি তাঁকে সবকিছু বলবেন এবং ভালোবাসার কী ভাব নিয়ে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আড়ষ্ট বুকে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাকে পাঠিয়েছিলেন সে লোকটা এই জবাব নিয়ে ফিরল যে ওঁর ঘরে অতিথি, তবে শিগগিরই

তিনি আসছেন এবং জিগ্যেস করেছেন পিটার্সবুর্গে আগত প্রিন্স ইয়াশ্‌ভিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসতে পারেন কিনা। আন্নার মনে হল, 'একা আসছে না তাহলে, অথচ গতকাল ডিনারের পর থেকে সে আমাকে দেখে নি, এমনভাবে আসছে না যাতে সব কথা বলতে পারি ওকে, আসছে ইয়াশ্‌ভিনের সঙ্গে।' হঠাৎ একটা ভয়াবহ চিন্তা এল তাঁর মনে: আন্নার প্রতি ভালোবাসা যদি তাঁর চলে গিয়ে থাকে?

এবং ইদানীংকার ঘটনাগুলো ভেবে দেখে তাঁর মনে হল সবকিছুতেই এই ভয়াবহ চিন্তাটার সমর্থন দেখতে পাচ্ছেন তিনি: কাল তিনি বাড়িতে খান নি, জিদ ধরেছিলেন যে পিটার্সবুর্গে তাঁরা থাকবেন আলাদা আলাদা, এমনকি এখনো তিনি আসছেন একা নয়, যেন চোখাচুখি হতে চাইছেন না।

'কিন্তু সে কথা আমাকে ওর বলা উচিত। আমার সেটা জানা দরকার। সেটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে কী আমি করব সেটা আমার জানা আছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির ঔদাসীন্যে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলে কী অবস্থায় তিনি পড়বেন, সেটা অনুমান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ভাবছিলেন যে ভ্রন্‌স্কির ভালোবাসা মরে গেছে, নিজেকে চরম হতাশার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই নিজে বিশেষ রকমের উদ্দীপিত বোধ করছিলেন। দাসীকে ডেকে গেলেন সাজ ঘরে। পোশাক পরতে গিয়ে নিজের প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিক দিনগুলোর চেয়ে বেশি, যেন ভালোবাসা চলে যাবার পর যে গাউন আর কেশসজ্জা তাঁকে মানায় ভালো তার জন্য ভ্রন্‌স্কি আবার প্রেমে পড়তে পারেন তাঁর।

তৈরি হয়ে উঠতে পারার আগেই তিনি ঘণ্টি শুনলেন। যখন ড্রয়িং-রুমে ঢুকলেন, তখন ভ্রন্‌স্কি নন, ইয়াশ্‌ভিন তাঁকে স্বাগত করলেন দৃষ্টি দিয়ে। টেবিলে ছেলের যে ছবিটা তিনি ফেলে গিয়েছিলেন সেটা দেখছিলেন ভ্রন্‌স্কি, আন্নার দিকে চাইবার তাড়া ছিল না তাঁর।

'আমরা তো পরিচিত' — নিজের ছোট্ট হাতখানা অপ্রতিভ ইয়াশ্‌ভিনের (যেটা তাঁর বিশাল দৈর্ঘ্য ও রুক্ষ মুখের পক্ষে ভারি অদ্ভুত) বিরাট হাতটায় রেখে আন্না বললেন। 'পরিচিত সেই গত বছরের ঘোড়দৌড়ের সময় থেকে। দিন তো আমায়' — ছেলের যে ফোটোগুলো ভ্রন্‌স্কি দেখছিলেন, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে তাঁর কাছ থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আন্না বললেন এবং জ্বলজ্বলে চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে। 'এ বছর

ঘোড়দৌড় ভালো হয়েছিল ? এর বদলে আমি ঘোড়দৌড় দেখি রোমের কর্সোতে। তবে আপনার তো বিদেশের জীবন ভালো লাগে না' — আন্না বললেন সস্নেহে হেসে, 'আমি আপনার সব কথা জানি, জানি আপনার সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সামান্যই।'

'শুনে দুঃখ হল, কেননা আমার পছন্দগুলো বেশির ভাগই খারাপ'— বাঁ দিককার মোচ কামড়ে ইয়াশ্‌ভিন বললেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভ্রন্‌স্কি ঘড়ি দেখছেন লক্ষ করে ইয়াশ্‌ভিন আন্নাকে জিগ্যেস করলেন পিটার্সবুর্গে কত দিন থাকবেন এবং বিশাল শরীরখানা টান করে টুপি নিলেন।

'মনে হয় বেশি দিন নয়' — এই বলে বিব্রত দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন ভ্রন্‌স্কির দিকে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াশ্‌ভিন ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরলেন, 'কোথায় খাবি তুই?'

'আমার এখানে খেতে আসুন' — নিজের বিব্রত ভাবটার জন্য যেন নিজের ওপরেই রাগ করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন আন্না, তবে নতুন লোকের সামনে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ পেলে যেমন হয় বরাবরের মতো তেমনি লাল হয়ে। 'খাবার এখানে ভালো নয়, তবে ওর সঙ্গে অন্তত থাকতে পারবেন। আলেক্‌সেই তার রেজিমেণ্টের বন্ধুদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আপনাকে।'

'খুব আনন্দ হচ্ছে' -- যেরকম হেসে ইয়াশ্‌ভিন কথাটা বললেন তা থেকে ভ্রন্‌স্কি বুঝলেন যে আন্নাকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছে।

ইয়াশ্‌ভিন মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেলেন, ভ্রন্‌স্কি রয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য।

আন্না জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও যাচ্ছ?'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'যা! আমি এক্ষুনি আসছি' -- চেঁচিয়ে তিনি বললেন ইয়াশ্‌ভিনকে।

ভ্রন্‌স্কির হাত ধরে আন্না অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, মনে মনে ভাবতে লাগলেন কী বললে তাঁকে আটকে রাখা যায়।

'দাঁড়াও, তোমায় কিছু বলার আছে' — তাঁর বেঁটে হাতখানা নিয়ে আন্না চেপে ধরলেন নিজের গলায়, 'হ্যাঁ, খেতে নেমন্তন্ন করায় খারাপ কিছু হয় নি তো?'

'ভালোই করেছ' -- প্রশান্ত হাসি নিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, যাতে দেখা গেল তাঁর সুবিন্যস্ত দাঁত। আন্নার হাতে চুমু খেলেন তিনি।

নিজের দুই হাতে ওঁর হাতটায় চাপ দিয়ে আন্না বললেন, 'আলেক্‌সেই, আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলায় নি? আমার বড়ো বিছছিরি লাগছে এখানে। কবে আমরা যাব?'

'শিগগিরই, শিগগিরই। তোমার বিশ্বাস হবে না আমার পক্ষেও এখানে দিন কাটানো কী কষ্টকর' — এই বলে নিজের হাত টেনে নিলেন তিনি।

'তা যাও, যাও!' আহত বোধ করে আন্না বললেন এবং দ্রুত চলে গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

॥ ৩২ ॥

ভ্রন্‌স্কি যখন ফিরলেন, আন্না ঘরে ছিলেন না। শুনলেন উনি চলে যাবার কিছু পরেই কে একজন মহিলা আসেন তাঁর কাছে এবং দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে আন্না যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো পর্যন্ত তাঁর যে দেখা নেই, সকালেও আন্না যে কিছু না বলে গিয়েছিলেন কোথায় যেন -- সেই সঙ্গে আজ সকালে তাঁর মুখের উদ্দীপিত ভাবটা এবং ইয়াশ্‌ভিনের সামনে যে ক্রুদ্ধ স্বরে ছেলের ফোটোগুলো তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন, এ সব ভ্রন্‌স্কিকে ভাবাল। তিনি স্থির করলেন যে আন্নার সঙ্গে একটা বোঝাবুঝি হয়ে যাওয়া দরকার। ড্রয়িং-রুমে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু আন্না ফিরলেন একা নয়, নিজের পিসি, বৃদ্ধা কুমারী প্রিন্সেস অব্‌লোন্‌স্কায়াকে সঙ্গে করে। ইনি সেই মহিলা সকালে যিনি এসেছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে আন্না বাজার করতে যান। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সপ্রশ্ন ভ্রন্‌স্কির মুখের ভাব যেন লক্ষ করছিলেন না আন্না, ফুর্তি করে তাঁকে বললেন কী তিনি কিনেছেন আজ সকালে। ভ্রন্‌স্কি দেখতে পাচ্ছিলেন যে বিশেষ কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওঁর: যে জ্বলজ্বলে চোখে তিনি ভ্রন্‌স্কির দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করছিলেন তাতে ফুটছিল একটা টান-টান মনোযোগ এবং তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় ছিল সেই দ্রুততা আর লাবণ্য যা তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রথম দিকটায় অত মুগ্ধ করেছিল তাঁকে আর এখন শংকিত ও ভীত করে তুলছে।

চার জনের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটো ডাইনিং-রুমটায় যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছেন এমন সময় আন্নার কাছে তুশকেভিচ এলেন প্রিন্সেস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিন্সেস বেট্সি ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি অসুস্থ, কিন্তু আন্নাকে অনুরোধ করেছেন সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে তাঁর কাছে আসতে। এইভাবে সময় বেঁধে দেওয়ায় ভ্রন্স্কি তাকালেন আন্নার দিকে, তার মানে কারও সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা না হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু আন্না যেন খেয়াল করলেন না সেটা।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'খুব দুঃখিত যে ঠিক ওই সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যেই যেতে পারছি না।'

'প্রিন্সেস খুব দুঃখিত হবেন।'

'আমিও।'

'আপনি তাহলে পাত্তি শুনতে যাচ্ছেন নিশ্চয়' -- বললেন তুশকেভিচ।

'পাত্তি? ভালো কথা বলেছেন তো। যেতাম যদি বক্সের টিকিট পেতাম।'

'আমি জোগাড় করে দিতে পারি' -- বললেন তুশকেভিচ।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ' – আন্না বললেন, 'আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?'

সামান্য কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্স্কি। আন্না কী করছেন তা একেবারেই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। কেন উনি নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধা প্রিন্সেসকে, কেন তুশকেভিচকে ধরে রাখলেন খাবার জন্য, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে বক্সের টিকিট কাটতে? তাঁর অবস্থায় পাত্তির দাতব্য কনসার্টে যাওয়ার কথা ভাবা যায় কি, যেখানে থাকবে তাঁর পরিচিত গোটা সমাজটা? গুরুতর দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে, কিন্তু আন্না জবাব দিলেন হয় আমুদে, নয় মরিয়া সেই একই চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিপাতে যার অর্থ তিনি ধরতে পারছিলেন না। খাবার সময়টায় আন্না হয়ে উঠলেন উদ্ধত ফুর্তিবাজ: তিনি যেন রঙ্গলীলা করছিলেন তুশকেভিচ আর ইয়াশ্ভিন দুজনের সঙ্গেই। যখন খাওয়ার টেবিল ছেড়ে ওঠা হল এবং তুশকেভিচ গেলেন বক্সের ধান্ধায় আর ইয়াশ্ভিন ধূমপান করতে, ভ্রন্স্কি তাঁর সঙ্গেই চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি উঠলেন ওপরে। আন্না ততক্ষণে

হালকা রঙের সিল্ক আর মখমলের বুক খোলা গাউনে তৈরি, এটি তিনি বানিয়েছিলেন প্যারিসে। মাথায় তাঁর দামী শাদা লেস, মুখখানাকে বেড় দিয়ে তা তাঁর ঝলমলে রূপ ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষভাবে।

তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে ভ্রন্স্কি বললেন, 'সত্যিই আপনি থিয়েটারে যাবেন?'

'অমন ভীত হয়ে জিগ্যেস করছেন যে?' ভ্রন্স্কি তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না বলে পুনরায় আহত বোধ করে আন্না বললেন, 'না যাবার কী আছে?'

আন্না যেন বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কথার গুরুত্ব।

'বলাই বাহুল্য, না যাবার কোনো কারণ নেই' — ভুরু কুঁচকে বললেন ভ্রন্স্কি।

'সেই কথাই তো আমি বলছি' — আন্না বললেন, ভ্রন্স্কির কথার সুরে যে ব্যঙ্গ ছিল সেটা বুঝতে চাইলেন না ইচ্ছে করেই, দীর্ঘ, সুরভিত দস্তানাটা পরতে লাগলেন শান্তভাবে।

'আন্না, দোহাই ভগবান! কী হল আপনার?' উনি বললেন তাঁর চৈতন্য উদ্রেকের জন্য ঠিক যেভাবে একদা বলেছিলেন আন্নার স্বামী।

'বুঝতে পারছি না কী আপনি বলতে চাইছেন।'

'আপনি জানেন যে যাওয়া চলে না।'

'কেন? আমি একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেস ভারভারা পোশাক বদলাতে গেছেন। তিনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

বোধের অক্ষমতা ও হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্স্কি।

বলতে শুরু করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না...'

'জানতে চাই না আমি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আন্না। 'চাই না। যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করব কি? না, না, না। প্রথম থেকে যদি শুরু করতে হয়, তাহলে যা ঘটেছে, তাই-ই ঘটবে। আমাদের কাছে, আমার আর আপনার কাছে গুরুত্ব ধরে শুধু একটা জিনিস: দু'জন দু'জনকে আমরা ভালোবাসি কি না। অন্য কথা ধর্তব্য নয়। কেন এখানে আমরা আলাদা আলাদা থাকছি, দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে না? কেন আমি যেতে পারি না? তোমায় ভালোবাসি আমি, আর সবে আমার বয়ে গেল' — বললেন তিনি রুশীতে, চোখে ভ্রন্স্কির কাছে দুর্বোধ্য একটা ঝিলিক তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে; 'যদি তুমি বদলে না গিয়ে থাকো। কেন তুমি তাকাচ্ছ না আমার দিকে?'

আন্নার দিকে ভ্রন্স্কি চাইলেন। দেখলেন তাঁর মুখ আর সর্বদা মানানসই সাজগোজের সমস্ত সৌন্দর্য। কিন্তু এখন তাঁর এই সৌন্দর্য আর সৌষ্ঠবেই পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর।

'আমার হৃদয়াবেগ যে বদলাতে পারে না, তা আপনি জানেন, কিন্তু অনুরোধ করছি, মিনতি করছি যাবেন না' — কণ্ঠস্বরে কোমল একটা মিনতি কিন্তু দৃষ্টিতে শীতলতা নিয়ে ফের তিনি বললেন ফরাসিতে।

কথাগুলো শুনছিলেন না আন্না, কিন্তু দৃষ্টির শীতলতা দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন:

'আর আমার অনুরোধ কেন আমার যাওয়া চলে না, সেটা বলুন।'

'কারণ এতে আপনার... আপনার...' থতোমতো খেলেন ভ্রন্স্কি।

'কিছুই বুঝতে পারছি না। ইয়াশ্ভিন n'est pas compromettant*, প্রিন্সেস ভারভারাও অন্যদের চাইতে খারাপ কিছু নন। আ, এই তো উনি এসে গেছেন।'

॥ ৩৩ ॥

নিজের অবস্থাটা ইচ্ছে করে বুঝতে না চাওয়ার জন্য আন্নার ওপর বিরক্তি, প্রায় আক্রোশ ভ্রন্স্কি বোধ করলেন এই প্রথম। জ্বালাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল এই জন্য যে তাঁর বিরক্তির কারণটা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। কী তিনি ভাবছেন, সেটা সোজাসুজি বলতে হলে তিনি এই বলতেন: 'সবার পরিচিত এক প্রিন্সেসের সঙ্গে এই বেশভূষায় থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ শুধু পতিতা নারী হিশেবে নিজের অবস্থাটা মেনে নেওয়াই নয়, সমাজকে চ্যালেঞ্জ করাও, অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া।'

এ কথাটা আন্নাকে তিনি বলতে পারেন না। 'কিন্তু এ কথাটা সে বুঝতে পারছে না কেমন করে, কী ঘটছে ওর মধ্যে?' নিজেকে বলছিলেন তিনি। টের পাচ্ছিলেন একই সময়ে আন্নার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর রূপ সম্পর্কে চেতনা।

মুখ গোমড়া করে তিনি ফিরলেন নিজের কামরায়। লম্বা ঠ্যাঙ একটা

* সুনাম নষ্ট করতে পারেন না (ফরাসি)।

চেয়ারের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াশ্‌ভিন সেলৎজার জল দিয়ে কনিয়াক পান করছিলেন। তাঁর পাশে বসে বললেন তাঁকেও খানিকটা দিতে।

'তুই বলছিলি লানকোভ্‌স্কির 'মগ্‌চি'র কথা। ঘোড়াটা ভালো, কিনতে পরামর্শ দিচ্ছি তোকে' — বন্ধুর বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বললেন ইয়াশ্‌ভিন, 'ওর গতরটা ভারী, কিন্তু পা আর মাথার তুলনা হয় না।'

'তাই ভাবছি, কিনব' — বললেন ভ্রন্‌স্কি।

ঘোড়া নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলেও ভ্রন্‌স্কি মুহূর্তের জন্য আন্নার কথা ভুলতে পারছিলেন না, আপনা থেকেই কান পেতে থাকছিলেন করিডরে পদশব্দের জন্য, ফায়ার-প্লেসের ওপর ঘড়িটার দিকে চাইছিলেন বারে বারে।

'আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি থিয়েটারে গেছেন।'

ফেনিল জলটায় আরো একপাত্র কনিয়াক ঢেলে এবং তা উদরস্থ করে উঠে দাঁড়িয়ে উর্দির বোতাম বন্ধ করলেন ইয়াশ্‌ভিন।

'তাহলে? চল যাই' — বললেন তিনি মোচের তলে সামান্য হেসে আর সে হাসিতে এইটে বুঝিয়ে দিয়ে যে ভ্রন্‌স্কির মনমরা হওয়ার কারণটা তিনি বোঝেন, কিন্তু তাতে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

'আমি যাব না' — আঁধার মুখে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কথা দিয়েছি। বেশ, তাহলে আসি। তুই বরং একটা সীট নে। ক্রাসিন্‌স্কির সীটটা' — যেতে যেতে যোগ করলেন ইয়াশ্‌ভিন।

'না, আমার কাজ আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইয়াশ্‌ভিন ভাবলেন, 'বৌ থাকলে ঝামেলা, প্রেমিকা থাকলে আরো খারাপ।'

চেয়ার থেকে উঠে ভ্রন্‌স্কি একা একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।

'আচ্ছা কী চলছে আজকে? চতুর্থ দাতব্য কনসার্ট... সস্ত্রীক ইয়েগর থাকবে সেখানে, খুব সম্ভব মা-ও। তার মানে সেখানে গোটা পিটার্সবুর্গ। এখন আন্না ঢুকেছে, ওভারকোট ছেড়ে গেছে, ঢুকছে আলোয়, তুশকেভিচ, ইয়াশ্‌ভিন, প্রিন্সেস ভারভারা...' ছবিটা তিনি কল্পনা করলেন মনে মনে, 'আর আমি? আমি কি ভয় পাচ্ছি, নাকি তার ওপর তদারকির ভার ছেড়ে দিয়েছি তুশকেভিচের ওপর? যেদিক থেকেই দেখা যাক,

আহাম্মকি, আহাম্মকি — কেন আমায় সে এমন অবস্থায় ফেলছে?' হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন।

হাতের সে ভঙ্গিটা গিয়ে ঠেকল ছোটো টেবিলটায় যেখানে ছিল সেলৎজার জল আর কনিয়াকের পানপাত্র। প্রায় সেটা উলটে পড়ছিল, ধরতে গেলেন তিনি কিন্তু ফসকে গেল, বিরক্তিতে টেবিলে লাথি মেরে ঘণ্টি বাজালেন।

সাজ-ভৃত্য ঘরে ঢুকতে তাকে বললেন, 'যদি তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাও, তাহলে নিজের কর্তব্য মনে রেখো। এমনটা যেন না হয়। পরিষ্কার করো এগুলো।'

নিজেকে নির্দোষ জ্ঞান করে সাজ-ভৃত্য আত্মসমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হুজুরের মুখ দেখে বুঝল যে কেবল চুপ করে থাকা দরকার, তাড়াতাড়ি গালিচার ওপর ঝুঁকে যা ভেঙেছে এবং ভাঙে নি, তেমন সব পানপাত্র আর বোতল কুড়োতে লাগল।

'এটা তোমার কাজ নয়, সাফ করতে বলো চাপরাশিকে আর আমার সান্ধ্য পোশাকের ব্যবস্থা করো।'

ভ্রন্‌স্কি থিয়েটার হলে ঢুকলেন সাড়ে আটটায়। অপেরা চলছে পুরোদমে। ওভারকোট রাখার তদারকিতে যে বৃদ্ধটি ছিল সে ভ্রন্‌স্কির কোট খুলতে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করলে এবং বললে, ট্যাগ নম্বর নেবার দরকার নেই, ফিওদর বলে হাঁক দিলেই হবে। আলোকিত করিডরে এই বৃদ্ধটি এবং ফার কোট হাতে দু'জন চাপরাশি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজায় কান পেতে তারা গান শুনছিল। দরজা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল অর্কেস্ট্রার স্ট্যাকাটোর সন্তর্পণ সঙ্গত এবং একটি নারীকণ্ঠ যা চমৎকার তান ধরছিল। দরজা খুলে একজন পরিচারক চুপি চুপি বেরিয়ে আসতেই যে তানটা শেষ হতে যাচ্ছিল তা অভিভূত করল ভ্রন্‌স্কির কর্ণকুহর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা, গানের শেষটা ও তার মূর্ছনা তাঁর শোনা হল না, কিন্তু দরজার ওপাশে প্রচণ্ড করতালিধ্বনি থেকে বুঝলেন যে মূর্ছনা শেষ হয়েছে। ঝাড়লণ্ঠন আর ব্রোঞ্জের গ্যাস দীপাধারে অত্যুজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে যখন তিনি প্রবেশ করলেন, করতালি তখনো চলছিল। মঞ্চে নগ্নস্কন্ধে ও হীরকে দেদীপ্যমানা গায়িকা নত হয়ে হেসে পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে বিদঘুটে রকমে ছুড়ে দেওয়া ফুলের তোড়া কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে থাকা টেনরের সাহায্যে;

পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী-একটা উপহার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাথার মাঝখানে টেরি কাটা পমেড মাখা চকচকে চুলের এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে এলেন গায়িকা, অমনি স্টল আর বক্সের সমস্ত শ্রোতা চঞ্চল হয়ে উঠল, ঝুঁকে পড়ল সামনে, চিৎকার করে উঠল, হাততালি দিল। বেদীতে দণ্ডায়মান কনডাক্টর সাহায্য করলেন উপহারটা পেঁছে দিতে এবং ঠিকঠাক করে নিলেন তাঁর শাদা টাই। স্টলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে ভ্রন্‌স্কি চেয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। পরিচিত অভ্যস্ত পরিস্থিতি, মঞ্চ, কোলাহল, ঠেসে ভরে তোলা প্রেক্ষাগৃহের এই সব চেনা, অনাকর্ষণীয়, বিচিত্র দর্শকদলের দিকে তিনি আজ নজর দিলেন সবচেয়ে কম।

বক্সে বরাবরের মতোই পেছনদিকে সেই একই কী সব অফিসারের সঙ্গে কী সব মহিলা; সেই একই রংবেরঙের নারী, উর্দি, ফ্রক-কোট — ঈশ্বর জানেন কারা; ওপর সার্কেলে সেই একই নোংরা ভিড় আর সে ভিড়ের মধ্যে, বক্সে আর সামনের সারিগুলোয় আসল পুরুষ আর নারী জন চল্লিশেক। এই মরূদ্যানগুলির দিকেই মনোনিবেশ করলেন ভ্রন্‌স্কি এবং তৎক্ষণাৎ তাদের যোগসূত্র খুঁজে পেলেন।

ভ্রন্‌স্কি যখন ভেতরে ঢোকেন, অঙ্কটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বক্সে দাদার কাছে না গিয়ে সোজাসুজি এলেন প্রথম সারিতে সেপুর্খোভস্কর-এর দিকে। অর্কেস্ট্রা পিটের কাছে হাঁটু বেঁকিয়ে হিল ঠুকছিলেন তিনি, দূর থেকে ভ্রন্‌স্কিকে দেখতে পেয়ে হেসে কাছে ডাকেন।

আন্নাকে তখনো দেখেন নি ভ্রন্‌স্কি, ইচ্ছে করেই তাকান নি তাঁর দিকে। কিন্তু লোকের দৃষ্টি যে দিকে তা থেকে তিনি জানতেন কোথায় আন্না। অলক্ষ্যে তিনি চাইছিলেন এদিক-ওদিক, কিন্তু আন্নাকে খুঁজছিলেন না; সবচেয়ে খারাপটার অপেক্ষায় তিনি দৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের। সৌভাগ্যের কথা যে এবার তিনি থিয়েটারে ছিলেন না।

'ফৌজী রকম-সকম তোর মধ্যে এখন টিকে আছে কত কম!' ভ্রন্‌স্কিকে বললেন সেপুর্খোভস্কয়, 'তুই এখন একজন কূটনীতিক, শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছু একটা।'

'হ্যাঁ, বাড়ি ফেরা মাত্র আমি ড্রেস-স্যুট পরেছি' — হেসে জবাব দিয়ে ভ্রন্‌স্কি ধীরে ধীরে অপেরা-গ্লাস বার করতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটায় তোকে আমার ঈর্ষা হয় তা কবুল করছি। বিদেশ থেকে ফিরে আমি যখন এটা পরি' -- নিজের কাঁধ-পট্টি দেখালেন তিনি, 'তখন স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে কষ্ট হয়।'

ভ্রন্স্কির সামরিক ক্রিয়াকলাপের আশা সের্পুখোভস্কয় জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন আগের মতোই আর এখন তো তাঁর জন্য সবিশেষ প্রীতিবোধই করছেন।

'দেরি করে তুই এলি, প্রথম অঙ্কটা দেখতে পেলি না, আফশোষ হচ্ছে।'

এক কান দিয়ে শুনতে শুনতে ভ্রন্স্কি ওপর থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত বক্সগুলোকে দেখছিলেন। শিরপেচ পরা এক মহিলা আর বাড়িয়ে আনা অপেরা-গ্লাসে রেগে চোখ মিটমিট করা এক টেকো ভদ্রলোকের কাছাকাছি হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন আন্নার মুখ -- গর্বিত, আশ্চর্য সুন্দর, লেসের বন্ধনীর মধ্যে হাস্যময়ী। ছিলেন তিনি পঞ্চম বক্সের নিচতলায়, ওঁর কাছ থেকে বিশ পা দূরে। সামনে বসে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী যেন বলছিলেন ইয়াশ্ভিনকে। প্রশস্ত মনোহর স্কন্ধে মাথার ঠাট, চোখে সংযত-প্রবুদ্ধ দীপ্তির ছটা এবং তাঁর সমগ্র মুখমন্ডলে ভ্রন্স্কির মনে হচ্ছিল মস্কোর বলনাচে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি। কিন্তু এ রূপে এখন তাঁর মনোভাব হল একেবারে ভিন্ন। আন্নার প্রতি তাঁর অনুভবে এখন কুহকের মতো কিছু আর ছিল না, তাই তাঁর রূপ তাঁকে আগের চেয়েও প্রখরভাবে টানলেও সেইসঙ্গে এখন আহতও করছিল। আন্না তাঁর দিকে চাইছিলেন না, কিন্তু ভ্রন্স্কি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁকে তিনি দেখেছেন।

ভ্রন্স্কি যখন ফের সেদিকে তাঁর অপেরা-গ্লাস নিবদ্ধ করলেন, দেখলেন প্রিন্সেস ভারভারা অস্বাভাবিক হাসিতে লাল হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন পাশের বক্সের দিকে; আন্না তাঁর পাখা গুটিয়ে লাল মখমলের ওপর তা ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছেন, কিন্তু পাশের বক্সে কী হচ্ছে সেটা তিনি দেখছেন না, স্পষ্টতই চাইছেন না দেখতে। ইয়াশ্ভিনের মুখে তেমন একটা ভাব যা ফুটে উঠত জুয়ায় হেরে গেলে। মুখ গোমড়া করে বাঁয়ের মোচটা মুখের মধ্যে ক্রমাগত গিলতে গিলতে তিনি কটাক্ষে চাইছিলেন পাশের বক্সটায়।

বাঁ পাশের ওই বক্সটায় ছিলেন কার্তাসোভরা। ভ্রন্স্কি তাঁদের চিনতেন

এবং এও জানতেন যে আন্না তাঁদের পরিচিত। কার্তাসোভ পত্নী ছোটোখাটো শীর্ণা এক নারী, আন্নার দিকে পিছন ফিরে নিজের বক্সে দাঁড়িয়ে স্বামী তাঁকে যে কেপটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেটা পরছিলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ ও ক্রুদ্ধ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছিলেন তিনি। টেকোমাথা মুটকো কার্তাসোভ স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে অবিরাম তাকাচ্ছিলেন আন্নার দিকে। স্ত্রী বেরিয়ে গেলে স্বামী অনেকখন অপেক্ষা করলেন আন্নার চোখে পড়া এবং স্পষ্টতই তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্য। কিন্তু বোঝা গেল আন্না ইচ্ছে করেই তাঁকে লক্ষ করছেন না, ইয়াশ্‌ভিনের নিচু হয়ে আসা চুল-ছাঁটা মাথার উদ্দেশে কী যেন বলছিলেন। অভিবাদন না করেই বেরিয়ে যেতে হল কার্তাসোভকে, ফাঁকা হয়ে গেল বক্সটা।

কার্তাসোভ দম্পতি আর আন্নার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা ভ্রন্‌স্কি না জানলেও এটা বুঝলেন যে আন্নার পক্ষে কিছু একটা ঘটেছে যা অপমানকর। এটা তিনি বুঝলেন যা দেখলেন তা থেকে এবং আরও বেশি বুঝলেন আন্নার মুখ দেখে, যিনি গৃহীত ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য শেষ শক্তি সংগ্রহ করছেন বলে তিনি জানতেন। বাহ্যিক প্রশান্তির এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ উৎরাল। যারা তাঁকে আর তাঁর মহলকে জানে না, সমাজে দর্শন দিতে এবং নিজের লেস-ভূষণ আর রূপে এমন লক্ষণীয়রূপে দর্শন দিতে পারছেন বলে নারী সমাজের সমবেদনা, ক্রোধ ও বিস্ময়ের কথাগুলো যারা শোনে নি, তারা এই মহিলার প্রশান্তি ও রূপে মুগ্ধ হত, ভাবতেই পারত না যে উনি লাঞ্ছনা-মঞ্চে চাপানো এক ব্যক্তির মর্মপীড়া বোধ করছেন।

কিছু একটা ঘটেছে তা জানায়, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা না জানায় যন্ত্রণাকর উদ্বেগ হচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির, তাই কোনো কিছু জানার জন্য গেলেন দাদার বক্সে। আন্নার বক্সের বিপরীত ধাপ দিয়ে উঠে বেরুতে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল রেজিমেণ্টের ভূতপূর্ব কম্যান্ডারের সঙ্গে। দু'জন পরিচিতের সঙ্গে কথা কইছিলেন তিনি। আলাপে কারেনিনদের নামোল্লেখ কানে এল ভ্রন্‌স্কির এবং লক্ষ করলেন কিভাবে উচ্চৈস্বরে তাঁকে ডেকে আলাপীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন কম্যান্ডার।

'আরে, ভ্রন্‌স্কি যে! রেজিমেণ্টে আসছ কবে? একটা ভোজ ছাড়া তোমায় তো যেতে দিতে পারি না আমরা। তুমি আমাদের যে মূল শিকড়' — বললেন রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার।

'সময় পাচ্ছি না, খুব দুঃখের কথা, পরের বার' — বলে ভ্রন্‌স্কি উঠলেন দাদার বক্সের দিককার সিঁড়ি বেয়ে।

বক্সে দাদার সঙ্গে ছিলেন ইস্পাতের মতো কুণ্ডলী করা চুল নিয়ে ভ্রন্‌স্কির মা, বৃদ্ধা কাউণ্টেস। ভারিয়া আর প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল একতলার করিডরে।

প্রিন্সেস সরোকিনাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে দেবরের করমর্দন করে ভারিয়া তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সেই কথা। এত উত্তেজিত তাঁকে ভ্রন্‌স্কি আগে কখনো দেখেন নি।

'আমি মনে করি এটা অতি হীন ও জঘন্য কাজ, মাদাম কার্তাসোভার কোনো অধিকার নেই। মাদাম কারেনিনাকে...' বলতে শুরু করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু কী হয়েছিল? আমি কিছু জানি না।'

'সেকি, তুমি কিছু শোনো নি?'

'তুমি জানো তো, এ ব্যাপারটা আমি শুনছি সবার শেষে।'

'এই কার্তাসোভার মতো বিচ্ছুটি জীব আর আছে কি?'

'কিন্তু কী সে করেছে?'

'আমি স্বামীর কাছে শুনলাম... কারেনিনাকে অপমান করেছে সে। ওর স্বামী পাশের বক্স থেকে কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন আর কার্তাসোভা এক নাটক বাধায়। লোকে বলছে, সে নাকি অপমানকর কিছু একটা বলে বেরিয়ে যায়।'

'কাউণ্ট, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন' — বক্সের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন প্রিন্সেস সরোকিনা।

'এদিকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি' — মা বললেন ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে, 'তোর যে দেখা পাওয়াই ভার!'

ছেলে দেখলেন যে আনন্দের হাসি তিনি চাপতে পারছেন না।

'প্রণাম মা। আমি এলাম আপনার কাছে' — নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'কেন তুই গেলি না faire la cour à madame Karenine?'*,

* মাদাম কারেনিনার পরিতোষণে? (ফরাসি।)

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে তিনি যোগ দিলেন; 'Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle.'*

'মা, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সামনে এ সব কথা না বলতে' — ভুরু কুঁচকে ভ্রন্স্কি বললেন।

'আমি তাই বলছি যা লোকে বলছে।'

কোনো জবাব দিলেন না ভ্রন্স্কি, প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে কয়েকটা বাক্য বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। দোরগোড়ায় দেখা হল দাদার সঙ্গে।

তিনি বললেন, 'আ, আলেক্সেই! কী জঘন্যতা! মহিলাটি একটি গর্দভ, তার বেশি কিছু নয়... আমি এক্ষুনি ভাবছিলাম আন্নার কাছে যাব। চল যাই একসঙ্গে।'

ভ্রন্স্কি তাঁর কথা শুনছিলেন না, দ্রুত পদক্ষেপে নিচে নামছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী সেটা জানতেন না। আন্না নিজেকে এবং তাঁকে এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন বলে তার জন্য একটা বিরক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর কষ্টের জন্য অনুকম্পায় দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি। নিচে স্টলে নেমে তিনি সোজা গেলেন আন্নার বক্সের কাছে। বক্সে স্ত্রেমভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে:

'টেনর আর নেই। Le moule en est brisé.'**

আন্নার উদ্দেশে মাথা নুইয়ে ভ্রন্স্কি থামলেন স্ত্রেমভকে অভিবাদনের জন্য।

'আপনি সম্ভবত দেরিতে এসেছেন, সেরা আরিয়াটা আপনার শোনা হয় নি' — ভ্রন্স্কিকে আন্না বললেন যে দৃষ্টিপাতে সেটা তাঁর মনে হল বিদ্রুপাত্মক।

কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি বললেন, 'আমি সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নই।'

'যেমন প্রিন্স ইয়াশ্‌ভিন' — হেসে বললেন আন্না, 'ওঁর ধারণা পাত্তি গাইছেন বড়ো চড়া গলায়।'

পড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনপত্রটা ভ্রন্স্কি তুলে দিলে দীর্ঘ দস্তানা পরা ছোটো হাতে সেটা নিয়ে আন্না বললেন 'ধন্যবাদ!' এবং হঠাৎ সেই মুহূর্তেই সুন্দর মুখখানা তাঁর কেঁপে উঠল। উঠে চলে গেলেন বক্সের পেছন দিকে।

* চমক লাগিয়েছে সে। তার জন্যে লোকে ভুলে যাচ্ছে পাত্তিকেও (ফরাসি)।

** উধাও হয়েছে (ফরাসি)।

পরের অঙ্কে তাঁর বক্ষ শূন্য দেখে কাভাতিনা'র ধ্বনিতে স্তিমিত হয়ে আসা থিয়েটার হলে ক্রুদ্ধ হিসহিসানি জাগিয়ে ভ্রন্স্কি স্টল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরলেন হোটেলে।

আন্না আগেই চলে এসেছিলেন। ভ্রন্স্কি যখন তাঁর ঘরে ঢুকলেন, তিনি তখন একা, যে সাজে থিয়েটারে গিয়েছিলেন সেই সাজেই। দেয়ালের কাছে প্রথম কেদারাটায় বসে তিনি চেয়ে ছিলেন সামনের দিকে। ভ্রন্স্কির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই তক্ষুনি তিনি ফিরে গেলেন আগের অবস্থায়।

'আন্না' -- ভ্রন্স্কি ডাকলেন।

'তুমি, সব তোমার দোষ!' উঠে দাঁড়িয়ে হতাশা ও বিদ্বেষের অশ্রুজলে রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম না যেতে। জানতাম যে তোমার অমঙ্গল হবে...'

'অমঙ্গল!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না, 'সাংঘাতিক! যতদিন বাঁচি, এটা ভুলব না কখনো। ও বললে যে আমার পাশাপাশি বসে থাকা ওর পক্ষে লজ্জার কথা।'

'হাঁদা মাগীর কথা' --- বললেন ভ্রন্স্কি, 'কিন্তু কী দরকার ছিল ঝুঁকি নেওয়ার, চ্যালেঞ্জ করার...'

'তোমার ওই প্রশান্তিকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে ওই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার। যদি আমায় ভালোবাসতে...'

'আন্না, ভালোবাসার কথা কেন...'

'হ্যাঁ, আমি যেমন ভালোবাসি তেমন যদি ভালোবাসতে, আমার মতো যদি যন্ত্রণায় ভুগতে...' ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে সভয়ে বললেন আন্না।

তাঁর জন্য ভ্রন্স্কির মায়া হলেও বিরক্তি ধরছিল। তিনি যে ভালোবাসেন এ আশ্বাস তাঁকে দিলেন, কেননা বুঝতে পারছিলেন যে কেবল এইটেই শান্ত করতে পারবে তাঁকে, কথায় তাঁকে তিরস্কার করলেন না, কিন্তু তিরস্কার করলেন মনে মনে।

এবং ভালোবাসার যে আশ্বাসদান তাঁর কাছে এত ছেঁদো লাগছিল যে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু আন্না আকণ্ঠ পান করে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে উঠলেন। এর পরের দিন দু'জনের মিটমাট হয়ে গেল পুরোপুরি, যাত্রা করলেন গ্রামে।

ষষ্ঠ অংশ

॥ ১ ॥

ছেলেমেয়েদের নিয়ে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা গ্রীষ্মটা কাটালেন বোন কিটি লেভিনার কাছে, পক্রোভ্‌স্কয়েতে। তাঁর নিজের মহালের বাড়িটা একেবারে ভেঙে পড়ছিল, লেভিন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁকে বোঝান গ্রীষ্মটা তাঁদের ওখানেই কাটাতে। স্তেপান আর্কাদিচ খুবই অনুমোদন করেন ব্যবস্থাটা। বললেন যে, গরম কালটা সপরিবারে গ্রামে কাটাতে বাধা দিচ্ছে তাঁর কাজ, এটা তাঁর পক্ষে অতীব সুখের ব্যাপার হত। মস্কোয় থেকে তিনি মাঝে মধ্যে গ্রামে আসতেন দিন দুয়েকের জন্য। সমস্ত সন্তান ও গৃহশিক্ষিকাকে নিয়ে ডল্লি ছাড়াও লেভিনদের ওখানে আসেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী. অনভিজ্ঞা গর্ভবতী কন্যার দেখাশুনা করা নিজের কর্তব্য বলে জ্ঞান করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিদেশে কিটির সখ্য হয়েছিল ভারেঙ্কার সঙ্গে, সে কথা দিয়েছিল যে কিটির বিয়ে হলে সে আসবে তার কাছে, সেটা সে পালন করে এল বান্ধবী সকাশে। সবাই এরা লেভিনের স্ত্রীর আত্মপরিজন। আর তাঁদের সবাইকে লেভিন পছন্দ করলেও লেভিনীয় জগৎ ও ব্যবস্থাটার জন্য তাঁর খানিকটা দুঃখ হত, যা তাঁর ভাষায় 'শ্যেরবাৎস্কি' উপাদানের এই প্লাবনে ভেসে গেছে। এ গ্রীষ্মে নিজের আত্মীয় বলতে এসেছিলেন সৎভাই সের্গেই ইভানোভিচ, তবে তিনিও লেভিনীয় নয়, কজ্‌নিশেভ বংশের লোক, ফলে লেভিনীয় আমেজ উবে গিয়েছিল একেবারেই।

বহুদিন খালি পড়ে থাকা লেভিনের বাড়িটা লোকে এমন ভরে উঠল যে প্রায় কোনো ঘরই আর খালি রইল না। আর প্রায় প্রতিদিন খাবার টেবিলে বসে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীকে লোক গুণতে হত, আর যে নাতি বা নাতনিটি অশুভ তের নম্বরে পড়ত, তাকে বসাতেন আলাদা ছোটো একটা টেবিলে। সংসার চালাবার খুবই চেষ্টা ছিল কিটির, কিন্তু অতিথি ও শিশুদের গ্রীষ্মকালীন খিদে মেটাবার জন্য মুর্গি, টার্কি, হাঁস সংগ্রহে তারও ঝামেলা হত কম নয়।

সবাই খেতে বসেছিল। ডল্লির ছেলেমেয়ে, গৃহশিক্ষিকা এবং ভারেঙ্কা পরিকল্পনা ফাঁদছিল ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য কোথায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো। বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য সমস্ত অতিথিদের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের সম্মান ছিল প্রায় ভক্তির সমতুল্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন ব্যাঙের ছাতার আলোচনায়।

ভারেঙ্কার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও। ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে বড়ো ভালোবাসি আমি। ওটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় একটা কাজ বলে মনে হয়।'

'বেশ তো, খুব আনন্দের কথা' — ভারেঙ্কা বললে লাল হয়ে। কিটি আর ডল্লি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইদানীং কিটি যে অনুমান নিয়ে খুব মেতে উঠেছিল, ভারেঙ্কার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাবার জন্য বিদ্বান বুদ্ধিমান সের্গেই ইভানোভিচের প্রস্তাবে সমর্থিত হল সেটা। মায়ের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি কথা শুরু করলে যাতে তার চাউনি চোখে না পড়ে। খাবার পর তাঁর কফির কাপ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ বসলেন ড্রয়িং-রুমের জানলার কাছে, ভাইয়ের সঙ্গে যে আলাপটা শুরু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যেতে যেতে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে, যেখান দিয়ে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে বেরুবে ছেলেমেয়েরা। ভাইয়ের কাছে জানলায় বসলেন লেভিন।

স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিটি, যে আলাপটা তার কাছে আকর্ষণহীন, স্পষ্টতই সেটা শেষ হবার পর স্বামীকে কিছু একটা বলবার জন্য।

'বিয়ের পর তুই অনেক বদলে গেছিস আর সেটা ভালোই' — কিটির দিকে চেয়ে হেসে এবং স্পষ্টতই শুরু করা কথাবার্তাটায় বিশেষ আগ্রহ

না রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে অতি কিম্ভূত সব মতামত আঁকড়ে থাকার নেশা তোর যায় নি।'

'কাতিয়া, দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়' — তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বললেন লেভিন।

'তবে সময় হয়ে গেছে' — ছুটন্ত ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

সবচেয়ে আগে তাঁর কাছে ছুটে এল টান-টান মোজা পায়ে পাশকে ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে তানিয়া, ব্যাঙের ছাতা তোলার ঝুড়ি আর সের্গেই ইভানোভিচের টুপি দোলাতে দোলাতে।

অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে, পিতার চমৎকার চোখজোড়ার মতো তার দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে সে সের্গেই ইভানোভিচকে তাঁর টুপি দিয়ে ভীরু ভীরু কোমল হাসিতে তার ঔদ্ধত্য নরম করে এনে বেশ বুঝিয়ে দিলে যে টুপিটা সে তাঁকে পরাতে চায়।

সের্গেই ইভানোভিচের হাসি দেখে সে বুঝলে যে ওটা সম্ভব। সন্তর্পণে টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ভারেঙ্কা অপেক্ষা করছে।'

মাথায় শাদা রুমাল বেঁধে হলুদ একটি সুতী ফ্রকে ভারেঙ্কা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে।

'আসছি, আসছি ভারভারা আন্দ্রেয়েভনা' — কফি শেষ করে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে রুমাল আর সিগারেট কেস রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কী ভালো আমাদের ভারেঙ্কা, তাই না?' সের্গেই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়াতেই কিটি বললে স্বামীকে। বললে এমনভাবে যাতে সের্গেই ইভানোভিচ কথাটা শুনতে পান এবং বোঝাই যায় যে সেটাই চাইছিল কিটি। 'আর কী সুন্দরী, মর্যাদাময় সৌন্দর্য! ভারেঙ্কা!' চেঁচিয়ে ডাকলে কিটি, 'তোমরা কলের বনে যাবে? আমরা সঙ্গ ধরব তোমাদের।'

'তুই তোর অবস্থাটা একেবারে ভুলে যাস কিটি' — তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী, 'অমন চিৎকার করা উচিত নয়।'

কিটির ডাক আর মায়ের তিরস্কার শুনে ভারেঙ্কা দ্রুত লঘু পদক্ষেপে গেল কিটির কাছে। তার গতিভঙ্গির দ্রুততা, সজীব মুখমণ্ডলের রক্তিমা — সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে। সে অসাধারণটা কী, কিটি তা জানত, এবং মনোযোগ

দিয়ে তাকে সে লক্ষ করছিল। ভারেঙ্কাকে সে ডাকল কেবল কিটির ধারণায় আজ ডিনারের পরে বনে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটার কথা, তার জন্য মনে মনে তাকে আশীর্বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

তাকে চুমু খেয়ে ফিসফিসিয়ে সে বললে, 'ভারেঙ্কা, একটা ব্যাপার ঘটলে আমি খুবই সুখী হব।'

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন তো?' যে কথাটা তাকে বলা হল, সেটা যেন তার কানে যায় নি এমনি ভাব করে বিব্রত হয়ে ভারেঙ্কা জিগ্যেস করলে লেভিনকে।

'আমি যাব, তবে মাড়াই তলা পর্যন্ত। সেখানেই থেকে যাব।'

'কী তোমার এত গরজ পড়ল?' বললে কিটি।

'নতুন গাড়িগুলো দেখতে আর হিসাব করতে হবে' — লেভিন বললেন, 'আর তুমি থাকবে কোথায়?'

'খোলা বারান্দায়।'

॥ ২ ॥

সমস্ত নারীই জুটেছিলেন বারান্দায়। সাধারণতই খাবার পর সেখানে বসে থাকতে তাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু আজ আরো একটা ব্যাপার ছিল। বাচ্চার ফতুয়া সেলাই আর কম্বল বোনার যে কাজে সবাই ব্যস্ত থাকত, তা ছাড়াও আজ সেখানে জ্যাম বানানো হচ্ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে নতুন এক পদ্ধতিতে, বিনা জলে। নতুন এই পদ্ধতিটা কিটি চালু করেছে, যা চলে তাঁদের বাড়িতে। এ ব্যাপারটাব ভার আগে ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার, যাঁর বিশ্বাস ছিল যে লেভিনদের সংসারে যা হবে তা কখনো খারাপ হতে পারে না; স্ট্রবেরি জ্যামে তিনি তাহলেও জল দিয়েছিলেন এই দৃঢ় মত নিয়ে যে জিনিসটা অন্য কোনো ভাবে হতে পারে না। তাতে তিনি ধরা পড়ে যান এবং এখন সবার সমক্ষে তৈরি হচ্ছে র‍্যাস্পবেরি জ্যাম, আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়াও জ্যাম হতে পারে ভালো।

রাঙা আর রাগান্বিত মুখে, এলোমেলো চুলে, কনুই অবধি অনাবৃত হাতে উনুনের ওপর বৃত্তাকারে গামলা ঘোরাচ্ছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যাস্পবেরিগুলোর দিকে তাকিয়ে

সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যেন তা সিদ্ধ না হয়ে জমে যায়। র‍্যাস্পবেরি জ্যাম বানানোয় নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা গণ্য করে প্রিন্স-মহিষী আগাফিয়া মিখাইলোভনার ক্রোধ টের পেয়ে ভাব করছিলেন যে তিনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত, র‍্যাস্পবেরির দিকে তাঁর নজর নেই, কথা কইছিলেন অন্য বিষয়ে, কিন্তু আড়চোখে চাইছিলেন উনুনের দিকে।

'আমার চাকরানিদের পোশাকের জন্যে সর্বদা আমি নিজে শস্তা ছিট কিনে দিই' — যে প্রসঙ্গটা শুরু হয়েছিল তার জের টেনে বলছিলেন তিনি... 'ফেনা তুলে ফেলার সময় হয় নি কি ঠাকরুন?' আগাফিয়া মিখাইলোভনার উদ্দেশে বললেন তিনি; 'নিজে তোর এ কাজ করা একেবারে বারণ, খুব গরম' — বললেন কিটিকে।

'আমি করছি' — বলে ডল্লি উঠে দাঁড়ালেন এবং চিনির ফেনিল ভিয়ানে সাবধানে চামচ নাড়তে লাগলেন, চামচেতে লেগে যাওয়া গাদ ঝাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই লাল রঙের সিরাপ চোয়ানো হলুদ-গোলাপী ফেনায় জমে-ওঠা একটা ডিশে চামচটা ঠুকছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'চায়ের সঙ্গে কী আহ্লাদেই না এটা ওরা খাবে!' মনে পড়ল তিনি নিজে যখন শিশু ছিলেন তখন সবচেয়ে যেটা ভালো, সেই ফেনাটা বড়োরা খায় না দেখে ভারি অবাক লাগত তাঁর।

সেইসঙ্গে লোককে কিভাবে উপহার দেওয়া ভালো, এই চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গটা চালিয়ে ডল্লি বললেন, 'স্তিভা বলে, টাকা দেওয়া অনেক ভালো, কিন্তু...'

'টাকা কেন?' সমস্বরে বলে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী ও কিটি, 'উপহারের কদর করে ওরা।'

'যেমন আমি গত বছর আমাদের মাত্রেনা সেমিওনোভনার জন্যে ঠিক পপলিনের নয়, তবে ঐ ধাঁচের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।

'মনে আছে, পোশাকটা সে পরেছিল আপনার জন্মদিনে।'

'সুন্দর প্যাটার্ন; কী সহজ, অথচ সম্ভ্রান্ত। ওর না হলে আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা বানাতাম। ভারেঙ্কার ফ্রকের মতো কিছু। দেখতে সুন্দর অথচ শস্তা।'

'এখন মনে হচ্ছে তৈরি' — চামচ থেকে সিরাপ ফেলতে ফেলতে ডল্লি বললেন।

'যখন গ‍ুটি বেঁধে যাবে, তখন। আরো একটু জ্বালে রাখ‍ুন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।'

'জ্বালালে এই মাছিগ‍ুলো!' রেগে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা। 'দাঁড়াবে ঐ একই' — যোগ দিলেন তিনি।

'আহ, কী স‍ুন্দর, তাড়া দেবেন না ওকে' — রেলিঙের ওপর বসে বোঁটা উলটে র‍্যাস্পবেরি ঠোকরাচ্ছিল একটা চড়াই, সেটা দেখে হঠাৎ বলে উঠল কিটি।

'হ্যাঁ, তবে তুই সরে আয় উন‍ুনের কাছ থেকে' — মা বললেন।

'A propos de Varenka'* — কিটি বললে ফরাসিতে যা তাঁরা অনবরত বলছিলেন যাতে আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব‍ুঝতে না পারেন। 'জানেন মা, কেন জানি আজ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি। আপনি ব‍ুঝতে পারছেন কী। কী ভালোই না হয় তাহলে!

'ওস্তাদ ঘটকী বটে!' ডল্লি বললেন, 'কী সাবধানে আর কায়দা করে ও মেলাচ্ছে ওঁদের...'

'না, আপনি বল‍ুন মা, আপনি কী ভাবছেন?'

'ভাববার কী আছে? উনি' (বলাই বাহ‍ুল্য উনি মানে সের্গেই ইভানোভিচ) 'সর্বদাই রাশিয়ায় সবচেয়ে কাম্য 'পাত্র হতে পারতেন; এখন অবশ্য বয়স হয়েছে, তাহলেও আমি জানি, এখনো অনেকেই ওঁকে বিয়ে করতে রাজি থাকবে... এ মেয়েটির দয়ামায়া আছে, কিন্তু উনি হয়ত...'

'না, আপনি ব‍ুঝে দেখ‍ুন মা, কেন ওঁদের দ‍ু'জনের পক্ষেই এর চেয়ে ভালো কিছ‍ু আর হয় না। প্রথমত — ভারেঙ্কা অপ‍ূর্ব মেয়ে!' কিটি বললে তার একটা আঙ‍ুল গ‍ুটিয়ে।

'উনি যে ভারেঙ্কাকে খ‍ুবই পছন্দ করছেন, তা ঠিক' — সমর্থন করলেন ডল্লি।

'তারপর, সমাজে ওঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে বৌয়ের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা ওঁর কাছে একেবারে নিষ্প্রয়োজন। শ‍ুধ‍ু একটি জিনিস ওঁর দরকার — ভালো, শান্তশিষ্ট, মিষ্টি একটি স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, ভারেঙ্কার সঙ্গে উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন' — সমর্থন করলেন ডল্লি।

* ভালো কথা ভারেঙ্কার ব্যাপারে (ফরাসি)।

‘তৃতীয়ত দরকার স্ত্রী যেন তাঁকে ভালোবাসে। ভালো সে তো বাসে... বিয়েটা হলে কী ভালোই না হয়!.. পথ চেয়ে আছি, ওঁরা যখন বন থেকে ফিরবেন, ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। ওঁদের চোখ দেখেই আমি বুঝে যাব। কী আনন্দই যে হত! তুমি কী মনে করো ডল্লি?’

‘আরে, অস্থির হ’স নে। অস্থির হওয়া তোর এখন বারণ’ — মা বললেন।

‘আমি অস্থির হচ্ছি না মা। আমার মনে হচ্ছে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন।’

‘কিভাবে আর কখন যে পুরুষেরা পাণিপ্রার্থনা করে সেটা ভারি অদ্ভুত... প্রথমে কেমন একটা বাধা থাকে, তারপর হঠাৎ তা ভেঙে পড়ে’ — স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হাসি হেসে বললেন ডল্লি।

হঠাৎ কিটি জিগ্যেস করলে, ‘আচ্ছা মা, বাবা আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিভাবে?’

‘বিশেষত্ব কিছু ছিল না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার’ — বললেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু সে ব্যাপারটা মনে পড়ায় মুখ তাঁর জবলজবল করে উঠল।

‘ছিল না মানে? আপনার কাছে কথাটা পাড়তে দেওয়ার আগে ভালো তো বাসতেন?’

নারী জীবনের প্রধান এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারছে বলে খুবই একটা তৃপ্তি পাচ্ছিল কিটি।

‘ভালোবাসতাম বৈকি। ও এসেছিল আমাদের কাছে, গ্রামে।’

‘কিন্তু কী করে সব স্থির হয়ে গেল মা?’

‘তুই বুঝি ভাবিস তোরা নতুন কিছু একটা ভেবে বার করেছিস? সবই একই ব্যাপার: স্থির হয়ে গেল চোখ দিয়ে, হাসি দিয়ে।’

‘ভারি সত্যি কথা বলেছ মা! ঠিক ঐ চোখ আর হাসি দিয়েই’ — সমর্থন করলেন ডল্লি।

‘কিন্তু কী কথা উনি বলেছিলেন?’

‘কস্তিয়া তোকে কী বলেছিল?’

‘সে লিখেছিল খড়ি দিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার!.. আমার মনে হচ্ছে সে যেন কত দিন আগে!’ কিটি বললে।

তিনজন নারী ভাবতে লাগলেন একই কথা। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলে

কিটি। তার মনে পড়ছিল বিয়ের আগের গোটা শীতকালটা আর ভ্রন্‌স্কির জন্য তার আকুলতা।

'শুধু একটা ব্যাপার... ভারেঙ্কার আগেকার প্রেমটা' - কিটি বললে, চিন্তার স্বাভাবিক যোগসম্পর্কে ব্যাপারটা মনে পড়েছিল তার; 'সের্গেই ইভানোভিচকে ঘটনাটার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, তাঁকে তৈরি করে রাখতে। ওরা, সমস্ত পুরুষই' – যোগ দিল কিটি, 'আমাদেব অতীত নিয়ে সাঙ্ঘাতিক ঈর্ষাপরায়ণ।'

'সবাই নয়' — ডল্লি বললেন, 'তুই তোর স্বামীকে দিয়ে বিচার করছিস। আজও পর্যন্ত ভ্রন্‌স্কির কথা ভেবে ওর যন্ত্রণা হয়। তাই না? সত্যি?'

'সত্যি' — চোখে হাসি নিয়ে চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললে কিটি।

কন্যার জন্য নিজের জননীসুলভ উদ্বেগ নিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'শুধু আমি জানি না তোর কোন অতীতটায় ওর দুশ্চিন্তা হতে পারে। ভ্রন্‌স্কি তোকে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে? সমস্ত মেয়ের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে থাকে।'

'কিন্তু সে নিয়ে আমরা কথা কইছি না' — কিটি বললে লাল হয়ে।

'না, দাঁড়া' — বলে গেলেন মা, 'ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আমি কথা বলি, সেটা তুই-ই পরে চাস নি। মনে আছে?'

'আহ, মা!' কিটি বললে মুখভাবে যন্ত্রণা নিয়ে।

'এখন তোদের আর বেঁধে রাখা যায় না... তবে তোর সম্পর্কটা উচিত সীমার বাইবে যেতেই পারে নি; আমি নিজেই ওকে ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু তোর বাছা অস্থির হওয়া উচিত নয়। সেটা মনে রেখে শান্ত হ' তো।'

'আমি একেবারে শান্ত, মা।'

'কিটির পক্ষে কী সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়েছে যে আন্না এসেছিলেন ডল্লি বললেন, 'আর আন্নার পক্ষে কী দুর্ভাগ্য। একেবারে উল্টোটা' নিজের ভাবনায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যোগ দিলেন ডল্লি, 'তখন আন্না ছিলেন ভারি সুখী আর কিটি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করত। কেমন একেবারে উল্টো! আমি প্রায়ই ভাবি আন্নার কথা।'

'ভাবনার লোক পেলি বটে! ইতর, জঘন্য, হৃদয়হীন নারী' — বললেন মা, কিটির যে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে বিয়ে হল না, হয়েছে লেভিনের সঙ্গে এটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না।

'এ সব কথা বলার কী যে এত সাধ' — বিরক্তিতে বললে কিটি, 'আমি ও নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না... ভাবতে চাই না' — বারান্দার সিঁড়িতে স্বামীর পরিচিত পদশব্দে কান পেতে থেকে পুনরাবৃত্তি করলে সে।

বারান্দায় উঠে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী নিয়ে ঐ ভাবতে চাওয়া হচ্ছে না?'

কেউ জবাব দিলেন না, উনিও প্রশ্নটা করলেন না দ্বিতীয়বার।

'আপনাদের নারী রাজ্যে অশান্তি ঘটালাম বলে দুঃখ হচ্ছে' — লেভিন বললেন সকলের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে। তিনি বুঝেছিলেন যে এমন কিছু নিয়ে কথা হচ্ছিল যা তাঁরা বলতে চান না তাঁর সামনে।

র‍্যাস্পবেরি জ্যাম বানানো হচ্ছে বিনা জলে, এ নিয়ে, এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাৎস্কিদের প্রভাবে আগাফিয়া মিখাইলোভনার অসন্তুষ্টি তিনিও বোধ করলেন মুহূর্তের জন্য। তাহলেও হেসে গেলেন কিটির কাছে।

'কী, কেমন?' তিনি বললেন সেইরকম একটা মুখভাব নিয়ে, কিটির সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল সবাই যা অবলম্বন করে।

'কিছু না। ভালোই, আর তোমার ব্যাপার-স্যাপার?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সাধারণ গাড়ির চেয়ে তিনগুণ মাল নিচ্ছে ওয়াগনগুলো। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্যে যাওয়া হবে নাকি? আমি ঘোড়া জুততে বলেছি।'

'সেকি, তুমি কিটিকে নিয়ে যেতে চাও বগি-গাড়িতে?' প্রিন্স-মহিষী বললেন তিরস্কারের সুরে।

'ঘোড়াগুলোকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, প্রিন্সেস।'

প্রিন্স-মহিষীকে লেভিন কখনো 'মা' সম্বোধন করেন নি, যা করে থাকে জামাতারা, এটা প্রিন্স-মহিষীর ভালো লাগত না। কিন্তু প্রিন্স-মহিষীর প্রতি তাঁর বেশ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের প্রয়াতা জননীর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগকে কলুষিত না করে তাঁকে মা বলা সম্ভব ছিল না।

'মা, আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে' — বললে কিটি।

'এই সব অবিবেচনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি পায়ে হেঁটে যাব, সেটা তো আমার পক্ষে ভালো' — এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে কিটি তাঁর হাত ধরলে।

'ভালো, কিন্তু সবকিছুরই মাত্রা আছে' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।

'কি আগাফিয়া মিখাইলোভনা, জ্যাম তৈরি?' আগাফিয়া মিখাইলোভনার দিকে চেয়ে হেসে তাঁকে খুশি করার চেষ্টায় লেভিন বললেন, 'নতুন পদ্ধতিটা ভালো?'

'ভালো হওয়াই উচিত। তবে আমাদের কাছে কড়া পাক।'

'সেটাই তো ভালো আগাফিয়া মিখাইলোভনা, টকে যাবে না। আমাদের ঠাণ্ডী ঘরের বরফ গলে গেছে, কোথাও ওগুলো রাখবার জায়গা নেই' — স্বামীর ইচ্ছাটা কী তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে এবং নিজেও সেই একই ইচ্ছাবশে বৃদ্ধাকে বললে কিটি, 'তবে আপনার নোনা শবজিগুলো যা, মা বলেন তেমন তিনি খান নি কোথাও' — হেসে বৃদ্ধার মাথার রুমাল ঠিক করে দিয়ে যোগ দিলে সে।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা কিটির দিকে চাইলেন রাগত দৃষ্টিতে।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না গো। আপনাদিগে দু'জনাকে একবার দেখলেই আমার আনন্দ' — বললেন উনি আর এই অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় মন গলে গেল কিটির।

সে বললে, 'চলুন আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে, জায়গাগুলো দেখিয়ে দেবেন।'

আগাফিয়া মিখাইলোভনা হেসে মাথা নাড়লেন, যেন বলতে চান, 'আপনাদের ওপর রাগ করে সুখ আছে, কিন্তু ওটি হবে না।'

'আমি যা বলছি তাই করে দেখুন' — বললেন প্রৌঢ়া প্রিন্স-মহিষী। 'জ্যামের ওপর কাগজ রেখে রাম দিয়ে ভেজান, বরফ না থাকলেও ছাতা পড়বে না।'

॥ ৩ ॥

স্বামীর সঙ্গে একা হতে পারার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি হয়েছিল কিটি, কেননা বারান্দায় গিয়ে যখন তিনি জিগ্যেস করেছিলেন কী নিয়ে কথা হচ্ছে এবং কেউ জবাব দিলেন না, তখন তাঁর অতি সংবেদনশীল মুখখানায় ক্ষোভের যে একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল, সেটা কিটির চোখে পড়েছিল।

পায়ে হেঁটে যখন তাঁরা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ধুলোভরা, রাইয়ের মঞ্জরি আর শস্যদানা ছড়ানো সমতল রাস্তায় উঠলেন, কিটি স্বামীর হাতের ওপর রীতিমতো ভর দিয়ে তাঁকে টানলেন নিজের দিকে। মুহূর্তের বিরূপতা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, আর কিটিকে একা পেয়ে এখন, তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা নিয়ে ভাবনা মুহূর্তের জন্যও যাচ্ছিল না মন যখন তখন তিনি অনুভব করলেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে সান্নিধ্যের একেবারে কামগন্ধহীন, তাঁর পক্ষে নতুন, আনন্দময় একটা উপভোগ। বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি শুনতে চাইছিলেন কিটির কণ্ঠস্বর, গর্ভবতী অবস্থায় যা এখন তার দৃষ্টির মতোই বদলে গিয়েছে। যেমন তার চাউনিতে, তেমনি তার গলার স্বরে ছিল এমন একটা কোমলতা আর গভীরতা যা অনেকটা শুধু নিজের প্রিয় বিষয়ে মগ্ন লোকেদের মধ্যে দেখা যায়।

'হয়রান হয়ে পড়বে না তো? আমার ওপর আরো বেশি ভর দাও' — কিটিকে বললেন লেভিন।

'না, তোমার সঙ্গে শুধু একা থাকতে পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে; ওঁদের সঙ্গ আমার যতই ভালো লাগুক, বলতে বাধা নেই যে আমাদের দুজনকার একসঙ্গে শীতের সন্ধ্যাগুলোর কথা ভেবে মন কেমন করে।'

'সেটাও ভালো ছিল, এটাও আরো ভালো। দুই-ই ভালো' -- লেভিন বললেন তার হাতে চাপ দিয়ে।

'তুমি যখন এলে তখন কী নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?'

'জ্যাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ, জ্যাম নিয়েও; কিন্তু তারপর লোকে পাণিপ্রার্থনা করে কিভাবে তাই নিয়ে।'

'অ' — লেভিন বললেন বটে, তবে কিটির কথাগুলো শোনার চেয়ে বেশি শুনছিলেন তার কণ্ঠস্বর, যে পথটা এখন বনের দিকে গেছে, অনবরত ভাবছিলেন সেটা নিয়ে, যেসব জায়গায় কিটির বেঠিক পা ফেলা সম্ভব, এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সেগুলো।

'তা ছাড়া সের্গেই ইভানিচ আর ভারেঙ্কা সম্পর্কেও। তুমি খেয়াল করেছ?.. আমি এটা খুবই চাই' — বলে চলল কিটি, 'কী তুমি ভাবছ এ ব্যাপারে?' লেভিনের মুখের দিকে চাইলে সে।

'কী ভাবা যায় জানি না' — হেসে জবাব দিলেন লেভিন, 'এদিক থেকে সের্গেইকে আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। আমি তো তোমায় বলেছি যে...'

'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন যে মারা গেছে...'

'ঘটনাটা ঘটে যখন আমি বাচ্চা। ব্যাপারটা শুনেছি লোকের মুখে। ওঁকে তখন যা দেখেছি মনে আছে। আশ্চর্য সুন্দর লোক ছিলেন তিনি তখন। সেই থেকে নারী সাহচর্যে আমি তাঁকে লক্ষ করে দেখেছি; তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সৌজন্যশীল, কাউকে কাউকে তাঁর ভালোও লাগত, কিন্তু আমি টের পেতাম, ওঁর কাছে ওরা নারী নয়, স্রেফ লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভারেঙ্কার বেলায়... মনে হয় কিছু একটা আছে...'

'হয়ত আছে... কিন্তু ওঁকে জানা দরকার... উনি আলাদা ধরনের এক আশ্চর্য মানুষ। উনি বাস করেন শুধু মননের জগতে। বড়ো বেশি উনি নির্মল আর উন্নত প্রাণের লোক।'

'তার মানে? এতে ওঁর মানহানি হবে?'

'তা নয়, কিন্তু মননের জগৎ নিয়ে থাকতে তিনি এত অভ্যস্ত যে সাংসারিক ব্যাপার মেনে নিতে তিনি পারবেন না, আর ভারেঙ্কা যতই হোক, সাংসারিক জীব।'

যথাযথ ভাষায় মুড়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার কষ্ট না নিয়ে লেভিন এখন তা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি জানতেন যে এখনকার মতো ভালোবাসায় নিবিড় এই মুহূর্তে কী তিনি বলতে চাইছিলেন কিটি সেটা বুঝবে ইঙ্গিতেই, এবং সে বুঝলও।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো এই সাংসারিকতাটা ভারেঙ্কার মধ্যে নেই; আমি বুঝি যে আমাকে উনি ভালোবাসতে পারতেন না কখনো। কিন্তু ভারেঙ্কার সবটাই ঊর্ধ্ব জগতের...'

'আরে না, তোমায় উনি ভালোবাসেন আর আমার আত্মীয়স্বজনেরা যে তোমায় ভালোবাসেন সেটা ভারি ভালো লাগে আমার...'

'আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন, কিন্তু...'

'কিন্তু প্রয়াত নিকোলাইয়ের মতো নন, তোমাদের দু'জন দু'জনকে ভালো লেগেছিল' — বাক্যটা শেষ করলেন লেভিন, 'সেটা না বলবার কী আছে?' যোগ করলেন তিনি, 'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ভর্ৎসনা করি: পরিণামে ভুলে যাব। কী সাংঘাতিক অথচ চমৎকার মানুষ ছিলেন...

ও, হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা কইছিলাম আমরা?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লেভিন বললেন।

'তুমি ভাবছ যে উনি প্রেমে পড়তে পারেন না' — নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে রাখল কিটি।

'প্রেমে পড়তে পারেন না এমন নয়' — হেসে লেভিন বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে যে দুর্বলতাটুকু প্রয়োজন, সেটা ওঁর নেই... সর্বদা আমি হিংসে করেছি ওঁকে, আর এখন আমি সুখী হলেও হিংসে করি।'

'হিংসে করো উনি ভালোবাসতে পারেন না বলে?'

'হিংসে হয় কেননা আমার চেয়ে উনি ভালো' — হেসে বললেন লেভিন, 'উনি বেঁচে থাকেন নিজের জন্যে নয়। জীবন তাঁর কর্তব্য পালনে নিবেদিত। তাই তিনি সৌম্য আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন।'

'আর তুমি?' উপহাস আর ভালোবাসার হাসি নিয়ে কিটি বললে।

চিন্তার যে ধারাটা কিটির মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেটা সে প্রকাশ করে বলতে পারত না কিছুতেই; কিন্তু তার শেষ কথাটা হল এই যে স্বামী তাঁর ভাইয়ের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ও নিজেকে হীন করে কপটতা করছেন। সে জানত যে এই কপটতাটা আসছে দাদার প্রতি তাঁর ভালোবাসা থেকে, নিজের বড়ো বেশি সুখের জন্য বিবেক দংশন আর নিজে ক্রমাগত ভালো হয়ে ওঠার অবিরত বাসনা থেকে। ওঁর ভেতরকার এই জিনিসটা কিটির ভালো লাগত তাই সে হাসলে।

সেই একই হাসি নিয়ে সে জিগ্যেস করলে, 'আর তুমি? কিসে তোমার অসন্তোষ?'

নিজের ওপর তাঁর অসন্তোষে কিটির অবিশ্বাস খুশি করল লেভিনকে আর তার এই অবিশ্বাসের কারণটা যাতে সে বলে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে কিটিকে ঠেলা দিলেন লেভিন।

বললে, 'আমি সুখী, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তুষ্ট।'

'সুখী হলে অসন্তুষ্ট হতে পারো কী করে?'

'মানে কী করে তোমায় বোঝাই? যেমন মনে প্রাণে আমি এখন চাইছি শুধু তুমি যেন হোঁচট না খাও। আহ্, অমন করে লাফাতে হয় কখনো!' হাঁটা পথটায় পড়ে থাকা একটা ডাল ডিঙতে গিয়ে বড়ো বেশি তাড়াহুড়ো করায় কিটিকে বকুনি দেবার জন্য তিনি থেমে গেলেন নিজের কথায়। 'কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি, তুলনা করি অন্যদের

বিশেষ করে দাদার সঙ্গে, তখন বেশ বুঝি যে আমি ভালো নই।'

'কিসে খারাপ?' একই হাসি নিয়ে বলে গেল কিটি, 'তুমিও কি অন্যদের জন্যে কাজ করো না? চাষীদের বিলি করা জমি, তোমার নিজের কৃষিকাজ, তোমার বই, এ সব কী তবে?..'

'না, আমি এটা অনুভব করছি এবং আরও বেশি করে এখন: ও সব যে ঠিক তেমন নয়' — কিটির হাতে চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'তার জন্যে দায়ী তুমি। এ আমি করি এমনি, ওপর-ওপর। তোমায় যেমন ভালোবাসি এ সব কাজকে যদি তেমনি ভালোবাসতে পারতাম.. ইদানীং আমি এ সব করছি যেন স্কুলের হোমটাস্ক।'

কিটি জিগ্যেস করলে, 'তাহলে বাবাকে কী তুমি বলবে? উনি খারাপ কারণ সাধারণের জন্যে কিছুই তিনি করেন নি?'

'উনি? না, উনি নন। তোমার বাবার মতো সহজ-সরলতা, স্বচ্ছতা, সহৃদয়তা থাকা দরকার, সেটা কি আমার আছে? আমি কিছু করছি না আর কষ্ট পাচ্ছি সে জন্যে। এটা তুমি ঘটিয়েছ। যখন তুমি ছিলে না আর ছিল না এটি' — কিটির উদরের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন এবং ইঙ্গিতটা কিটি বুঝল, 'তখন কাজে আমার সমস্ত শক্তি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তা আর পারছি না অথচ বিবেকে বিঁধছে। আমি এ সব করি ঠিক হোমটাস্ক করার মতো, ভান করি...'

'তা এখন তোমার জায়গা বদল করতে চাও কি সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে?' কিটি শুধাল, 'চাও কি সাধারণের জন্যে কাজ করতে আর শুধু ওই হোমটাস্কটাকে ওঁর মতো ভালোবাসতে, বাস?'

'অবশ্যই নয়' — লেভিন বললেন, 'তবে আমি এত সুখী যে জ্ঞানগম্য আর কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি সত্যিই ভাবছ যে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন?' একটু চুপ করে থেকে যোগ দিলেন উনি।

'ভাবছিও বটে, আবার ভাবছিও না। শুধু ওটা চাইছি ভয়ানক। দাঁড়াও, দাঁড়াও' — নিচু হয়ে পথের পাশে গজানো বুনো একটা ডেইজি ফুল তুললে সে, 'এবার পাপড়িগুলো পর পর গুণে যাও: পাণিপ্রার্থনা করবেন, কি করবেন না, করবেন, কি করবেন না' — ফুলটা দিয়ে কিটি বললে।

লম্বা, শাদা পাপড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে লেভিন বলে চললেন, 'করবেন, করবেন না...'

'উঁহু, উঁহু, হল না' — উদ্‌গ্রীব হয়ে লেভিনের আঙুল লক্ষ করছিল কিটি, হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে সে বলে উঠল, 'এক বারে দুটো পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলেছ তুমি।'

'তাতে কী, এই ছোট্টটা তো আর ধর্তব্য ছিল না' — পুরো বেড়ে না-ওঠা একটা পাপড়ি ছিঁড়ে লেভিন বললেন, 'এই তো আমাদের বগি-গাড়ি এসে গেছে।'

'ক্লান্ত হোস নি, কিটি?' গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন প্রিন্স-মহিষী।

'একটুও না।'

'নইলে গাড়িতে উঠতে পারিস, ঘোড়াগুলো যদি শান্তভাবে এক-পা এক-পা করে চলে।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছিল জায়গাটা, তাই সবাই চলল পায়ে হেঁটে।

॥ ৪ ॥

ভারেঙ্কার কালো চুল শাদা রুমালে বাঁধা। ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাদের নিয়ে সে বেশ আনন্দ করেই ব্যস্ত আর যে পুরুষটিকে তার ভালো লাগে তাঁর কাছ থেকে প্রেম নিবেদন শোনার সম্ভাবনায় স্পষ্টতই আন্দোলিত। অতি আকর্ষণীয় লাগছিল তাকে। সের্গেই ইভানোভিচ হাঁটলেন তার পাশে পাশে আর মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাকে। তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল কত মধুর কথা তিনি শুনেছেন ভারেঙ্কার কাছ থেকে, তার সম্পর্কে কত ভালো ভালো জিনিস জানতে পেরেছেন তিনি আর ক্রমেই টের পাচ্ছিলেন যে তার প্রতি যে হৃদয়াবেগ তিনি বোধ করছেন সেটা কেমন যেন বিশেষ রকমের, তেমনটা বহুকাল তাঁর হয় নি, যা হয়েছিল তাও শুধু একবার, তাঁর প্রথম যৌবনে। তার কাছাকাছি থাকার আনন্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন স্তরে পৌঁছল যে সরু ডাঁটির ওপর কিনারা মেলে দেওয়া যে বার্চ ব্যাঙের ছাতাটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি ভারেঙ্কার ঝুড়িতে দেবার সময় তিনি তার চোখের দিকেই চাইলেন আর তার মুখ ছেয়ে দেওয়া পুলকিত ও ত্রস্ত উত্তেজনার

লালিমা লক্ষ করে নিজেই তিনি হকচকিত হয়ে নীরবে হাসলেন বড়ো বেশি মুখর হাসিতে।

'তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে' -- নিজেকে বললেন তিনি, 'বালকের মতো ক্ষণিকের মোহে গা ভাসালে চলবে না।'

'এবার কারও অপেক্ষা না রেখে চলে যাচ্ছি ব্যাঙের ছাতা তুলতে, নইলে আমার জোগান হয়ে থাকছে অকিঞ্চিৎকর' -- এই বলে বনের যে কিনারায় বুড়ো বুড়ো বিরল বার্চ গাছগুলোর মাঝে রেসম-চিকন ছোটো ছোটো ঘাসের ওপর তাঁরা হাঁটছিলেন, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনের গভীরে, যেখানে বার্চ গাছের শাদা শাদা গুঁড়ির মাঝে মাঝে অ্যাস্পেন গাছের ধূসর গুঁড়ি আর হ্যাজেলের কালো ঝোঁপ দেখা যাচ্ছিল। চল্লিশ পা সরে গিয়ে গোলাপি-লাল মঞ্জরি ঝোলানো স্পিণ্ডল-বুশ ঝোপের পেছনে সেগেঁই ইভানোভিচ থামলেন। জানতেন সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। শুধু যে বার্চ গাছগুলোর তলে তিনি ছিলেন তাদের ডগায় একঝাঁক মৌমাছির মতো ভন ভন করছিল মাছি আর মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বনপ্রান্তের অদূরে শোনা গেল ভারেঙ্কার খাদের গলা, গ্রিশাকে ডাকছিল সে। সেগেঁই ইভানোভিচের মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হাসিটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি মাথা নাড়লেন নিজের এ অবস্থা পছন্দ না করে, চুরুট বার করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। বার্চ গাছের কাণ্ডে দেশালাইয়ের কাঠি ঘষে অনেকখন তিনি তা ধরাতে পারছিলেন না। বার্চের শাদা বাকলের ওপরকার নরম ঝিল্লি ফসফোরে জড়িয়ে গিয়ে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একটা কাঠি জ্বলল আর বার্চের ঝুলন্ত ডালের তলেকার ঝোপটার ওপরে ও সামনে দোলায়মান চাদরের মতো বিছিয়ে গেল চুরুটের গন্ধী ধোঁয়া। ধোঁয়াটা লক্ষ করে নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তিনি চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

তিনি ভাবছিলেন, 'কেনই বা নয়? এটা যদি হত শুধুই একটা দমকা ভাবাবেগ কিংবা যৌনকামনা, যদি আমি এই আকর্ষণটা, এই পারস্পরিক আকর্ষণটা (পারস্পরিকই বলতে পারি আমি) বোধ করতাম, অথচ টের পেতাম যে তা আমার সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে যদি আমি অনুভব করতাম যে আমার সাধনা ও

কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি... কিন্তু সে তো নয়। এর বিরুদ্ধে শুধু একটা যে কথা আমি বলতে পারি সেটা এই যে মেরি-কে হারিয়ে আমি মনে মনে বলেছিলাম যে তার স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নিজের হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে শুধু এই কথাটাই বলতে পারি... এটা গুরুত্বপূর্ণ।' সের্গেই ইভানোভিচ ভাবলেন গুরুত্বপূর্ণ, সেইসঙ্গে অনুভব করছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ওটার কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না, যদিও লোকের চোখে তাঁর কাব্যিক মূর্তিটা মাটি হয়ে যেতে পারে। 'কিন্তু এটা ছাড়া যতই খুঁজি কিছুই পাচ্ছি না আমার হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে। শুধু যুক্তি দিয়ে যদি কাউকে নির্বাচন করি, তাহলে ওর চেয়ে ভালো কাউকে পাব না।'

তাঁর পরিচিত নারী ও কুমারীদের তিনি যতই স্মরণ করে দেখুন, এমন কাউকে তিনি মনে করতে পারলেন না যার মধ্যে নিরাবেগে বিচার করে স্ত্রীর ভেতর যে গুণগুলি দেখতে তিনি চান, তা সব, একেবারে সবই ওর মতো এমন মাত্রায় মিলেছে। যৌবনের সমস্ত মাধুর্য ও স্ফূর্তি তার ছিল, কিন্তু কচি খুকি সে নয়। তাঁকে যদি সে ভালোবেসে থাকে, তবে ভালোবেসেছে সজ্ঞানে, নারীর যেভাবে ভালোবাসা উচিত; এই হল এক কথা। দ্বিতীয়ত: উচ্চসমাজী চাল তার ছিল না শুধু তাই নয়, স্পষ্টতই উচ্চ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণাই ছিল তার, অথচ সমাজকে সে জানত এবং ভালো সমাজের নারীর যোগ্য সবকিছু আচারব্যবহার ছিল তার, যা ছাড়া জীবনসঙ্গিনী সের্গেই ইভানোভিচের কাছে অকল্পনীয়। তৃতীয়ত: সে ধর্মপ্রাণা, কিন্তু শিশুর মতো নির্বিচার ধর্মপরায়ণ আর ভালোমানুষ সে নয়, যেমন ধরা যাক — কিটি, কিন্তু তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রত্যয়ের ওপর। স্ত্রীর কাছে যা তাঁর প্রত্যাশা, এমনকি খুঁটিনাটিতে পর্যন্ত তা সবকিছু সের্গেই ইভানোভিচ দেখতে পেলেন ভারেঙ্কার মধ্যে; সে গরিব, একাকিনী, সুতরাং স্বামীগৃহে সে একরাশ আত্মীয়স্বজন আর তাদের প্রভাব নিয়ে আসবে না যা কিটি করেছে বলে তিনি দেখছেন, বরং সর্বদা ঋণী থাকবে স্বামীর কাছে, এটাও নিজেব ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের জন্য সর্বদা তিনি চাইতেন। আর যে মেয়ের মধ্যে এই সমস্ত গুণই মিলেছে সে ভালোবাসে তাঁকে। তিনি মিতদর্শী কিন্তু এটা না দেখে তিনি পারলেন না। আর তিনিও ভালোবাসেন তাকে। বিরুদ্ধে শুধু একটা যুক্তি — তাঁর বয়স। কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী বংশের লোক, একটি চুলও

তাঁর পাকে নি, সবাই বলবে তাঁর বয়স চল্লিশও নয়; তার মনে পড়ল, ভারেঙ্কা বলেছিল যে কেবল রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরেই বৃদ্ধ মনে করে নিজেকে, অথচ ফ্রান্সে পঞ্চাশবছরী পুরুষ নিজেকে মনে করে dans la force de l'âge* আর চল্লিশবছরী -- un jeune homme.** কিন্তু কী মানে হয় বয়সের হিসেব করার যখন প্রাণে তিনি তেমনি তাজা যা ছিলেন বিশ বছর আগে? অন্য দিক থেকে বনের কিনারায় আবার ফিরে তীর্যক রোদের আলোয় ঝুড়ি হাতে হলদে পোশাকে, বুড়ো বার্চ গাছের কাছ দিয়ে লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ভারেঙ্কার সুশ্রী মূর্তিটা যখন তিনি দেখেছিলেন, তখন তাঁর যা অনুভূতি, সেটা কি যৌবন নয়? আর ভারেঙ্কার এই ছবিটা যখন একসঙ্গে মিলে যায় বাঁকা রোদে হলুদ হয়ে আসা ওট খেত আর খেতের পরে হলুদ ছিটানো, সুদূরের নীলে মিলিয়ে যাওয়া পুরনো বনের সৌন্দর্যের সঙ্গে যা বিস্মিত করেছিল তাঁকে তখন আনন্দে টনটন করে উঠল তাঁর বুক। মন তাঁর গলে গেল। তিনি অনুভব করছিলেন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য বসে নমনীয় ভঙ্গিতে উঠে ভারেঙ্কা সবে চাইছিল চারিপাশে, চুরুট ছুঁড়ে ফেলে দৃঢ় পদক্ষেপে সের্গেই ইভানোভিচ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

॥ ৫ ॥

'ভারভারা আন্দ্রেয়েভনা, আমি যখন ছিলাম খুবই তরুণ, তখন আমি এক আদর্শ নারীর মূর্তি কল্পনা করেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসব, স্ত্রী হিশেবে যাকে পেলে আমি খুশি হতে পারি। জীবনের অনেক দিন কাটল আর যা খুঁজছিলাম তা প্রথম পেলাম আপনার মধ্যেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

ভারেঙ্কার কাছ থেকে দশ পা দূরেই সের্গেই ইভানোভিচ কথাগুলো বলছিলেন মনে মনে। ভারেঙ্কা তখন হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিশার কাছ থেকে ব্যাঙের ছাতা হাত দিয়ে আটকে ছোট্ট মাশাকে ডাকছিল।

* বয়সের প্রভাতগগনে (ফরাসি)।

** যুবাপুরুষ (ফরাসি)।

৫

'এখানে, এখানে বাচ্চারা, এখানে অনেক' - মিষ্টি নিচু খাদের গলায় বলছিল ভারেঙ্কা।

সের্গেই ইভানোভিচকে আসতে দেখে ভারেঙ্কা উঠল না, বদলাল না তার ভঙ্গি; কিন্তু সে যে তাঁর আসা টের পাচ্ছে আর তাতে যে খুশি তা বোঝা যাচ্ছিল সবকিছু থেকেই।

সুন্দর, স্মিত মুখখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে সে তার শাদা রুমালের তল থেকে শুধাল, 'পেলেন কিছু?'

'একটাও না' -- বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'আর আপনি?'

ভারেঙ্কা জবাব দিলে না, ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছিল তাকে, তাদের নিয়ে সে ব্যস্ত।

'ওই যে আরো একটা, ডালপালার পাশে' -- ছোট্ট মাশাকে ব্যাঙের ছাতাটা দেখিয়ে সে বললে। শুকনো যে ঘাসের তল থেকে সেটা মাথা তুলছিল, তাতে তার টান-টান গোলাপী ছাতাটা আড়াআড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকে শাদা দু'টুকরোয় ভেঙে মাশা যখন তা তুলল, তখনই ভারেঙ্কা উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে যেতে যেতে সে বললে, 'এতে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

কয়েক পা তারা হাঁটল নীরবে; ভারেঙ্কা দেখতে পাচ্ছিল যে উনি কিছু বলতে চাইছেন; সেটা কী তা অনুমান করে পুলক আর ত্রাসের উত্তেজনায় বুক তার নিথর হয়ে এল। ওঁরা এত দূরে চলে গিয়েছিলেন যে ওঁদের কথা কারো কানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তখনও তিনি কিছু বলতে শুরু করেন নি। ভারেঙ্কার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো হত; তাঁরা যা বলতে চাইছিলেন সেটা ভালো বলা যেত নীরবতার পরে, ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আলাপের পরে নয়। কিন্তু নিজের বিরুদ্ধেই যেন একটা আপতিক ঝোঁকে ভারেঙ্কা বলে উঠল:

'তাহলে আপনি কিছুই পেলেন না? তবে বনের ভেতর দিকে ব্যাঙের ছাতা থাকে সর্বদাই কম।'

সের্গেই ইভানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না। ও যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কথা বলছে, এতে বিরক্তি লাগছিল তাঁর। নিজের শৈশবের কথা ও যা প্রথমে বলেছিল, সেই প্রসঙ্গে ওকে ফেরাতে চাইছিলেন তিনি; কিন্তু যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্য করলেন ভারেঙ্কার প্রথম নয়, শেষ কথাটার ওপর।

'আমি শুধু শুনেছি যে শাদা ছত্রাক গজায় প্রধানত বনের কিনারায়, কিন্তু শাদাগুলো আমার চোখে পড়ে না।'

কাটল আরো কয়েক মিনিট, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে আরো দূরে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা, একেবারে তাঁরা তখন একলা। ভারেংকার বুক এমন ঢিপঢিপ করছিল যে তার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল সে. টের পাচ্ছিল যে সে রাঙা হয়ে উঠছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, আবার রাঙা।

মাদাম শ্টালের কাছে ভারেংকা যে অবস্থায় ছিল, তারপর কজ্নিশেভের মতো একজন মানুষের স্ত্রী হতে পারা তার কাছে মনে হচ্ছিল সুখের চূড়ান্ত। তা ছাড়া সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে ওঁকে সে ভালোবাসে। এখনই সেটা স্থির হয়ে যাওয়ার কথা। ভয় হচ্ছিল তার। কী উনি বলবেন আর কী বলবেন না, দু'য়েতেই ভয়।

প্রেম নিবেদনের সময় হয় এখনই, নতুবা আর কখনোই নয়; এটা সের্গেই ইভানোভিচও টের পাচ্ছিলেন। ভারেংকার সবকিছুতে, তার দৃষ্টি, গণ্ডের লালিমা, নত নয়নে প্রকাশ পাচ্ছিল একটা আতুর প্রতীক্ষা। সের্গেই ইভানোভিচ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভারেংকার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে এখন ওকে কিছু না বলা মানে ওকে অপমান করা। নিজের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলি তিনি সব মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন। যে কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করবেন ভেবেছিলেন, সেটারও পুনরাবৃত্তি করলেন মনে মনে; কিন্তু সে কথাগুলোর বদলে হঠাৎ কী একটা অপ্রত্যাশিত ভাবনার উদয় হওয়ায় তিনি বললেন:

'শাদা আর বার্চ ছত্রাকের মধ্যে তফাৎ কী?'

উত্তর দিতে গিয়ে ভারেংকার ঠোঁট থরথর করছিল:

'ছাতার দিকে প্রায় কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু বোঁটার দিকে আছে।'

আর এই কথাগুলো বলা মাত্রই দু'জনেরই বোঝা হয়ে গেল যে ব্যাপারটা চুকে গেছে, যা বলার কথা ছিল তা আর বলা হবে না, দু'জনের যে উদ্বেলতা এর আগে কূল ছাপাতে যাচ্ছিল, তা শান্ত হয়ে আসতে থাকল।

'বার্চ ছত্রাকের বোঁটা — মনে হবে যেন দু'দিন না কামানো কালো দাড়ি' — একেবারে সুস্থির হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'সত্যি' — হেসে জবাব দিলে ভারেংকা আর অজ্ঞাতসারে তাঁদের গতি বদলে গেল। বাচ্চাদের দিকে যেতে থাকলেন তাঁরা। ভারেংকার কষ্ট হচ্ছিল, লজ্জা হচ্ছিল, সেইসঙ্গে হালকাও বোধ করছিল সে।

বাড়ি ফিরে সমস্ত যুক্তিগুলো আবার বিচার করে সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মোর'র স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারেন না।

আনন্দে কলরব করে ছেলেমেয়েরা যখন ছুটে এল তাঁদের দিকে, স্ত্রীকে আগিয়ে লেভিন বলতে কি সক্রোধেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আস্তে, আস্তে বাচ্চারা!'

ছেলেমেয়েদের পর বন থেকে বেরুলেন সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারেঙ্কা। ভারেঙ্কাকে জিগ্যেস করার দরকার হল না কিটির; দুজনের শান্ত আর কিছুটা লজ্জিত মুখভাব দেখে কিটি বুঝল যে তার পরিকল্পনা ফলে নি।

বাড়ি ফেরার পথে স্বামী জিগ্যেস করলেন, 'তা, কী হল?'

'লাগল না' — কিটি বললে হেসে এবং এমন ভঙ্গিতে যাতে লেভিন প্রায়ই তার পিতার ধরন দেখে খুশি হতেন।

'লাগল না মানে?'

'এইরকম' — স্বামীর হাত নিয়ে রুদ্ধ মুখের কাছে ছুঁয়ে সে বললে, 'পাদ্রীর হাতে লোকে চুমু খায় যেভাবে।'

হেসে লেভিন শুধালেন, 'কার লাগল না?'

'দুজনেরই, অথচ দরকার ছিল এইরকমটা...'

'এই, চাষীরা আসছে।'

'না, ওরা দেখতে পায় নি।'

॥ ৬ ॥

ছেলেমেয়েরা যখন চা খাচ্ছে, বড়োরা তখন ঝুল-বারান্দায় বসে এমনভাবে কথাবার্তা কইছিলেন যেন কিছুই হয় নি, যদিও সবাই, বিশেষ করে সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারেঙ্কা ভালো করে বুঝছিলেন যে নেতিবাচক হলেও খুবই গুরুতর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দুজনেরই একইভাবে নিজেদের মনে হচ্ছিল সেই ছেলের মতো, পরীক্ষায় ফেল করে যাকে নিচের ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে, নতুবা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে লেখাপড়া। কিছু একটা ঘটে গেছে টের পেয়ে উপস্থিতরাও সবাই সজীব কথাবার্তা

চালাচ্ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে। এ সন্ধ্যায় লেভিন আর কিটি নিজেদের বোধ করছিলেন বিশেষ রকমের প্রেমাকুল আর সুখী। এবং তাঁরা যে নিজেদের প্রেমে সুখী, তাতে অন্যদের প্রতি একটা ভৎসনার ইঙ্গিত নিহিত থাকছিল যাঁরা তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না — তার জন্য লজ্জা হচ্ছে তাঁদের।

'এই আমি বলে রাখছি, আলেক্সান্দর আসবে না' — বললেন প্রৌঢ়া প্রিন্সেস।

আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে করে স্তেপান আর্কাদিচ আসবেন বলে সবাই আশা করছিলেন আর বৃদ্ধ প্রিন্স লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনিও আসতে পারেন।

'আর আমি জানি কেন আসবে না' — বলে চললেন প্রিন্সেস, 'ও বলে যে নবদম্পতীকে প্রথম দিকটায় একলা থাকতে দেওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, উনি আমাদের ফেলে রেখেছেন। কতদিন দেখি নি' — কিটি বললে, 'তা ছাড়া আমরা নবদম্পতি হলাম কোথায়? বুড়িয়েই গেছি।'

'যদি ও না আসে, আমি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বাছারা' — সখেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন প্রিন্সেস।

'কী বলছেন মা!' দুই মেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর।

'তুই ভেবে দ্যাখ, ওর কী অবস্থা, ওর এখন...'

হঠাৎ গলা কেঁপে উঠল প্রৌঢ়া প্রিন্সেসের। মেয়েরা চুপ করে গিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। সে চাউনি বলছিল, 'কিছু একটা দুঃখ মা সর্বদাই খুঁজে নেবে।' তাঁরা জানতেন না যে মেয়ের কাছে থাকতে প্রিন্সেসের যতই ভালো লাগুক, এখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা তিনি যতই অনুভব করুন, আদরের শেষ মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ায় সংসারের বাসা শূন্য হয়ে যাবার পর থেকে নিজের জন্য, স্বামীর জন্য তাঁর বড়ো কষ্ট।

রহস্যময় ও গুরুতর একটা ভাব করে এসেছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'কী ব্যাপার, আগাফিয়া মিখাইলোভনা' — সচকিত হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'রাতের খাওয়া কী হবে।'

'ভালোই হল, তুই যা' — বললেন ডল্লি, 'খাবারের খবরদারি কর, আমি যাই, গ্রিশার পড়া করাই, আজ কিছুই করে নি সে।'

'এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা! না ডল্লি, আমি যাচ্ছি' — লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন।

গ্রিশা ভর্তি হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে, গ্রীষ্মে পুরনো পড়াগুলো ফের আবৃত্তি করার কথা। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মস্কো থাকতেই ছেলের সঙ্গে লাতিন পড়তেন, লেভিনদের এখানে এসে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে দিনে অন্তত একবার পাটীগণিত আর লাতিনের সবচেয়ে কঠিন পাঠগুলোর পুনরাবৃত্তি করাতে হবে। লেভিন তাঁর জায়গা নিতে চান। কিন্তু লেভিন কিভাবে পড়াচ্ছেন, একবার তা শুনে এবং মস্কোয় টিউটর যেভাবে শেখান সেভাবে শেখানো হচ্ছে না লক্ষ করে ডল্লি হতবুদ্ধি হয়ে এবং লেভিনকে আঘাত না দেবার চেষ্টা করেও দৃঢ়ভাবে বলেন যে পড়ানো উচিত পাঠ্যপুস্তক অনুসারে, যেভাবে শিক্ষক পড়াতেন, নইলে বরং ডল্লি নিজেই পড়াবার ভারটা আবার নেবেন। স্তেপান আর্কাদিচ যে হেলাফেলায় ছেলের পড়াশুনা দেখার ভার নিজে না নিয়ে মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যা তিনি কিছুই বোঝেন না, আর শিক্ষকরা যে এত খারাপভাবে ছেলেদের শেখায়, তার জন্য বিরক্তি ধরেছিল লেভিনের, কিন্তু শ্যালিকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে পড়াবেন তিনি যেমন চান, তেমনি ভাবেই। এবং গ্রিশাকে তিনি পড়াতে লাগলেন নিজের পদ্ধতিতে নয়, পাঠ্যপুস্তক অনুসারে, আর তাই অনিচ্ছায় প্রায়ই ভুলে যেতেন পড়াবার সময়। আজও তাই হল।

বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি ডল্লি, তুমি বসো। আমরা সব ঠিকঠাক করব, পাঠ্যপুস্তকে যেমন। তবে স্তিভা এলেই কিন্তু আমরা যাব শিকারে, তখন কিন্তু ফাঁক পড়বে।'

লেভিন গেলেন গ্রিশার কাছে।

ভারেঙ্কাও একই রকম কথা বলেছিল কিটিকে। লেভিনদের সুখী, গোছানো সংসারেও কাজে লাগার উপায় করে নিতে পারার নৈপুণ্য ছিল তার।

'রাতের খাবারের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনারা বসে থাকুন এখানে' -- এই বলে সে গেল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে।

'সত্যিই তো' — কিটি বললে, 'বাচ্চা মুরগি পাওয়া যায় নি। তাহলে নিজেদেরগুলোকেই কি...'

'সে আমি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা বুঝব' — দু'জনে চলে গেলেন ওঁরা।

'কী মিষ্টি মেয়ে!' বললেন প্রিন্সেস।

'শুধু মিষ্টি নয় মা, এত অপূর্ব হয় না কখনো।'

'তাহলে আজ আপনারা স্তেপান আর্কাদিচের আশা করছেন' — ভারেঙ্কাকে নিয়ে আলোচনাটা চলুক, স্পষ্টতই এটা না চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এত ভিন্ন দুটি জামাই পাওয়া কঠিন' — মিহি হেসে তিনি মন্তব্য করলেন, 'একজন সজীব, মাছ যেমন জলে, তেমনি সমাজে যে সাবলীল; অন্যজন, আমাদের কস্তিয়া, প্রাণবন্ত, ক্ষিপ্র, সর্বকিছুতে সজাগ, কিন্তু যেই সমাজে গিয়ে পড়ে অমনি আড়ষ্ট হয়ে যায়, ডাঙায় পড়া মাছের মতো মিছেই ঝাপটায় পাখনা।'

'হ্যাঁ, ও বড়ো লঘুচিত্ত' — সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে বললেন প্রিন্সেস, 'আমি আপনাকেই বলতে চাইছিলাম যে ওর' (কিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি) 'এখন যে এখানে থাকা চলে না, অবিশ্যি-অবিশ্যি থাকা উচিত মস্কোয়, সে কথাটা আপনি ওকে বোঝান। ও বলে যে মস্কোর ডাক্তারকে ডাকবে...'

'মা, ও সবই করবে, সর্বকিছুতেই ও রাজি' — এ ব্যাপারে সের্গেই ইভানোভিচকে বিচারকের ভূমিকায় ডাকায় মায়ের ওপর রাগ করে বললে কিটি।

কথাবার্তার মাঝখানে ছায়াবীথিতে শোনা গেল ঘোড়ার ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ আর নুড়ির ওপর চাকার ঘর্ঘর।

ডল্লি উঠে স্বামীকে স্বাগত করতে যাবার আগেই নিচে গ্রিশার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরুলেন লেভিন, গ্রিশাকে নিলেন সঙ্গে।

ঝুল-বারান্দার নিচে থেকে লেভিন চেঁচালেন, 'এ স্তিভা! আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ভয় নেই ডল্লি' — এই বলে তিনি বাচ্চার মতো ছুটলেন গাড়ির দিকে।

'Is, ea, id, ejus, ejus, ejus'* — ছায়াবীথিতে লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগল গ্রিশা।

বীথির মোড়ে থেমে লেভিন চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে, আরো একজন দেখছি। নিশ্চয় বাবা! খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমো না কিটি, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে।'

* সে, সে (স্ত্রী), উহা, তাকে, তাকে, তাকে (লাতিন)।

কিন্তু গাড়িতে যে বসে ছিলেন, তাঁকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভাবায় ভুল হয়েছিল লেভিনের। গাড়ির কাছে যেতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখলেন প্রিন্সকে নয়, সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক যুবাপুরুষকে, মাথায় তাঁর পেছন দিকে লম্বা ফিতে ঝোলানো স্কটল্যান্ডী টুপি। এটি ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, শ্যেরবাৎস্কিদের তিন ধাপে সম্পর্কিত ভাই, পিটার্সবুর্গ-মস্কোর দীপ্তিমান যুবক, 'চমৎকার ছোকরা আর শিকারের প্রচণ্ড ভক্ত' — স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন।

বৃদ্ধ প্রিন্সের বদলে তিনি আসায় যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ফুর্তি করে প্রিয়-সম্ভাষণ করলেন লেভিনের সঙ্গে, মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁদের আগেই পরিচয় হয়েছিল, স্তেপান আর্কাদিচ যে পয়েন্টার কুকুর সঙ্গে আনছিলেন, তার ওপর দিয়ে গ্রিশাকে তুলে নিলেন গাড়িতে।

লেভিন গাড়িতে উঠলেন না, হেঁটে এলেন তার পেছন পেছন। বৃদ্ধ প্রিন্স, যাঁকে তিনি যত বেশি জানছেন ততই ভালোবাসছেন, তিনি না আসায়, এবং একেবারে অনাত্মীয় ও অবান্তর এই ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিটির আবির্ভাব ঘটায় খানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লেভিনের বেশি অনাত্মীয় ও অবান্তর লেগেছিল আরো এই জন্য যে ছোটো-বড়ো সবার চঞ্চল জটলা শুরু হয়েছিল যে গাড়ি-বারান্দাটায় সেখানে এসে তিনি দেখলেন যে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি কিটির হস্তচুম্বন করছেন বিশেষ একটা সোহাগ ঢেলে, নাগরের ভাব নিয়ে।

'আমি আপনার স্ত্রীর cousins*, পুরনো পরিচিত' — বলে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ফের সজোরে করমর্দন করলেন লেভিনের।

'কী শিকার আছে?' প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ জানানো কোনোরকমে শেষ করে লেভিনকে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'ও আর আমি একেবারে মারমুখী হয়ে আছি। কী মা, সেই থেকে ওরা মস্কোয় যায় নি। নে তানিয়া, এটা তোর জন্যে! গাড়ির পেছন দিকে আমার ব্যাগটা আছে, নিয়ে আয়-না' — তিনি কথা বলছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গেই, 'ডল্লিনকা, বেশ যে দেখছি তাজা হয়ে উঠেছ' — স্ত্রীকে বললেন তিনি,

* সম্পর্কিত ভাই (ফরাসি)।

আরো একবার তাঁর হাতে চুমু খেয়ে আর তা ধরে রেখে অন্য হাতে তার ওপর টোকা দিতে দিতে।

এক মিনিট আগেও লেভিন ছিলেন অতি শরিফ মেজাজে, কিন্তু এখন তিনি সবার দিকে চাইছিলেন মুখ হাঁড়ি করে, কিছুই তাঁর ভালো লাগছিল না।

স্ত্রীর প্রতি স্তেপান আর্কাদিচের কমনীয়তা লক্ষ করে লেভিন ভাবলেন, 'ওই ঠোঁট দিয়ে কাকে সে চুমু খেয়েছে গতকাল?' ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না।

'ওর ভালোবাসায় তো ওর বিশ্বাস নেই। তাহলে অত আহ্লাদ কিসের? জঘন্য!' ভাবলেন লেভিন।

চাইলেন প্রিন্সেসের দিকে, এক মিনিট আগেও যাঁকে বেশ লেগেছিল লেভিনের, কিন্তু ফিতে ঝোলানো এই ভাসেনকাকে তিনি যে সমাদরে স্বাগত করছেন যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি, সেটা ভালো লাগল না তাঁর।

এমনকি সেগেই ইভানোভিচ, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না এই জন্য যে স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি একটা কৃত্রিম সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন, যেক্ষেত্রে অব্‌লোন্‌স্কিকে তিনি ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন না, সেটা লেভিন জানেন।

আর ভারেঙ্কাকেও তাঁর খারাপ লাগল, কারণ sainte nitouche*-এর ভাব করে সে মহাশয়টির সঙ্গে পরিচয় ফাঁদছে, কেননা তার একমাত্র কামনা বিয়ে করা যায় কিভাবে।

আর সবচেয়ে বিছছিরি লাগল কিটিকে, কেননা গ্রামে এই আগমনকে তাঁর নিজের এবং সবার কাছে একটা উৎসব বলে গণ্য করে এই যে মহাশয়টি ফুর্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, তাতে গা ভাসিয়েছে কিটিও; যে বিশেষ একটা হাসি দিয়ে লোকটার হাসির জবাব দিল কিটি, সেটা খারাপ লাগল সবচেয়ে বেশি।

কলরব করে কথা কইতে কইতে সবাই ঢুকলেন ভেতরে; কিন্তু সবাই আসন নেওয়া মাত্র লেভিন পিছন ফিরে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল স্বামীর কিছু একটা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল কিটি,কিন্তু সেরেস্তায় কাজ আছে বলে লেভিন চলে

* সাধু (ফরাসি)।

গেলেন তাড়াতাড়ি। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আজকের মতো এত জরুরি বোধ হয় নি বহুদিন। তাঁর মনে হল, 'ওদের তো উৎসব, কিন্তু এখানে উৎসব নয়, কাজ, যা অপেক্ষা করে থাকবে না, দিন চলবে না তা ছাড়া।'

॥ ৭ ॥

নৈশাহারের জন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠাবার পরই মাত্র বাড়ি ফিরলেন লেভিন। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা পরামর্শ করছিলেন খাবার সময় কী সুরা দেওয়া হবে।

'কী fuss*? সাধারণত যা দেওয়া হয় তাই দেবেন।'

'না, স্তিভা তা খাবে না... কস্তিয়া, দাঁড়াও তো, কী হল তোমার?' লেভিনের পিছু পিছু গিয়ে কিটি বললে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মমভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে লেভিন চলে গেলেন ডাইনিং-রুমে এবং ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ যে সাধারণ সজীব আলাপটা চালু রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন তাতে।

'তাহলে কী, কাল যাব শিকারে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, যাওয়া যাক' — অন্য একটা চেয়ারে সরে পাশকে ভঙ্গিতে বসে পায়ের ওপর মোটা একখানা পা চাপিয়ে বললেন ভেস্লোভস্কি।

'বেশ, খুশি হলাম, যাব। এ বছর আপনি শিকার করেছেন কি?' মন দিয়ে তাঁর পা-টা নিরীক্ষণ করতে করতে একটা কপট সৌজন্য নিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন। এটা কিটির চোখে পড়েছিল এবং লেভিনকে এটা মানায় না। 'বড়ো স্নাইপ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু ছোটো পাখি অনেক। তবে যেতে হবে সকাল সকাল। আপনি ক্লান্ত হবেন না? তুমি ক্লান্ত হও নি স্তিভা?'

'আমি ক্লান্ত হব? কদাচ ক্লান্ত হই নি আমি। এসো, সারা রাত আজ ঘুমাব না। চলো বেড়াতে যাই।'

'সত্যিই ঘুমাব না! চমৎকার হবে!' সমর্থন করলেন ভেস্লোভস্কি।

* ব্যতিব্যস্ততা (ফরাসি)।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নিজে না ঘুমিয়ে অন্যদেরও ঘুমাতে না দিতে পারো' — ডল্লি বললেন সামান্য লক্ষণীয় সেই খোঁচা দিয়ে যেটা তখন থেকে আজকাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রায়ই উঁকি দেয়। 'আর আমার মতে ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে... চললাম, রাতে আমি খাই না।'

'না, না, বসো ডল্লিনকা' — বড়ো যে টেবিলটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার ওপাশে ডল্লির কাছে গিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমায় কিছু বলবার মতো খবর আছে।'

'নিশ্চয় কিছুই না।'

'জানো, ভেস্লোভস্কি গিয়েছিল আন্নার কাছে। আবার ওদের কাছে যাবে। ওরা যে তোমাদের এখান থেকে মাত্র সত্তর ভার্স্ট দূরে। আমিও অবিশ্যি-অবিশ্যি যাব। ভেস্লোভস্কি, আয় এখানে!'

মহিলাদের দলে গিয়ে ভেস্লোভস্কি বসলেন কিটির পাশে।

'আহ্, বলুন-না। আপনি গিয়েছিলেন আন্নার কাছে? কেমন আছে সে?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জিগ্যেস করলেন তাঁকে।

লেভিন টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে প্রিন্স-মহিষী আর ভারেংকার সঙ্গে অনবরত কথা চালিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করছিলেন যে স্তেপান আর্কাদিচ, ডল্লি, কিটি আর ভেস্লোভস্কির মধ্যে একটা সজীব ও রহস্যময় কথোপকথন চলছে। শুধু রহস্যময় নয়, প্রাণবন্ত ঢঙে ভাসেনকা কী যেন বলছিলেন আর তাঁর সুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকা তাঁর স্ত্রীর মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব লক্ষ করলেন লেভিন।

ভ্রন্স্কি আর আন্না সম্পর্কে ভাসেনকা বলছিলেন, 'বেশ ভালো আছে ওরা, আমি অবিশ্যি বিচার করতে যাব না, কিন্তু ওদের বাড়িতে মনে হয় যেন নিজেদের সংসারেই আছি।'

'কী ওরা করবে ভাবছে?'

'মনে হয় শীতকালটা মস্কোয় কাটাবে।'

'ভারি ভালো হয় দু'জনে একসঙ্গে গেলে। তুই কবে যাবি?' ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি ওদের ওখানে থাকব জুলাই মাসটা।'

'তুমি যাবে?' স্ত্রীকে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ডল্লি বললেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। নিশ্চয় যাব। ওর জন্যে কষ্ট

হয় আমার। ওকে তো আমি চিনি। অপরূপ নারী। আমি যাব একলা যখন তুমি চলে আসবে। কারো কোনো বাধা ঘটাব না। তুমি না থাকলেই বরং ভালো।'

'বেশ' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর তুমি, কিটি?'

'আমি? আমি কেন যাব?' একেবারে লাল হয়ে কিটি বললে, চাইলে স্বামীর দিকে।

'আপনি আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত?' জিগ্যেস করলেন ভেস্লোভস্কি, 'অতি মনোহরা নারী।'

'হ্যাঁ পরিচিত' — আরো লাল হয়ে উত্তর দিল কিটি, উঠে গেল স্বামীর কাছে।

বললে, 'তাহলে কাল তুমি শিকারে যাচ্ছ?'

এ কয়েক মিনিটে ঈর্ষা তাঁর প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির গণ্ডে রক্তিমা ছড়িয়ে পড়তে দেখে। এখন কিটির কথাটার অর্থ তিনি করলেন নিজের মতো ক'রে। পরে ব্যাপারটা স্মরণ করে তাঁর অদ্ভুত লাগলেও এখন তাঁর মনে হল এটা পরিষ্কার যে কাল তিনি শিকারে যাবেন কিনা যখন জিগ্যেস করছে, তখন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে এই উপভোগটা তিনি দেবেন কিনা জানতে চাইছে সেইটেই। তাঁর ধারণা, কিটি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছে।

'হ্যাঁ, যাব' — অস্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন তিনি, যা নিজের কাছেই বিচ্ছিরি শোনাল।

'না, কাল বরং বাড়ি থেকো, ডল্লি স্বামীকে দেখে নি অনেকদিন, পরশু যেও' — বললে কিটি।

কিটির কথার মানে লেভিন করলেন এইরকম: 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। তুমি যদি যাও তাতে কিছু এসে যায় না আমার, কিন্তু সুন্দর এই যুবকটির সাহচর্য উপভোগ করতে আমায় দাও।'

'তুমি যদি চাও তাহলে কাল বাড়ি থাকব' — খুব একটা প্রীতির ভাব নিয়ে বললেন লেভিন।

তাঁর উপস্থিতিতে লেভিনের কী কষ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে ভাসেনকা ইতিমধ্যে কিটির পরই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মধুর দৃষ্টিপাত করে হেসে এলেন তার কাছে।

সে দৃষ্টি নজরে পড়েছিল লেভিনের। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ,

মুহূর্তের জন্য দম আটকে এল তাঁর। 'আমার স্ত্রীর দিকে অমনভাবে সে চাইতে পারে কেমন করে!' ভেতরটা তাঁর টগবগ করছিল।

'তাহলে কালকে? চলুন যাই' — চেয়ারে বসে নিজের অভ্যাসমতো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বললেন ভাসেনকা।

লেভিনের ঈর্ষা বেড়ে গেল আরও। প্রতারিত স্বামী বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল, স্ত্রী এবং তার প্রণয়ীর কাছে যার দরকার কেবল তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগের ব্যবস্থা করার জন্য... তা সত্ত্বেও তিনি সৌজন্য ও আতিথেয়তার সঙ্গে ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন তাঁর শিকার, বন্দুক, হাই-বুট সম্পর্কে এবং রাজি হলেন পরের দিন শিকারে যেতে।

লেভিনের সৌভাগ্যক্রমে প্রৌঢ়া প্রিন্সেস নিজে উঠে পড়লেন এবং কিটিকে পরামর্শ দিলেন ঘুমাতে যাবার জন্য। তাতে লেভিনের কষ্টটা দূর হল বটে, কিন্তু নতুন আরেকটা কষ্ট বাদ গেল না তাঁর। গৃহস্বামিনীকে বিদায় দেবার সময় ফের তার হস্তচুম্বনের চেষ্টা করলেন ভাসেনকা, কিন্তু লাল হয়ে কিটি হাত টেনে নিয়ে সরল রূঢ়তায় বলে দিলে:

'আমাদের এখানে ওটার চল নেই।'

এর জন্য পরে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল কিটিকে। এরকম একটা সম্পর্ক হতে দিয়েছে বলে লেভিনের চোখে কিটি দোষী আর সে সম্পর্ক যে তার ভালো লাগছে না সেটা অমন বিদঘুটের মতো প্রকাশ করে দোষ করেছে আরো বেশি।

'কী এত ঘুমোবার তাড়া!' নৈশাহারের সময় কয়েক গ্লাস মদ্যপানের পর নিজের অতি মধুর ও কাব্যিক মেজাজে পৌঁছে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ওই দ্যাখো কিটি' — লিণ্ডেন গাছের পেছনে উদীয়মান চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কী অপূর্ব! ভেস্লোভস্কি, এই হল সেরিনেড গাওয়ার সময়। জানো, চমৎকার গলা ওর। সারা রাস্তা আমরা দু'জনে গাইতে গাইতে এসেছি। চমৎকার রোম্যান্স নিয়ে এসেছে ও, দুটি নতুন। ভারভারা আন্দ্রেয়েভনার সঙ্গে গাইলে হত।'

সবাই চলে গেলে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ অনেকখন বেড়ান তরুবীথিটায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁদের গাওয়া নতুন রোম্যান্স।

স্ত্রীর শয়নকক্ষে কেদারায় বসে মুখ গোঁজ করে সে গান শুনছিলেন

লেভিন, তাঁর কী হয়েছে, কিটির এ প্রশ্নে চুপ করে থাকছিলেন একগংয়ের মতো; কিন্তু কিটি নিজেই যখন ভীরু ভীরু হেসে জিগ্যেস করলে, 'ভেস্লোভস্কিকে তোমার খারাপ লেগেছে বুঝি?' লেভিন ফেটে পড়লেন, বললেন সবকিছু, আর যা বললেন তাতে নিজেকে অপমানিত লাগছিল তাঁর, ফলে আরো বেশি চটে উঠছিলেন।

কিটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটির তল থেকে ভয়াবহ চকচকে চোখে চাইলেন কিটির দিকে, সবল হাতে বুক চাপলেন, যেন নিজেকে সংযত রাখার জন্য নিয়োগ করছেন সমস্ত শক্তি। তাঁর মুখভাবকে কঠোর, এমনকি নিষ্ঠুরই বলা যেতে পারত যদি তাতে না থাকত যন্ত্রণার ছাপ, যা স্পর্শ করল কিটিকে। চোয়াল তাঁর কেঁপে উঠল, ভেঙে গেল গলা।

'আমার কথাটা বোঝো, ঈর্ষা হচ্ছে না আমার, ওটা অতি নীচ একটা কথা। ঈর্ষা করতে আমি পারি না এবং বিশ্বাস করতে যে... আমি কী বোধ করছি সেটা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা সাংঘাতিক... ঈর্ষা আমি করছি না, কিন্তু কেউ তোমার দিকে অমন দৃষ্টিতে চাইবে বলে ভাববে, চাইবার স্পর্ধা করবে, এতে আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছি।'

'কিরকম দৃষ্টিতে?' সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে যত কথা আর ভাবভঙ্গির বিনিময় হয়েছিল, সততার সঙ্গে তা সব স্মরণ করার চেষ্টা করে বললে কিটি।

মনের গভীরে কিটি জানত যে ভেস্লোভস্কি যখন টেবিলের অন্য প্রান্তে তার কাছে চলে আসেন সেই মুহূর্তটায় কিছু একটা হয়েছিল, কিন্তু নিজের কাছেই সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, আর তা বলে লেভিনের যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দেবার সাহস তো একেবারেই হচ্ছিল না।

'আমি এখন যে অবস্থায় তাতে আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কী থাকতে পারে?..'

'আহ্!' মাথা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'ও কথাটা না বললে আর চলছিল না?! তার মানে তোমার যদি আকর্ষণ থাকত...'

'আরে, না কস্তিয়া, শোনো, শোনো' — লেভিনের দিকে সমবেদনার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে, 'কী তুমি ভাবতে পারো যখন কোনো নাগর নেই আমার, নেই, নেই!.. অপর কারো মুখও দেখব না, তাই তুমি চাও?'

লেভিনের ঈর্ষায় প্রথমটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কিটি; সামান্য একটু আমোদ, তাও যা নিতান্ত নির্দোষ, তা তাকে বারণ করা হচ্ছে বলে সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন লেভিনের প্রশান্তির জন্য, যে কষ্ট তিনি ভোগ করছেন তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য শুধু ওই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারই নয়, সবকিছুই সাগ্রহে ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত।

'আমার অবস্থাটা যে কী সাংঘাতিক আর হাস্যকর সেটা বুঝে দ্যাখো' — হতাশায় ফিসফিস করে বললেন লেভিন, 'সে আমার অতিথি, এই আমোদ দানটুকু আর পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া ছাড়া সত্যিই কিছু সে করে নি, ধারণা যে এটা বেশ ভালো রেওয়াজ, সুতরাং তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে।'

'তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ কস্তিয়া' — কিটি বললে, তার প্রতি লেভিনের ভালোবাসার যে প্রবলতা এখন প্রকাশ পেল ঈর্ষায় তাতে অন্তরে অন্তরে খুশিই হয়েছিল সে।

'সবচেয়ে সাংঘাতিক যে তুমি যেমন বরাবর, তেমনি এখন আমার কাছে তুমি যখন অতি পবিত্র, আমরা যখন সুখী, বিশেষ রকমের সুখী, হঠাৎ কিনা এই ওঁছাটা... না, ওঁছা নয়, কেন গালাগালি করছি ওকে। ওকে নিয়ে আমার যেন বড়ো দায়। কিন্তু আমার সুখ, তোমার সুখ কিসের জন্যে?..'

'আমি বুঝতে পারছি কী থেকে এমনটা ঘটেছে' — শুরু করল কিটি।

'কী থেকে? কী থেকে?'

'রাতের খাওয়ার সময় আমরা যখন গল্প করছিলাম, তখন কেমন করে তুমি চেয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক!' লেভিন বললেন ভীতভাবে।

কী নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সেটা বললে কিটি। আর সেটা বলতে ব্যাকুলতায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। লেভিন চুপ করে রইলেন। তারপর কিটির বিবর্ণ ভীত মুখখানা লক্ষ করে নিজের মাথা চেপে ধরলেন হঠাৎ।

'কাতিয়া, তোমায় কষ্ট দিয়েছি আমি! ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি! এটা যে ক্ষেপামি! কাতিয়া, সব দোষ আমার। অমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অত কষ্ট পাবার মানে হয় কখনো?'

'না, তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমার জন্যে? আমার জন্যে? কে আমি? ক্ষেপা!.. কিন্তু তোমার কষ্ট

হবে কেন? ভাবতেই ভয় হয় যে যতসব বাইরের লোক এসে আমাদের সুখ পন্ড করে দিতে পারে...'

'বটেই তো, এটাই হল অপমানকর...'

'উল্‌টে আমি ইচ্ছে করে আমার কাছে ওকে রেখে দেব সারা গ্রীষ্মকালটা, সৌজন্যে ওকে ছেয়ে দেব' — কিটির করচুম্বন করে লেভিন বললেন। 'দেখে নিও তুমি। কাল... হ্যাঁ, সত্যি, কাল আমরা যাচ্ছি।'

॥ ৮ ॥

মহিলারা এখনো ওঠেন নি, ফটকের কাছে শিকারীদের গাড়িগুলো তৈরি। সকাল থেকেই লাস্‌কা বুঝেছিল যে শিকারে যাচ্ছে, প্রাণপণে ঘেউঘেউ আর লাফালাফি করে সে গিয়ে বসল কোচয়ানের পাশে আর যে দরজাটা দিয়ে শিকারীরা এখনও বেরুচ্ছে না, অসন্তুষ্ট আর উত্তেজিত হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে। প্রথমে বেরুলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি। তাঁর প্রকান্ড নতুন হাই-বুট উঠেছে মোটা উরুর আধখানা পর্যন্ত, পরনে সবুজ কামিজ, নতুন চামড়ার গন্ধ ছাড়া কার্তুজ রাখার কোমরবন্ধ। মাথায় সেই ফিতে দোলানো টুপি, শিকলি ছাড়া নতুন একটা বিলাতি বন্দুক। লাস্‌কা লাফিয়ে গেল তাঁর কাছে, স্বাগত করলে, লাফালাফি করে নিজের ধরনে জিগ্যেস করলে শিগগিরই ওরা বেরুবে নাকি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার ফিরে গেল তার প্রতীক্ষার জায়গায়, মাথাটা পাশে হেলিয়ে, একটা কান খাড়া করে নিথর হয়ে রইল। অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে গেল, বাতাসে পাক খেয়ে লাফাতে লাগল স্তেপান আর্কাদিচের ফুটকিদার পয়েণ্টার কুকুর ক্রাক, তারপর বন্দুক হাতে চুরুট মুখে স্বয়ং স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা তার পেট আর বুকে পা দিয়ে শিকারের ব্যাগে থাবা আটকে বসালে তিনি আদর করে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'নাম্‌ ক্রাক, নাম্‌!' পরনে তাঁর খাটো কোট, ছেঁড়া পেণ্টালুন, পায়ে চাষীদের ধরনে ন্যাকরা, মাথায় জীর্ণ কী একটা টুপি, কিন্তু নতুন মডেলের বন্দুকটা অপূর্ব, শিকারের ব্যাগ আর কার্তুজের বেল্ট নতুন না হলেও বেশ মজবুত।

এর আগে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি জানতেন না যে শিকারীর সত্যিকারের চালিয়াতি হল ন্যাতাকানি পরা কিন্তু সেরা কিসিমের হাতিয়ার রাখা।

দীনহীন বেশে স্তেপান আর্কাদিচের জ্বলজ্বলে, সুশ্রী, অভিজাত হৃষ্টপুষ্ট মূর্তিটা দেখে তিনি এখন সেটা বুঝলেন এবং স্থির করলেন পরের বার শিকারে অবশ্য-অবশ্যই ওই রকমের বেশ ধারণ করবেন।

'কিন্তু আমাদের, কর্তাটি কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'তরুণী ভার্যা' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, এবং অমন মনোহারিণী।'

'ওর তো পোশাক পরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় আবার গেছে বৌয়ের কাছে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ঠিকই অনুমান করেছিলেন। লেভিন স্ত্রীর কাছে আবার গিয়েছিলেন আরো একবার গতকালের আহাম্মকির জন্য সে ক্ষমা করেছে কিনা জিগ্যেস করতে এবং তা ছাড়াও খিস্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে সে যেন সাবধানে থাকে। প্রধান কথা, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে সরে থাকে যেন, সর্বদাই তারা ধাক্কা দিতে পারে তাকে। তা ছাড়া উনি দু'দিনের জন্য চলে যাচ্ছেন তাতে কিটি যে রাগ করে নি, এ নিশ্চিতিও পাওয়া দরকার ছিল এবং তাকে বলতে হত যে পরের দিন সকালে সে যেন সওয়ারের হাতে অবশ্যই অন্তত দুটো কথা লিখে পাঠায় যাতে তিনি জানতে পারেন যে ভালো আছে সে।

দু'দিন স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, এতে কষ্ট হচ্ছিল কিটির, কিন্তু লেভিনের সজীব মূর্তি, শিকারীর হাই-বুট আর শাদা ব্লাউজে যা কেমন যেন আরো বড়ো আর বলিষ্ঠ মনে হচ্ছিল, এবং তার কাছে দুর্বোধ্য শিকারের উত্তেজনার দীপ্তি — এ সব দেখে লেভিনের আনন্দের জন্য কিটি নিজের দুঃখটুকু ভুলে গেল, ফুর্তি করেই বিদায় দিলে তাঁকে।

'মাপ করবেন মশাইরা!' গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এসে তিনি বললেন, 'প্রাতরাশ দিয়েছিল? পাটকিলে রঙের ঘোড়াটা ডাইনে কেন? যাক-গে কিছু এসে যাবে না। লাস্কা নেমে আয়, বসবি।'

বলদগুলোর কী করা হবে জিগ্যেস করতে এসেছিল গোপালক, গাড়ি-বারান্দার কাছে সে অপেক্ষা করছিল। তার দিকে ফিরে লেভিন বললেন, 'পালে ছেড়ে দাও। মাপ করবেন, আরও এক বেটা ছ্যাঁচোড় আসছে।'

লেভিন উঠে বসেছিলেন গাড়িতে, সেখান থেকে নেমে গেলেন ভাড়া করা ছুতোরের কাছে, মাপকাঠি হাতে সে গাড়ি-বারান্দার দিকে আসছিল।

'কাল সেরেস্তায় এলে না আর এখন আমায় আটকে রাখছো। কী ব্যাপার?'

'আরও একটা পাক দিতে আজ্ঞা করুন। মাত্র তিনটে ধাপ জুড়লেই চলবে। একেবারে যা চাই। নির্ঝঞ্ঝাট হবে।'

'আমার কথা শুনলে পারতে' — বিরক্তিতে বললেন লেভিন, 'বলেছিলাম আগে ফ্রেমটা করো, পরে সিঁড়ির ধাপগুলো বানিয়ো। এখন আর উপায় নেই, আমি যেমন বলেছিলাম তাই করো। নতুন করে বানাও।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই: বাড়ির একটা নতুন অংশ করতে গিয়ে ছুতোর সিঁড়িটা আলাদা করে বানিয়ে তার উচ্চতার হিসেব না করে তা নষ্ট করে ফেলে এবং তা যথাস্থানে বসাতে গিয়ে দেখা গেল তা ঢালু হয়ে গেছে। এখন সে ওই সিঁড়িটাই রেখে তার সঙ্গে তিনটে ধাপ যোগ করতে চাইছে।

'অনেক ভালো হবে।'

'তিন ধাপ নিয়ে ওটা কোন কাজে লাগবে?'

'দেখুন কেনে' — অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে ছুতোর, 'একেবারে ফ্রেমে ঢুকে যাবে। মানে শুরু করতে হবে নিচু থেকে' — বললে একটা নিশ্চিতির ভঙ্গি করে। 'এক-ধাপ দু-ধাপ করে লেগে যাবে একদম।'

'লম্বায় যে আরো তিন ধাপ... কোথায় তা পেঁছিবে?'

'মানে নিচু থেকে শুরু করলে পেঁাছে যাবে' — একগুঁয়ের মতো নিশ্চিত কণ্ঠে বললে ছুতোর।

'দেয়াল ফুঁড়ে একেবারে সিলিঙের নিচে।'

'আজ্ঞে দেখুন কেনে — নিচু থেকে যে শুরু হচ্ছে। এক ধাপ, দু'ধাপ করে বাস — পেঁাছে যাবে।'

বন্দুকের নল পরিষ্কার করার একটা শিক নিয়ে ধুলোর মধ্যে লেভিন সিঁড়ি এঁকে দেখাতে লাগলেন তাকে।

'এখন দেখছো তো?'

'যা বলবেন' — ছুতোর বললে, হঠাৎ চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে হল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে, 'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে নতুন করে বানাতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই করো যা বললাম!' গাড়িতে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বললেন লেভিন, 'চালাও! কুকুরগুলোকে ধরে রেখো ফিলিপ!'

পরিবার আর বিষয়-আশয়ের সমস্ত ঝামেলা পেছনে ফেলে লেভিন এমন একটা প্রবল জীবনানন্দ আর প্রত্যাশা বোধ করছিলেন যে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর। তা ছাড়া অকুস্থল কাছিয়ে আসতে প্রতিটি শিকারীই যা

বোধ করে, তেমন একটা একাগ্র উত্তেজনা হচ্ছিল তাঁর। কোনো কিছু নিয়ে এখন তাঁর যদি কোনো ভাবনা থেকে থাকে, তবে সেটা এই নিয়ে যে কলপেনস্কি জলায় তাঁরা কিছু পাবেন কিনা, ক্রাকের তুলনায় কেমন কীর্তি দেখাবে লাস্‌কা, এবং আজ তিনি নিজে ভালো গুলি করতে পারবেন কি। যে করেই হোক এই নতুন লোকটার সামনে নিজেকে যেন লজ্জা পেতে না হয়, অব্‌লোন্‌স্কি যেন তাঁকে ছাড়িয়ে না যায় — এই সব চিন্তাই মাথায় আসছিল তাঁর।

অব্‌লোন্‌স্কিরও মনোভাব হচ্ছিল একই রকম এবং তিনিও কথা কইতে চাইছিলেন না। শুধু ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ফুর্তিতে বকে চললেন অনর্গল। এখন তাঁর কথা শুনে গত সন্ধ্যায় লেভিন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিলেন তা স্মরণ করে লজ্জা হল তাঁর। ভাসেনকা সত্যিই খাসা ছোকরা, সহজ সরল ভালোমানুষ, এবং অতি ফুর্তিবাজ। লেভিন অবিবাহিত থাকতে দেখা হলে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা উৎসবের মনোভাব আর বাবুগিরির হেলাফেলা চাল খানিকটা ভালো লাগে নি লেভিনের। ওঁর যে লম্বা লম্বা নখ, টুপিটা এবং উপযোগী আরো অনেককিছু আছে. তার জন্য নিজেকে যেন নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছিলেন তিনি; কিন্তু সেটা মার্জনা করা যায় তাঁর ভালোমানুষি আর সৌজন্যের জন্য। তাঁর চমৎকার সহবত, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় দখল, এবং উনি যে তাঁরই জগতের লোক, এ সবের জন্য তাঁকে ভালো লাগল লেভিনের।

ভাসেনকার ভারি ভালো লেগেছিল জোয়ালের বাইরে বাঁয়ে বাঁধা দন স্তেপ অঞ্চলের ঘোড়াটাকে। কেবলি তারিফ করছিলেন তার।

'কী চমৎকার হয় স্তেপের ঘোড়ায় চেপে স্তেপে ছোটা, অ্যাঁ? তাই না?' বলছিলেন তিনি।

স্তেপের ঘোড়ায় চেপে তিনি যে ছুটছেন, নিজের সম্পর্কে তাঁর এই কল্পনাটা খানিকটা উদ্দাম, কাব্যিক, বাজে; কিন্তু তাঁর সরলতা, বিশেষ করে তাঁর রূপ, মিষ্টি হাসি, সুশ্রী ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে খুবই আকর্ষণীয় লাগছিল। তাঁর স্বভাবটাই লেভিনের কাছে মনোরম বলে, নাকি গতকালের পাপ স্খালনের জন্য তাঁর মধ্যে সবকিছু ভালো দেখতে চাইছেন বলে, সে যাই হোক, লেভিনের ভালো লাগল তাঁর সঙ্গ।

তিন ভার্স্ট চলে যাবার পর ভেস্লোভস্কির হঠাৎ টনক নড়ল যে চুরুটের

বাক্স আর মানি ব্যাগ নেই, মনে করতে পারলেন না ওগুলো হারিয়েছেন না ফেলে এসেছেন টেবিলে। মানি ব্যাগে ছিল তিনশ সত্তর রুব্‌ল, তাই ব্যাপারটা ফেলে রাখা যায় না।

'জানেন লেভিন, আমি এই দনের ঘোড়াটায় বাড়ি ফিরে যাই। চমৎকার হবে, এ্যাঁ?' এই বলে প্রায় নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'আপনি কেন?' ভাসেনকার ওজন অন্তত ছয় পুদ হবার কথা, মনে মনে এই হিসেব করে লেভিন বললেন, 'আমি কোচোয়ানকে পাঠাচ্ছি।'

কোচোয়ান বাড়তি ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল, লেভিন নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

॥ ৯ ॥

'তা আমাদের পথটা কেমন হবে? বুঝিয়ে দাও তো ভালো করে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এই আমাদের পরিকল্পনা: এখন আমরা যাচ্ছি গ্‌ভজ্‌দেভোতে। গ্‌ভজ্‌দেভোর এদিকটায় বড়ো স্নাইপের জলা। আর ওদিকটায় অপূর্ব স্নাইপ ঝিল, বড়ো স্নাইপও আছে। এখন গরম, আমরা পেঁছব (বিশ ভার্স্ট) সন্ধের দিকে। সন্ধ্যার মাঠে কিছু শিকার করা যাবে, রাত কাটাব আর বড়ো জলা কাল সকালে।'

'আর পথে কিছু পড়বে না?'

'আছে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া গরম। দুটো চমৎকার জায়গা আছে, কিন্তু কিছু মিলবে কিনা সন্দেহ।'

লেভিনের নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল জায়গাদুটোয় যাবার, কিন্তু বাড়ি থেকে তা বেশি দূরে নয়, সর্বদাই তিনি শিকারে যেতে পারেন সেখানে, তা ছাড়া জায়গাটা ছোটো, তিন শিকারী ধরবে না। সেই জন্য কিছু মিলবে কিনা সন্দেহ বলে তিনি মিথ্যাচার করেন। শিগগিরই ছোটো জলাটার কাছে এসে গেল গাড়ি। লেভিন চেয়েছিলেন পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের অভিজ্ঞ শিকারী চোখ রাস্তা থেকে নজরে পড়া জলো জায়গাটা শিকারের জায়গা বলে ধরে ফেলল।

'যাব নাকি?' ছোটো জলাটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'লেভিন, চলুন যাই! কী চমৎকার!' অনুরোধ করতে লাগলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, ফলে লেভিন রাজি না হয়ে পারলেন না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুরদুটো পাল্লাপাল্লি করে ছুটল জলার দিকে।

'ক্রাক! লাস্‌কা!..'

কুকুরদুটো ফিরে এল।

'তিনজনের পক্ষে বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি হবে। আমি এইখানেই থাকব' — লেভিন বললেন এই আশায় যে পিউইট ছাড়া আর কিছু ওঁরা পাবেন না। কুকুর দেখে তারা পালায় আর এখন জলার ওপর দুলে দুলে উড়ে করুণ কান্না জুড়েছে।

'উঁহু! চলুন লেভিন, চলুন একসঙ্গে!' ডাকলেন ভেস্লোভস্কি।

'সত্যিই ঘেঁষাঘেঁষি! লাস্‌কা ফের, লাস্‌কা! দুটো কুকুর কি আপনার দরকার হবে?'

গাড়ির কাছে রয়ে গেলেন লেভিন, ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন শিকারীদের। গোটা জলা তাঁরা পাড়ি দিলেন। পিউইট ছাড়া কিছুই ছিল না জলায়, তার একটা মেরেছিলেন ভাসেনকা।

'দেখলেন তো' — লেভিন বললেন, 'জলার জন্যে আমি দ্বিধা করি নি, শুধু সময় নষ্ট।'

'না, তাহলেও বেশ ফুর্তি হল। আপনি দেখেছিলেন?' হাতে বন্দুক আর পাখিটা নিয়ে আনাড়ির মতো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'কী চমৎকার মারলাম এটাকে! তাই না? কিন্তু সত্যিকার জলায় শিগগিরই পেঁছিব কি?'

হঠাৎ হেঁচকা মেরে ছুটতে গেল ঘোড়াগুলো, কার যেন বন্দুকের নলে ঘা লাগল লেভিনের মাথায়, শোনা গেল গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা অবিশ্যি আগেই হয়েছিল, কিন্তু লেভিনের কাছে ঘটনা এইরকম লেগেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে ভেস্লোভস্কি তাঁর বন্দুক লক করতে গিয়ে একটা ঘোড়া খাড়াই রেখেছিলেন। কারো ক্ষতি না করে কার্তুজ ঢুকে যায় মাটিতে। স্তেপান আর্কাদিচ ভর্ৎসনায় মাথা দুলিয়ে মৃদু হাসলেন ভেস্লোভস্কির দিকে চেয়ে। কিন্তু তিরস্কার করতে মন হচ্ছিল না লেভিনের। প্রথমত, যেকোনো রকম তিরস্কারই মনে হতে পারত কেটে যাওয়া বিপদটার জন্য ভয় আর কপালের ফোলাটার কারণে; দ্বিতীয়ত, ভেস্লোভস্কি প্রথমটা

এত সরল রকমে মুষড়ে পড়েছিলেন এবং পরে সকলের আঁৎকানিতে এমন ভালোমানুষী চিত্তজয়ী হাসি হাসতে লাগলেন যে নিজেও না হেসে পারা গেল না।

দ্বিতীয় জলাটার কাছে তাঁরা যখন এলেন, যেটা বেশ বড়ো গোছের, শিকারে অনেক সময় নেবার কথা, লেভিন বোঝালেন না নামতে। কিন্তু ভেস্লোভস্কি ফের অনুরোধ করতে লাগলেন। জলাটা সরু বলে লেভিন ফের অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর মতো রয়ে গেলেন গাড়ির কাছে।

পেঁছতেই ক্রাক সোজা ছুটল ঘেসো চাপড়াগুলোর দিকে। কুকুরটার পেছনে প্রথম ছুটলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের কাছে পেঁছতে না পেঁছতেই উড়ে উঠল একটা বড়ো স্নাইপ। ভেস্লোভস্কির গুলি ফসকাল, পাখিটা উড়ে গিয়ে ফের বসল একটা ঘেসো মাঠে। সেটা ছেড়ে দেওয়া হল ভেস্লোভস্কির জন্য। ক্রাক ফের পাখিটাকে খুঁজে বার করে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভেস্লোভস্কি সেটাকে মেরে ফিরে গেল গাড়ির কাছে।

'এবার আপনি যান, আমি থাকছি ঘোড়ার কাছে' — বললেন তিনি।

শিকারীর ঈর্ষা কুরে কুরে খেতে শুরু করেছিল লেভিনকে। ভেস্লোভস্কির হাতে লাগাম দিয়ে তিনি চলে গেলেন জলায়।

লাস্কা অনেকখন ধরে করুণ সুরে কেঁউ কেঁউ করছিল, অভিযোগ করছিল তার প্রতি অন্যায়ের, এখন সে সোজা ছুটে গেল লেভিনের পরিচিত ঘাসের চাপড়ায় আকীর্ণ নির্ভরযোগ্য একটা জায়গায় যেখানে ক্রাক যায় নি।

'ওকে থামাচ্ছ না কেন?' চ্যাঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'ও ভয় পাইয়ে দেবে না' — জবাব দিলেন লেভিন। নিজের কুকুরের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর, চললেন তার পেছু পেছু।

চেনা চাপড়াগুলোর দিকে লাস্কা যতই কাছিয়ে আসছিল, ততই তার অন্বেষণে দেখা দিচ্ছিল একটা গুরুত্বের ভাব। জলার ছোট্ট একটা পাখি শুধু মুহূর্তের জন্য বিমনা করেছিল তাকে। লাস্কা চাপড়াগুলোকে একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল।

'এসো, এসো স্তিভা!' লেভিন চিৎকার করে ডাকলেন। টের পাচ্ছিলেন তিনি বুক তাঁর কী প্রচণ্ড ঢিপঢিপ করছে, হঠাৎ যেন তাঁর উত্তেজিত কর্ণকুহরে কী-একটা জানলা খুলে গিয়েছে আর সমস্ত শব্দ দূরত্বের বোধ না রেখেই এলোমেলোভাবে কিন্তু প্রচণ্ডরকম ঘা দিচ্ছে তাঁকে। স্তেপান

আর্কাদিচের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি আর মনে হচ্ছিল তা যেন দূরে ঘোড়ার খুর ঠোকার শব্দ, যে চাপড়ায় তিনি পা দিয়েছিলেন তার কোণে শিকড় সমেত উপড়ে আসা ঘাসের ঠুনকো শব্দ শুনতে পেলেন আর মনে হল তাঁর সেটা স্নাইপ ওড়ার শব্দ। পেছনে খানিক দূরে জলে ছপছপ শব্দ, কিন্তু সেটা কী ধরতে পারলেন না।

পা রাখার জায়গা খুঁজে তিনি এগিয়ে গেলেন কুকুরের দিকে।

'নে!'

বড়ো নয়, ছোটো একটা স্নাইপ উড়ে গেল কুকুরের কাছ থেকে। লেভিন বন্দুক তুললেন, কিন্তু যেই তাক করতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই ছপছপানিটা বেড়ে উঠল, কাছিয়ে এল, আর সেই শব্দের সঙ্গে যোগ দিল ভেস্লোভস্কির গলা, অদ্ভুত রকম চিৎকার করে কী যেন বলছেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে পাখিটাকে তিনি তাক করেছেন পেছন থেকে, যেটা উচিত নয়, তা সত্ত্বেও গুলি করলেন।

গুলি যে ফসকেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেভিন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন যে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তায় আর নেই, জলায়।

শিকার দেখার জন্য ভেস্লোভস্কি জলায় গাড়ি চালিয়ে আসেন এবং ঘোড়াগুলোকে পাঁকে আটকে ফেলেন।

'চুলোয় যা তুই!' আটকে যাওয়া গাড়ির কাছে ফিরে মনে মনে উচ্চারণ করলেন লেভিন, 'কেন এলেন এখানে?' শুকনো গলায় ওঁকে তিনি বলে কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে ঘোড়া খুলতে লাগলেন।

লেভিনের এই জন্য রাগ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শিকারও ফসকালেন, ঘোড়াগুলোও আটকে পড়েছে, আর প্রধান কথা, ঘোড়া খোলার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ বা ভেস্লোভস্কি কেউই তাঁকে আর কোচোয়ানকে সাহায্য করছেন না, কেননা ঘোড়ার জোতটা কী ব্যাপার সে সম্পর্কে দু'জনের কারুরই সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জায়গাটা একেবারে শুকনো ছিল, ভাসেনকার এই নিশ্চিতিদানে একটা কথাও না বলে লেভিন ঘোড়াগুলোকে খুলে আনার জন্য নীরবে খেটে চললেন কোচোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু পরে, কাজের উত্তেজনায় এবং এই দেখে যে মাডগার্ড ধরে ভেস্লোভস্কি গাড়িটাকে এত মন দিয়ে প্রাণপণে টানছেন যে সেটাকে ভেঙেই ফেলবেন বুঝি, লেভিন নিজেকে এই বলে ভর্ৎসনা করলেন যে গতকালকার অনুভূতির প্রভাবে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে তিনি বড়ো বেশি নিষ্প্রাণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ রকমের সৌজন্য

দেখিয়ে চেষ্টা করলেন নিজের এই রুক্ষতাটা মুছে ফেলতে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, গাড়ি দাঁড়াল রাস্তায়, লেভিন খাবার দিতে বললেন।

'Bon appétit — bonne conscience!* Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes'** — ফের খুশি হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুক্কুটশাবকটিকে শেষ করে ফরাসি ইয়ার্কি করলেন ভাসেনকা। 'তাহলে আমাদের বিপদ ঘুচেছে; এখন সব চলবে ভালোয় ভালোয়। শুধু আমি আমার দোষের জন্যে কোচোয়ানের বাক্সে বসতে বাধ্য। তাই না? এ্যাঁ? উঁহু, আমি অটোমেডন। দেখুন-না কেমন করে আমি আপনাদের নিয়ে যাই!' লেভিন কোচোয়ানকে বাক্সে উঠতে দিতে বলায় লাগাম না ছেড়ে জবাব দিলেন তিনি। 'উঁহু, আমায় পাপ স্খালন করতেই হবে আর কোচোয়ানের বাক্সে আমার চমৎকার লাগে।' গাড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি।

লেভিনের খানিকটা ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াগুলোকে উনি কষ্ট দেবেন, বিশেষ করে বাঁয়ের পার্টকিলেটাকে যেটাকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেই ওঁর ফুর্তিতে লেভিন আত্মসমর্পণ করলেন, বাক্সে বসে সারা রাস্তা উনি যে রোমান্সগুলো গেয়ে যাচ্ছিলেন, শুনতে লাগলেন তা অথবা দেখতে লাগলেন ইংরেজরা কিভাবে চার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তার অভিনয়। খাওয়া-দাওয়ার পর অতি ফুর্তির মেজাজে তাঁরা পেঁছিলেন গ্ভজ্দেভো জলায়।

॥ ১০ ॥

ভাসেনকা ঘোড়াগুলোকে এমন জোর হাঁকিয়েছিলেন যে জলায় তাঁরা বড়ো বেশি আগেই এসে পড়েন, ফলে তখনো গরম যায় নি।

তাঁদের যাত্রার যা প্রধান লক্ষ্য, বিস্তীর্ণ এই জলাটার কাছে আসতে আসতে লেভিন অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলেন কী করে ভাসেনকার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে অবাধে হাঁটা যায়। স্পষ্টতই স্তেপান আর্কাদিচও তাই চাইছিলেন। লেভিন তাঁর মুখে দেখলেন দুশ্চিন্তার ছাপ, শিকার শুরুর আগে সত্যিকার

* ভালো খিদে মানে বিবেকও ভালো (ফরাসি)।

** এই কুক্কুটশাবক যাচ্ছে আমার প্রাণের গভীরে (ফরাসি)।

শিকারীদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, দেখলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খানিকটা সেই ধূর্ততা।

'কিভাবে আমরা যাব? জলা চমৎকার, তা দেখতে পাচ্ছি, বাজপাখিও আছে' — হোগলাগুলোর ওপর ভাসমান দুটো বড়ো বড়ো পাখি দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারও থাকবে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, ওই দেখুন মশায়েরা' — খানিকটা বিমর্ষ মুখে হাই-বুট টেনে, বন্দুকের লক পরীক্ষা করে লেভিন বললেন, 'ওই হোগলা ঝাড়টা দেখতে পাচ্ছেন? নদীর ডান দিক বরাবর বিশাল এক আধ-কাটা ঘাসের স্যাঁৎসেঁতে মাঠে কালোয় সবুজে গাঢ় হয়ে আসা হোগলার একটা চর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'জলা শুরু হচ্ছে এইখান থেকে, সোজা আমাদের সামনে। ঐ যে, যে-জায়গাটা বেশি সবুজ। এখান থেকে তা গেছে ডাইনে, যেখানে ঘোড়া চরছে; সেখানে ঘাসের চাপড়াগুলোর মধ্যে বড়ো স্নাইপ থাকে, আর তা চলে গেছে গোটা হোগলা বন ঘিরে, সোজা অ্যালডার ঝোপ আর মিল পর্যন্ত। আর ঐ দেখুন, যেখানে খাঁড়িটা রয়েছে। এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা। একবার ওখানে আমি সতেরোটা স্নাইপ মারি। কুকুর নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গিয়ে মিলব মিলটার ওখানে।'

'তাহলে কে ডাইনে যাবে, কে বাঁয়ে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'ডাইনের দিকটা চওড়া, আপনারা দু'জনে যান, আমি বাঁয়ে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

'চমৎকার! আমরা ওঁকে হারিয়ে দেব। চলুন যাই, চলুন!' কথাটা লুফে নিলেন ভাসেনকা।

রাজি না হয়ে লেভিন পারলেন না, দু'ভাগ হলেন ওঁরা।

জলায় পা দেওয়া মাত্র দুটো কুকুরই শুঁকতে শুঁকতে ছুটল একটা জায়গার দিকে, জল যেখানে মরচে রঙা। লাস্কার এই সাবধান অনির্দিষ্ট অনুসন্ধান লেভিনের জানা; জায়গাটাও তিনি চিনতেন এবং আশা করছিলেন যে উঠবে এক ঝাঁক পাখি।

'ভেস্লোভস্কি, আমার পাশে পাশে আসুন, পাশে পাশে!' পেছনে জল ছপছপ করে হাঁটছেন যে সঙ্গীটি, তাঁকে বললেন লেভিন আড়ষ্ট গলায়, কলপেনস্কি জলায় সেই আচমকা গুলিটার পর তাঁর বন্দুকের নল কোন দিকে ঘোরানো সেটায় অজ্ঞাতসারেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন লেভিন।

'না, আমি আপনার বাধা হয়ে থাকব না, ভাববেন না আমায় নিয়ে।'

কিন্তু আপনা থেকেই লেভিনের ভাবনা হচ্ছিল, মনে পড়ল বিদায় দেবার সময় কিটির কথাটা: 'দেখো, দু'জন দু'জনকে গুলি করে ব'সো না যেন।' একে অপরকে এড়িয়ে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সূত্র ধরে কাছিয়ে আসছিল কুকুরদুটো; স্নাইপের প্রতীক্ষাটা ছিল এতই প্রবল যে মরচে রঙা জলা থেকে টেনে তোলা মচমচ শব্দটা লেভিনের মনে হচ্ছিল স্নাইপের ডাক, বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন তিনি।

'গুম, গুম!' শোনা গেল একেবারে কানের কাছেই। জলা থেকে উঠে একঝাঁক হাঁস উঁচুতে পাল্লার অনেক বাইরে উড়ে আসছিল শিকারীদের দিকে, ভাসেনকা গুলি করেছেন তাদের। লেভিন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই ফুরুৎ করে বেরুল একটা, দুটো, তিনটে, একের পর এক আরো আটটা স্নাইপ।

একটা পাখি তার আঁকাবাঁকা ওড়া শুরু করার মুহূর্তেই তাকে ঘায়েল করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, একটা দলার মতো ঝুপ করে সে পড়ল জলায়। নিচুতে হোগলা বনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল আরেকটা পাখি। তাড়াহুড়ো না করে অব্‌লোন্‌স্কি তাক করলেন, গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও পড়ে গেল; দেখা যাচ্ছিল কেটে ফেলা হোগলা মাঠে কিভাবে সে তার একটা অক্ষত, নিচের দিকে শাদা রঙের ডানা ঝাপটিয়ে লাফাচ্ছে।

লেভিন তেমন সৌভাগ্যবান হন নি: প্রথম স্নাইপটাকে তিনি গুলি করেন বড়ো বেশি কাছ থেকে এবং গুলি ফসকে যায়; পাখিটা ওপরে উঠতে শুরু করলে তার দিকে তাক করছিলেন, এমন সময় আরো একটা তাঁর পায়ের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল, ফসকালেন দ্বিতীয়বার।

বন্দুকে যখন ফের গুলি ভরা হচ্ছিল, আরো একটা স্নাইপ উড়ল। ভেস্লোভস্কির গুলি ভরা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় জলের ওপর তিনি ছররা গুলি চালালেন দু'বার। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর স্নাইপদুটো জোগাড় করে জ্বলজ্বলে চোখে চাইলেন লেভিনের দিকে।

'এবার ভাগাভাগি হওয়া যাক' — এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ বাঁ পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বন্দুক বাগিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন তাঁর কুকুরকে এবং চললেন একদিক ধরে। লেভিন আর ভেস্লোভস্কি গেলেন অন্যদিকে।

প্রথম গুলিটা ফসকালে লেভিন সর্বদাই উত্তেজিত হয়ে রেগে উঠতেন আর সারা দিনটাই তাঁর বন্দুক চলত বাজে। আজকেও তাই হল। স্নাইপ দেখা গেল অনেক। কুকুরের পায়ের কাছ থেকে, শিকারীদের পায়ের কাছ থেকে অবিরাম উড়ে যেতে থাকল পাখিগুলো, ফলে লেভিন তাঁর লোকসান পুষিয়ে নিতে পারতেন; কিন্তু যত বেশি তিনি গুলি করলেন তত বেশি তাঁর মাথা হেঁট হল ভেস্লোভস্কির কাছে, যিনি পাল্লার মধ্যে হোক, বাইরে হোক ফুর্তিতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই মারা পড়ছিল না এবং তাতে বিব্রত বোধ করছিলেন না একটুও। লেভিন তাড়াহুড়ো করছিলেন, ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না, ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে এমন পর্যায়ে পেঁছিলেন যে গুলি করতে লাগলেন পাখি মারার আশা না রেখে। মনে হল লাস্কা যেন সেটা বুঝেছে। পাখি খুঁজতে লাগল সে আরও আলস্যে, শিকারীদের দিকে তাকাতে থাকল হতবুদ্ধি অথবা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। গুলি চলছিল একের পর এক। শিকারীদের ঘিরে রইল বারুদের ধোঁয়া, অথচ লেভিনের প্রকান্ড, প্রশস্ত থলেটায় মাত্র তিনটে শোচনীয় ছোটো স্নাইপ। তাও তার একটা মেরেছে ভেস্লোভস্কি, অন্যটা পড়েছে দুজনেরই গুলিতে। তবে জলার অন্যদিকে শোনা যাচ্ছিল স্তেপান আর্কাদিচের ঘন ঘন নয়, তবে লেভিনের মনে হচ্ছিল মোক্ষম গুলির শব্দ আর প্রায় প্রতিটি গুলির পরেই কানে আসছিল: 'ক্রাক, ক্রাক, নিয়ে আয়!'

সেটা আরো বেশি ব্যাকুল করছিল লেভিনকে। হোগলা ঝোপের ওপর অবিরাম উড়ছিল স্নাইপগুলো। মাটিতে তাদের ফুরুৎ করে বেরুবার শব্দ আর আকাশে ক্রেঙ্কার ডাক থামছিল না, শোনা যাচ্ছিল তা চারিদিক থেকে। যে স্নাইপগুলো আগে থেকে উড়ছিল, তারা মাটিতে বসে পড়ছিল শিকারীদের সামনেই। দুটো বাজপাখির বদলে এখন কয়েক ডজন চিঁচিঁ করে উড়ছিল জলার ওপর।

জলার আধখানার বেশি পাড়ি দিয়ে আসার পর লেভিন আর ভেস্লোভস্কি পেঁছিলেন সেই জায়গাটায় যেখানে হোগলা বনে এসে পড়া লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছে চাষীদের ঘেসো জমি, কোথাও সীমা টানা হয়েছে ঘাস পায়ে দলে, কোথাও কেটে। এই সব ফালির ঘাস অর্ধেকই কাটা হয়ে গিয়েছিল।

যেমন ঘাস কেটে ফেলা জায়গায়, তেমনি না-কাটা জায়গাতেও শিকার মেলার আশা না থাকলেও লেভিন স্তেপান অর্কাদিচকে কথা দিয়েছিলেন

যে ওঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই দু'রকম জায়গা দিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন সঙ্গীকে নিয়ে।

'ওহে শিকারী ভেয়েরা!' ঘোড়া খুলে রাখা একটা গাড়ির কাছে বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে থেকে একজন ডাকলে তাঁদের। 'এসো আমাদের সাথে ভোজন হবে! মদও খাব!'

লেভিন এদিক-ওদিক চাইলেন।

'এসো, এসো, ডর নাই গো!' ধবধবে শাদা দাঁত কেলিয়ে রোদ্দুরে ঝকমকে একটা সবুজ বোতল তুলে চ্যাঁচালে রক্তিমানন ফুর্তিবাজ দেড়েল একজন চাষী।

'Qu'est ce qu'ils disent?'* জিগ্যেস করলেন ভেস্লোভস্কি।

'ভোদকা খেতে ডাকছে। ওরাই বোধ হয় ঘেসো মাঠটা ভাগ করেছে। আমি আপত্তি করব না' — লেভিন বললেন একটু চালাকি না করে নয়, আশা করছিলেন যে ভোদকার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে ভেস্লোভস্কি যাবেন ওদের কাছে।

'কিন্তু আমাদের নেমন্তন্ন করছে কেন?'

'এমনি, ফুর্তি করতে। সত্যি, যান ওদের কাছে। মজা পাবেন।'

'Allons, c'est curieux.'**

'যান, যান, মিলে যাবার পথ আপনি খুঁজে পাবেন!' লেভিন বললেন চেঁচিয়ে আর খুশি হয়ে চেয়ে দেখলেন যে ভেস্লোভস্কি কুঁজো হয়ে, ক্লান্ত পায়ে হোঁচট খেতে খেতে বন্দুক তুলে ধরে জলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চাষীদের কাছে।

'তুমিও এসো গো!' লেভিনের উদ্দেশে চ্যাঁচাল একজন চাষী, 'ডর কি! পিঠে খেয়ে দেখবে!'

লেভিনের ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল এক টুকরো রুটি আর ভোদকা খেতে। জেরবার হয়ে পড়েছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন যে কাদায় বসে যাওয়া পা তুলতে হচ্ছে কষ্ট করে, মুহূর্তের জন্য তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু কুকুর ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি অন্তর্ধান করল তৎক্ষণাৎ, কাদা ভেঙে অনায়াসে লেভিন গেলেন কুকুরের কাছে। তাঁর পায়ের কাছ থেকে

* কী ওরা বলছে? (ফরাসি)।

** চলুন যাই. কৌতূহলের ব্যাপার (ফরাসি)।

উড়ে গেল একটা স্নাইপ; লেভিন গুলি করে মারলেন সেটাকে — কুকুর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। 'নে!' কুকুরের কাছ থেকে উঠল আরেকটা। লেভিন গুলি করলেন। কিন্তু দিনটা ছিল অপয়া, গুলি ফসকে গেল। আর যেটাকে মারা গিয়েছিল, খুঁজতে গিয়ে সেটাকেও পেলেন না। গোটা হোগলা ঝোপটা তিনি মাড়ালেন, কিন্তু লাস্‌কার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি মারতে পেরেছেন, তাই লাস্‌কাকে যখন খুঁজতে ডাকলেন, সে ভান করল যেন খুঁজছে, কিন্তু খুঁজছিল না।

নিজের সমস্ত অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভেস্লোভস্কিকে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও উন্নতি হল না অবস্থার। এখানেও স্নাইপ অনেক, কিন্তু একের পর এক গুলি তাঁর ফসকাল।

সূর্যের তীর্যক রোদে গরম তখনও বেশি। ঘামে ভিজে জবজবে জামা এঁটে বসেছে গায়ের সঙ্গে; জলে ভরা বাঁ দিকের বুটটা ভারি হয়ে উঠে প্রতি পদে পচ্‌পচ্‌ করে উঠছে; বারুদের থিতানিতে নোংরা মুখ বেয়ে গড়াচ্ছে বিন্দু বিন্দু ঘাম; মুখটা তেতো, নাকে বারুদ আর মরচের গন্ধ; কানে স্নাইপের ক্ষান্তিহীন ফুরুৎ শব্দ; বন্দুকের নল এত গরম যে ছোঁয়া যায় না; বুকের স্পন্দন ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত: উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, হোঁচট খাচ্ছে ক্লান্ত পা, জড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের চাপড়ায় আর কাদায়; তাহলেও এগিয়ে গেলেন তিনি, গুলি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত লজ্জাকর একটা ব্যর্থতার পর টুপি আর বন্দুক তিনি ছুঁড়ে ফেললেন মাটিতে।

'না, আত্মস্থ হতে হবে!' নিজেকে বললেন তিনি। টুপি আর বন্দুক তুলে নিয়ে তিনি লাস্‌কাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বেরিয়ে এলেন জলা থেকে। শুকনো ডাঙায় এসে তিনি বসলেন একটা চাঙড়ের ওপর, জুতো খুললেন, বাঁয়ের বুট থেকে জল ঢেলে ফেললেন, তারপর গেলেন জলায়, মরচের স্বাদ মাখা জল খেলেন পেট পুরে, বন্দুকের আতপ্ত নলদুটিকে ঠাণ্ডা করলেন জল মাখিয়ে আর নিজের হাত মুখ ধুলেন। তাজা হয়ে তিনি ফের গেলেন সেই জায়গাটায় যেখানে স্নাইপটা এসে বসেছে, দৃঢ় সংকল্প করলেন যে উত্তেজিত হবেন না।

ভেবেছিলেন সুস্থির থাকবেন, কিন্তু দাঁড়াল সেই একই। পাখিটাকে নিশানা করার আগেই আঙুল তাঁর ঘোড়া টিপে বসল। ব্যাপার গড়াল কেবলই খারাপের দিকে।

যে অ্যালডার ঝোপটার কাছে স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর মেলার

কথা, জলা থেকে উঠে সেখানে যখন তিনি গেলেন, তখন তাঁর থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কুকুরকে। অ্যালডারের পাকানো পাকানো শিকড়ের তল থেকে সে লাফিয়ে এল, জলার দুর্গন্ধ-ভরা পাঁকে সর্বাঙ্গ তার কালো, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শুঁকল লাস্কাকে। ক্রাকের পরে অ্যালডার গাছের ছায়ায় দেখা দিল স্তেপান আর্কাদিচের দর্শনধারী মূর্তি। রক্তিম মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বোতাম খোলা গলায় আগের মতোই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন লেভিনের দিকে।

'কী? অনেক মেরেছ?' ফুর্তিতে হেসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আর তুমি?' লেভিন শুধালেন। কিন্তু শুধাবার কিছু ছিল না, কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন যে শিকারের থলেটা ভরা।

'মন্দ নয়।'

চোদ্দটি স্নাইপ পেয়েছেন তিনি।

'চমৎকার জলা! তোমার নিশ্চয় অসুবিধা ঘটিয়েছে ভেস্লোভস্কি। দুজন শিকারী, একটা কুকুর — এ ঠিক চলে না' — নিজের বিজয়কে নামিয়ে আনার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

॥ ১১ ॥

যে চাষীর বাড়িতে লেভিন সর্বদা আস্তানা গাড়তেন, স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সেখানে যখন তিনি পেঁছিলেন, দেখা গেল ভেস্লোভস্কি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন সেখানে। কুটিরের মাঝখানে দুইহাতে বেঞ্চি ধরে ছিলেন তিনি, আর গৃহকর্ত্রীর ভাই, জনৈক সৈনিক তাঁর পাঁক ভরা হাই-বুট টেনে খুলছিল। হাসছিলেন তিনি তাঁর সংক্রামক ফুর্তির হাসি।

'এইমাত্র আমি এসেছি। Ils ont été charmants!* ভেবে দেখুন, আমায় ওরা খাওয়ালে, পান করালে। কী রুটি, অপূর্ব! Délicieux!**

* চমৎকার লোক (ফরাসি)।

** সুস্বাদু (ফরাসি)।

আর ভোদকা — এর চেয়ে ভালো মাল আমি আর কখনো খাই নি! কিন্তু কিছুতেই পয়সা নিতে চাইলে না। কেন জানি কেবলি বললে: 'কড়া চোখে চেও না গো'।'

'পয়সা লেবে কেনে? ওরা আপনাকে মানে মান্যি করল। ওদের ভোদকা কি আর বেচার জন্যে?' কালো হয়ে আসা মোজা আর ভেজা বুট শেষ পর্যন্ত টেনে বার করে বললে সৈনিক।

শিকারীদের বুটের কাদা আর কুকুরদের গা চেটে তুলতে থাকায় নোংরা কুটিরের পাঁক, ঘরভরা জলা আর বারুদের গন্ধ, এবং ছুরি-কাঁটার অভাব সত্ত্বেও শিকারীরা চা খেলেন, নৈশাহার সারলেন এমন তৃপ্তিতে যা সম্ভব কেবল শিকারে। গা-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা গেলেন ঝাড়ুদেওয়া বিচালি গোলায়, সহিসেরা যেখানে বাবুদের জন্য বিছানা করে রেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে এলেও শিকারীদের কারো ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘুমোবার।

গুলি চালনা, কুকুর, আগেকার শিকার ইত্যাদির স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে দোল খেয়ে আলাপটা চলল তাঁদের সবাকার আগ্রহজনক প্রসঙ্গ নিয়ে। এইরকম নিশা যাপনের মধুরতা, বিচালির সুগন্ধ, ভাঙা গাড়ির (ওঁর মনে হয়েছিল ভাঙা, যদিও শুধু খুলে নেওয়া হয়েছিল সামনের চাকাদুটো) অপূর্বতা, তাঁকে ভোদকা খাইয়েছিল যে চাষীরা তাদের সদাশয়তা, নিজ নিজ কর্তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুর ইত্যাদি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার পুনরুক্ত ভাসেনকার উচ্ছ্বাস উপলক্ষে অব্‌লোন্‌স্কি বললেন মালতুসের ওখানে তাঁর শিকারের অপরূপ কাহিনী। গত বছর গ্রীষ্মে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। মালতুস রেলপথের নামকরা একজন মালিক। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন ত্‌ভের গুবের্নিয়ায় কিরকম জলা কিনেছেন মালতুস, কিভাবে তা আগলে রাখছেন এবং কিসব গাড়ি আর ডগ্‌-কার্টে শিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর জলার কাছে খাটানো হয়েছিল কেমন তাঁবু আর সেখানে ছিল কত খাবার।

'তোমায় আমি বুঝি না' — নিজের তৃণশয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন লেভিন; 'এ সব লোকেদের কেন তোমার খারাপ লাগে না বুঝি না। লাফিত সহযোগে প্রাতরাশ যে খুবই উপাদেয় তা বুঝি, কিন্তু ঠিক এই বিলাসটাই কি তোমার বিছছিরি লাগে না? এই সব লোকেরা আমাদের আগেকার ঠিকা-জমিদারদের মতো টাকা কামায় এমনভাবে যে কামাবার

সময় লোকের ঘৃণার পাত্র হলেও সে ঘৃণা উপেক্ষা করে আর পরে অসাধু উপায়ে অর্জিত টাকায় আগেকার সে ঘৃণা কিনে নেয়।'

'ঠিক বলেছেন!' সায় দিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক, ঠিক! অবিশ্যি অব্লোন্স্কি এটা করছেন bonhomie,* কিন্তু অন্যেরা তো বলবে যে অব্লোন্স্কিও ভিড়ল।'

'মোটেই না' — লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর এই কথায় অব্লোন্স্কি হাসছেন, 'ধনী কোনো বেনিয়া বা অভিজাতের চেয়ে ওঁকে বেশি অসাধু বলে আমি মনে করি না। এরা আর ওরা টাকা করেছে একই রকম খেটে আর মাথা খাটিয়ে।'

'কিন্তু কী খাটুনি? একটা পারমিট পেয়ে অন্যকে সেটা বেচে দেওয়া কি খাটুনি হল?'

'অবশ্যই খাটুনি। এই অর্থে খাটুনি যে উনি বা ওঁর মতো লোক না থাকলে রেলপথই হত না।'

'কিন্তু এ খাটুনি তো চাষী-মজুর বা বুদ্ধিজীবীর মতো নয়।'

'মানলাম, কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ফল দিচ্ছে — রেলপথ। তবে তুমি তো মনে করো রেলপথ অনাবশ্যক।'

'না, এটা অন্য প্রশ্ন। আমি মানতে রাজি যে রেলপথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে টাকাটা খাটুনির সমানুপাতিক নয় তা কামানো অসাধু।'

'কিন্তু সমানুপাতটা স্থির করবে কে?'

'অসাধু পন্থায়, কলে-কৌশলে' — সাধু আর অসাধুর মধ্যে যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারছেন না তা অনুভব করেই লেভিন বললেন, 'টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার' — বলে চললেন তিনি; 'এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপুল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শুধু এখন তার চেহারা পালটেছে। Le roi est mort, vive le roi!** ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে মুনাফা।'

'এ সবই সম্ভবত খুবই ঠিক এবং বুদ্ধিমন্ত... থাম, ক্রাক!' চেঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, বিচালি এলোমেলো করে

* ভালো মনে (ফরাসি)।

** রাজা মারা গেছেন, দীর্ঘজীবী হোন রাজা! (ফরাসি।)

দিচ্ছিল, তাকে ধমকালেন তিনি, তারপর স্পষ্টতই নিজের যুক্তির ন্যায্যতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'কিন্তু সাধু আর অসাধু শ্রমের মধ্যে ভেদরেখাটা তো তুমি দেখালে না। আমার অধীনস্থ যে বড়োবাবু কাজকর্ম আমার চেয়ে ভালো জানলেও আমি যে বেতন পাই তার চেয়ে অনেক বেশি, এটা কি অসাধু?'

'জানি না।'

'তাহলে আমি তোমায় বলি: কৃষিকাজে তোমার খাটুনির জন্যে তুমি যে পাচ্ছ ধরা যাক পাঁচ হাজারের ওপর, যেখানে আমাদের স্বাধীন চাষী যতই খাটুক পঞ্চাশ রুব্লের বেশি পাচ্ছে না, এটাও ঠিক তেমনি অসাধু যেমন আমি পাই আমার নিম্নতন বড়োবাবুর চেয়ে বেশি, মালতুস বেশি পায় তার রেল-মিস্ত্রির চেয়ে। এ সব লোকের প্রতি সমাজের কেমন একটা অযৌক্তিক বিরূপতায় আমার বরং মনে হয় রয়েছে ঈর্ষা...'

'না, এটা অন্যায়' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঈর্ষা হতে পারে না। এ সব ব্যাপারে কিছু একটা কারচুপি থাকেই।'

'না শোনো' — লেভিন বলে চললেন, 'বলছ এটা ন্যায্য নয় যে আমি পাই পাঁচ হাজার আর চাষী পঞ্চাশ, তা ঠিক, এটা অন্যায়, আমি সেটা অনুভব করি, কিন্তু...'

'সত্যিই তাই। কেন আমরা কোনো মেহনত না করে খানাপিনা করি, শিকারে যাই, আর সে খেটেই চলেছে, খেটেই চলেছে অবিরাম?' ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি বললেন, স্পষ্টতই জীবনে পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ভাবলেন এই প্রথম, তাই তাঁর কথায় ছিল পরিপূর্ণ অকপটতা।

'হ্যাঁ, তুমি অনুভব করো, কিন্তু নিজের সম্পত্তিটা ওকে দাও না' — যেন ইচ্ছে করে লেভিনকে খোঁচাবার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ইদানীং দুই ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যেন গোপন একটা শত্রুতা গড়ে উঠেছিল: দু'জন দুই বোনকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল — কে তাঁর জীবনকে ভালো করে গড়ে তুলবেন তাই নিয়ে। এখন এই শত্রুতা প্রকাশ পেল কথাবার্তায় একটা ব্যক্তিগত ঝাঁঝ এনে।

'দিই না কারণ কেউ সেটা চাইছে না আমার কাছে, আর আমি নিজে চাইলেও এমন কেউ নেই যাকে দেওয়া যায়' — লেভিন বললেন।

'দিয়ে দাও এই চাষীটাকে, সে আপত্তি করবে না।'

‘কিন্তু দেব কেমন করে? ওর সঙ্গে গিয়ে দলিল সই করব?’

‘তা জানি না, তবে তোমার যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তোমার অধিকার নেই...’

‘মোটেই সে বিশ্বাস আমার নেই। বরং আমি অনুভব করি যে দান করার অধিকার আমার নেই, বরং জমি এবং পরিবারের কাছে দায়িত্ব আছে আমার।’

‘না, শোনো, যদি তুমি মনে করো এই অসাম্য অন্যায়, তাহলে কেন এমন কাজ করছ না...’

‘আমি সেই কাজই করছি, শুধু নেতিবাচক দিক থেকে, শুধু দুজনের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য আছে সেটা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা আমি করব না।’

‘না, মাপ করো, এটা একটা আপাতবিপরীত কূট।’

‘হ্যাঁ, এটা কেমন যেন একটা কুতার্কিক যুক্তি বলে মনে হচ্ছে’ — সমর্থন করলেন ভেস্লোভস্কি; ‘আরে, কর্তা যে!’ দরজা ক্যাঁচকেঁচিয়ে এইসময় চালাঘরে ঢোকায় চাষীটাকে বললেন তিনি, ‘কী, এখনো ঘুমাচ্ছ না?’

‘কোথায় ঘুম! ভাবলাম আমাদের বাবুরা ঘুমিয়ে পড়েছে, শুনি কথাবার্তা। এলাম একটা আঁকশি নিতে। কুকুরটা কামড়াবে না তো?’ সাবধানে খালি পা ফেলে জিগ্যেস করলে সে।

‘আর তুমি ঘুমাবে কোথায়?’

‘রাতের ডিউটিতে।’

‘আহ্, কী রাত!’ খোলা দরজার বড়ো ফ্রেম দিয়ে প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছিল কুটিরের একটা কোণ, ঘোড়া খুলে নেওয়া গাড়ি, সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভেস্লোভস্কি, ‘আরে শুনুন, শুনুন, মেয়েদের গলায় গান, গাইছে মন্দ না তো! কে গাইছে কর্তা?’

‘গাঁয়ের মেয়েরা, ওই কাছেই।’

‘চলুন যাই, বেরিয়ে আসি! ঘুম তো হবে না। অব্‌লোন্‌স্কি, চলুন, বেড়ানো যাক!’

‘শুয়ে থাকা আর যাওয়া, কী করে হয় একসঙ্গে’ — দেহ টান করে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি, ‘শুয়ে থাকাটা চমৎকার।’

‘তাহলে আমি একাই যাব’ — সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বুট পরতে পরতে বললেন ভেস্লোভস্কি, ‘আসি মশায়েরা। ফুর্তির কিছু থাকলে আপনাদের ডাকব। আপনারা আমায় শিকারে এনেছেন সেটা ভুলব না।

'খাশা ছোকরা, তাই না?' ভেস্লোভস্কি চলে গেলে এবং চাষী দরজা বন্ধ করে দেবার পর বললেন অব্লোন্স্কি।

'হ্যাঁ, খাশা' — যে আলাপটা হচ্ছিল তার কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলেন লেভিন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যতটা পারেন পরিষ্কার করে তাঁর ভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, অথচ দু'জনেই ওঁরা, নির্বোধ বা কপট নন, একবাক্যে বলেছেন যে কুযুক্তিতে তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। এটা বিচলিত করছিল তাঁকে।

'তাহলে ভায়া, দুটোর একটা। হয় মানো যে বর্তমান ব্যবস্থাটা ন্যায্য, তাহলে নিজের অধিকার বজায় রাখো; নয় স্বীকার করো যে অন্যায় বিশেষাধিকার ভোগ করছ, আর আমি যা করি, সেটা ভোগ করি খুবই তৃপ্তির সঙ্গেই।'

'না, এ সুবিধা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে সেটা ভোগ করতে তুমি পারো না, অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে প্রধান কথা হল এই যে আমার দোষ নেই, এইটে অনুভব করা।'

'কিন্তু সত্যি, গেলে হয় না?' স্পষ্টতই এ সব ভাবনায় ক্লান্তি বোধ করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ঘুম তো হবে না, সত্যি, চলো যাই!'

লেভিন উত্তর দিলেন না। তিনি ন্যায় আচরণ করছেন নেতিবাচক অর্থে এই যে কথাটা তাঁরা বলেছেন, তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'ন্যায্য হওয়া যায় কেবল কি নেতিবাচক দিক থেকে?'

'আহ্ কী গন্ধ ছাড়ছে তাজা বিচালি!' উঠে বসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'না, কিছুতেই ঘুমাব না। ভাসেনকা কিছু একটা জমিয়েছে ওখানে। শুনছ খিলখিল হাসি আর ওর গলা? গেলে হয় না? চলো যাই!'

'না, আমি যাব না' — লেভিন বললেন।

'এটাও তোমার একটা নীতি নাকি?' অন্ধকারে টুপি খুঁজতে খুঁজতে হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'নীতি নয়, কিন্তু কেন যাব আমি?'

'জানো, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ' — টুপিটা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী ক'রে?'

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি না স্ত্রীর কাছে তুমি নিজেকে কোথায় দাঁড় করিয়েছ? দু'দিনের জন্যে তুমি শিকারে যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নটা

তোমাদের কাছে কী গ্রুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে তো আমি শুনেছি। এ সবই ভালো একটা সহজিয়া গীত হিশেবে। কিন্তু সারা জীবন তো তাতে চলবে না। পুরুষকে হতে হবে স্বাধীন, তার আছে নিজের পুরুষালী আগ্রহ। পুরুষকে হতে হবে পৌরুষময়' — অব্লোন্স্কি বললেন দরজা খুলে।

'তার মানে? গাঁয়ে কুমারীদের সঙ্গে লীলায় যেতে হবে?' লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'যদি ফুর্তি লাগে, তাহলে কেন নয়? Ca ne tire pas à conséquence.* এতে আমার স্ত্রীর কিছু খারাপ হবে না অথচ আমার খানিকটা ফুর্তি হবে। প্রধান কথা, গৃহটা পবিত্র রাখা। ঘরে যেন কিছু না হয়। কিন্তু নিজের হাত তো খোলা রাখা চাই।

'হয়ত তাই' — শুষ্ককণ্ঠে বলে লেভিন পাশ ফিরলেন, 'কাল সকাল সকাল যেতে হবে, কাউকে জাগিয়ে দেব না আমি। ভোর হতেই আমি যাব।'

'Messieurs, venez vite!'** শোনা গেল ভেস্লোভস্কির গলা, ফিরেছেন তিনি; 'Charmante!*** আমি আবিষ্কার করেছি ওকে। Charmante, একেবারে গ্রেচেন, আমাদের ভাব হয়ে গেছে। সত্যি পরমাসুন্দরী' — এমন পুলকিত হয়ে উনি বলতে লাগলেন যেন পরমাসুন্দরীকে গড়া হয়েছে তাঁর জন্যই, এবং তাঁর জন্যই যিনি গড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর তিনি তুষ্ট।

ঘুমের ভান করলেন লেভিন আর বুট পরে চুরুট ধরিয়ে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অব্লোন্স্কি, শিগগিরই মিলিয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠস্বর।

অনেকখন ঘুম এল না লেভিনের। শুনতে পাচ্ছিলেন বিচালি চিবুচ্ছে তাঁর ঘোড়ারা, গৃহকর্তা তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল রাত চৌকিতে; পরে শুনলেন চালাঘরের অন্যদিকে সৈনিক তার ভাগনে, গৃহস্বামীর ছোটো ছেলেকে নিয়ে শুচ্ছে; সরু গলায় ছেলেটা তার মামাকে বলছে কুকুরগুলোর কথা, সেগুলোকে ভয়ংকর আর অতিকায় বলে মনে হয়েছিল তার; এর পর

* এতে পরিণামের কিছু নেই (ফরাসি)।

** তাড়াতাড়ি আসুন মশাইরা! (ফরাসি।)

*** মনোহারিণী! (ফরাসি।)

সে জিগ্যেস করলে কী ধরবে কুকুরগুলো, ঘুম-ঘুম ভাঙা গলায় সৈনিক বললে যে কাল শিকারীরা জলায় যাবে, গুলি চালাবে, তারপর ছেলেটার জিজ্ঞাসা এড়াবার জন্য বললে, 'নে ভাস্কা, ঘুমো, ঘুমো, নইলে দেখাব মজা' — এবং শিগগিরই নাক ডাকাতে লাগল নিজেই, নিঝুম হয়ে এল চারিদিক; শোনা যাচ্ছিল শুধু ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, স্নাইপের কর্কশ ডাক। 'সত্যিই কি শুধু নেতিবাচক দিক থেকে' — মনে মনে আওড়ালেন লেভিন, 'তা কী হল? আমার তো দোষ নেই।' আগামী কালের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

'কাল সকাল সকাল যাব, উত্তেজিত হব না। স্নাইপ অঢেল, বড়ো স্নাইপও আছে। ফিরে দেখব কিটির চিঠি এসেছে। তা স্তিভা ঠিকই বলেছে। কিটির কাছে আমি পুরুষ নই, মাগী বনে গেছি... কিন্তু কী করা যাবে! ফের ওই নেতি!'

ঘুমের মধ্যে তিনি শুনলেন ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচের হাসি, উচ্ছল কথাবার্তা। ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তিনি দেখলেন: চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কথা কইছেন ওঁরা। ডবকা ছুঁড়ির সঙ্গে সদ্য ফেটে যাওয়া বাদামের তুলনা দিয়ে কী যেন বললেন স্তেপান আর্কাদিচ আর তাঁর সংক্রামক হাসি হেসে ভেস্লোভস্কি পুনরুল্লেখ করলেন নিশ্চয় চাষী তাঁকে যা বলেছিল সেই কথাটা: 'তুমি তোমার নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে যত পারো তোয়াজ করো গো!' ঘুমের মধ্যে থেকে লেভিন বললেন:

'কাল সকালে হে!' এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ ১২ ॥

ভোরে ঘুম ভেঙে সঙ্গীদের জাগাবার চেষ্টা করলেন লেভিন। উপুড় হয়ে মোজা পরা একটা পা টান করে এমন বেদম ঘুমোচ্ছিলেন ভাসেনকা যে তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া সম্ভব হল না। ঘুমের মধ্যেই অব্‌লোন্‌স্কি আপত্তি করলেন এত সকালে যেতে। বিচালির কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল লাস্‌কা। এমনকি সেও উঠল অনিচ্ছায়, আলস্যভরে পেছনের পাদুটোর আড়মোড়া ভাঙল। হাই-বুট পরে, বন্দুক নিয়ে, সন্তর্পণে

চালাঘরের ক্যাঁচকে'চে দরজা খুলে লেভিন বেরিয়ে এলেন। কোচোয়ানরা ঘুমোচ্ছিল গাড়িতে, ঘোড়ারা ঝিমচ্ছিল। শুধু একটা ঘোড়া আলস্যভরে ওট খাচ্ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে তা ছড়াচ্ছিল পাতনায়। বাইরে তখনো ধূসর আঁধার।

'এত সকালে উঠলে যে বাছা?' কুটির থেকে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এসেছিল, যেন অনেক কালের পরিচয় এমনভাবে সে জিগ্যেস করলে লেভিনকে।

'শিকারে যাব মাসি। এদিক দিয়ে জলায় যাওয়া যাবে?'

'সোজা পিছনের আঙিনা দিয়ে; মাড়াই ভুঁই হয়ে তিসি ক্ষেত গো। সেখানেই হাঁটা পথ বেরিয়েছে।'

সাবধানে রোদ-পোড়া খালি পা ফেলে বৃদ্ধা লেভিনকে এগিয়ে দিল, মাড়াই ভুঁইয়ের বেড়া খুলে দিল তাঁর জন্য।

'সোজা চলে গেলেই জলা। আমাদের ছেলেগুলো কাল সাঁঝে ঘোড়া খেদিয়েছে ওখানে।'

ফুর্তিতে লাস্‌কা ছুটে গেল হাঁটা পথটা দিয়ে। অবিরাম আকাশটা লক্ষ করতে করতে ক্ষিপ্র লঘু পদক্ষেপে লেভিন গেলেন তার পেছু পেছু। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল জলায় পেঁছিবার আগে যেন সূর্য না ওঠে। কিন্তু গড়িমসি করলে না সূর্য। যখন তিনি বেরোন, বাঁকা চাঁদ তখনো জ্বলজ্বল করছিল, এখন তার আভা এক ফোঁটা পারদের মতো: কিছুক্ষণ আগেও শুকতারা চোখে না পড়ে যেত না এখন তাকে খুঁজতে হচ্ছে; দূরের ক্ষেতে যে ছোপগুলো আগে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; রাই শস্যের আঁটি এগুলি। উঁচু উঁচু সুগন্ধ তিসিগাছ থেকে বন্ধ্যা মঞ্জরিগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। সূর্যের আলো না থাকায় তখনো অদৃশ্য শিশির বিন্দুগুলো লেভিনের পা আর ব্লাউজ ভিজিয়ে দিলে কোমরের ওপর পর্যন্ত। প্রভাতের স্বচ্ছ স্তব্ধতায় সামান্যতম ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। গুলির শিস দিয়ে লেভিনের কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা মৌমাছি। চেয়ে দেখতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৌমাছিও চোখে পড়ল। বেড়ার পেছনে মধুমক্ষিশালা থেকে উড়ে গিয়ে তারা তিসি ক্ষেতের ওপর দিয়ে সোজা জলার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। পথটা চলে গেছে জলায়। জলাটা চেনা যায় সেখান থেকে ওঠা ভাপ দেখে, কোথাও তা ঘন, কোথাও পাতলা, সে ভাপের মধ্যে দ্বীপের মতো দুলছে হোগলা আর উইলোর ঝোপ। যে ছোকরা আর

মরদেরা রাতে ঘোড়াগুলোর চৌকি দিয়েছিল জলার কিনারায় আর পথের ধারে তারা ভোর হলেও অঘোরে ঘুমাচ্ছে কাফতান জড়িয়ে। তাদের অদূরে চরছে ছাঁদনদড়ি বাঁধা তিনটে ঘোড়া। তাদের একটা ঝনঝনিয়ে চলছে বেড়ি। লাস্‌কা যাচ্ছিল তার প্রভুর পাশে পাশে, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, এগিয়ে যেতে চাইছে। ঘুমন্ত চাষীদের পেরিয়ে গিয়ে প্রথম নাবালটায় পেঁছে লেভিন তাঁর কার্তুজ পরীক্ষা করে লেলিয়ে দিলেন কুকুরটাকে। বাদামী রঙের তিন-বছুরে একটা পুরুষ্টু ঘোড়া কুকুর দেখে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল। ভয় পেয়েছিল বাকি ঘোড়াগুলোও। ছাঁদনদড়ি বাঁধা পায়ে জলে ছপছপ করে ঘন পাঁকে ডুবে যাওয়া খুর টেনে তোলায় হাততালি দেবার মতো শব্দ করে তারা লাফিয়ে এল জলা থেকে। লাস্‌কা থেমে গিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে সবিদ্রূপ আর লেভিনের দিকে চাইল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। লেভিন তার গায়ে হাত বুলিয়ে শিস দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে শুরু করা যেতে পারে।

ফুর্তিতে উদ্বেগ নিয়ে লাস্‌কা ছুটল তার পায়ের তলেকার টলমলে পাঁকের ওপর দিয়ে।

জলায় লাস্‌কা তক্ষুনি শিকড়, জলা-ঘাস, মরচের চেনা এবং অশ্বমলের অচেনা গন্ধের মধ্যে টের পেল সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে যাওয়া পাখির গন্ধ, ঠিক সেই ঝাঁঝালো গন্ধটাই যা তাকে তাতিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা আর পানার মধ্যে কোথাও কোথাও গন্ধটা খুবই তীব্র, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা বেড়ে উঠছে বা কমে আসছে তা স্থির করা যাচ্ছিল না। দিশা ঠিক করার জন্য সরে আসতে হত বাতাস থেকে। পায়ের গতি সম্পর্কে সচেতন না থেকে লাস্‌কা প্রাক্‌প্রত্যূষ যে বাতাস বইছিল পুব থেকে তার ডান দিকে ছুটে গিয়ে, বাতাসের দিকে ফিরে লাফিয়ে চলল উত্তেজিত দুলকি চালে এমনভাবে যাতে প্রয়োজন পড়লে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বিস্ফারিত নাক দিয়ে বাতাস টেনে সে তক্ষুনি টের পেল যে শুধু গন্ধ নয়, পাখিগুলোই রয়েছে তার কাছেই এবং শুধু একটা নয়, অনেক। লাস্‌কা তার ধাবনের গতি কমাল। পাখিগুলো এখানেই, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পারছিল না সে। জায়গাটা খুঁজে পাবার জন্য সে পাক দেওয়া শুরু করা মাত্র শুনল প্রভুর ডাক। 'লাস্‌কা! এইখানে!' অন্য দিক দেখিয়ে বললেন তিনি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ল লাস্‌কা: যা শুরু করেছে সেটা শেষ করাই কি ভালো হবে না? কিন্তু জলে ভাসা কয়েকটা ঘেসো

ডিপি যেখানে কিছুই থাকতে পারে না, সেটা দেখিয়ে রাগত স্বরে লেভিন পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর হুকুমের। তাঁর কথা শুনল লাস্‌কা, প্রভুকে খুশি করার জন্য ভান করলে যেন খুঁজছে, ডিপিগুলোর মাঝে ঢুকল সে, কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসতেই টের পেল পাখিদের। এখন, লেভিন যখন তাকে বাধা দিচ্ছেন না, লাস্‌কা বুঝে গেল কী করতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে, বিরক্তিতে উঁচু উঁচু ডিপিগুলোয় হোঁচট খেয়ে, জলে পড়ে গিয়ে কিন্তু স্থিতিস্থাপক সবল পায়ে সামলে নিয়ে সে শুরু করলে পাক দিতে, যাতে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। ওদের গন্ধ ক্রমেই তীব্র আর সুনির্দিষ্ট রূপে অভিভূত করছিল তাকে, আর হঠাৎ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওদের একটা আছে এখানেই, পাঁচ পা দূরে তার সামনের ডিপিটার পেছনে, থেমে গেল সে, আড়ষ্ট হয়ে উঠল গোটা শরীর। পা তার খাটো হওয়ায় সামনে কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু গন্ধ থেকে জানতে পারছিল যে বসে আছে সে পাঁচ পা'র বেশি দূরে নয়। গন্ধটা ক্রমাগত টেনে প্রত্যাশার পরিতৃপ্তিতে দাঁড়িয়ে রইল সে। উত্তেজিত লেজ টান টান হয়ে তিরতির করছিল কেবল ডগাটায়। মুখ সামান্য হাঁ করা, কান খাড়া। দৌড়ের দরুন একটা কান উলটে গেছে, হাঁপাচ্ছিল লাস্‌কা, কিন্তু সাবধানে এবং আরো সাবধানে, মাথা না ঘুরিয়ে বরং শুধু চোখ দিয়ে তাকাচ্ছিল প্রভুর দিকে। তাঁর মুখ তার কাছে অভ্যস্ত, কিন্তু চোখ সর্বদাই ভয়ংকর, আসছেন তিনি ঘেসো ডিপিতে হোঁচট খেতে খেতে এবং লাস্‌কার মনে হল, আসছেন অসাধারণ ধীরে। লাস্‌কার মনে হয়েছিল যে তিনি আসছেন ধীরে ধীরে, আসলে কিন্তু তিনি দৌড়াচ্ছিলেন।

লাস্‌কা যে বিশেষ ভঙ্গিতে একেবারে শুয়ে পড়ে, পেছনের বড়ো থাবায় মাটি আঁচড়ায় আর মুখ সামান্য হাঁ করে, তা দেখে লেভিন বুঝলেন যে বড়ো স্নাইপের ধান্ধায় আছে সে, এবং যাতে সাফল্য লাভ করেন, বিশেষ করে প্রথম পাখিটায়, তার জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছুটে গেলেন লাস্‌কার দিকে। তার পাল্লা ধরে উঁচু থেকে তিনি চাইলেন সামনে আর লাস্‌কা যা দেখেছিল গন্ধে সেটা তিনি দেখলেন চোখ দিয়ে। দুটো ডিপির মাঝখানে একটায় তিনি দেখতে পেলেন বড়ো একটা স্নাইপ। মাথা ঘুরিয়ে ও যেন কান পাতল। তারপর ডানা নেড়ে ফের তা গুটিয়ে বিদঘুটে ঢঙে পিছিয়ে লুকিয়ে গেল কোণে।

'নে, নে!' পেছন থেকে লাস্‌কাকে ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন।

লাস্কা ভাবলে: 'কিন্তু আমি যে যেতে পারি না। যাব কোথায়? এখান থেকে আমি ওদের টের পাচ্ছি, আর যদি এগিয়ে যাই, তাহলে ধরতে পারব না কোথায় তারা, কে তারা।' কিন্তু লেভিন হাঁটু দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে ফের বললেন· 'নে লাসোচ্কা, নে!'

'তা উনি যদি তাই চান, তাহলে করছি, কিন্তু আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না' — এই ভেবে লাস্কা তেড়ে গেল সামনের ঢিপিদুটোর মাঝখানে। এখন সে আর কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না, কিছুই না বুঝে শুধু দেখছিল আর শুনছিল।

আগের জায়গাটা থেকে দশ পা দূরে, প্রচণ্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে, বড়ো স্নাইপের বৈশিষ্ট্যসূচক পক্ষধ্বনি তুলে উড়ল একটা পাখি। আর গুলির পরেই শাদা বুকে ধপ করে পড়ল ভেজা মাটির ওপর। দ্বিতীয় পাখিটা কুকুর ছাড়াই উড়ল লেভিনের পেছন থেকে।

লেভিন যখন ঘুরলেন তার দিকে, ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে সে, তাহলেও গুলিটা লাগল। আরো কিছুটা উড়ে গিয়ে, সিধে হয়ে, বলের মতো ঘুরপাক খেয়ে সশব্দে সে পড়ল শুকনো ডাঙায়।

'হ্যাঁ, এটা একটা কাজের কাজ হল' — মাংসল স্নাইপ দুটোকে থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবলেন, 'কী লাসোচ্কা, কাজ হবে তো?'

ফের বন্দুকে গুলি ভরে লেভিন যখন আবো এগিয়ে গেলেন, সূর্য তখন উঠে গিয়েছিল, যদিও মেঘের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল না। শশীকলা তার সমস্ত দীপ্তি হারিয়ে ম্যাড়ম্যাড় করছিল শাদা একখণ্ড মেঘের মতো; একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না আর। শিশিরে নাবালগুলো আগে ছিল রুপোলি, এখন সোনালি। মরচে-ধরা জলগুলো এখন অ্যাম্বারের মতো হলদে। ঘাসের নীলাভা এখন পরিণত হলদেটে সবুজে। স্রোতের কাছে শিশিরে চিকচিকে, লম্বা ছায়া ফেলা ঝোপঝাড়গুলোয় গিজগিজ করছে জলার পাখিরা। ঘুম থেকে জেগে একটা বাজপাখি খড়ের গাদিতে বসে এপাশে-ওপাশে মাথা ফিরিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইছিল জলার দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে উড়ছিল দাঁড়কাকগুলো। ঘুম থেকে উঠে কাফতানের তল থেকে গা চুলকাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ, নগ্নপদ একটি বালক ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল তার দিকে। গুলির ধোঁয়া দুধের মতো ধবধব করছিল সবুজ ঘাসের ওপর।

একটা ছেলে ছুটে এল লেভিনের দিকে।

'কাল হেথায় হাঁস এয়েছিল গো কাকু!' কিছু দূরে পেছন পেছন যেতে যেতে চেঁচাল একটা ছেলে।

ছেলেটার চোখের সামনে পর পর আরো তিনটে স্নাইপ মারতে পেরে দ্বিগুণ খুশি লাগল লেভিনের। তারিফ ফুটেছিল ছেলেটার মুখে।

॥ ১৩ ॥

প্রথম পশু কি পাখিটা যদি ফসকে না যায়, তাহলে শিকারে ভাগ্য খুলবে — শিকারীদের এই বিশ্বাসটা দেখা গেল সত্যি।

বেলা নয়টার পর ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, আনন্দিত লেভিন তিরিশ ভার্স্ট পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন উনিশটি শাঁসালো পাখি নিয়ে। একটি হাঁস থলেয় ঢোকানো যায় নি বলে সেটাকে তিনি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কোমরবন্ধে। তাঁর সঙ্গীদের ঘুম ভেঙেছে অনেকখন, ইতিমধ্যেই খিদে মিটিয়ে প্রাতরাশ সেরেছেন তাঁরা।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি জানি, উনিশটা' — উড়ন্ত অবস্থায় পাখিগুলোর যে রূপ ছিল এখন তা হারিয়ে মোচড়ানো, রক্তের দাগ ধরা, শুকিয়ে ওঠা স্নাইপগুলোকে দ্বিতীয় বার গুণতে গুণতে লেভিন বললেন।

হিসেবটা সঠিক এবং লেভিন খুশি হলেন স্তেপান আর্কাদিচের ঈর্ষায়। এটাও তাঁর ভালো লাগল যে ঘরে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন কিটির চিঠি নিয়ে আসা লোকটাকে।

'আমি বেশ ভালো আছি, হাসিখুশি। আমার জন্যে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে এখন আরো নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার নতুন দেহরক্ষী হয়েছেন মারিয়া ভ্লাসিয়েভনা (এই ধাইটি লেভিন সংসারে নতুন গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যক্তি)। আমি কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন তিনি। দেখলেন আমি পুরোপুরি সুস্থ; তোমার আসা পর্যন্ত ওঁকে ধরে রেখেছি আমরা। সবাই আমরা ভালো আছি, সবাই হাসিখুশি, তুমি বাপু তাড়াহুড়ো করো না, শিকার যদি ভালো চলে, তাহলে আরো একদিন থেকে যেও।'

পয়মন্ত শিকার আর স্ত্রীর চিঠি — এ দুই আনন্দ ছিল এতই বিপুল যে পরে যে দুটি ছোটোখাটো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে বিশেষ বিচলিত হন নি লেভিন। তার একটা হল, বাড়তি পার্টিকলে ঘোড়াটাকে

গতকাল স্পষ্টতই অত্যন্ত খাটানোয় সে খাচ্ছিল না কিছু মুষড়ে পড়েছিল। কোচোয়ান বললে সে জেরবার হয়ে গেছে।

বললে, 'কাল বড়ো বেশি ছুটিয়েছি ওকে। খারাপ রাস্তায় দশ ভার্স্ট পথ, কম নয়ত।'

দ্বিতীয় যে ঘটনাটা তাঁর প্রথম দিককার খোশ মেজাজকে মাটি করে দিয়েছিল, কিন্তু পরে যা নিয়ে তিনি খুব হেসেছেন সেটা এই যে কিটি এত প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না বলে মনে হয়েছিল, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শিকার থেকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ফেরার সময় লেভিনের কাছে পিঠেগুলোর ছবি এত জবলজবলে হয়ে উঠেছিল যে ঘরের কাছে এসে তিনি নাকে-মুখে তার স্বাদ-গন্ধ এমনই পাচ্ছিলেন যেমন লাস্‌কা পায় মৃগয়ার. ফিলিপকে তক্ষুনি খাবার দিতে বললেন তিনি। দেখা গেল শুধু পিঠে নয়. মুরগির ছানাগুলোও অন্তর্ধান করেছে।

'খিদে বটে!' হেসে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অগ্নিমান্দ্যে আমি ভুগি না, কিন্তু এটা আশ্চর্য...'

'তা কী করা যাবে!' ভেস্লোভস্কির দিকে বিষণ্ণ বদনে চেয়ে লেভিন বললেন. 'তাহলে গরুর মাংসই দাও ফিলিপ।'

'গরুর মাংসও খাওয়া হয়ে গেছে' — ফিলিপ বললে. 'হাড়গুলো আমি দিয়েছি কুকুরদের।'

লেভিন এত ক্ষুব্ধ হলেন যে সখেদে বললেন:

'অন্তত কিছু রাখলে পারতেন আমার জন্যে!' কান্না পাচ্ছিল তাঁর।

ভাসেনকার দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ফিলিপকে বললেন. 'যাও, পাখিগুলোর ছাল ছাড়াও গে। আর বিছুটি দিতে ভুলো না। আমার জন্যে অন্তত খানিক দুধ চেয়ে আনো তো।'

দুধ খাওয়ার পর বাইরের লোকের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে যখন তাঁর লজ্জা হয়, নিজের ক্ষুধার্ত উষ্মা নিয়ে তখন হাসাহাসি করেছিলেন তিনি।

বিকেলে আরেক বার শিকারে যান তাঁরা. ভেস্লোভস্কি পর্যন্ত তাতে পাখি মারতে পারেন কয়েকটা. বাড়ি ফিরলেন রাত্রে।

ফিরতি পথটাও এখানে আসবার মতো কাটল ফুর্তিতে। ভেস্লোভস্কি কখনো গান ধরলেন, কখনো স্মরণ করলেন চাষীদের কাছে তাঁর যাওয়াটা,

যারা তাঁকে ভোদকা খাইয়ে বলেছিল: 'কড়া চোখে চেও না গো'। কখনো বললেন বাদামের সঙ্গে তুলনীয় গ্রাম্য ছুঁড়ির সঙ্গে তাঁর রঙ্গরসের কথা। একটি চাষী তাঁকে জিগ্যেস করেছিল তিনি বিবাহিত কিনা, আর বিবাহিত নন জেনে বলেছিল: 'পরস্ত্রীর দিকে চোখ দিও না গো, নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে তোয়াজ করো।' এই কথাটায় ভারি মজা লেগেছিল ভেস্লোভস্কির।

'মোটের ওপর এই সফরটায় ভয়ানক আনন্দ পেলাম। আর আপনি লেভিন?'

'আমিও' — আন্তরিকভাবেই বললেন লেভিন। বাড়িতে ভাসেনকার প্রতি যে বিরূপতা তিনি বোধ করেছিলেন সেটা আর বোধ করছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর প্রতি অতি সৌহার্দ্যের একটা মনোভাবে ভারি আনন্দ হচ্ছিল তাঁর।

॥ ১৪ ॥

পরের দিন সকাল দশটায় ভাসেনকা যে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, সেখানে টোকা দিলেন লেভিন।

'Entrez'* — ভেস্লোভস্কি বললেন চেঁচিয়ে; 'মাপ করবেন, আমি সবে আমার ablutions** সারলাম' — শুধু অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হেসে বললেন তিনি।

'সংকোচের কিছু নেই' — জানলার কাছে বসলেন লেভিন, 'ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

'ঘুমিয়েছি মড়ার মতো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে কেমন?'

'কী খাবেন, চা নাকি কফি?'

'এর কোনোটাই নয়। আমি প্রাতরাশের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি লজ্জা হচ্ছে। মহিলারা এতক্ষণে উঠে পড়েছেন নিশ্চয়? এখন চমৎকার লাগবে বেড়াতে। আপনি আপনার ঘোড়া দেখান আমায়।'

* আসুন (ফরাসি)।

** প্রক্ষালন (ফরাসি)।

বাগান দিয়ে হে'টে, আস্তাবলে গিয়ে, এমনকি প্যারালাল বারে একসঙ্গে ব্যায়াম করে লেভিন অতিথি সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরে ঢুকলেন ড্রয়িং-রুমে।

কিটি বসে ছিল সামোভারের সামনে। তার কাছে গিয়ে ভেস্লোভস্কি বললেন, 'শিকার হয়েছে চমৎকার, মনে কত যে ছাপ পড়ল! এ পরিতোষ থেকে মহিলারা বঞ্চিত বলে কষ্ট হচ্ছে।'

'কী আর হল, গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ওর কথা তো কইতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। অতিথির হাসিতে, বিজয়ীর যে ভাব নিয়ে তিনি কথা কইছিলেন কিটির সঙ্গে তার ভেতর ফের কী একটা যেন নজরে পড়ল তাঁর।

মারিয়া ভ্লাসিয়েভনা আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে প্রিন্স-মহিষী বসেছিলেন টেবিলের অন্য দিকটায়। লেভিনকে কাছে ডেকে তিনি প্রসবের জন্য কিটিকে মস্কো নিয়ে যাওয়া এবং ফ্ল্যাট ঠিকঠাক করা নিয়ে কথা পাড়লেন। বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল, আসন্নের মহিমার সামনে যেকোনো উদ্যোগ-আয়োজনই তার তুচ্ছতায় বিশ্রী লাগে লেভিনের কাছে, আর প্রসবের যে সময়টা সবাই কেমন যেন আঙুলে গুণে রেখেছে, তার তোড়জোড় তাঁর কাছে ঠেকল আরো অপমানকর। ভবিষ্যৎ শিশুকে কিভাবে কাঁথা জড়িয়ে রাখতে হবে, সে সব কথাবার্তায় কানে তালা দিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি, অবিরাম বুনে চলা রহস্যময় কিসব ফালি, কিসব সুতী ত্রিভুজ যাতে বিশেষ গুরুত্ব দেন ডল্লি, এ সব না দেখার জন্য তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। পুত্রের যে জন্ম হবে বলে লোকে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে (তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছেলেই হবে), তাহলেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না — ঘটনাটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অতি অনন্যসাধারণ, এবং এক দিক থেকে এতই বিপুল সুতরাং অসম্ভাব্য একটা সুখ, অন্য দিক থেকে এতই রহস্যময় একটা ব্যাপার যে যা হতে চলেছে তা নিয়ে লোকেদের কল্পিত একটা জ্ঞান আর সাধারণ একটা ব্যাপারের মতো তার জন্য তোড়জোড় তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিরক্তিকর, অপমানকর।

কিন্তু প্রিন্স-মহিষী তাঁর অনুভূতি বুঝছিলেন না, এ নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে তাঁর অনিচ্ছাকে ধরে নিলেন লঘুচিত্ততা ও উদাসীনতার ফল, তাই শান্তি দিচ্ছিলেন না তাঁকে। ফ্ল্যাটটা দেখার ভার তিনি দিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচের ওপর আর এখন কাছে ডাকলেন লেভিনকে।

'আমি কিছুই বুঝি না প্রিন্সেস। যা চান, করুন' — লেভিন বললেন।

'তোমরা কখন আসছ ঠিক করা দরকার।'

'সত্যি, আমি জানি না। জানি যে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মাচ্ছে মস্কো এবং ডাক্তার ছাড়াই... তাহলে কেন...'

'যদি তাই হয়...'

'না, না, কিটি যা চাইবে তাই হবে।'

'এ নিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলা চলে না! তুমি কি চাও ওকে ভয় পাইয়ে দেব? এই তো, এই বছরেরই বসন্তে নাটালি গলিৎসিনা মারা গেল খারাপ ধাত্রীবিদ্যার জন্যে।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব' — বিমর্ষ মুখে বললেন লেভিন।

প্রিন্স-মহিষী কিসব বলছিলেন ওঁকে, কিন্তু উনি শুনছিলেন না। প্রিন্স-মহিষীর কথাগুলো তাঁকে ক্ষুব্ধ করছিল, কিন্তু তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁর কথায় নয়, সামোভারের ওখানে যা ঘটছিল তা দেখে।

সুন্দর হাসি নিয়ে কিটির দিকে ঝুঁকে ভাসেনকা কী যেন বলছেন তাকে আর বিচলিত কিটি যে লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, 'না, এ অসম্ভব।'

ভাসেনকার ভঙ্গিতে, তার দৃষ্টিতে, তার হাসিতে অসাধু কী একটা যেন ছিল। লেভিন এমনকি কিটির ভঙ্গিতে আর দৃষ্টিতেও অসাধু কিছু একটা দেখতে পেলেন। ফের চোখে তাঁর আঁধার নেমে এল। গতকালের মতো ফের সুখ, প্রশান্তি, মর্যাদা থেকে হঠাৎ হতাশা, বিদ্বেষ, হীনতার অতলে নিক্ষিপ্ত বলে অনুভব করলেন নিজেকে। ফের সবাই এবং সবকিছু হয়ে উঠল তাঁর চক্ষুশূল।

'যা চান তাই করুন প্রিন্সেস' — আবার ওঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে লেভিন বললেন।

'মহারাজের উষ্ণীষ ধারণ বড়ো সহজ নয়' — রহস্য করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাঁকে, স্পষ্টতই ইঙ্গিতটা প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে শুধু নয়, তাঁর অস্থিরতার কারণ নিয়েও, যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল, 'আজ এত দেরি করলে যে ডল্লি!'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্ভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভাসেনকা এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাদের প্রতি সৌজন্যের যে

অভাব নব্য যুবাদের প্রকৃতিগত তার পরিচয় দিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন কী জন্য যেন হাসতে হাসতে।

'মাশা আমায় জ্বালিয়েছে। ভালো ঘুম হয় নি তার, আজ নানারকম জেদ ধরেছে কেবলি' — ডল্লি বললেন।

কিটির সঙ্গে ভাসেনকা যে কথাবার্তা শুরু করেছিলেন তা ফের চলতে থাকল গতকালের প্রসঙ্গ, আন্নার ব্যাপারটা আর প্রেম সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে হতে পারে কিনা তাই নিয়ে। এ আলাপটা কিটির ভালো লাগছিল না, তার বিষয়বস্তু এবং যে সুরে তা ব্যক্ত হচ্ছিল, দুয়েতেই অস্থির বোধ করছিল সে, বিশেষ করে এই জন্য যে এতে স্বামীর কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে সেটা সে জানত। কিন্তু বড়ো বেশি সহজ-সরল হওয়ায় আলাপটা থামিয়ে দিতে, এমনকি এই যুবা পুরুষটির সুস্পষ্ট মনোযোগে সে যে একটা বাহ্যিক তুষ্টিলাভ করছে, সেটা পর্যন্ত লুকাতে পারছিল না। কথাবার্তাটা বন্ধ করতেই সে চাইছিল, কিন্তু জানত না কী করতে হবে তাকে। যাই সে করুক স্বামী যে সেটা লক্ষ করবেন এবং সবকিছুরই একটা খারাপ অর্থ করা হবে তা সে জানত। এবং কিটি যখন ডল্লিকে জিগ্যেস করল মাশার কী হয়েছে আর ভাসেনকার কাছে নীরস এই আলাপটা শেষ হবার অপেক্ষায় উদাসীন দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন ডল্লির দিকে, তখন সত্যিই লেভিনের মনে হল যে জিজ্ঞাসাটা স্বাভাবিক নয়, কদর্য একটা চালাকি।

'কী আজ ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাব?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'চলো যাই, আমিও যাব' — বলে কিটি লাল হয়ে উঠল। ভাসেনকাও যাবেন কিনা, সৌজন্যবশত এটা সে জিগ্যেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু করলে না। 'কোথায় যাচ্ছ কস্তিয়া?' দৃঢ় পদক্ষেপে স্বামী যখন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন দোষী-দোষী ভাব নিয়ে কিটি জিগ্যেস করলে তাঁকে। এই দোষী দোষী ভাবটায় সমর্থিত হল তাঁর সন্দেহ।

'আমি যখন ছিলাম না, তখন মেকানিক এসে গিয়েছিল, অথচ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি' — কিটির দিকে না তাকিয়ে লেভিন বললেন।

নিচে নেমে গেলেন তিনি, কিন্তু স্টাডি থেকে বেরুতে না বেরুতেই শুনলেন স্ত্রীর পরিচিত অসাবধান পদশব্দ দ্রুত কাছিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

'কী ব্যাপার?' শুকনো গলায় বললেন তিনি, 'আমাদের কাজ আছে।'

'মাপ করবেন' — জার্মান মেকানিককে কিটি বললে, 'স্বামীকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।'

জার্মানটি চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু লেভিন তাকে বললেন:

'আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'ট্রেন তিনটের সময়?' জিগ্যেস করলে জার্মান, 'আবার দেরি না হয়ে যায়।'

লেভিন কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে।

'তা কী আপনি বলতে চান আমায়?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

কিটির মুখের দিকে চাইলেন না তিনি, তার এই অবস্থায় সারা মুখ যে তার কাঁপছে, চেহারা হয়েছে করুণ, বিধ্বস্ত, সেটা দেখতে চাইছিলেন না।

'আমি... আমি বলতে চাইছিলাম যে এভাবে থাকা চলে না, এটা যন্ত্রণা...' কিটি বললে।

'বুফেতে লোক আছে' — ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'নাটক জমিয়ো না।'

'তাহলে চলো ওখানে যাই!'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, কিটি চাইছিল পাশের ঘরে যেতে কিন্তু সেখানে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা তানিয়াকে পড়াচ্ছে।

'চলো, বাগানে যাই!'

বাগানে পথ সাফ করছিল একটি মুনিষ, তার সম্মুখে পড়লেন তাঁরা। সে যে তার অশ্রুসিক্ত এবং স্বামীর অস্থির মুখ দেখতে পাচ্ছে সে কথা না ভেবে, ওঁদের চেহারা যে হয়েছে কোনো একটা দুর্ভাগ্য থেকে পলায়মান লোকের মতো সে সম্পর্কে একটুও চিন্তা না করে ওঁরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন, অনুভব করছিলেন যে তাঁদের কথা কয়ে নিতে হবে, সন্দেহ নিরসন করতে হবে, একলা থাকতে হবে, দু'জনেই যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, পরিত্রাণ পেতে হবে তা থেকে।

'এভাবে বাঁচা চলে না! এ যে যন্ত্রণা! আমি কষ্ট পাচ্ছি, তুমি কষ্ট পাচ্ছ। কিসের জন্যে?' লিন্ডেন বীথির একটা কোণে নির্জন একটা বেঞ্চি পেয়ে কিটি বললে।

'তুমি শুধু একটা কথা আমায় বলো: ওর গলার সুরে অশোভন, অসাধু, অপমানকর-ভয়ংকর কিছু ছিল কি?' বুকে মুঠো চেপে যে ভঙ্গি তিনি সেদিন রাতে নিয়েছিলেন সেই ভঙ্গিতে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'ছিল' — কাঁপা-কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'কিন্তু কস্তিয়া, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছ না যে আমার দোষ নেই? আমি সকাল থেকে চেয়েছিলাম এমন একটা ভাব করব, কিন্তু এই সব লোক... কেন ও এল? কেমন সুখে ছিলাম আমরা!' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, ফোঁপানিটা তার ভারী হয়ে ওঠা সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও কিছুই তাঁদের তাড়া করে নি, সুতরাং কোনোকিছুর কবল থেকে পালাবার ছিল না, এবং বেঞ্চিটায় ওঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মালী অবাক হয়ে দেখল যে ওঁরা তার কাছ দিয়ে ঘরে ফিরছেন প্রশান্ত জ্বলজ্বলে মুখে।

॥ ১৫ ॥

স্ত্রীকে ওপরতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেভিন গেলেন ডল্লির কাছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনারও সেদিন বড়ো দুঃখ। সারা ঘরে পায়চারি করে কোণে দণ্ডায়মান মেয়েটিকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলছিলেন:

'হ্যাঁ, সারা দিন ঐ কোণেই দাঁড়িয়ে থাকবি, খাবার খাবি একা-একা, একটা পুতুলও তুই পাবি না, নতুন ফ্রকও সেলাই করব না তোর জন্যে' – আরো কী করে শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বলছিলেন তিনি।

লেভিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'না, এটা একটা লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে! কোত্থেকে এই সব বিছছিরি প্রবৃত্তি আসে?'

'কিন্তু কী সে করলে?' বেশ নির্বিকারভাবেই লেভিন বললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু পরামর্শ চাইবেন. তাই অসময়ে এসে পড়েছেন বলে বিরক্ত লাগছিল তাঁর।

'গ্রিশার সঙ্গে ও যায় র‍্যাস্পবেরি ভুঁইয়ে... আর সেখানে কী যে করেছে তা বলার নয়। মিস এলিয়টকে কতবার মাপ করে দিয়েছি, কিন্তু কিছুই উনি দেখেন না, একটা যন্ত্র... Figurez vous, que la petite...*'

এই বলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বর্ণনা করতে লাগলেন মাশার অপরাধ।

* কল্পনা করুন, মেয়েটা... (ফরাসি)।

'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, এটা মোটেই বিছছিরি প্রবৃত্তির লক্ষণ নয়। নেহাৎ দুষ্টুমি' — প্রবোধ দিলেন লেভিন।

'কিন্তু তুমি কেমন যেন মনমরা? কেন এলে বলো তো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসার সুরটা দেখে লেভিন বুঝলেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলা সহজ হবে।

'আমি ওখানে ছিলাম না, কিটির সঙ্গে গিয়েছিলাম বাগানে। এই দ্বিতীয় বার আমাদের ঝগড়া হল... যবে থেকে স্তিভা এসেছে।'

ডল্লি তাঁর দিকে চাইলেন বিজ্ঞ, বোদ্ধার দৃষ্টিতে।

'কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলো তো... কিটির দিক থেকে নয়, এই ভদ্রলোকটির আচরণে এমন কিছু কি ছিল, যা সম্ভবত স্বামীর কাছে অপ্রীতিকর। না, অপ্রীতিকর নয়, ভয়ংকর, অপমানকর?'

'কী তোমায় বলি... যা, দাঁড়িয়ে থাক কোণে!' মাশাকে ধমকে উঠলেন ডল্লি, মায়ের মুখে সামান্য হাসির লক্ষণ দেখতে পেয়ে সরে যাবার উপক্রম করছিল সে। 'সমাজের মত হবে সমস্ত যুবাপুরুষ যেভাবে চলে, ও-ও সেভাবে চলছে। Il fait la cour à une jeune et jolie femme* এবং বাস্তব বুদ্ধির স্বামীর তাতে গৌরব বোধ করা উচিত।'

'হ্যাঁ, তা বটে' — বিমর্ষ হয়ে বললেন লেভিন, 'কিন্তু তুমি লক্ষ করেছিলে?'

'শুধু আমি নই, স্তিভাও লক্ষ করেছে। চায়ের পর ও আমায় স্পষ্টই বলে: je crois que ভেস্লোভস্কি fait un petit brin de cour à** কিটি।'

'তা বেশ। এবার নিশ্চিন্ত। ওকে ভাগাব আমি' — লেভিন বললেন।

'পাগল হলে নাকি?' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডল্লি; 'কী বলছ কস্তিয়া, সচেতন হও!' হেসে তিনি বললেন। 'নে, এবার ফান্নির কাছে যেতে পারিস' — মাশাকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'না, যদি চাও, আমি স্তিভাকে বলব। তাকে সে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বলা চলতে পারে যে অতিথির অপেক্ষা করছ তুমি। মোটের ওপর ও আমাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়।'

'না, না, আমি নিজেই বলব।'

* সুন্দরী ও যুবতী নারীর পেছনে সে ঘুরঘুর করে (ফরাসি)।

** আমার মনে হয় ভেস্লোভস্কি সহজেই কিটির প্রেমে পড়ছে (ফরাসি)।

'ওর সঙ্গে ঝগড়া করবে তো?..'

'একটুও না। আমার বরং ফুর্তিই লাগবে' — সত্যিই ফুর্তিতে চোখ জবলজবল করে লেভিন বললেন, 'নাও ডল্লি, ওকে মাপ করে দাও, আর ও করবে না' — ছোট্ট অপরাধিনীটি সম্পর্কে তিনি বললেন। ফান্নির কাছে না গিয়ে সে অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে, চোরা চাউনিতে খংজছিল এবং আশা করছিল মায়ের দৃষ্টিপাত।

মা তাকালেন তার দিকে। মেয়েটি ডুকরে কে'দে উঠে মুখ গংজল মায়ের জানুতে। ডল্লি তার মাথার ওপরে রাখলেন নিজের শীর্ণ নরম হাত।

'আদপেই কী বা মিল আছে ওর সঙ্গে আমাদের?' এই ভেবে লেভিন খংজতে গেলেন ভেস্লোভস্কিকে।

প্রবেশ-কক্ষ দিয়ে যাবার সময় তিনি হুকুম দিলেন স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

'কাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে' — চাকব বললে।

'তাহলে তারান্তাস জুততে বলো, কিন্তু জলদি। আমাদের অতিথিটি কোথায়?'

'উনি গেছেন নিজের ঘরে।'

ভাসেনকার কাছে লেভিন যখন গেলেন তখন তিনি স্যুটকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে, নতুন রোম্যান্সগুলো সরিয়ে অশ্বারোহণে যাবার জন্য লেগিংস পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

লেভিনের মুখভাবে বিশেষ কিছু একটা ছিল, নাকি ভাসেনকা নিজেই অনুভব করছিলেন যে ce petit brin de cour* যা তিনি শুরু করেছিলেন তা এ পরিবারে বেমানান, সে যাই হোক, লেভিন ঘরে ঢোকায় তিনি খানিকটা (একজন উ'চু সমাজের লোকের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন।

'আপনি ঘোড়ায় চাপেন লেগিংস পরে?'

'হ্যাঁ, এটা অনেক পরিষ্কার' — চেয়ারের ওপর মোটা একটা পা তুলে দিয়ে নিচেকার হুকটা আঁটতে আঁটতে ফুর্তিতে ভালোমানুষী হাসি হেসে বললেন ভাসেনকা।

নিঃসন্দেহে তিনি সহৃদয় ছোকরা। ওঁর চোখে ভীরুতা লক্ষ করে ওঁর

* সামান্য এই ফষ্টিনষ্টি (ফরাসি)।

জন্য লেভিনের কষ্ট এবং গৃহকর্তা হিশেবে নিজের জন্য লজ্জা বোধ হল।

টেবিলে একটা লাঠি পড়ে ছিল যেটা আজ সকালের ব্যায়ামে ওজন তুলতে গিয়ে তাঁরা ভেঙেছেন। ভাঙা লাঠিটা নিয়ে তার ডগার ছিলকাগুলো ভাঙতে লাগলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না শুরু করবেন কিভাবে।

'আমি চাই...' বলেই চুপ করে যেতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিটিকে এবং যাকিছু ঘটেছে তা মনে পড়ায় তিনি স্থির দৃষ্টিতে ভাসেনকার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে গাড়ি জুততে বলেছি আমি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে ভাসেনকা শুরু করলেন, 'কোথায় আমি যাব?'

'যাবেন রেল স্টেশনে' — মুখ ভার করে, লাঠির ডগায় চিমটি কাটতে কাটতে লেভিন বললেন।

'আপনারা কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি অথবা কিছু একটা ঘটেছে?'

'ঘটেছে এই যে আমার এখানে অতিথিসমাগম হবে বলে আমি আশা করছি' — বলিষ্ঠ আঙুলে ক্রমেই দ্রুত ছিলকা ভাঙতে ভাঙতে লেভিন বললেন; 'না, অতিথিও কেউ আসবে না, ঘটে নিও কিছুই, কিন্তু অনুরোধ করছি আপনি চলে যান। আমার অসৌজন্যের যেমন খুশি ব্যাখ্যা আপনি করে নিতে পারেন।'

ভাসেনকা খাড়া হয়ে উঠলেন।

'আপনাকে অনুরোধ করছি, বুঝিয়ে বলুন...' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মর্যাদার সঙ্গে বললেন তিনি।

'আপনাকে বুঝিয়ে বলতে আমি পারব না' — মৃদু স্বরে ধীরে, গণ্ডের কম্পন দমনের চেষ্টা করে লেভিন বললেন; 'কিছু জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।'

সব ছিলকেগুলো ভাঙা হয়ে গিয়েছিল বলে লেভিন লাঠির মোটা মোটা প্রান্ত ধরে তা ভেঙে ফেললেন এবং যে খণ্ডটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা লুফে নিলেন চট করে।

নিশ্চয় লেভিনের এই উত্তেজিত, আজ ব্যায়ামাগারে তাঁর যে পেশী ভাসেনকা টিপে দেখেছেন তা, ঝকঝকে চোখ, গণ্ডের কম্পমান পেশী দেখে বিনা কথাতেই ভাসেনকা নিঃসন্দেহ হয়ে থাকবেন। কাঁধ কুঁচকে ঘৃণাভরে হেসে তিনি মাথা নোয়ালেন।

'অব্লোন্স্কির সঙ্গে দেখা করা চলে না?'

কাঁধ কোঁচকানি আর হাসিটায় চটে ওঠেন নি লেভিন। ভাবলেন, 'এ ছাড়া কীইবা করার আছে ওর?'

'এখনি আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

বন্ধুকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে এবং লেভিনকে বাগানে পেয়ে, যেখানে তিনি অতিথি চলে যাবার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী পাগলামি! Mais c'est ridicule!* কী মাছি কামড়েছে তোমায়? Mais c'est du dernier ridicule!** কী তোমার মাথায় ঢুকল যদি একজন যুবক...'

কিন্তু মাছিটা লেভিনের যে জায়গাটায় কামড়েছিল, বোঝা গেল সেটা তখনো টাটাচ্ছিল, কারণ স্তেপান আর্কাদিচ যখন ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন তখন ফের বিবর্ণ হয়ে তিনি তাঁকে ঝট করে থামিয়ে দিলেন:

'দোহাই তোমার, বোঝাতে এসো না! আমি অন্য কিছু করতে পারি না! তোমার এবং ওর কাছে আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমার ধারণা যে চলে যেতে হচ্ছে বলে ওর বড়ো একটা কষ্ট হবে না, কিন্তু আমার এবং আমার স্ত্রীর কাছে ওর উপস্থিতি অসহ্য।'

'কিন্তু ওকে অপমান করা হয়েছে! Et puis c'est ridicule!***'

'আমার পক্ষেও অপমানকর, যন্ত্রণাকর! আমার কোনো দোষ নেই, কষ্ট সইতে হবে এমন কোনো কারণ নেই আমার।'

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule!****'

লেভিন দ্রুত ওঁর কাছ থেকে বীথির গভীরে সরে গিয়ে সামনে পেছনে পায়চারি করে চললেন। অচিরেই তারান্তাসের ঘর্ঘর শব্দ কানে এল তাঁর, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ভাসেনকা তাঁর স্কচ টুপি পরে খড়ের ওপর বসে (দুঃখের বিষয় গাড়িটায় গদি-আঁটা সীট ছিল না) রাস্তায় ধাক্কা খেয়ে চলে যাচ্ছেন লাফাতে লাফাতে।

'এ আবার কী?' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা চাকর গাড়িটা থামাতে অবাক হলেন লেভিন। এটি সেই জার্মান মেকানিক যার কথা

* এ যে হাস্যকর! (ফরাসি।)

** এ যে চূড়ান্ত রকমের হাস্যকর! (ফরাসি।)

*** তা ছাড়া এটা হাস্যকর! (ফরাসি।)

**** ঈর্ষা হতে পারে, তাই বলে এই মাত্রায়, এটা ভয়ানক হাস্যকর! (ফরাসি।)

লেভিন একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। মাথা নুইয়ে ভেস্লোভস্কিকে কী একটা যেন সে বলে; তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেল দু'জনে।

লেভিনের এই কাণ্ডটায় স্তেপান আর্কাদিচ এবং প্রিন্স-মহিষী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। লেভিন নিজেও নিজেকে চরম মাত্রায় ridicule* শুধু নয়, সম্পূর্ণ দোষী ও কলংকিত বলে বোধ করছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যে কষ্ট সয়েছেন সে কথা মনে হওয়ায় দ্বিতীয় বার এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কী করতেন, নিজেকে এ প্রশ্ন করে জবাব দিলেন, একই রকম।

এ সব সত্ত্বেও প্রিন্স-মহিষী, যিনি এ আচরণের জন্য লেভিনকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি ছাড়া দিনের শেষে সবাই হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার পর যেমন হয়ে ওঠে শিশুরা, অথবা দুঃসহ একটা সরকারি অভ্যর্থনা সমাপ্তির পর বড়োরা, ফলে সন্ধ্যায়, প্রিন্স-মহিষী না থাকলে ভাসেনকার বিতাড়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন সেটা বহু আগেকার একটা ঘটনা। পিতার কাছ থেকে ডল্লি পেয়েছিলেন রগড় করে কথা বলার গুণ। সবে অতিথির জন্য নতুন রিবন টিবন পরে ড্রয়িং-রুমে যেতেই হঠাৎ তিনি শুনলেন চাকার ঘর্ঘর — আর কে গাড়িতে বসে আছে খড়ের ওপর? তার স্কচ টুপি, রোম্যান্স, লেগিংস নিয়ে স্বয়ং ভাসেনকা। নতুন নতুন হাসির ফোড়ন দিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ বার এই গল্প করছিলেন ডল্লি আর হেসে লুটিয়ে পড়ছিল ভারেংকা।

'ভালো একটা গাড়িতেও তো বসাতে পারতে! তা নয়, পরে শুনলাম: 'থামাও!' ভাবলাম দয়া হয়েছে। ওমা, দেখি মোটা জার্মানটাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে... জলে গেল আমার রিবনগুলো!..

॥ ১৬ ॥

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর সংকল্প পূর্ণ করলেন, গেলেন আন্নার কাছে। বোনকে দুঃখ দিতে আর তার স্বামীকে উত্ত্যক্ত করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। ভ্রন্স্কির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চেয়ে লেভিন দম্পতি যে ঠিকই করেছেন সেটা তিনি বুঝছিলেন; কিন্তু আন্নার অবস্থা

* হাস্যাস্পদ (ফরাসি)।

বদলালেও তাঁর প্রতি ডল্লির মনোভাব যে বদলায় নি সেটা তাঁর কাছে গিয়ে দেখানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

এই যাত্রাটার জন্য লেভিনদের মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘোড়া ভাড়া করার জন্য লোক পাঠান গাঁয়ে। সেটা জানতে পেরে ডল্লির কাছে এসে তিরস্কার করলেন লেভিন।

'কেন ভাবছ যে তুমি যাচ্ছ বলে বিছছিরি লাগছে আমার? যদি বিছছিরি লাগতও, তাহলেও আমার ঘোড়া নিচ্ছ না বলে বিছছিরি লাগছে আরো বেশি' — বললেন তিনি, 'আমায় তুমি একবারও বলো নি যে তুমি যাবেই। আর গাঁয়ের লোকের কাছে ঘোড়া ভাড়া করা — সেটা প্রথমত আমার পক্ষে অপ্রীতিকর আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা রাজি হয়ে যাবে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেঁছে দেবে না তোমায়। আমার ঘোড়া আছে, আমার মনে দুঃখ দিতে না চাইলে আমার ঘোড়াগুলো নাও।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্মতি দিতে হল। নির্দিষ্ট দিনে শ্যালিকার জন্য লেভিন তৈরি রাখলেন তাঁর মাল-টানা ও সওয়ার-বওয়া ঘোড়াদের মধ্যে থেকে চারটে আর একটা মজুদ, দেখতে খুবই অসুন্দর, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তারা পেঁছে দিতে পারবে এক দিনেই। প্রিন্স-মহিষীকে পেঁছে দেওয়া আর ধাই ডেকে আনার জন্য যখন ঘোড়ার দরকার হয়, লেভিন মুশকিলে পড়েছিলেন, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর বাড়িতে থাকলেও ঘোড়া ভাড়া করবেন অন্য কোথা থেকে, আতিথেয়তার কর্তব্যবোধে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না, তা ছাড়া ঘোড়ার জন্য তাঁর কাছে যে বিশ রুব্‌ল চাওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁর কাছে একটা মোটা টাকা বলে তিনি জানতেন; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আর্থিক অবস্থা যে অতি খারাপ সেটা লেভিন অনুভব করতেন যেন ওটা তাঁর নিজেরই অবস্থা।

লেভিনের পরামর্শ মতো দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রওনা দেন খুব ভোরে। রাস্তাটা ভালো, গাড়িটা আয়েসী, ফুর্তি করে ছুটল ঘোড়াগুলো, আর কোচবাক্সে কোচোয়ান ছাড়াও বসে রইল তাঁর সেরেস্তার মুহুরি, চাপরাশির বদলে একে লেভিন পাঠালেন নিরাপত্তার জন্য। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঢুলতে লাগলেন, জেগে উঠলেন কেবল সরাইখানায় পেঁছে, এখানে ঘোড়া বদলাবার দরকার ছিল।

স্ভিয়াজ্‌স্কির কাছে যাবার সময় লেভিন যে ধনী চাষী গেরস্তের বাড়িতে থেমেছিলেন সেখানে চা খেয়ে, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেপুলেদের গল্প

করে আর বৃদ্ধের সঙ্গে কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কিকে নিয়ে আলাপ করে (যাঁর খুবই প্রশংসা করলে বৃদ্ধ), বেলা দশটার সময় দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার গাড়ি আরো এগিয়ে চলল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাড়িতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সময় হত না। কিন্তু যে ভাবনাগুলো আগে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ তা সব এল ভিড় করে, নিজের গোটা জীবনটা নিয়ে তিনি ভাবলেন এবং নানা দিক থেকে, যা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকছিল চিন্তাগুলো। প্রথমে ভাবনা হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্য, যদিও মা এবং প্রধান কথা কিটি (তার ওপরেই ওঁর বেশি ভরসা) কথা দিয়েছিলেন যে ওদের দেখাশোনা করবেন, তাহলেও দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। 'মাশা আবার দুষ্টুমি শুরু না করে, গ্রিশাকে চাঁট না মারে ঘোড়া, লিলির পেট যেন আর বেশি খারাপ না হয়।' কিন্তু পরে বর্তমানের স্থান নিতে লাগল ভবিষ্যৎ প্রশ্ন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন এই শীতকালের জন্য মস্কোতে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যায় কিভাবে। ড্রয়িং-রুমের আসবাব-পত্র বদলাতে হবে, বড়ো মেয়ের জন্য বানাতে হবে নতুন ফার কোট। পরে আরো দূর ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে: ছেলেমেয়েদের কিভাবে তিনি মানুষ করে তুলবেন। 'মেয়েদের জন্যে নয় তেমন ভাববার কিছু নেই, কিন্তু ছেলেদের?

'বেশ, গ্রিশাকে আমি এখন শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু সে তো কেবল এই জন্যে যে আমি নিজেই এখন ফাঁকা, ছেলেমেয়ে বিয়োচ্ছি না। বলাই বাহুল্য যে স্তিভার ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। সজ্জন লোকেদের সাহায্যে আমিই মানুষ করে তুলব ওদের। কিন্তু যদি আবার সন্তান হয়...' তাঁর মাথায় এই চিন্তাটা এল যে যন্ত্রণায় সন্তানের জন্ম দিতে হবে মেয়েদের, লোকে বলে সেটা নাকি অভিশাপ, এটা বড়ো ভুল। 'জন্ম দেওয়াটা কিছু নয়, কিন্তু গর্ভধারণ করা — এইটেই হল যন্ত্রণার ব্যাপার' — নিজের শেষ গর্ভাবস্থা আর এই শেষ সন্তানটির মৃত্যুর ঘটনাটা কল্পনা করে ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল সরাইখানায় যুবতী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা। তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিগ্যেস করায় সুন্দরী যুবতীটি ফুর্তির সুরে বলেছিল:

'খুকি ছিল একটি, ভগবান নিয়ে নিলেন, লেণ্ট পরবের সময় গোর দিয়েছি!'

'খুব কষ্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

'কষ্ট হবে কেন? এমনিতেই বুড়োর নাতিপুতি অনেক, শুধু ঝামেলা বাড়ে। কাজ নেই, কম্ম নেই, হাত বাঁধা।'

যুবতীটির মন-খোলা মিষ্টত্ব সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে জঘন্য লেগেছিল জবাবটা; কিন্তু এখন আপনা থেকেই মনে পড়ল কথাগুলো। ধৃষ্ট এই উক্তিটায় সত্যের একটা ভাগও আছে যেন।

পনের বছরের গোটা এই বিবাহিত জীবনটায় দৃষ্টিপাত করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'সত্যি, সাধারণভাবেই তাই, গর্ভধারণ, বিবমিষা, ভোঁতা বুদ্ধি, সবকিছুতে ঔদাসীন্য, আর সবচেয়ে বড়ো কথা কদাকার চেহারা। কিটি, রূপসী তরুণী কিটি - তারও রূপ গেছে, আর আমি গর্ভবতী হলে যে কদর্য হয়ে উঠি তা আমি জানি। প্রসব, যন্ত্রণা, বিকট যন্ত্রণা, শেষ ঐ মুহূর্তটা.. তারপর মাই দেওয়া, রাত জাগা, ভয়াবহ ঐ যন্ত্রণা...'

প্রায় প্রতিটি প্রসবেই তাঁর স্তনবৃন্ত যে ফেটে গিয়েছে, সেই যন্ত্রণার কথাটা শুধু মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'তারপর ছেলেমেয়েদের অসুখবিসুখ, অবিরাম একটা আতংক; তারপর লালনপালন, বিছছিরি প্রবৃত্তি (র‍্যাস্পবেরির ভুঁইয়ে ছোট্ট মাশার অপরাধটার কথা মনে পড়ল তাঁর), তারপর পড়ানো, লাতিন — এ সবই অতি দুর্বোধ্য, কষ্টকর। তার ওপর আবার এই সব সন্তানের মৃত্যু।' ফের তাঁর মনে জেগে উঠল তাঁর মাতৃহৃদয়কে নিরন্তর মথিত করা শেষ সন্তানটির মৃত্যুর নির্মম স্মৃতি, কোলের ছেলে ছিল সে, মারা যায় ঘুংরি কাশিতে, মনে পড়ল তার অন্ত্যেষ্টি, ছোট্ট গোলাপী কফিনের সামনে সবার উদাসীনতা, সোনার ক্রুশ আঁকা ঢাকনাটা দিয়ে যখন কফিন বন্ধ কবা হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তার বিবর্ণ ললাট, রগের কাছে চুলের কুণ্ডলী, কফিন থেকে হাঁ-করে থাকা ছোট্ট যে মুখখানা দেখা গিয়েছিল তাতে শুধু তাঁরই বুক-ফাটা নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা।

'অথচ কেন এ সব? কী হবে এ সব থেকে? শুধু এই যে ক্ষণেকের শান্তি না পেয়ে কখনো গর্ভবতী, কখনো স্তন্যদাত্রী হয়ে সর্বদা খিটখিটে গজগজে আমি, স্বামীর চক্ষুশূল, নিজে জ্বলেপুড়ে, অন্যদের জ্বালিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেব আর সংসারে নিয়ে আসব হতভাগ্য, কুশিক্ষিত কপর্দকহীন কয়েকটি সন্তান। আর এখন গ্রীষ্মটা লেভিনদের ওখানে না থাকলে কী করে দিন কাটত জানি না। বলাই বাহুল্য, কিটি আর কস্তিয়া

এতই মার্জিত যে আমাদের সেটা মনে করতে দেয় না; কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। ওদেরও ছেলেমেয়ে হবে, আমাদের সাহায্য করার জো থাকবে না; এমনকি এখনই টানাটানি চলছে ওদের। তাহলে সাহায্য করবেন কি বাবা, যিনি নিজের বলতে কিছু বাকি রাখেন নি? নিজে আমি ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারব না, হলে হবে অন্যদের সাহায্যে, হীনতা সয়ে। সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথাটাই যদি ধরি, ছেলেমেয়েরা আর মরছে না, আমি কোনোরকম করে তাদের মানুষ করে তুলছি, তাহলে বড়ো জোর তারা দুরাত্মা হয়ে উঠবে না। শুধু এইটুকুই কামনা করতে পারি আমি। শুধু এর জন্যেই কত কষ্টস্বীকার, কত মেহনত... গোটা জীবনটাই নষ্ট হল!' ফের তাঁর মনে পড়ল যুবতীটির কথা এবং ফের সেটা স্মরণ করতে বিছছিরি লাগল তাঁর। কিন্তু তিনি না মেনে পারলেন না যে কথাগুলোয় খানিকটা রূঢ় সত্য আছে।

'আর কত দূর, মিখাইল?' ভয় পাওয়ানো চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য মুহুরিকে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

'শুনেছি এই গ্রামটা থেকে সাত ভার্স্ট।'

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে গিয়ে গাড়ি উঠল একটা সাঁকোয়। সাঁকো দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ফূর্তিতে কথা বলতে বলতে আসছিল একদল হাসিখুশি মেয়ে, কাঁধে আঁটি বাঁধার খড়ের দড়ি। সাঁকোর ওপর থেমে গিয়ে তারা উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল গাড়িতে কে আছে। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার দিকে যে মুখগুলি উত্তোলিত তা সবই সুস্থসবল, আমুদে, জীবনের আনন্দে তাঁকে খেপাচ্ছে বলে মনে হল তাঁর। মেয়েদের পেরিয়ে, একটা ঢিবিতে উঠে ঘোড়া ফের দুলকি চালে ছুটতে থাকল, পুরনো গাড়িটার নরম স্প্রিঙের ওপর প্রীতিপ্রদ দোলানিতে দুলতে দুলতে ডল্লির মনে হতে লাগল, 'সবাই বেঁচে-বর্তে আছে, সবাই উপভোগ করছে জীবন। আর জ্বালা যন্ত্রণায় মেরে ফেলা এক দুনিয়া থেকে, এক জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমার এখন চৈতন্য হল কেবল মুহূর্তের জন্যে। সবাই বেঁচে আছে: এই মেয়েরা, নাটালি বোন, ভারেঙ্কা, যার কাছে যাচ্ছি সেই আন্নাও, শুধু আমি নই।

'অথচ লোকে আক্রমণ করছে আন্নাকে। কিসের জন্যে? আমি কি ওর চেয়ে ভালো? আমার অন্তত স্বামী আছে যাকে আমি ভালোবাসি। যেভাবে ভালোবাসতে আমার ইচ্ছে হয় সেভাবে না হলেও ভালোবাসি, আর আন্না তার স্বামীকে ভালোবাসত না। কী ওর দোষ? সে বেঁচে থাকতে চায়।

আমাদের প্রাণে এই বাসনাটা দিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। খুবই সম্ভব যে আমিও একই কাজ করতাম। ভয়ংকর সেই সময়টায় আন্না যখন মস্কোয় আসে তখন তাঁর কথা শুনে ভালো করেছিলাম কিনা তা জানি না আজও। তখন স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন জীবন শুরু করা উচিত ছিল আমার। সত্যি করে ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে পারতাম আমি। এখন কি কিছু ভালো হয়েছে? ওকে আমি শ্রদ্ধা করি না। ওকে আমার দরকার' – স্বামী সম্পর্কে ভাবলেন তিনি, 'তাই সহ্য করে যাই। এটা কি ভালো হয়েছে? তখনো লোকের চোখে ধরে যেতে পারতাম আমি, তখনো রূপ ছিল আমার' — ভেবে চললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখেন। ব্যাগে তাঁর ভ্রমণোপযোগী আয়না ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বার করবেন; কিন্তু কোচোয়ান আর মুহুরির দোদুল্যমান পিঠ দেখে তিনি টের পেলেন ওদের কেউ যদি তাকিয়ে দেখেন তাঁর দিকে, তাহলে তিনি লজ্জা পাবেন, তাই বের করলেন না আয়না।

কিন্তু আয়নায় মুখ না দেখেও তাঁর মনে হল এখনো তত দেরি হয়ে যায় নি, সের্গেই ইভানোভিচকে মনে পড়ল তাঁর, যিনি তাঁর প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখিয়েছেন আর স্তিভার বন্ধু তুরোভ্ৎসিন, স্কার্লেট জ্বরের প্রকোপটার সময় যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সেবাযত্ন করেছেন, প্রেমে পড়েছিলেন ডল্লির। আরো ছিল অতি তরুণ একটি ছেলে, সমস্ত বোনেদের মধ্যে ডল্লিই সবচেয়ে সুন্দর, রসিকতা করে স্বামী এই যে কথাটা বলেছিলেন, সেও মনে করত তাই। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতি উদ্দাম এবং অসম্ভব সব ভালোবাসার ছবি। 'চমৎকার কাজ করেছে আন্না, আমি তাকে ছি-ছি করতে যাব না। সে সুখী, অন্য একজনকে সুখ দিচ্ছে, আমার মতো বিধ্বস্ত নয়, আর আমি নিঃসন্দেহ যে বরাবরের মতো তেমনি সে তাজা, বুদ্ধিমতী, সকলের কাছে খোলামেলা' — ভাবলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, এবং ঠোঁট তাঁর কুঞ্চিত হয়ে উঠল একটা শয়তানি হাসিতে, সেটা এই জন্য যে আন্নার প্রণয়লীলার কথা ভাবতে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তারই সমান্তরালে নিজেকে দেখছিলেন সমষ্টিভূত এক কল্পিত পুরুষের সঙ্গে প্রায় একইরকম এক প্রেমে যে ভালোবাসছে তাঁকে। আন্নার মতো তিনিও স্বামীকে সবকিছু খুলে বলেছেন। আর স্তেপান আর্কাদিচের বিস্ময় ও হতবুদ্ধিতাই হাসি ফুটিয়েছিল তাঁর মুখে।

এইরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড়ো সড়ক থেকে তিনি বাঁক নিলেন অন্য একটা রাস্তায় যা গেছে ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়েতে।

॥ ১৭ ॥

তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ান ডাইনে চেয়ে দেখল রাই ক্ষেতের দিকে যেখানে একটা গাড়ির কাছে বসে ছিল চাষীরা। মুহুরি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত বদলিয়ে কর্তৃত্বের সুরে চেঁচিয়ে হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকলে নিজের কাছে। গাড়ি চলার সময় যে বাতাস বইছিল, গাড়ি থামতে তা মরে এল। ঝাঁক বেঁধে ডাঁশ মাছিগুলো ছেঁকে ধরল ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের যারা রেগে তাড়াবার চেষ্টা করছিল তাদের। কাস্তেয় শান দেবার যে ধাতব শব্দ আসছিল গাড়িটার কাছ থেকে, তা থেমে গেল। একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে আসতে থাকল এদিকে।

'ইস, ভেঙে পড়েছ দেখছি' — স্বল্পব্যবহৃত রাস্তার বিশুষ্ক চাঙড়গুলোর ওপর ধীরে ধীরে নগ্ন পা ফেলে আসছিল চাষীটা, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তার উদ্দেশে চ্যাঁচাল মুহুরি, 'পা চালিয়ে!'

বুড়োর কোঁকড়া চুল বার্চ ছালের ফালি দিয়ে বাঁধা, ঘামে কালো হয়ে উঠেছে কুঁজো পিঠ, গতি বাড়িয়ে সে এল গাড়ির কাছে, রোদ-পোড়া হাতে মাডগার্ড ধরলে।

'ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়ে মহালবাড়িতে? কাউণ্টের কাছে?' বললে সে। 'সোজা এগিয়ে যাও গো, বাঁয়ে মোড় দিয়ে গলি ধরে গেলেই পেয়ে যাবে। কার কাছে তোমাদিগের আসা হল? ওনার কাছেই?'

'ওঁরা বাড়িতে আছেন নাকি গো বাবাজি?' অনির্দিষ্টভাবে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, ভেবে পাচ্ছিলেন না চাষীটার কাছেও আন্নার কথা শুধাবেন কিভাবে।

'বাড়িতেই থাকবে বৈকি' — ধুলোয় পাঁচ আঙুল সমেত পরিষ্কার ছাপ ফেলে এ-পা ও-পায়ে চাষীটি বললে; 'থাকবে বৈকি গো' — পুনরাবৃত্তি করলে সে, বোঝা যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। 'কাল আবার অতিথি এসেছিল। কত যে অতিথি!.. কী হল তোর?' গাড়ি থেকে তার উদ্দেশে কী যেন চেঁচিয়ে বলছিল এক ছোকরা, তার দিকে ফিরল

সে, 'ও হ্যাঁ, সবাই ইদিক দিয়ে গেইছিল ফসল কাটা দেখতে। এতক্ষণে ঘরে ফেরার কথা। আর তোমরা কে বট বাপু?'

'আমরা দূরের লোক' — কোচবক্সে উঠে কোচোয়ান বললে, 'তাহলে দূর নয়?'

'বলছি তো, এইখানেই, যেই খানিক এগিয়ে যাবে...' মাডগার্ডে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে।

গাঁট্টাগোঁট্টা বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছোকরাও এল এগিয়ে। জিগ্যেস করলে, 'ফসল কাটার কাজ মিলবে না গো?'

'জানি না বাছা।'

'তাহলে বাঁয়ে ঘুরবে, তাহলেই পেয়ে যাবে' — বুড়ো বললে স্পষ্টতই যারা এসেছে অনিচ্ছায় তাদের যেতে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কোচোয়ান গাড়ি ছাড়লে, কিন্তু ছাড়তে না ছাড়তেই চাষী চেঁচিয়ে উঠল:

'এই থামাও! ওহে দাঁড়াও!' চেঁচাচ্ছিল দু'জন মিলেই।

কোচোয়ান গাড়ি থামাল।

'ওনারাই আসছে গো! হুই যে ওনারা!' চেঁচাল চাষীটি; 'দেখছ কদমে ছুটিয়ে আসছে' — রাস্তা দিয়ে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার আর শকটে আরোহী দু'জনকে দেখিয়ে বললে সে।

এঁরা হলেন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রন্‌স্কি, তাঁর জকি, ভেস্লোভস্কি আর আন্না, গাড়ির ভেতরে ছিলেন প্রিন্সেস ভারভারা আর স্ভিয়াজ্‌স্কি। তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফসল তোলার সদ্য কেনা যন্ত্রগুলো দেখতে।

ডল্লির গাড়ি থামতে সওয়ারিরা তাঁদের ঘোড়া চালাতে লাগলেন পা-পা করে। সামনে আসছিলেন ভেস্লোভস্কির পাশাপাশি আন্না। শান্ত কদমে আন্না আসছিলেন একটা বেঁটে পুরুষ্টু বিলাতি কব্ ঘোড়ায় চড়ে, তার কেশর ছাঁটা, লেজ খাটো। উঁচু টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা আন্নার কালো চুলে ভরা সুন্দর মাথা, সুডৌল স্কন্ধ, কালো রাইডিং-হ্যাবিটে ঘেরা ক্ষীণ কটি, এবং তাঁর সমস্ত শান্ত ললিত ঠাট বিস্মিত করল ডল্লিকে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল আন্না যে ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেটা অশালীন! ডল্লির চেতনায় মহিলাদের অশ্বারোহণ মিলে গিয়েছিল একটা তারুণ্যোচিত লঘু রঙ্গলীলার সঙ্গে যেটা আন্নার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না; কিন্তু কাছ থেকে যখন তাঁকে ভালো করে দেখলেন, তৎক্ষণাৎ মেনে

নিলেন তাঁর অশ্বারোহণ। লালিত্য ছাড়াও ভঙ্গিতে, পোশাকে, গতিবিধিতে সবকিছুই এমন সহজ, সৌম্য, মর্যাদাপূর্ণ যে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছুই হতে পারে না।

আন্নার পাশে পাশে স্কচ টুপির ফিতে উড়িয়ে ধূসর, তেজী একটা ক্যাভেলরি ঘোড়ায় মোটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে আসছিলেন ভেস্লোভস্কি, স্পষ্টতই নিজেকে নিয়ে তিনি মুগ্ধ। তাঁকে চিনতে পেরে মজা-পাওয়ার হাসিটা চাপতে পারলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তাঁদের পেছনে আসছিলেন ভ্রন্স্কি। তাঁর ঘোড়াটা মাদী, রং তার গাঢ়-পিঙ্গল, স্পষ্টতই কদমে ছোটায় সে উত্তেজিত। লাগাম প্রয়োগে ভ্রন্স্কি সংযত রাখছিলেন তাকে।

তাঁর পেছনে জকির উর্দিতে ছোটোখাটো একটি লোক। মস্তো এক কালো ঘোড়ায় নতুন গোছের একটা গাড়িতে স্ভিয়াজ্স্কি আর প্রিন্সেস ছাড়িয়ে গেলেন সওয়ারদের।

পুরনো গাড়িটার কোণে ছোটো মূর্তিটা যে ডল্লির সেটা চিনতে পারা মাত্রই আন্নার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনন্দের হাসিতে। চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না, জিনের ওপর ছটফট করে উঠলেন, আবার ঘোড়া চালালেন কদমে। গাড়ির কাছে এসে কারো সাহায্য না নিয়েই লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, রাইডিং-হ্যাবিট খানিক উঁচু করে তুলে ধরে ছুটে গেলেন ডল্লির কাছে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি, আবার সাহসও হচ্ছিল না ভাবতে। কী আনন্দ! তুমি কল্পনা করতে পারবে না কী আনন্দ হচ্ছে আমার!' কখনো ডল্লির গালে গাল চেপে তাঁকে চুমু খেয়ে, কখনো তাঁর কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে হেসে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বলছিলেন আন্না।

'কী আনন্দ আলেক্সেই!' বললেন তিনি ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আসছিলেন তাঁদের দিকে।

ছেয়ে রঙের উঁচু টুপি খুলে ভ্রন্স্কি এলেন ডল্লির কাছে।

'আপনি এসেছেন বলে আমরা কী খুশি যে হয়েছি, ভাবতে পারবেন না' — প্রতিটি শব্দে বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করে তিনি বললেন, হাসিতে দেখা গেল তাঁর ঘনসন্নদ্ধ শাদা দাঁত।

ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ঘোড়া থেকে না নেমে টুপি খুলে মাথার ওপর সানন্দে রিবন দোলাতে দোলাতে সংবর্ধনা জানালেন অতিথিকে।

সুন্দর গাড়িখানা কাছে এলে ডল্লির চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে আন্না বললেন, 'উনি প্রিন্সেস ভারভারা।'

'অ!' বললেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে তাঁর ফুটে উঠল অসন্তোষ।

প্রিন্সেস ভারভারা হলেন তাঁর স্বামীর খুড়ি, অনেকদিন থেকে তিনি তাঁকে জানেন কিন্তু শ্রদ্ধা করতেন না। তিনি জানতেন যে সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন তাঁর ধনী আত্মীয়স্বজনদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু উনি যে এখন রয়েছেন দ্রন্‌স্কির ওখানে, যিনি তাঁর অনাত্মীয়, এতে ডল্লি অপমানিত বোধ করলেন উনি তাঁর স্বামীর আত্মীয় বলে। তাঁর মুখভাব লক্ষ করেছিলেন আন্না, বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে উঠে তিনি রাইডিং-হ্যাবিটের খুঁট ছেড়ে দিলেন আর হোঁচট খেলেন তাতে।

ওঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা নিরুত্তাপ সম্ভাষণ জানালেন প্রিন্সেস ভারভারাকে। স্ভিয়াজ্‌স্কির সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল। তিনি জিগ্যেস করলেন তরুণী ভার্যার সঙ্গে কেমন দিন কাটছে তাঁর ক্ষেপাটে বন্ধুর, তারপর চকিত দৃষ্টিপাতে বেজোড় ঘোড়া আর মাডগার্ডে তালি-মারা লেভিনের গাড়িটা লক্ষ করে প্রস্তাব দিলেন যে মহিলারা যাবেন দ্রন্‌স্কির গাড়িতে।

বললেন, 'আর আমি যাব ওই মহারথে। দ্রন্‌স্কির ঘোড়াটা বাধ্য, প্রিন্সেসও চমৎকার সারথি।'

'না, যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকুন' - ওঁদের কাছে এসে আন্না বললেন, 'আমরা যাব এই গাড়িতে' — আর ডল্লিকে বাহুলগ্না করে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

এরকম মনোহর গাড়ি দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা আগে কখনো দেখেন নি। চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে দিলে গাড়িটা: চমৎকার ঘোড়াগুলো, জ্বলজ্বলে সুশ্রী এই যে মুখগুলো তাঁকে পরিবেষ্টিত করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে চমৎকৃত করল তাঁর পরিচিতা, প্রিয়পাত্রী আন্নার মধ্যেকার পরিবর্তনটা। অন্য কোনো নারী যিনি কম মনোযোগী, আন্নাকে যিনি আগে চিনতেন না, বিশেষ করে পথে আসতে আসতে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা যেসব ভাবনা ভেবেছেন তা যিনি ভাবেন নি, তিনি আন্নার মধ্যে অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেতেন না। কিন্তু শুধু প্রেমাবেগের মুহূর্তে নারীর মধ্যে যে একটা সাময়িক রূপোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, সেটা এখন

আন্নার মুখে দেখতে পেয়ে অভিভূত হলেন ডল্লি। সে মুখের সবকিছু — গালে আর থুতনিতে সুস্পষ্ট টোল, ঠোঁটের ভাঁজ, যেন তাঁর মুখ ঘিরে ভাসমান হাসি, চোখের ছটা, ভাবভঙ্গির চারুতা ও ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠস্বরের পূর্ণতা, এমনকি ভেস্লোভস্কি যখন তাঁর কব্ ঘোড়াটাকে চেয়েছিলেন ডান পা বাড়িয়ে কদমে ছোটা শেখাবার জন্য, তখন যে সস্নেহ রাগে তিনি জবাব দিয়েছিলেন — সবই ভারি মন টানছিল; এবং মনে হল আন্না নিজেই সেটা জানেন আর তাতে খুশি।

দু'জনেই যখন গাড়িতে উঠলেন, হঠাৎ কেমন অস্বস্তি লাগল দু'জনেরই। ডল্লি যে মনোযোগী, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইছিলেন তাঁর দিকে, তাতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন আন্না; আর মহারথ নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির খোঁটাটার পরেও যে এই পুরনো, নোংরা গাড়িটাতেই আন্না বসলেন তাঁর পাশে, সে জন্য আপনা থেকেই লজ্জা হচ্ছিল ডল্লির। কোচোয়ান ফিলিপ আর মুহুরিরও সেইরকম লাগছিল। মুহুরি তার অস্বস্তি চাপা দেবার জন্য শশব্যস্ত হয়ে উঠল মহিলাদের গাড়িতে বসাতে। কিন্তু কোচোয়ান ফিলিপ মুখ ভার করে তৈরি হতে লাগল বাহ্যিক এই চমৎকারিত্বকে পাত্তা না দেবার জন্য। কালো ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে হাসল ব্যঙ্গভরে, মনে মনে স্থির করল গাড়ির কালো ঘোড়াটা লোক-দেখানির জন্যই ভালো, কিন্তু এক দফায় চল্লিশ ভার্স্ট পাড়ি দিতে পারবে না এই গরমে।

চাষীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল এই অতিথিবরণ আর ফুর্তিতে মন্তব্য করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

'বড়ো খুশি, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নাই যে' — বললে বার্চ ছালের ফালি বাঁধা কোঁকড়া-চুলো বুড়ো।

'গেরাসিম খুড়ো, ঐ কালো ঘোড়াটাকে দিয়ে খড় বওয়ালে হত, ফুর্তিতে খাটত!'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, প্যাণ্ট পরা এটা কি মাগী?' একজন বললে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে, আন্নার মেয়েলী জিনে চেপে বসেছিলেন তিনি।

'না গো, পুরুষ, দেখো কেনে কেমন উঠে বসল!'

'কী হে, ঘুম আব হবে না দেখছি?'

'আজ আর কিসের ঘুম!' তীর্যক দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে চেয়ে বললে বুড়ো: 'দেখছিস, বেলা দু'পহর বয়ে গেইছে। হুকগুলো নিয়ে চলে যাও গো!'

॥ ১৮ ॥

ডল্লির শীর্ণ, পীড়িত মুখ, বলিরেখাগুলোয় রাস্তার ধুলো জমেছে, তা দেখে আন্নার কী মনে হয়েছিল, তা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, যথা — ডল্লি রোগা হয়ে গেছেন; কিন্তু নিজে তিনি আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছেন, ডল্লির দৃষ্টি সেটা তাঁকে জানিয়েছে, এটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আন্না বলতে লাগলেন নিজের কথা।

বললেন, 'আমায় দেখে তুমি ভাবছ আমার অবস্থায় আমি সুখী হতে পারি কি? তা কী করা যাবে! স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমি... আমি অমার্জনীয় রকমের সুখী। কী একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে আমার, যেমন স্বপ্ন যখন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, সাংঘাতিক, তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখা যায় যে ভয়টয় কিছু নেই। আমি ঘুম ভেঙে উঠেছি। যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, ভয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি, কিন্তু এখন অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে এখানে আমরা যত দিন থেকে আছি, ভারি আমি সুখী!..' ডল্লির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার একটা ভীরু হাসি নিয়ে বললেন তিনি।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — হেসে ডল্লি বললেন, তবে যা চেয়েছিলেন সুরটা হল তার চেয়ে নিরুত্তাপ; 'তোমার জন্যে খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমায় চিঠি লিখলে না কেন?'

'কেন?.. কারণ সাহস হয় নি। আমার অবস্থাটা কী তা তুমি ভুলে যাচ্ছ...'

'আমার কাছে চিঠি লিখতে? সাহস হল না? যদি জানতে আমি কতটা... আমি মনে করি...'

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার ইচ্ছা হয়েছিল আজ সকালে যা ভাবছিলেন সেটা বলবেন, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হল তা বলার সময় এটা নয়।

'তবে ও কথা পরে হবে। এই সব ঘরবাড়িগুলো কিসের?' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অ্যাকেসিয়া আর লাইলাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে যে লাল আর সবুজ চালগুলো চোখে পড়ছিল তা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'ঠিক যেন ছোটো একটা শহর।'

আন্না কিন্তু ওঁর জিজ্ঞাসায় কান দিলেন না।

'না, না, আমার অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি, কী মনে করো? কী?' জিগ্যেস করলেন আন্না।

'আমি মনে করি...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি, কিন্তু এই সময় কব্ ঘোড়াটাকে ড্যান পা বাড়িয়ে কদমে ছোটার তালিম দিয়ে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি মেয়েলী সোয়েদ জিনের ওপর তাঁর খাটো জ্যাকেট পরা ভারী দেহ থপথপিয়ে ছুটে গেলেন।

চেঁচালেন, 'হচ্ছে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন না পর্যন্ত; কিন্তু ফের দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে হল গাড়িতে এই দীর্ঘ কথোপকথনটা শুরু করায় সুবিধা হবে না, তাই নিজের ভাবনাটা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিলেন।

বললেন, 'কিছুই আমি মনে করি না, কিন্তু সর্বদাই ভালোবেসেছি তোমায়, আর ভালোবাসতে হলে লোকটা যেমন তার সবটাই ভালোবাসতে হয়, আমি যেমন চাই শুধু সেটুকু নয়।'

আন্না বান্ধবীর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, চোখ কুঁচকে (এটা একটা নতুন অভ্যাস, ডল্লি আগে তা দেখেন নি) কথাগুলোর অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ডুবে গেলেন ভাবনায়। তারপর স্পষ্টতই নিজের মতো করে তা হৃদয়ঙ্গম করে তাকালেন ডল্লির দিকে।

বললেন, 'তোমার যদি কোনো পাপ থাকে, তোমার আসা আর এই কথাগুলোর জন্যে তা সব খণ্ডন হয়ে যাবে।'

ডল্লি দেখতে পেলেন চোখ তাঁর ভরে উঠছে জলে। নীরবে আন্নার হাতে চাপ দিলেন তিনি।

'তা এই বাড়িগুলো কিসের? অনেকগুলো যে!' মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ডল্লি পুনর্বার প্রশ্নটা করলেন।

'এগুলো আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের বাড়ি, কর্মশালা, আস্তাবল'— আন্না বললেন; 'আর এখান থেকে পার্ক শুরু হচ্ছে। এ সবই চুলোয় যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই সব উদ্ধার করেছে। এই সম্পত্তিটা সে খুবই ভালোবাসে আর আমি যা মোটেই আশা করি নি, সাংঘাতিক ওর মন বসেছে বিষয়-আশয়ে। তবে স্বভাবে ও ভারি বিত্তবান! যে কাজই হাতে নেবে, সেটা সম্পূর্ণ করবে চমৎকার করে। এখানে ওর শুধু যে মন কেমন করছে না, তাই নয়, প্রাণ দিয়ে কাজে লেগেছে। আমি যতটা জানি, ও হয়ে উঠছে হিসেবী, চমৎকার মালিক, এমনকি বিষয়-কর্মের ব্যাপারে কৃপণই, কিন্তু শুধু বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। অথচ যেখানে ব্যাপারটা হাজার হাজার টাকা নিয়ে, ও কেয়ার করে না' — আন্না বললেন খুশির

সেই সেয়ানা হাসি নিয়ে, যেভাবে শুধু তারই কাছে উদ্‌ঘাটিত প্রিয়তমের গুণের কথা প্রায়ই বলে থাকে নারীরা; 'দেখছ, ওই বড়ো দালানটা? এটা নতুন হাসপাতাল। আমার মনে হয় এতে লাখ খানেক যাবে। এই ওর সাম্প্রতিক dada* এখন। আর জানো কী থেকে এর শুরু? চাষীরা মনে হয় শস্তায় ঘেসো জমি দিতে, ছাড় দিতে বলেছিল ওকে। ও তা অগ্রাহ্য করে, ওর কিপটেমির জন্যে ওকে বকুনি দিই আমি। বলা বাহুল্য, শুধু এই কারণেই নয়, সবকিছু মিলিয়ে — ও এই হাসপাতালটা বানাতে শুরু করে এইটে দেখাবার জন্যে যে মোটেই ও কৃপণ নয়, বুঝেছ তো। বলতে পারো c'est une petitesse**; কিন্তু এর জন্যে ওকে ভালোবাসি আরও বেশি। আর এখনই দেখতে পাব বাড়ি। এটা ওর ঠাকুর্দার বাড়ি, কিন্তু বাইরেটা তার কিছুই বদলায় নি ও।'

'কী সুন্দর!' বাগানের বুড়ো গাছগুলোর বিচিত্র শ্যামলিমার মধ্যে স্তম্ভশ্রেণী শোভিত সুদৃশ্য বাড়িটা দেখে স্বতঃই চমৎকৃত হয়ে বলে উঠলেন ডল্লি।

'সত্যিই সুন্দর, তাই না? আর বাড়ির ওপরতলা থেকে চারপাশের যে দৃশ্য, সেটা অপূর্ব।'

নুড়ি ছড়ানো পথ দিয়ে ফুলে ভরা একটা আঙিনায় ঢুকলেন তাঁরা, ফুলভুঁইয়ের আলগা করে দেওয়া মাটিতে সেখানে আকাঁড়া ঝামা পাথর বসাচ্ছিল দুজন মালী। গাড়ি থামল আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায়।

'আ, ওরা এসে গিয়েছে দেখছি!' সওয়ারীদের যে ঘোড়াগুলোকে অলিন্দের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে আন্না বললেন, 'সত্যি, সুন্দর নয় ঘোড়াটা? এটা কব্, আমার পেয়ারের ঘোড়া। নিয়ে এসো এখানে, আর চিনি দাও আমায়। কাউণ্ট কোথায়?' বাহারে চাপরাশ পরা যে দু'জন ভৃত্য ছুটে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করলেন তিনি। তারপর ভেস্লোভস্কি সমভিব্যাহারে ভ্রন্‌স্কিকে বেরুতে দেখে বললেন:

'ও, এই যে!'

'কোথায় তুমি থাকতে দেবে প্রিন্সেস দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে' — ফরাসিতে আন্নাকে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্‌স্কি, এবং উত্তরের অপেক্ষা না

* খেয়াল, নেশা (ফরাশি)।

** এটা তুচ্ছ ব্যাপার (ফরাসি)।

করে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে এবার করচুম্বন করে বললেন, 'আমার মনে হয়, ঝুল-বারান্দা দেওয়া বড়ো ঘরটায় নয় কি?'

'আরে না, বরং কোণের ঘরটায়। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারবে বেশি। নাও চলো' — ভৃত্য যে চিনি এনে দিয়েছিল, নিজের পেয়ারের ঘোড়াকে তা খাইয়ে বললেন আন্না।

'Et vous oubliez votre devoir'* — ভেস্লোভস্কিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, তাঁকে বললেন আন্না।

'Pardon, j'en ai tout plein les poches'** — হেসে উত্তর দিয়ে ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আঙুল ঢোকালেন ভেস্লোভস্কি।

'Mais vous venez trop tard'*** — চিনি খাওয়াবার সময় তাঁর যে হাতটা ঘোড়া লালায় ভিজিয়েছিল সেটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন আন্না। ডল্লিকে জিগ্যেস করলেন, 'এলে কতদিনের জন্যে? একদিনের জন্যে কি? সে হতে পারে না!'

'তাই বলে এসেছি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা...' গাড়ি থেকে ব্যাগটা নেওয়া হয় নি আর তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মুখ অতি ধূলিধূসর, এই দুই কারণেই অস্থিরতা বোধ করে বললেন ডল্লি।

'না, ডল্লি লক্ষ্মীটি... সে দেখা যাবে; চলো, চলো যাই' — আন্না ডল্লিকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

ভ্রন্স্কি যে জমকালো ঘরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা তেমন নয়, বরং এমন যার জন্য ডল্লির কাছে মাপ চেয়ে নিলেন আন্না। কিন্তু মাপ চাইতে হল যে ঘরখানার জন্য, সেটাও এত বিলাসী যাতে ডল্লি থাকেন নি কোনোদিন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের সেরা হোটেলগুলোর কথা।

'কী বলব ভাই, কী যে আনন্দ আমার!' নিজের রাইডিং-হ্যাবিট পোশাকেই ডল্লির কাছে কিছুক্ষণের জন্য বসে আন্না বললেন, 'এবার তোমার কথা বলো। স্তিভাকে আমি দেখেছিলাম এক ঝলকের জন্যে।

* আপনি আপনার দায়িত্ব ভুলছেন (ফরাসি)।

** মাপ করবেন, ওতে আমার পকেট ভরা (ফরাসি)।

*** কিন্তু আপনি দর্শন দেন বড়ো দেরি করে (ফরাসি)।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা ও কিছু বলতে পারে নি। কেমন আছে আমার আদরের তানিয়া? ডাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, বেশ ডাগর' — সংক্ষেপে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, নিজেরই তাঁর অবাক লাগল যে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা তিনি বলতে পারছেন এত নিরুত্তাপ গলায়। 'লেভিনদের ওখানে আমরা বেশ ভালো আছি' — যোগ করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, যদি জানতাম' — বললেন আন্না, 'যে তুমি আমায় ঘেন্না করছ না... তাহলে তোমরা সবাই আসতে পারতে এখানে; 'স্তিভা তো আলেক্‌সেইয়ের পুরনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু' -- এই কথাটা যোগ করে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা সেখানে বেশ ভালো আছি...' অস্বস্তিভরে বললেন ডল্লি।

'হ্যাঁ, অবিশ্যি আনন্দ থেকে বোকার মতো এই সব কথা বলছি। শুধু কী খুশি হয়েছি তোমায় পেয়ে!' ফের ডল্লিকে চুমু খেয়ে বললেন আন্না, 'এখনো তুমি বলো নি আমার সম্পর্কে কী তুমি ভাবো অথচ আমি তা সবই জানতে চাই। তবে আমি যেমন, তেমনি অবস্থায় তুমি আমায় দেখবে, এতে আমি খুশি। আমার কাছে বড়ো জিনিস, আমি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাই, এমন কথা কেউ যেন না ভাবে। কিছুই প্রমাণ করতে চাই না আমি, শুধু বাঁচতে চাই; নিজেব ছাড়া আর কারো অনিষ্ট করতে চাই না। সে অধিকার আমার আছে, তাই না? তবে এটা লম্বা আলাপের ব্যাপার, তার সময় হবে। এবার পোশাক বদলাতে যাই, তোমার জন্যে দাসী পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

॥ ১৯ ॥

একলা হয়ে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা ঘরখানা দেখতে লাগলেন গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টিতে। বাড়ির কাছে আসতে, তার ভেতর দিয়ে যেতে, এবং এখন নিজের ঘরখানায় যা তিনি দেখলেন, সবকিছুতেই একটা প্রাচুর্য, বাবুগিরি এবং হালের সেই ইউরোপীয় বিলাসের ছাপ যার কথা তিনি পড়েছেন কেবল ইংরেজি উপন্যাসে, কিন্তু রাশিয়ায় ও গ্রামে তা দেখেন

নি কখনো। নতুন ফরাসি ওয়াল-পেপার থেকে শুরু করে সারা ঘর জোড়া গালিচাটা পর্যন্ত সবই নতুন। শয্যায় স্প্রিঙের গদি, বিশেষ ধরনের শিরোধার। ছোটো বালিশে সিল্কের ওয়াড়। মার্বেল পাথরের ওয়াশ-স্ট্যান্ড, প্রসাধন টেবিল, সোফা, টেবিল, ফায়ার প্লেসের ওপর ব্রোঞ্জ ঘড়ি, জানলা-দরজার পর্দা — সবই দামী এবং নতুন।

সুন্দর কবরী আর ডল্লির চেয়েও ফ্যাশন-দুরস্ত পোশাকে যে দাসীটি এল পরিচর্যার জন্য, সেও ঘরের সবকিছুর মতো নতুন আর দামী। বিনয়, পরিপাটীত্ব আর কাজে লাগার আগ্রহের জন্য তাকে ভালো লেগেছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, আবার অস্বস্তিও হচ্ছিল; কী পোড়া কপাল যে ভুল করে তাঁর ব্যাগে রাখা হয়েছিল তালি-মারা নাইট-গাউন, দাসীর সামনে এতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যেসব তালি-মারা আর রিফু-করা জায়গাগুলোর জন্য তিনি বড়াই করতেন বাড়িতে, লজ্জা হল তার জন্যই। বাড়িতে খুবই পরিষ্কার ছিল যে ছয়টা গাউনের জন্য দরকার পয়ঁষট্টি কোপেক দরে চব্বিশ আর্শিন* নানসুক, সেলাই আর ফুল তোলার খরচা বাদে এতে দাঁড়াত পনের রুব্লের বেশি, এই পনের রুব্লটা বাঁচাতে হত সংসার খরচা থেকে। কিন্তু দাসীর সামনে এর জন্য শুধু লজ্জা নয়, কেমন যেন অস্বস্তিই বোধ হচ্ছিল।

যখন ঘরে এল তাঁর পূর্বপরিচিত আন্নুশ্কা, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিলাসিনী দাসীটির দরকার পড়েছিল প্রভুপত্নীর কাছে, আন্নুশ্কা রইল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে।

ডল্লি আসায় আন্নুশ্কা স্পষ্টতই খুবই খুশি হয়েছিল, কথা কয়ে চলল সে অনর্গল। ডল্লি লক্ষ করেছিলেন যে গৃহস্বামিনীর অবস্থা, বিশেষ করে আন্না আর্কাদিয়েভনার জন্য কাউন্টের ভালোবাসা ও অনুরাগ নিয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সে খুবই আগ্রহী, কিন্তু ও নিয়ে সে কথা শুরু করা মাত্র ডল্লি থামিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে।

'আমি তো আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, উনি আমার বড়ো আপন। বিচার করার আমি কে? আর যখন মনে হচ্ছে এত ভালোবাসছেন...'

৭১ সেণ্টিমিটারের মতো রুশ দৈর্ঘ্যের মাপ।

'সম্ভব হলে এগ্লো ধ্তে দাও' — ওকে থামিয়ে দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'ঠিক আছে। আমাদের ধোপঘরে দ্টি মেয়ে বহাল করা হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যেই। আর বিছানার চাদর-টাদর সবই ধোয়া হয় যন্ত্রে। কাউন্ট নিজেই সেটা দেখেন। কিরকম যে স্বামী...'

আন্না আসায় আন্নুশ্কার বকবকানি বন্ধ হতে খ্শি হলেন ডল্লি। অতি সাধারণ একটা বাতিস্ত ফ্রক পরে এসেছিলেন আন্না। মন দিয়ে ডল্লি লক্ষ করলেন এই সাধারণ পোশাকটা। তিনি জানতেন এই সহজিয়ার কী অর্থ এবং কী ম্ল্যে তা অর্জিত হয়।

'আমার প্র্বপরিচিতা' — আন্নুশ্কা সম্পর্কে আন্না বললেন। এখন আর তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন না। এখন তিনি প্রোপ্রি স্স্থির, সাবলীল। ডল্লি দেখতে পেলেন যে তাঁর আসায় আন্নার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা এখন তিনি প্রোপ্রি কাটিয়ে উঠে এমন একটা বাহ্যিক নিরাসক্তির স্র অবলম্বন করলেন যাতে বোঝা যায় যে-প্রকোষ্ঠে তাঁর হৃদয়াবেগ ও আন্তরিক ভাবনাগ্লো আছে তার দরজা বন্ধ।

'তোমার মেয়েটি কেমন আছে?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আনি?' (মেয়ে আন্নাকে তিনি ঐ নামে ডাকতেন।) 'ভালো আছে। মোটা হয়েছে খ্ব। দেখবে ওকে? চলো যাই, তোমায় দেখাই। ভয়ানক ঝামেলা গেছে আয়া নিয়ে' — বলতে শ্র্ করলেন উনি, 'একটি ইতালীয় মেয়ে ছিল স্তন্যদাত্রী। এমনিতে ভালো, কিন্তু একেবারে হাঁদা! ভেবেছিলাম ছাড়িয়ে দেব। কিন্তু মেয়েটা ওর বড়ো ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাই রেখেছি এখনো।'

'কিন্তু কী ঠিক করলে?..' মেয়েটির উপাধি কী হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি; কিন্তু আন্নার ম্খে ভ্রুকুটি দেখে প্রশ্নটার অর্থ পালটিয়ে দিলেন, 'তা কী ঠিক করেছ? মাই ছাড়িয়েছ নাকি?'

কিন্তু আন্না ব্ঝেছিলেন।

'তুমি তো সে কথা জিগ্যেস করতে চাইছিলে না? তুমি তো ওর উপাধি সম্পর্কে জানতে চাইছিলে? তাই না? আলেক্সেই-এর সেই কষ্ট। ওর কোনো উপাধি নেই। মানে, ও কারেনিনা' — আন্না বললেন চোখ এতটা কুঁচকে যে দেখা যাচ্ছিল কেবল জ্ড়ে আসা আঁখিপক্ষ্ম; 'তবে' — হঠাৎ

উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল, 'এ নিয়ে কথা বলব পরে। চলো তোমায় দেখাব ওকে। Elle est très gentille.* এর মধ্যেই হামাগুড়ি দিতে শিখেছে।'

যে বিলাসোপকরণ বাড়ির সর্বত্র অভিভূত করছিল দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে, তা আরো অভিভূত করল শিশুকক্ষে। এখানে ছিল ইংলণ্ড থেকে আনানো গাড়ি, হাঁটতে শেখাবার সাজ-সরঞ্জাম, হামাগুড়ি দেবার জন্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো করে ঢেলে সাজা সোফা, দোলনা, স্নানের জন্য বিশেষ ধরনের টব। জিনিসগুলো সবই বিলাতি, মজবুত আর বোঝাই যায় যে বেশ দামী। ঘরখানা বড়ো, খুবই উঁচু আর আলো-খেলানো।

ওঁরা যখন ঘরে ঢুকলেন, শুধু একটা কামিজ পরে টেবিলের কেদারায় বসে ক্বাথ খাচ্ছিল মেয়েটি, সে পানীয়ে বুক তার ভেসে যাচ্ছিল। ওকে খাওয়াচ্ছিল এবং বোঝা যায় সেইসঙ্গে নিজেও খাচ্ছিল শিশুকক্ষের পরিচারিকা একটি রুশী মেয়ে। স্তন্যদাত্রী বা আয়া, কেউই ছিল না। ওরা ছিল পাশের ঘরে, সেখান থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র এক ফরাসি ভাষায় তাদের আলাপ — শুধু এই ভাষাতেই আদান-প্রদান চলতে পারত তাদের মধ্যে।

আন্নার গলা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙামতো, সাজগোজ করা এক ইংরেজ মহিলা, তার অসুন্দর মুখখানায় একটা কপট ছায়া, সোনালী চুলের কুণ্ডলীগুলো ঝাঁকিয়ে তক্ষুনি সে কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করলে যদিও আন্না কোনো দোষ দেন নি তাকে। আন্নার প্রতিটি শব্দে বার কয়েক করে সে বলছিল: 'Yes, my lady.'**

আগন্তুকের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেও কালো-ভুরু, কালো-চুল, লালচে-গাল খুকিটিকে বড়ো ভালো লাগল দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার। তার রাঙা দেহখানায় টান টান হয়ে আছে মুরগির চামড়ার মতো চামড়া; তার সুস্থ চেহারার জন্য এমনকি হিংসাই হল ডল্লির। খুকি যেভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছিল, সেটাও তাঁর ভারি ভালো লাগল। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের কেউই অমন হামাগুড়ি দিতে পারে নি। খুকিটির পোশাক

* ভারি সে মিষ্টি (ফরাসি)।

** আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্ত্রী (ইংরেজি)।

পেছন দিকে টেনে তুলে যখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হল গালিচার ওপর, আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল তাকে। ছোট্ট একটা জন্তুর মতো সে তার জ্বলজ্বলে কালো চোখ মেলে চাইছিল বড়োদের দিকে, তাকে যে লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে, এতে স্পষ্টতই আনন্দ হচ্ছিল তার। হেসে দু'পাশে দু'পা রেখে সে ঝট করে হাতে ভর দিয়ে দ্রুত পাছাটা তুলল এবং ফের হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শিশুকক্ষের সাধারণ আবহাওয়া, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাটিকে ভালো লাগে নি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। লোকজন সম্বন্ধে আন্নার যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এমন এক কুরূপা, অশ্রদ্ধেয়া ইংরেজ মহিলাকে রেখেছেন নিজের কাছে ডল্লি তার ব্যাখ্যা করে নিলেন এই ধরে নিয়ে যে আন্নার মতো এমন বিশৃঙ্খল পরিবারে ভালো আয়া আসবে না। তা ছাড়া তক্ষুনি কতকগুলি কথা থেকে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বুঝলেন যে আন্না, স্তন্যদাত্রী, আয়া আর শিশুটির মধ্যে বনিবনাও নেই এবং শিশুকক্ষে মায়ের আগমন অতি অসাধারণ একটা ব্যাপার। আন্নার ইচ্ছে হয়েছিল খুকিকে খেলনা দেবেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না সেটা।

তবে সবচেয়ে তাজ্জবের ব্যাপার এই যে খুকির ক'টা দাঁত উঠেছে এ প্রশ্নের ভুল জবাব দিলেন আন্না, শেষ দুটো দাঁতের কথা একেবারেই জানতেন না তিনি।

'আমি এখানে নিষ্প্রয়োজন, তা দেখে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় আমার' — শিশুকক্ষ থেকে বেরুবার সময় দরজার কাছে পড়ে থাকা কোনো খেলনা এড়িয়ে যাবার জন্য পোশাকের লুটিয়ে যাওয়া পুচ্ছাংশ তুলে ধরে আন্না বললেন, 'আমার প্রথম সন্তানটির বেলায় এমনটা হয় নি।'

'আমি ভেবেছিলাম উলটো' — ভয়ে ভয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! জানো তো আমি ওকে, সেরিওজাকে দেখে এসেছি' — এমনভাবে চোখ কুঁচকে আন্না বললেন যেন অনেক দূরের কিছু একটা দেখছেন, 'তবে সে পরে হবে। জানো তুমি, আমি ঠিক সেই বুভুক্ষুর মতো যার সামনে হঠাৎ পুরো একটা ভোজ রাখা হয়েছে আর সে ভেবে পাচ্ছে না কোনটা দিয়ে শুরু করবে। পুরো ভোজটা হল তুমি আর তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হবে, যা আর কাউকে আমি বলতে পারি নি; অথচ ভেবে পাচ্ছি না শুরু করব কোনটা দিয়ে। Mais je ne

vous ferai grâce de rien.* সবকিছু বলতে হবে আমায়। হ্যাঁ, যে সমাজটা আমাদের এখানে দেখতে পাবে, তার একটা নকশা তোমার জন্যে আঁকা দরকার' — আন্না শুরু করলেন; 'মহিলাদের দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রিন্সেস ভারভারা। ওঁর তো তুমি চেনো, ওঁর সম্পর্কে তোমার আর স্তিভার মতামত কী তাও আমি জানি। স্তিভা বলে যে ওঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কাতেরিনা পাভলোভনা খুড়ির চেয়ে তিনি কত ভালো সেটা দেখানো। তা সত্যি, কিন্তু ওঁর মনটা ভালো; আমি ওঁর কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। পিটার্সবুর্গে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রয়োজন হয় un chaperon.** এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন। সত্যি, ভালোমানুষ উনি। আমার অবস্থাটা তিনি হালকা করে দেন অনেক। ওখানে, পিটার্সবুর্গে .. আমার অবস্থাটা যে কত দুঃসহ তা তুমি বুঝছ না' — যোগ করলেন তিনি; 'এখানে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তালিকাটা দেওয়া দরকার। তারপর স্ভিয়াজ্‌স্কি — উনি অভিজাতপ্রমুখ এবং খুবই সজ্জন লোক, কিন্তু আলেক্‌সেই-এর কাছ থেকে কী যেন একটা চাইছেন। বুঝতে পারছ তো, গাঁয়ে বাসা পাতার পর সম্পত্তির কারণে আলেক্‌সেই এখন মফস্বলে খুবই প্রভাবশালী লোক। তারপর তুশকেভিচ, তুমি দেখেছ ওঁকে, ছিলেন বেট্‌সির ওখানে। এখন কিন্তু বেট্‌সি ওঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, উনিও চলে এলেন আমাদের কাছে। আলেক্‌সেই যা বলে, উনি তেমনি একজন লোক যারা নিজেদের যেভাবে দেখাতে চায়, সেইভাবেই তাদের ধরা হলে খুবই প্রীতি লাভ করে, et puis, il est comme il faut,*** যা বলেন প্রিন্সেস ভারভারা। তারপর ভেস্লোভস্কি — ওকে তো তুমি চেনো, চমৎকার ছেলে' — শয়তানি হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট; 'কিন্তু কী এই ক্ষ্যাপা কাণ্ডটা করলে লেভিন? ভেস্লোভস্কি গল্প করেছে আলেক্‌সেই-এর কাছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। Il est très gentil et naïf'****— আন্না বললেন ফের সেই হাসি নিয়ে। 'পুরুষদের চাই আমোদ-প্রমোদ আর

* কিন্তু একটুও কৃপা করব না তোমায় (ফরাসি)।

** সহচরী (ফরাসি)।

*** তা ছাড়া, অতি ভব্য লোক (ফরাসি)।

**** উনি অতি মধুর স্বভাবের লোক এবং সরল (ফরাসি)।

আলেক্‌সেই-এর দরকার লোকজন, সেই জন্যেই এ'দের আমি কদর করি। আমাদের এখানে চলুক ফুর্তি, সব থাক হাসিখুশি, যাতে নতুন কোনো কিছুর জন্যে আলেক্‌সেই-এর মন কেমন না করে। তারপর আমাদের গোমস্তাকে দেখতে পাবে। জার্মান কিন্তু ভারি ভালো, নিজের কাজটা বেশ বোঝে। খুবই ওর কদর করে আলেক্‌সেই। তারপর ডাক্তার, অল্পবয়সী, একেবারে নিহিলিস্ট বলব না, তবে খাবার খায় ছুরি দিয়ে... কিন্তু খুব ভালো ডাক্তার। তারপর স্থপতি... Une petite cour.'*

॥ ২০ ॥

'এই আপনার ডল্লি, প্রিন্সেস, যাকে আপনি খুব দেখতে চাইছিলেন'— দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার সঙ্গে পাথর-বাধানো প্রকাণ্ড বারান্দাটায় ঢুকে আন্না বললেন। প্রিন্সেস ভারভারা সেখানে ছায়ায় এম্ব্রয়ডারি ফ্রেমের সামনে বসে কাউণ্ট আলেক্‌সেই কিরিলোভিচের আরাম-কেদারার জন্য একটি আসন বানাচ্ছিলেন। 'ডল্লি বলছে ডিনারের আগে কিছুই খাবে না সে, কিন্তু কিছু জলযোগ দিতে বলুন, আমি আলেক্‌সেইকে খুঁজতে চললাম, ওঁদের সবাইকেই নিয়ে আসব।'

প্রিন্সেস ভারভারা ডল্লিকে নিলেন সস্নেহেই এবং খানিকটা মুরুব্বিয়ানার ঢঙে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি আন্নার এখানে উঠেছেন, কেননা সর্বদা তিনি আন্নাকে ভালোবেসেছেন তাঁর বোন কাতেরিনা পাভলোভনা, আন্নাকে যিনি মানুষ করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি, এবং এখন সবাই যখন আন্নাকে ত্যাগ করেছে, তখন সবচেয়ে দুঃসহ এই অন্তর্বর্তী কালটায় আন্নাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

'স্বামী ওকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেই আমি ফের আমার একাকিত্বে ফিরে যাব, কিন্তু এখন আমি কাজে লাগতে পারি আর অন্যদের মতো নয়, আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের কর্তব্য আমি করে যাব। এসে বড্ডো ভালো করেছ, লক্ষ্মী তুমি। এরা আছে একেবারে সেরা

ছোট একটা দরবার (ফরাসি)।

দম্পতির মতো; ভগবান ওদের বিচার করবেন, আমরা নই। কিন্তু বিরিউজোভস্কি আর আভেনিয়েভাও কি... আর স্বয়ং নিকান্দ্রভ, ভাসিলিয়েভ আর মামোনোভা, আর লিজা নেপতুনোভা?.. কেউ তো কিছু বললে না। পরিণামে সবাই তাদের ঘরে ডেকেছে। তারপর, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare.* ডিনারের আগে পর্যন্ত যার যা খুশি করে। ডিনার সাতটায়। স্তিভা তোমায় এখানে পাঠিয়ে খুব ভালো করেছে। এদের সঙ্গে লেগে থাকা ওর দরকার। জানো তো, ও তার মা আর ভাইয়ের মারফত সবকিছু করাতে পারে। তা ছাড়া অনেক উপকার করে তারা। নিজের হাসপাতালটার কথা বলে নি তোমায়? Ce sera admirable,** সবই প্যারিস থেকে।'

কথাবার্তা থেমে গেল বারান্দায় পুরুষদল সহ আন্নার প্রত্যাবর্তনে। তাঁদের তিনি পেয়েছিলেন বিলিয়ার্ড ঘরে। ডিনারের সময় হতে তখনো অনেক বাকি, আবহাওয়া চমৎকার, তাই এই বাকি দু'ঘণ্টা কিভাবে কাটানো যায় তার নানা প্রস্তাব এল। আর ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়েতে সময় কাটাবার উপায় ছিল প্রচুর, পক্রোভ্‌স্কয়েতে যেসব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হত, মোটেই তেমন নয়।

'Une partie de lawn tennis'*** — নিজের সেই সুন্দর হাসি হেসে প্রস্তাব দিলেন ভেস্লোভস্কি, 'ফের আপনি হবেন আমার পার্টনার, আন্না আর্কাদিয়েভনা।'

'না, বড়ো গরম। বরং বাগানে খানিক বেরিয়ে তারপর নৌবিহার, দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে তীরভূমি দেখানো যাবে' — বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'আমি সবেতেই রাজি' — স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন।

'আমার মনে হয় ডল্লির সবচেয়ে ভালো লাগবে হেঁটে বেড়াতে, তাই না? তারপর নৌকো' — বললেন আন্না।

তাই স্থির হল। ভেস্লোভস্কি আর তুশকেভিচ গেলেন স্নানের ঘাটে,

* এখানকার অবস্থাটা ভারি মিষ্টি আর পরিপাটী। সবই ইংরেজি কায়দায়। প্রাতরাশের সময় সবাই জোটে, তারপর যে যার ছড়িয়ে পড়ে।

** এটা হবে সুন্দর (ফরাসি)।

*** এক দফা টেনিস (ফরাসি)।

সেখানে নৌকো ঠিক করে সবাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে কথা দিলেন।

পথ দিয়ে ওঁরা হাঁটছিলেন জোড়ায় জোড়ায় — স্ভিয়াজ্‌স্কির সঙ্গে আন্না, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে ডল্লি। তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন যে পরিবেশটায় তিনি গিয়ে পড়েছেন তাতে খানিকটা বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন ডল্লি। আন্নার আচরণকে তিনি বিমূর্তভাবে, তত্ত্বগত দিক থেকে মেনে নিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, সমর্থনই করেছিলেন। সাধ্বী জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়া নিষ্কলুষ সাধ্বী নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা প্রায়ই ঘটে থাকে, পাতকী প্রেমকে তিনি শুধু মার্জনাই করেন নি, এমনকি তার জন্য ঈর্ষাই বোধ করেছিলেন। তা ছাড়া সত্যিই তিনি ভালোবাসতেন আন্নাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, তাঁর কাছে অনাত্মীয় এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে আন্নাকে দেখে, শীলতা সম্পর্কে যাঁদের মতামত দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে নতুন, তাতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। বিশেষ করে তাঁর খারাপ লাগছিল প্রিন্সেস ভারভারাকে দেখে, যিনি সবকিছু ক্ষমা করে দিচ্ছেন যেসব সুবিধা ভোগ করছেন তার জন্য।

আন্নার আচরণ ডল্লি অনুমোদন করেছিলেন সাধারণভাবে, বিমূর্তিতে, কিন্তু যে লোকটির জন্য এরূপ আচরণ করা হল, তাঁকে দেখতে পারছিলেন না ডল্লি। তা ছাড়া ভ্রন্‌স্কিকে তাঁর ভালো লাগে নি কখনো। তিনি তাঁকে ভাবতেন অহংকারী, আর ঐশ্বর্য ছাড়া অহংকার করার মতো কিছুই দেখেন নি তাঁর মধ্যে। কিন্তু এখানে, নিজের বাড়িতে তিনি ডল্লির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে অভিভূত করছিলেন আগের চেয়ে আরো বেশি, তাঁর সামনে নিঃসংকোচ হতে পারছিলেন না ডল্লি। নিজের নাইট-গাউনের জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লেগেছিল, অনেকটা সেইরকম লাগছিল তাঁর। তালিগুলোর জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেমন লজ্জা নয়, অস্বস্তি হয়েছিল, ভ্রন্‌স্কির সামনেও তেমনি তাঁর নিজের জন্য লজ্জা নয়, অস্বস্তি লাগছিল।

বিব্রত বোধ হওয়ায় কথোপকথনের একটা প্রসঙ্গ খুঁজছিলেন ডল্লি। ভ্রন্‌স্কি যা অহংকারী তাতে তাঁর বাগান ও বাড়ির প্রশংসায় তাঁর মন উঠবে না বলে ভাবলেও কথাবার্তার অন্য প্রসঙ্গ না পেয়ে ডল্লি তাঁকে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে তাঁর বাড়িটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো সাবেকী রীতিতে এটা ভারি সুন্দর একটা কুঠি।'

'গাড়ি-বারান্দার সামনেকার আঙিনাটা খুব ভালো লেগেছে আমার। এটা কি আগেও অমনি ছিল?'

'আরে না!' পরিতৃপ্তিতে জ্বলজ্বলে মুখে বললেন তিনি। 'এ বারের বসন্তে আঙিনাটা দেখলে পারতেন!'

এবং প্রথমটা সন্তর্পণে, তারপর ক্রমেই মেতে উঠে ডল্লির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন বাড়ি আর বাগানের নানা দিককার শোভায়। বোঝা যাচ্ছিল যে নিজের সম্পত্তিটার উন্নয়ন ও শোভাবর্ধনের জন্য অনেক খাটায় ভ্রন্‌স্কি নতুন লোকের কাছে বড়াই করার তাগিদ বোধ করছিলেন, অন্তর থেকেই তিনি খুশি হলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার প্রশংসায়।

'আপনি যদি হাসপাতালটা দেখতে চান এবং ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে চলুন যাই, বেশি দূর নয়' — ডল্লির যে সত্যিই ব্যাজার লাগছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

তারপর আন্নার দিকে ফিরলেন, 'তুমিও যাবে নাকি আন্না?'

'যাব। তাই না?' স্ভিয়াজ্‌স্কিকে বললেন আন্না। 'Mais il ne faut pas laisser le pauvre ভেস্লোভস্কি et তুশকেভিচ se morfondre là dans le bateau.* ওদের বলতে পাঠানো দরকার। হ্যাঁ, এখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ ও গড়ছে' — ডল্লিকে তিনি বললেন সেইরকম ধূর্ত, অভিজ্ঞ হাসি নিয়ে, যেভাবে তিনি আগেও হাসপাতালের কথাটা পেড়েছিলেন।

'আহ্, চমৎকার একটা কীর্তি বটে!' স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন। কিন্তু তাঁকে যাতে ভ্রন্‌স্কির ধামা-ধরা বলে না দেখায়, তার জন্য যোগ করলেন সামান্য সমালোচনার একটা টিপ্পনি। 'তবে আমার অবাক লাগে কাউন্ট' — বললেন তিনি, 'জনগণের স্বাস্থ্যের জন্যে এতকিছু করলেও স্কুলের ব্যাপারে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন কী করে।'

'C'est devenu tellement commun les écoles'** — বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'আপনি বুঝতে পারছেন ও জন্যে নয়, এমনি এ কাজটায় মেতে উঠেছি। এইটে হাসপাতালে যাবার পথ' — তরুবীথির ধার দিয়ে বেরবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে বললেন তিনি।

* কিন্তু বেচারা ভেস্লোভস্কি আর তুশকেভিচকে নৌকোয় ক্লান্ত হতে বাধ্য করা উচিত নয় (ফরাসি)।

** স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো বেশি মামুলি ব্যাপার (ফরাসি)।

মহিলারা ছাতা খুলে গেলেন পাশের পথে। কয়েকটা মোড় নিয়ে ফটক দিয়ে বেরতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে পড়ল সামনে উ'চু একটা জায়গার ওপর জটিল আকারের মস্তো এক লাল দালান, নির্মাণ তার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লোহার পাতের চালে তখনো রঙ পড়ে নি, উজ্জ্বল রোদে তা ঝকঝক করছিল। শেষ হয়ে আসা এই দালানটার পাশে মাথা তুলছে আরেকটা দালান, তখনো তা ভারা বাঁধা, অ্যাপ্রণ পরা মজুরেরা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে ই'ট গাঁথছিল, চুন-সুরকির প্রলেপ দিয়ে তা সমান করছিল কর্ণিক চালিয়ে।

'আপনার কাজ চলছে কেমন চটপট!' বললেন স্ভিয়াজ্স্কি; 'গত বার যখন এসেছিলাম তখন চালও ছিল না।'

'শরৎ নাগাদ সব তৈরি হয়ে যাবে। ভেতরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে' — বললেন আন্না।

'আর এই দালানটা কিসের?'

'এখানে থাকবেন ডাক্তার, ঠাঁই নেবে ঔষধালয়' — বললেন ভ্রন্স্কি, তারপর খাটো, হালকা ওভারকোটে স্থপতিকে তাঁর দিকে আসতে দেখে মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

একটা গর্ত থেকে মজুরেরা চুন-সুরকি তুলছিল, সেটার পাশ দিয়ে তিনি গেলেন স্থপতির কাছে এবং উত্তেজিত হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করলেন।

কী ব্যাপার জিগ্যেস করায় আন্নাকে তিনি বললেন, 'মাথাল নিচুই থেকে যাচ্ছে।'

'আমি তো বলেছিলাম যে বনিয়াদটা উ'চু করা দরকার' -- আন্না বললেন।

'সেটা ভালো হত বৈকি আন্না আর্কাদিয়েভনা' — স্থপতি বললেন, 'কিন্তু এখন আর উপায় নেই।'

বাস্তুকর্মে আন্নার জ্ঞানে বিস্ময় প্রকাশ করায় স্ভিয়াজ্স্কিকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি খুবই আগ্রহী। নতুন দালানটাকে আগেরটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। অথচ ওটার কথা ভাবা হয়েছে পরে, শুরু করা হয়েছে বিনা পরিকল্পনায়।'

স্থপতির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ভ্রন্স্কি মহিলাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভেতরটা দেখাতে।

বাইরে তখনো কাজ হচ্ছিল কার্নিস নিয়ে, রঙ দেওয়া হচ্ছিল নিচের তলায়, তাহলেও ওপরতলায় সব কাজই প্রায় শেষ। পেটা লোহার চওড়া সিঁড়ি দিয়ে চাতালে উঠে তাঁরা ঢুকলেন প্রথম বড়ো ঘরখানায়। দেয়ালের পলেস্তারা শ্বেত পাথরের ধাঁচে, বড়ো বড়ো জানলায় শার্সি বসেছে এর মধ্যেই, শুধু মেঝের পার্কেট তখনো শেষ হয় নি। উঁচু হয়ে ওঠা চৌখুপিগুলোর ওপর র‍্যাঁদা ঘষা থামিয়ে ছুতোরেরা মাথার চুল বেঁধে রাখার পটি খুলে উঠে দাঁড়াল অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাতে।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'এটা হবে রোগী গ্রহণকক্ষ। এখানে থাকবে ডেস্ক, টেবিল, আলমারি, ব্যস, আর কিছু নয়।'

'এইখানে, এইখান দিয়ে যাব। জানলার কাছে যেও না' — এই বলে আন্না পরখ করে দেখলেন রঙ শুকিয়েছে কিনা, 'আলেক্‌সেই, রঙ শুকিয়ে গেছে' — যোগ করলেন তিনি।

রোগী গ্রহণকক্ষ থেকে তাঁরা গেলেন করিডরে। এখানে ভ্রন্‌স্কি তাঁদের দেখালেন নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা। তারপরে দেখালেন মর্মরে বাঁধানো স্নানাগার, বিচিত্র ধরনের স্প্রিং দেওয়া শয্যা। তারপর একের পর এক ওয়ার্ড, গুদাম, বিছানার চাদরপত্র রাখার ঘর, অতঃপর নতুন ডিজাইনের ফায়ারপ্লেস, করিডর বরাবর দরকারি জিনিসপত্র জোগাবার ঠেলাগাড়ি যাতে শব্দ হবে না, এবং আরও অনেক কিছু। নতুন সমস্ত উন্নতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের মতো স্ভিয়াজ্‌স্কি কদর করলেন সবকিছুর। এযাবৎ যেসব জিনিস তিনি দেখেন নি, তা দেখে স্রেফ থ' হয়ে গেলেন ডল্লি এবং সবকিছু বোঝার জন্য খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। সেটা স্পষ্টতই ভালো লাগল ভ্রন্‌স্কির।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, এটাই হবে রাশিয়ায় পুরোপুরি সুনির্মিত একমাত্র হাসপাতাল' — বললেন স্ভিয়াজ্‌স্কি।

'কিন্তু আপনাদের এখানে প্রসূতি বিভাগ থাকবে না?' ডল্লি জিগ্যেস করলেন; 'গ্রামে যে তার ভারি দরকার। আমি প্রায়ই...'

নিজের সৌজন্যশীলতা সত্ত্বেও ভ্রন্‌স্কি থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'এটা প্রসূতি সদন নয়, হাসপাতাল। সংক্রামক ছাড়া অন্য সমস্ত রোগ নিয়ে তার কাজ' — বললেন তিনি, 'আর এইটে দেখুন...' যারা সেরে উঠবে তাদের জন্য সদ্য আমদানি করা একটা চলন্ত চেয়ার তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে; 'এই দেখুন' — চেয়ারটায়

বসে তিনি তা চালাতে লাগলেন; 'রোগী হাঁটতে পারছে না, এখনো দুর্বল, অথবা পা রুগ্ন, কিন্তু তার তাজা হাওয়া দরকার, এতে বসে দিব্যি তা চালিয়ে যাবে...'

সবকিছুতেই আগ্রহ ছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, সবকিছুই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগল ভ্রন্স্কিকে, এই সব ব্যাপারে নেশা যাঁর অকৃত্রিম, সহজ-সরল। 'হ্যাঁ, ভারি সুন্দর মিষ্টি মানুষ' -- মাঝে মাঝে ভ্রন্স্কির কথায় কান না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর মুখভাব বোঝার চেষ্টা করে, নিজেকে আন্নার জায়গায় বসিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। তাঁর উৎসাহে এখন ভ্রন্স্কিকে তাঁর এত ভালো লাগল যে বুঝতে পারলেন কেন আন্না তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন।

॥ ২১ ॥

আন্না আস্তাবলে যাবার প্রস্তাব দিলেন, সেখানে নতুন একটা মর্দা ঘোড়াকে দেখতে চাইছিলেন স্ভিয়াজ্স্কি। কিন্তু আন্নাকে ভ্রন্স্কি বললেন, 'না, আমার মনে হয় প্রিন্সেস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ঘোড়ায় তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়। তোমরা যাও, আমি প্রিন্সেসকে বাড়ি পেঁছে দেব আর কিছু কথাবার্তা কইব' — ডল্লির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যদি আপনার সেটা খারাপ না লাগে।'

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছু বুঝি না, আপনার কথায় আমি খুব রাজি' — দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন খানিকটা অবাক হয়ে।

ভ্রন্স্কির মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে ওঁর কিছু চাইবার আছে। ভুল হয় নি তাঁর। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই আন্না যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখে এবং আন্না যে তাঁদের দেখতে বা কথা শুনতে পাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ভ্রন্স্কি শুরু করলেন:

'আপনি ধরতে পেরেছিলেন যে আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?' হাসি-হাসি চোখে ডল্লির দিকে চেয়ে ভ্রন্স্কি বললেন; 'আমি ভুল করব না যদি ধরি আপনি আন্নার বন্ধু' — টুপি খুলে রুমাল বার করে তা দিয়ে মাথায় টাক পড়তে শুরু করা জায়গাটা মুছলেন।

কোনো উত্তর দিলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শুধু ভীত দৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর দিকে। ভ্রন্স্কির সঙ্গে একা হয়ে হঠাৎ ভারি আতংক হল তাঁর। হাসি-হাসি চোখ আর কঠোর মুখভাব ভয় পাওয়াচ্ছিল তাঁকে।

কী বিষয়ে ভ্রন্স্কি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, তা নিয়ে নানান অনুমান মাথায় খেলে গেল তাঁর: 'উনি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে বলবেন আর আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অথবা মস্কোয় আন্নার জন্যে যাতে একটা বন্ধুমহল গড়ে দিই, তাই নিয়ে... কিংবা ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নয়ত? হয়ত-বা কিটি সম্পর্কে, বলবেন যে নিজেকে তিনি দোষী মনে করছেন?' শুধু যা খারাপ, তেমন সবকিছু ভেবে দেখলেন তিনি, কেবল অনুমান করতে পারেন নি কী নিয়ে ভ্রন্স্কি কথা বলতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে।

ভ্রন্স্কি বললেন, 'আন্নার ওপর আপনার প্রভাব অনেক, আপনাকে সে খুবই ভালোবাসে। আমায় সাহায্য করুন।'

ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চাইলেন তাঁর তেজস্বী মুখের দিকে, যার ওপর কখনো সবটাতেই, কখনো জায়গায় জায়গায় রোদ এসে পড়ছিল লিন্ডেন গাছের ছায়া ভেদ করে, কখনো আবার তা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল ছায়ায়। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন যে ভ্রন্স্কি আরো কিছু বলবেন, কিন্তু উনি নীরবে নুড়ির ওপর ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে চললেন তাঁর পাশে পাশে।

'আপনি যখন আমাদের এখানে এসেছেন, আন্নার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনি — প্রিন্সেস ভারভারাকে আমি হিসেবে ধরি না — তখন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এসেছেন আমাদের অবস্থাটা স্বাভাবিক ভেবে নয়, এসেছেন এই কারণে যে অবস্থাটার দুঃসহতা আপনি বোঝেন এবং সব সত্ত্বেও আন্নাকে ভালোবাসেন বলে তাকে সাহায্য করতে চান। আমি আপনাকে ঠিক বুঝেছি কি?' তাঁর দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।

'সে তো বটেই' — ছাতা বন্ধ করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু...'

'না' — এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ভ্রন্স্কি অচেতন একটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভুলে গেলেন যে এতে করে তাঁর সঙ্গিনীকে তিনি একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলছেন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; 'আমার

চেয়ে বেশি করে, তীব্রভাবে আর কেউ অনুভব করে না আন্নার অবস্থার দুর্বিষহতা। আপনি যদি আমায় হৃদয়বান পুরুষ বলে গণ্য করার সম্মান দেন, তাহলে আপনি সেটা বুঝবেন। এ অবস্থাটার জন্যে দায়ী আমি, তাই সেটা প্রাণ থেকে অনুভব করি।'

'বুঝতে পারছি' — যে আন্তরিকতায় এবং দৃঢ়তায় ভ্রন্স্কি কথাটা বললেন, তাতে অজান্তে মুগ্ধ হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'কিন্তু আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন বলেই আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন।' এবং যোগ করলেন, 'আমি বুঝতে পারছি সমাজে আন্নার অবস্থা অসহ্য।'

'সমাজটা নরক' — বিমর্ষ মুখ গোঁজ করে দ্রুত বলে গেলেন ভ্রন্স্কি। 'পিটার্সবুর্গে দু'সপ্তাহ থাকাকালে যে নৈতিক মর্মবেদনা সে ভোগ করেছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না... সেটা বিশ্বাস করুন, অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে, যতদিন আন্নার... বা আপনার প্রয়োজন থাকছে না সমাজের...'

'সমাজ!' ঘৃণাভরে বললেন ভ্রন্স্কি, 'সমাজে কী দরকার থাকতে পারে আমার...'

'ততদিন পর্যন্ত, আর এটা হতে পারে বরাবরের জন্যে — আপনারা সুখী, নিশ্চিন্ত। আন্নাকে দেখে আমি বুঝতে পারছি সে সুখী, পুরোপুরি সুখী, আমায় এটা সে বলেওছে' -- দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন হেসে; কিন্তু বলতে গিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সন্দেহ হল, সত্যিই কি আন্না সুখী।

কিন্তু মনে হল ভ্রন্স্কির কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তার মর্মযন্ত্রণাগুলোর পর সেরে উঠেছে সে; সে সুখী। বর্তমানে সে সুখী। কিন্তু আমি?.. আমাদের কপালে যে কী আছে ভেবে ভয় হয়... মাপ করবেন, হাঁটতে চান?'

'না, মানে আমার কিছু এসে যায় না।'

'তাহলে বসা যাক এখানে।'

তরুবীথির কোণে বাগানের বেঞ্চিতে বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ভ্রন্স্কি দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি সে সুখী' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি আর

আন্না যে সুখী নন এ সন্দেহ আরো বেশি পেয়ে বসল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে? আমরা ভালো করেছি নাকি খারাপ, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু দান পড়ে গেছে' — বললেন ভ্রন্স্কি রুশ থেকে সরে গিয়ে ফরাসি ভাষায়, 'সারা জীবনের জন্যে আমরা বাঁধা। আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে বন্ধন সেই প্রেমে আমরা বাঁধা। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরো ছেলেপিলে হতে পারে আমাদের। কিন্তু আইন এবং আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে যে হাজার হাজার জটিলতা দেখা দিচ্ছে, সমস্ত দুঃখকষ্টের পর এখন বিশ্রাম পেয়ে আন্না সেগুলো গ্রাহ্য করছে না, গ্রাহ্য করতে চায় না, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার নয়, কারেনিনের। এই প্রবঞ্চনা আমি চাই না!' আপত্তির একটা সতেজ ভঙ্গি করে বললেন তিনি, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চাইলেন একটা বিমর্ষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছু বললেন না, শুধু চেয়ে রইলেন ভ্রন্স্কির দিকে। উনি বলে চললেন:

'আর কাল আমার যদি ছেলে হয়, আমার ছেলে, আইন অনুসারে তার উপাধি হবে কারেনিন, আমার উপাধি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হবে না, এবং আমাদের পরিবার যত সুখীই হোক, যত ছেলেপিলেই হোক না আমাদের, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার। সবাই ওরা কারেনিনের। আপনি বুঝে দেখুন এরকম অবস্থার কষ্ট আর ভয়াবহতা! এ নিয়ে আন্নার সঙ্গে কথা বলাব চেষ্টা করেছি। তাতে বিরক্ত হয় সে। সে বোঝে না, অথচ সব ব্যাপারটা আমি বলতে পারি না ওকে। এবার অন্য দিক থেকে দেখুন। আমি ওর প্রেমে সুখী, কিন্তু আমাকে তো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে! সে কাজ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আমি গর্বিত এবং মনে করি যে দরবারে বা ফৌজে আমার ভূতপূর্ব বন্ধুদের কাজের চেয়ে এটা মহনীয়। এখন কোনো সন্দেহই নেই যে আমার এ কাজটা বদলে ওদের কাজে আর যাব না। আমি এখানে, আমার ভিটেয় থেকে খাটছি, এতে আমি সুখী সন্তুষ্ট, সুখের জন্যে আমাদের দরকার নেই আর কিছুর। এ কাজটা আমি ভালোবাসি। Cela n'est pas un pis-aller,* ঠিক উল্টো...'

* আব সেটা এই জন্য নয় যে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই (ফরাসি)।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করেছিলেন যে বক্তব্যের এই জায়গায় এসে উনি গুলিয়ে ফেলছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গচ্যুতিটা তিনি ভালো বুঝতে পারছিলেন না, তবে টের পাচ্ছিলেন যে আন্নার কাছে প্রাণের যে কথাগুলো বলতে পারেন না, তা যখন বলতে শুরু করেছেন, তখন সবটাই বলবেন এবং গ্রামাঞ্চলে তাঁর কাজের প্রশ্নটাও আন্নার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাগুলোর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে।

একটু সচেতন হয়ে ভ্রন্স্কি বললেন, 'তাহলে আমি বলে যাই। প্রধান কথাটা এই যে কাজ করতে গিয়ে আমার এমন নিশ্চিতি থাকা দরকার যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, আমার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু সেটা আমার নেই। কল্পনা করুন এমন এক পুরুষের অবস্থা, যার আগে থেকে জানা আছে যে তার এবং তার প্রিয়তমা নারীর ছেলেমেয়েরা তার হবে না, হবে কে জানে কার, যে এই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সঙ্গে। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

তিনি চুপ করে গেলেন স্পষ্টতই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে।

'তা ঠিক, আমি এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্না কী করতে পারে?' জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হ্যাঁ, এতে আমি আমাদের কথাবার্তার উদ্দেশ্যে আসছি' — অতি কষ্টে সুস্থির হয়ে তিনি বললেন; 'আন্না পারে, এটা নির্ভর করছে তার ওপর... আমি যদি সন্তানকে পোষ্য নেবার জন্যে জারের কাছে আবেদন করি, তাহলেও দরকার বিবাহবিচ্ছেদ। আর এটা নির্ভর করছে আন্নার ওপর। ওর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদে রাজি — আপনার স্বামী একসময় ওকে রাজি করিয়েছিলেন, আমি জানি, এখনো সে আপত্তি করবে না। শুধু ওকে লিখে জানাতে হবে। সে তখন সোজাসুজি বলেছিল, আন্না যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে সে আপত্তি করবে না। বলাই বাহুল্য' — বিমর্ষ মুখে বললেন তিনি, 'এটা একটা ভণ্ডের নিষ্ঠুরতা, যা হৃদয়হীন এই সব লোকেদের পক্ষেই সম্ভব। ও জানে যে ওর সম্পর্কে কোনো কথা মনে পড়লে কী কষ্ট হয় আন্নার আর আন্নাকে জানে বলেই তার চিঠি দাবি করছে। আমি বুঝি আন্নার পক্ষে সেটা যন্ত্রণাকর, কিন্তু কারণগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে দরকার passer pardessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses

enfants.* আমি নিজের কথা কিছু বলছি না, যদিও আমার পক্ষে এটা দুঃসহ, খুবই দুঃসহ' — তাঁর কাছে দুঃসহ হচ্ছে বলে কার প্রতি যেন একটা শাসানির ভাব নিয়ে তিনি বললেন। 'তাই প্রিন্সেস, নির্লজ্জের মতো আমি আপনাকে আমার ভরসাস্থল বলে ধরছি। ওকে চিঠি লিখে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার জন্যে ওকে বুঝিয়ে সাহায্য করুন আমায়!'

'হ্যাঁ, সে তো বলা বাহুল্য' — চিন্তিতভাবে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎটা স্পষ্টভাবে ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। 'হ্যাঁ, সে তো বলা বাহুল্য' — আন্নার কথা মনে করে দৃঢ়ভাবে পুনরুক্তি করলেন তিনি।

'ওর ওপর আপনার প্রভাব খাটান, চিঠি লেখান ওকে দিয়ে। এ নিয়ে আমি ওকে কিছু বলতে চাই না, বলতে প্রায় পারিই না।'

'বেশ, আমি কথা কইব। কিন্তু ও নিজে কেন ভেবে দেখছে না?' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল আন্নার চোখ কোঁচকানোর অদ্ভুত নতুন অভ্যাসটার কথা। তাঁর এও মনে পড়ল যে আন্না চোখ কোঁচকান ঠিক যখন কথাটা ওঠে জীবনের অন্তরতম দিক নিয়ে। 'ঠিক যেন নিজের জীবনের দিকে চোখ কোঁচকাচ্ছেন যাতে তার সবটা দেখতে না হয়' -- ভাবলেন ডল্লি। 'অবশ্য অবশ্যই আমি নিজের জন্যে আর আন্নার জন্যে কথা কইব ওর সঙ্গে' — দ্রন্স্কির কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা, বাড়ি গেলেন।

॥ ২২ ॥

ডল্লি এর আগেই ফিরেছেন দেখে আন্না তাঁর চোখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রশ্ন নিয়ে দ্রন্স্কির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, কিন্তু কথায় সেটা বললেন না।

বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে গেছে। তোমায় আমায়

* ভাবপ্রবণতার এই সব সূক্ষ্মতা পেরিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা আন্না আর তার সন্তানদের সুখ এবং ভাগ্য নিয়ে (ফরাসি)।

একেবারেই দেখা হচ্ছে না। আশা করছি সন্ধেয় হবে। এখন আমার পোশাক বদলানোর জন্যে যাওয়া দরকার। মনে হয় তোমারও। ঘর তোলা দেখতে গিয়ে সবাই আমরা নোংরা মেখেছি।'

ডল্লি গেলেন তাঁর ঘরে, হাসি পেল তাঁর। বেশভূষা করার কিছুই তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর সেরা গাউনটা তিনি আগেই পরে আছেন; কিন্তু ডিনারের জন্য কিছুটা সাজ করেছেন এইটে দেখাবার জন্য তিনি তাঁর গাউনটা ফিটফাট করতে বললেন দাসীকে, কফ আর ফিতে বদলে নিলেন, লেস স্কার্ফ দিলেন মাথায়।

'এইটুকুই আমি যা করতে পেরেছি' — হেসে তিনি বললেন আন্নাকে, ফের তৃতীয় একটি অসামান্য সাধারণ পোশাকে তিনি এসেছিলেন ডল্লির কাছে।

'হ্যাঁ, আমরা এখানে বড়ো খুঁতখুঁতে' — আন্না বললেন যেন নিজের সাজের ঘটায় মাপ চেয়ে, 'তুমি এসেছ বলে আলেক্‌সেই এত খুশি যা সে হয় প্রায় কদাচিৎ। নিশ্চয়ই ও তোমার প্রেমে পড়েছে' — তারপর যোগ করলেন তিনি: 'আর তুমি ক্লান্ত হও নি তো?'

ডিনারের আগে কিছু নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না। ড্রয়িং-রুমে এসে তাঁরা দেখলেন ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির প্রিন্সেস ভারভারা আর কালো কোট পরা পুরুষেরা। স্থপতির পরনে ফ্রক-কোট। ডাক্তার আর গোমস্তার সঙ্গে ডল্লির পরিচয় করিয়ে দিলেন ভ্রন্‌স্কি। স্থপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে।

মাড় দেওয়া শাদা টাই পরা মোটাসোটা খানসামা জ্বলজ্বলে চাঁছাছোলা মুখে জানালে যে খাবার তৈরি। মহিলারা উঠলেন। ভ্রন্‌স্কি স্ভিয়াজ্‌স্কিকে অনুরোধ করলেন আন্না আর্কাদিয়েভনাকে বাহুলগ্না করতে, নিজে গেলেন ডল্লির কাছে। তুশকেভিচের আগেই প্রিন্সেস ভারভারার দিকে ভেস্লোভস্কি হাত বাড়িয়ে দিতে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে তুশকেভিচ গেলেন একা-একা।

ডিনার, ডাইনিং-রুম, বাসনপত্র, পরিচারকেরা, সুরা, খাদ্যদ্রব্য শুধু গৃহের নতুন বিলাসের অনুরূপই নয়, মনে হল সবকিছুর চেয়েও তা বেশি নতুন আর বিলাসী। তাঁর কাছে নতুন এই বিলাসটা লক্ষ করলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা আর সংসারের ভার নেওয়া গৃহকর্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রার অনেক উর্ধ্বে এই সব বিলাসের একটাও তাঁর সংসারে

দেখার আশা না রাখলেও আপনা থেকেই সমস্ত খুঁটিনাটিতে মন দিলেন, ভাবলেন কে এ সব করেছে, এবং কিভাবে? ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, তাঁর নিজের স্বামী, এমনকি স্ভিয়াজ্স্কি এবং আরো বহু যেসব লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ নিয়ে ভাবতেন না, সমস্ত সজ্জন গৃহস্বামীই তাঁর অতিথিদের যা ভাবাতে চান, বিশ্বাস করতেন তাঁর কথায়, যথা: এত চমৎকার যে আয়োজন হয়েছে, তাতে তাঁর, গৃহস্বামীর কোনো প্রয়াসই ছিল না, ওটা হয়েছে আপনা থেকেই। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তো জানেন যে এমনকি ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশের মন্ডও আপনা থেকে হয় না, তাই এমন জটিল ও অপূর্ব আয়োজনের পেছনে কারো সতর্ক মনোযোগ থাকার কথা। এবং আলেক্সেই কিরিলোভিচ যেভাবে টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, যেভাবে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন খানসামাকে, যেভাবে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন মাছ-শবজির নাকি মাংসের কোন সুপটা তাঁর পছন্দ, তা থেকে তিনি বুঝলেন যে সবই করা হচ্ছে এবং চলছে স্বয়ং গৃহস্বামীর প্রয়াসে। এর জন্য ভেস্লোভস্কির কৃতিত্ব যতটা, আন্নার কৃতিত্ব তার বেশি নয়। আন্না, স্ভিয়াজ্স্কি, প্রিন্সেস আর ভেস্লোভস্কি — সবাই একই রকমের অতিথি, তাঁদের জন্য যা আয়োজন করা হয়েছে, সানন্দে উপভোগ করছেন তা।

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব আন্না পালন করছিলেন কেবল কথাবার্তার ধারা পরিচালনায়। এবং অনতিবৃহৎ টেবিল, গোমস্তা আর স্থপতির মতো একেবারে ভিন্ন জগতের লোক, যারা অনভ্যস্ত এই বিলাসে সংকুচিত না হবার জন্য চেষ্টিত, সাধারণ কথাবার্তায় বেশিক্ষণ অংশ নিতে অক্ষম, তাঁদের নিয়ে কথোপকথনের যে ধারা স্থির করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে খুবই কঠিন আন্না তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর অভ্যস্ত মাত্রাবোধে, স্বাভাবিকতায়, এমনকি আনন্দের সঙ্গে, যা লক্ষ করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

তুশকেভিচ আর ভেস্লোভস্কি কিভাবে একলা নৌকো চালিয়ে গেছেন, কথাবার্তা হচ্ছিল তাই নিয়ে। পিটার্সবুর্গের ইয়াখ্ট-ক্লাবে শেষবারের প্রতিযোগিতার কথা বলতে শুরু করলেন তুশকেভিচ। তাঁর কথায় ছেদ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আন্না তৎক্ষণাৎ স্থপতিকে তাঁর নীরবতা থেকে বার করে আনবার জন্য ফিরলেন তাঁর দিকে।

'গতবার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তারপর কত তাড়াতাড়ি দালান উঠেছে দেখে নিকোলাই ইভানিচ চমৎকৃত' — স্ভিয়াজ্স্কি সম্পর্কে বললেন

তিনি; 'কিন্তু আমি নিজেই রোজ যাই আর কত তাড়াতাড়ি কাজ এগুচ্ছে দেখে অবাক হই রোজই।'

'হুজুরের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে' — হেসে বললেন স্থপতি (নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সশ্রদ্ধ সুস্থির একটি মানুষ তিনি)। 'সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কাজের মতো নয়। সেখানে গাদা গাদা কাগজ সই করতে হয়, আর কাউণ্টকে আমি স্রেফ মতামত জানাই, একটু আলোচনা হয়, তিন কথাতেই সিদ্ধান্ত।'

'আমেরিকান পদ্ধতি' — হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে দালান তোলা হয় যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে...'

কথাবার্তা সরে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গে, কিন্তু নীরবতা থেকে গোমস্তাকে বার করে আনার জন্য তক্ষুনি আন্না অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'ফসল তোলার যন্ত্রগুলো তুমি দেখো নি?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন তিনি; 'তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি নিজেই এই প্রথম দেখলাম।'

'কিভাবে কাজ করে ওগুলো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'একেবারে কাঁচির মতো। একটা তক্তা আর ছোটো ছোটো বহু কাঁচি তাতে। এইরকম।'

আন্না তাঁর সুন্দর অঙ্গুরীশোভিত শাদা হাতে ছুরি কাঁটা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। উনি নিশ্চয় বুঝছিলেন যে তাঁর ব্যাখ্যায় কোনো ফল হচ্ছে না; কিন্তু তিনি সুন্দর করে কথা কইছেন, হাত দু'খানাও তাঁর সুন্দর, এটা জানা থাকায় ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'কলম-কাটা ছুরির মতো অনেকটা' — আন্নার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কৌতুক করে বললেন ভেস্লোভস্কি।

আন্না সামান্য হাসলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

'সত্যি কাঁচির মতো, তাই না কার্ল ফিওদরিচ?' গোমস্তাকে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'O ja' — জবাব দিলেন জার্মান, 'Es ist ein ganz einfaches Ding'* — এবং যন্ত্রের গঠনকৌশল বোঝাতে লাগলেন তিনি।

'এ যন্ত্র যে আঁটি বাঁধে না, এটা দুঃখের কথা' — বললেন স্ভিয়াজ্স্কি,

---

* ও হ্যাঁ, এটা নিতান্ত সাধারণ জিনিস (জার্মান)।

'ভিয়েনার প্রদর্শনীতে আমি তার দিয়ে আঁটি বাঁধতে দেখেছি, ওতে বেশি লাভ হত।'

'Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden'* — নীরবতা থেকে ছাড়া পেয়ে জার্মান ভ্রন্‌স্কিকে বললেন, 'Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht'** — পকেটে যেখানে তিনি হিসাবপত্তর টুকে রাখতেন সেই পকেটবই আর পেন্সিলটা নেবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এখন ডিনার টেবিলে সেটা মনে পড়ায় এবং ভ্রন্‌স্কির নিরুত্তাপ দৃষ্টি লক্ষ করে ক্ষান্ত হলেন। 'Zu complicirt, macht zu viel Klopot'*** -- মন্তব্য করলেন তিনি।

'Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots'**** — ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি বললেন জার্মানকে ব্যঙ্গ করে; 'J'adore l'allemand'***** — ফের সেই হাসি নিয়ে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে।

'Cessez'*) -- আন্না বললেন কপট কঠোরতায়।

'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে মাঠে দেখতে পাব, ভাসিলি সেমিওনিচ' — রুগ্ন ডাক্তারটিকে বললেন আন্না, 'আপনি গিয়েছিলেন সেখানে?'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাই' — বিমর্ষ রসিকতা করে জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তার মানে আপনি বেশ একটু বেরিয়ে বেড়িয়েছেন।'

'চমৎকার!'

'আর বৃদ্ধা কেমন আছে? আশা করি টাইফয়েড নয়?'

'টাইফয়েড হোক না হোক, ভালোর দিকে যাচ্ছে না।'

'কী দুঃখের কথা!' এই বলে গার্হস্থ্য লোকেদের সম্মান জানিয়ে আন্না মন দিলেন অতিথিদের দিকে।

* সব দাঁড়াচ্ছে এইটেয় . তারের দাম হিসেব করতে হয় (জার্মান)।

** এটা হিসেব করা যায়, হুজুর (জার্মান)।

*** বড়ো বেশি জটিল, ঝামেলা হবে অনেক (জার্মান)।

**** আয় করতে চাইলে ঝামেলাও সইতে হবে (জার্মান)।

***** জার্মান ভাষা খুব ভালোবাসি (ফরাসি)।

*) থামুন (ফরাসি)।

'যাই বলুন, আপনার কথামতো যন্ত্র বানানো মুশকিল, আন্না আর্কাদিয়েভনা' — রসিকতা করে বললেন স্ভিয়াজ্‌স্কি।

'কেন মুশকিল, কিসে?' হেসে জিগ্যেস করলেন আন্না, সে হাসিতে বোঝা গেল যে যন্ত্রের গঠনকৌশল নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় মধুর কিছু একটা ছিল যা স্ভিয়াজ্‌স্কিরও নজরে পড়েছে। অল্পবয়সী ছেনালির এই নতুন দিকটা ডল্লির ভালো লাগল না।

'কিন্তু বাস্তুকর্ম সম্পর্কে আন্না আর্কাদিয়েভনার যা জ্ঞান সেটা আশ্চর্য' — বললেন তুশকেভিচ।

'নয়ত কী, কাল আমি থামের ভিৎ নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম আন্না আর্কাদিয়েভনাকে' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক না?'

'চারপাশে যখন এতকিছু দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তখন এতে অবাক হবার কিছু নেই' — বললেন আন্না; 'আর আপনি নিশ্চয় জানেন না কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়?'

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা দেখতে পেলেন যে আন্না আর ভেস্লোভস্কির মধ্যে যে একটা লীলারঙ্গের সুর ছিল সেটা আন্নার ভালো লাগছিল না, তাহলেও অনিচ্ছায় ধরা দিলেন তাতে।

এক্ষেত্রে ভ্রন্‌স্কি মোটেই লেভিনের মতো আচরণ করলেন না। ভেস্লোভস্কির বাচালতায় তিনি স্পষ্টতই কোনো গুরুত্ব দেন নি, বরং উৎসাহ দিলেন রসিকতাটায়।

'তাহলে বলুন ভেস্লোভস্কি, পাথর জোড়া লাগে কিসে?'

'সিমেন্টে নিশ্চয়।'

'চমৎকার! কিন্তু সিমেন্ট কী জিনিস?'

'একতাল কাদার মতো... না, পুটিঙের মতো' — ভেস্লোভস্কির উত্তরে হো হো করে হেসে উঠলেন সবাই।

বিষণ্ণ নীরবতায় নিমগ্ন ডাক্তার, স্থপতি আর গোমস্তা ছাড়া ভোজনরতদের আলাপ থামছিল না, কখনো তা পিছলিয়ে যাচ্ছিল, কখনো মোক্ষম খোঁচা মারছিল কাউকে। একবার দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা খুবই আহত হয়েছিলেন, এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে লাল হয়ে ওঠেন, পরে মনে করবার চেষ্টা করেছেন অবান্তর ও অপ্রীতিকর কিছু বলেছিলেন কিনা। স্ভিয়াজ্‌স্কি লেভিনের কথা তোলেন, তাঁর এই অদ্ভুত মতামতের উল্লেখ করেন যে রুশী কৃষিকর্মে যন্ত্র ক্ষতিকর।

'শ্রীযুক্ত লেভিনকে জানার সৌভাগ্য আমার হয় নি' — হেসে বলেন ভ্রন্‌স্কি, 'কিন্তু যে যন্ত্রগুলোকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন, সেগুলো সম্ভবত তিনি কখনো দেখেন নি, আর দেখে পরখ করে থাকলেও সেটা ওপর-ওপর, এবং রুশী যন্ত্র, বিদেশী নয়। এখানে মতামত আসতে পারে কোত্থেকে?'

'মোটের ওপর তুর্কী মতামত' — আন্নার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন ভেস্লোভস্কি।

'আমি ওঁর মতামত সমর্থন করতে যাচ্ছি না' — লাল হয়ে বলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে উনি অতি সুশিক্ষিত লোক, এখানে থাকলে কী জবাব দিতে হবে সেটা তিনি নিজেই জানতেন, আমি জানি না।'

'ওকে আমি ভারি ভালোবাসি, খুবই বন্ধু আমরা' — সদয় হাসি হেসে বললেন স্ভিয়াজ্‌স্কি, 'Mais pardon, il est un petit peu toqué*; যেমন জেমস্ত্‌ভো প্রশাসন আর সালিসী আদালতকে সে মনে করে নিষ্প্রয়োজন, তাতে যোগ দিতে চায় না।'

'এটা আমাদের রুশী ঔদাসীন্য' — বোঁটার ওপর বসানো পাতলা একটা পাত্রে বরফ জল ঢালতে ঢালতে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'আমাদের অধিকার হেতু যেসব দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা অনুভব না করে এ সব দায়িত্ব অস্বীকার করা।'

'নিজের দায়িত্ব পালনে ওঁর চেয়ে বেশি কঠোর লোক আমি দেখি নি' — ভ্রন্‌স্কির এই শ্রেষ্ঠত্বের সুরে তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

'বিপরীতপক্ষে আমি' — কথাটায় কেন জানি রীতিমতো খোঁচা খেয়ে ভ্রন্‌স্কি বলে চললেন, 'বিপরীতপক্ষে আমি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমায় সম্মানী সালিসী বিচারক নির্বাচিত করায় আমি নিকোলাই ইভানিচের নিকট (স্ভিয়াজ্‌স্কিকে দেখালেন তিনি) অতি কৃতজ্ঞ। অধিবেশনে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চাষীর মামলা শোনা আমি আর যাকিছু করতে পারি তার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমায় যদি পরিষদ সদস্য করা হয়, তাহলে সেটা আমার সম্মান বলে জ্ঞান করব। ভূস্বামী হিশেবে যেসব সুবিধা আমি ভোগ করি তা পরিশোধ করতে পারব এই

* কিন্তু মাপ করবেন, কিছুটা উদ্ভটত্ব ওর আছে (ফরাসি)।

দিয়ে। দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রে বৃহৎ ভূস্বামীদের যে গুরুত্ব থাকা উচিত সেটা বোঝা হচ্ছে না।'

ভ্রন্স্কি নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে নিজের ন্যায্যতা সম্পর্কে যেভাবে নিশ্চিন্তে কথা বলে যাচ্ছিলেন, সেটা শুনতে অদ্ভুত লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তাঁর মনে পড়ল একেবারে বিপরীত দৃষ্টিধারী লেভিনও নিজের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে একইরকম দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লেভিনকে ভালো লাগে তাঁর, তাই তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন।

'তাহলে পরের অধিবেশনে আপনার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউন্ট?' স্ভিয়াজ্স্কি বললেন; 'তবে রওনা দিতে হবে আগে যাতে আটই ওখানে পেঁছে যান। সম্ভবত আমার কাছে আসার সম্মান দেবেন কি আমায়?'

'তোমার beau-frère-র সঙ্গে অমি খানিকটা একমত' — আন্না বললেন; 'শুধু উনি যা ভাবছেন সেভাবে নয়' - হেসে যোগ করলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ইদানীং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে বড়ো বেশি। আগে যেমন রাজপুরুষেরা ছিল এত বেশি যে প্রতিটি কাজের জন্যে একজন করে বরাদ্দ হত, এখন তেমনি এই সব সামাজিক কর্মকর্তা। আলেক্সেই এখানে আছে ছয় মাস, কিন্তু ইতিমধ্যেই মনে হয় ও পাঁচটা কি ছ'টা সামাজিক সংস্থার সদস্য - ট্রাস্টি, জজ, পরিষদের সদস্য, জুরি, ঘোড়া নিয়ে আরো কী-একটা ব্যাপার। Du train que cela va* সমস্ত সময় যায় এর পেছনে। এই সব ব্যাপার এত বেশি যে আমার ভয় হয় যে ওগুলো কেবল একটা বাহ্যিক কৃত্যে দাঁড়াচ্ছে। আপনি কতগুলো সংস্থার সদস্য নিকোলাই ইভানিচ?' স্ভিয়াজ্স্কিকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'মনে হয় কুড়িটার বেশি! তাই না?'

আন্না কথাগুলো বলছিলেন ঠাট্টা করে, কিন্তু তাঁর সুরে ধরা যাচ্ছিল বিরক্তি। আন্না আর ভ্রন্স্কিকে মন দিয়ে লক্ষ করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তক্ষুনি টের পেয়েছিলেন সেটা। এও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে এই কথাবার্তাটার সময় ভ্রন্স্কির মুখভাব হয়ে ওঠে গুরুতর, একরোখা। এইটে লক্ষ করে এবং প্রিন্সেস ভারভারা যে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে পিটার্সবুর্গের কথা পাড়লেন তা দেখে, এবং বাগানে

* এই ধরনের জীবনযাত্রার কল্যাণে (ফরাসি)।

ভ্রন্স্কি অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলছিলেন তা মনে পড়ায় ডল্লি বুঝলেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এই প্রশ্নটার সঙ্গে আন্না ও ভ্রন্স্কির মধ্যে কী-একটা গোপন কলহ জড়িয়ে আছে।

খাদ্য, সুরা, পরিবেশন — সবই অতি চমৎকার, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ডিনার আর বলনাচে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা যা দেখেছেন তেমনি, যাতে তিনি অনভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, যাতে থাকত সেই একই নৈর্ব্যক্তিকতা আর চাপের ভাব; তাই সাধারণ একটা দিনে অল্প কয়েকজনের জন্য এই সব পারিপাট্য বিছছিরি লাগল তাঁর।

ডিনারের পর বারান্দায় বসলেন সবাই। তারপর শুরু হল লন টেনিস খেলা। খেলোয়াড়রা দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সমতল ও রোল করা ক্রকেটগ্রাউন্ডে, সোনালী খুঁটিতে টাঙানো নেটের দুই পাশে। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা খেলে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকখন খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছিলেন না, আর যখন বুঝলেন তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিন্সেস ভারভারার কাছে গিয়ে বসে শুধু দেখতে লাগলেন খেলোয়াড়দের। তাঁর পার্টনার তুশকেভিচও খেলা ছেড়ে দিলেন; কিন্তু অন্যান্যেরা খেলা চালিয়ে গেলেন অনেকখন। স্ভিয়াজ্‌স্কি আর ভ্রন্স্কি দু'জনেই খেলছিলেন চমৎকার এবং গুরুত্ব দিয়ে। তাঁদের দিকে পাঠানো বলের ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখছিলেন তাঁরা, দেরি বা তাড়াহুড়ো না করে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন তার দিকে, বলটার লাফিয়ে ওঠার অপেক্ষা করছিলেন, তারপর র‍্যাকেটের নিখুঁত ও অব্যর্থ ঘায়ে সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন নেটের ওপর দিয়ে। সবচেয়ে খারাপ খেলছিলেন ভেস্লোভস্কি। বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তিনি, তবে নিজের ফুর্তিতে মাতিয়ে রাখছিলেন খেলোয়াড়দের। থামছিল না তাঁর হাসি আর চিৎকার। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য পুরুষদের মতো তিনি তাঁর ফ্রক-কোট খুললেন, শাদা শার্ট পরে, ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখে, সুন্দর বিশাল দেহে দমকা মেরে দৌড়োদৌড়ি করে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন মনে।

সে রাতে ঘুমাবার জন্য বিছানায় শুয়ে চোখ মুদতেই দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা ক্রমেটগ্রাউন্ডে ছুটোছুটি করতে দেখছিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে।

খেলার সময়টায় কিন্তু দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার মন খারাপ ছিল। ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আন্নার মধ্যে যে একটা চটুলতা চলছিল,

আর শিশু সন্তান ছাড়া বয়স্করা বাচ্চাদের খেলা খেললে যেরকম অস্বাভাবিক মনে হয়, তেমন একটা সাধারণ অস্বাভাবিকতা — এর কোনোটাই তাঁর ভালো লাগে নি। কিন্তু অন্যদের মনঃক্ষুণ্ণ না করা আর কোনোক্রমে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার খেলায় যোগ দিলেন এবং ভান করলেন যেন ফুর্তি পাচ্ছেন তিনি। সেদিন সারা সময়টা তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে নেমেছেন আর তাঁর খারাপ অভিনয়ে নাটকটাই মাটি হয়ে যাচ্ছে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই ভেবে এসেছিলেন যে ভালো লাগলে দু'দিন থাকবেন। কিন্তু সন্ধ্যায়, খেলার সময় তিনি স্থির করলেন চলে যাবেন পরের দিনই। মায়ের যে যন্ত্রণাকর ঝামেলাগুলোকে তিনি এখানে আসার সময় রাস্তায় এমন ঘৃণা করেছিলেন, একটা দিন তা ছাড়াই কাটার পর এখন তারা দেখা দিল অন্য আলোয়, সেই ঝামেলাগুলোই টানছিল তাঁকে।

সান্ধ্য চা আর নৈশ নৌকাবিহারের পর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যখন একা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, পোশাক ছেড়ে রাতের জন্য পাতলা হয়ে আসা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, মনটা অনেক হালকা লাগল তাঁর।

আন্না এখন তাঁর কাছে আসবেন এটা ভেবে তাঁর এমনকি খারাপই লাগছিল। চাইছিলেন নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে একা থাকতে।

॥ ২৩ ॥

ডল্লি শুতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাতের পোশাকে আন্না এলেন তাঁর কাছে।

গোটা দিনটা বার কয়েক তাঁর প্রাণের কথা বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু দু'চারটে কথা বলেই থেমে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন: 'সে পরে হবে, তুমি আমি একলা হলে বলব। কত কথা তোমায় বলার আছে আমার।'

এখন ওঁরা একলা, কিন্তু আন্না ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। জানলার কাছে বসে তিনি ডল্লির দিকে চেয়ে রইলেন, প্রাণ থেকে কথাবার্তার যে ভান্ডার অফুরন্ত লেগেছিল, মনে মনে তা হাতড়াতে লাগলেন কিন্তু কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বলা হয়ে গেছে সবই।

‘তা কিটি কেমন আছে?’ গভীর শ্বাস ফেলে দোষী-দোষী ভাব নিয়ে ডল্লির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, ‘আমায় সত্যি করে বলো তো ডল্লি, আমার ওপর সে রাগ করে আছে কি?’

‘রাগ? মোটেই না’ — হেসে বললেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

‘কিন্তু আমায় দেখতে পারে না, ঘেন্না করে?’

‘না, না! তবে জানো তো এটা ক্ষমা করে না কেউ।’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক’ — মুখ ফিরিয়ে, খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আন্না বললেন, ‘কিন্তু আমার দোষ ছিল না। আর কেই-বা দোষী? দোষী কী জিনিস? হতে পারত কি অন্যরকম? কি মনে করো তুমি? তুমি স্তিভার স্ত্রী নও, এ কি হতে পারত?’

‘সত্যি জানি না। তবে তুমি আমায় বলো...’

‘হ্যাঁ, বলব, কিন্তু কিটির প্রসঙ্গটা আমরা শেষ করি নি এখনো। ও কি সুখী? লোকে বলে, লেভিন চমৎকার লোক।’

‘শুধু চমৎকার বললে কম বলা হয়। ওঁর চেয়ে ভালো লোক আমি আর দেখি নি।’

‘আহ্‌ কী যে আনন্দ হচ্ছে! ভারি আনন্দ হচ্ছে! শুধু চমৎকার বললে কম বলা হয়’ — পুনরুক্তি করলেন আন্না।

ডল্লি হাসলেন।

‘কিন্তু নিজের কথা তুমি বলো আমায়। তোমার সঙ্গে লম্বা কথাবার্তা আছে। বাগানে আমরা...’ কিন্তু ভ্রন্‌স্কিকে কী নামে উল্লেখ করবেন ভেবে পেলেন না ডল্লি। কাউণ্ট বা আলেক্‌সেই কিরিলোভিচ — দুটো নামেই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অস্বস্তিকর।

‘আলেক্‌সেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো’ — আন্না বললেন, ‘কী নিয়ে কথা হয়েছে তাও আমি জানি। কিন্তু তোমায় আমি সোজাসুজি জিগ্যেস করতে চাই, আমার সম্পর্কে, আমার জীবনটা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি?’

‘এমন হঠাৎ করে বলি কিভাবে? সত্যি আমি জানি না।’

‘না, তাহলেও বলো... তুমি আমার জীবন দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ভুলো না যে এটা দেখছ গ্রীষ্মে, তুমি যখন এলে আমরা একা ছিলাম না... কিন্তু আমরা এসেছিলাম বসন্তের একেবারে গোড়ায়, ছিলাম নিতান্ত একা-একা, থাকবও আবার একা, এর চেয়ে ভালো কিছু আমি কামনা কবি না।

কিন্তু কল্পনা করে দ্যাখো, আমি থাকছি একা, ওকে ছাড়া, একা, আর সেটা ঘটবে... সবকিছু থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা ঘটবে ঘন ঘন, ওর অর্ধেকটা সময় কাটবে বাড়ির বাইরে' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, সরে এসে বসলেন ডল্লির কাছে।

ডল্লি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আন্না বললেন, 'বলাই বাহুল্য, বলাই বাহুল্য, ওকে আমি আটকে রাখব না জোর করে, এখনো আটকে রাখছি না। ঘোড়দৌড় হচ্ছে, ওর ঘোড়া দৌড়বে, ও চলল। তাতে আমি খুবই খুশি। কিন্তু তুমি আমার কথাটা ভাবো, কল্পনা করো আমার অবস্থাটা... যাক গে, ও বলে কী হবে!' হাসলেন আন্না; 'তা কী সে বললে তোমায়?'

'সে যা বললে সেটা আমিও তোমায় বলতে চাই, ওর ওকালতি করা আমার পক্ষে সহজ: আমি বলতে চাই, উপায় কি নেই, এ কি হয় না...' — থতোমতো খেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তোমার অবস্থাটা শোধরানো, ভালো করার উপায় নেই কি?.. তুমি জানো কিভাবে আমি দেখছি... তবুও যদি উপায় থাকে, তোমার বিয়ে করা উচিত...'

'তার মানে বিবাহবিচ্ছেদ?' আন্না বললেন; 'জানো, পিটার্সবুর্গে একমাত্র যে নারী আমার কাছে এসেছে সে বেট্‌সি ত্‌ভের্স্কায়া। তুমি চেনো তাকে? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe.* অতি জঘন্য উপায়ে স্বামীকে প্রতারণা করে সে সম্পর্ক পেতেছিল তুশকেভিচের সঙ্গে। আর সেই কিনা আমায় বললে যে আমার অবস্থাটা যতক্ষণ বিশৃঙ্খল থাকছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। ভেবো না যে আমি ওর সঙ্গে তুলনা করলাম... আমি তোমায় তো জানি, বোন। ওটা আপনা থেকে কেমন মনে পড়ে গেল... তা ও কী বললে তোমায়?' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

'বললেন যে তোমার জন্যে, নিজের জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি হয়ত বলবে এটা স্বার্থপরতা, কিন্তু অতি সঙ্গত এবং উদার স্বার্থপরতা! উনি চান প্রথমত নিজের মেয়েকে বৈধ করতে আর তোমার স্বামী হতে, তোমার ওপর অধিকার পেতে।'

'আমার অবস্থায় কোন স্ত্রী, কোন ক্রীতদাসীর পক্ষে সম্ভব আমার মতো ক্রীতদাসী হওয়া?' বিমর্ষ কণ্ঠে বাধা দিলেন তিনি।

---

* মূলত এটি এক ব্যভিচারিণী নারী (ফরাসি)।

'প্রধান যে জিনিসটা উনি চাইছেন... উনি চাইছেন তুমি যেন কষ্ট না পাও।'

'সে অসম্ভব। তারপর?'

'তারপর অতি ন্যায়সঙ্গত একটা জিনিস — উনি চান তোমাদের ছেলেমেয়েদের যেন বৈধ নাম থাকে।'

'কিসের আবার ছেলেমেয়ে?' ডল্লির দিকে না তাকিয়ে চোখ কুঁচকে বললেন আন্না।

'আনি আর ভবিষ্যতে যারা আসবে...'

'ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ছেলেমেয়ে আমার আর হবে না।'

'হবে না বলছ কেমন করে?..'

'হবে না কারণ আমি তা চাই না।'

এবং নিজের সমস্ত অস্থিরতা সত্ত্বেও ডল্লির মুখে একটা সরল কৌতূহল, বিস্ময় আর আতংক দেখে হাসলেন তিনি।

'আমার অসুখের পর ডাক্তার বলেছে আমায়...'

. . . .

'হতে পারে না!' বিস্ফারিত চোখে ডল্লি বললেন। তাঁর কাছে এটা এমন একটা উদ্ঘাটন যার পরিণাম আর খতিয়ান এতই বৃহৎ যে প্রথম মুহূর্তগুলোতে টের পেতে হয় যে সবটা বুঝে উঠতে পারা অসম্ভব, তার জন্য অনেক, অনেক ভেবে দেখতে হবে।

পরিবারে কেন মাত্র একটি বা দুটি শিশু থাকে এই যে রহস্যটা আগে তাঁর কাছে ছিল দুর্বোধ্য এই উদ্ঘাটন তা পরিষ্কার করে দিয়ে এত ভাবনা, চিন্তা আর পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগের উপলক্ষ হয়ে উঠল যে ডল্লি কিছুই বলতে পারলেন না, শুধু অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন আন্নার দিকে। আজ রাস্তায় আসতে আসতে তিনি যার স্বপ্ন দেখছিলেন, ব্যাপারটা তাই-ই, কিন্তু সেটা যে সম্ভব তা এখন জেনে আতংক হল তাঁর। মনে হল বড়ো বেশি জটিল প্রশ্নের এ এক সহজ উত্তর।

'N'est ce pas immoral?'* কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন তিনি।

---

* এটা কি নীতিবিগর্হিত নয়? (ফরাসি।)

'কেন? ভেবে দ্যাখো, দুয়ের একটা আমায় বেছে নিতে হবে: হয় গর্ভবতী হওয়া, তার মানে অসুস্থতা, নয় স্বামীর বন্ধু, সখি হওয়া, যতই হোক স্বামীই তো' — ইচ্ছাকৃত একটা অগভীর লঘু সুরে আন্না বললেন।

'তা বটে, তা বটে' — যে যুক্তিগুলো দিয়ে আগে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন তা শুনে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তবে এখন আর তাতে আগের প্রত্যয় ছিল না।

'তোমার, অন্যদেরও' — ডল্লির ভাবনাটা অনুমান করেই যেন বললেন আন্না, 'এতে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে... তুমি বুঝে দ্যাখো, আমি স্ত্রী নই; ও আমায় ভালোবাসছে, ভালোবাসবে যতদিন ভালোবাসা আছে। তাহলে, কী দিয়ে আমি ওর ভালোবাসা ধরে রাখব? এইটে দিয়ে?'

শাদা হাত দু'খানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উদরের সামনে।

উত্তেজনার মুহূর্তগুলোয় যেমন হয়, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাবনা আর স্মৃতি ভিড় করে এল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে। তিনি ভাবলেন, 'আমি স্তিভাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি নি; সে চলে যায় অন্যদের কাছে। প্রথম যেটির জন্যে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেটি সর্বদা সুন্দরী হাসিখুশি থেকেও তাকে ধরে রাখতে পারে নি। সে তাকে ত্যাগ করে যায় অন্যের কাছে। আন্না সত্যিই কি ভাবে সে এই দিয়ে কাউণ্ট ভ্রন্স্কিকে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে? উনি যদি এটাই চান, তাহলে আরো প্রাণোচ্ছল আর মনোহর প্রসাধন আর ঠাক-ঠমক তিনি খুঁজে পাবেন। আন্নার নগ্ন বাহু যত ধবধবে, যত অপরূপই হোক, যত সুন্দরই হোক তাঁর সুডৌল দেহবল্লরী, কালো চুলের মধ্যে থেকে তাঁর এই আতপ্ত আনন, আরো বেশি সুন্দরীকে ভ্রন্স্কি পাবেন, যেমন খুঁজে পায় আমার জঘন্য, করুণ, প্রিয়তম স্বামী।'

কোনো কথা না বলে ডল্লি শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। আপত্তিজ্ঞাপক এই দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করে আন্না তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন। আরো যুক্তি ছিল তাঁর হাতে আর তা এতই জোরালো যে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'তুমি বলছ এটা খারাপ? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার' — বলে চললেন আন্না, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমার অবস্থাটা। সন্তান আমি চাইতে পারি কেমন করে? প্রসবকষ্টের কথা বলছি না, ওতে আমার ভয় নেই। ভেবে দ্যাখো, কী হবে আমার শিশু? অপরের উপাধিধারী অভাগা।

জন্মের মুহূর্ত থেকেই তাদের পড়তে হবে মা, বাপ, নিজের জন্মের জন্যেই লজ্জা পাবার আবশ্যিকতায়।'

'এইজন্যেই তো দরকার বিবাহবিচ্ছেদ।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথায় কান দিলেন না। যেসব যুক্তি দিয়ে নিজেকে তিনি বহুবার বুঝিয়েছেন, তা সবটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর।

'দুনিয়ায় অভাগাদের জন্ম না দেবার জন্যে যদি তা ব্যবহার না করি, তাহলে কেনই-বা বিচারবুদ্ধি দেওয়া হয়েছে আমায়?'

ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে বলে গেলেন:

'এই সব অভাগা শিশুদের কাছে আমি সর্বদা নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করতাম। ওরা যদি না থাকে, তাহলে অন্তত পক্ষে ওরা অভাগা নয়, আর যদি অভাগা হয়, তাহলে একা আমিই দোষী।'

এগুলো ঠিক সেই যুক্তি যা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেই নিজের কাছে উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগুলো শুনে তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছু। ভাবলেন, 'যে জীবেরা নেই, তাদের কাছে দোষী হওয়া যায় কেমন করে?' হঠাৎ তাঁর মনে এল, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্ভব কি যাতে তাঁর আদরের দুলাল গ্রিশার পক্ষে আদৌ না জন্মানো ভালো হত? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিদঘুটে, এত অদ্ভুত লাগল যে ঝাঁক বেঁধে আসা এই উন্মাদ ভাবনাগুলোর তালগোলটাকে তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'না, আমি জানি না, এটা ভালো নয়' — মুখে বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে শুধু এইটুকু বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ভুলো না কে তুমি, কে আমি... তা ছাড়া' — নিজের যুক্তির বিভব আর ডল্লির দৈন্য সত্ত্বেও এটা যে ভালো নয় সেটা যেন স্বীকার করে তিনি যোগ দিলেন, 'প্রধান কথাটা তুমি ভুলো না যে আমি এখন তোমার অবস্থায় নেই। তোমার কাছে প্রশ্ন হল, চাও কি যে ছেলে আর না হোক, আমার কাছে প্রশ্ন, চাই কি ছেলে হোক? দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। বুঝতে পারছ, আমার অবস্থায় এটা আমি চাইতে পারি না।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আপত্তি করলেন না। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে আন্নার কাছ থেকে তিনি এত দূরে সরে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে কতকগুলো প্রশ্নে তাঁরা কখনোই একমত হবেন না, তার কথা না তোলাই ভালো।

॥ ২৪ ॥

'সেই জন্যেই তো যদি সম্ভব হয়, তোমার অবস্থাটা ঠিক-ঠাক করে নেওয়া আরো বেশি দরকার' — বললেন ডল্লি।

'হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়' - হঠাৎ আন্না বললেন একেবারে অন্যরকম একটা কণ্ঠস্বরে, মৃদু, বিষণ্ণ।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি শুনেছি যে তোমার স্বামী রাজি।'

'ডল্লি! এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ, বলব না' — আন্নার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি যে তুমি সবকিছু দেখছ বেশি বিষাদের দৃষ্টিতে।'

'আমি? একেবারে নয়। আমি খুব ফুর্তিতে, সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি। তুমি দেখেছ, je fais des passions.* ভেস্লোভস্কি...'

'হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, ভেস্লোভস্কির হালচাল আমার ভালো লাগে নি' — কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! এতে আলেক্সেইকে একটু সুড়সুড়ি দেওয়া হয়, তার বেশি কিছু নয়; একেবারে খোকা, পুরোপুরি আমার হাতে; আমার যেমন খুশি তেমনি ওকে চালাই, বুঝেছ! ও ঠিক তোমার গ্রিশার মতো... ডল্লি!' হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তুমি বলছ আমি সবকিছু দেখছি বিষাদের দৃষ্টিতে। তুমি বুঝতে পারবে না। এটা বড়ো বেশি ভয়ংকর। আদৌ কিছু না দেখার চেষ্টা করি আমি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় দেখা দরকার। যা সম্ভব, দরকার তেমন সবকিছু করা।'

'কিন্তু কী সম্ভব? কিছুই না। বলছ যে আলেক্সেইকে বিয়ে করা দরকার আর সে কথা ভাবছি না। আমি তা ভাবছি না!!' পুনরুক্তি করলেন তিনি, রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তিনি তাঁর লঘু চলনে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়, থামছিলেন মাঝে মাঝে। 'আমি ভাবছি না? এমন একটা দিন, একটা ঘণ্টাও যায় না, যখন আমি ভাবি নি আর ভেবেছি বলে আক্ষেপ করি নি... কেননা ও

* আমার সাফল্য আছে (ফরাসি)।

নিয়ে ভাবনা আমায় পাগল করে দিতে পারে। পাগল করে দেয়' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'যখন এ নিয়ে ভাবি, মর্ফিয়া ছাড়া ঘুমতে পারি না। বেশ, শান্তভাবে কথা বলা যাক। আমায় বলা হচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ। প্রথমত, আমায় উনি সেটা দেবেন না। উনি এখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কবলস্থ।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সহানুভূতিতে কাতর মুখে চেয়ারে সিধে হয়ে বসে পাদচারণরত আন্নাকে দেখছিলেন মাথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

মৃদুস্বরে বললেন, 'তাহলেও চেষ্টা করা দরকার।'

'ধরে নিচ্ছি চেষ্টা করা গেল' — হাজার বার ভেবে দেখা প্রায় ঠোঁটস্থ একটা চিন্তা প্রকাশ করে বললেন তিনি; 'এর অর্থ, যে আমি ওঁকে মহানুভব বলে মনে করলেও ঘৃণা করি, তবে তাঁর কাছে দোষী বলে মেনে নিই -- সেই আমাকে হীন হতে হবে ওঁকে চিঠি লেখার জন্যে... বেশ, ধরা যাক আমি নিজের ওপর জোর খাটিয়ে এটা করলাম। হয় পাব অপমানকর জবাব নয় সম্মতি। বেশ, নয় সম্মতিই পেলাম...' আন্না এই সময় ঘরের দূর কোণটায় থেমে ব্যস্ত হলেন জানলার পর্দা নিয়ে, 'সম্মতি আমি পেলাম, কিন্তু ছে... ছেলে? ছেলেকে তো ওরা দেবে না আমায়। আমাকে ঘেন্না করে ও বড়ো হবে বাপের কাছে, যাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি বুঝে দ্যাখো, দুটি প্রাণী, সেরিওজা আর আলেক্সেই -- দু'জনকেই আমি সমান ভালোবাসি, নিজের চেয়েও বেশি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দুই হাতে বুক চেপে তিনি দাঁড়ালেন ডল্লির সামনে। শাদা ড্রেসিং-গাউনে তাঁর মূর্তিটা মনে হল বড়ো বেশি লম্বা-চওড়া। মাথা নিচু করে তিনি তাঁর চকচকে সজল চোখে মাঝে মাঝে চাইছিলেন ছোটোখাটো, রোগা, তালিমারা গাউন আর নৈশ টুপিতে করুণ ডল্লির দিকে, যিনি ব্যাকুলতায় কাঁপছিলেন।

'শুধু এই দুটি প্রাণীকেই আমি ভালোবাসি আর একটায় নাকচ হয় অন্যটা। ওদের আমি মেলাতে পারছি না, আর শুধু এইটেই আমার চাই। এটা যদি না হয়, তাহলে আর সবে বয়েই গেল। সব, সবকিছুতে। যে ক'রে হোক এর একটা শেষ হবে, তাই এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি না, বলতে ভালোবাসি না। তাই আমায় ধিক্কার দিও না, কোনো দোষ ধ'রো না আমার। আমার যে কত জ্বালা, তোমার পবিত্রতায় তার সবটা তুমি বুঝতে পারবে না।'

কাছে এসে তিনি বসলেন ডল্লির পাশে. দোষী-দোষী মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিলেন।

'কী তুমি ভাবছ? কী তুমি ভাবছ আমার সম্পর্কে? ঘেন্না ক'রো না আমায়। ঘেন্নার আমি যোগ্য নই, একান্তই হতভাগ্য আমি। হতভাগ্য কেউ থাকলে সে আমি' — এই বলে ডল্লির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন।

ডল্লি যখন একা হলেন, প্রার্থনা সেরে বিছানায় শুলেন। আন্নার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জন্য সত্যিই বড়ো কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু এখন তাঁর কথা তিনি চেষ্টা করেও ভাবতে পারলেন না। বাড়ি আর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল বিশেষ একটা নতুন মাধুর্যে, কেমন একটা নতুন ঔজ্জ্বল্যে। তাঁর এই জগৎটা তাঁর কাছে মনে হল এত আপন আর মধুর যে এর বাইরে কিছুতেই একটা দিনও কাটাতে রাজি নন তিনি. স্থির করলেন অবশ্য-অবশ্যই চলে যাবেন পরের দিনই।

আন্না ওদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটা পানপাত্রে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢাললেন, যার প্রধান ভাগটা মর্ফিয়া। সেটা খেয়ে নিশ্চল হয়ে কয়েক মিনিট বসে থেকে শান্ত সজীব প্রাণে গেলেন শোবার ঘরে।

আন্না শোবার ঘরে ঢুকতে ভ্রন্স্কি মন দিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। ডল্লির ঘরে এতক্ষণ যে কাটালেন. তাতে অবশ্যই যে কথাবার্তা হবার কথা, তার ফলে কী দাঁড়াল সেটা ধরতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু আন্নার সংযত-উত্তেজিত যে মুখভাব কী যেন লুকিয়ে রাখছিল, তাতে ভ্রন্স্কি তাঁর সৌন্দর্য, এ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা, আর সেটা ভ্রন্স্কির ওপর কাজ করুক এমন একটা ইচ্ছা, যাতে তিনি অভ্যস্ত হলেও এখনো তার মোহে ধরা দেন -- এ ছাড়া আর কিছু পেলেন না। কী কথাবার্তা হয়েছে সে বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলেন না তিনি, আশা করলেন আন্না নিজেই কিছু একটা বলবেন। কিন্তু আন্না বললেন শুধু:

'ডল্লিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খুশি। ভালো লেগেছে তো, তাই না?'

'ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। ভারি ভালোমানুষ, মনে হয় mais excessivement terre-à-terre,* তাহলেও ও আসায় আমি খুব খুশি।'

* তবে বড়ো বেশি গদ্যজাতীয় (ফরাসি)।

আন্নার হাতটা নিয়ে উনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন আন্নার চোখের দিকে।

দৃষ্টিটার অন্য মানে করে আন্না হাসলেন তাঁর উদ্দেশে।

পরের দিন সকালে গৃহের কর্তা-কর্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তৈরি হলেন যাবার জন্য। নিজের পুরনো কাফতান আর ডাক-হরকরী টুপি পরে লেভিনের কোচোয়ান তার বহুরূপী ঘোড়াগুলো আর তাপ্পি-মারা গাড়িটা আচ্ছাদিত বালি-ঢালা গাড়ি-বারান্দায় চালিয়ে নিয়ে এল দৃঢ়সংকল্প গোমড়া মুখে।

প্রিন্সেস ভারভারা আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে বিদায় জ্ঞাপনের পালাটা ডল্লির কাছে সহজ হয় নি। একদিন কাটিয়েই ডল্লি এবং গৃহস্বামীরা স্পষ্টত টের পেয়েছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের যোগ্য নন, দহরম-মহরম না করাই ভালো। শুধু মন খারাপ হয়েছিল আন্নার। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে এই সাক্ষাৎটায় যেসব ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল ডল্লি চলে যাওয়ায় এখন তা আর কেউ সচকিত করে তুলবে না। এই সব অনুভূতির উদ্বেগ তাঁর কাছে ছিল কষ্টকর, তাহলেও তিনি জানতেন যে সেগুলোই ছিল তাঁর প্রাণের সেরা দিক আর যে জীবন তিনি যাপন করছেন তাতে দ্রুত সে দিকটা আগাছায় ছেয়ে গেছে।

খোলা মাঠে এসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠল স্বাচ্ছন্দ্যের একটা প্রীতিকর অনুভূতিতে, ইচ্ছে হচ্ছিল চাকরবাকরদের জিগ্যেস করবেন কেমন লাগল ভ্রন্স্কির ওখানে, হঠাৎ কোচোয়ান ফিলিপ নিজেই বলে উঠল:

'বড়ো লোক বটে, আচ্ছা বড়ো লোক, আর ওট দিলে মাত্র তিন মাপ। মোরগ ডাকা ভোরের আগেই সব শেষ। তিন মাপে কী হয় গো? শুধু জলখাবার। গেরস্তরা এ বছর ওট বেচেছে পঁয়তাল্লিশ কোপেক করে। আমাদের ওখানে যত ঘোড়া আসে, যত তারা খেতে পারে তত ওট দেওয়া হয়।'

'কৃপণ জমিদার' — সমর্থন করলে মুহুরি।

'কিন্তু ওদের ঘোড়াগুলো কেমন লাগল তোমার?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'ঘোড়া সে অন্য কথা। খাবারদাবারও ভালো। তবে আমার কেমন যেন বেজার লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনার কেমন লেগেছে জানি না' — সুন্দর ভালোমানুষী মুখটা ফিরিয়ে সে বললে।

'আমারও খারাপ লেগেছে। তা সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছব তো?'

'পৌঁছতে হবে গো।'

বাড়ি ফিরে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা দেখলেন সবাই নিরাপদে আছে, সবাইকেই আরো বেশি ভালো লাগল তাঁর এবং অতি উৎসাহে বলতে লাগলেন তাঁর যাত্রার কথা, কী চমৎকার অভ্যর্থনা করা হয়েছে তাঁকে; ভ্রন্‌স্কিদের কেমন বিলাসবহুল জীবন আর সুরুচি, কিরকম তাদের আমোদ-প্রমোদ — এ সবের কথা বলে ভ্রন্‌স্কিদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দিলেন না কাউকে।

'আন্না আর ভ্রন্‌স্কিকে — এবার আমি ওঁকে আরো ভালো করে জানলাম ভালো করে জানলেই বোঝা যাবে কী মর্মস্পর্শী মধুর মানুষ তাঁরা' — এখন সত্যিই অকপটে বললেন তিনি, ওখানে যে একটা অনির্দিষ্ট অপ্রসন্নতা আর অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, সেটা ভুলে গেলেন।

॥ ২৫ ॥

ভ্রন্‌স্কি আর আন্না সেই একই অবস্থায়, বিবাহবিচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে একইরকমে গ্রামে কাটালেন গোটা গ্রীষ্ম আর হেমন্তের একাংশ। তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোথাও যাবেন না; কিন্তু যত বেশি তাঁরা একা একা থাকতে লাগলেন, বিশেষ করে শরতে, অতিথি যখন নেই, ততই তাঁরা অনুভব করলেন যে এ জীবনে টিকে থাকা যাবে না, তাকে বদলাতে হবে।

মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়ে আরো ভালো কিছু কামনার থাকতে পারে না। ছিল পরিপূর্ণ প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শিশু, আর কাজ ছিল দু'জনেরই। অতিথি না থাকলেও আন্না নিজের রূপের দিকে মন দিচ্ছিলেন একইরকম, বই পড়ছিলেন অনেক, উপন্যাস আর গুরুত্বপূর্ণ যেসব বইয়ের তখন বেশ চল। ওঁরা যেসব বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিতেন, তাতে যে সমস্ত বইয়ের সপ্রশংস উল্লেখ থাকত, তার বরাত দিতেন আন্না, আর পড়তেন সেই মনোযোগে যা সম্ভব কেবল একাকিত্বে। তা ছাড়া যেসব বিষয় নিয়ে ভ্রন্‌স্কি ব্যস্ত ছিলেন সেগুলি নিয়েও তিনি পড়াশুনা করেন বই আর বিশেষ পত্রিকা থেকে। ভ্রন্‌স্কি সরাসরি তাঁর কাছে আসতেন কৃষি, বাস্তুকর্ম, এমনকি ঘোড়া ও ক্রীড়ার প্রশ্ন নিয়েও। তাঁর জ্ঞান আর স্মৃতিশক্তিতে

অবাক হতেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর সন্দেহ হত, প্রমাণ চাইতেন, আর যা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, বইয়ে সেই জায়গাটা বার করে আন্না দেখিয়ে দিতেন তাঁকে।

হাসপাতাল নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন আন্না। তিনি শুধু সাহায্যই করেন নি, অনেককিছুর ব্যবস্থা করেছেন, ভেবে বার করেছেন নিজেই। তাহলেও তাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজেকে নিয়ে, নিজে - কেননা তাঁকে থাকতে হবে ভ্রন্‌স্কির প্রিয়তমা, তাঁর জন্য ভ্রন্‌স্কি যা ত্যাগ করেছেন তা সবের স্থান তাঁকে নিতে হবে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কামনাটা, তাঁকে ভ্রন্‌স্কির ভালো লাগুক শুধু নয়, ভ্রন্‌স্কির দাসত্ব করারই এই আকাঙ্ক্ষাটার মূল্য দিতেন ভ্রন্‌স্কি, কিন্তু সেইসঙ্গে আন্না যেসব প্রেমজালে তাঁকে জড়াতে চাইতেন তাতে ক্লেশ বোধ করতেন তিনি। যত দিন যাচ্ছিল, যত ঘন ঘন তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই সব জালে আবদ্ধ, ততই তা থেকে বেরিয়ে আসতে নয়, ইচ্ছা হত পরখ করে দেখবেন তাঁর স্বাধীনতায় তা বাধা দিচ্ছে কিনা। স্বাধীন হবার এই ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাটা না থাকলে, অধিবেশন বা ঘোড়দৌড়ের জন্য প্রতি বার শহরে যাবার সময় রাগারাগির ঘটনাগুলো না ঘটলে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ তুষ্ট থাকতে পারতেন ভ্রন্‌স্কি। যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন, রুশ অভিজাত সমাজের কোষকেন্দ্র যাদের হওয়ার কথা, ধনী ভূস্বামীর সেই ভূমিকাটা শুধু তাঁর মনে ধরেছিল তাই নয়, এভাবে ছয় মাস কাটাবার পর এখন তাতে ক্রমেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন বেশি। তাঁর বিষয়কর্মেও তিনি ক্রমেই বেশি করে ব্যস্ত ও লিপ্ত থাকছিলেন আর তা চলছিলও চমৎকার। হাসপাতালের জন্য যে বিপুলপরিমাণ টাকা লেগেছিল, তা ছাড়াও যন্ত্রপাতি, সুইজারল্যান্ড থেকে আনানো গরু এবং আরো অনেককিছুর জন্য যে খরচা সেটা অপব্যয় নয় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন নিজের সম্পত্তি তিনি বাড়িয়ে তুলছেন। যেখানে ব্যাপারটা আয় নিয়ে, কাঠ, শস্য, ভেড়ার লোম বেচা, জমি বিলি নিয়ে, ভ্রন্‌স্কি সেখানে হতেন পাথরের মতো শক্ত, দামে ছাড় দিতেন না। এই এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে বিষয়কর্মের বড়ো বড়ো ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে কোনো ঝুঁকি থাকবে না, ছোটোখাটো ব্যাপারে হতেন অতি মনোযোগী ও হিসেবী। ভ্রন্‌স্কি ধরা দেন নি জার্মানটার চালাকি আর কায়দায়, যে তাঁকে কেনাকাটায় টানছিল আর যতরকম হিসেব

দিচ্ছিল তাতে প্রথমে টাকা লাগত অনেক বেশি, কিন্তু খ‍ুঁটিয়ে দেখলে ওই একই ব্যাপার করা যেত অনেক শস্তায় এবং তক্ষ‍ুনি লাভ পাওয়া যেত তা থেকে। ভ্রন্‌স্কি গোমস্তার কথা শ‍ুনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং তার প্রস্তাবে তখনই রাজি হতেন যখন যে জিনিসটার বরাত দেওয়া বা যা নির্মাণ করা হচ্ছে, তা হত খ‍ুবই নতুন, রাশিয়ায় যা অজ্ঞাত, চমক দিতে পারবে। তা ছাড়া বড়ো একটা খরচায় তিনি তখনই মত দিতেন, যখন বাড়তি টাকা থাকত হাতে, আর তা খরচা করার সমস্ত খ‍ুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতেন আর নিজের টাকার সেরা ফয়দা আদায় করতেন। তাই যেভাবে তিনি সম্পত্তি দেখছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি টাকার অপব্যয় করছেন না, সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলছেন।

অক্টোবর মাসে কাশিন গ‍ুবের্নিয়ায় অভিজাত নির্বাচন হওয়ার কথা। ভ্রন্‌স্কি, স্ভিয়াজ্‌স্কি, কজ্‌নিশেভ, অব্‌লোন্‌স্কির মহাল ছিল সেখানে এবং লেভিনেরও সামান্য অংশ।

নানা কারণ বশত এবং তাতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনগ‍ুলি জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নানা আলোচনা হয় তা নিয়ে, তোড়জোড় চলতে থাকে। মস্কো, পিটার্সব‍ুর্গের লোকেরা এবং যে প্রবাসী র‍ুশীরা কোনো দিন নির্বাচনে আসত না, তারাও আসে এই নির্বাচনগ‍ুলোয়।

অনেকদিন আগেই ভ্রন্‌স্কি স্ভিয়াজ্‌স্কিকে কথা দিয়েছিলেন যে নির্বাচনে তিনি যাবেন।

ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়েতে স্ভিয়াজ্‌স্কি আসতেন প্রায়ই, নির্বাচনের আগে ভ্রন্‌স্কির কাছে গেলেন তিনি।

এর আগের দিনটায় প্রস্তাবিত যাত্রা নিয়ে ভ্রন্‌স্কি আর আন্নার মধ্যে প্রায় কলহ বাধার উপক্রম হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে কষ্টকর একঘেয়ে হেমন্ত কাল তখন। তাই সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে, আন্নার সঙ্গে আগে যেভাবে কথা বলেন নি কখনো, তেমন একটা নির‍ুত্তাপ ম‍ুখভাব নিয়ে ভ্রন্‌স্কি তাঁর যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আন্না খবরটা নিলেন অতি শান্তভাবে, শ‍ুধ‍ু জিগ্যেস করলেন কবে তিনি ফিরবেন। তাঁর এই শান্ত ভাবের কারণ ব‍ুঝতে না পেরে ভ্রন্‌স্কি গভীর মনোযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর দৃষ্টি দেখে আন্না হাসলেন। নিজের মধ্যে গ‍ুটিয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা ভ্রন্‌স্কির কাছে অজ্ঞাত নয়, তিনি এও জানতেন যে আন্না এভাবে গ‍ুটিয়ে যান শ‍ুধ‍ু তখনই

যখন নিজের পরিকল্পনাটা না জানিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এইটেই ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু রাগারাগি এড়াতে খুবই চাইছিলেন ব'লে যা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, ভাব করলেন যেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং অংশত সত্যিই বিশ্বাস করলেন যথা — আন্নার কাণ্ডজ্ঞান আছে।

'আশা করি তোমার একঘেয়ে লাগবে না?'

'আশা করি। কাল গতিয়ে'র কাছ থেকে এক বাক্স বই পেয়েছি। না, একঘেয়ে লাগবে না।'

'এই ভাবটা ও দেখাতে চাইছে, তা বরং ভালো' — ভাবলেন ভ্রন্‌স্কি, 'নইলে সেই একই ব্যাপার দাঁড়াত।'

আন্না তাঁর মনের কথাটা খোলাখুলি প্রকাশ করুন, এ জেদ না ধরে ভ্রন্‌স্কি ওইভাবেই চলে গেলেন নির্বাচনে। সবটা বোঝাবুঝি না করে আন্নাকে তিনি ছেড়ে গেলেন তাঁদের মিলিত জীবনে এই প্রথম। একদিক থেকে, এতে তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁর মনে হল এটাই ভালো। 'প্রথমটা এখনকার মতো আবছা, লুকনো কিছু একটা থাকবে, তারপর অভ্যস্ত হয়ে যাবে। অন্তত আমি ওকে সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার পুরুষোচিত স্বাধীনতাটা নয়' — ভাবলেন তিনি।

॥ ২৬ ॥

কিটির প্রসবের জন্য লেভিন মস্কো আসেন সেপ্টেম্বরে। বিনা কাজে মস্কোয় একমাস যখন কাটল, সের্গেই ইভানোভিচ তখন নির্বাচনে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কাশিন গুবের্নিয়ায় তাঁর মহাল আছে, এবং আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছিলেন তিনি। লেভিনকে তিনি সঙ্গে ডাকলেন, সেলেজ্‌নেভ্‌স্কি উয়েজ্‌দ্‌ বাবদ একটা ভোট ছিল লেভিনের। তা ছাড়া বিদেশবাসী বোনের জন্য কাশিনে খুব জরুরি একটা কাজও তাঁর ছিল — অছি আর ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া নিয়ে।

লেভিন মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু মস্কোতে ওঁর একঘেয়ে লাগছে দেখে কিটি পরামর্শ দিলে যেতে আর লেভিনকে না জানিয়ে আশি রুব্‌ল দামের অভিজাত উর্দির বরাত দিলে। উর্দির জন্য

ব্যয় করা এই আশি রুব্‌লই প্রধান কারণ যা তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করল। কাশিনে চলে গেলেন তিনি।

লেভিন কাশিনে আছেন আজ ছয় দিন, রোজ সভায় যান, তদবির তদারক করেন বোনের কাজটা নিয়ে, কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছিল না তার। অভিজাতপ্রমুখেরা সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, তাই অছি সংক্রান্ত নিতান্ত সাধারণ কাজটাও করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় কাজ -- টাকা পাওয়া, তাতেও বিঘ্ন ঘটছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ ছোটাছুটির পর টাকাটা পাবার মতো অবস্থা হল, কিন্তু অতি পরার্থপর নোটারি চেক দিতে পারলেন না, কেননা সভাপতির সই চাই, আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সভাপতি চলে গেছেন অধিবেশনে। এই সব ঝামেলা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁটাহাঁটি, অতি সহৃদয় সজ্জন যেসব ভদ্রলোকেরা পুরোপুরি বোঝেন যে আবেদনকারী খুবই অনুচিত একটা অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম -- তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, নিষ্ফল এই সব প্রয়াস লেভিনের মধ্যে শক্তিহীনতার যন্ত্রণাকর একটা অনুভূতি জাগাচ্ছিল যেমনটা হয় স্বপ্নে, দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে অথচ না পেরে। এই অনুভূতিটা লেভিনের প্রায়ই হচ্ছিল তাঁর সহৃদয় এজেণ্টের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মুশকিল থেকে লেভিনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সবকিছু করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি। 'এইটে করে দেখুন' - বহুবার বলেছেন তিনি, 'ওখানে যান... সেখানে যান' — এবং সর্বনাশা যে নিমিত্তটা সবকিছুতে বাগড়া দিচ্ছিল, তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য পুরো একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেললেন। কিন্তু তক্ষুনি যোগ দিলেন, 'তাহলেও আটকে রাখবে, তবু চেষ্টা করে দেখুন।' লেভিনও চেষ্টা করে দেখলেন, হাঁটাহাঁটি করলেন, গেলেন। সবাই অতি ভালোমানুষ এবং অমায়িক, কিন্তু দেখা গেল অতিক্রান্ত বাধাটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে শেষের দিকে এবং পথ আটকে রাখছে। লেভিনের বিশেষ রকমের বিশ্রী লাগছিল যে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কার সঙ্গে তিনি লড়ছেন, তাঁর ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়ায় লাভ হচ্ছে কার। মনে হল কেউ সেটা জানে না; জানে না তাঁর এজেণ্টও। কিউয়ে না দাঁড়িয়ে টিকিট কেনার জানলায় যাওয়া যায় না এটা লেভিন যেমন বোঝেন, ব্যাপারটা তেমনি করে বুঝতে পারলে লেভিনেরও দুঃখ হত না; কিন্তু কাজটায় যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দিচ্ছে, কী তার কারণ, কেন তারা আছে, কেউ বোঝাতে পারল না তাঁকে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছেন লেভিন। সহিষ্ণু হয়েছেন তিনি। যদি ধরতে না পারতেন ব্যাপারটা এমন কেন, তাহলে নিজেকে বোঝাতেন যে সবকিছু না জেনে তিনি মত দিতে পারেন না, সম্ভবত ওইটেই দরকার, চেষ্টা করতেন বিক্ষুব্ধ না হবার।

এখন নির্বাচনে উপস্থিত থেকে, তাতে অংশ নিয়ে লেভিন একইভাবে চেষ্টা করছিলেন ধিক্কার না দিতে, তর্ক না করতে, সৎ ও সুন্দর যে লোকেদের তিনি শ্রদ্ধা করেন তাঁরা যে ব্যাপারটায় এত গুরুত্ব দিচ্ছেন, এত উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটাও যতটা সম্ভব বুঝতে চাইছিলেন। লঘুচিত্তভাবশে আগে যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হত, বিয়ে করার পর থেকে তার ভেতর এত নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটা গুরুত্ব আছে বলে তিনি অনুমান করছিলেন, খোঁজ করছিলেন সেটার।

নির্বাচনে যে কু'দেতা ঘটবে বলে ধরা হচ্ছে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁকে বোঝান সের্গেই ইভানোভিচ। গুবের্নিয়ার যে অভিজাতপ্রমুখের হাতে অছিগিরি (যা নিয়ে লেভিন এখন ভুগছেন), অভিজাতদের কাছ থেকে পাওয়া মোটা টাকা, বালিকাদের বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, ফৌজী তালিম, নতুন ধারায় জনশিক্ষা এবং শেষত জেমস্ত্ভো প্রশাসন প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্যের ভার ন্যস্ত, সেই স্নেৎকোভ পুরনো অভিজাত আমলের লোক, প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন, ভালোমানুষ, নিজের ধরনে সৎ, কিন্তু একেবারেই বোঝেন না নবকালের দাবি। সব ব্যাপারেই তিনি অভিজাতদের পক্ষ নিতেন। সরাসরি বিরোধিতা করেন শিক্ষা প্রসারের, আর যে জেমস্ত্ভো সংস্থাগুলোর বিপুল গুরুত্ব থাকার কথা, তাদের তিনি নিতান্ত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্থা বলে গণ্য করতেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা উচিত একেবারে নতুন, তাজা, আধুনিক মনোভাবাপন্ন কর্মিষ্ঠ কোনো লোককে, আর কাজটা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা অভিজাত হিশেবে নয়, জেমস্ত্ভোর উপাদান হিশেবে তা কাজে লাগানো যায়। সমৃদ্ধ কাশিন গুবের্নিয়া সর্বদাই সকলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। এখানে এত শক্তি এখন জমেছে যে এখানে উচিতমতো কাজ চালালে তা অন্যান্য গুবের্নিয়া, গোটা রাশিয়ার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারে। তাই গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রভূত। সুতরাং অভিজাতপ্রমুখ স্নেৎকোভের জায়গায় স্ভিয়াজ্স্কিকে

বসাবার কথা ভাবা হচ্ছে কিংবা আরো ভালো হয় নেভেদোভস্কিকে বসালে যিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চমৎকার বুদ্ধিমান লোক, সের্গেই ইভানোভিচের বড়ো বন্ধু।

সভার উদ্বোধন করলেন প্রদেশপাল। অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করেন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জন্য নয়, তাঁদের কৃতিত্ব, পিতৃভূমির কল্যাণ হেতু তাঁদের কাজের জন্য, এবং এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন যে কাশিনের মাননীয় অভিজাতকুল আগেকার নির্বাচনগুলোর মতোই পবিত্রভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে মহারাজের আস্থার মর্যাদা রাখবেন।

বক্তৃতা শেষে প্রদেশপাল হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর অভিজাতরা কলরব করে, স্ফূর্তিতে, কেউ কেউ এমনকি উচ্ছ্বসিত হয়েই অনুসরণ করলেন তাঁকে, উনি যখন তাঁর ওভারকোট পরতে পরতে গুবের্নিয়া প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা কইছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁরা। সবকিছু বোঝা এবং কিছুই ছেড়ে না দেবার চেষ্টায় উৎকর্ণ লেভিনও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে, প্রদেশপালকে তিনি বলতে শুনলেন: 'মারিয়া ইভানোভনাকে দয়া করে বলবেন যে আমার স্ত্রী খুবই দুঃখিত, কিন্তু তাঁকে নিঃস্বনিকেতনে যেতে হচ্ছে।' এর পর অভিজাতরা ফূর্তি করে ওভারকোট খুঁজে নিয়ে সবাই গেলেন গির্জায়।

গির্জায় লেভিন অন্য সকলের মতো হাত তুলে যাজকপ্রধানের কথাগুলো আওড়ালেন এবং সাংঘাতিক এই শপথ নিলেন যে প্রদেশপাল যা আশা করেছেন তা পূরণ করবেন। গির্জার ক্রিয়াকর্ম সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে লেভিনের ওপর এবং 'ক্রুশ চুম্বন করি' বলে তিনি যখন নবীন প্রবীণ ভদ্রলোকদের জনতার দিকে চেয়ে একই কথা বলতে শুনলেন, অভিভূত হলেন তিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা চলল অভিজাতদের তহবিল আর বালিকাদের জিমনাসিয়াম নিয়ে। সের্গেই ইভানোভিচ বোঝালেন যে ও প্রশ্নদুটোর কোনো গুরুত্ব নেই, তাই লেভিন আলোচনায় কান না দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেন। চতুর্থ দিনে প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে গুবের্নিয়া তহবিলের হিসাব-পরীক্ষা হয়। নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে প্রথম সংঘাতটা হয় এইখানেই। যে কমিশনের ওপর হিসাব-পরীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সভার কাছে বিবৃতি দিলেন যে হিসাবে খুঁত

নেই। গুবের্নিয়ার অভিজাতপ্রমুখ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর আস্থার জন্য অভিজাতবর্গকে ধন্যবাদ জানালেন সজল চোখে। অভিজাতরা উচ্চ কণ্ঠে শুভসম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, করমর্দন করলেন। কিন্তু এইসময় সের্গেই ইভানোভিচের দলের জনৈক অভিজাত বললেন যে তিনি শুনেছেন, কমিশন হিসাব-পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা করলে অভিজাতপ্রমুখের প্রতি অপমান করা হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য অসাবধানে সমর্থন করলেন ব্যাপারটা। তখন দেখতে ছোটোখাটো অতি তরুণ কিন্তু বচনে অতি বিষজিহ্ব এক ভদ্রলোক বললেন যে গুবের্নিয়ার অভিজাতপ্রমুখের নিশ্চয় হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আনন্দ হতে পারত, কিন্তু কমিশন সভ্যদের মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতা তাঁকে এই নৈতিক তুষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছে। কমিশনের সভ্যরা তখন প্রত্যাহার করলেন তাঁদের বিবৃতি, আর সের্গেই ইভানোভিচ যুক্তি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে স্বীকার করতে হবে হিসাবটা হয় পরীক্ষিত হয়েছে কিংবা হয় নি, এবং অতি খুঁটিনাটিতে বিস্তারিত করলেন এই দ্বৈধ। অপর দলের এক বাক্যবীর আপত্তি করলেন সের্গেই ইভানোভিচের কথায়। তারপর বক্তৃতা দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি এবং ফের বিষজিহ্ব সেই ভদ্রলোকটি। আলোচনা চলল অনেকখন ধরে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছল না। লেভিনের অবাক লাগল এই দেখে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক চলছে এতক্ষণ, বিশেষ করে সের্গেই ইভানোভিচকে তিনি যখন জিগ্যেস করেছিলেন যে তহবিলের অপচয় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন কিনা, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

'আরে না! লোকটা সৎ। কিন্তু অভিজাতদের ব্যাপার পরিচালনার এই সাবেকী পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতিটা নড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

পঞ্চম দিনে নির্বাচিত হলেন উয়েজ্দ্ প্রমুখেরা। কয়েকটা উয়েজ্দে দিনটা বেশ তুলকালামে পেঁছয়। সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ থেকে স্ভিয়াজ্স্কি নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ব্যালটে। সেদিন একটা ডিনার পার্টি দেন তিনি।

॥ ২৭ ॥

গুবের্নিয়া কর্মকর্তাদের নির্বাচন ধার্য হয় ষষ্ঠ দিনে। ছোটো বড়ো হলঘরগুলো ভরে উঠেছিল নানান উর্দি পরা অভিজাতে। অনেকেই

এসেছিলেন শুধু এই দিনটার জন্যই। কেউ ক্রিমিয়া, কেউ পিটার্সবুর্গ, কেউ বিদেশ থেকে আগত যে পরিচিতদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি অনেক দিন, তাঁরা মিললেন হলগুলিতে। প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে জারের প্রতিকৃতি তলে আলোচনা চলছিল।

বড়ো আর ছোটো হলঘরে অভিজাতবা ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই শিবিরে। মতামতের বৈপরীত্য ও অনাস্থা, অন্য কাউকে কাছে আসতে দেখলে চুপ করে যাওয়া, কেউ কেউ ফিসফিস করে কথা কইতে কইতে যেভাবে দূর করিডরে চলে যাচ্ছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের কাছ থেকে লুকানো কোনো ব্যাপার আছে। বাহ্যিক চেহারায় অভিজাতরা দুই দলে পড়ে -- নবীন আর প্রাচীন। বুড়োদের পরনে বেশির ভাগ পুরনো কালের অভিজাত বোতাম-আঁটা উর্দি, মাথায় টুপি, পাশে তলোয়ার, নয় নিজেদের বিশেষ নৌবহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীর পোশাক। বৃদ্ধ অভিজাতদের উর্দির কাট পুরনো ধরনের, কাঁধে কাঁধপট্টি; স্পষ্টতই তা খাটো, কোমরের কাছে আঁটো, যেন পরিহিতরা বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে। নবীনদের পরনে অভিজাত উর্দির বোতাম খোলা, নিচু কোমর, কাঁধের কাছটা চওড়া, শাদা ওয়েস্ট-কোট, নয় কালো কলারের আদালতী উর্দি, তাতে জলপাই পাতাব নকশা তোলা। দরবারী পোশাকও নবীনদের পরনেই, কোথাও কোথাও জনতার শোভা বর্ধন করছিল তা।

কিন্তু নবীন ও বৃদ্ধদের ভাগটা দলের ভাগাভাগির সঙ্গে মেলে নি। লেভিন লক্ষ করলেন যে নবীনদের কেউ কেউ রয়েছে পুরনোদের দলে। আবার অতি বৃদ্ধদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা কইছিলেন স্ভিয়াজ্স্কির সঙ্গে এবং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল তারা নতুন দলের উৎসাহী সমর্থক।

ছোটো যে হলটায় লোকে ধূমপান ও জলযোগ করছিল, সেখানে নিজেদের লোকজনদের একটা দলের কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শুনছিলেন কী তারা বলছে, আর যা বলছে সেটা বোঝার জন্য বৃথাই নিজের মানসশক্তি খাটাচ্ছিলেন। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন মধ্যমণি, তাঁকে ঘিরে জোট বেঁধেছে অন্যেরা। তিনি স্ভিয়াজ্স্কি এবং আরেকটি উয়েজ্দের অভিজাতপ্রমুখ, তাঁর দলভুক্ত খ্লিউস্তোভের কথা শুনছিলেন। নিজের গোটা উয়েজ্দ নিয়ে স্নেৎকোভকে ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে বলতে আপত্তি করছিলেন খ্লিউস্তোভ আর স্ভিয়াজ্স্কি তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন সেটা করার

জন্য। সের্গেই ইভানোভিচ অনুমোদন করলেন পরিকল্পনাটা। লেভিন বুঝতে পারছিলেন না যে অভিজাতপ্রমুখকে বিরোধী পক্ষ সরাতে চাইছে, তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে বলা হবে কেন।

খানাপিনা শেষ করে শোভন পাড়-দেওয়া বাতিস্ত রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কামেরহের উর্দি পরিহিত স্তেপান আর্কাদিচ এলেন দলটার কাছে।

দুই দিকের গালপাট্টা ঠিক করে তিনি বললেন, 'রুখে দাঁড়াচ্ছি তো সের্গেই ইভানিচ?'

এবং যা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল তা শুনে তিনি সমর্থন করলেন স্নিয়াজ্স্কির মত।

'একটা উয়েজ্দ্ই যথেষ্ট, আর স্নিয়াজ্স্কি স্পষ্টতই হবে বিরোধীপক্ষ' — তিনি বললেন লেভিন ছাড়া আর সবার কাছেই বোধগম্য এক ভাষায়।

'কী কস্তিয়া, মনে হচ্ছে তুমিও পথে এসেছ?' লেভিনের হাত ধরে তাঁকে বললেন তিনি। পথে আসতে পারলে লেভিন খুশিই হতেন, কিন্তু ব্যাপারটা যে কী নিয়ে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যারা কথা কইছিল তাদের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে বললেন যে তিনি বুঝতে পারছেন না কেন প্রয়োজন হল গুবের্নিয়া প্রমুখকে অনুরোধ করার।

'O sancta simplicitas!'* বলে ব্যাপারটা কী তা সংক্ষেপে আর পরিষ্কার করে লেভিনকে বোঝালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

আগেকার নির্বাচনগুলোর মতো সমস্ত উয়েজ্দ্ যদি গুবের্নিয়া প্রমুখকে অনুরোধ করে, তাহলে সমস্ত শাদা বলের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেটা উচিত নয়। এখন আটটা উয়েজ্দ্ তাঁকে অনুরোধ করতে রাজি হয়েছে; দুটো উয়েজ্দ্ যদি অনুরোধ করতে গররাজি হয়, তাহলে স্নেৎকোভ ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে না চাইতে পারেন। তখন পুরনো দলটা নিজেদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করবে, কেননা বানচাল হয়ে যাবে সমস্ত হিসাব। কিন্তু যদি শুধু একটা উয়েজ্দ্, স্নিয়াজ্স্কির উয়েজ্দ্ অনুরোধ না করে, তাহলে স্নেৎকোভ ভোটে দাঁড়াবে। নির্বাচিত করা হবে তাঁকে, ইচ্ছে করেই বেশি ভোট দেওয়া হবে তাঁর পক্ষে, বিরোধীপক্ষের চোখে ধুলো দেওয়া হবে, তাই আমাদের প্রার্থী যখন দাঁড়াবে, ওরাও ভোট দেবে তার পক্ষে।

* অহো পবিত্র সরলতা! (লাতিন।)

লেভিন বুঝলেন, কিন্তু পুরোটা নয়. আরো কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু এই সময় হঠাৎ সবাই কথা কইতে কইতে কলরব করে এগিয়ে গেল বড়ো হলটায়।

'কী ব্যাপার?' 'এ্যাঁ?' 'কাকে?' 'প্রত্যয়পত্র?' 'কার জন্যে?' 'এ্যাঁ?' 'আপত্তি করছে?' 'প্রত্যয়পত্র নেই।' 'ফ্লেরভকে অনুমতি দিচ্ছে না।' 'তার নামে মামলা আছে তো কী হল?' 'তাহলে তো কেউই অনুমতি পাবে না।' 'জঘন্য ব্যাপার।' 'আইন!' চারিদিক থেকে লেভিন শুনতে পেলেন আর কোন এক দিকে যাবার জন্য যারা তাড়াহুড়ো করছে, ভয় পাচ্ছে কিছু একটা বুঝি ফসকে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে গেলেন বড়ো হলে এবং অভিজাতদের ঠেলাঠেলিতে পেশছলেন প্রদেশপালের টেবিলের অনেকটা কাছে। সেখানে গুবের্নিয়া প্রমুখ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্য পাণ্ডাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল।

॥ ২৮ ॥

লেভিন বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশে একজন অভিজাতদের ঘড়ঘড়ে ভারী নিঃশ্বাস এবং অন্য আরেকজনের ক্যাঁচকেঁচে জুতোর সোলে পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগুলো। দূর থেকে তাঁর কানে এল শুধু অভিজাতপ্রমুখের নরম গলা, বিষজিহ্ব অভিজাতটির ক্যাঁককেঁকে কণ্ঠস্বর, তারপর স্ভিয়াজ্স্কির গলা। লেভিন যতটা বুঝলেন ওঁরা তর্ক করছিলেন আইনের একটা ধারা, এবং 'তদন্তাধীন ব্যক্তি' কথাটার অর্থ নিয়ে।

জনতা ভাগ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচকে যাবার পথ করে দিলে। বিষজিহ্ব অভিজাতের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি বললেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আইনের ধারাটা দেখাই ভালো, সেক্রেটারিকে অনুরোধ করলেন ধারাটা বার করতে। ধারায় লেখা ছিল, মতদ্বৈধ ঘটলে ব্যালট ভোট নিতে হবে।

সের্গেই ইভানোভিচ ধারাটা পড়ে শুনিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই সময় আঁটো উর্দি পরা এক লম্বা, মোটা, কোলকুঁজো জমিদার, পিঠের দিক থেকে কলারটা যাঁর ঘাড়ে গেঁথে বসেছে, মোচে যাঁর

কলপ দেওয়া, তিনি বাধা দিলেন। টেবিলের কাছে এসে তাতে তিনি তাঁর আংটি ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'ব্যালট! ভোট! কথা বলে কোনো ফয়দা হবে না! ভোট!'

এই সময় হঠাৎ আরো কয়েকটা গলা শোনা গেল, *আংটি পরা লম্বা ভদ্রলোকটি ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন সবার চেয়ে উচ্চকণ্ঠে। কিন্তু কী তিনি বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

সের্গেই ইভানোভিচ যা বলেছিলেন, তিনিও বলছিলেন তাই-ই, কিন্তু বোঝা গেল, সের্গেই ইভানোভিচ এবং তাঁর গোটা দলটার ওপর তিনি রুষ্ট, এ রোষ পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সমস্ত দলটায় এবং অপর পক্ষ থেকে একইরকম যদিও অনেক শিষ্টতাসম্মত আক্রোশের উদ্রেক করছিল। শুরু হল চেঁচামেচি এবং মুহূর্তের মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে উঠল যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে হল গুবের্নিয়া প্রমুখকে।

'ব্যালট, ব্যালট! যে অভিজাত, সে-ই এটা বুঝবে। আমরা রক্ত দিই... মহারাজের আস্থা... অভিজাতপ্রমুখের হিসাব-পরিক্ষা হবে না, উনি হিসাবনবিশ নন... আরে, সেটা কোনো প্রশ্ন নয়... ভোট! নোংরামি!..' শোনা গেল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত আক্রোশের চিৎকার। দৃষ্টি আর মুখের ভাব ছিল তাদের কথার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত ও আক্রোশপরায়ণ। আপোসহীন বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। লেভিন একেবারেই বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা কী নিয়ে, ফ্লেরভ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট নেওয়া হবে কি হবে না, এ প্রশ্নটা যে উত্তেজনায় বিতর্কিত হচ্ছিল তাতে অবাক লাগল তাঁর। যে ন্যায়সূত্র অনুসারে সের্গেই ইভানোভিচ পরে তাঁকে যা বুঝিয়েছিলেন, যথা — সাধারণ কল্যাণের জন্য গুবের্নিয়ার অভিজাতপ্রমুখকে পদচ্যুত করা দরকার; আর পদচ্যুত করার জন্য ভোট পাওয়া চাই সংখ্যাধিক্যে; সংখ্যাধিক ভোটের জন্য ফ্লেরভকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন; আর ফ্লেরভকে অধিকারী বলে স্বীকৃত করাতে হলে আইনের ধারাটা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক --- সেটা তাঁর মনে ছিল না।

'একটা ভোটেই সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেতে পারে, সমাজ-সেবায় লাগতে চাইলে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া, সঙ্গতিশীলতা অনুসরণ করা উচিত' — উপসংহার টেনেছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কিন্তু লেভিনের সেটা খেয়াল ছিল না, এই সব সজ্জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের এমন বিশ্রী, ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় দেখা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল। কষ্টটা

থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বিতর্কের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন ছোটো হলে, যেখানে ব্যুফের কাছে পরিচারকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসন মোছা এবং ডিশ ও পানপাত্রগুলিকে যথাস্থানে রাখায় ব্যস্ত পরিচারকদের দেখে, তাদের শান্ত সজীব মুখ লক্ষ করে অপ্রত্যাশিত একটা লঘুতা বোধ করলেন লেভিন, যেন গুমোট একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন খোলা বাতাসে। সন্তুষ্ট চিত্তে পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আগুপিছু। একজন পরিচারকের পাকা গালপাট্টা, তাকে টিটকারি দিচ্ছিল যে অল্পবয়সীরা, অবজ্ঞা ভরে তাদের সে যেভাবে ন্যাপকিন ভাঁজ করা শেখাচ্ছিল, সেটা ভারি ভালো লাগল লেভিনের। বৃদ্ধের সঙ্গে লেভিন কথা কইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভিজাতদের অছিগিরি সংক্রান্ত সচিব এক বৃদ্ধ যাঁর দায়িত্ব গুবের্নিয়ার সমস্ত অভিজাতদের নাম ও পিতৃনাম জেনে রাখা, তিনি এগিয়ে এসে বললেন:

'দাদা আপনাকে খুঁজছেন, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ। ভোট শুরু হচ্ছে।'

হলঘরে এলেন লেভিন, পেলেন শাদা বল, দাদা সের্গেই ইভানোভিচের পেছন পেছন গেলেন টেবিলের কাছে। স্ভিয়াজ্স্কি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গুরুগম্ভীর বিদ্রূপাত্মক মুখে, দাড়ি মুঠো করে তা শুঁকছিলেন। সের্গেই ইভানোভিচ বাক্সে হাত ঢোকালেন, কোথায় যেন রাখলেন নিজের বলটা, লেভিনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। লেভিন এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গোলমাল করে সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ফেলব?' জিগ্যেস করেছিলেন তিনি আস্তে করে, আশেপাশের লোকেরা যখন কথা কইছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিজ্ঞাসাটা কারো কানে যাবে না। কিন্তু যারা কথা কইছিল, চুপ করে গেল তারা। অন্যায় প্রশ্নটা তাদের কানে গিয়েছিল। ভুরু কোঁচকালেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কঠোর স্বরে তিনি বললেন, 'এটা প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামতের ব্যাপার।'

কেউ কেউ হেসে ফেললেন। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, আচ্ছাদনের তলে হাত ঢুকিয়ে বলটা ফেললেন ডান বাক্সে, কেননা বলটা ছিল তাঁর ডান হাতে। বলটা ফেলার পর তাঁর স্মরণে এল যে বাঁ হাতটাই ঢোকানোর

কথা, ঢোকালেন, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরো বেশি থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন একেবারে পিছনের সারিতে।

'পক্ষে একশ' ছাব্বিশ নির্বাচক, বিপক্ষে আটানব্বই অনির্বাচক!' শোনা গেল 'র' উচ্চারণে অক্ষম সেক্রেটারির গলা। পরে উঠল হাসি: বাক্সে পাওয়া গেছে বোতাম আর দুটো বাদাম। ভোটের অধিকার পেলেন ফ্লেরভ, জিতল নতুন দল।

কিন্তু পুরনো দল নিজেদের পরাজিত বলে মানছিল না। লেভিন শুনলেন যে স্নেৎকোভকে ভোটে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হচ্ছে, দেখলেন অভিজাতদের একটা দল ঘিরে দাঁড়িয়েছে গুবের্নিয়া প্রমুখকে, কী যেন তিনি বলছিলেন তাদের। লেভিন কাছিয়ে গেলেন। অভিজাতদের উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন তাঁর ওপর আস্থা, তাঁর প্রতি অনুরাগের কথা, যার অযোগ্য তিনি, কেননা তাঁর যা-কিছু কাজ সবই অভিজাত সম্প্রদায়ের সেবায়, তাদের জন্য তিনি তাঁর লোককর্মের বারো বছর ব্যয় করেছেন। বারকয়েক তিনি পুনরুক্তি করলেন, 'যথাশক্তি কাজ করেছি বিশ্বাস আর সততা নিয়ে, আস্থায় মূল্য দিচ্ছি, কৃতজ্ঞ বোধ করছি।' হঠাৎ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে থেমে গিয়ে তিনি হল ছেড়ে চলে গেলেন। চোখের জলটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে, নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য, অথবা নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত বলে বোধ করছেন এমন একটা অবস্থার চাপের দরুন — সে যাই হোক, তাঁর ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হল অন্যান্যদের মধ্যেও, বেশির ভাগ অভিজাতই আলোড়িত হল, স্নেৎকোভের প্রতি একটা কোমলতা বোধ করলেন লেভিন।

দরজার কাছে গুবের্নিয়া প্রমুখ ধাক্কা খেলেন লেভিনের সঙ্গে।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন দয়া করে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন বলছেন অপরিচিত কাউকে, কিন্তু লেভিনকে চিনতে পেরে ভীরু-ভীরু হাসলেন। লেভিনের মনে হল তিনি কিছু একটা যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না তাঁর অস্থিরতায়। তাঁর মুখভাব, ক্রস-আঁটা তাঁর গোটা উর্দি আর বুনট করা শাদা পেন্টালুন পরা মূর্তি, যে শশব্যস্ততায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন, সবকিছু থেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা তাড়িত পশু, যে বুঝতে পারছে যে তার অবস্থা সঙ্গিন। তাঁর এই মুখের ভাবটাই লেভিনের কাছে বিশেষ মর্মস্পর্শী ঠেকেছিল, কেননা আগের দিনই তাঁর অছিগিরি ব্যাপার নিয়ে লেভিন দেখা করতে

গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। দেখেছিলেন তাঁকে সদাশয় সাংসারিক লোকের সমস্ত মহিমায়। মস্ত একটা বাড়ি, তাতে সাবেকী বংশগত সব আসবাবপত্র; চাল-না-মারা, নোংরা গোছের পুরনো চাকরবাকর, তবে প্রভুর প্রতি সশ্রদ্ধ, বোঝা যায় তারা আগেকার ভূমিদাস, মনিবকে ছেড়ে যায় নি; মোটাসোটা ভালোমানুষ স্ত্রী, লেস দেওয়া টুপি মাথায়, তুর্কি শাল জড়িয়ে মেয়ের সুন্দরী কন্যা, নাতনিকে যিনি আদর করছিলেন; জিমনাসিয়ামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছোকরা গোছের ছেলে, যে জিমনাসিয়াম থেকে এসে পিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে চুমু খেল তার প্রকাণ্ড হাতে; গৃহকর্তার ভারিক্কি সস্নেহ কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি — এ সবই গতকাল লেভিনের মধ্যে একটা অগোচর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল। এখন এই বৃদ্ধকে তাঁর মর্মস্পর্শী ও করুণ মনে হল, ভাবলেন ওঁকে দুটো ভালো কথা বলবেন।

বললেন, 'আপনি তাহলে ফের আমাদের অভিজাতপ্রমুখ হচ্ছেন?'

'বড়ো একটা নয়' — সভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন অভিজাতপ্রমুখ, 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বয়স তো হল। আমার চেয়ে কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কাজের ভার নিন তাঁরা।'

এবং পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন অভিজাতপ্রমুখ।

দেখা দিল সবচেয়ে গুরুগম্ভীর মুহূর্ত। তখন ভোট দেওয়ার কথা। উভয় দলের পাণ্ডারা আঙুল দিয়ে গুণছিল শাদা কালো বল।

ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কে নতুন দল শুধু একটা ভোটেই লাভবান হল না, সময়ও পেল, যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে যে তিনজন অভিজাতকে পুরনো দল চালাকি করে বঞ্চিত করেছিল, তাদের নিয়ে আসা যায়। দু'জন অভিজাতের দুর্বলতা ছিল মদে, স্নেৎকোভের লোকেরা তাদের মাতাল করে দেয়, আর তৃতীয় জনের উর্দি কেড়ে নেয় তারা।

এ সব জানতে পেরে ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কের সময় নতুন দল ছ্যাকড়া গাড়িতে নিজেদের লোক পাঠাতে পারে অভিজাত ব্যক্তিটিকে উর্দি পরাতে এবং মাতাল দু'জনের মধ্যে একজনকে সভায় নিয়ে আসতে।

'এনেছি একজনকে, জল ঢেলেছি' — তাকে আনতে গিয়েছিল যে জমিদার, স্ভিয়াজ্স্কির কাছে গিয়ে সে বললে, 'ভাবনা নেই, চলে যাবে।'

'বড়ো বেশি মাতাল নয় তো? টলে পড়বে না?' মাথা নেড়ে জিগ্যেস করলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'না, চালু ছোকরা। শুধু এখানে ওকে মদ না খাওয়াতে পারলেই হয়... আমি ব্যুফের লোককে বলেছি কোনোক্রমে যেন এক ফোঁটাও না দেয়।'

॥ ২৯ ॥

সংকীর্ণ যে হলটায় লোকে ধূমপান আর জলযোগ করছিল, তা অভিজাতে ভরা। ক্রমেই বেড়ে উঠছিল উত্তেজনা, চোখে পড়ছিল সমস্ত মুখেই অস্থিরতা। বিশেষ প্রবল রকমে উত্তেজিত হয়েছিল নেতারা, সমস্ত খুঁটিনাটি ও ভোটের হিসাব যাঁদের জানা ছিল। এঁরা হলেন আসন্ন সংঘর্ষের ব্যবস্থাপক। বাকিরা সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেও আপাতত চিত্তবিনোদনের সন্ধানে ছিলেন। কেউ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে নাস্তা সারছিলেন; অন্যেরা সিগারেট টানতে টানতে লম্বা ঘরখানার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছিলেন আর আলাপ করছিলেন বহুদিন না-দেখা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না লেভিনের, ধূমপান তিনি করেন না। নিজেদের লোকেদের অর্থাৎ সের্গেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ, স্ভিয়াজ্‌স্কি এবং অন্যান্যদের কাছে যেতে চাইছিলেন না কারণ তাঁদের সঙ্গে টগবগে আলাপে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বপালের উর্দি পরিহিত ভ্রন্‌স্কি। আগের দিনই লেভিন তাঁকে দেখেছিলেন নির্বাচনে এবং সাক্ষাৎ হোক এটা না চেয়ে প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে যান। জানলার কাছে গিয়ে লেভিন বসলেন এবং চারপাশের গ্রুপগুলোর দিকে চেয়ে শুনতে লাগলেন কী আলোচনা চলছে। মন-মরা হয়ে ছিলেন তিনি, বিশেষ করে এই জন্য যে উনি দেখতে পাচ্ছেন সবাই চাঙ্গা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ব্যস্ত, আর তিনিই এবং নৌবাহিনীর উর্দি পরা দন্তহীন জনৈক বৃদ্ধেরই কেবল কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কাজ নেই। লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন।

'কী পাজি! আমি বলেছিলাম, কিন্তু না; কেন! তিন বছরের মধ্যে উনি জোগাড় করে উঠতে পারলেন না' — সতেজে বলছিলেন অনুচ্চ চেহারার কোলকুঁজো এক জমিদার, পমেডের প্রলেপ দেওয়া তাঁর চুল এসে পড়েছে উর্দির নকশা-তোলা কলারের ওপর। নতুন, বোঝা যায় নির্বাচন উপলক্ষেই কেনা বুটের হিল সজোরে ঠুকছিলেন তিনি। লেভিনের দিকে একটা বিরক্ত দৃষ্টিপাত করে জমিদার ঝট করে ঘুরে গেলেন।

‘কারসাজি আছে, সে আর বলতে’ — সরু গলায় বললেন ক্ষুদ্রকায় আরেক জমিদার।

এই দু'জনের পেছনে মোটাসোটা এক জেনারেলকে ঘিরে জমিদারদের পুরো একটা ঝাঁক তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে আসছিল লেভিনের দিকে। জমিদাররা স্পষ্টতই একটা জায়গা খুঁজছিল যেখানে কথা কইলে অন্যের কানে যাবে না।

‘কী স্পর্ধা, বলে কিনা ওর ট্রাউজার চুরি করতে বলেছি আমি! বেচে দিয়ে মদ টেনেছে বলে মনে হয়। ওকে আর ওর প্রিন্স খেতাবকে আমি কেয়ার করি থোড়াই। কথা বলতে এসো না, এটা খচরামি!’

‘কিন্তু ওরা যে আইনের ধারার আশ্রয় নিয়েছে’ — কথা হচ্ছিল আরেকটা গ্রুপে, ‘তাঁর স্ত্রীকে অভিজাত বলে তালিকাভুক্ত করা উচিত।’

‘চুলোয় যাক গে ধারা! আমি অন্তর থেকে কথা কইছি। ঘরানা অভিজাত। বিশ্বাস করতে হয়।’

‘হুজুর, চলুন যাই, চমৎকার শ্যাম্পেন!’

একজন অভিজাত প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন বলছিল এবং আরেকটা দল আসছিল তার পিছু পিছু; মদ খাইয়ে মাতাল করা তিন জনের মধ্যে সে একজন।

‘মারিয়া সেমিওনোভনাকে আমি সর্বদাই বলেছিলাম জমি খাজনায় দিতে, কেননা নিজে উনি চালাতে পারেন না’ — শ্রুতিমধুর গলায় বললেন মোচ পাকা এক জমিদার, পরনে সাবেকী জেনারেল স্টাফের কর্নেলী উর্দি; ইনি সেই জমিদার লেভিন যাঁকে দেখেছিলেন স্ভিয়াজ্স্কির ওখানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারেন তিনি। জমিদারও লেভিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন।

‘ভারি আনন্দ হল। চিনব না মানে! বেশ ভালো মনে আছে। গত বছর। অভিজাতপ্রমুখ স্ভিয়াজ্স্কির ওখানে।’

‘তা আপনার কৃষিকর্ম কেমন চলছে?’ জিগ্যেস করলেন লেভিন।

‘সেই একইরকম লোকসানে’ — জমিদার বললেন বিনীত হাসি ফুটিয়ে, কিন্তু এই প্রশান্তি ও প্রত্যয় নিয়ে যে তাই-ই হওয়া দরকার। লেভিনের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, জিগ্যেস করলেন: ‘কিন্তু আপনি আমাদের গুবের্নিয়ায় যে? আমাদের কু'দেতায় যোগ দিতে এসেছেন?’ ফরাসি শব্দটা বললেন তিনি দৃঢ় কিন্তু খারাপ উচ্চারণে। ‘সারা রাশিয়া চলে

এসেছে, কামেরহেররাও, প্রায় মন্ত্রীরাও' — স্তেপান আর্কাদিচের দর্শনধারী মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। শাদা পেন্টালুন আর কামেরহেরী উর্দিতে তিনি হাঁটছিলেন এক জেনারেলের সঙ্গে।

'আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে অভিজাত নির্বাচনের গুরুত্ব আমি বুঝি কম' — লেভিন বললেন।

জমিদার চাইলেন তাঁর দিকে।

'বোঝার আবার আছে-টা কী? কোনো গুরুত্বই নেই। ক্ষীয়মাণ একটা প্রতিষ্ঠান, চলে যাচ্ছে জাড্যের শক্তিতে। উর্দিগুলো দেখুন, তা দেখেই বুঝতে পারবেন, এটি সালিশী জজ, স্থায়ী সদস্য ইত্যাদির সমাবেশ, অভিজাতদের নয়।'

'তাহলে আপনি আসেন কেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'প্রথমত অভ্যাসবশে। তা ছাড়া যোগসম্পর্কাদি রাখতে হয়। কিছু পরিমাণে নৈতিক দায়িত্বও। আর সত্যি বললে, নিজের স্বার্থও আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্যের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। ওরা ধনী নয়, তাই ওকে চালু করে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওঁনারা আসেন কেন?' বিষজিহ্ব যে ভদ্রলোকটি প্রদেশপালের টেবিল থেকে কথা বলেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নতুন পুরুষ।'

'নতুন নয় হল। কিন্তু অভিজাত নয়। ওরা জমিদার আর আমরা ভূস্বামী। অভিজাত হিশেবে ওরা নিজেই নিজেদের খতম করছে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে আয়ু ফুরিয়েছে প্রতিষ্ঠানটার।'

'ফুরিয়েছে ফুরোক। তাহলেও সম্মান দেখাতে হয়। অন্তত স্নেৎকোভকে... আমরা ভালো হই, না হই, হাজার বছর ধরে বাড়ছি। ধরুন, আপনি বাড়ির সামনে একটা বাগান করতে চান আর সেখানে রয়েছে একশ' বছরের একটা গাছ... সে গাছ দরকচামারা, বুড়ো হলেও ফুলভুঁই আর কেয়ারির জন্যে তাকে কাটতে তো যাবেন না। বরং ফুলভুঁইগুলো এমনভাবে বসাবেন যাতে কাজে লাগে গাছটা। ওটা তো আর এক বছরে বেড়ে উঠবে না' — সাবধানে এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তা আপনার কৃষিকর্ম কেমন চলছে?'

'খারাপ। শতকরা পাঁচ।'

'হ্যাঁ, অথচ নিজেকে আপনি ধরছেন না। আপনারও তো কিছু দাম

আছে। শ্নন্ন, নিজের কথা বলি। যতদিন আমি ফৌজে ছিলাম, কৃষিকর্মে লাগি নি, পেতাম তিন হাজার। আর এখন ফৌজের চেয়ে বেশি খাটছি, কিন্তু পাচ্ছি আপনার মতোই শতকরা পাঁচ, তাও ভগবান দেন। নিজের খাটুনিটা গেল বেফয়দা।'

'তাহলে কেন এটা করছেন? যখন সোজাস্নজি লোকসান?'

'অথচ করছি! উপায় নাই। অভ্যাস আর কি, জানি যে তাই করা দরকার। আপনাকে আরো বলি' — জানালার বাজ্নতে কন্নই ভর দিয়ে উনি বলে চললেন, 'কৃষিকর্মে ছেলের কোনোরকম আগ্রহ নেই। বোঝা যাচ্ছে পণ্ডিত হবে। অথচ কাউকে তো চালিয়ে যাওয়া দরকার। তাই করি। এইতো এ বছর বাগান বসালাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা সম্প্নর্ণ ঠিক' — লেভিন বললেন, 'আমি সর্বদা টের পাই যে আমার বিষয়-আশয়ে সত্যিকার কোনো ফয়দা নেই, অথচ করে যাই... জমির জন্যে এ একটা কেমন যেন দায়িত্ব।'

'শ্নন্ন বলি' — জমিদার চালিয়ে গেলেন, 'আমার পড়শী একজন কারবারী, এসেছিল আমার কাছে। আমরা বিষয়সম্পত্তি বাগান সব ঘ্নরে দেখলাম। বলে, 'না, স্তেপান ভাসিলিচ, সবই আপনার ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু বাগানটায় বড়ো অযত্ন।' অথচ বাগান আমার অযত্নে নেই। 'আমার কথা যদি শোনেন, আমি হলে ঐ লিন্ডেন গাছগ্নলোকে কেটে ফেলতাম, শ্নধ্ন রসটা বার করে নিয়ে। লিন্ডেন গাছ তো এখানে হাজার, হাজার। প্রচুর খাশা বাকল হবে। আর বাকলের এখন ভালো দাম। আমি হলে কেটে ফেলতাম।"

'আর সে টাকায় ও গর্নবাছ্নর বা জমি কিনত জলের দামে, চাষীদের তা খাজনায় বিলি করত' — হেসে কথাটা শেষ করলেন লেভিন, স্পষ্টতই এরকম হিসাব তাঁকে শ্নতে হয়েছে একাধিক বার। 'ও সম্পত্তি করবে আর ভগবান কর্নন, আপনার আমার যা আছে শ্নধ্ন সেইটুকু ধরে রেখে ছেলেমেয়েদের যেন দিয়ে যেতে পারি।'

'শ্ননেছি, আপনি বিবাহিত?' জিগ্যেস করলেন জমিদার।

'হ্যাঁ' — সগর্ব তৃপ্তিতে লেভিন বললেন; 'কেমন যেন আশ্চর্য' — বলে চললেন তিনি, 'আমরা হিসাবের পরোয়া না করে চলি, আমাদের এখানে বসানো হয়েছে ঠিক প্নরাকালের ভেস্টালদের মতো কোনোরকমে আগ্নন আগলিয়ে রাখতে।'

শাদা মোচের নিচে মুচকি হাসলেন জমিদার।

'আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, যেমন অন্তত বন্ধুবর নিকোলাই ইভানিচকেই ধরুন, কিংবা কাউন্ট ভ্রন্স্কি, যিনি এখানে বসত পেতেছেন, তাঁরা চান কৃষি চালাতে শিল্পের কায়দায়, কিন্তু পুঁজি লোকসান দেওয়া ছাড়া এযাবৎ কিছুই দাঁড়ায় নি।'

'কিন্তু কারবারীটার মতো আমরা করছি না কেন? বাকলের জন্যে কেন কেটে ফেলছি না বাগান?' যে জিজ্ঞাসাটা লেভিনকে হতভম্ব করছিল, তাতে ফিরে এসে তিনি বললেন।

'ঐ যে আপনি বললেন, আগুন আগলিয়ে রাখা। নইলে অভিজাতদের কাজ আবার কী? আর অভিজাতদের কাজটা চলে এখানে নয়, নির্বাচনে নয়, সেখানে, নিজের কোণটিতে। সামাজিক একটা সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের একটা স্বতঃবোধও আছে কী করা উচিত, কী নয়। চাষীদেরও আছে: মাঝে মাঝে দেখি কী ভালো চাষী, যত পারে জমি করছে। সে জমি যত খারাপই হোক চযে যাচ্ছে। শুধু হিসাবের পরোয়া না করে। স্রেফ লোকসান দিয়ে।'

'আমরাও তাই' — লেভিন বললেন আর তাঁর দিকে স্ভিয়াজ্স্কিকে আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'দেখা হয়ে খুবই, খুবই আনন্দ হল।'

'আপনার বাড়ির পর আমাদের ফের দেখা হল এই প্রথম' — জমিদার বললেন, 'কথাবার্তাও হল।'

'কী, নতুন ব্যবস্থার মুন্ডপাত করলেন তো?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'তা ছাড়া কি চলে।'

'বুক জুড়ালেন।'

॥ ৩০ ॥

স্ভিয়াজ্স্কি লেভিনের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে চললেন নিজেদের লোকেদের কাছে।

এখন আর ভ্রন্স্কিকে এড়ানো যায় না। স্তেপান আর্কাদিচ আর সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন লেভিনের দিকেই।

'ভারি আনন্দ হল। মনে হচ্ছে প্রিন্সেস শ্যেরবাৎস্কায়ার বাড়িতে... আপনার সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার' -- লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'হ্যাঁ, আমাদের সাক্ষাৎটা আমার খুবই মনে আছে' — সিঁদুরে লাল হয়ে লেভিন বললেন এবং তক্ষুনি ফিরে কথা শুরু করলেন দাদার সঙ্গে।

সামান্য হেসে স্ভিয়াজ্‌স্কির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন ভ্রন্‌স্কি. বোঝা যাচ্ছিল লেভিনের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু লেভিন দাদার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন ভ্রন্‌স্কির দিকে. ভাবছিলেন তাঁর রূঢ়তা মোচনের জন্য কথা বলা যায় কী বিষয়ে।

'এখন তাহলে ব্যাপারটা কী নিয়ে?' স্ভিয়াজ্‌স্কি আর ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'স্নেৎকোভকে নিয়ে। দরকার উনি হয় আপত্তি করুন নয় সম্মতি দিন' -- জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্‌স্কি।

'তা উনি সম্মতি দিয়েছেন, নাকি দেন নি?'

'ব্যাপারটাই তো এই যে তিনি কোনোটাই করছেন না' — বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'উনি যদি আপত্তি করেন, কে দাঁড়াবে?' ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে বললেন লেভিন।

'যে চায়।' — স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন।

'আপনি দাঁড়াবেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'অন্তত আমি বাপু নই' — বিব্রত হয়ে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে দণ্ডায়মান বিষজিহ্ব ভদ্রলোকের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করে স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন।

'কে তাহলে? নেভেদোভস্কি?' লেভিন জিগ্যেস করলেন। টের পাচ্ছিলেন যে তিনি একটা গোলমাল করে ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ। নেভেদোভস্কি আর স্ভিয়াজ্‌স্কি ছিলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।

'আমি কোনোক্রমেই নই' — জবাব দিলেন বিষজিহ্ব ভদ্রলোক।

বোঝা গেল ইনিই নেভেদোভস্কি। স্ভিয়াজ্‌স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের।

'কী তোমারও আঁতে ঘা লেগেছে?' ভ্রন্‌স্কির দিকে চোখ মটকে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'এ যেন ঘোড়দৌড়, বাজিও রাখা যায়।'

'হ্যাঁ, ঘা লেগেছে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'ব্যাপারটা হাতে একবার নিলে তার হেস্তনেস্ত করার ইচ্ছে হয়। সংগ্রাম!' ভুরু কুঁচকে নিজের শক্ত দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'কী কাজের লোক স্ভিয়াজ্‌স্কি! সবকিছু ওর কাছে পরিষ্কার।'

'ও হ্যাঁ' — অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন ভ্রন্‌স্কি।

নীরবতা নামল আর সে সময় কিছু একটার দিকে তাকাতে হয় বলে ভ্রন্‌স্কি তাকালেন লেভিনের দিকে, তাঁর পা, তাঁর উর্দি, তাঁর মুখের দিকে, তাঁর বিষণ্ণ দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ দেখে কিছু একটা বলতে হয় বলে মন্তব্য করলেন:

'আপনি বরাবর গ্রামবাসী হয়েও সালিশ জজ নন কেন? সালিশ জজের উর্দি তো আপনি পরেন নি দেখছি।'

'কারণ আমি মনে করি সালিশী আদালত একটা নির্বোধ প্রতিষ্ঠান' — মন-মরার মতো জবাব দিলেন লেভিন, এতক্ষণ তিনি ছিলেন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কথা বলার সুযোগের অপেক্ষায় যাতে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর রূঢ়তাটা ক্ষালন করে নিতে পারেন।

'আমি তা মনে করি না, উল্টোটা ভাবি' — শান্ত বিস্ময়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'এটা খেলনা' — লেভিন বাধা দিলেন তাঁকে, 'সালিশির আমাদের প্রয়োজন নেই। আট বছরের মধ্যে সালিশী আদালতের কাছে আমার কোনো কাজ ছিল না, যা ছিল তাতে রায় হয়েছে উল্টো। আমার ওখান থেকে আদালত চল্লিশ ভার্স্ট দূরে। যে মামলার ফয়সালা হয় দুই রুব্‌লে, তার জন্যে আমাকে এজেন্ট পাঠাতে হয় পনের রুব্‌ল দিয়ে।'

এবং তিনি একজন চাষীর কথা বললেন যে কলমালিকের কাছ থেকে ময়দা চুরি করেছিল, কলমালিক সে কথা তাকে বলতে সে কুৎসা রটনার দায়ে মামলা ঠোকে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কাহিনীটা অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধোচিত, বলবার সময় লেভিন নিজেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'ও, ভারি অসাধারণ বটে' — মধুমাখা হাসি হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিন্তু চলুন, মনে হচ্ছে ভোট শুরু হয়েছে...'

ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন।

'আমি বুঝি না' — ভাইয়ের কতকগুলি উদ্ভট কাণ্ড চোখে পড়ায় সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি বুঝি না এই মাত্রায় সর্ববিধ রাজনৈতিক বোধ হারানো যায় কেমন করে। এ বোধ আমাদের, রুশীদের নেই। গুবের্নিয়া প্রমুখ আমাদের শত্রু — তুমি তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছ, দাঁড়াতে বলছ নির্বাচনে। আর কাউণ্ট ভ্রন্স্কি... ওঁকে আমি বন্ধু বানাব না; উনি ডেকেছেন ডিনারে, আমি যাব না; কিন্তু উনি আমাদের দলে, কেন শত্রু করে তুলতে হবে ওঁকে? তারপর নেভেদোভস্কিকে তুমি শুধালে সে নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা। এ সব কেউ করে না।'

'আহ্, আমি কিছুই বুঝি না! এ সবই নিরর্থক ব্যাপার' — বিষণ্ণ বদনে বললেন লেভিন।

'বলছ অনর্থক, কিন্তু তার মধ্যে গিয়ে সব গুলিয়ে ফ্যালো।'

লেভিন চুপ করে রইলেন, দুজনেই তাঁরা গেলেন বড়ো হলঘরে।

গুবের্নিয়া প্রমুখ বাতাসে যদিও গন্ধ পাচ্ছিলেন কিছু একটা প্যাঁচ কষা হচ্ছে, এবং যদিও সবাই তাঁকে দাঁড়াতে অনুরোধ করে নি, তাহলেও ঠিক করলেন দাঁড়াবেন। হলঘরে সবাই চুপ করে গেলেন আর সেক্রেটারি উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করলেন যে গুবের্নিয়া প্রমুখ পদের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন গার্ড ক্যাপটেন মিখাইল স্তেপানোভিচ স্নেৎকোভ।

উয়েজ্দ্ প্রমুখেরা তাঁদের টেবিল থেকে বল ভরা প্লেট নিয়ে গেলেন প্রদেশপালের টেবিলের দিকে, শুরু হল ভোটাভুটি।

উয়েজ্দ্ প্রমুখের পেছন পেছন দাদার সঙ্গে লেভিন যখন টেবিলের দিকে যাচ্ছিলেন ফিসফিস করে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বললেন: 'ডান দিকে ফেলো।' যেসব কারণাকারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল ইতিমধ্যে সে সব ভুলে গিয়ে তাঁর ভয় হল, 'ডান দিকে' বলে স্তেপান আর্কাদিচ ভুল করেন নি তো। স্নেৎকোভ তো তাঁদের শত্রু। ডান হাতে বল নিয়ে বাক্সের কাছে গিয়ে ভুল করছে ভেবে একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা পাচার করলেন বাঁ হাতে এবং বোঝাই যায় যে তা বাঁয়েই ফেললেন। ওয়াকিবহাল যে ভদ্রলোকটি বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনুইয়ের এক ভঙ্গিতেই যিনি বুঝে নেন কে কোথায় বল ফেলছে, তিনি অপ্রসন্ন হয়ে মুখ কোঁচকালেন। নিজের অন্তর্ভেদী ক্ষমতা জাহির করার অন্য কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

সবাই চুপ করে গেলেন যখন ভোট গণনা হচ্ছিল। পরে একক একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা।

গুবের্নিয়া প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছেন রীতিমতো সংখ্যাধিক ভোটে। সবাই কলরব করে উঠলেন, সবেগে ছুটলেন দরজার দিকে। স্নেৎকোভ ভেতরে এলেন, অভিজাতরা অভিনন্দন জানিয়ে ঘিরে ধরলেন তাঁকে।

'এখন শেষ তো?' সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'মাত্র শুরু হচ্ছে' — হেসে সের্গেই ইভানোভিচের হয়ে জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি। উপপ্রমুখ পেতে পারে আরো বেশি ভোট।'

ফের এ কথাটা মনে ছিল না লেভিনের। কেবল এখন তাঁর স্মরণ হল কী একটা যেন সূক্ষ্ম চাল ছিল এর পেছনে, কিন্তু সেই সূক্ষ্মতাটা কিসে তা ভাবতে বেজার লাগল তাঁর; মন খারাপ হয়ে গেল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই জটলা থেকে বেরিয়ে যান।

কেউ যেহেতু মন দিচ্ছিল না তাঁর দিকে, এবং মনে হল কারো প্রয়োজন নেই তাঁকে, চুপি চুপি তিনি রওনা দিলেন জলযোগের ছোটো হলটায় এবং ফের পরিচারকদের দেখে ভারি হালকা লাগল তাঁর। বৃদ্ধ পরিচারক তাঁকে আমন্ত্রণ করলে কিছু মুখে তুলতে, লেভিন রাজি হলেন। বরবটি সহযোগে একটা কাটলেট খেয়ে, এবং পরিচারকের সঙ্গে তার আগেকার মনিবদের নিয়ে আলাপ করার পর লেভিনের ইচ্ছে হল না তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলঘরটায় ঢোকেন, গেলেন গ্যালারিতে।

গ্যালারি সুসজ্জিত মহিলায় ভরা, নিচে যে আলোচনা হচ্ছিল, রেলিঙে ভর দিয়ে তার একটা ফসকে না যেতে দিতে তাঁরা সচেষ্ট। মহিলাদের কাছে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিলেন সুবেশী সব অ্যাডভোকেট, চশমাধারী জিমন্যাসিয়াম শিক্ষক, সামরিক অফিসার। সর্বত্রই আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে, গুবের্নিয়া প্রমুখ কিরকম জেরবার হয়ে পড়েছিলেন আর কী চমৎকার হয়েছিল বিতর্ক, তাই নিয়ে। একটা দলে লেভিন শুনলেন তাঁর দাদার প্রশংসা। একজন মহিলা অ্যাডভোকেটকে বলছিলেন:

'কজ্নিশেভের বক্তৃতা শুনে কীযে আনন্দ হল! খাওয়া ফেলে রেখে তা শোনার মতো। চমৎকার! সবকিছু পরিষ্কার, সুস্পষ্ট! আপনাদের আদালতে কেউ এমন করে বলতে পারে না। হয়ত-বা শুধু এক মেইডেল। কিন্তু তিনিও মোটেই এমন বাক্পটু নন।'

রেলিঙের কাছে একটা খালি জায়গা পেয়ে তাতে ভর দিয়ে লেভিন দেখতে আর শুনতে লাগলেন।

অভিজাতরা সবাই নিজেদের উয়েজ্দের জন্য আলাদা করা ঘের দেওয়া

আসনগুলোয় বসে ছিলেন। হলের মাঝখানে উর্দি পরা একটি লোক তীক্ষ্ন সরু গলায় ঘোষণা করলেন:

'উপপ্রমুখের পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন স্টাফ-ক্যাপটেন ইয়েভ্গেনি ইভানোভিচ আপুখ্তিন!'

মৃত্যুবৎ স্তব্ধতা নামল, শোনা গেল একটা জরাজীর্ণ ক্ষীণ গলা:

'প্রত্যাহার করছি!'

আবার শোনা গেল: 'নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন প্রিভি কাউন্সেলার পিওত্র পেত্রভিচ বল্!'

'প্রত্যাহার করছি!' শোনা গেল যুবকের একটা খ্যাঁকখেঁকে গলা।

ফের একই জিনিস শুরু হল এবং ফের 'প্রত্যাহার করছি'। এই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। রেলিঙে কনুই ভর দিয়ে লেভিন দেখছিলেন আর শুনছিলেন। প্রথমটা তাঁর অবাক লাগছিল, বুঝতে চেষ্টা করছিলেন কী এর মানে; তারপর বুঝতে যে পারবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় তাঁর ব্যাজার লাগতে লাগল। তারপর সকলের মুখে তিনি যে উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছেন, সেটা মনে পড়ায় ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর; ঠিক করলেন চলে যাবেন। নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন গ্যালারিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে ফুলো ফুলো চোখে জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র। সিঁড়িতে দেখা হল এক যুগলের সঙ্গে, ছিল খটখটিয়ে মহিলা দ্রুত উঠছিলেন আর সহ-অভিশংসক বলছিলেন:

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম যে দেরি হবে না' — লেভিন তখন পাশে সরে গিয়ে মহিলার জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

লেভিন বেরিয়ে যাবার সিঁড়ির কাছে এসে যখন ওয়েস্ট-কোট থেকে ওভারকোটের কুপন বার করছিলেন, সেক্রেটারি এসে ধরলেন তাঁকে: 'অনুগ্রহ করুন কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, ভোট চলছে।'

অমন দৃঢ়ভাবে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই নেভেদোভস্কি দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে।

দরজার দিকে গেলেন লেভিন। হলের দরজা বন্ধ। সেক্রেটারি টোকা দিতে দরজা খুলে গেল, রক্তিম বদনে লেভিনের দিকে ছুটে এল দু'জন জমিদার।

'আমি আর পারছি না' — বললে রক্তিমবদনদের একজন।

জমিদারের পেছনে উঁকি দিল গুবের্নিয়া প্রমুখের মুখ। আতংকে আর ক্লেশে সে মুখ ভয়াবহ।

'আমি তোমায় বলেছিলাম যে কাউকে বেরতে দেবে না!' দরোয়ানের উদ্দেশে হুংকার দিলেন তিনি।

'আমি শুধু ঢুকতে দিয়েছি হুজুর!'

'আরে ভগবান!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে শাদা পেণ্টালুন পরা গুবের্নিয়া প্রমুখ ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন হলের মাঝখানে পাতা বড়ো টেবিলটার কাছে।

যা হিসাব করা হয়েছিল, নেভেদোভস্কিকে এত বেশি ভোট দেওয়া হয়েছিল যে তিনিই হলেন নতুন গুবের্নিয়া প্রমুখ। অনেকেরই ফুর্তি হল, অনেকেই সন্তুষ্ট, সুখী, অনেকে উল্লসিত, অনেকে আবার অসন্তুষ্ট, অসুখী। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন গুবের্নিয়া প্রমুখ, সেটা তিনি লুকাতেও পারছিলেন না। নেভেদোভস্কি যখন হল থেকে বেরুলেন, জনতা ঘিরে ধরল তাঁকে এবং সোল্লাসে তাঁর অনুগমন করতে লাগল ঠিক যেভাবে নির্বাচন উদ্বোধনের পর তারা অনুগমন করেছিল প্রদেশপালের এবং স্নেৎকোভ যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন যেভাবে তারা অনুগমন করেছিল তাঁর।

॥ ৩১ ॥

সেদিন নবনির্বাচিত গুবের্নিয়া প্রমুখ এবং নতুনদের বিজয়ী পার্টির অনেকের জন্য ডিনারের আয়োজন করলেন ভ্রন্স্কি।

নির্বাচনে ভ্রন্স্কি এসেছিলেন কারণ গ্রামে তাঁর একঘেয়ে লাগছিল, তা ছাড়া আন্নার কাছে নিজের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করতে হত এবং জেমস্ত্ভো পরিষদের নির্বাচনে স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর জন্য যতকিছু করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে তা পরিশোধ করা, আর সর্বোপরি অভিজাত ও ভূস্বামীর যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছেন, তজ্জনিত সমস্ত কর্তব্য কঠোরভাবে পালনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি মোটেই আশা করেন নি যে নির্বাচনের ব্যাপারটা তাঁকে এমন মাতাবে, উত্তেজিত করবে, আর ব্যাপারটা তিনি এত ভালোভাবে নির্বাহ করতে পারবেন। অভিজাতদের মহলে তিনি একেবারে নতুন, কিন্তু স্পষ্টতই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন এবং এ কথা ভেবে ভুল করেন নি যে অভিজাতদের

মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। এ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে: তাঁর ধনসম্পত্তি এবং কাউন্ট পদ; শহরে খাশা একটা বাসা যা তাঁর জন্য ছেড়ে দেন তাঁর পুরনো পরিচিত শির্কভ, যিনি আর্থিক ব্যাপারে নিয়োজিত, এবং কাশিনে উন্নতিশীল একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা; গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ভ্রন্‌স্কির চমৎকার পাচক; প্রদেশপালের সঙ্গে সখ্য, আগেই যিনি ছিলেন ভ্রন্‌স্কির বন্ধু ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাধন্য; কিন্তু সবচেয়ে বেশি সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সহজ, সমান ব্যবহার, যাতে তাঁর কল্পিত অহংকার সম্পর্কে অধিকাংশ অভিজাতের ধারণা বদলায়। নিজেই ভ্রন্‌স্কি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়ার স্বামী এই যে খেপাটে ভদ্রলোকটি à propos de bottes* উন্মাদ আক্রোশে তাঁকে রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে মনের ঝাল ঝেড়েছেন, তিনি ছাড়া যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, তেমন প্রতিটি অভিজাতই হয়েছেন তাঁর পক্ষপাতী। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অন্যেরা স্বীকার করছিল যে নেভেদোভস্কির সাফল্যে তাঁর অবদান যথেষ্ট। আর এখন নিজের বাড়িতে খাবারের টেবিলে বসে নেভেদোভস্কির জয়োৎসব উপলক্ষে নিজের নির্বাচিতের বিজয়ের জন্য তাঁর একটা মধুর অনুভূতি হচ্ছিল। নির্বাচনে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি বিবাহিত লোক হন, তাহলে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন বলে ভাবছিলেন — জকি পুরস্কার পাবার পর যেমন নিজেরই ইচ্ছা হয় ঘোড়া ছোটাবার।

এখন উৎসব হচ্ছে সেই বিজয়ী জকিকে নিয়ে। ভ্রন্‌স্কি বসেছিলেন টেবিলের শিয়রে, ডান দিকে যুবক প্রদেশপাল, জার সুইটের অন্তর্ভুক্ত জনৈক জেনারেল। যে প্রদেশপাল গুরুগম্ভীরভাবে নির্বাচনের উদ্বোধন করেন, বক্তৃতা দেন, অনেকের মধ্যেই সম্মান ও পদলেহনের মনোভাব জাগান — যা ভ্রন্‌স্কি দেখতে পাচ্ছিলেন, সবার কাছে তিনিই গুবের্নিয়ার কর্তা; ভ্রন্‌স্কির কাছে কিন্তু ইনি নিতান্তই কাৎকা মাসলভ — পেজ কোরে এই ছিল তাঁর ডাকনাম, ভ্রন্‌স্কির সামনে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন আর তাঁকে mettre à son aise** চেষ্টা করছিলেন ভ্রন্‌স্কি। তাঁর বাঁ দিকে তাঁর তরুণ, অটল, বিষাক্ত মুখ নিয়ে নেভেদোভস্কি। তাঁর সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির ব্যবহার ছিল সহজ, সশ্রদ্ধ।

কথা নেই, বার্তা নেই (ফরাসি)।

** চাঙ্গা করার (ফরাসি)।

স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর পরাজয়টা মেনে নিলেন ফুর্তি করেই। তাঁর কাছে এটা পরাজয়ই নয়, যা তিনি নিজেই বলেন নেভেদোভস্কির উদ্দেশে পানপাত্র তোলার সময়: অভিজাতবৃন্দকে যে নতুন ধারা অনুসরণ করতে হবে, এঁর মতো তার সেরা প্রতিনিধি আর পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সমস্ত সাধু ব্যক্তিই তাঁর বর্তমান সাফল্যের পক্ষে থেকেছে, বিজয়োৎসব করছে তাঁকে নিয়ে।

ফুর্তি করে সময় কাটল আর সবাই আনন্দ করছে বলে স্তেপান আর্কাদিচও খুশি ছিলেন। অপূর্ব খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নির্বাচনের ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাক্তন গুবের্নিয়া প্রমুখের অশ্রুসজল বক্তৃতাটা স্ভিয়াজ্স্কি শোনালেন কৌতুক করে। তারপর নেভেদোভস্কিকে লক্ষ করে ফোড়ন কাটলেন: হিসাব পরীক্ষার জন্য চোখের জলের চেয়ে আরো জটিল কোনো পদ্ধতি নিতে হবে হুজুরকে। আরেক জন রসিক ভদ্রলোক বললেন যে গুবের্নিয়া প্রমুখের নির্বাচন উপলক্ষে বলনাচের জন্য মোজা পরা চাপরাশিদের বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন তাদের ফেরত পাঠাতে হচ্ছে যদি অবশ্য নতুন গুবের্নিয়া প্রমুখ মোজাপরা চাপরাশিদের নিয়ে বলনাচের আয়োজন না করেন।

ডিনারের সময় নেভেদোভস্কিকে সম্বোধন করা হচ্ছিল 'আমাদের গুবের্নিয়া প্রমুখ' আর 'হুজুর' বলে।

তা বলে তাঁরা সেইরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন যেমন লোকে পেয়ে থাকে নববিবাহিত তরুণীকে 'মাদাম অমুক' বলতে পেরে। নেভেদোভস্কি ভাব করলেন খেতাবটায় তাঁর কিছু এসে যায় না তাই শুধু নয়, এটাকে তিনি ঘৃণাই করেন, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে উনি খুশিই হচ্ছেন, তবে যে নতুন উদারনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সবাই রয়েছেন, তার পক্ষে অশোভন একটা উল্লাস প্রকাশ না করার জন্য সংযত রাখছিলেন নিজেকে।

ডিনারের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী কিছু লোকের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল। খুবই শরিফ মেজাজে ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তিনিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'নেভেদোভস্কি নির্বাচিত হয়েছেন বারো ভোটে। অভিনন্দন। খবরটা অন্যদের দিও।' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিনি টেলিগ্রামের বয়ান দিতে থাকলেন এবং মন্তব্য করলেন: 'ওরাও আনন্দ করুক।' বার্তা পেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টেলিগ্রামের পেছনে যে এক

রুবল খরচ হয়েছে তার জন্য এবং বুঝলেন এটা ডিনারের শেষদিককার ব্যাপার। তিনি জানতেন যে ভালো একটা ডিনারের শেষে 'faire jouer le télégraphe'* স্ভিভার একটা দুর্বলতা।

উৎকৃষ্ট আহার এবং রুশী নয়, সোজা বিদেশে বোতলজাত করা সুরা মিলিয়ে সবই হয়েছিল বেশ সম্ভ্রান্ত, সহজ আর হাসিখুশি। একমতাবলম্বী, উদারনৈতিক, কিন্তু সেইসঙ্গে সুরসিক সজ্জন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ভিয়াজ্‌স্কি বেছেছিলেন জনাবিশেক লোকের একটা দল। নতুন গুবের্নিয়া প্রমুখ, প্রদেশপাল, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আর 'আমাদের অমায়িক গৃহস্বামীর' স্বাস্থ্যপান করা হল, তাও অর্ধেক রহস্য করে।

ভ্রন্‌স্কি খুশি হয়েছিলেন। মফস্বলে যে এমন একটা মধুর পরিবেশ সম্ভব তা আশা করেন নি তিনি।

ডিনারের শেষে ফুর্তি জমল আরো বেশি। সার্ব ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য তাঁর স্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত একটি কনসার্টে আসতে প্রদেশপাল আমন্ত্রণ জানালেন ভ্রন্‌স্কিকে, স্ত্রী তাঁর সঙ্গে পরিচিতও হতে চান।

'বলনাচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দেখতে পাবে আমাদের সুন্দরীকে। সত্যিই অপরূপা।'

'Not in my line'** — তাঁর মনে ধরে যাওয়া বুলিটা ভ্রন্‌স্কি বললেন বটে, তাহলেও হেসে কথা দিলেন যে যাবেন। টেবিল ছেড়ে যাবার আগে সবাই যখন ধূমপান করছে ভ্রন্‌স্কির সাজভৃত্য ট্রে-তে করে একটা চিঠি এনে দিলে।

'ভজ্‌দ্‌ভিজেন্‌স্কয়ে থেকে একজন লোক নিয়ে এসেছে' — সে বললে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

ভ্রন্‌স্কি যখন ভুরু কুঁচকে চিঠিটা পড়ছিলেন, অতিথিদের মধ্যে কে একজন তাঁর সাজভৃত্য সম্পর্কে বলে উঠলেন ফরাসিতে: 'ঠিক আমাদের অভিশংসক স্ভেন্তিৎস্কির মতো দেখতে, আশ্চর্য।'

চিঠি পাঠিয়েছেন আন্না। পড়ার আগেই ভ্রন্‌স্কি জানতেন কী তাতে লেখা আছে। নির্বাচন পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরবেন শুক্রবারে। আজ শনিবার এবং তিনি জানতেন

* টেলিগ্রাফের অপব্যবহার করা (ফরাসি)।

** ওটা আমার ধারায় নেই (ইংরেজি)।

যথাসময়ে না ফেরার জন্য তিরস্কার আছে চিঠিতে। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সম্ভবত তা এখনো পেৌঁছয় নি।

যা ভেবেছিলেন, চিঠির বক্তব্য তাই-ই। কিন্তু তার প্রকাশটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অতি বিশ্রী লাগল। 'আমি খুব অসুস্থ, ডাক্তার বলছে নিউমোনিয়া হতে পারে। আমি একা, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। প্রিন্সেস ভারভারা কোনো সাহায্য নন, বাধা। গত পরশু, গত কাল আমি তোমায় আশা করেছিলাম, এখন লোক পাঠাচ্ছি জানতে কোথায় তুমি, কী ব্যাপার। আমি নিজেই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু তোমার ভালো লাগবে না জানা থাকায় গেলাম না। কিছু একটা জবাব দিয়ো যাতে বুঝতে পারি কী করতে হবে আমায়।'

'মেয়েটা অসুস্থ আর ও চাইছিল কিনা আসতে। মেয়েটা অসুস্থ আর এইরকম একটা বিদ্বেষের সুর।'

নির্বাচনের এই নিরীহ আনন্দ আর যে বিমর্ষ, দুঃসহ প্রেমের কাছে তাঁকে ফিরতে হবে, দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অভিভূত করল তাঁকে। কিন্তু যেতেই হবে, রাত্রের প্রথম ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন।

॥ ৩২ ॥

ভ্রন্স্কি প্রতিবার বাইরে চলে যাবার সময় যে কান্ডগুলো ঘটত, তা ভ্রন্স্কিকে তাঁর প্রতি আসক্ত না করে নিরাসক্ত করে তুলতে পারে, এইটে ভেবে দেখে ভ্রন্স্কি নির্বাচনে যাবার আগে আন্না স্থির করেছিলেন যে শান্তভাবে বিচ্ছেদ সইবার জন্য নিজের ওপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু যাত্রার কথা ঘোষণা করতে এসে যে হিমশীতল কঠোর দৃষ্টিতে ভ্রন্স্কি তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে, তাতে আহত হন আন্না, ভ্রন্স্কি রওনা দেবার আগেই সব প্রশান্তি চূর্ণ হয়ে যায় তাঁর।

এই যে দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছিল স্বাধীনতার অধিকার, একাকিত্বে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বরাবরের মতো আন্না পৌঁছলেন নিজের সেই একই অবমাননাবোধে। 'যখন আর যেখানে খুশি যাবার অধিকার তার আছে। শুধু নিজে যাবার নয়, আমাকে রেখে যাবারও! সব অধিকার ওর আছে, আমার কিছুই নেই। সেটা জানা থাকায় এটা করা তার অন্যায়

হয়েছে। কিন্তু কী করল সে?.. আমার দিকে সে চাইলে হিমশীতল কঠোর মুখভাব নিয়ে। অবিশ্যি এখনো এটা অনির্দিষ্ট, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু আগে এটা ছিল না, এ দৃষ্টি বোঝাচ্ছে অনেক কিছু' — ভাবলেন আন্না, 'এ দৃষ্টি দেখাচ্ছে যে প্রেম জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।'

আর জুড়িয়ে যেতে যে শুরু করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও করার কিছু ছিল না, তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব বদলানো যায় না কোনো দিক থেকেই। ঠিক আগের মতোই তিনি ওঁকে ধরে রাখতে পারেন কেবল ভালোবাসা আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। ভ্রন্স্কি যদি তাঁকে আর ভালো না বাসেন তাহলে কী হবে, এই ভয়াবহ চিন্তাটাকে তিনি দিনে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থেকে আর রাতে মর্ফিয়া নিয়ে চাপা দিতে পারতেন ঠিক আগের মতোই। অবিশ্যি আরো একটা উপায় ছিল: তাঁকে ধরে রাখা নয়, — এর জন্য আন্না তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু চান না, কিন্তু ওঁর সঙ্গে সন্নিহিত হওয়া এমন অবস্থায় থাকা যাতে ভ্রন্স্কি ওঁকে ত্যাগ না করেন। এই উপায়টা হল বিবাহবিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় বিবাহ। এটাই চাইতে লাগলেন তিনি এবং ভ্রন্স্কি বা স্তিভা কথাটা প্রথম তুললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

এই সব ভাবনাচিন্তায় আন্না ভ্রন্স্কিকে ছাড়া কাটালেন পাঁচ দিন, যে পাঁচ দিন ওঁর অনুপস্থিত থাকার কথা।

বেরিয়ে, প্রিন্সেস ভারভারার সঙ্গে আলাপ করে, হাসপাতালে গিয়ে আর প্রধান কথা বইয়ের পর বই পড়ে তাঁর সময় কাটল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে, কোচোয়ান যখন ফিরল তাঁকে ছাড়াই, তখন ভ্রন্স্কি সম্পর্কে, কী তিনি করছেন সেখানে, সে সম্পর্কে চিন্তাগুলো চাপা দেবার শক্তি তাঁর আর নেই বলে তিনি অনুভব করলেন। এই সময়েই অসুখ হল মেয়ের। তার সেবাশুশ্রূষার ভার নেন তিনি, কিন্তু তাতে মন বসল না, বিশেষত তেমন গুরুতর ছিল না অসুখটা। যত চেষ্টাই করুন, মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারেন নি আন্না, আর ভালোবাসার ভান করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেইদিন সন্ধ্যায় একা হয়ে ভ্রন্স্কির জন্য এতই ভয় হল তাঁর যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে শহরে যাবেন, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখে ভ্রন্স্কি যে স্ববিরোধী চিঠিটা পান সেটা লেখেন এবং বার্তাবাহক মারফত পাঠান। পরের দিন সকালে ভ্রন্স্কির চিঠি পেলেন আন্না আর নিজেরটার জন্য অনুতাপ হল তাঁর। যাবার সময় ভ্রন্স্কি যে কঠোর দৃষ্টিপাত করেছিলেন,

বিশেষ করে যখন জানবেন যে মেয়ের অসুখটা গুরুতর নয়, তখন তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ভেবে তাঁর আতংক হল। তাহলেও চিঠিটা লিখেছেন বলে তিনি খুশি। আন্না এখন মানেন যে উনি ভ্রন্‌স্কির ওপর একটা বোঝা, তাঁর কাছে আসার জন্য ভ্রন্‌স্কি তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন খেদের সঙ্গে, তাহলেও তিনি আসছেন বলে আন্না খুশি। হোক আন্নাকে তাঁর ভার বোধ, কিন্তু এখানে তিনি আন্নার কাছেই থাকবেন, আন্না তাঁকে দেখতে পাবেন, জানবেন তাঁর প্রতিটি গতিবিধি।

ড্রয়িং-রুমে বাতির নিচে বসে আন্না তেঁ-র একটা নতুন বই পড়তে পড়তে শুনতে লাগলেন আঙিনায় বাতাসের আওয়াজ আর প্রতি মুহূর্তে রইলেন গাড়ি আসার অপেক্ষায়। কয়েক বার তাঁর মনে হয়েছিল যেন চাকার শব্দ শুনছেন, কিন্তু সেটা ভ্রমাত্মক। অবশেষে শোনা গেল শুধু চাকার শব্দই নয়, কোচোয়ানের চিৎকার, আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায় চাপা আওয়াজ। পেশেন্স খেলায় রত প্রিন্সেস ভারভারারও কানে গেল তা। আন্না লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আগে দু'বার যা করেছেন, সিঁড়ি দিয়ে নিচে না নেমে থেমে গেলেন। নিজের ছলনার জন্য লজ্জা হল তাঁর, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি কিভাবে তাঁকে নেবেন, সেটা ছিল অনেক ভয়ের ব্যাপার। অপমানের জ্বালা আগেই মুছে গিয়েছিল তাঁর। ভ্রন্‌স্কির মুখে এখন অসন্তোষ ফুটবে কিনা শুধু এই তাঁর এখন ভয়। তাঁর মনে পড়ল মেয়ে আজ দ্বিতীয় দিন একেবারে সুস্থ। মেয়ের ওপর তাঁর রাগই হল যে চিঠি পাঠাতেই সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল ভ্রন্‌স্কিকে, তাঁর হাত চোখ নিয়ে গোটাটা তিনি এখানে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেন আন্না। অমনি সবকিছু ভুলে তিনি আনন্দে ছুটে গেলেন নিচে।

'কেমন আছে আনি?' সিঁড়ি দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা আন্নাকে তিনি জিগ্যেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

ভ্রন্‌স্কি বসে ছিলেন চেয়ারে। ভৃত্য তাঁর গরম হাই-বুট টেনে খুলছিল।

'ও কিছু নয়, ভালো আছে।'

'আর তুমি?' গা ঝাড়া দিয়ে শুধালেন ভ্রন্‌স্কি।

নিজের দুই হাতে ভ্রন্‌স্কির একখানা হাত ধরে আন্না টেনে নিলেন নিজের কোমরের দিকে, দৃষ্টি সরালেন না তাঁর মুখ থেকে।

'ভারি আনন্দ হল' — আন্নাকে, তাঁর কবরী, তাঁর পোশাকটা যা আন্না

তাঁর জন্যই পরেছেন বলে জানেন, নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে এ সব লক্ষ করে তিনি বললেন।

এ সবই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু ভালো লেগেছে কত কত বার! আর আন্নার যাতে এত ভয়, মুখে তাঁর স্থির হয়ে রইল সেই পাষাণ-কঠোর ভাবটা।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো তো?' ভেজা দাড়ি রুমাল দিয়ে মুছে আন্নার হাতে চুমু খেয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

আন্না ভাবলেন, 'এতে কিছু এসে যায় না, শুধু ও এখানে থাকলেই হল, আর যতক্ষণ সে এখানে, ততক্ষণ আমায় ভালো না বাসার সাহস হবে না তার।'

সন্ধ্যা কাটল আনন্দে, ফুর্তিতে, প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে। তিনি অনুযোগ করলেন যে ভ্রন্‌স্কি না থাকার সময় আন্না মর্ফিয়া নিয়েছেন।

'কী করা যাবে, ঘুম আসত না যে... ভাবনা-চিন্তায় ব্যাঘাত হত। ও থাকলে আমি মর্ফিয়া নিই না। প্রায় নিই না।'

নির্বাচনের গল্প করলেন ভ্রন্‌স্কি আর প্রশ্ন করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন প্রধান কথাটায় যা আনন্দ দিয়েছে তাঁকে, যথা তাঁর সাফল্যে। আর বাড়িতে ভ্রন্‌স্কির যাতে আগ্রহ, সে সব গল্প করলেন আন্না, আর সব কথাই হল অতি মনোরম।

কিন্তু ভর সাঁঝে, প্রিন্সেস ভারভারা চলে যাবার পর আন্না যখন দেখলেন যে ভ্রন্‌স্কি পুরোপুরি তাঁর করতলগত, তাঁর ইচ্ছে হল চিঠির দরুন সেই দুঃসহ ভাবটা মুছে দিতে। বললেন:

'স্বীকার করো, চিঠি পেয়ে তোমার ভারি রাগ হয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

এই কথা বলা মাত্র তিনি বুঝতে পারলেন, এখন তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির যত ভালোবাসাই জাগুক, এটা তিনি ক্ষমা করেন নি। ভ্রন্‌স্কি বললেন:

'হ্যাঁ, চিঠিটা ছিল ভারি অদ্ভুত। এই আনির নাকি অসুখ, এই আবার তুমি আসতে চাইছ।'

'এ সবই ছিল সত্যি।'

'আমি তাতে সন্দেহ করি নি।'

'না, করেছ। দেখতে পাচ্ছি তুমি অসন্তুষ্ট।'

'এক মিনিটের জন্যেও নয়। তবে সত্যি, এটা আমার ভালো লাগে না যে তুমি যেন মানতে চাও না যে কিছু কর্তব্য আছে...'

'কনসার্টে যাবার কর্তব্য...'

'যাক গে, এ নিয়ে কিছু আর বলব না' — বললেন ভ্রন্স্কি।

'কেন বলব না?' বললেন আন্না।

'আমি শুধু বলতে চাই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ সামনে আসতে পারে। যেমন আমার মস্কো যাওয়া দরকার, বাড়িটার ব্যাপারে... আহ্ আন্না, কেন তুমি এত উত্ত্যক্ত হও? তুমি কি জানো না যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না?'

'যদি তাই হয়' — হঠাৎ গলার স্বর পালটে আন্না বললেন, 'তার মানে এ জীবন তোমার ভার বোধ হচ্ছে... হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে এসেই চলে যাও, যেভাবে...'

'আন্না, এটা নিষ্ঠুরতা। আমি সমস্ত জীবন দিতে প্রস্তুত...'

কিন্তু আন্না ওঁর কথা আর শুনছিলেন না।

'তুমি যদি মস্কো যাও, আমিও যাব। এখানে পড়ে থাকব না আমি। হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক, নয় একসঙ্গে থাকব।'

'তুমি তো জানো যে শুধু এইটেই আমার কামনা। কিন্তু তার জন্যে...'

'দরকার বিবাহবিচ্ছেদ? বেশ, আমি লিখব ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এভাবে থাকতে আমি পারি না... তবে আমি মস্কো যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'ঠিক যেন হুমকি দিচ্ছ আমায়। তোমার সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ না হয়, এর চেয়ে আর কিছুই তো আমি চাই না' — হেসে বললেন ভ্রন্স্কি।

কিন্তু এই নরম কথাগুলো যখন বললেন, চোখে তাঁর দেখা গেল শুধু শীতল নয়, নির্যাতিত, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা মানুষের ক্ষিপ্ত ঝলক।

সে দৃষ্টি চোখে পড়ল আন্নার এবং তার অর্থ সঠিক করলেন তিনি।

'তাই যদি হয়, তাহলে সেটা মহা দুঃখ!' বললে দৃষ্টিটা। এটা মুহূর্তের একটা অনুভূতি, কিন্তু আন্না কখনো ভোলেন নি সেটা।

বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে আন্না চিঠি লিখলেন স্বামীকে। পিটার্সবুর্গে যাবার দরকার ছিল প্রিন্সেস ভারভারার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভ্রন্স্কির সঙ্গে তিনি চলে গেলেন মস্কোয়। প্রতিদিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের জবাব এবং তারপর বিবাহবিচ্ছেদের আশায় তাঁরা এবার বাসা নিলেন স্বামী-স্ত্রীর মতো।

সপ্তম অংশ

॥ ১ ॥

লেভিনরা তৃতীয় মাস কাটাচ্ছেন মস্কোয়। ওয়াকিবহাল লোকেদের নির্ভুল হিসাব অনুসারে কিটির প্রসব হবার কাল পেরিয়ে গেছে অনেকদিন, কিন্তু এখনো সে অন্তঃসত্ত্বা আর দু'মাস আগের চেয়ে প্রসবের মুহূর্তটা এগিয়ে এসেছে এমন অনুমানের কোনো কারণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাক্তার, ধাত্রী, ডল্লি, কিটির মা, এবং বিশেষ করে লেভিন, আসন্নের কথা যিনি বিনা ভীতিতে ভাবতে পারতেন না, সবাই অধীর ও অস্থির হয়ে উঠলেন; শুধু কিটির নিজেকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ শিশু, অংশত এমনকি এখনই বিদ্যমান শিশুটির জন্য নতুন যে ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তার ভেতর সেটা এখন পরিষ্কার অনুভব করছে কিটি, আর সানন্দে আত্মসমর্পণ করত তাতে। শিশুটি এখন আর কিটির অংশমাত্র নয়, মাঝে মাঝে তার থেকে স্বাধীন জীবনও যাপন করছিল। প্রায়ই সেটা বেদনাদায়ক হত কিটির পক্ষে, কিন্তু বিচিত্র এই নতুন আনন্দে খিলখিলিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত তার।

যাদের কিটি ভালোবাসে, তারা সবাই তার কাছেই; তার জন্য সবারই এত মমতা, এত যত্ন, সবকিছুতে তাকে খুশিতে রাখার জন্য এত উদ্বেগ যে এগুলো শিগগিরই শেষ হবে এটা অনুভব না করলে এবং তা জানা না থাকলে এর চেয়ে ভালো আর সুমধুর জীবন কিটি কামনা করতে পারত

না। শুধু একটা ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল এ জীবনের মাধুর্য: যে স্বামীকে কিটি ভালোবাসত, গাঁয়ে তিনি যেমন ছিলেন, এখন যেন আর সে মানুষ নন।

গ্রামে তাঁর সৌম্য, সস্নেহ, অতিথিবৎসল আচরণ ভালো লাগত কিটির। শহরে কিন্তু তিনি সর্বদাই অস্থির, সতর্ক, যেন কেউ বুঝি তাঁকে, বড়ো কথা কিটিকে আঘাত দেবে। গ্রামে, সেটা তাঁর নিজের জায়গা জানা থাকায় তাড়াহুড়ো করতেন না কখনো, বিনা কাজে থাকতেন না। এখানে, শহরে সর্বদা তিনি শশব্যস্ত, যেন কিছুই ফসকে যেতে দিতে চান না, অথচ করবার নেই কিছু। তাঁর জন্য কষ্ট হত কিটির। কিটি জানত, অন্যের কাছে লেভিনকে করুণ দেখায় না; বরং প্রিয়তমকে লোকে মাঝে মাঝে যেমনভাবে দেখে, অন্যদের ওপর সে কী ছাপ ফেলছে পরকীয় দৃষ্টিতে সেটা স্থির করে নেবার জন্য, লোকজনের মাঝে লেভিনকে সেভাবে দেখে কিটি সভয়ে, ঈর্ষিত হয়ে লক্ষ করেছে যে তাঁর শীলতা, নারীদের প্রতি খানিকটা সেকেলে, সলজ্জ সৌজন্যে, তাঁর বলিষ্ঠ দেহে, বিশেষ করে কিটির যা মনে হয়েছিল, ব্যঞ্জনাময় মুখভাবে লেভিন শুধু করুণ তো নন-ই, বরং অতি আকর্ষণীয় একজন মানুষ। কিন্তু কিটি তাঁকে দেখত বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে; আর দেখত যে এখানে তিনি আসল মানুষ নন। এ ছাড়া কিটি অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারত না তাঁর অবস্থা। উনি যে শহরে থাকতে পারেন না তার জন্য কিটি মাঝে মাঝে অন্তর থেকেই ভর্ৎসনা করেছে তাঁকে; মাঝে মাঝে বুঝেছে যে তৃপ্তি পেতে পারেন এমন জীবন এখানে গড়ে তোলা ওঁর পক্ষে সত্যিই কঠিন।

সত্যিই তো, কী করার আছে তাঁর? তাস খেলতে তাঁর ভালো লাগে না। ক্লাবে যান না। অব্লোন্স্কির মতো ফুর্তিবাজ পুরুষদের সঙ্গে মেশার মানে কী সেটা কিটি এখন জানে... তার অর্থ মদ্য পান করা এবং পানের পর কোথাও যাওয়া। এরূপ অবস্থায় পুরুষেরা কোথায় যায় সেটা বিনা আতংকে ভাবতে পারে না কিটি। সমাজে যাতায়াত করবেন? কিন্তু কিটি জানত এর জন্য দরকার তরুণী-যুবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগা আর সেটা সে চাইতে পারে না। তার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবেন? কিন্তু বার বার একই যে আলাপ যতই প্রীতিপ্রদ আর মিষ্টি হোক — বোনেদের মধ্যে এই যে আলাপটাকে বৃদ্ধ প্রিন্স বলতেন 'বকবকম' — সেটা লেভিনের কাছে একঘেয়ে লাগবে বলে কিটি জানত। তাহলে কী করার রইল তাঁর? নিজের বই লেখাটা চালিয়ে যাবেন?

সেটা করার চেষ্টাও তিনি করেছেন, বইয়ের জন্য নোট নিতে, তথ্য জোগাড় করতে প্রথম প্রথম যেতেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু কিটিকে তিনি যা বলেছেন, যতই তিনি কিছুই করছেন না, হাতে তাঁর সময় থাকছে ততই কম। তা ছাড়া, কিটির কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, নিজের বইটা নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন বড়ো বেশি, ফলে ভাবনাচিন্তাগুলোর মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এতে কোনো আগ্রহ থাকছে না তাঁর।

শহুরে জীবনে একটা লাভ হয়েছিল এই যে এখানে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনো। শহরের পরিস্থিতি অন্যরকম বলেই কি, নাকি এ ব্যাপারে তাঁরা দু'জনেই হয়ে উঠেছেন সতর্ক আর বিচক্ষণ, শহরে ঈর্ষাঘটিত কলহের যে ভয় হয়েছিল তাঁদের, মস্কোয় তা ঘটে নি।

এদিক থেকে দু'জনের পক্ষেই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটে — ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কিটির সাক্ষাৎ।

কিটির ধর্মমাতা, তার প্রতি বরাবর অতি স্নেহশীল বৃদ্ধা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা তাকে দেখতে চান। নিজের অবস্থার দরুন কোথাও না গেলেও পিতার সঙ্গে কিটি যায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার কাছে এবং সেখানে ভ্রন্‌স্কিকে দেখতে পায়।

এ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কিটি নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে কেবল এই জন্য যে একদা অতি পরিচিত যে চেহারাটাকে কিটি চিনতে পারল বেসামরিক পোশাকে, অমনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, রক্ত চলকে উঠেছিল বুকে, টের পেল যে টকটকে রং ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। কিন্তু সেটা শুধু কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ইচ্ছা করে পিতা ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে সরবে যে আলাপ শুরু করেছিলেন, সেটা শেষ না হতেই ভ্রন্‌স্কির দিকে শান্তভাবে তাকাবার দরকার পড়লে কথা কইবার জন্যও কিটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেমনভাবে সে কথা কইছে মারিয়া বরিসভনার সঙ্গে, আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস, কথা কইবে সে এমনভাবে, যাতে তার কথার ক্ষীণ টান আর হাসিটা পর্যন্ত অনুমোদন করেন তার স্বামী এই মুহূর্তে যাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করছিল কিটি।

কিটি কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে, রসিকতা করে তিনি যেটাকে বললেন 'আমাদের পার্লামেণ্টে' নির্বাচন, তখন কিটি শান্তভাবে হাসলে পর্যন্ত। (হাসা প্রয়োজন ছিল এইটে দেখাবার জন্য যে রসিকতাটা কিটি বুঝেছে।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ ফেরায় প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার

দিকে আর বিদায় নিয়ে ভ্রন্‌স্কি উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আর একবারও তাকায় নি তাঁর দিকে; তখন সে তাকায় স্পষ্টতই শুধু এই জন্য যে লোকটা যখন তার উদ্দেশে মাথা নোয়াচ্ছে তখন তার দিকে না তাকানো অশোভন।

ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিতা কোনো কথা বললেন না বলে কিটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মারিয়া বরিসভনার ওখানে খবরাখবরের পর হে'টে বেড়ানোর সময় কিটির প্রতি বাবার অতি সস্নেহ মনোভাব দেখে কিটি বুঝল যে তিনি তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট। নিজেই সে খুশি হয়েছিল নিজের ওপর। ভ্রন্‌স্কি সম্পর্কে তার আগেকার হৃদয়াবেগের সমস্ত স্মৃতি প্রাণের কোন গভীরে অবরুদ্ধ করে শুধু দেখাবার জন্য নয়, সত্যি সত্যিই তাঁর সম্পর্কে পুরোপুরি নির্বিকার আর অচঞ্চল হতে পারার মতো শক্তি সে পাবে, এটা কিটি আশাই করে নি।

কিটি যখন বললে যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে তার দেখা হয়েছে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে, লেভিন তখন লাল হয়ে ওঠেন কিটির চেয়েও বেশি। লেভিনকে কথাটা বলা খুবই কঠিন ছিল কিটির পক্ষে, কিন্তু আরো কঠিন হল সাক্ষাতের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া, কেননা কিছু জিগ্যেস করছিলেন না লেভিন, শুধু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন কিটির দিকে।

'আমার খুবই আফশোস হচ্ছে যে তুমি ছিলে না' — কিটি বললে: 'ঘরেই যে থাকতে হত এমন নয়... তুমি থাকলে অত স্বাভাবিক আমি হতে পারতাম না... তখনকার চেয়ে আমি এখন লাল হয়ে উঠছি অনেক অনেক বেশি' — কিটি বললে চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো লাল হয়ে: 'কিন্তু একটা ফাটল দিয়েও তুমি যে দেখতে পেলে না।'

কিটির অকপট চোখ লেভিনকে বললে যে কিটি নিজের আচরণে সন্তুষ্ট, এবং এখন সে লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন শান্ত হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন আর শুধু এইটেই চাইছিল কিটি। লেভিন যখন সমস্ত কিছু জানলেন, এমনকি শুধু প্রথম মুহূর্তেই যে কিটি রাঙা না হয়ে উঠে পাবে নি, কিন্তু তারপর যে তার কাছে প্রথম পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই ব্যাপারটা সহজ আর অনায়াস লেগেছিল, জানলেন এই সব খুঁটিনাটি পর্যন্ত, তখন আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠলেন লেভিন, বললেন যে ব্যাপারটায় তিনি খুবই খুশি, এবার ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তাঁর দেখা হবার প্রথম সুযোগেই তিনি যথাসম্ভব বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন, নির্বাচনে যে রূঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তা করবেন না।

'এমন লোক আছে, প্রায় শত্রুই বলা চলে, তবু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে দুর্বিষহ হওয়া সম্ভব ভাবতেই কষ্ট লাগে' — লেভিন বললেন; 'ভারি, ভারি আনন্দ হল আমার।'

॥ ২ ॥

'বল্‌দের ওখানে যেও লক্ষ্মীটি' — স্বামীকে কিটি বললে যখন বাড়ি থেকে বেরুবার আগে তিনি বেলা এগারোটায় এলেন কিটির কাছে: 'আমি জানি তুমি সন্ধেয় খাবে ক্লাবে, বাবা তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছে। কিন্তু দিনের বেলাটা কী করবে?'

'আমি শুধু কাতাভাসোভের কাছে যাব' — লেভিন বললেন।

'এত আগে গিয়ে কী হবে?'

'মেত্রভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে। পিটার্সবুর্গের এই নামজাদা অর্থনীতিবিদের সঙ্গে নিজের বইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার' — লেভিন বললেন।

'প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ হয়েছিলে এঁরই প্রবন্ধ নিয়ে? বেশ, তারপর?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সম্ভবত আদালতে যাব আমার বোনের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'আর কনসার্টে যাবে না?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'আমি একা গিয়ে কী হবে!'

'না, না, যেও; নতুন নতুন জিনিস পরিবেশন করছে ওরা... তোমার তাতে ভারি আগ্রহ ছিল। আমি হলে অবশ্যই যেতাম।'

'অন্তত বাড়ি ফিরব ডিনারের আগে' — ঘড়ি দেখে বললেন লেভিন।

'ফ্রক-কোট পরে নাও যাতে সটান চলে যেতে পারো কাউণ্টেস বলের কাছে।'

'যাওয়ার বড়োই দরকার আছে কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই দরকার! কাউণ্ট আমাদের এখানে এসেছিলেন। কী এমন কষ্ট? যাবে বসবে, মিনিট পাঁচেক আলাপ করবে আবহাওয়া নিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।'

'কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না যে এতে আমি অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, এতে আমার লজ্জাই লাগছে। কী করে এটা হয়? এল বাইরের একজন লোক, বসলে, বিনা কাজে সময় কাটাল, ওঁদের বিরক্ত করলে, নিজের বিছছিরি লাগল, তারপর উঠে চলে গেল।'

হেসে উঠল কিটি।

বললে, 'যখন অবিবাহিত ছিলে, তখন তুমিও কি লোকেদের বাড়ি যেতে না?'

'যেতাম, কিন্তু সর্বদাই লজ্জা হত। আর এখন অনভ্যস্ত হয়ে যাবার পর ভগবানের দিব্যি, ও বাড়িতে যাবার চেয়ে বরং দু'দিন উপোস দেব। এত লজ্জা করে! আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওঁরা বিরক্ত হবেন। বলবেন: বিনা কাজে কেন এলে বাছা?'

'না, বিরক্ত হবেন না। এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি' — হেসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিটি বললে; হাতটা টেনে নিলে তাঁর, 'নাও এসো এখন... যেও কিন্তু লক্ষ্মীটি।

স্ত্রীর করচুম্বন করে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিটি থামাল লেভিনকে।

'জানো কস্তিয়া, আমার কাছে আছে আর মাত্র পঞ্চাশ রুব্ল।'

'তা বেশ, ব্যাঙ্কে যাব। কত তুলব?' লেভিন বললেন কিটির কাছে পরিচিত তাঁর অসন্তোষের মুখভাব নিয়ে।

'না, না, দাঁড়াও' — হাত ধরে তাঁকে থামাল কিটি; 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক, আমার দুশ্চিন্তা হয়। মনে হয় আমি অনাবশ্যক কিছু খরচ করছি না, অথচ টাকা উড়ে যাচ্ছে। উচিতমতো কিছু একটা যেন করছি না আমরা।'

'সব ঠিক করছি' — গলা খাঁকারি দিয়ে ভুরুর তল থেকে কিটির দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

এই গলা খাঁকারিটা কিটির জানা। এ হল কিটির ওপর নয়, তাঁর নিজের ওপরেই তীব্র অসন্তোষের লক্ষণ। সত্যিই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে বলে নয়, এই জন্য যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে কিছু একটা গোলমাল আছে জেনেও তিনি সেটা ভুলতে চাইছেন।

'সকোলোভকে আমি বলেছি গম বিক্রি করে দিতে আর অগ্রিম টাকা নিতে মিলের জন্যে। যতই হোক টাকা থাকবে।'

'না, আমার ভয় হচ্ছে যে অনেক বেশি...'

'মোটেই না, মোটেই না' — পুনরাবৃত্তি করলেন লেভিন, 'তাহলে আসি আমার আদরিণী।'

'না, সত্যি, মায়ের কথা শুনেছি বলে মাঝে মাঝে আফশোস হয় আমার। দিব্যি ছিলাম গ্রামে! আর এখন তোমাদের সবাইকে জ্বালাচ্ছি, টাকারও শ্রাদ্ধ...'

'মোটেই না, মোটেই না। আমি বিয়ে করার পর থেকে একবারও ভাবি নি এখন যা, অন্যকিছু তার চেয়ে ভালো হতে পারত...'

'সত্যি?' লেভিনের চোখের দিকে চেয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

লেভিন কথাটা বলেছিলেন ভেবেচিন্তে নয়, শুধু কিটিকে প্রবোধ দেবার জন্য। কিন্তু লেভিন যখন দেখলেন যে কিটির অকপট মধুর চোখদুটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে নিবদ্ধ, তখন আবার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু এবার গোটা অন্তর থেকে। 'সত্যি, ওর অবস্থাটা আমি বড়ো ভুলে যাই' — ভাবলেন লেভিন। শিগগিরই তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা মনে পড়ল তাঁর।

'কিন্তু শিগগিরই কি? তাই মনে হচ্ছে তোমার?' কিটির দুই হাত ধরে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কতবার ও নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এখন আর ভাবি না, কিছুই জানি না আমি।'

'ভয় করে না?'

অবজ্ঞায় মুচকি হাসল কিটি।

বললে, 'এক বিন্দুও না।'

'তাহলে যদি কিছু ঘটে, জানিও, আমি থাকব কাতাভাসোভের ওখানে।'

'কিছুই ঘটবে না আর ও সব চিন্তাকেও ঠাঁই দিও না মনে। আমি বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাব বুলভারে। তারপর যাব ডল্লির কাছে। ডিনারের আগে এসো, অপেক্ষা করে থাকব। আর হ্যাঁ, জানো, ডল্লির অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একেবারে নিরুপায়। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে, টাকা নেই। গতকাল মা আর আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি' (কিটির আরেক বোন নাটালি ল্ভভার স্বামীকে সে এই নামে ডাকত), 'ঠিক করেছি তুমি আর আর্সেনি দু'জনে মিলে স্তিভার পেছনে লাগবে। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাবার কাছে এ সব কথা তোলাই যায় না... কিন্তু তুমি আর ও যদি...'

'কিন্তু কী আমরা করতে পারি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'তাহলেও তুমি যেও আর্সেনির কাছে, কথা বলো, সে তোমাকে জানাবে কী আমরা স্থির করেছি।'

'আর্সেনি যা বলবেন, আমি আগেভাগেই তার সবেতেই রাজি। বেশ, যাব ওঁর কাছে। ভালো কথা, যদি কনসার্টে যাই নাটালির সঙ্গেই যাব। তাহলে আসি।'

অলিন্দে লেভিনের অবিবাহিত জীবনের সময় থেকে পুরনো চাকর কুজ্‌মা, এখন শহরে গৃহস্থালির সরকার, তাঁকে থামালে।

বললে, 'সুন্দরীকে' (এটি হল গ্রাম থেকে আনা বাঁয়ে জোতার ঘোড়া) 'আবার নাল পরানো হয়েছে, তাহলেও খোঁড়াচ্ছে। কী আজ্ঞা করেন?'

মস্কোয় এসে প্রথম দিকটা লেভিন ব্যস্ত থাকেন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াদের নিয়ে। ভেবেছিলেন কম খরচে এদিকটার একটা ভালো ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু দেখা গেল, ছ্যাকড়া গাড়ির চেয়ে তাঁর ঘোড়াদের পেছনে খরচা বেশি আর তাহলেও ছ্যাকড়া গাড়ি নিতে হচ্ছে।

'ঘোড়ার বদ্যিকে ডেকে পাঠাও, বোধ হয় কড়া পেকে উঠেছে।'

'আর কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনার জন্যে কী ব্যবস্থা?' জিগ্যেস করলে কুজ্‌মা।

মস্কো জীবনের প্রথম দিকে ভজ্‌দভিজেন্‌কা স্ট্রিট থেকে সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাজেক পর্যন্ত যেতে ভারি একটা জুড়ি গাড়িতে যে জুড়তে হত দুটো তাগড়াই ঘোড়া আর পোয়াটেক ভার্স্ট গিয়ে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দিতে হত পাঁচ রুব্‌ল, এটা আর লেভিনকে অবাক করে না। এখন এটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

বললেন, 'ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানকে বলো দুটো ঘোড়া আমাদের গাড়ির সঙ্গে জুততে।'

'যে আজ্ঞে।'

যে সমস্যা মেটাতে গ্রামে প্রচুর ব্যক্তিগত মেহনত ও মনোযোগ দরকার হত, শহুরে সুবিধের কল্যাণে এত সহজে আর অনায়াসে তার ফয়সালা করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে এলেন অলিন্দে, একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে চললেন নিকিৎস্কায়ায়। গাড়িতে উঠে তিনি আর টাকার কথা ভাবছিলেন না, পিটার্সবুর্গের যে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমাজবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন, কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবেন, নিজের বই সম্পর্কে কী তিনি বলবেন তাঁকে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন।

মস্কোয় এসে গ্রামবাসীর কাছে দুর্বোধ্য যে অনুৎপাদক কিন্তু অপরিহার্য খরচাগুলো চারিদিক থেকে দাবি করা হচ্ছিল তাঁর কাছে, সেটা লেভিনকে হতবাক করেছিল শুধু গোড়ার দিকেই। কিন্তু এখন তাতে তিনি অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর তাই ঘটেছিল, যা মাতালের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বলে জনশ্রুতি আছে: প্রথম পাত্র গোঁজ গেলা, দ্বিতীয় সরগর, তৃতীয় — ফুরফুরে পাখি। লেভিন যখন তাঁর প্রথম একশ' রুব্লের নোট ভাঙান পরিচারকদের চাপরাশ কেনার জন্য, তখন তাঁর মনে না হয়ে পারে নি যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কিন্তু নিশ্চয়ই অপরিহার্য (এগুলো ছাড়াই চলতে পারে এমন ইঙ্গিত করায় প্রিন্সেস আর কিটি যেরকম থ' হয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয়) এই চাপরাশগুলোর দামে ভাড়া করা যেত দু'জন গ্রীষ্মকালীন মজুর, অর্থাৎ ইস্টার থেকে মিকেলমাস পর্যন্ত তিনশ' শ্রমদিন, আর প্রতিটি দিনেই ভোর থেকে সাঁঝ অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। একশ' রুব্লের প্রথম এই নোটটা ছিল গোঁজ গেলা। আত্মীয়দের জন্য ডিনার উপলক্ষে আটাশ রুব্ল মূল্যের খাদ্যাদি কেনার জন্য দ্বিতীয় যে নোটটা ভাঙান সেটা অনেকটা সহজ হয়েছিল, যদিও লেভিনের মনে পড়েছিল যে এই আটাশ রুব্লটা হল কেটে তোলা, আঁটি বাঁধা, ঝাড়াই করা, খোসা ঝরানো, চালুনি দিয়ে ঝেড়ে তুলে রাখা আড়াই পুদ ওটের সমান। আর এখন নোট ভাঙাতে গিয়ে বহুদিন ও সব কথা আর লেভিনের মনে হয় না, ফুরফুরে পাখির মতো তারা উড়ে যায়। অর্থোপার্জনে যে শ্রম লগ্নি করা হয়েছে, সেটা তদ্দ্বারা ক্রীত জিনিসগুলো থেকে পাওয়া পরিতৃপ্তির সমানুপাতিক কিনা, এ খুঁতখুঁতি উবে গেছে বহুদিন। বিশেষ একটা শস্য নির্দিষ্ট একটা দরের নিচে বেচা হবে না, এই হিসেবিআনাও লেভিন ভুলে গেলেন। রাইয়ের দাম লেভিন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন, তা বিক্রি হল একমাস আগে লোকে যা দিতে চাইছিল, তার চেয়ে সিকি পুদ পিছু পঞ্চাশ কোপেক কমে। এরকম খরচে দেনা না করে বছর কাটবে না, এ হিসাবটারও গুরুত্ব রইল না কোনো। দরকার ছিল একটা জিনিসের — যেখান থেকেই তা আসুক না কেন ব্যাংকে চাই টাকা, যাতে সচরাচর জানা থাকবে আগামী কাল কী দিয়ে কেনা যাবে মাংস। এই নিয়মটা এতদিনও মেনে আসা হচ্ছিল, ব্যাংকে সর্বদাই টাকা থাকত লেভিনের। কিন্তু এখন ব্যাংকের টাকাও ফুরিয়ে গেল আর লেভিন ঠিক জানতেন না কোত্থেকে তা পাওয়া যায়। কিটি যখন টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন এই ব্যাপারটাই

মুহূর্তের জন্য বিচলিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। উনি চললেন মেত্রভের সঙ্গে আসন্ন পরিচয় আর কাতাভাসোভের কথা ভাবতে ভাবতে।

॥ ৩ ॥

মস্কোয় এবারের সফরে লেভিন আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভূতপূর্ব সতীর্থ প্রফেসার কাতাভাসোভের সঙ্গে, বিয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে লেভিনের দেখা হয় নি। কাতাভাসোভকে লেভিনের ভালো লাগত তাঁর বিশ্বদৃষ্টির স্বচ্ছতা ও সহজতার জন্য। লেভিন ভাবতেন যে কাতাভাসোভের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আসছে তাঁর স্বভাবের দীনতা থেকে। ওদিকে কাতাভাসোভ মনে করতেন যে লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতিটা আসছে তাঁর অপরিশীলিত মনন থেকে; কিন্তু কাতাভাসোভের স্বচ্ছতাটা লেভিনের ভালো লাগত আর কাতাভাসোভের ভালো লাগত লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতির প্রাচুর্য; তাই দেখা সাক্ষাৎ করে পরস্পর তর্ক করতে বেশ লাগত তাঁদের।

লেভিন তাঁর রচনার কিছু অংশ পড়ে শোনান কাতাভাসোভকে, সেটা তাঁর ভালো লেগেছিল। গত কাল সাধারণ বক্তৃতায় লেভিনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাতাভাসোভ তাঁকে বলেন যে খ্যাতনামা মেত্রভ, যাঁর প্রবন্ধ লেভিনের অত ভালো লেগেছিল, তিনি এখন মস্কোয়। লেভিনের কাজ সম্পর্কে মেত্রভকে তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, পরের দিন মেত্রভ ওঁর ওখানে আসবেন বেলা এগারোটায়, লেভিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুবই আনন্দিত হবেন।

'সত্যিই বদলাচ্ছ ভায়া, দেখেও আনন্দ হয়' — ছোটো ড্রয়িং-রুমটায় লেভিনকে স্বাগত করে বললেন কাতাভাসোভ; 'ঘণ্টি শুনে ভাবলাম, ঠিক সময়ে এসেছে, হতেই পারে না... কিন্তু কেমন দেখালে মণ্টেনেগ্রীনরা? জাত যোদ্ধা।'

'কিন্তু কী হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

সংক্ষেপে শেষ সংবাদ জানিয়ে কাতাভাসোভ ঢুকলেন স্টাডিতে, অনতিদীর্ঘ, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। চেহারাটা তাঁর ভারি সুশ্রী। ইনিই মেত্রভ। কিছুক্ষণ আলোচনা চলল

রাজনীতি নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে পিটার্সবুর্গ সর্বোচ্চ মহল কে কী চোখে দেখছেন সেই বিষয়ে। এই উপলক্ষে জার এবং জনৈক মন্ত্রী কী বলেছেন, সেটা তিনি জানালেন বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া একটা খবর থেকে। কাতাভাসোভ কিন্তু সমান বিশ্বস্ত সূত্র থেকে শুনেছেন যে জার বলেছেন একেবারেই অন্য কথা। এমন একটা অবস্থা লেভিন কল্পনা করার চেষ্টা করলেন যাতে দুটো উক্তিই সম্ভব হতে পারে এবং আলাপটা থেমে গেল।

'হ্যাঁ, জমির সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমিকের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে বইটা উনি প্রায় শেষ করে এনেছেন' — বললেন কাতাভাসোভ; 'আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিশেবে আমার ভালো লেগেছে যে মানুষকে তিনি দেখেছেন জীবজগতের নিয়মগুলির বহির্ভূত করে নয়, পক্ষান্তরে তাকে দেখেছেন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল আর এই নির্ভরশীলতা থেকে খুঁজেছেন বিকাশের নিয়ম।'

'খুবই মনোগ্রাহী' — বললেন মেত্রভ।

'আসলে আমি কৃষি নিয়ে একটা বই লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু আপনা থেকেই কৃষির প্রধান হাতিয়ার — শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে গিয়ে' — লাল হয়ে লেভিন বললেন, 'পেঁছিলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে।'

এই বলে লেভিন সাবধানে, যেন পায়ের নিচে মাটি যাচাই করে পেশ করলেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জানতেন যে চালু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মেত্রভ, কিন্তু নিজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সহানুভূতি কতদূর পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে, সেটা তিনি জানতেন না, আর তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না বিজ্ঞানীর ধীমান প্রশান্ত মুখ দেখে।

'কিন্তু রুশ কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন কিসে?' বললেন মেত্রভ, 'সেটা কি তার বলা যাক, জীবজাগতিক স্বাতন্ত্র্যে নাকি যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার শর্তে?'

লেভিন দেখতে পেলেন যে প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে এমন একটা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে যা তিনি মানেন না। কিন্তু ভূমির প্রতি রুশ কৃষি-শ্রমিকের মনোভাব যে অন্যান্য জাতির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন, এই চিন্তাটা তিনি উপস্থিত করে গেলেন। আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে

যোগ দিলেন যে তাঁর মতে রুশ কৃষকের এই মনোভাব আসছে তার এই চেতনা থেকে যে পুবের বিশাল অনধিকৃত জমিকে অধ্যুষিত করা তার কাজ।

বাধা দিয়ে মেত্রভ বললেন, 'একটা জাতির সাধারণ কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে সহজেই বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়া সম্ভব। শ্রমিকের অবস্থা সর্বদাই নির্ভর করবে জমি আর পুঁজির সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর।'

এবং লেভিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে মেত্রভ তাঁর নিজের মতবাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য কিসে সেটা লেভিন বুঝলেন না, কেননা কষ্ট স্বীকার করলেন না বোঝার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খন্ডন করে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা সত্ত্বেও আর সবার মতোই তিনিও রুশ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাটা দেখছিলেন পুঁজি, মজুরি আর খাজনার দৃষ্টিকোণ থেকে। যদিও ওঁর স্বীকার করার কথা যে রাশিয়ার সবচেয়ে বৃহদংশের, পুর্বাঞ্চলের জমিতে খাজনা এখনো শূন্য, আট কোটি রুশ অধিবাসীর দশের নয় অংশের কাছে মজুরি প্রকাশ পাচ্ছে নিজেরা খেয়ে বেঁচে থাকায়, আর আদিম হাতিয়ার হিশেবে ছাড়া অন্য কোনো রূপে পুঁজি এখনো নেই, তাহলেও তিনি শুধু ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমস্ত রুশ কৃষি-শ্রমিককে দেখছিলেন, যদিও অনেক ব্যাপারেই তিনি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত নন, মজুরি সম্পর্কে তাঁর নিজের নতুন একটা তত্ত্ব আছে আর সেটা তিনি বোঝাচ্ছিলেন লেভিনকে।

লেভিন শুনলেন অনিচ্ছাসহকারে, প্রথম দিকে আপত্তিও করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল মেত্রভের কথায় বাধা দিয়ে নিজের মতামতটা বলে দেন যাতে বেশি বাক্যব্যয় হয়ে পড়ে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে ব্যাপারটা তাঁরা এতই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন যে কেউ কাউকে বুঝবেন না কদাচ, তখন তিনি আপত্তি করায় ক্ষান্ত হলেন, এবং শুধুই শুনে গেলেন। মেত্রভ যা বলছিলেন তাতে এখন তাঁর কোনোই আগ্রহ না থাকলেও তাঁর কথায় তৃপ্তিও পাচ্ছিলেন খানিকটা। এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এত আগ্রহে, এত মনোযোগের সঙ্গে, বিষয়টা যে লেভিন বোঝেন এই আস্থা নিয়ে, শুধু এক একটা ইঙ্গিতেই গোটা দিকটা বুঝিয়ে তিনি যে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, তাতে লেভিনের আত্মাভিমান পুলকিত হচ্ছিল। এটা তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ধরেছিলেন, জানতেন না যে নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছে নিজের বক্তব্য বহুবার বলার পর মেত্রভ নতুন কোনো লোক পেলেই বিষয়টা বোঝাতে

চাইতেন সাগ্রহে, আর তাঁর নিজের কাছেই যে জিনিসটা অপরিষ্কার সোৎসাহে বলতেন তা নিয়ে।

'আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে' — মেত্রভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই ঘড়ি দেখে বললেন কাতাভাসোভ।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে কাতাভাসোভ জানালেন, 'হ্যাঁ, আমাদের অপেশাদার সমিতির আজকের অধিবেশনটা স্ভিনতিচের মৃত্যুর পঞ্চাশত্তম বার্ষিকী নিয়ে। পিওত্র ইভানোভিচের সঙ্গে আমরা যাব ঠিক করেছি। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে ওঁর যা কাজ, তার ওপর একটা নিবন্ধ পড়ব আমি। চলো যাই, খুব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সময় হয়ে গেছে' — বললেন মেত্রভ, 'চলুন আমাদের সঙ্গে, তারপর ওখান থেকে, সুবিধা হলে, আমার বাসায়। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনার রচনাটা আপনি পড়ে শোনান।'

'না, না, কী বলছেন। এটা যে এখনো শেষ হয় নি। তবে অধিবেশনে যাব খুশি হয়েই।'

'ওহে শুনেছেন? আলাদা আলাদা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে' — পাশের ঘরে ফ্রক-কোট পরতে পরতে বললেন কাতাভাসোভ।

শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা।

এই শীতে মস্কোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিষদে তিনজন প্রবীণ প্রফেসার নবীনদের মতামত অগ্রাহ্য করেন। পৃথক প্রস্তাব দেন নবীনেরা। এক দলের মতে এ প্রস্তাব সাংঘাতিক, অন্য দলের মতে — অতি সরল ও ন্যায়সঙ্গত। দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান প্রফেসাররা।

কাতাভাসোভ যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা তাঁদের বিরোধী দলের মধ্যে দেখতেন কেবল জঘন্য গুপ্তচরবৃত্তি আর শঠতা; অপর পক্ষ এঁদের মধ্যে দেখতেন ছেলেমানুষি আর কর্তৃপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে লেভিনের কোনো সংস্রব না থাকলেও মস্কো থাকাকালে বার কয়েক ব্যাপারটা শুনেছেন, আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে নিজস্ব একটা মতামত গড়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দালান পর্যন্ত তিনজনে না পৌঁছনো অবধি রাস্তায় যে আলাপ হচ্ছিল, লেভিনও যোগ দিলেন তাতে।

অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছিল... বস্ত্র-আচ্ছাদিত যে টেবিলের পেছনে কাতাভাসোভ আর মেত্রভ আসন নিলেন, সেখানে বসে ছিলেন আরো ছয় জন, একজন পাণ্ডুলিপির ওপর ভয়ানক ঝুঁকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

টেবিল ঘিরে যে চেয়ারগুলো ছিল, তার একটা খালি পেয়ে লেভিন বসলেন সেখানে, পাশে উপবিষ্ট ছাত্রটিকে জিগ্যেস করলেন কী পড়া হচ্ছে। লেভিনের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে ছাত্রটি বললে:

'জীবনী।'

বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে লেভিনের কোনো আগ্রহ না থাকলেও এমনি শুনতে লাগলেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক নতুন ঘটনা জানলেন।

পাঠ শেষ হলে সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই জয়ন্তী উপলক্ষে কবি মেন্ত্ যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন তা পড়ে শোনালেন আর কবির উদ্দেশেও কৃতজ্ঞতাসূচক কথা বললেন কয়েকটা। এর পর কাতাভাসোভ তাঁর সজোর খনখনে গলায় পড়তে লাগলেন বরেণ্য ব্যক্তিটির বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে তাঁর নোট।

কাতাভাসোভ যখন শেষ করলেন, লেভিন ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখলেন একটা বেজে গেছে, ভাবলেন কনসার্টে যাওয়ার আগে মেত্রভকে তাঁর পড়ে শোনাবার সময় হবে না, তা ছাড়া সে ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। ওঁদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, প্রবন্ধ পাঠের সময় তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে মেত্রভের চিন্তায় হয়ত-বা গুরুত্ব থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তাটাও গুরুত্বপূর্ণ, আর এই চিন্তাগুলোকে পরিচ্ছন্ন ক'রে কোনো কিছুতে উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল দু'জনে যদি তাঁদের নির্বাচিত পথে খাটেন আলাদা আলাদা, ভাবনাগুলোকে মেলালে কোনো লাভ হবে না। এবং মেত্রভের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন স্থির করে অধিবেশনের শেষে লেভিন গেলেন তাঁর কাছে। লেভিনের সঙ্গে সভাপতির পরিচয় করিয়ে দিলেন মেত্রভ, রাজনৈতিক ঘটনাবলির কথা সভাপতিকে বলছিলেন তিনি। আর বললেন ঠিক তাই যা আগে তিনি লেভিনকে বলেছেন আর লেভিনও ঠিক সেই মন্তব্য করলেন যা তিনি করেছেন আজ সকালে, তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য তক্ষুনি যা মাথায় খেলল, তেমন একটা নতুন নিজস্ব অভিমত যোগ করলেন তিনি। এর পর ফের শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর লেভিন যেহেতু আগেই এ সব শুনেছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে মেত্রভকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমন্ত্রণের সদ্ব্যবহার করতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত, মাথা নুইয়ে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন ল্ভভের কাছে।

॥ ৪ ॥

কিটির বোন নাটালির স্বামী ল্‌ভভ তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দেশের দুই রাজধানীতে* আর বিদেশে, সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করে কূটনীতিকের চাকরি নেন।

গত বছর তিনি কূটনীতিকের কাজ ছেড়ে দেন, সেটা কোনো অসুবিধায় পড়েছিলেন বলে নয় (কখনো কোনো অসুবিধা হত না তাঁর), নিজের দুই পুত্রকে সেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় এসে দরবারী প্রশাসনে কাজ নেন।

অভ্যাস ও মতামতে প্রখর পার্থক্য থাকলেও, ল্‌ভভ লেভিনের চেয়ে অনেক বড়ো হলেও এই শীতটায় দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে যায়, পরস্পরকে বেশ পছন্দ করতেন তাঁরা।

ল্‌ভভ বাড়ি ছিলেন, খবর না দিয়ে লেভিন সোজা চলে গেলেন তাঁর কাছে।

ল্‌ভভের পরনে বেল্ট বাঁধা ঘরোয়া ফ্রক-কোট, পায়ে সোয়েডের জুতো, কেদারায় বসে নীলচে কাঁচের পেঁসনেই পরে স্ট্যান্ডে রাখা একটা বই পড়ছিলেন তিনি, সুন্দর হাতে ইতিমধ্যে অর্ধেক ছাই হয়ে যাওয়া চুরুটটা ধরে রেখেছিলেন সাবধানে কিছুটা দূরে।

মুখখানা তাঁর সুশ্রী, চিকন, এখনো যুবকের মতো, ঝকঝকে কোঁকড়া রুপোলী চুলে আভিজাত্য ফুটেছে আরো বেশি। লেভিনকে দেখে মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে।

'চমৎকার! আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম। তা কেমন আছে কিটি? এইখানে বসুন, স্বস্তি পাবেন...' উঠে দাঁড়িয়ে একটা দোলন চেয়ার টেনে আনলেন, 'জার্নাল দে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ'-এ প্রকাশিত শেষ সার্কুলারটা পড়েছেন? আমার তো বেশ ভালো লেগেছে' — উনি বললেন কিছুটা ফরাসি টানে।

পিটার্সবুর্গে লোকে কী বলছে, সে সম্পর্কে কাতাভাসোভের কাছে লেভিন যা শুনেছিলেন সেটা বললেন। তারপর রাজনীতির পাট শেষ করে তিনি বললেন মেত্রভের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় আর অধিবেশনে যাবার কথা। এতে খুব আগ্রহী হলেন ল্‌ভভ।

* পিটার্সবুর্গ আর মস্কো।

'এই দেখুন, বিজ্ঞানের এই চিত্তাকর্ষক জগতে আপনার প্রবেশ আছে বলে হিংসে করি আপনাকে' — উনি বললেন। সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে তক্ষুনি তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক ফরাসি ভাষায়, 'অবিশ্যি সময়ও আমার নেই তা ঠিক। আমার চাকরি আর ছেলেদের পড়ানোর দরুন এ থেকে আমি বঞ্চিত; তা ছাড়া বলতে লজ্জা নেই যে আমার শিক্ষা বড়ো বেশি অপ্রতুল।'

'আমি তা ভাবি না' — লেভিন বললেন হেসে। নিজেকে বিনম্র দেখানো, এমন কি বিনম্র হওয়ার জন্য নয়, একেবারে অকপটেই নিজের সম্পর্কে এই যে নিচু মত প্রকাশ করলেন, বরাবরের মতোই তাতে মন ভিজে উঠেছিল লেভিনের।

'সত্যি, শিক্ষা আমার কত কম সেটা এখন আমি বেশ টের পাই। ছেলেদের পাঠ নিতে গিয়ে স্মৃতির অনেককিছু ঝালিয়ে নিতে, স্রেফ শিখে নিতে হচ্ছে। কেননা শুধু শিক্ষক হলেই চলে না। পরিদর্শকও হতে হয়, যেমন আপনার কৃষিকর্মে মজুর আর তত্ত্বাবধায়ক দুই-ই দরকার। যেমন এইটে আমি পড়ছি' — স্ট্যান্ডে রাখা বুসলায়েভের ব্যাকরণটা তিনি দেখালেন; 'মিশাকে এটা শিখতে হবে, অথচ ভারি সেটা কঠিন... আমায় বুঝিয়ে দিন তো। এখানে উনি বলছেন...'

লেভিন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন যে এটা বোঝার নয়, মুখস্থ করার ব্যাপার; কিন্তু ল্ভভ মানলেন না।

'বুঝেছি, এ সব দেখে হাসছেন আপনি!'

'বরং উল্টো; আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনাকে দেখে সর্বদাই আমি শিখি যা আমায় করতে হবে — সন্তানদের শিক্ষা দান।'

'আপনার শেখবার কিছু নেই' ল্ভভ বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি শুধু জানি যে আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি মার্জিত ছেলেমেয়ে আমি দেখি নি এবং তাদের চেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে আমি আশা করি না।'

বোঝা যায় নিজের আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টা করছিলেন ল্ভভ, কিন্তু জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলেন হাসিতে।

বললেন, 'শুধু ওরা হোক আমার চেয়ে ভালো। কেবল এইটেই আমার কামনা। আমার ছেলেদের মতো প্রবাসী জীবনযাত্রায় যারা অবহেলিত হয়েছে, তাদের নিয়ে কত খাটতে হচ্ছে তা আপনি জানেন না।'

'ওটা পুষিয়ে নেবেন। ভারি বুদ্ধিমান আপনার ছেলেরা। প্রধান কথা— নৈতিক শিক্ষা। আপনার ছেলেদের দেখে এইটেই শিখি আমি।'

'বলছেন নৈতিক শিক্ষা। সেটা কত কঠিন কল্পনা করা যায় না! সবে একটা দিকের সঙ্গে লড়লেন, দেখা দিল আরেকটা. ফের সংগ্রাম। ধর্মে একটা খুঁটি না থাকলে — মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম একবার — এই সাহায্যটা ছাড়া শুধু নিজের শক্তিতে ছেলে মানুষ করা কোনো বাপের পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেভিনের পক্ষে সর্বদা আকর্ষণীয় এই আলাপটা থেমে গেল সুন্দরী নাটালিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসায়। বাইরে বেরুবার জন্য সাজসজ্জা করেছিলেন তিনি।

'আরে, আমি জানতাম না যে আপনি এখানে' — তাঁর বহুদিনকার জানা এবং স্পষ্টতই বিরক্তি ধরে যাওয়া এই আলাপটা থেমে গেল বলে দুঃখ নয়, আনন্দ নিয়েই বললেন তিনি; 'তা কিটি কেমন আছে? আজ আপনাদের ওখানে ডিনার খাব। তাহলে আর্সেনি' — স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'গাড়ি নেবে তো...'

এবং দিনটা কেমনভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা। স্বামীকে যেহেতু সাক্ষাৎ করতে হবে একজনের সঙ্গে, কাজ আছে, আর স্ত্রীকে যেহেতু যেতে হবে কনসার্টে এবং দক্ষিণ-পূর্ব কমিটির জনসভায়, তাই অনেককিছু ভেবে স্থির করার ছিল। নিজেদের লোক হিশেবে এই সব পরিকল্পনায় অংশ নিতে হয় লেভিনকে। স্থির হল নাটালির সঙ্গে লেভিন যাবেন কনসার্ট আর জনসভায়, সেখান থেকে তাঁরা গাড়িটা পাঠাবেন আর্সেনির জন্য তাঁর দপ্তরে। ওতে করে তিনি নাটালির কাছে আসবেন এবং কিটির কাছে পেঁছে দেবেন তাঁকে; আর যদি তাঁর কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে গাড়িটা তিনি ফেরৎ পাঠাবেন এবং নাটালিকে নিয়ে যাবেন লেভিন।

'এই বলে লেভিন আমাকে নষ্ট করছেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি অতি সুন্দর' — স্ত্রীকে বললেন ল্ভভ, 'যখন আমি জানি কত খারাপ জিনিস আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি সর্বদাই বলি যে আর্সেনি চরমে চলে যায়' — স্ত্রী বললেন, 'যদি নিখুঁতের পেছনে ছোটো, তাহলে তুষ্ট হতে পারবে না কখনো। বাবা ঠিকই বলেন যে আমাদের মানুষ করায় একটা চূড়ান্তপনা ছিল — আমাদের

রাখা হত চিলেকোঠায় আর মা-বাপে থাকতেন বড়ো ঘরগুলোয়; এখন আবার উল্টো, মা-বাপেরা ভাঁড়ার ঘরে, বড়ো ঘরগুলোতে ছেলেমেয়েরা।'

'সেটা যদি বেশি ভালো লাগে?' মধুর হেসে নাটালির হাত টেনে নিয়ে ল্ভভ বললেন, 'তোমায় যে জানে না, সে ভাববে তুমি মা নও, সৎ-মা।'

'না, কিছুতেই চূড়ান্তপনা ভালো নয়' — টেবিলের যে জায়গাটায় কাগজ-কাটা ছুরিটা থাকার কথা সেখানে সেটা রেখে শান্তভাবে বললেন নাটালি।

'এই যে, আয় রে এখানে নিখুঁত আমার ছেলেরা' — সুন্দর যে ছেলেদুটি ঘরে ঢুকলে তাদের বললেন ল্ভভ। লেভিনের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তারা গেল পিতার কাছে, বোঝা গেল কিছু একটা চাইতে এসেছে।

লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে, বাপকে কী বলবে সেটা শোনে, কিন্তু নাটালি কথা বলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে; ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন চাকুরি-ক্ষেত্রে ল্ভভের বন্ধু মাখোতিন, কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে একত্রে যাবে বলে দরবারী উর্দি পরে এসেছেন। শুরু হয়ে গেল হার্জেগোভিনা, প্রিন্সেস কর্জিনস্কায়া, দুমা, আপ্রাকসিনার অকালমৃত্যু নিয়ে অনর্গল আলাপ।

যে কাজের ভার পেয়ে লেভিন এসেছিলেন, সেটা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। সে কথা মনে পড়ল কেবল বেরুবার ঘরে গিয়ে।

'ও হ্যাঁ, অব্লোন্স্কিকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কী সব কথা বলার ভার কিটি আমায় দিয়েছে' — লেভিন বললেন যখন স্ত্রী আর তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন ল্ভভ।

'হ্যাঁ, শাশুড়ি চান যেন আমরা, les beaux-frères*, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি' — হেসে লাল হয়ে ল্ভভ বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে আমি কেন?'

'আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে' — কুকুরের ফার দিয়ে বানানো শাদা রোব পরিহিতা নাটালি কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকে বললেন হেসে, 'চলুন যাই।'

* ভায়রাভাইরা (ফরাসি)।

॥ ৫ ॥

দিনের কনসার্টে মন টানার মতো জিনিস ছিল দুটি।

তার একটি হল 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার' নামে একটি উদ্ভট সঙ্গীত। অন্যটি বাখ স্মরণে একটি কোয়ার্টেট। দুটো জিনিসই নতুন, পরিবেশিতও হয়েছিল নতুন প্রেরণায়, লেভিনের ইচ্ছে হল এদের সম্পর্কে নিজের একটা অভিমত খাড়া করেন। শ্যালিকাকে তাঁর আসনে এগিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন একটা থামের কাছে, স্থির করলেন যথাসম্ভব মন দিয়ে সততার সঙ্গে শুনবেন। মন বিক্ষিপ্ত হতে না দিতে, শাদা টাই পরা কন্ডাক্টারের হাতের আন্দোলন না দেখতে যা সর্বদাই বিছছিরিভাবে সঙ্গীত থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, টুপি পরিহিত যে মহিলারা কনসার্টের জন্য সযত্নে রিবন ঝুলিয়ে কান ঢেকেছেন তাঁদের দিকে না চাইতে, এই যেসব লোক হয় কিছুতেই আকৃষ্ট নন, নয় শুধু সঙ্গীত ছাড়া আরো নানান বিষয়ে আকৃষ্ট তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত না করতে যাতে মেজাজ মাটি না হয়ে যায় তার চেষ্টা করছিলেন লেভিন। সঙ্গীতের সমঝদার বাক্যবিলাসী ব্যক্তিদের এড়াতে চাইছিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে আর শুনছিলেন।

কিন্তু যত তিনি 'রাজা লিয়ার' শুনতে লাগলেন ততই সুনির্দিষ্ট একটা অভিমত খাড়া করার সম্ভাবনা থেকে বহু দূরে চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবিরাম শুরু হচ্ছিল যেন আবেগের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি রূপ নিতে চলেছে, আর তক্ষুনি তা ভেঙে পড়ছিল নতুন সূত্রপাতের টুকরোয় আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিন্তু অসাধারণ জটিল ধ্বনিতে সুরকারের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই যেগুলির যোগ ছিল না। কিন্তু সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির এই যে টুকরো মাঝে মাঝে ভালোই হতে পারত তা বিছছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই, একেবারে হঠাৎ করে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, মাধুর্য আর গাম্ভীর্যের উদয় হচ্ছিল কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই, যেমন ঘটে উন্মাদদের ক্ষেত্রে। আর ঠিক উন্মাদদের যা হয়, আবেগগুলো বিলুপ্তও হচ্ছিল হঠাৎ।

পরিবেশনের সমস্ত সময়টা লেভিনের নিজেকে মনে হচ্ছিল এক বধির যে নৃত্য দেখছে। কনসার্ট শেষ হতে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন লেভিন, মনোযোগের যে চাপটা পুরস্কৃত হল না কোনো কিছু দিয়ে, তাতে ক্লান্তি লাগছিল তাঁর। তুমুল করতালি শোনা গেল চারিদিক থেকে। সবাই উঠে

দাঁড়াল, যাতায়াত শুরু করলে, কথা কইতে লাগল। অন্যদের কেমন লাগল তা জেনে নিজের বিহ্বলতাটা সাফ করে নেবেন বলে তিনি সমঝদারদের খোঁজে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন আর তাঁর পরিচিত পেস্ত্‌সোভের সঙ্গে একজন নামজাদা সমঝদারকে কথা বলতে দেখে খুশি হলেন।

জলদগম্ভীর স্বরে পেস্ত্‌সোভ বলছিলেন, 'আশ্চর্য! নমস্কার কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ। বিশেষ করে যে জায়গাটায় কর্ডেলিয়ার আগমন অনুভূত হচ্ছিল, যেখানে নারী, das ewig Weibliche* ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই শুরু করছে, তা পরিবেশিত হয়েছে চিত্রময়তায়, বলা যায় ভাস্কর্যের মতো, বর্ণবহুলতায়। তাই না?'

'এখানে কর্ডেলিয়া এল কোথা থেকে?' অদ্ভুত সঙ্গীতটায় যে 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার'কে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'কর্ডেলিয়ার আগমন... এইযে!' হাতে ধরা চকচকে বিজ্ঞাপনটায় আঙুল দিয়ে টোকা মেরে এবং লেভিনকে সেটা দিয়ে বললেন পেস্ত্‌সোভ।

কেবল তখনই লেভিনের স্মরণ হল সঙ্গীতটার নাম কী, তাড়াতাড়ি করে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের উলটো পিঠে মুদ্রিত রুশ অনুবাদে শেকস্‌পিয়রের কবিতা।

'এটা ছাড়া সঙ্গীত বোঝা যাবে না' — লেভিনকে উদ্দেশ করে বললেন পেস্ত্‌সোভ, কেননা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি চলে যান, ফলে কথা কইবার মতো লোক কেউ ছিল না।

বিরামের সময় লেভিন আর পেস্ত্‌সোভের মধ্যে তর্ক বাধল সঙ্গীতে ভাগনার ধারার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে। লেভিন দেখাতে চাইলেন যে ভাগনার ও তাঁর অনুগামীদের ভুলটা এই যে তাঁদের সঙ্গীত অন্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে চড়াও হতে চায়, যেভাবে কবিতা ভুল করে যখন তা কোনো মুখের আদল ফোটাতে চায় যেটা চিত্রকলার কাজ, আর এই ধরণের ভুলের দৃষ্টান্ত হিশেবে তিনি একজন ভাস্করের নাম করলেন যিনি জনৈক কবিমূর্তির বেদীর চারপাশে কাব্য প্রতিমাগুলির ছায়া খোদাই করে বসেন। 'ভাস্করের এই ছায়াগুলো এত কম ছায়া যে সেগুলো টিকে আছে মই ধরে' — লেভিন বললেন। কথাটা তাঁর মনে ধরেছিল কিন্তু তাঁর স্মরণ হল না এটা তিনি

* শাশ্বত নারীত্ব (জার্মান)।

আগে বলেছিলেন কিনা এবং এই পেস্ত্‌সোভকেই, আর তাই কথাটা বলেছেন বলে অস্বস্তি হল তাঁর।

পেস্ত্‌সোভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে শিল্প একটাই আর তার সমুচ্চ প্রকাশ সম্ভব কেবল অন্য সমস্ত ধরনের শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা লেভিন শুনতেই পেলেন না। পেস্ত্‌সোভ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত বকবক করে গেলেন, অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করলেন তার মাত্রাতিরিক্ত, অতিমধুর, কপট সহজতার জন্য এবং এ সরলতাকে তিনি তুলনা করলেন প্রাক্‌-রাফায়েলী চিত্রকলার সঙ্গে। বেরিয়ে যাবার সময় আরো অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল লেভিনের, রাজনীতি সঙ্গীত এবং অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে কথা বললেন তিনি। এর ভেতর সাক্ষাৎ হয়ে গেল কাউণ্ট বলের সঙ্গে, তাঁর ওখানে যাবার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

কথাটা ল্‌ভভাকে বলতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে এক্ষুনি চলে যান. হয়ত লোকের সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন. তারপর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবেন সভায়। সময় আছে এখনো।'

॥ ৬ ॥

'হয়ত আজ লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না ওঁরা?' কাউণ্টেস বলের বাড়ির প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'দেখা করবেন বৈকি, দিন' — দৃঢ়ভাবে লেভিনের ওভারকোট খুলে বললে হল-পোর্টার।

'কী দুঃখের কথা' — নিঃশ্বাস ফেলে এক হাতের দস্তানা খুলে টুপি ঠিক করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিন্তু কেন আমি যাচ্ছি? ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলার আছে আমার?'

প্রথম ড্রয়িং-রুম দিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল কাউণ্টেস বলের সঙ্গে, উদ্বিগ্ন ও কঠোর মুখে চাকরকে কী যেন একটা হুকুম করছিলেন তিনি। লেভিনকে দেখে তিনি হাসলেন, তাঁকে নিয়ে গেলেন পাশের ছোটো ড্রয়িং-রুমটায়, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যেখান থেকে। এখানে আরাম-কেদারায় বসেছিলেন কাউণ্টেসের দুই কন্যা

আর লেভিনের পরিচিত এক মস্কো কর্নেল। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করে লেভিন বসলেন সোফায়, টুপিটা ধরে রাখলেন হাঁটুর উপর।

'কেমন আছেন আপনার স্ত্রী? আপনি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারলাম না। মাকে যেতে হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি... কী অপ্রত্যাশিত মৃত্যু' — লেভিন বললেন।

কাউণ্টেস এসে বসলেন সোফায়, তিনিও তাঁর স্ত্রীর খবর আর কনসার্টের কথা জিগ্যেস করলেন।

লেভিন জবাব দিয়ে আপ্রাক্‌সিনার অকালমৃত্যু নিয়ে তাঁর উক্তিটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

'তবে স্বাস্থ্য ওঁর খারাপ ছিল বরাবরই।'

'আপনি গতকাল অপেরায় গিয়েছিলেন?'

'গিয়েছিলাম।'

'চমৎকার গেয়েছেন লুক্কা।'

'হ্যাঁ, খুবই চমৎকার' — লেভিন বললেন এবং তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবছে তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না বলে গায়িকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শতবার যেসব কথা শুনেছেন তাই আওড়াতে লাগলেন। কাউণ্টেস বল্‌ ভান করলেন যেন শুনছেন। তারপর যথেষ্ট কথা বলে লেভিন যখন চুপ করলেন, কথা কইতে লাগলেন কর্নেল, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন যিনি। তিনিও অপেরা আর আলোকসম্পাতের কথা বললেন। তারপর তিউরিনের প্রস্তাবিত folle journée*-এর কথা তুলে হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হৈহৈ করে চলে গেলেন। লেভিনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাউণ্টেসের মুখ দেখে টের পেলেন এখনো তাঁর সময় হয় নি যাবার। আরো মিনিট দুয়েক তাঁর থাকা দরকার। বসলেন।

কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা ভাবছিলেন এগুলো কী আহাম্মকি, তাই কথোপকথনের বিষয়বস্তু খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

'আপনি জনসভায় যাচ্ছেন না? শুনেছি খুব আকর্ষণীয় হবে' — কাউণ্টেস শুরু করলেন।

'না, আমি আমার belle-soeur** কথা দিয়েছি তাঁকে নিয়ে আসব ওখান থেকে' — বললেন লেভিন।

* পাগলা দিন (ফরাসি)।

** শ্যালিকাকে (ফরাসি)।

নীরবতা নামল। মা-মেয়েরা আরেকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'মনে হয় এবার সময় হয়েছে' — এই ভেবে লেভিন উঠে দাঁড়ালেন। মহিলারা করমর্দন করলেন তাঁর, অনুরোধ করলেন স্ত্রীকে যেন তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয় mille choses*.

হল-পোর্টার তাঁকে কোট পরাতে পরাতে জিগ্যেস করল:

'আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?' তক্ষুনি একটা বড়ো, চমৎকার বাঁধানো খাতায় তা টুকে রাখল।

'বলাই বাহুল্য আমার এতে কিছু এসে যায় না, তাহলেও লজ্জাকর এবং আহাম্মকি' — ভাবছিলেন লেভিন। সবাই এটা করে বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন কমিটির জনসভায়, যেখান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা।

কমিটির জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর, প্রায় গোটা সমাজ। লেভিন যখন পেঁছলেন তখন সমীক্ষা চলছিল, সবাই বললে সেটা খুবই চিত্তাকর্ষক। সমীক্ষা পাঠ শেষ হলে সমাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং স্ভিয়াজ্স্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ, উভয়ের সঙ্গেই দেখা হল লেভিনের। প্রথম জন তাঁকে অবশ্য-অবশ্যই আসতে বললেন সেই সন্ধ্যায় কৃষি সমিতির অধিবেশনে যেখানে চমৎকার প্রতিবেদন পাঠ হবে, দ্বিতীয় জন সবেমাত্র এলেন রেস থেকে। দেখা হল অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গেও, এবং জনসভা, নতুন নাটক আর মামলা নিয়ে লেভিন নিজেও বললেন, অন্যদেরও মতামত শুনলেন। কিন্তু মামলা নিয়ে আলোচনার সময় মনোযোগের যে ক্লান্তি তিনি বোধ করতে শুরু করেছিলেন, সম্ভবত তারই ফলে তিনি একটা ভুল করে বসেন এবং পরে সেই ভুলের জন্য মনে মনে বারকয়েক নিজের ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ায় বিচারাধীন জনৈক বিদেশীর আসন্ন শাস্তি এবং রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করে শাস্তি দেওয়াটা যে সঠিক নয়, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে লেভিন গতকাল তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনে যা শুনেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন।

'আমি মনে করি ওকে সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করা আর পাইক মাছকে জলে ভাগিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া একই কথা' — বললেন লেভিন। পরে তাঁর মনে পড়েছিল বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এবং যেন-বা তাঁর নিজের

* হাজারো অভিবাদন (ফরাসি)।

বলে চালিয়ে দেওয়া এই কথাটা ক্রিলভের নীতিকাহিনী থেকে নেওয়া, বন্ধু সেটার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন সংবাদপত্রের একটি রসরচনা পড়ে।

শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি পেশছে লেভিন দেখলেন কিটি সুস্থ, মেজাজও ভালো, তাই চলে গেলেন ক্লাবে।

॥ ৭ ॥

ক্লাবে লেভিন পেশছলেন ঠিক সময়েই। তখনই আসছিলেন ক্লাবের সদস্য আর অতিথিরা। ক্লাবে লেভিন আসেন নি অনেকদিন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন মস্কোয় বাসা পেতেছিলেন, সমাজে যাতায়াত করতেন, তারপর থেকে আর নয়। ক্লাবের কথা মনে আছে তাঁর, খুঁটিনাটিতে তার বাহ্য আকৃতিটাও, কিন্তু আগে ক্লাবে তাঁর কেমন লাগত সেটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকার অঙ্গনে এসে যেই তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নেমে ঢুকলেন গাড়ি-বারান্দায় আর কুঁচি দেওয়া উর্দিতে পোর্টার নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে অভিবাদন করলে তাঁকে; পোর্টারের ঘরে যেই তিনি দেখলেন ক্লাবসদস্যদের গাদা করা ওভারকোট আর জুতোর প্রচ্ছদ যাঁরা ভেবে দেখেছেন যে প্রচ্ছদ প'রে ওপরে ওঠার চেয়ে তা এখানেই খুলে রেখে যাওয়ায় খাটুনি কম; যেই তিনি শুনলেন তাঁর আগমন ঘোষণার রহস্যময় ঘণ্টি আর গালিচায় মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখলেন সোপান-চত্বরে প্রস্তরমূর্তি আর ওপরের একটা দরজায় তাঁর পরিচিত, ক্লাবের উর্দি পরা, বুড়িয়ে যাওয়া তৃতীয় পোর্টারকে, যে অতিথির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর জন্য দরজা খুলতে শশব্যস্তও হল না, গড়িমসিও করলে না — অমনি ক্লাবের অনেকদিনকার পুরনো আবেশ আচ্ছন্ন করল লেভিনকে, আরাম, পরিতোষ, শোভনতার আবেশ সেটা।

'মাপ করবেন, টুপি' — লেভিনকে বললে পোর্টার, টুপি যে তার কাছে রেখে যেতে হয়, ক্লাবের এ নিয়মটা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন; 'অনেকদিন আসেন নি। গতকালই প্রিন্স নাম লিখিয়ে রেখেছেন আপনার। প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিচ আসেন নি এখনো।'

পোর্টার শুধু লেভিনকে নয়, তাঁর সমস্ত যোগসম্পর্ক, আত্মীয়স্বজনদেরও জানত আর তাদের কথা পাড়ল তক্ষুনি।

স্ক্রিন দিয়ে ভাগ করা প্রথম যে প্রবেশ-কক্ষটার ডান দিকের ঘরটায় ফলওয়ালা বসে. সেখানে মন্থরগতি এক বৃদ্ধকে পেছনে ফেলে লেভিন এগিয়ে গেলেন লোকজনে মুখরিত ডাইনিং-রুমটায়।

ইতিমধ্যেই প্রায় দখল হয়ে যাওয়া আসনগুলো পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন অতিথিদের। এখানে ওখানে চোখে পড়ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের সব লোক — কেউ বৃদ্ধ, কেউ যুবক, কেউ নামমাত্র পরিচিত, কেউ ঘনিষ্ঠ। রুষ্ট বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখা দিল না একটাও। পোশাক রাখার ঘরে তাঁরা যেন তাঁদের টুপির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রেখে এসেছেন সেখানে, এখন ধীরে সুস্থে জীবনের পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে চান। স্ভিয়াজ্স্কি, শ্যেরবাৎস্কি, নেভেদোভস্কি, বৃদ্ধ প্রিন্স, ভ্রন্স্কি, সের্গেই ইভানোভিচও এখানে ছিলেন।

'আ, দেরি হল যে?' হেসে বললেন প্রিন্স, কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে; 'কিটি কেমন আছে?' ওয়েস্ট-কোটের বোতামের ফুটোয় গোঁজা ন্যাপকিনটা ঠিক করে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন।

'ভালো আছে। তিনজন ওরা বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।'

'বটে, বকবকম তাহলে। আমাদের এখানে কিন্তু জায়গা খালি নেই। ওই টেবিলটায় গিয়ে জায়গা দখল করো গে তাড়াতাড়ি' — এই বলে তিনি ঘুরে সাবধানে নিলেন মাছের সুপের প্লেট।

'লেভিন, এখানে!' খানিক দূর থেকে ভেসে এল একটা হৃদ্য ডাক। লোকটি তুরোভ্ৎসিন। তিনি বসেছিলেন তরুণ একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে, কাছেই দুটি ওলটানো চেয়ার। আনন্দেই লেভিন গেলেন তাঁদের দিকে। ভালোমানুষ লোচ্চা তুরোভ্ৎসিনকে লেভিনের ভালো লাগত সর্বদাই — তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিটির কাছে প্রেম নিবেদনের স্মৃতি — কিন্তু আজ, এত মননশীল আলোচনার চাপের পর তুরোভ্ৎসিনের সহৃদয় চেহারা তাঁর খুবই প্রিয় মনে হল।

'এ চেয়ারদুটি তোমার আর অব্লোন্স্কির জন্যে। শিগগিরই ও এসে পড়বে।'

অত্যন্ত সিধে হয়ে বসে থাকা ফুর্তিবাজ যে অফিসারটির চোখ অনবরত হাসছিল, তিনি পিটার্সবুর্গের গাগিন। তুরোভ্ৎসিন পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের।

'অব্লোন্স্কি বরাবরই দেরি করে।'

'আরে এই তো ও।'

'এক্ষুনি এলে তুমি?' দ্রুত ওঁদের কাছে এসে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি, 'হ্যাল্লো! ভোদকা খেয়েছ? তাহলে চলো যাই।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন বড়ো টেবিলটার কাছে যেখানে সাজানো ছিল ভোদকা আর অতি বিভিন্ন রকমের চাট। মনে হবে বিশ রকমের ডিশগুলো থেকে নিজের রুচি মতো কিছু বাছা সম্ভব, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ কী একটা বিশেষ চাটের জন্য জেদ ধরলেন আর যে চাপরাশিগুলি দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন তক্ষুনি নিয়ে এল সেটা। এক-এক পাত্র পান করে তাঁরা নিজেদের টেবিলে ফিরলেন।

মাছের সুপের সঙ্গে তক্ষুনি এক বোতল শ্যাম্পেনের বরাত দিলেন গাগিন আর সেটা চারটে গ্লাসে ঢালতে বললেন। এগিয়ে দেওয়া পাত্রটায় আপত্তি হল না লেভিনের, নিজেই আরেক বোতল চাইলেন। খিদে পেয়েছিল তাঁর, পানভোজন চালালেন অতি তৃপ্তির সঙ্গে, আরো তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিলেন সহালাপীদের হাসিখুশি সহজসরল আলাপে। নিচু গলায় গাগিন শোনালেন পিটার্সবুর্গের নতুন একটা চুটকি, আর চুটকিটা অশ্লীল ও নির্বোধ হলেও এতই তা হাস্যকর লাগল যে লেভিন এমন হো-হো করে হেসে উঠলেন যে পাশের টেবিলের লোকেরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'এটা এই গোছের: 'এটা আমি সহ্যই করতে পারি না!' জানো তো?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এটা একেবারে খাশা। আরেক বোতল নিয়ে এসো' -- চাপরাশিকে হুকুম করে চুটকি বলতে শুরু করলেন তিনি।

'পিওত্‌র ইলিচ ভিনোভ্‌স্কি পাঠিয়েছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিতে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ চাপরাশি সরু সরু দুই গ্লাসে ফেনিল শ্যাম্পেন এনে দিলে স্তেপান আর্কাদিচ আর লেভিনের জন্য। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর গ্লাস নিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে পাটকিলে রঙের গুম্ফশোভিত টেকো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে তাঁর উদ্দেশে মাথা নাড়লেন।

'কে ইনি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'ওঁকে তুমি আমার বাড়িতে দেখেছ, মনে নেই? বেশ লোক।'

স্তেপান আর্কাদিচ যা করেছিলেন, লেভিনও তাই করে গ্লাস নিলেন। স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিটাও হল খুবই মজাদার। লেভিনও বললেন

নিজের চুটকি, সেটা অন্যদের ভালো লাগল। তারপর ঘোড়া, এ বছরের রেস, ভ্রন্‌স্কির 'সাতিন' কী উদ্দাম ধাবনে প্রথম পুরস্কার জিতেছে, কথা চলল সেই নিয়ে। লেভিন খেয়ালই করেন নি কখন শেষ হয়ে গেল ডিনার।

'আরে, এই তো ওরা!' ডিনারের শেষে চেয়ারে বসেই পিঠের দিকে পেছন ফিরে ভ্রন্‌স্কি আর একজন ঢ্যাঙা গার্ড কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। ভ্রন্‌স্কির মুখেও শোভা পাচ্ছিল ক্লাবের সাধারণ ভালোমানুষি আমোদ। উনি ফুর্তিতে স্তেপান আর্কাদিচের কাঁধে কনুই রেখে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে আর সমান সানন্দ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে।

'দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হল' — বললেন ভ্রন্‌স্কি; 'নির্বাচনে আমি তখন আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু শুনলাম আপনি আগেই চলে গেছেন' — লেভিনকে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি ওই দিনই চলে যাই। এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে। অভিনন্দন আপনাকে' — লেভিন বললেন, 'খুবই জবর দৌড়।'

'আপনারও তো ঘোড়া আছে।'

'না, আমার পিতার ছিল, তবে আমার মনে আছে, কিছু জানি ও ব্যাপারে।'

'কোথায় ডিনার সারলে তুমি?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'থামগুলোর পেছনে দ্বিতীয় টেবিলটায়।'

'একটু উৎসব ছিল আমাদের' — বললেন ঢ্যাঙা কর্নেল, 'দ্বিতীয়বার বাদশাহী পুরস্কার, ঘোড়ায় ওর যেমন কপাল, তাসে আমার তেমনি হলে হত।'

'কিন্তু সময় সোনা, খুইয়ে কী লাভ। আমি চললাম জাহান্নমে' — বলে কর্নেল টেবিল ছেড়ে গেলেন।

'ইনি ইয়াশ্‌ভিন' — তুরোভ্‌ৎসিনকে বললেন ভ্রন্‌স্কি এবং কাছেই খালি হয়ে যাওয়া একটা চেয়ারে বসলেন। এগিয়ে দেওয়া পাত্রটা শেষ করে তিনি আরেক বোতলের বরাত দিলেন। ক্লাবের পরিবেশে নাকি মদ্যপানের প্রভাবে লেভিন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কথা কইলেন সেরা জাতের গরু নিয়ে এবং তাঁর প্রতি কোনো বিদ্বেষ বোধ করছেন না দেখে খুশি হলেন।

এমনকি এ কথাও তিনি বললেন যে স্ত্রীর কাছে তিনি শুনেছেন যে ওঁদের দেখা হয়েছিল প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে।

'ও, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা — অনন্যসাধারণা!' বলে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সম্পর্কে এমন একটা চুটকি ফাঁদলেন যা সবাইকেই হাসাল। বিশেষ করে ভ্রন্‌স্কি এমন প্রাণখোলা হাসি হাসলেন যে লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁর একেবারে মিটমাট হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে।

'কী, শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে যাওয়া যাক!'

॥ ৮ ॥

টেবিল থেকে উঠে হাঁটতে গিয়ে লেভিন টের পেলেন যে তাঁর বাহুর দুলুনি হয়ে উঠেছে অসাধারণ সঠিক আর লঘু। গাগিনের সঙ্গে উঁচু উঁচু ঘরের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বিলিয়ার্ড-রুমে। উঁচু হলটা পেরিয়ে যাবার সময় শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হল।

'কী, আমাদের প্রমোদমন্দির কেমন লাগল তোমার?' লেভিনের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন তিনি, 'চলো হাঁটা যাক।'

'আমিও তাই চাইছিলাম — হাঁটতে আর এটা-ওটা দেখতে। বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে। ওই বৃদ্ধটিকে দেখছ তো' — একেবারে কুঁজো হয়ে যাওয়া, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়া, নরম বুট পরা কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে যে বৃদ্ধটি তাঁদের দিকে আসছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ভাবছ উনি ঐরকম সাতখাজা হয়েই জন্মেছিলেন।'

'সাতখাজা মানে?'

'আ, কথাটাও দেখছি তুমি জানো না। ওটা আমাদের ক্লাবের লবজ। ইস্টার পরবের ডিম জানো তো গড়ানো হয়, কিন্তু ডিম বেশি গড়ালে তা ভেঙে গিয়ে হয়ে পড়ে সাতখাজা। আমাদের বন্ধুও তাই ভায়া, ক্লাবে আসি, আসি, তারপর হয়ে পড়ি সাতখাজা। তুমি হাসছ, কিন্তু আমার বন্ধুটি লক্ষ রেখেছে কখন নিজেই সে সাতখাজা হয়ে পড়বে। প্রিন্স চেচেন্‌স্কিকে

জানো তো?' শ্বশুর জিগ্যেস করলেন আর লেভিন তাঁর মুখ দেখে টের পেলেন যে মজার কিছু একটা উনি বলতে চাইছেন।

'না, জানি না।'

'সেকি! প্রিন্স চেচেন্‌স্কিকে সবাই জানে। সে যাক গে। তা সর্বদাই বিলিয়ার্ড খেলেন উনি। তিন বছর আগেও তিনি সাতখাজা হন নি, বড়াই করতেন, আর নিজে অন্যদের বলতেন সাতখাজা। একবার তিনি এলেন আর আমাদের পোর্টার... চেনো তো ভাসিলিকে? ওই যে মুটকো। ভারি ফাজিল। তা প্রিন্স চেচেন্‌স্কি ওকে জিগ্যেস করলেন: 'কী ভাসিলি, কে কে এসেছেন? আর সাতখাজারা কেউ আছে?' ও বলে দিলে: 'আপনি তৃতীয় জন।' হ্যাঁ ভায়া, এমনি ব্যাপার!'

গল্প চালিয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করে লেভিন আর প্রিন্স সমস্ত ঘরগুলোয় চক্কর দিলেন: বড়ো ঘর যেখানে ইতিমধ্যেই টেবিল পাতা হয়েছে, অল্পস্বল্প বাজিতে খেলছিল অভ্যস্ত খেলোয়াড়রা; সোফার ঘর, যেখানে দাবাখেলা চলছিল আর সের্গেই ইভানোভিচ বসে কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন; বিলিয়ার্ড-রুম, যেখানে ঘরের বাঁকে সোফার কাছে শ্যাম্পেন সহযোগে চলছিল আমুদে তাসখেলা, গাগিনও যোগ দিয়েছিলেন তাতে; জাহান্নমেও উঁকি দেওয়া হল, সেখানে ইয়াশ্‌ভিন যে টেবিলটার সামনে বসেছিলেন, তার কাছে ভিড় করেছিল বাজি-ধরা লোকেরা। যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাঁরা ঢুকলেন অন্ধকার পাঠকক্ষে; সেখানে শেড দেওয়া বাতির নিচে রুষ্ট মুখে একটি যুবক বসে একের পর এক পত্রিকা উল্টে চলেছেন আর টাক মাথা এক জেনারেল পাঠে নিমগ্ন। সে ঘরটাতেও গেলেন, যাকে প্রিন্স বলতেন মনন-কক্ষ; তিন জন ভদ্রলোক সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন।

'প্রিন্স, সব তৈরি, আসুন' — প্রিন্সকে এখানে পেয়ে বললেন তাঁর তাসের একজন জুড়ি, প্রিন্স চলে গেলেন। লেভিন বসে বসে তর্ক শুনছিলেন, কিন্তু আজ সকালের সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ সাংঘাতিক বেজার লাগল তাঁর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খুঁজতে গেলেন অব্‌লোন্‌স্কি আর তুরোভ্‌ৎসিনকে, এঁদের সাহচর্যে তাঁর ফুর্তি লাগে।

তুরোভ্‌ৎসিন পানপাত্র হাতে বসেছিলেন বিলিয়ার্ড-রুমের উঁচু একটা সোফায় আর ঘরের দূর কোণের দুয়োরের কাছে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কইছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আন্নার একঘেয়ে লাগছে তা নয়, তবে অবস্থার এই অনির্দিষ্টতা, অনিশ্চয়তা' — লেভিনের কানে আসতেই তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ডাকলেন তাঁকে।

'লেভিন!' বললেন তিনি আর লেভিন লক্ষ করলেন যে চোখে তাঁর জল নয়, আর্দ্রতা, যা তাঁর ক্ষেত্রে সর্বদা দেখা দেয় যখন তিনি বেশি পান করেন, অথবা যখন তিনি খুবই আলোড়িত। আজ দুটো উপলক্ষই আছে; 'লেভিন, যেও না' — কনুইয়ের ওপরে বাহুতে সজোরে চেপে ধরলেন তাঁকে, কিছুতেই যেতে দেবেন না বলে।

'এ আমার অকৃত্রিম, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু' — দ্রন্‌স্কিকে বললেন তিনি, 'তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়। এবং আমি চাই আর জানি যে তোমাদের বন্ধু আর ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কেননা দু'জনেই তোমরা ভালো লোক।'

'তাহলে দেখছি চুম্বন বিনিময়টাই শুধু বাকি' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহৃদয় রহস্যে বললেন দ্রন্‌স্কি।

ঝটিতি সে হাত নিয়ে লেভিন সজোরে চাপ দিলেন।

করমর্দন করতে করতে বললেন, 'অত্যন্ত, অত্যন্ত খুশি হলাম আমি।'

'ওহে, এক বোতল শ্যাম্পেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমিও ভারি খুশি' — দ্রন্‌স্কি বললেন।

কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের যত ইচ্ছা থাক, এঁদের নিজেদেরও যত ইচ্ছা থাক, পরস্পরকে তাঁদের বলার কথা কিছু ছিল না, আর দু'জনেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'জানো, আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই?' দ্রন্‌স্কিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি ওকে আন্নার কাছে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চলো লেভিন!'

'তাই নাকি?' দ্রন্‌স্কি বললেন, 'ও খুব খুশি হবে।' তারপর যোগ দিলেন, 'আমি এখুনি বাড়ি যেতে পারতাম, কিন্তু ইয়াশ্‌ভিনের জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি। ও শেষ না করা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।'

'কী, ব্যাপার খারাপ?'

'কেবলি হারছে আর একা আমিই পারি ওকে সামলাতে।'

'তাহলে বিলিয়ার্ড এক দান? খেলবে লেভিন? চমৎকার' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পিরামিড সাজাও' — মার্কারকে বললেন তিনি।

'অনেকখন তৈরি' — মার্কার বললে। বলের পিরামিড অনেক আগে সাজিয়ে সে তখন লাল বলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করছিল।

'বেশ দাও।'

খেলা শেষ হলে ভ্রন্‌স্কি আর লেভিন গিয়ে বসলেন গাগিনের টেবিলে আর টেক্কা বাজি রাখার খেলায় স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবে অংশ নিলেন লেভিন। ভ্রন্‌স্কি কখনো বসে থাকছিলেন টেবিলেই আর অবিরাম তাঁর কাছে আসছিল পরিচিতরা, কখনো ইয়াশ্‌ভিনের খবর জানবার জন্য যাচ্ছিলেন জাহান্নমে। সকালে বুদ্ধিবৃত্তির ক্লান্তির পর উপাদেয় বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন লেভিন। ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে শত্রুতার অবসানে আনন্দ হয়েছিল তাঁর, শান্তি শিষ্টতা তৃপ্তির একটা আমেজ তাঁর কাটছিল না।

খেলা শেষ হলে স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের হাত ধরলেন।

'তাহলে চলো যাই আন্নার কাছে। এক্ষুনি? এ্যাঁ? সে বাড়ি আছে। আমি ওকে অনেকদিন হল কথা দিয়েছি যে তোমায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যায় কোথায় যাবে ভাবছিলে?'

'বিশেষ কোথাও নয়। স্ভিয়াজ্‌স্কিকে কথা দিয়েছিলাম যে কৃষি সমিতির অধিবেশনে থাকব। তা বেশ, চলো যাই' — লেভিন বললেন।

'চমৎকার, চলো তাহলে! দ্যাখো তো, আমার গাড়িটা এল কিনা' — চাপরাশিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে টেক্কার খেলায় যে চল্লিশ রুব্‌ল হেরেছেন তা শোধ দিলেন, দরজার কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ চাপরাশির কাছেই রহস্যজনক উপায়ে যা জানা তা ক্লাবের সে বিলও মেটালেন আর প্রচণ্ড হাত দোলাতে দোলাতে সমস্ত হল পাড়ি দিয়ে গেলেন বহির্দ্বারের কাছে।

॥ ৯ ॥

'অব্‌লোন্‌স্কির গাড়ি!' রাগত হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচাল পোর্টার। গাড়ি এসে দাঁড়াল, উঠে বসলেন দুজনে। ক্লাবের ফটক দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শুধু প্রথম কিছুক্ষণই লেভিন ক্লাবের প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি আর চারপাশের লোকেদের নিঃসন্দেহ শিষ্টতার আমেজটা অনুভব করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু যেই গাড়ি রাস্তায় গিয়ে পড়ল আর বন্ধুর রাস্তায় গাড়ির

দোলন টের পেলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির গাড়োয়ানের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনলেন, দেখলেন অস্পষ্ট আলোয় শুঁড়িখানা আর দোকানের লাল সাইনবোর্ড, আমেজটা কেটে গেল এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আন্নার কাছে যে যাচ্ছেন সেটা ভালো হচ্ছে কি? কিটি কী বলবে? কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ওঁকে ভাবতে দিলেন না, যেন তাঁর খুঁতখুঁতি ধরতে পেরে তা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ওকে যে তুমি জানবে, এতে আমি কী খুশিই না হয়েছি। জানো, ডল্লি বহুদিন থেকে এটা চাইছিল। আর ল্‌ভভও আন্নার ওখানে গেছে এবং যায়। আমার বোন হলেও' — বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এ কথা বলার সাহস আমি রাখি যে এ নারী অপূর্ব। এই তো তুমি নিজেই দেখবে। অবস্থা ওর অতি দুঃসহ, বিশেষ করে এখন।'

'কেন বিশেষ করে এখনই?'

'স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। উনি রাজি আছেন। কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল বাধছে ছেলেকে নিয়ে। ফলে এই যে ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে যাওয়ার কথা, তা আজ তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে ভ্রন্‌স্কিকে। কী নির্বোধ এই সব প্রাচীন রীতিনীতির জট যাতে কেউ বিশ্বাস করে না, যা শুধু বাগড়া দেয় লোকের সুখে!' তারপর স্তেপান আর্কাদিচ যোগ দিলেন, 'তখনই ওদের অবস্থাটা হবে সুনির্দিষ্ট, যেমন আমার, যেমন তোমার।'

'কিন্তু গণ্ডগোলটা কেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আহ্, ওটা একটা দীর্ঘ নীরস বৃত্তান্ত! আমাদের সবকিছুই ভারি অনির্দিষ্ট। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই যে আন্না বিবাহবিচ্ছেদের আশায় এখানে, মস্কোয়, সবাই যেখানে ওদের দু'জনকে জানে, রয়েছে তিন মাস, কোথাও বেরোয় না, মহিলাদের মধ্যে ডল্লি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কারণ, বুঝেছ তো, ও চায় না যে কেউ কৃপা করে আসুক ওর কাছে; বুদ্ধিহীনা ঐ যে প্রিন্সেস ভারভারা — সঙ্গে থাকাটা অশোভন হবে দেখে তিনিও চলে গেলেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো নারীই মনে জোর পেত না। ও কিন্তু, তুমি নিজেই দেখবে, কী চমৎকার গুছিয়ে নিয়েছে নিজের জীবন, কী সে শান্ত, কী তার আত্মমর্যাদা। বাঁয়ে গলিতে, গির্জার সামনে!' গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন স্তেপান

আর্কাদিচ, 'উহ্ কী গরম!' হিমাংকের নিচে বারো ডিগ্রি সত্ত্বেও এমনিতেই বোতাম-খোলা ফারকোট আরো খুলে তিনি বললেন।

'ওঁর তো মেয়ে আছে একটি, নিশ্চয় তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?' লেভিন বললেন।

'মনে হচ্ছে তুমি সমস্ত নারীকে ভাবো কেবল মাদি, কেবল une couveuse* বলে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'ব্যস্ত থাকতে হলে অবশ্যই শিশুদের নিয়ে। না, মেয়েটিকে সে চমৎকার মানুষ করছে মনে হয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। ও প্রথমত লেখা নিয়ে ব্যস্ত। দেখতে পাচ্ছি তুমি বাঁকা হাসছ, কিন্তু ওটা মিছে। শিশুদের জন্যে বই লিখছে ও, কিন্তু কাউকে সে কথা বলে না, তবে আমায় পড়ে শুনিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা আমি দিই ভরকুয়েভকে... প্রকাশক সে... মনে হয় আবার নিজেও লেখক, এ সব বোঝেসোঝে। ও বলছে, চমৎকার লেখা। তুমি কি ভাবছ যাদের নারী-লেখিকা বলা হয়, ও সেই দলে পড়ে? একেবারে না। সর্বাগ্রে ও হল হৃদয়বান নারী। নিজেই দেখবে তুমি। এখন ওর সংসারে আছে একটি ইংরেজ মেয়ে আর তার গোটা পরিবার। তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।'

'লোকহিতের ব্যাপার বুঝি?'

'এখানেও তুমি কিছু একটা খারাপ দেখতে চাও। লোকহিত-টিত নয়, হৃদয়ের ব্যাপার। ওদের, মানে ভ্রন্স্কির ছিল এক ইংরেজ জকি, নিজের কাজে ওস্তাদ, কিন্তু মদ্যপ। ভয়ানক মদ টানে, delirium tremens,** পরিবারকে ভাসিয়ে দিলে। আন্না ওদের দেখে, সাহায্য করে, জড়িয়ে যায় ব্যাপারটায়, আর এখন গোটা সংসার তার আশ্রয়ে। এটা শুধু কৃপাবর্ষণ নয়, টাকা দিয়ে নয়, ছেলেগুলোকে জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করাবার জন্যে আন্না নিজেই তাদের রুশ শেখাচ্ছে, আর মেয়েটিকে রেখেছে নিজের কাছে। চলো, দেখবে এখুনি।'

গাড়ি আঙিনায় ঢুকল আর প্রচণ্ড শব্দ করে স্তেপান আর্কাদিচ ঘণ্টা দিল দোরগোড়ায়, একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

যে ভৃত্যটি দরজা খুলল তাকে আন্না বাড়ি আছেন কিনা জিগ্যেস না

* ডিমে তা দেওয়া মুরগি (ফরাসি)।

** সুরাসার-ঘটিত প্রলাপ (লাটিন)।

করেই স্তেপান আর্কাদিচ ঢুকে গেলেন প্রবেশ চত্বরে। লেভিন গেলেন তাঁর পেছু পেছু, ভালো নাকি খারাপ করছেন এই সন্দেহটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তাঁর।

আয়নায় লেভিন দেখলেন যে মুখ তাঁর আরক্তিম, কিন্তু মাতাল যে হন নি এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছিল, তাই স্তেপান আর্কাদিচের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন গালিচায় মোড়া সিঁড়ি বেয়ে। ওপরে যে খানসামাটি স্তেপান আর্কাদিচকে অভিবাদন জানাল অতি আপন জনের মতো, তাকে আন্নার কাছে কে আছে এই প্রশ্ন করে জানা গেল, আছেন ভরকুয়েভ মশায়।

'কোথায় তারা?'

'স্টাডিতে।'

ছোটো একটা ডাইনিং-রুমের দেয়াল গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার নরম গালিচা মাড়িয়ে স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনকে নিয়ে ঢুকলেন আধো অন্ধকার স্টাডিতে, গাঢ় শেড দেওয়া শুধু একটা বাতিতেই তা আলোকিত। রিফ্লেক্টার লাগানো আরেকটা বাতির আলো গিয়ে পড়েছে দেয়ালে, তাতে দেখা যাচ্ছে বড়ো একটা পূর্ণাবয়ব মহিলার প্রতিকৃতি, আপনা থেকেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করল লেভিনের। এটা ইতালিতে মিখাইলোভের করা আন্নার পোর্ট্রেট। অব্লোন্স্কি স্ক্রিনের ওপাশে যেতেই জনৈক পুরুষের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, আর লেভিন দাঁড়িয়ে রইলেন প্রতিকৃতির সামনে, উজ্জ্বল আলোয় সে প্রতিকৃতি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে; চোখ সরাতে পারছিলেন না তিনি; ভুলে গেলেন কোথায় আছেন, কী কথা হচ্ছে, আশ্চর্য এই প্রতিকৃতি গ্রাস করে নিল তাঁর দৃষ্টিকে। এ যেন ছবি নয়, অপরূপা জীবন্ত এক নারী, কালো চুল যাঁর কুঞ্চিত, বাহু স্কন্ধ নগ্ন, নরম রোঁয়ায় ছাওয়া ঠোঁটে চিন্তামগ্ন আধো হাসি, লেভিনের দিকে তিনি চেয়ে আছেন বিজয়িনীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, যাতে অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। এ নারী জীবিত নয় শুধু এই জন্য যে কোনো জীবিতা এতটা সুন্দরী হতে পারে না।

'ভারি আনন্দ হল' — কাছেই কাকে বলতে শুনলেন তিনি স্পষ্টতই তাঁকে উদ্দেশ করে। এ কণ্ঠস্বর সেই নারীরই যাঁর পোর্ট্রেটে তিনি মুগ্ধ। স্ক্রিনের ওপাশ থেকে আন্না বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আর স্টাডির আধো আলোয় লেভিন পোর্ট্রেটের সেই নারীকেই

দেখলেন গাঢ়, বর্ণবহুল নীল পোশাকে — ভঙ্গিটা তাঁর তেমন নয়, মুখভাব তেমন নয়, কিন্তু পোর্ট্রেটে শিল্পী তাঁকে যে সৌন্দর্যে ধরে রেখেছেন তারই পরাকাষ্ঠায়। বাস্তবে এ নারী হয়ত কম চমকপ্রদ, কিন্তু নতুন, আকর্ষণীয় কিছু একটা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে যা পোর্ট্রেটে নেই।

॥ ১০ ॥

ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আন্না উঠেছিলেন লেভিনকে দেখার আনন্দটা চাপা না দিয়ে। যে প্রশান্তিতে তিনি তাঁর ছোট্ট চঞ্চল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর পরিচয় করিয়ে দেন ভরকুয়েভের সঙ্গে, পাটকিলে চুলের সুশ্রী যে মেয়েটি কাজ নিয়ে ওখানেই বসেছিল তাকে বললেন তাঁর প্রতিপাল্য, তাতে লেভিন দেখতে পেলেন উঁচু সমাজের সর্বদা সুস্থির ও স্বাভাবিক নারীদের আদব-কায়দা যা তাঁর পরিচিত ও প্রিয়।

'খুব, খুব আনন্দ হল' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি আর লেভিনের কাছে তাঁর ঠোঁটের ওই সাধারণ কথাগুলো কেন জানি পেল একটা বিশেষ তাৎপর্য; 'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে জানি, স্তিভার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আর আপনার স্ত্রীর জন্যেও ভালোবাসি আপনাকে... ওকে আমি দেখেছি অল্প, কিন্তু অপরূপ একটি ফুল, ঠিক ফুলেরই ছাপ সে রেখে গেছে আমার মনে। আর শিগগিরই ও কিনা মা হতে চলেছে!'

কথা বলছিলেন উনি অনায়াসে, তাড়াহুড়ো না করে, মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলেন লেভিনের ওপর থেকে ভাইয়ের দিকে আর লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁকে গৃহস্বামিনীর ভালোই লেগেছে, আর ওঁর সামনে লেভিনেরও নিজেকে মনে হল অনায়াস, সহজ, ভালো লাগছিল তাঁর, যেন ছেলেবেলা থেকেই আন্নাকে তিনি চেনেন।

'ইভান পেত্রভিচকে নিয়ে আমি আলেক্‌সেই-এর স্টাডিতে বসেছি ধূমপান করার উদ্দেশ্যেই' — ধূমপান করা চলবে কিনা স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করায় আন্না বললেন। তারপর লেভিনের দিকে তাকিয়ে উনি ধূমপান করেন কিনা এ প্রশ্নের বদলে কচ্ছপের খোলার বাক্স টেনে নিয়ে সিগারেট বার করলেন একটা।

'আজ কেমন বোধ করছ?' বোনকে জিগ্যেস করলেন ভাই।

'ওই একরকম। বরাবরের মতো শুধু স্নায়ু।'

লেভিন পোর্ট্রেটটা লক্ষ করছেন দেখতে পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'অসাধারণ ভালো, তাই না?'

'এর চেয়ে ভালো পোর্ট্রেট আমি দেখি নি।'

'এবং অসাধারণ সাদৃশ্য, তাই না?' বললেন ভরকুয়েভ।

পোর্ট্রেট ছেড়ে মূলের দিকে তাকালেন লেভিন। তাঁর দৃষ্টি নিজের ওপর টের পেতে বিশেষ একটা দ্যুতি ঝলক দিল আন্নার মুখে। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন আর নিজের অপ্রতিভতা চাপা দেবার জন্য ভেবেছিলেন জিগ্যেস করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে ইদানীং তাঁর দেখা হয়েছে কিনা; কিন্তু ঠিক এই সময় কথা করে উঠলেন আন্নাই:

'ইভান পেত্রভিচের সঙ্গে ভাশ্যেনকভের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি' — লেভিন বললেন।

'কিন্তু মাপ করবেন, সম্ভবত আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিলাম...'

লেভিন জিগ্যেস করলেন ডল্লির সঙ্গে সম্প্রতি কবে তাঁর দেখা হয়েছে।

'কাল আমার এখানে এসেছিল সে। জিমন্যাসিয়ামের ওপর মহা খাপ্পা। মনে হয় লাতিনের শিক্ষক গ্রিশার ওপর অন্যায় করেছে।'

'হ্যাঁ, ছবিগুলো আমি দেখেছি। তেমন একটা ভালো লাগে নি আমার' — আন্না যে প্রসঙ্গটা শুরু করেছিলেন তাতে ফিরে এলেন লেভিন।

এখন লেভিন মোটেই কাজের প্রতি কারিগরের দৃষ্টি থেকে কথা কইছিলেন না, যা তিনি করেছিলেন আজ সকালে। আন্নার সঙ্গে তাঁর আলাপে প্রতিটি কথাই পাচ্ছিল বিশেষ তাৎপর্য। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছিল আর আন্নার কথা শুনতে আরো ভালো।

আন্না কইছিলেন সহজভাবে, বুদ্ধিমানের মতো, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো হলেও হেলাফেলা করে, নিজের মতামতে কোনো বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না, গুরুত্ব অর্পণ করছিলেন সহালাপীর কথায়।

কথাবার্তা চলল শিল্পকলায় নতুন ধারা আর বাইবেল সচিত্র করেছেন যে ফরাসি শিল্পী তাঁকে নিয়ে। বাস্তববাদকে স্থূলতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে শিল্পীর সমালোচনা করলেন ভরকুয়েভ। লেভিন বললেন, শিল্পকলায় ফরাসিরা আপেক্ষিকতা টেনে এনেছে সবার থেকে বেশি, তাই

বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভারি একটা মঙ্গল দেখছে তারা। মিথ্যে না থাকাতে এখন তারা খুঁজে পাচ্ছে কাব্য।

জীবনে বিদগ্ধ যত কথা লেভিন বলেছেন তার কোনোটাই এটার মতো তৃপ্তি দেয় নি তাঁকে। হঠাৎ কথাটার কদর করতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে গেল আন্নার মুখ। হাসলেন তিনি।

বললেন, 'আমি হাসছি অতি সদৃশ প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন সানন্দে হাসে। আপনি যা বললেন তাতে আজকের ফরাসি শিল্পের চমৎকার চরিত্রায়ণ করা হয়েছে, চিত্রকলাও বটে, এমনকি সাহিত্যও: জোলা, দোদে। কিন্তু সম্ভবত সর্বদাই এই ঘটে যে কল্পিত, আপেক্ষিক মূর্তিগুলো থেকে এক একটা প্রতীতি গড়ে তোলা হল, আর যতরকম যোগাযোগের পর কল্পিত মূর্তিগুলোয় বিরক্তি ধরে যায়, বেশি স্বাভাবিক সত্য মূর্তির কথা ভাবতে শুরু করে লোকে।'

'একেবারে খাঁটি কথা!' বললেন ভরকুয়েভ।

'তাহলে তোমরা ক্লাবে গিয়েছিলে?' আন্না জিগ্যেস করলেন ভাইকে।

'হ্যাঁ, একেই বলে নারী!' আত্মহারা হয়ে আন্নার সুন্দর চঞ্চল মুখখানা একাগ্র দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভাবলেন লেভিন। আন্নার সে মুখ এখন হঠাৎ বদলে গেল। ভাইয়ের দিকে ঝুঁকে তিনি কী বলছিলেন, সেটা লেভিন শোনেন নি। তাঁকে অবাক করে দিলে মুখভাবের এই পরিবর্তন। প্রশান্তিতে অপরূপ আগের ওই মুখখানায় হঠাৎ ফুটে উঠল আশ্চর্য এক ঔৎসুক্য, রোষ, গর্ব। কিন্তু এটা শুধু মিনিট খানেকের জন্য। চোখ কোঁচকালেন তিনি, যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন।

'হ্যাঁ, তবে ওতে কারো আগ্রহ নেই' — এই বলে তিনি ফিরলেন ইংরেজ মেয়েটির দিকে। ইংরেজিতে বললেন:

'ড্রয়িং-রুমে চা দিতে বলো না।'

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

'কী, পরীক্ষায় পাশ করেছে ও?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'চমৎকার। খুবই বুদ্ধিমান মেয়ে, স্বভাবটাও মিষ্টি।'

'পরিণামে দেখছি নিজের মেয়ের চেয়ে ওকেই বেশি ভালোবাসবে।'

'এই হল পুরুষের কথা। ভালোবাসায় বেশি কম কিছু নেই। নিজের মেয়েকে ভালোবাসি একভাবে, ওকে অন্যভাবে।'

'আমি আন্না আর্কাদিয়েভনাকে বলি' — বললেন ভরকুয়েভ, 'এই

ইংরেজ মেয়েটির জন্যে তিনি যা খাটেন, তার শতাংশ যদি খাটতেন রুশ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সাধারণ স্বার্থে, তাহলে বড়ো একটা উপকার হত।'

'তা যা ভাববেন ভাবুন, আমি পারলাম না। কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলিচ' (এই নামটা করার সময় তিনি সসংকোচ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন লেভিনের দিকে, তিনিও আপনা থেকে সাড়া দিলেন সশ্রদ্ধ সমর্থনের দৃষ্টিতে) 'আমায় গ্রামে স্কুল নিয়ে কাজ করায় উৎসাহিত করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম কযেকবার। ভারি ওরা মিষ্টি, কিন্তু ও কাজটায় মন লাগাতে পারলাম না। আপনি বলছেন — খাটুনি। খাটুনির ভিত্তি তো ভালোবাসা। আর ভালোবাসা কোথা থেকেও পাবার নয়, ফরমাশ দেওয়া যায় না তার। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, নিজেই জানি না কেন।'

এবং ফের তিনি তাকালেন লেভিনের দিকে। আর তাঁর হাসি ও দৃষ্টি লেভিনকে বললে যে তিনি কথা কইছিলেন কেবল তাঁরই সঙ্গে, তাঁর মতামতে তিনি মূল্য দেন, আর সেইসঙ্গে আগে থেকেই তিনি জানেন যে তাঁরা বুঝতে পারবেন পরস্পরকে।

'এটা আমি খুবই বুঝি' — লেভিন বললেন, 'স্কুল এবং সাধারণভাবেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মন বসানো কঠিন। তাই আমার মনে হয় লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফল পাওয়া যায় এত কম।'

আন্না চুপ করে রইলেন, তারপর হাসলেন।

'হ্যাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আমি কখনো পারি নি। বিটকেলে সব খুকিতে ভরা পুরো একটা অনাথালয়কে ভালোবাসতে হলে যা দরকার je n'ai pas le coeur assez large.* Cela ne m'a jamais réussi.** কত নারীই তো এ থেকে position sociale*** গড়ে নিয়েছে। আর এখন তো আরো বেশি' — বিমর্ষ বিশ্বাসপ্রবণ মুখভাবে বললেন তিনি বাহ্যত ভাইয়ের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে শুধু লেভিনকে; 'এখন কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার পক্ষে যখন খুবই দরকার, তখনও ওটা পারি না।'—

* তেমন প্রশস্ত হৃদয় আমার নেই (ফরাসি)।

** ওটা আমি কখনো পেরে উঠি নি (ফরাসি)।

*** সামাজিক প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে (লেভিন বুঝলেন যে নিজের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছেন বলে উনি ভুরু কোঁচকালেন নিজের প্রতিই) প্রসঙ্গ বদলালেন। লেভিনকে বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি খারাপ সমাজসেবী, কিন্তু আমি যেমন পেরেছি পক্ষ নিয়েছি আপনার।'

'কিভাবে পক্ষ নিলেন?'

'যেমন যেমন আক্রমণ এসেছে সেই অনুসারে; তবে এখন চা খেতে গেলে হয় না?' মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটি খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমায় দিন আন্না আর্কাদিয়েভনা' — খাতাটা দেখিয়ে বললেন ভরকুয়েভ, 'এর মূল্য আছে।'

'না, এখনো ঘষামাজা বাকি।'

'আমি ওকে বলেছি' — লেভিনকে দেখিয়ে বোনকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কেন বলতে গেলে। আমার লেখা — সে ওই জেলে বানানো খোদাই কাজের ঝুড়ির মতো, লিজা মের্কালোভা আমায় যা বেচতেন। আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন জেলের দায়িত্বে।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে আন্না বললেন, 'এই হতভাগ্যরা ধৈর্যের অবতার।'

আর যে নারীকে লেভিনের অসাধারণ ভালো লাগছিল, তাঁর মধ্যে নতুন আরেকটা দিক দেখতে পেলেন তিনি। বুদ্ধি, সৌষ্ঠব আর রূপ ছাড়াও তাঁর ভেতরে ছিল সত্যনিষ্ঠাও। তাঁর কাছ থেকে আন্না তাঁর অবস্থার সমস্ত দুঃসহতা চেপে রাখতে চান নি। ঐ কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি, মুখভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে ওঠে শিলীভূত কঠোর। এই মুখভাবে তাঁকে দেখাল আগের চেয়েও সুন্দর; কিন্তু এ মুখভাবটা নতুন; সুখে উদ্ভাসিত ও সুখ সম্পাতী যে ভাবগুলো শিল্পী ধরেছেন তাঁর পোর্ট্রেটে, এটা তার বহির্ভূত। আরেকবার পোর্ট্রেটটা দেখলেন লেভিন, তারপর আন্নাকে, ভাইয়ের বাহুলগ্না হয়ে তিনি তখন যাচ্ছিলেন উঁচু দরজার দিকে আর তাঁর জন্য একটা কোমলতা, একটা মমতা বোধ করলেন লেভিন, যাতে নিজেই তিনি অবাক হলেন।

লেভিন আর ভরকুয়েভকে ড্রয়িং-রুমে যেতে বললেন আন্না, নিজে রয়ে গেলেন ভাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। 'বিবাহবিচ্ছেদ, ভ্রন্স্কি, ক্লাবে সে কী করছে তাই নিয়ে, আমার সম্পর্কে?' ভাবলেন লেভিন। আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন,

এ প্রশ্নটা তাঁকে এত ব্যাকুল করে তুলেছিল যে শিশুদের জন্য লেখা আন্না আর্কাদিয়েভনার উপন্যাসটার গুণ নিয়ে ভরকুয়েভ যা বলছিলেন সেটা তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

চায়ের টেবিলেও চলল সেই একই প্রীতিপ্রদ সারগর্ভ কথোপকথন। আলাপের প্রসঙ্গ হাতড়াবার জন্য এক মিনিটও লাগছিল না তাই নয়, বরং মনে হচ্ছিল যা বলতে চাচ্ছি তা বলে ওঠার সময় হবে না, তাই সাগ্রহেই থেমে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল অপরকে। এবং শুধু আন্না নয়, ভরকুয়েভ আর স্তেপান আর্কাদিচও যাকিছু বলেছেন আন্নার মনোযোগে ও মন্তব্যে তা সবই একটা বিশেষ অর্থ লাভ করছে বলে লেভিনের মনে হল।

আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তাটা শুনতে শুনতে লেভিন সর্বক্ষণ মুগ্ধ হচ্ছিলেন আন্নাকে দেখে — তাঁর রূপে, মনীষায়, বৈদগ্ধ্যে আর সেইসঙ্গে সহজ-সরলতা আর হৃদ্যতায়। তিনি শুনছিলেন, কথা কইছিলেন আর সারাক্ষণ ভাবছিলেন আন্নার কথা, তাঁর অন্তর্জীবনের কথা, অনুমান করতে চাইছিলেন কেমন তাঁর হৃদয়ানুভূতি। আর আগে তাঁকে অমন কঠোরভাবে সমালোচনা করলেও মনের কী এক বিচিত্র গতিপথে লেভিন এখন তাঁরই পক্ষ নিলেন, একই সঙ্গে তাঁর আন্নার জন্য কষ্ট আর ভয় হচ্ছিল যে ভ্রন্স্কি তাঁকে পুরো বুঝবেন না। দশটার পর স্তেপান আর্কাদিচ যখন যাবার জন্য উঠলেন (ভরকুয়েভ চলে গিয়েছিলেন আগেই), লেভিনের মনে হল তিনি যেন এইমাত্র এসেছেন। সখেদে উঠলেন লেভিনও।

'আসুন' — লেভিনের হাত ধরে আকর্ষক দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন আন্না, 'খুব আনন্দ হল, que la glace est rompue'.*

তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ কোঁচকালেন আন্না:

'আপনার স্ত্রীকে বলবেন যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি আর আমার অবস্থাটা যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, তাহলে কামনা করি সে যেন কখনোই ক্ষমা না করে। ক্ষমা করতে হলে আমি যার মধ্যে দিয়ে গেছি, আগে যেতে হয় তারই ভেতর দিয়ে — আর এ থেকে ভগবান রক্ষা করুন তাকে।'

'নিশ্চয় বলব...' লাল হয়ে বললেন লেভিন।

* যে বরফ ফেটেছে (ফরাসি)।

॥ ১১ ॥

স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে বাইরের তুহিন বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, 'কী বিস্ময়কর, মধুর আর অভাগা নারী।'

'এবার কী? আমি তো বলেছিলাম তোমায়' — লেভিনকে সম্পূর্ণ বিজিত দেখে তাঁকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শুধু বুদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কষ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে!'

'ভগবান করলে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে, আগে থেকেই রায় দিয়ে ব'সো না' — গাড়ির দরজা খুলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চললাম, তুমি যাবে অন্য রাস্তায়।'

বাড়ি ফেরার সারাটা পথ লেভিন ভাবলেন কেবল আন্নার কথা, তাঁর সঙ্গে যেসব সহজ কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মনে পড়ছিল তাঁর মুখভাবের সমস্ত খুঁটিনাটি। ক্রমেই বেশি করে যেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর অবস্থাটা, কষ্ট হচ্ছিল তাঁর জন্য।

বাড়ি পেঁছিতে কুজ্‌মা লেভিনকে বললে যে কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা ভালো আছেন, বোনেরা এইমাত্র চলে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। তারপর দুটি চিঠি দিলে তাঁকে। পরে যাতে ও নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য লেভিন চিঠিদুটো পড়লেন ওখানেই, প্রবেশ-কক্ষেই। একটা চিঠি গোমস্তা সকোলোভের। সে লিখেছে, গম বিক্রি করা চলে না, দাম দিতে চাইছে কেবল সাড়ে পাঁচ রুব্‌ল, টাকা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। দ্বিতীয় চিঠিটা বোনের। তাঁর কাজটা হয় নি বলে তিনি বকুনি দিয়েছেন লেভিনকে।

'বেশি যখন দিতে চাইছে না, তখন সাড়ে পাঁচ রুব্‌ল দরেই বেচে দেব' — প্রথম যে প্রশ্নটা আগে লেভিনের কাছে খুব কঠিন মনে হয়েছিল, অসাধারণ অনায়াসে তক্ষুনি সেটার নিষ্পত্তি করে ফেললেন তিনি। 'আশ্চর্য, কিভাবে আমার সমস্ত সময় কেটে যাচ্ছে এখানে' — ভাবলেন লেভিন দ্বিতীয় চিঠিটা প্রসঙ্গে। বোন যা করতে বলেছিলেন আজো তা করা হয় নি বলে নিজেকে বোনের কাছে দোষী মনে হল তাঁর। 'আজ ফের আদালতে যাওয়া হল না, তবে আজকে সত্যি সময় ছিল না তার।' অবশ্যই ওট

কালকে করবেন স্থির করে গেলেন স্ত্রীর কাছে। যেতে যেতে গোটা দিনটার ওপর মনে মনে চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। দিনের সমস্ত ঘটনাই কথাবার্তা: যে কথাবার্তা তিনি শুনেছেন আর যাতে তিনি যোগ দিয়েছেন। সমস্ত কথাবার্তাই এমন বিষয় নিয়ে যাতে একলা গ্রামে থাকলে কখনো তিনি ভাবিত হতেন না, কিন্তু এখানে তা বেশ মন টানে। সব কথাবার্তাই বেশ ভালো হয়েছিল, শুধু দুটো জায়গায় তেমন হয় নি। তার একটা — পাইক মাছ সম্পর্কে যে কথাটা তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়টা — আন্না সম্পর্কে তাঁর যে একটা করুণ কোমলতা বোধ হচ্ছে, তা যেন ঠিক নয়।

স্ত্রীকে লেভিন দেখলেন মনমরা, ব্যাজার। তিন বোনের ডিনার চলেছিল খুব আনন্দ করেই, কিন্তু তারপর তাঁকে আশা করছিলেন ওঁরা, আশা করে করে সবাইয়ের একঘেয়ে লাগল, বোনেরা চলে যান, কিটি থাকে একলা।

'তা কী করলে তুমি?' কিটি জিগ্যেস করলে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে। সে চোখ এত জ্বলজ্বলে যে রীতিমতো সন্দেহ জাগায়। কিন্তু লেভিনের সবকিছু বলায় বাধা না দেবার জন্য নিজের উদ্বেগ লুকিয়ে সে অনুমোদনের হাসি নিয়ে শুনে গেল কিভাবে সন্ধেটা কাটিয়েছেন লেভিন।

'ভ্রন্স্কির সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খুশি হয়েছি। ওর কাছে নিজেকে বেশ সহজ আর স্বচ্ছন্দ লেগেছিল। চেয়েছিলাম এই অস্বস্তিটা যাতে কেটে যায়, এখন চেষ্টা করব যেন আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা না হয়' -- বললেন লেভিন এবং কখনো দেখা না হবার চেষ্টা করে তক্ষুনি যে আন্নার কাছে যান তা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি। 'এই তো, সবাই বলে যে চাষীরা মদ টানে। কিন্তু জানি না কে বেশি টানে, চাষীরা নাকি আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়। চাষীরা অন্তত পালেপার্বণে, কিন্তু...'

কিন্তু চাষীরা কেমন মদ খায় তা নিয়ে কিটির আগ্রহ ছিল না। সে দেখল লেভিন লাল হয়ে উঠেছেন, জানতে চাইছিল সেটা কেন।

'তারপর কোথায় ছিলে?'

'স্তিভা ভয়ানক ধরাধরি করলে যেন আন্না আর্কাদিয়েভনার ওখানে যাই।'

আর এই কথা বলে লেভিন লাল হয়ে উঠলেন আরো বেশি এবং আন্নার কাছে গিয়ে তিনি ভালো করেছেন নাকি খারাপ — এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল চূড়ান্তরূপে। এখন তিনি জানেন যে ও কাজ করা উচিত হয় নি।

আন্নার নামোল্লেখে কিটির চোখ বিস্ফারিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোর করে নিজের অস্থিরতা চেপে সে ছলনা করলে লেভিনকে।

শুধু বললে, 'অ!'

'আমি গেছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করবে না। স্তিভা বললে, ডল্লিও তাই চাইছিল' — বলে চললেন লেভিন।

'আরে না' — কিটি বললে, কিন্তু লেভিন তার চোখে দেখতে পেলেন নিজের ওপর জোর খাটানো এমন একটা প্রয়াস যা তাঁর পক্ষে শুভংকর নয়।

আন্নার কাজকর্ম, কিটিকে তিনি যা বলতে বলেছেন সে সবের বিবরণ দিয়ে তিনি শেষ করলেন, 'অতি সুন্দর, ভালো, অতি অতি অভাগা এক নারী।'

'সে তো বটেই, খুবই অভাগা উনি' — লেভিন শেষ করতে কিটি বললে; 'চিঠি পেলে কার কাছ থেকে?'

সে কথা বলে এবং তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত হয়ে লেভিন গেলেন পোশাক ছাড়তে।

ফিরে এসে কিটিকে দেখলেন সেই একই কেদারায়। কিন্তু তার কাছে যেতে লেভিনের দিকে চেয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'কী হল? কী হল?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে তা আগেই বুঝতে পেরে।

'ওই বদ মেয়েটার প্রেমে পড়েছ তুমি। সে তোমায় যাদু করেছে। তোমার চোখেই তা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ! কী দাঁড়াবে এ থেকে? ক্লাবে তুমি মদের পর মদ গিললে, জুয়া খেললে, তারপর গেলে... কার কাছে? না, কাল চলে যাব... কালই আমি চলে যাব।'

অনেকখন স্ত্রীকে শান্ত করতে পারেন নি লেভিন। শেষ পর্যন্ত সে প্রবোধ মানল লেভিনের এই কবুলতিতে যে আন্নার প্রতি অনুকম্পা আর সেইসঙ্গে মদ্যের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ধরা দেন আন্নার চাতুরীতে, এর পর থেকে উনি এড়িয়ে চলবেন তাঁকে। সবচেয়ে অকপট যে স্বীকৃতি তিনি করেন তার একটা হল এই যে শুধু কথাবার্তা আর খানাপিনা নিয়ে মস্কোয় এতদিন থাকায় তিনি ঝিম মেরে গেছেন। ওঁদের কথাবার্তা চলে রাত তিনটে অবধি। শুধু রাত তিনটেতেই তাঁদের এতটা মিটমাট হয়ে যায় যে ঘুমতে পেরেছিলেন।

॥১২॥

অতিথিদের বিদায় দিয়ে আন্না বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। যদিও অজান্তে (সমস্ত যুবাপুরুষদের ক্ষেত্রে ইদানীং তাঁর যা আচরণ) তবু তাঁর প্রতি লেভিনের প্রেম উদ্রেকের জন্য সারাটা সন্ধে সম্ভবপর সবকিছু করলেও, সৎ, বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যায় সেটা যতদূর সম্ভব তা তিনি যে পেরেছেন এটা জানা থাকলেও, এবং লেভিনকে তাঁর ভারি ভালো লাগলেও (পুরুষের দৃষ্টি থেকে ভ্রন্‌স্কি আর লেভিনের মধ্যে প্রচন্ড পার্থক্য সত্ত্বেও নারী হিশেবে তিনি দুজনের মধ্যেই সেই সাধারণটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন যার জন্য কিটি প্রেমে পড়েছিল ভ্রন্‌স্কি আর লেভিন, দুজনেরই) লেভিন বেরিয়ে যেতেই তাঁর সম্পর্কে আর কিছু ভাবলেন না আন্না।

নানা আকারে শুধু একটা চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করছিল: 'অন্যের ওপর, যেমন এই বিবাহিত, স্ত্রীর অনুরাগী এই লোকটির ওপর আমি যদি এত প্রভাব ফেলে থাকি, তাহলে আমার সম্পর্কে কেন সে অমন বীতস্পৃহ?.. না, ঠিক বীতস্পৃহ নয়, আমায় সে ভালোবাসে, আমি তা জানি। কিন্তু নতুন কী একটা যেন আলাদা করে দিচ্ছে আমাদের। কেন সারাটা সন্ধে তার দেখা নেই? স্তিভাকে সে বলতে বলেছে যে ইয়াশ্‌ভিনকে ছেড়ে সে যেতে পারে না, নজর রাখতে হবে তার খেলার ওপর। ইয়াশ্‌ভিন কি খোকা? কিন্তু ধরা যাক কথাটা ঠিক। ও কখনো মিথ্যে বলে না। তবে এই সত্যির মধ্যে আছে আরেকটা সত্যি। অন্য কিছু দায়িত্ব ওর আছে এটা দেখাবার সুযোগ পেয়ে সে খুশি। এটা আমি জানি, সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রমাণ করার কী দরকার? ও আমায় দেখাতে চায় যে আমার প্রতি তার ভালোবাসায় ওর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার দরকার নেই, আমার চাই প্রেম। এখানে, মস্কোয় আমার দিন কাটানোর সমস্ত দুঃসহতা সে যদি বুঝত। এটা কি জীবন? না, জীবন নয়, শুধু ফয়সালার প্রতীক্ষা যা ক্রমাগত মুলতবি থাকছে। ফের কোনো জবাব নেই! স্তিভা বলছে যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে সে যেতে পারছে না। আর আমি আরেক বার চিঠি লিখতে পারি না ওকে। কিছুই করতে পারি না আমি, কিছুই শুরু করতে, কিছুই বদলাতে পারি না, শুধু নিজেকে

সামলে রেখে অপেক্ষা, অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা — ইংরেজদের সংসারটা, লেখা, পড়া, কিন্তু এ সবই তো আত্মপ্রতারণা, এ সবই ঐ মর্ফিয়া। আমার জন্যে ওর মায়া হওয়া উচিত' — মনে মনে ভাবলেন আন্না, টের পাচ্ছিলেন যে আত্মকরুণার অশ্রুজল চোখে জমে উঠেছে।

ভ্রন্স্কির দমকা-মারা ঘণ্টি শুনতে পেলেন তিনি, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছলেন, কিন্তু শুধুই মুছলেন না, প্রশান্তির ভান করে বাতির তলে বসলেন একটা বই খুলে। ভ্রন্স্কিকে দেখাতে হবে যে কথামতো ঠিক সময়ে আসে নি বলে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু শুধুই অসন্তুষ্ট, নিজের দুঃখ, সবচেয়ে বড়ো কথা আত্মকরুণা দেখানো চলবে না কোনোমতেই। নিজেকে তিনি করুণা করতে পারেন, কিন্তু ভ্রন্স্কি তাঁকে করুণা করবেন, এ চলে না। সংঘর্ষ তিনি চাইছিলেন না, ভ্রন্স্কি সংঘাত চান বলে তাঁকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু নিজেই আন্না অজ্ঞাতসারে সংগ্রামের পথ নিলেন।

'ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি?' প্রাণোচ্ছল হাসিখুশি মেজাজে তাঁর দিকে যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্স্কি, 'কী যে এক নেশা — জুয়া!'

'না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি। ও বদভ্যাস অনেকদিন হল কাটিয়ে উঠেছি! স্তিভা আর লেভিন এসেছিল।'

'হ্যাঁ, ওরা তোমার কাছে আসতে চাইছিল। তা কেমন লাগল লেভিনকে?' আন্নার কাছে বসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'বেশ ভালো লেগেছে। এই কিছুক্ষণ আগে ওরা গেল। তা ইয়াশ্‌ভিনের কী হল?'

'জিতছিল, সতের হাজার। আমি ওকে ডাকলাম, ও উঠে আসতে চাইছিল, কিন্তু আবার ফিরল, এখন হারছে।'

'তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন?' হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন আন্না। মুখভাব তাঁর শীতল, শত্রুভাবাপন্ন। 'স্তিভাকে তুমি বলেছিলে যে ইয়াশ্‌ভিনকে উঠিয়ে আনার জন্যে তুমি থেকে যাচ্ছ। আর এখন ওকে ফেলে রেখেই চলে এলে।'

ভ্রন্স্কির মুখেও দেখা গেল সংগ্রামের একই শীতল প্রস্তুতি।

'প্রথমত স্তিভাকে আমি তোমায় কিছুই বলতে বলি নি। দ্বিতীয়ত, আমি মিথ্যা বলি না কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, তাই থেকেছি' — বললেন উনি ভুরু কুঁচকে; 'আন্না, কেন, কেন এ সব?' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আন্নার দিকে ঝুঁকে আর খোলা হাত

বাড়িয়ে দিয়ে, আন্না সে হাতের ওপর হাত রাখবেন এই আশা করে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

কোমলতার এই আবেদনে আন্না খুশিই হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্বেষের বিচিত্র কী একটা শক্তি তাঁকে তাঁর হৃদয়াবেগে আত্মসমর্পণ করতে দিল না, যেন সংগ্রামের নীতিতে সেটা অননুমোদনীয়।

'বটেই তো, তোমার ইচ্ছে হয়েছিল থেকে যেতে, থেকে গেলে। তুমি যা চাও, তাই করো। কিন্তু আমায় সে কথা বলছ কেন? কিসের জন্যে?' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন তিনি; 'তোমার অধিকার সম্পর্কে কেউ কি প্রশ্ন তুলেছে? তুমি অধিকার চাও, বেশ থাকো অধিকার নিয়ে।'

খোলা হাত তাঁর মুঠো হয়ে এল, হেলান দিলেন পেছনে, মুখে ফুটে উঠল আগের চেয়েও একরোখা একটা ভাব।

'হ্যাঁ, তোমার কাছে এটা জেদের ব্যাপার' — ভ্রন্‌স্কির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তাঁকে যা জ্বালাচ্ছিল হঠাৎ যেন তাঁর সেই মুখভাবের একটা সংজ্ঞা পেয়ে গিয়ে বললেন আন্না; 'হ্যাঁ, জেদ ছাড়া কিছু নয়। তোমার কাছে প্রশ্নটা আমার ওপর তোমার জয় বজায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে কিন্তু আমার কাছে...' ফের নিজের জন্য করুণা হল তাঁর, প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলেন, 'আমার অবস্থাটা কী যদি তুমি জানতে! এখনকার মতো যখন টের পাই তোমার শত্রুতা, হ্যাঁ শত্রুতাই, যদি জানতে আমার কাছে কী তার মানে! যদি জানতে এই সব মুহূর্তে আমি সর্বনাশের কতটা কাছাকাছি, কত ভয় পাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে!' কান্না চাপা দেবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আন্না।

'কিন্তু আমরা কেন? কিসের জন্যে?' আন্নার হতাশা প্রকাশে ভীত হয়ে ফের তাঁর দিকে ঝুঁকে হাত টেনে নিয়ে চুমু খেতে খেতে বললেন ভ্রন্‌স্কি; 'কিসের জন্যে? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদপ্রমোদের পেছনে ছুটি? আমি কি নারীদের এড়িয়ে চলি না?'

'চলবে বৈকি!' আন্না বললেন।

'কিন্তু বলো, কী আমি করি যাতে তুমি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি যাতে সুখী হও তার জন্যে সবকিছু করতে আমি রাজী' — আন্নার হতাশায় ব্যাকুল হয়ে বললেন তিনি; 'এখনকার মতো এই দুঃখটা থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যে কী না আমি করতে পারি আন্না!'

'ও কিছু না, কিছু না!' আন্না বললেন; 'আমি নিজেই জানি না:

নিঃসঙ্গ জীবন, স্নায়ু... কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা নয়। ঘোড়দৌড় কেমন হল? আমায় তো কিছু বললে না' — শত হলেও জিত যে তাঁরই এ গর্বটা ঢাকার চেষ্টা করে আন্না জিজ্ঞাসা করলেন।

রাতের খাবার চাইলেন ভ্রন্স্কি, ঘোড়দৌড়ের বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর গলার স্বরে, ক্রমশই শীতল হয়ে আসা দৃষ্টি থেকে আন্না বুঝলেন যে তাঁর জিতটা ভ্রন্স্কি ক্ষমা করেন নি, তাঁর যে একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন, সেটা আবার জমাট বাঁধছে তাঁর মধ্যে। আগের চেয়ে তিনি এখন আন্নার প্রতি বেশি নিরুত্তাপ, যেন বশ মেনেছিলেন বলে অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর। আর যে কথাগুলো তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিল, যথা: 'আমি ভয়ংকর সর্বনাশের কাছাকাছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে' -- তা মনে পড়ায় আন্না বুঝলেন যে এটা বড়ো বিপজ্জনক এক অস্ত্র, তাকে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না। তিনি টের পেলেন, ভালোবাসার যে বাঁধনে তাঁরা বাঁধা, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের কী একটা কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে তাঁদের মধ্যে, সেটা তিনি তাড়াতে পারছেন না ভ্রন্স্কির মন থেকে: তাঁর নিজের মন থেকে তো আরো কম।

॥ ১৩ ॥

এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যাতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারে, বিশেষ করে যখন সে দেখে চারপাশের লোকেরা তারই মতো দিন কাটাচ্ছে। তিন মাস আগে লেভিন বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, আজ যে অবস্থায় পড়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হবে তাঁর: উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন এক জীবন, তদুপরি যে জীবন তাঁর সঙ্গতির বাইরে তা কাটিয়ে, মাতলামির পর (ক্লাবে যা ঘটেছে সেটাকে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কথায় ব্যক্ত করতে পারেন না), স্ত্রী একদা যে ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদঘুটে বন্ধুত্ব স্থাপন, যে নারীকে সর্বনষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, তাঁর কাছে আরো বিদঘুটে এক যাত্রা, সে নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং স্ত্রীর মনঃকষ্ট — এত সবের পর এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন ভাবতে পারতেন না তিনি। কিন্তু ক্লান্তি, বিনিদ্র রাত আর সুরার প্রভাবে তিনি গভীর ও নিশ্চিন্ত ঘুমে ঢলে পড়েন।

ভোর পাঁচটায় দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন চারিদিকে। শয্যায় তাঁর পাশে কিটি নেই। কিন্তু পার্টিশনের ওপাশে একটা চলন্ত আলো দেখা যাচ্ছিল, কিটির পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন লেভিন।

'কী?.. কী হল?' বলে উঠলেন তিনি আধঘুমে, 'কিটি? কী হয়েছে?'

'কিছু না' — মোমবাতি হাতে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে কিটি বললে: 'একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছিল' — বললে সে অতি মধুর আর অর্থময় একটা হাসি হেসে।

'তার মানে? শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে?' সভয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি; 'ডেকে পাঠাতে হয়' — তাড়াতাড়ি করে তিনি পোশাক পরতে শুরু করলেন।

'না, না' — কিটি বললে হেসে, হাত দিয়ে লেভিনকে ধরে রেখে; 'সম্ভবত কিছুই না। অসুস্থ বোধ হয়েছিল মাত্র খানিকটা। এখন কেটে গেছে।'

পালংকের কাছে গিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল কিটি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। যদিও তার স্তব্ধতা যেটা নিশ্বাস চেপে রাখার মতো, বিশেষ করে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে যে কিটি 'কিছু না' বলেছিল অতি কোমলতা আর আকুলতায়, সেইটে লেভিনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও তাঁর এত ঘুম পাচ্ছিল যে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। শুধু পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্তব্ধতা স্মরণ করে লেভিন বুঝেছিলেন নারীজীবনের মহত্তম ঘটনার প্রতীক্ষায় নড়াচড়া না করে তাঁর পাশে শোয়া কিটির মধুর প্রাণের মধ্যে তখন কী ঘটছিল। সকাল সাতটায় তাঁকে জাগিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে কিটির ছোঁয়া আর মৃদু ফিসফিসানি। লেভিনকে জাগিয়ে দিতে মায়া আব তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা — এ দুয়ের মধ্যে যেন লড়াই চলছিল কিটির।

'কস্তিয়া, ভয় পেও না। এ কিছু না। কিন্তু মনে হয়... লিজাভেতা পেত্রভনাকে ডেকে পাঠানো দরকার।'

আবার জ্বালানো হয়েছে বাতি। বিছানার ধারে বসেছিল সে, হাতে বোনার কাজ, ইদানীং এই নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে।

'লক্ষ্মীটি, ভয় পেও না, ও কিছু নয়। আমার ভয় নেই একটুও' — লেভিনের আতংকিত মুখ দেখে সে বললে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে রাখলে প্রথমে বুকে, পরে ঠোঁটে।

তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠলেন লেভিন, নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো সাড় ছিল না, কিটির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ড্রেসিং-গাউন পরতে পরতে থামলেন, আর কেবলি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। যাওয়া দরকার, কিন্তু চোখ সরাতে পারছিলেন না কিটির ওপর থেকে। তার মুখখানাকে তিনি ভালোবাসেন নি কি, তার মুখভাব, তার দৃষ্টিপাত কি লেভিনের চেনা নয়? কিন্তু এমন তাকে তিনি দেখেন নি কখনো। এখন ওর যা অবস্থা তাতে কাল ওর মনঃকষ্ট ঘটিয়েছেন বলে নিজেকে কী পাষণ্ড আর ভয়ংকরই না মনে হচ্ছিল তাঁর! রাতের টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা চুলে ঘেরা তার আরক্ত মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল আনন্দে আর সংকল্পে।

কিটির চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা যত কমই থাক তা জানা সত্ত্বেও, তাঁর সামনে যা উদ্ঘাটিত হল, তাতে অভিভূত হয়ে গেলেন লেভিন, সমস্ত আবরণ খুলে রেখে শুধু তার হৃদয়ের কোষকেন্দ্রটা এখন জ্বলজ্বল করছিল তার চোখে। যে কিটিকে তিনি ভালোবাসতেন, এই সহজতায় আর নগ্নতায় তাকে দেখা যাচ্ছিল আরো স্পষ্ট করে। হাসিমুখে কিটি চেয়েছিল লেভিনের দিকে; কিন্তু হঠাৎ ভুরু কেঁপে উঠল তার, মাথা উঁচুতে তুলে, দ্রুত তাঁর কাছে সরে গিয়ে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে চাপ দিতে লাগল তাঁর দেহে, কিটির তপ্ত নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর মুখে। কষ্ট হচ্ছিল কিটির আর এ কষ্টের জন্য যেন সে নালিশ করছিল লেভিনের কাছে। আর অভ্যাসবশে প্রথম মুহূর্তে নিজেকে দোষী মনে হল লেভিনের। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে যে কমনীয়তা সেটা বলছিল যে ও ভর্ৎসনা তো করছেই না, বরং ওর এই কষ্টের জন্যই তাঁকে ভালোবাসছে। 'এর জন্যে যদি আমি না এই তাহলে কে আর দায়ী?' আপনা থেকেই মনে হল লেভিনের, এ কষ্টের জন্য যে দায়ী তাকে খুঁজতে লাগলেন শাস্তি দেবার জন্য; কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। কষ্ট হচ্ছিল কিটির, তার জন্য নালিশ করছিল অথচ এই কষ্টে একটা জয়গর্ব হচ্ছিল, এই কষ্টে আনন্দ হচ্ছিল, ভালো লাগছিল তা। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন অন্তরের মধ্যে তার অপরূপ কী একটা ঘটেছে, কিন্তু কী? লেভিন বুঝতে পারছিলেন না। এটা তাঁর বোধের ঊর্ধ্বে।

'আমি মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। আর তুমি তাড়াতাড়ি করে যাও লিজাভেতা পেত্রভনার কাছে... কস্তিয়া!.. কিছু না, কেটে গেল।'

ওঁর কাছ থেকে সরে এসে ঘণ্টি দিলে কিটি।

'নাও, যাও এবার। পাশা আসছে। আমি ঠিক আছি।'

আর অবাক হয়ে লেভিন দেখলেন যে উল বোনার যে কাজটা নিয়ে এসেছিল রাতে, সেটা তুলে আবার সে বুনতে শুরু করেছে।

লেভিন যখন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, শুনতে পেলেন অন্য দরজা দিয়ে দাসী ঢুকছে। দরজার কাছে লেভিনের কানে এল বিস্তারিত বরাত করছে কিটি, দাসীর সঙ্গে নিজেই সে খাট সরাতে লেগেছে।

পোশাক পরলেন লেভিন, ছ্যাকড়া গাড়ি তখনো পাওয়া যাবে না বলে যতক্ষণ ঘোড়া জোতা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার তিনি ছুটে উঠলেন শোবার ঘরে, পা টিপে টিপে, তাঁর মনে হল যেন ডানা মেলে। দুটি দাসী উদ্বিগ্ন মুখে শোবার ঘরে কীসব নতুন ব্যবস্থা করছিল। পায়চারি করতে করতে দ্রুত ঘর তুলে যাচ্ছিল কিটি আর হুকুম দিচ্ছিল।

'আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। লিজাভেতা পেত্রভনার জন্যে লোক গেছে তবে আমিও ঢু মারব। কিছু দরকার আছে কি? আর হ্যাঁ, ডল্লি?'

কিটি চাইলে তাঁর দিকে, বোঝাই যায় লেভিন কী বলছিলেন সেটা সে শুনতে পায় নি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাও, যাও' — দ্রুত বলে গেল কিটি, ভুরু কুঁচকে, তাঁকে যেতে বলার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ড্রয়িং-রুমে ঢুকছিলেন, এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা করুণ কাতরানি উঠে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। থেমে গেলেন তিনি, অনেকখন বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, কিটিই' — নিজেকে বললেন তিনি, মাথা চেপে ধরে ছুটে নামলেন নিচে।

'ভগবান, কৃপা করো! ক্ষমা করো, সাহায্য দাও!' বার বার করে বলতে লাগলেন ঠোঁটে যেন হঠাৎ এসে যাওয়া কথাগুলো। আর নাস্তিক লেভিন এ সব কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন শুধু ঠোঁট দিয়েই নয়। এখন, এই মুহূর্তে উনি বুঝলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ, বুদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বাস করার যে অসম্ভাব্যতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করেছেন তাতে ভগবানের কাছে আবেদনে তাঁর একটুও বাধা হচ্ছে না। সে সবই তাঁর প্রাণ থেকে উড়ে গেছে ভস্মের মতো। যাঁর হাতে তিনি নিজে, তাঁর আত্মা, তাঁর ভালোবাসা এখন ন্যস্ত, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আবেদন জানাবেন তিনি?

ঘোড়া তখনো জোতা হয় নি, কিন্তু নিজের মধ্যে দৈহিক শক্তির একটা বিশেষ সঞ্চার বোধ করে আর যা যা করার আছে তার জন্য এক মুহূর্তও

যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে মন দিয়ে তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন, কুজ্‌মাকে বললেন সে যেন গাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে।

রাস্তার মোড়ে তিনি দেখতে পেলেন রাতের একটা স্লেজ তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ছোট্ট স্লেজটায় মখমলের জ্যাকেট পরে আর মাথায় রুমাল বেঁধে বসে আছেন লিজাভেতা পেত্রভনা। তাঁর সোনালী চুলে ভরা ছোট্ট মুখখানা চিনতে পেরে উল্লসিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' মুখের ভাব ওঁর গুরুগম্ভীর, এমনকি কঠোরই। গাড়ি থামাতে না বলে তিনি লিজাভেতা পেত্রভনার সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ছুটতে ছুটতে।

উনি জিগ্যেস করলেন, 'ঘণ্টা দুই? তার বেশি নয়? পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচকে নিয়ে আসুন, তবে দেখবেন, তাড়া দেবেন না যেন। আর হ্যাঁ, ওষুধের দোকান থেকে আফিম নেবেন।'

'আপনি তাহলে ভাবছেন যে সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে? ভগবান, কৃপা করো, সাহায্য করো!' এই বলতে বলতে লেভিন দেখলেন ফটক দিয়ে তাঁর নিজের স্লেজটা বেরিয়ে আসছে। স্লেজে লাফিয়ে উঠে কুজ্‌মার পাশে বসে হুকুম করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

॥ ১৪ ॥

ডাক্তার তখনো শয্যা ত্যাগ করেন নি। ভৃত্য জানাল যে, 'কাল রাত করে শুয়েছেন, হুকুম দিয়েছেন না জাগাতে, তবে শিগগিরই উঠবেন।' লোকটা বাতির কাঁচ পরিষ্কার করছিল আর মনে হল সে কাজে একান্ত নিমগ্ন। কাঁচের প্রতি ভৃত্যের এই মনোযোগ আর লেভিনের বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রথমটা স্তম্ভিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু তক্ষুনি ভেবে দেখে বুঝলেন যে তাঁর মনের আলোড়ন কেউ জানে না, জানতে বাধ্য নয়, তাই এ উদাসীনতার দেয়াল চূর্ণ করে নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য দরকার ধীরস্থির হয়ে, ভেবেচিন্তে, দৃঢ় সংকল্পে কাজ করা। নিজের মধ্যে ক্রমেই দৈহিক শক্তির জোয়ার আর যা যা করার আছে সে সম্পর্কে মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে

অনুভব করে লেভিন নিজেকে বোঝালেন, 'তাড়াহুড়ো নয়, কিছুই দৃষ্টিচ্যুত করা চলবে না।'

ডাক্তার এখনো ওঠেন নি জেনে লেভিনের মনে যত পরিকল্পনা ভেসে উঠছিল তার মধ্যে এইটে তিনি বাছলেন: কুজ্‌মাকে চিঠি দিয়ে পাঠানো যাক অন্য ডাক্তারের কাছে আর নিজে তিনি ওষুধের দোকানে যাবেন আফিমের জন্য এবং যখন তিনি ফিরবেন তখনো ডাক্তার যদি না উঠে থাকেন, তাহলে ভৃত্যকে ঘুষ দিয়ে আর রাজি না হলে জোর করে জাগাতে হবে ডাক্তারকে তাতে যা হবে হোক।

ভৃত্য যেভাবে কাঁচ পরিষ্কার করছিল, ঠিক তেমনি ঔদাসীন্যে প্রতীক্ষমাণ কোচোয়ানের জন্য পাউডার ওষুধ বানাচ্ছিল ওষুধখানার রোগামতো এক কর্মচারী, আফিম বেচতে অস্বীকার করল সে। লেভিন চেষ্টা করলেন তাড়া না দিতে, উত্তেজিত না হতে, ডাক্তার আর ধাত্রীর নাম করে বোঝাতে লাগলেন কেন আফিমটা দরকার। আফিম দেওয়া হবে কিনা জার্মান ভাষায় সে পরামর্শ চাইলে কর্মচারী আর ওপাশ থেকে সে সম্মতি পেয়ে একটা ছোটো শিশি আর ফানেল নিয়ে বড়ো একটা বয়াম থেকে ছোটো শিশিটায় ধীরে ধীরে আফিম ঢাললে, লেবেল লাগালে এবং লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে সীল মারলে, তারপর জিনিসটা প্যাক করতেও যাচ্ছিল। সেটা আর লেভিনের সহ্য হল না; জোর করে তার হাত থেকে শিশি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন কাঁচের বড়ো দরজাটার দিকে। ডাক্তার তখনো ওঠেন নি আর ভৃত্য এবার গালিচা পাততে ব্যস্ত, ডাক্তারকে জাগাতে সে চাইলে না। লেভিন তাড়াহুড়ো না করে দশ রুব্‌লের একটা নোট বার করে ধীরেসুস্থে কথা বলতে বলতে তবে সেইসঙ্গে সময়ও নষ্ট না করে নোটটা তাকে দিলেন এবং বোঝালেন যে পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ (একদা অতি নগণ্য এই পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ তাঁর কাছে এখন কী বিরাট পুরুষ ও গুরুত্বধারী লোক বলে মনে হচ্ছে!) কথা দিয়েছেন যে ডাক পড়লে যেকোনো সময়েই তিনি আসবেন, নিশ্চয় রাগ করবেন না তিনি, ওঁকে যেন সে জাগিয়ে দেয়।

রাজি হয়ে ভৃত্য ওপরে উঠে গেল, লেভিনকে বললে রুগী দেখার ঘরে অপেক্ষা করতে।

দরজার ওপাশ থেকে লেভিন শুনতে পেলেন ডাক্তার কাশছেন, হাঁটছেন, হাত মুখ ধুচ্ছেন, কী যেন বলছেন। কেটেছিল তিন মিনিট কিন্তু লেভিনের

মনে হল সেটা এক ঘণ্টারও বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি।

দরজার একটা ফুটো দিয়ে মিনতি করে তিনি বলতে লাগলেন, 'পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ, পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ! ভগবানের দোহাই, মাফ করবেন আমায়। যেমন অবস্থা সেইভাবেই আমায় নিন। দু'ঘণ্টার বেশি কেটে গেছে।'

'আসছি, আসছি!' শোনা গেল কণ্ঠস্বর আর স্তম্ভিত হয়ে লেভিন শুনলেন ডাক্তার কথাটা বললেন হেসে।

'এক মিনিটের জন্যে...'

'আসছি।'

ডাক্তারের বুট পরতে গেল আরো দু'মিনিট, আরো দু'মিনিট পোশাক পরতে আর চুল আঁচড়াতে।

'পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ!' করুণ কণ্ঠে লেভিন ফের শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোশাক পরে চুল আঁচড়িয়ে ডাক্তার ঢুকলেন এই সময়। 'এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছু নেই। চুল আঁচড়াচ্ছেন যখন মারা যাচ্ছি আমরা!' ভাবলেন লেভিন।

'সুপ্রভাত!' লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং নিজের প্রশান্তিতে তাঁকে ঠিক যেন জ্বালাতে জ্বালাতে ডাক্তার বললেন। 'ব্যস্তসমস্ত হবেন না। তা কী ব্যাপার?'

আদ্যোপান্ত হবার চেষ্টায় লেভিন স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে যত রাজ্যের নিষ্প্রয়োজন খুঁটিনাটি জানাতে লাগলেন আর ডাক্তার তক্ষুনি তাঁর সঙ্গে চলুন, ক্রমাগত এই অনুরোধ করে করে বাধা দিতে থাকলেন নিজেকেই।

'আরে, তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি তো জানেন না এসব ব্যাপার। হয়ত আমার দরকারই হবে না, তবে কথা যখন দিয়েছি, তখন যাব। কোনো তাড়া নেই। বসুন, বসুন-না, কফি চলবে?'

ডাক্তার কি লেভিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, চোখে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে লেভিন চাইলেন ডাক্তারের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার কথা ডাক্তার স্বপ্নেও ভাবেন নি।

'জানি মশায়, জানি' — হেসে ডাক্তার বললেন, 'আমি নিজেই বিবাহিত লোক। কিন্তু এইরকম সময়ে আমরা স্বামীরা হয়ে পড়ি অতি করুণ জীব। আমার এক রোগিণী আছে, এই পরিস্থিতিতে তার স্বামী সর্বদাই গিয়ে ঢোকে আস্তাবলে।'

'কিন্তু কী আপনি ভাবছেন পিওত্‌র দ্‌মিত্রিচ? ভাবছেন কি সব ভালোয় কেটে যাবে?'

'সব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রসব হবে নিরাপদ।'

'তাহলে আপনি এক্ষুনি আমার সঙ্গে আসছেন?' লেভিন জিগ্যেস করলেন বিদ্বেষে কফি নিয়ে আসা চাকরটার দিকে তাকিয়ে।

'এক ঘণ্টা বাদে।'

'না, না, ভগবানের দোহাই!'

'অন্তত কফিটা খেতে দিন।'

ডাক্তার কফি টেনে নিলেন। চুপ করে রইলেন দুজনে।

'তবে তুর্কিদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করছে বেশ। কালকের তার বার্তাটা পড়েছেন?' মিহি একটা রুটি চিবতে চিবতে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন।

'না, আমি আর পারছি না!' লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন; 'পনের মিনিটের মধ্যে আসছেন তাহলে?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।'

'কথা দিচ্ছেন তো?'

লেভিন যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখা হল প্রিন্সেসের সঙ্গে, দুজনে মিলে গেলেন শোবার ঘরের দরজায়। প্রিন্সেসের চোখে জল, হাত তাঁর কাঁপছিল। লেভিনকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন।

উদ্বিগ্ন উজ্জ্বল মুখে লিজাভেতা পেত্রভনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর হাত ধরে প্রিন্সেস জিগ্যেস করলেন, 'কী ভাই লিজাভেতা পেত্রভনা?'

'ভালোই চলছে' — তিনি বললেন, 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে শোয়ান। তাতে সহজ হবে।'

লেভিন যখন জেগে উঠে বুঝেছিলেন ব্যাপারটা কী, তখন থেকে তিনি তৈরি হয়েছিলেন যাতে কিছু না ভেবে, কিছু অনুমান না করে, নিজের সমস্ত চিন্তা অনুভূতি রুদ্ধ করে, স্ত্রীকে ব্যাকুল হতে না দিয়ে বরং তাকে সুস্থির করে, তার সাহসে সাহস জুগিয়ে সামনে যা আছে তা সব দৃঢ়ভাবে সহ্য করে যেতে পারেন। কী ঘটবে, কিসে শেষ হবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না ভেবে, ব্যথাটা সাধারণত কতক্ষণ চলে জিগ্যেস করে তা জেনে নিয়ে, বুক বেঁধে পাঁচ ঘণ্টা সহ্য করে যাবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন লেভিন,

তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে তিনি যখন আবার দেখলেন তার কষ্ট, ঘন ঘন তিনি আওড়াতে লাগলেন, 'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো!' মাথা ওপরে তুলে গাঢ় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; তাঁর ভয় হল যে এটা তিনি সইতে পারবেন না, কেঁদে ফেলবেন অথবা ছুটে পালাবেন। এমনই যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। অথচ কেটেছিল মাত্র একঘণ্টা।

কিন্তু এই একঘণ্টার পরে কাটল আরো এক, দুই, তিন, সহ্যের যে শেষ সীমা তিনি নিজের জন্য ধার্য করেছিলেন সেই পাঁচ ঘণ্টাও, অথচ অবস্থাটা তখনো একইরকম; আর সবকিছু তিনি সহ্য করে গেলেন, কেননা সহ্য করা ছাড়া করবার আর কিছু ছিল না, প্রতি মিনিটেই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল যে সহ্যের শেষ সীমায় পেঁাছেছেন, কিটির প্রতি সমবেদনায় বুক তাঁর এই বুঝি ফাটে।

কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁর যন্ত্রণা আর আতংক আরো বেড়ে উঠল, হল তীব্রতর।

জীবনের যেসব সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না, লেভিনের কাছে তা অন্তর্ধান করল। সময়ের চেতনা হারালেন তিনি। যেসব মুহূর্তে কিটি তাঁকে কাছে ডাকছিল, আর তিনি তার ঘর্মাক্ত হাত ধরছিলেন, যা কখনো অসম্ভব শক্তিতে চাপ দিচ্ছিল তাঁর হাতে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই মুহূর্তগুলো মনে হচ্ছিল ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগুলো মনে হচ্ছিল মিনিট। লিজাভেতা পেত্রভনা তাঁকে পর্দার পেছনে বাতি জ্বালাতে বলায় অবাক লেগেছিল তাঁর, তিনি জানলেন যে তখন সন্ধে পাঁচটা। তাঁকে যদি বলা হত যে এখন সকাল দশটা, তাতেও সমান অবাক হতেন তিনি। যেমন কোথায়, তেমনি কখন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন কিটির আতপ্ত, কখনো বিহ্বল, যন্ত্রণাকাতর, কখনো স্মিত, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া মুখখানা। দেখতে পাচ্ছিলেন প্রিন্সেসকেও। রাঙা, টান টান, তাঁর শাদা এলোচুল, চোখে জল, জোর করে ঠোঁট কামড়ে যিনি কান্না গিলে নিচ্ছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন ডল্লিকে, ডাক্তারকে, মোটা মোটা সিগারেট টানছিলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন লিজাভেতা পেত্রভনাকে, মুখ তাঁর দৃঢ়, সুপ্রতিজ্ঞ, আশ্বাসদায়ী; বৃদ্ধ প্রিন্সকে, কুণ্ঠিত মুখে তিনি পায়চারি করছিলেন হলে। কিন্তু কখন তাঁরা এসেছেন, গেছেন, কোথায় তাঁরা ছিলেন তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। প্রিন্সেস থাকছিলেন কখনো ডাক্তারের সঙ্গে শোবার ঘরে, কখনো স্টাডিতে, যেখানে দেখা দিয়েছে খাবার

সাজানো এক টেবিল; কখনো তিনি নন, ডল্লি। পরে লেভিনের মনে পড়েছিল কোথায় যেন পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। একবার তাঁকে টেবিল আর সোফা সরাতে বলা হল। এটা কিটির জন্য দরকার ভেবে সে কাজটা তিনি করলেন উৎসাহ নিয়ে। পরে তিনি জেনেছিলেন যে ওটা তাঁর নিজেরই রাত্রিযাপনের আয়োজন। পরে তাঁকে পাঠানো হল স্টাডিতে ডাক্তারের কাছে কী যেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। ডাক্তার উত্তর দিয়ে পৌর পরিষদে কী একটা গোলমালের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। পরে তাঁকে পাঠানো হল শোবার ঘরে প্রিন্সেসের কাছে গিল্টি রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো দেবপট নিয়ে যাবার জন্য। প্রিন্সেসের বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে দেবপট পাড়ার জন্য আলমারির ওপরে ওঠেন এবং তার বাতিটা ভেঙে ফেলেন। প্রিন্সেসের দাসী কিটি আর বাতিটা সম্পর্কে তাঁকে কী যেন আশ্বাস দিয়েছিল, দেবপটটা নিয়ে গিয়ে তিনি কিটির শিয়রে সযত্নে বালিশের তলে গুঁজে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায়, কখন, কেন এ সব হচ্ছিল তা জানতেন না তিনি; কেন প্রিন্সেস তাঁর হাত ধরে করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত হতে বললেন তাঁকে, ডল্লি তাঁকে বোঝালেন কিছু খেতে আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তাঁকে, এমনকি ডাক্তারও গম্ভীর মুখে সমবেদনার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষুধ খেতে বললেন তাও তিনি বুঝতে পারেন নি।

তিনি শুধু জানতেন আর অনুভব করছিলেন যে একবছর আগে মফস্বল শহরের হোটেলে নিকোলাই ভাইয়ের মৃত্যু শয্যায় যা ঘটেছিল, এখন ঘটছে তেমনই কিছু একটা। কিন্তু সেটা ছিল দুঃখ আর এটা আনন্দ। কিন্তু সে দুঃখ আর এই আনন্দ দুই-ই সমানভাবে সাধারণ জীবনের পরিস্থিতির বাইরে, এরা সাধারণ জীবনের পরিস্থিতিতে একটা রন্ধ্র যার ভেতর দিয়ে আভাস দিচ্ছে সমুন্নত কিছু একটা। দুটো ঘটনাই একইরকম দুঃসহ, বেদনার্ত, এবং এই সমুন্নতি একইরকম চিন্তার অগম্য, প্রাণ যে উঁচুতে উঠছে, আগে তা কখনো ওঠে নি, যুক্তি সেখানে প্রাণের নাগাল পায় না।

'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো' — বারবার বলতে লাগলেন তিনি আর ঈশ্বরের সঙ্গে এত দীর্ঘ, মনে হবে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের পরও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কাছেই তিনি আবেদন করছেন তেমনি সহজে, বিশ্বাস নিয়ে যেমন করতেন ছেলেবেলায় আর প্রথম যৌবনে।

এই সমস্ত সময়টা লেভিন ছিলেন দু'রকম মানসিক অবস্থায়। একটা — যখন তিনি থাকতেন কিটির কাছ থেকে দূরে, ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি

একটার পর একটা মোটা মোটা সিগারেট খেয়ে তা নেবাতেন ভরা ছাইদানির কানায়, ডল্লি আর প্রিন্সের সঙ্গে, যেখানে কথাবার্তা হত ডিনার, রাজনীতি. মারিয়া পেত্রভনার অসুখ নিয়ে; লেভিন তখন হঠাৎ ক্ষণেকের তরে একেবারে ভুলে যেতেন কী ঘটছে, নিজেকে মনে হত সবে ঘুম-ভাঙা এক মানুষ। অন্যটা — যখন থাকতেন কিটির কাছে, তার শিয়রে, যেখানে সহবেদনায় বুক ফেটেও ফাটত না, অবিরাম উনি প্রার্থনা করে যেতেন ঈশ্বরের কাছে। আর প্রতিবার, শোবার ঘর থেকে আসা কাতরানি যখন তাঁকে বিস্মরণ থেকে জাগিয়ে দিত, প্রথম বারের সেই বিচিত্র বিভ্রান্তিটা পেয়ে বসত তাঁকে; প্রতিবার আর্তনাদটা শুনে লাফিয়ে উঠে তিনি ছুটে যেতেন কৈফিয়ৎ দেবার জন্য, আর যেতে যেতেই মনে পড়ত তাঁর দোষ নেই, ইচ্ছা হত রক্ষা করার, সাহায্য করার। কিন্তু কিটির দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারতেন যে উপায় নেই সাহায্য করার, আতংকিত হয়ে বলতেন: 'ভগবান. ক্ষমা করো, সাহায্য করো।' সময় যত কাটতে লাগল, দুটো মানসিক অবস্থাই হয়ে উঠতে থাকল প্রবল: কিটির কাছে না থাকলে তাকে একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন আরো শান্ত; আর কিটির কষ্ট দেখে নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করে তাঁর যে যন্ত্রণা সেটা হত আরো যন্ত্রণাকর। কোথাও ছুটে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠতেন তিনি, আর ছুটে যেতেন কিটির কাছে।

মাঝে মাঝে, কিটি যখন বারম্বার ডেকে পাঠাত তাঁকে, কিটির ওপর রাগ হত তাঁর। কিন্তু যেই দেখতেন তার বিনীত স্মিত মুখ, শুনতেন তার কথা: 'আমি বড়ো কষ্ট দিচ্ছি তোমায়' — অমনি রাগ হত ঈশ্বরের ওপর, আর ঈশ্বরের কথা মনে হতেই তার কাছে তিনি ক্ষমা চাইতেন, করুণা চাইতেন।

॥ ১৫ ॥

লেভিনের চেতনা ছিল না বেলা কত। মোমবাতিগুলো সব পুড়ে গেছে। ডল্লি এইমাত্র এসেছিলেন স্টাডিতে, ডাক্তারকে বললেন একটু গড়িয়ে নিতে। বুজরুক এক সম্মোহকের গল্প বলছিলেন ডাক্তার, সোফায় বসে লেভিন তা শুনছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তাঁর সিগারেটের ছাইয়ের দিকে। তখন একটা বিরতি চলছিল আর নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। কী ঘটছে এখন

তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাক্তারের গল্প শুনে তা বুঝতেও পারছিলেন। হঠাৎ শোনা গেল একটা বিসদৃশ চিৎকার। সেটা এত ভয়ংকর যে লেভিন লাফিয়েও উঠলেন না, শুধু ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মাথা হেলিয়ে চিৎকারটা শুনলেন, তারপর হাসলেন অনুমোদন ব্যক্ত করে। সবই এতই অস্বাভাবিক যে কিছুই আর অবাক করছিল না লেভিনকে। 'সম্ভবত এমনটা হওয়াই দরকার' — এই ভেবে বসেই রইলেন সোফায়। কার চিৎকার এটা? লাফিয়ে উঠে, পা টিপে টিপে তিনি গেলেন শোবার ঘরে, লিজাভেতা পেত্রভনা, প্রিন্সেসকে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন শিয়রে তাঁর জায়গায়। চিৎকারটা থেমে গেছে, কিন্তু কী একটা যেন বদল হয়েছে এখন। কী সেটা তিনি দেখছিলেন না, বুঝছিলেনও না, দেখতে বা বুঝতে চাইছিলেনই না। তবে সেটা তিনি বুঝতে পারলেন লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ দেখে: লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ কঠোর, বিবর্ণ আর আগের মতোই দৃঢ়সংকল্প, যদিও চোয়াল তাঁর সামান্য কাঁপছিল, চোখ তাঁর একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল কিটির দিকে। কিটির আতপ্ত, বেদনাবিকৃত মুখে চুলের গোছা লেপটে গেছে ঘামে। লেভিনের দিকে সে মুখ ফেরানো, খুঁজছিল তাঁর দৃষ্টি। হাত তুলে সে লেভিনের হাত খুঁজছিল, নিজের ঘর্মাক্ত হাতে লেভিনের ঠান্ডা হাত নিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মুখে।

'যেও না, যেও না! ভয় পাচ্ছি না আমি, ভয় পাচ্ছি না!' দ্রুত বলে গেল সে; 'মা, মাকড়ি খুলে নাও, অসুবিধা হচ্ছে; তুমি ভয় পাচ্ছ না? শিগগিরই, শিগগিরই, লিজাভেতা পেত্রভনা...'

দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিল সে, চেষ্টা করছিল হাসার। কিন্তু হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

'না, এ যে ভয়ংকর! আমি মারা যাব, মারা যাব! চলে যাও, চলে যাও!' বললে সে আর ফের বিসদৃশ চিৎকার।

মাথা চেপে ধরে লেভিন ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এ সময়ে ডল্লি তাঁকে বললেন, 'কিছু না, কিছু না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু যে যাই বলুক, লেভিন অনুভব করলেন যে এবার সর্বনাশ হল। পাশের ঘরে দরজার ঝনকাঠে মাথা রেখে শুনতে লাগলেন এমনসব চিল্লানি আর গর্জন যা তিনি কখনো শোনেন নি এবং জানতেন যে চিৎকার করছে একদা যে ছিল কিটি। সন্তানের সাধ বহু আগেই ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। এ শিশুর ওপর তাঁর এখন ঘৃণাই হল। কিটি বেঁচে থাক, এমনকি এটাও

তিনি আর চাইছিলেন না, শুধু চাইছিলেন বীভৎস এই যন্ত্রণাটা থামুক।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে তিনি তাঁর হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার! কী এটা? কী এটা? ভগবান!'

'শেষ হতে যাচ্ছে' — ডাক্তার বললেন। আর বলার সময় তাঁর মুখ ছিল এত গুরুগম্ভীর যে শেষ কথাটাকে লেভিন ধরে নিলেন মৃত্যু বলে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন শোবার ঘরে। প্রথম যা দেখতে পেলেন সেটা ছিল লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ। সে মুখ আরো ভ্রূকুটিত, আরো কঠোর। কিটির মুখ আর নেই। যেখানে তা আগে ছিল সেখানে রয়েছে আর্তিতে আর নির্গত চিৎকারে ভয়াবহ কিছু একটা। খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন বুক তাঁর এইবার ফাটবে। ভয়াবহ চিৎকারগুলো থামছিল না, হয়ে উঠছিল আরো ভয়াবহ এবং যেন আতংকের চূড়ান্ত সীমায় পেঁীছিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিৎকার যে থেমে গেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শুধু মৃদু ব্যস্ততা, খসখসানি আর চকিত নিশ্বাসের শব্দ, কিটির ভাঙা ভাঙা, জীবন্ত, সুখী, কোমল কণ্ঠ আস্তে করে বললে: 'শেষ হল।'

মাথা তুললেন লেভিন। কম্বলের ওপর দুর্বল হাত এলিয়ে অসাধারণ সুন্দরী, সুমন্দ কিটি নীরবে চেয়েছিল তাঁর দিকে, হাসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

আর যে ভয়াবহ রহস্যময়, অপার্থিব জগতে লেভিনের এই বাইশ ঘণ্টা কাটল, সেখান থেকে তিনি হঠাৎ ফিরে এলেন আগেকার প্রাত্যহিক জগতে, কিন্তু তাতে সুখের একটা নতুন, অসহ্য ভাতি। টান-টান তন্ত্রীগুলো সব ছিঁড়ে গেল। আনন্দের ফোঁপানি আর চোখের জল যা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি, তা এমন প্রবল বেগে তাঁর দেহ কাঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যে বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তিনি।

শয্যার কাছে নতজানু হয়ে স্ত্রীর হাত টেনে নিলেন ঠোঁটের কাছে, চুম্বন করলেন আর আঙুলের ক্ষীণ চাপে কিটি সাড়া দিলে সে চুম্বনে। ইতিমধ্যে ওদিকে, খাটের শেষে লিজাভেতা পেত্রভনার সুনিপুণ হাতে মোমবাতির শিখার মতো দপদপ করছিল একটি মানব জীবন, যে জীবন আগে ছিল না, সবার মতো একই অধিকারে, নিজের কাছে একই তাৎপর্য নিয়ে যে বেঁচে থাকবে, বংশ বিস্তার করবে।

'বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! তাতে আবার খোকা! ভাবনা করবেন না!'

লেভিন শুনলেন লিজাভেতা পেত্রভনার গলা, কাঁপা কাঁপা হাতে যিনি পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন শিশুর।

'মা, সত্যি?' কিটি শুধাল।

জবাব দিল শুধু প্রিন্সেসের ফোঁপানি।

আর ঘরের ভেতর নীরবতার মাঝখানে, তার চাপা গলা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কণ্ঠস্বর সন্দেহাতীত জবাব দিল মায়ের প্রশ্নে। এ হল কে জানে কোথা থেকে আবির্ভূত নতুন এক মানব সত্তার দুঃসাহসী, স্পর্ধিত, অবুঝ চিৎকার।

কিছু আগে যদি লেভিনকে বলা হত যে কিটি মারা গেছে, তিনিও মারা গেছেন তার সঙ্গে, তাঁর সন্তানেরা দেবদূত, ঈশ্বর তাঁদের সামনে — একটুও অবাক হতেন না তিনি। কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে চিন্তার প্রবল প্রয়াসেই তাঁকে বুঝতে হল কিটি বেঁচে আছে, ভালো আছে, অমন মরিয়া চিৎকার করা প্রাণীটি তাঁরই ছেলে। কিটি বেঁচে আছে, শেষ হয়েছে যন্ত্রণা। আর তিনি অবর্ণনীয় সুখী। এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি সুখে ভরপুর। কিন্তু শিশুটি? কোত্থেকে, কী জন্য, কে সে?.. এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছুতেই, স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না ব্যাপারটায়। এটা তাঁর মনে হল অবান্তর, অতিরিক্ত, তাতে অভ্যস্ত হতে তাঁর লেগেছিল অনেক দিন।

॥ ১৬ ॥

ন'টার পর বৃদ্ধ প্রিন্স, সের্গেই ইভানোভিচ আর স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের ঘরে বসে প্রসূতিকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা হল। আর এই কথাবার্তাগুলোয় লেভিনের অজান্তে মনে পড়ছিল কী ঘটেছে আজ সকাল অবধি, মনে পড়ল এর আগে কাল কেমন তিনি ছিলেন। যেন একশ' বছর কেটে গেছে তারপর। কী এক দুর্গম উচ্চতায় তিনি আছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেখান থেকে তিনি চেষ্টা করে নেমে আসছিলেন যাতে কথাবার্তা কইছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা ক্ষুব্ধ না হন। তিনি আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন আর অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী, তার এখনকার অবস্থার খুঁটিনাটি, তাঁর ছেলের কথা, তার অস্তিত্বটা

মেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন। বিয়ের পর গোটা নারী জগৎ তাঁর কাছে নতুন একটা, তদবধি অজানা অর্থ বহন করেছিল, এখন তাঁর বোধে তা এত উঁচুতে উঠে গেছে যে কল্পনায় তা ধরতে পারছিলেন না লেভিন। ক্লাবে গতকালের ডিনার নিয়ে আলাপ শুনছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন: 'কী এখন হচ্ছে কিটির? ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? কেমন আছে সে? কী সে ভাবছে? ছেলে দ্মিত্রি কাঁদছে কি?' আর আলাপের মাঝখানে, বাক্যটা শেষ না হতেই উনি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে।

প্রিন্স বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে জানিও কিটির কাছে আমার যাওয়া চলবে কিনা।'

'ঠিক আছে, এক্ষুনি' — না থেমে জবাব দিয়ে লেভিন গেলেন কিটির কাছে।

কিটি ঘুমাচ্ছিল না, মৃদুস্বরে মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল শিশুর আসন্ন খিস্ট দীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে।

কিটি এখন পরিচ্ছন্ন, চুল তার আঁচড়ানো, মাথায় কী একটা নীল জিনিস দেওয়া নাইট ক্যাপ, কম্বলের ওপর হাত বার করে এনে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে, লেভিনের চোখে চোখ রেখে দৃষ্টি দিয়ে সে তাঁকে নিজের কাছে ডাকছিল। আর লেভিন যত কাছে আসছিলেন, কিটির এমনিতেই উজ্জ্বল দৃষ্টি হয়ে উঠছিল আরো উজ্জ্বল। মুখে তার পার্থিব থেকে অপার্থিবে সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে; কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে সেটা বিদায়, এক্ষেত্রে স্বাগতম। প্রসবের মুহূর্তে যে ধরনের ব্যাকুলতা লেভিন অনুভব করেছিলেন, আবার তেমন একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তাঁর বুকের মধ্যে। কিটি তাঁর হাত টেনে নিয়ে জিগ্যেস করলে তাঁর ঘুম হয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারলেন না লেভিন, নিজের দুর্বলতায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিটি বললে, 'আমি কিন্তু একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি, কস্তিয়া! এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কিটি লেভিনকে দেখছিল, কিন্তু হঠাৎ পালটে গেল ওর মুখের ভাব। শিশুর চিঁচিঁ কান্না শুনে সে বললে, 'ওকে আমার কাছে দিন লিজাভেতা পেত্রভনা, আমার কাছে দিন, কস্তিয়াও দেখবে।'

'তা বাবা দেখুক' — লালমতো, আঁকুপাঁকু করা, অদ্ভুত কী একটা বস্তু তুলে এনে বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা; 'তবে দাঁড়ান, ওকে তৈরি

করে নিই' — এবং আঁকুপাঁকু করা লাল জীবটিকে খাটের ওপর রেখে, তার আচ্ছাদন খুলে আবার নতুন করে মুড়ে, মাত্র একটা আঙুল দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে কী যেন ছিটালেন।

ক্ষুদে এই করুণ জীবটি দেখে লেভিন প্রাণপণে চেষ্টা করলেন প্রাণের মধ্যে ওর প্রতি পিতৃস্নেহের কোনো লক্ষণ খুঁজে পেতে। তিনি অনুভব করলেন কেবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওর যখন আচ্ছাদন খোলা হল, ঝলক দিল জাফরান রঙের সরু সরু হাত, পা, তাতেও আবার আঙুল, অন্যান্য আঙুল থেকে প্রকট হয়ে ওঠা এমনকি বুড়ো আঙুলও, যখন লেভিন দেখলেন লিজাভেতা পেত্রভনা কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এই হাতগুলোকে নরম স্প্রিঙের মতো টিপে টিপে মোটা কাপড়ে জড়াচ্ছেন, তখন এই জীবটির জন্য এত কষ্ট হল তাঁর, এত ভয় হল যে লিজাভেতা পেত্রভনা ওর ক্ষতি করে ফেলবেন যে লেভিন হাত চেপে ধরলেন ওঁর।

লিজাভেতা পেত্রভনা হাসলেন।

'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!'

সাজগোজ হবার পর শিশুটি যখন পরিণত হল আঁটসাঁট একটি পুতুলে, লিজাভেতা পেত্রভনা তখন যেন নিজেদের কাজের জন্য গর্ব নিয়ে তাকে দোলাতে দোলাতে তুলে ধরলেন যাতে লেভিন ছেলেকে দেখতে পান তার সমস্ত শোভায়।

আড়চোখে কিটিও তাকিয়ে ছিল সেদিকে।

'আমায় দিন, আমায় দিন!' বলে কিটি প্রায় উঠতেই যাচ্ছিল।

'কী করছেন কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, অমন কাজও করবেন না! সবুর করুন, দেব। এখন আমরা বাবাকে দেখাচ্ছি কেমন বাহাদুর খোকা!'

এই বলে লিজাভেতা পেত্রভনা এক হাতে লেভিনের কাছে তুলে ধরলেন এই অদ্ভুত লাল টলমলে জীবটিকে, অন্য হাতে শুধু আঙুল দিয়ে ঠেক দিলেন কাঁথায় ঢাকা পড়া তার নড়বড়ে মাথা। এর আবার দেখি নাকও, বাঁকা চোখ, পুতপুত করা ঠোঁট।

'সুন্দর খোকা!' বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা।

হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেভিন। সুন্দর এই খোকাটি তাঁর মধ্যে কেবল বিতৃষ্ণা আর করুণাই জাগাচ্ছিল। যার আশা করেছিলেন তিনি, এটা মোটেই তা নয়।

লিজাভেতা পেত্রভনা যখন শিশুকে মাই ধরতে শেখাচ্ছিলেন, লেভিন ঘুরে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে মাথা তুললেন তিনি। হাসছিল কিটি। শিশু মাই টানতে পেরেছে।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে' — বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা, কিন্তু কিটি শিশুটিকে ছাড়ল না। তার বুকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

'এবার দ্যাখো' — লেভিন যাতে শিশুটিকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁর দিকে তাকে ফিরিয়ে কিটি বললে। শিশুটির বুড়োর মতো কুঞ্চিত মুখ হঠাৎ আরো কুঞ্চিত করে হাঁচল সে।

হেসে, মমতার চোখের জল কোনোক্রমে চেপে লেভিন স্ত্রীকে চুম্বন করে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর থেকে।

তিনি যা আশা করেছিলেন, ক্ষুদ্র জীবটির জন্য তাঁর হৃদয়াবেগ মোটেই তেমন হল না। তার ভেতর হাসিখুশি আনন্দময় ছিল না কিছুই; বরং এটা নতুন একটা যন্ত্রণাকর ত্রাস, আঘাতপ্রবণতার নতুন একটা ক্ষেত্রের চেতনা। আর প্রথম দিকে এই চেতনাটা ছিল এত যন্ত্রণাদায়ক, অসহায় এই জীবটি যাতে কোনো কষ্ট না পায় তার জন্য আশংকা ছিল এত প্রবল যে শিশুটি যখন হাঁচে তখন অলক্ষ্যে একটা বিচিত্র বোধাতীত আনন্দ, এমনকি গর্বই হয়েছিল তাঁর।

॥ ১৭ ॥

স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

বনের দুই-তৃতীয়াংশের টাকা ইতিমধ্যেই খেয়ে ভুষ্টিনাশ, আর শতকরা দশ ছাড় দিয়ে শেষ তৃতীয়াংশের প্রায় সবটাই তিনি অগ্রিম নিয়েছিলেন কারবারীর কাছ থেকে। আরো টাকা সে দিতে চায় নি আরো এই জন্য যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই প্রথম বার তাঁর সম্পত্তির ওপর সরাসরি অধিকার ঘোষণা ক'রে এই শীতে বনের শেষ তৃতীয়াংশের জন্য অর্থপ্রাপ্তির রসিদে সই দিতে অস্বীকার করেন। বেতনের সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছিল সাংসারিক খরচায় আর নিরন্তর ছোটোখাটো দেনা মেটানোয়। মোটেই টাকা ছিল না।

স্তেপান আর্কাদিচের মতে, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, বিছছিরি, এমনভাবে চলতে পারে না। তাঁর মতে এর কারণ তিনি বেতন পাচ্ছেন বড়ো কম। যে পদে তিনি আছেন সেটা স্পষ্টতই পাঁচ বছর আগে ছিল খুবই ভালো, কিন্তু এখন নয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পেত্রভ পাচ্ছে বারো হাজার; কোম্পানির একজন ডিরেক্টার স্ভেন্তিৎস্কি পাচ্ছে সতের হাজার; ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিতিন — পঞ্চাশ হাজার। 'বোঝাই যাচ্ছে যে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, আমার কথা ওরা ভুলেই গেছে' — নিজের সম্পর্কে ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এবং তিনি কান পেতে, চোখ মেলে রইলেন আর শীতের শেষে আবিষ্কার করলেন খুবই ভালো একটা পদ, তার জন্য মাসি-পিসি, কাকা-জ্যাঠা, বন্ধুবান্ধব মারফত প্রথমে আক্রমণ চালালেন মস্কো থেকে, তারপর ব্যাপারটা যখন পরিপক্ক হয়ে উঠল, তখন বসন্তে নিজেই গেলেন পিটার্সবুর্গে। বছরে হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বেতনের তেমন সব চাকরির এটা একটা যা এখন আগেকার আরামে ঘুষ পাবার জায়গাগুলোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠেছে; এটা হল দক্ষিণ রেলপথ আর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের পদ। অন্যান্য সমস্ত পদের মতো এখানেও দরকার ছিল বিপুল জ্ঞান আর সক্রিয়তা যা একটি মানুষের মধ্যে মেলানো ভার। আর যেহেতু এই গুণগুলি কারো মধ্যে একত্রে মিলেছে এমন লোক ছিল না, তাই অসাধু লোকের চেয়ে সাধু লোকেরই চাকরিটা নেওয়া ভালো। আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু সাধু নন (বিনা স্বরাঘাতে) সাধুই (স্বরাঘাতে জোর দিয়ে), অর্থাৎ সেই বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যাতে মস্কোয় যখন বলা হয়: সাধু কর্মকর্তা, সাধু লেখক, সাধু পত্রিকা, সাধু প্রতিষ্ঠান, সাধু ধারা, তখন ধরা হয় যে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি শুধু অসাধু নয়, প্রয়োজন হলে সরকারকে খোঁচা দিতেও পারে। এই বিশেষ অর্থেই স্তেপান আর্কাদিচ সাধু। মস্কোর যেসব মহলে তিনি ঘুরতেন সেখানে চালু হয় কথাটা, তাঁকে ধরা হত সাধু লোক বলে, তাই অন্যের চেয়ে পদটা পাবার বেশি অধিকার তাঁরই।

এ পদটায় বছরে সাত থেকে দশ হাজার প্রাপ্য আর অব্‌লোন্‌স্কি নিজের সরকারি চাকরি না ছেড়ে সেটা নিতে পারেন। পদটা নির্ভর করছিল দুটি মন্ত্রক, একজন মহিলা আর দু'জন ইহুদির ওপর; এঁদের পটিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল পিটার্সবুর্গে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। তা ছাড়া বোন আন্নাকে স্তেপান আর্কাদিচ কথা দিয়েছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ

সম্পর্কে কারেনিনের চূড়ান্ত জবাব তিনি আনবেন। তাই ডল্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুব্‌ল চেয়ে নিয়ে উনি রওনা দিলেন পিটার্সবুর্গে।

কারেনিনের স্টাডিতে বসে রুশী ফিনান্সের দুরবস্থার কারণ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট শুনতে শুনতে স্তেপান আর্কাদিচ অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন যাতে তাঁর নিজের আর আন্নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যায়।

পাঁশনে ছাড়া আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এখন পড়তে পারেন না। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি যখন ভূতপূর্ব শ্যালকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খুবই ঠিক কথা, খুঁটিনাটিতে খুবই ঠিক, তাহলেও আমাদের কালের নীতি হল স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি স্বাধীনতাকে ধারণ করে অন্য একটা নীতি পেশ করছি' — 'ধারণ' কথাটার ওপর জোর দিয়ে, রিপোর্টের কোন জায়গায় সেটা বলা হয়েছে সেটা শ্রোতাকে পড়ে শোনাবার জন্য ফের পাঁশনে পরতে পরতে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

এবং পাতাগুলোর ধারে বড়ো করে ছাড় দেওয়া কারো সুন্দর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটির অতি প্রত্যয়জনক জায়গাটা বার করে তা পড়ে শোনালেন।

'ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে নয়, সাধারণ কল্যাণের জন্যে — ধনীগরিব সমানভাবে সকলের জন্যে আমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী' -- পাঁশনের ওপর দিয়ে অব্‌লোন্‌স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন; 'কিন্তু ওঁরা এটা বুঝতে পারেন না, ওঁরা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এবং বুলিতে ভেসে যান।'

স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিন যখন ওঁরা, সেই লোকেরা যাঁরা তাঁর প্রকল্প গ্রহণ করতে চান নি, রাশিয়ার সমস্ত দুর্দশার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা কী করছেন আর ভাবছেন সে কথা পাড়েন, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে; তাই স্বাধীনতার নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি সাগ্রহেই সায় দিলেন তাঁর কথায়। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চুপ করে গেলেন, চিন্তায় ডুবে গিয়ে ওলটাতে লাগলেন তাঁর পাণ্ডুলিপির পাতা।

'হ্যাঁ, ভালো কথা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পমোর্স্কির সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি ওঁকে একটু বলো যে দক্ষিণ রেলপথের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে

সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের যে পদটা খালি আছে, আমি তাতে যেতে চাই।'

বাঞ্ছিত পদটার নাম তাঁর কাছে এতই অভ্যস্ত যে ভুল না করে তা বলে গেলেন গড়গড় করে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন নতুন এই কমিশনের কাজটা কী, তারপর চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন কমিশনের কাজকর্মে তাঁর প্রকল্পের বিরোধী কিছু আছে কিনা। কিন্তু নতুন এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অতি জটিল আর তাঁর প্রকল্প যেহেতু অতি বিস্তৃত একটা ক্ষেত্র নিয়ে, তাই তক্ষুনি ভেবে দেখা সম্ভব হল না, পাঁশনে খুলে বললেন:

'হ্যাঁ, ওঁকে আমি বলতে পারি অবশ্যই। কিন্তু তুমি নিজে এ পদটায় যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ভালো বেতন, নয় হাজার অবধি, আর আমার সঙ্গতি...'

'নয় হাজার' — কথাটার পুনরুক্তি করে ভুরু কোঁচকালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। মোটা বেতনটায় তাঁর মনে হল যে এদিক থেকে স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রকল্পের প্রধান কথার বিরোধী, যার ঝোঁক সর্বদাই মিতব্যয়ের দিকে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এ খসড়াটায় লিখেওছি যে আমাদের কালে মোটা বেতন হল আসলে আমাদের পরিচালনার ভুল অর্থনৈতিক assiette*-র লক্ষণ।'

'কিন্তু কী চাও তুমি?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নয় ধরলাম যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পাচ্ছে দশ হাজার — সে তার যোগ্য। কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে বিশ হাজার। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ তো!'

'আমি মনে করি যে বেতন হল পণ্যের দাম, তাকে মেনে চলা উচিত জোগান আর চাহিদার নিয়ম। বেতন যদি ধার্য হয় এ নিয়মের বাইরে, যেমন আমি যখন দেখি যে দুজন ইঞ্জিনিয়ার বেরুল একই ইনস্টিটিউট থেকে, একই তাদের জ্ঞান ও গুণ, অথচ একজন পাচ্ছে চল্লিশ হাজার, অন্যজনকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে দুই হাজারে: কিংবা যখন ব্যাঙ্ক কোম্পানির ডিরেক্টার পদে বহাল করা হয় কোনো আইনজীবী বা হুসারকে, যাদের

* নীতি (ফরাসি)।

ও ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে বেতন ধার্য হচ্ছে জোগান ও চাহিদার নিয়ম না মেনে। এটা একটা অন্যায় সুবিধা, এমনিতেই তা গুরুত্বপূর্ণ, তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় সেবায় তা কুফল ফলায়। আমি মনে করি...'

জামাতাকে বাধা দেবার সুযোগ করে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু তুমি মানবে যে এক্ষেত্রে নতুন এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ! সেটা যাতে সাধুতার সঙ্গে চলে জোর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর' — 'সাধুতা' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

কিন্তু 'সাধু' কথাটার মস্কো অর্থ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বোধগম্য ছিল না।

'সাধুতা হল শুধু নৈতিবাচক একটা গুণ' -- বললেন তিনি।

'তাহলে তুমি আমার বড়ো উপকার করবে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যদি আমার জন্যে পমোর্স্কিকে দুটো কথা বলো। এমনি কথায় কথায়...'

'কিন্তু এটা মনে হয় বেশি নির্ভর করছে বলগারিনভের ওপর' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

'তাঁর পক্ষ থেকে বলগারিনভের এতে পুরো মত আছে' -- স্তেপান আর্কাদিচ বললেন লাল হয়ে।

বলগারিনভের উল্লেখে তিনি লাল হয়ে উঠেছিলেন কারণ সেদিন সকালেই তিনি গিয়েছিলেন ইহুদি বলগারিনভের কাছে আর সাক্ষাৎটা একটা বিছছিরি ছাপ রেখে গেছে তাঁর মনে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কাজটা তিনি চাইছেন সেটা নতুন, জীবন্ত আর সৎ কাজ; কিন্তু আজ সকালে, বোঝা যায় ইচ্ছে করেই বলগারিনভ তাঁকে অন্যান্য উমেদারদের সঙ্গে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসিয়ে রেখেছিলেন দু'ঘণ্টা, তখন হঠাৎ অস্বস্তি হয়েছিল তাঁর!

অস্বস্তি হয়েছিল কি এই জন্য যে ওঁকে, রিউরিকের বংশধর প্রিন্স অব্লোন্স্কিকে দু'ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে ইহুদির প্রতীক্ষা-কক্ষে; নাকি শুধু সরকারি চাকরিতে যাবার যে রেওয়াজ পূর্বপুরুষেরা রেখে গেছেন তা ভঙ্গ করে নতুন একটা ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বলে -- সে যাই হোক, ভারি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তিনি। এই দু'ঘণ্টা ফুর্তি করে প্রতীক্ষা-কক্ষে পায়চারি চালিয়ে, গালপাট্টা ঠিক করে, অন্য উমেদারদের সঙ্গে কথা

বলে এবং ইহুদির জন্য বেহুদা অপেক্ষার যে কৌতুকটা পরে বলবেন সেটা ভেবে ভেবে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন অপরের, এমনকি নিজের কাছেও তাঁর অস্বস্তি চাপা দিতে।

কিন্তু কেন এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্তি আর বিরক্তি লাগছিল: সেটা কি এই জন্য যে 'ইহুদির জন্য বেহুদা অপেক্ষার' কৌতুকটা তেমন উৎরাল না, নাকি অন্য কিছুর জন্য সেটা তিনি জানতেন না। শেষ পর্যন্ত বলগারিনভ যখন তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সসম্ভ্রমে, স্পষ্টতই তাঁকে হেয় করতে পেরে উল্লসিত হয়ে এবং প্রায় অগ্রাহ্য করলেন তাঁর আর্জি, তখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। শুধু এখন সেটা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

॥ ১৮ ॥

'এখন তোমার কাছে আরো একটা ব্যাপার আছে' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এবং এই অপ্রীতিকর অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আন্নার ব্যাপার।'

অব্‌লোন্‌স্কি আন্নার নাম করতেই আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মুখখানা বদলে গেল একেবারে: আগেকার সজীবতা হারিয়ে তাতে ফুটে উঠল ক্লান্তি, প্রাণহীনতা।

'কী আপনি চাইছেন আমার কাছে?' আরাম-কেদারায় ঘুরে বসে পাঁশনেটা ক্লিক করে বললেন তিনি।

'সিদ্ধান্ত, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত. আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। এখন আমি তোমার কাছে আবেদন করছি' ('অপমানিত স্বামী হিশেবে নয়' — বলতে চেয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ কিন্তু তাতে সব মাটি হবে এই ভয়ে তার বদলে বললেন): 'রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিশেবে নয়' (এ কথাটাও তেমন দাঁড়াল না), 'নিতান্ত মানুষ, সহৃদয় লোক আর খ্রিস্টান হিশেবে। ওকে তোমার করুণা করা উচিত' — বললেন তিনি।

'মানে, ঠিক কিসের জন্যে?' মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলেন কারেনিন।

'হ্যাঁ, করুণা। তুমি যদি দেখতে যা আমি দেখেছি — সারা শীত আমি

কাটিয়েছি ওর সঙ্গে — তাহলে করুণা করতে ওকে। সাঙ্ঘাতিক অবস্থা তার, হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক।'

'আমার মনে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন সরু, প্রায় চিল্লানির গলায়, 'আন্না আর্কাদিয়েভনা যা চেয়েছিলেন সবই তো পেয়েছেন।'

'আহ্, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুযোগ অভিযোগ এখন বাদ দাও! যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। জানো কী সে এখন চাইছে, প্রতীক্ষা করছে তার — বিবাহবিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে ছেলেকে আমার কাছে রাখার প্রতিশ্রুতি দাবি করলে আন্না আর্কাদিয়েভনা বিবাহবিচ্ছেদে আপত্তি করবেন। আমি সেই জবাবই দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটা চুকে গেল। আমি মনে করি ব্যাপারটা চুকে গেছে' — তীক্ষ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দোহাই ভগবান, উত্তেজিত হয়ো না' — জামাতার জানু ছুঁয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ব্যাপারটা চুকে যায় নি। তুমি অনুমতি করলে আমি ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছি — ব্যাপারটা ছিল এই: তোমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার আচরণ ছিল মহৎ, যতটা মহৎ হওয়া সম্ভব; ওকে তুমি সবকিছু দিয়েছিলে, মুক্তি, এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও। সে এটার কদর করে। না, না, সত্যি বলছি, এটার কদরই করে সে। এমন মাত্রায় যে তোমার প্রতি নিজের অপরাধ বোধের এই প্রথম মুহূর্তগুলোয় সে সবকিছু ভেবে দেখে নি, দেখতে পারতও না। সবকিছু সে ত্যাগ করল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি, সময় দেখাল যে তার অবস্থা যন্ত্রণাদায়ক। দুঃসহ।'

'আন্না আর্কাদিয়েভনার জীবনে আমার আগ্রহ নেই' — ভুরু তুলে কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সেটা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না' — নরম সুরে আপত্তি করলেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'ওর অবস্থাটা ওর পক্ষে যন্ত্রণাকর আর কারো কোনো লাভ নেই তাতে। তুমি বলবে যে ওর যা প্রাপ্য তাই পেয়েছে। ও সেটা জানে এবং তোমার কাছে কিছু চাইছে না। সোজাসুজি সে এই কথাই বলে যে কিছু চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি, আমরা সমস্ত আত্মীয়রা, যারা তাকে ভালোবাসে তারা অনুরোধ করছি, মিনতি করছি তোমায়। কেন ও কষ্ট পাবে? তাতে কার কী উপকার?'

'মাপ করুন, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আমায় অভিযুক্তের পর্যায়ে ফেলছেন' — বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আরে না, না, একটুও না, তুমি আমায় বুঝে দেখো' — ফের জামাতার হাত ছুঁয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, যেন তিনি নিঃসন্দেহ যে এই ছোঁয়াটায় উনি নরম হয়ে আসবেন; 'আমি শুধু একটা কথা বলব: ওর অবস্থাটা যন্ত্রণাকর, সেটা তুমি সহজ করে দিতে পারো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, তোমার নজরেই পড়বে না। তুমি তো কথা দিয়েছিলে।'

'কথা দিয়েছিলাম আগে। ধরে নিয়েছিলাম ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি আশা করেছিলাম যে আন্না আর্কাদিয়েভনার যথেষ্ট মহানুভবতা থাকবে...' বিবর্ণ হয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অতি কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'সবকিছু সে তোমার উদারতার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সে শুধু একটা অনুরোধ করছে, মিনতি করছে, যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে সে আছে, তা থেকে উদ্ধার করো তাকে। ছেলেকেও এখন আর সে দাবি করছে না। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, তুমি দয়ালু মানুষ। ওর অবস্থায় নিজেকে একটু কল্পনা করে দ্যাখো। ওর অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ ওর কাছে জীবনমরণের প্রশ্ন। তুমি যদি আগে কথা না দিতে, তাহলে ও অবস্থাটা মেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকত। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছে তোমায়, মস্কোয় এসেছে। ওখানে প্রতিটি সাক্ষাৎ ওর বুকে ছুরির মতো বেঁধে, থাকে সে ছয় মাস ধরে, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে প্রতিদিন। এ যে মৃত্যুদণ্ডিতকে গলায় ফাঁস পরিয়ে হয় মৃত্যু নয় মার্জনার আশ্বাস দিয়ে মাসের পর মাস ধরে রাখার মতো। মায়া করো ওকে, তারপর সবকিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি... Vos scrupules. . .'*

'আমি ও কথা বলছি না, ও কথা নয়...' জঘন্যভাবে বাধা দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'কিন্তু হয়ত আমি যে কথা দিয়েছিলাম তার অধিকার আমার ছিল না।'

'তার মানে কথা ফেরত নিচ্ছ?'

'যা সম্ভব তা পূর্ণ করতে আমি কখনো আপত্তি করি নি, কিন্তু

* তোমার খুঁতখুঁতি.. (ফরাসি।)

প্রতিশ্রুতিটা কী পরিমাণে সম্ভবপর তা ভেবে দেখার জন্যে সময় চাই আমার।'

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অব্লোন্স্কি, 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। নারীর পক্ষে আদৌ যা হওয়া সম্ভব তেমনি অভাগা সে, তুমি আপত্তি করতে পারো না যে...'

'প্রতিশ্রুতি যে পরিমাণে সম্ভবপর। Vous professez d'être un libre penseur.* কিন্তু আমি ধর্মবিশ্বাসী, গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা ব্যাপারে খিস্টীয় নীতির বিপরীতে যেতে আমি পারি না।'

'কিন্তু খিস্টান সম্প্রদায়ে, এবং আমাদের এখানেও, যতদূর আমি জানি বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমাদের গির্জাও তা অনুমোদন করেছে। এবং আমরা দেখছি...'

'অনুমোদিত, কিন্তু এই অর্থে নয়।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমায় এখন চেনাই দায়' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন অব্লোন্স্কি; 'তুমিই কি সব ক্ষমা করো নি (আমরা তার মূল্য দিয়েছি), খিস্টীয় অনুভূতিতে চালিত হয়ে আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলে না কি? তুমিই তো বলেছিলে, কামিজ নিলে, কাফতানটাও দিয়ে দেবে। আর এখন...'

'অনুরোধ করছি' — হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, বিবর্ণ হয়ে, কম্পিত চিবুকে চিঁচিঁ করে বলে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আপনাকে অনুরোধ করছি এ আলোচনা... বন্ধ করুন।'

'আহ্ বটে! তবে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমায়' — বিব্রতভাবে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'তবে আমি হলাম গে দূত, যা বলতে বলা হয়েছিল, শুধু তাই বলেছি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেবে বললেন:

'সবটা ভেবে দেখে কিছু একটা নির্দেশ পেতে হবে আমায়। আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাব পরশু' — কিছু একটা কথা চিন্তা করে বললেন উনি।

* তোমায় মুক্ত চিন্তার লোক বলে জানি (ফরাসি)।

॥ ১৯ ॥

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় কর্নেই এসে খবর দিলে:

'সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ!'

'কে এই সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ?' জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল তাঁর।

বললেন 'ও, সেরিওজা! 'সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ' — আমি ভেবেছিলাম কোনো ডিপার্টমেণ্ট কর্তা হবে বুঝি।' মনে পড়ল তাঁর, 'আন্না ওকে দেখে যেতে বলেছিল।'

মনে পড়ল, ওঁকে বিদায় দেবার সময় ভীরু-ভীরু করুণ নয়নে চেয়ে আন্না বলেছিলেন: 'যতই হোক, তুমি দেখা ক'রো ওর সঙ্গে। সবিস্তারে জেনে নিও কোথায় সে আছে, কে দেখাশুনা করছে তার। আচ্ছা স্তিভা... যদি সম্ভব হয়! সম্ভব কি?' 'যদি সম্ভব হয়' কথাটার মানে স্তেপান আর্কাদিচ বুঝেছিলেন যে ছেলেকে তাঁর কাছে দিয়ে যদি বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হয়... এখন স্তেপান আর্কাদিচ দেখতে পাচ্ছেন, ও নিয়ে ভাবাই চলে না, তাহলেও ভাগ্নেকে দেখতে পাবেন বলে তিনি খুশি।

শ্যালককে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ মনে করিয়ে দিলেন যে ছেলেকে মা'র কথা কখনো বলা হয় না এবং অনুরোধ করলেন যে আন্নার কথা তিনি যেন মনে না পাড়িয়ে দেন।

'মায়ের সঙ্গে ওই যে সাক্ষাৎটা আমরা ক-ল্প-না করি নি, তারপর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে' — বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'আমরা তো ভয় করছিলাম বুঝি বাঁচবেই না। তবে বিচক্ষণ চিকিৎসা আর গ্রীষ্মে সমুদ্র স্নান তাকে ভালো করে তোলে। এখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। সত্যিই, বন্ধুদের ভালো প্রভাব পড়েছে ওর ওপর। এখন সে একেবারে সুস্থ, পড়াশুনাও করছে ভালো।'

'আরে, কী সুন্দর নওলকিশোর! সেরিওজা আর নয়, একেবারে গোটাগুটি সের্গেই আলেক্‌সেয়িচ!' নীল জ্যাকেট আর লম্বা প্যাণ্ট পরা চওড়া-কাঁধ সুশ্রী যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল উদ্দাম ভঙ্গিতে, অকুণ্ঠে, তার উদ্দেশে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ছেলেটিকে সুস্থ, হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। মামার উদ্দেশে সে মাথা নোয়াল যেন উনি অচেনা কোনো লোক, কিন্তু তারপর চিনতে পেরে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি করে সরে গেল সে, যেন

কিছু একটায় সে আহত, ক্রুদ্ধ বোধ করছে। বাপের কাছে গিয়ে স্কুলে পাওয়া মার্ক-শীট সে দেখাল।

'তা ভালোই তো' — পিতা বললেন, 'এখন যেতে পারো।'

'রোগা হয়ে ও বেড়ে উঠেছে, এখন আর শিশু নয়, বালক। এটা আমি ভালোবাসি' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমায় চিনতে পারছ?'

ছেলেটি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পিতার দিকে।

'পারছি, মামা' — ওঁর দিকে চেয়ে এইটুকু বলে আবার সংকুচিত হয়ে উঠল ছেলেটি।

মামা তাকে কাছে ডেকে তার হাত ধরলেন।

'তা কেমন চলছে?' ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে কিন্তু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লাল হয়ে ছেলেটি কোনো জবাব না দিয়ে সন্তর্পণে মামার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল। স্তেপান আর্কাদিচ ওর হাত ছেড়ে দিতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতার দিকে চেয়ে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো দ্রুত পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাকে সেরিওজা শেষ দেখার পর একবছর কেটেছে। সেই থেকে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথা সে শোনে নি। এই বছরেই তাকে স্কুলে দেওয়া হয়, ভাব হয় বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের সে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেসব কল্পনা আর স্মৃতি তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল, তা আর তার মনে আসত না। যখন মনে আসত, ত্রস্তে তা সে মন থেকে তাড়াত, মনে করত ওটা লজ্জার কথা, মেয়েদেরই তা সাজে, বালক এবং সঙ্গী পদবাচ্যদের নয়। সে জানত যে পিতামাতার কলহ আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এও জানত যে পিতার কাছেই তাকে থাকতে হবে, চেষ্টা করত তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার।

মায়ের মতো দেখতে মামাকে যখন সে দেখল, ভালো লাগে নি তার, কেননা তাতে সেই সব স্মৃতিই জাগছিল যা সে মনে করত লজ্জাকর। ভালো লাগে নি আরো এই কারণে যে স্টাডির দরজার কাছে অপেক্ষা করার সময় কতকগুলো কথা তার কানে এসেছিল, বিশেষ করে পিতা ও মাতুলের মুখভাব দেখে সে অনুমান করতে পেরেছিল যে ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে পিতার সঙ্গে সে আছে, যাঁর ওপর সে নির্ভরশীল, তাঁর কোনো দোষ ধরতে না চেয়ে এবং প্রধান কথা, যে ভাবালুতাকে সে অত হীন বলে গণ্য করত তাতে আত্মসমর্পণ না করার জন্য, এই যে মামা

এসেছেন তার শান্তি ভঙ্গ করতে তাঁর দিকে না তাকাবার, যেসব কথা তিনি মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন তা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু তার পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যখন তাকে দেখতে পেলেন সিঁড়িতে, কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন স্কুলে অবসর সময়গুলো কিভাবে সে কাটায়, পিতা না থাকায় সে তখন কথা কইতে লাগল মামার সঙ্গে।

প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'এখন আমাদের রেল-রেল খেলা চলছে। জানেন, খেলাটা এইরকম: দু'জন বসে বেঞ্চির ওপর। এরা হল প্যাসেন্‌জার। একজন বেঞ্চির ওপরে দাঁড়ায়। বাকি সবাইকে জোতা হয়। গাড়ি টানা চলে হাত দিয়েও কিংবা বেল্ট দিয়েও। সমস্ত হলের মধ্যে দিয়ে চলি। দরজা খোলা হয় আগে থেকেই। কিন্তু কনডাক্টর হওয়া তখন সহজ নয়!'

'যে দাঁড়িয়ে থাকে?' হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, এতে দরকার যেমন সাহস তেমনি চটপটে চাল, বিশেষ করে গাড়ি যদি হঠাৎ থামে, কিংবা যদি কেউ পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়' — এখন আর শিশুর মতো নয়, পুরো অকপট নয়, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সজাগ চোখদুটির দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিপাত করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। আর আন্নার কথা পাড়বেন না বলে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে আশ্বাস দিলেও, তিনি আর পারলেন না।

হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'না, পড়ে না' — লাল টকটকে হয়ে চোখ নামাল সে। তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না মামা।

আধ ঘণ্টা বাদে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষক সেরিওজাকে দেখতে পেল সিঁড়িতে, অনেকখন ধরতে পারল না সে রাগে ফুঁসছে নাকি কাঁদছে।

'নিশ্চয় চোট খেয়েছ, কখন পড়ে গিয়েছিলে?' জিগ্যেস করল গৃহশিক্ষক, 'আমি তো বলেছিলাম যে খেলাটা বিপজ্জনক। অধ্যক্ষকে বলা দরকার।'

'চোট খেলেও কারো নজরে পড়ে নি। নিশ্চয় করে বলছি।'

'তাহলে?'

'আমায় রেহাই দিন! মনে পড়ে, নাকি পড়ে না... তাতে ওঁর কী দরকার? কেন আমার মনে পড়বে? শান্তিতে থাকতে দিন আমায়!' এখন আর শুধু গৃহশিক্ষককে নয়, বললে সে গোটা দুনিয়াকে।

॥ ২০ ॥

পিটার্সবুর্গে স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো খামকা সময় কাটান নি। বোনের বিবাহবিচ্ছেদ আর নিজের চাকুরির ব্যবস্থা করা ছাড়াও পিটার্সবুর্গে বরাবরের মতো, যা তিনি বলতেন, মস্কোর ভ্যাপসা হাওয়ার পর তাঁর তাজা হয়ে নেওয়া দরকার ছিল।

মস্কো তার বিলাসী কাফে আর ওমনিবাসগুলো সত্ত্বেও ছিল এক বদ্ধ জলা। এটা সর্বদাই অনুভব করতেন স্তেপান আর্কাদিচ। মস্কোয় বাস করে, বিশেষত তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর মন দমে যাচ্ছে। কোথাও না গিয়ে মস্কোয় দীর্ঘদিন কাটালে স্ত্রীর চড়া মেজাজ আর তিরস্কার, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, নিজের কর্মস্থলের ছোটোখাটো স্বার্থ নিয়ে তিনি অস্থিরই হয়ে উঠতেন; এমনকি ওঁর যে ঋণ আছে, সেটা পর্যন্ত অস্থির করে তুলত তাঁকে। কিন্তু পিটার্সবুর্গে যে মহলটায় তিনি ঘুরতেন, লোকে যেখানে জীবন যাপনই করে, মস্কোর মতো উদ্ভিদ হয়ে বেঁচে থাকে না, সেখানে আসা মাত্র আগুনের স্পর্শে মোমের মতো তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা মিলিয়ে যেত, উধাও হত।

স্ত্রী?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্‌স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন। প্রিন্স চেচেন্‌স্কির স্ত্রী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্‌স্কি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে। বড়ো ছেলেকে তিনি দ্বিতীয় সংসারে নিয়ে গেছেন। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বললেন যে ছেলের এতে মঙ্গল হবে, সে জীবনের অভিজ্ঞতা পাবে বলে তিনি মনে করেন। মস্কোর লোকেরা কী বলত এতে?

ছেলেমেয়ে? পিটার্সবুর্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে আর মস্কোতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রিন্স ল্‌ভভ — বিদঘুটে এই যে ধারণাটা চালু আছে যে জীবনের সমস্ত বিলাস দিতে হবে ছেলেমেয়েদের, মা-বাপের জন্য খাটুনি আর দুশ্চিন্তা, এ ধারণাটা নেই এখানে। লোকে এখানে বোঝে যে সুশিক্ষিত মানুষের যা উচিত সেভাবে জীবন কাটাতে হবে নিজের জন্য।

চাকুরি? চাকুরিও এখানে সেই ভারবাহী নৈরাশ্যজনক জোয়াল নয় যা সবাই টেনে যায় মস্কোয়; চাকুরিতে আকর্ষণ আছে এখানে। দেখাসাক্ষাৎ,

আনুকূল্য, অব্যর্থ রসিকতা, মুখে নানারকমের ভাব ফুটিয়ে তোলার নৈপুণ্য — বাস, লোকে হঠাৎ তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়, যেমন ফিরিয়ে নিলেন ব্রিয়ান্‌ৎসেভ। তাঁর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচের দেখা হয়েছিল গতকাল, এখন উনি একজন বড়ো কর্তা। এ চাকুরিতে আকর্ষণ আছে।

বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে পিটার্সবুর্গী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব প্রসন্ন করে দিত স্তেপান আর্কাদিচকে। এ ব্যাপারে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন বার্ৎনিয়ান্‌স্কি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল — ওঁর যা হালচাল, তাতে বছরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার উনি খরচ করেন নিশ্চয়।

ডিনারের আগে কথোপকথনের মধ্যে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বলেছিলেন:

'মনে হয় তোমার যেন মদ্‌ভিন্‌স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার হয়ে দুটো কথা বলবে তাকে। একটা চাকরি খালি আছে, সেটা আমি পেতে চাইছিলাম। এজেন্সির চেয়ারম্যান...'

'কী জানি, আমার মনে পড়ছে না। রেলওয়ের ওই ইহুদিদের নিয়ে কী দায় ঠেকল তোমার?.. যাই বলো, জঘন্য লোক সব!'

স্তেপান আর্কাদিচ বলেন নি যে কাজটা কাজের মতো; বার্ৎনিয়ান্‌স্কি সেটা বুঝতেন না।

'টাকা দরকার, দিন চলছে না।'

'দিন তো চালাচ্ছ?'

'দেনার ওপর বেঁচে আছি।'

'কী বলছ? অনেক?' সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন বার্ৎনিয়ান্‌স্কি।

'অনেক, হাজার বিশেক।'

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন বার্ৎনিয়ান্‌স্কি।

বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান লোক হে! আমার দেনা পনের লাখ আর হাতে কিছু নেই। তাহলেও দেখছ তো দিন কেটে যাচ্ছে!'

আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু মুখের কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটার সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। জিভাখভের দেনা তিন লাখ, ঘরে কানাকড়িটিও নেই, তবু দিন তো কাটাচ্ছেন আর কাটাচ্ছেন কী চালে! অনেকদিন আগেই কাউন্ট ক্রিভ্‌ৎসভের বারোটা বেজে গেছে বলে ধরা হয়েছিল, অথচ দু'জন রক্ষিতা রেখেছেন উনি। পেত্রভ্‌স্কি পঞ্চাশ লাখ উড়িয়ে দেন, কিন্তু চলেছেন হুবহু একই হালে, তার ওপর ফিনান্সের কর্তৃপদে বেতন পাচ্ছেন বিশ হাজার। এ ছাড়াও পিটার্সবুর্গের দৈহিক প্রভাব পড়ত স্তেপান আর্কাদিচের

ওপর। বয়স যেন কমে যেত তাঁর। মস্কোতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পাকা চুল দেখতেন, হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন ডিনারেব পরই, আড়মোড়া ভাঙতেন, এক-পা এক-পা করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতেন সিঁড়ি দিয়ে, তরুণীদের সান্নিধ্যে বেজার লাগত তাঁর, বলনাচে যোগ দিতেন না। পিটার্সবুর্গে কিন্তু দশ বছর বয়স কমে গেছে ব'লে তাঁর বোধ হত।

ষাট বছরের বৃদ্ধ প্রিন্স পিওত্র অব্লোন্স্কি তাঁকে কাল যা বলেছিলেন, পিটার্সবুর্গে তেমনিই মনে হত তাঁর। সবে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন।

পিওত্র অব্লোন্স্কি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা বেঁচে থাকতে শিখি নি। বিশ্বাস করবে কি, গ্রীষ্মটা আমি কাটাই বাডেনে; আর সত্যি বলছি, নিজেকে জোয়ান বলে মনে হত। যুবতী দেখলে আনচান হত মন... খানা পিনা হত অনায়াসে — শক্তি, প্রফুল্লতা। রাশিয়ায় এলাম, স্ত্রীর কাছে যেতে হল, তাও আবার গ্রামে। বিশ্বাস করবে না — দু'সপ্তাহের মধ্যেই ড্রেসিং-গাউন পরেই খেতাম, ডিনারের আগে বেশভূষাটাও করতাম না। যুবতীদের কথা ভাববার সুযোগ কই! একেবারে বুড়িয়ে গেলাম। বাকি ছিল শুধু আত্মাটা বাঁচানো। চলে গেলাম প্যারিস -- ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।'

পিওত্র অব্লোন্স্কির মতো স্তেপান আর্কাদিচও বোধ করতেন একই পার্থক্য। মস্কোয় তিনি এমন নেতিয়ে পড়তেন যে বেশি দিন সেখানে থাকতে হলে ব্যাপারটা গড়াত সত্যিই আত্মা বাঁচানোর পর্যায়ে; পিটার্সবুর্গে কিন্তু তিনি আবার দিব্যি মানুষ হয়ে উঠতেন।

প্রিন্সেস বেট্সি ত্ভেরস্কায়া আর স্তেপান আর্কাদিচের মধ্যে অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা সম্পর্ক। স্তেপান আর্কাদিচ বরাবর রহস্য করে তাঁর সঙ্গে ছিনালি করতেন এবং রহস্য করেই অতি অশ্লীল এমন সব কথা বলতেন যা শুনতে বেট্সির সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে বলে তিনি জানতেন। কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তাটার পর দিন ওঁর কাছে গিয়ে নিজেকে তাঁর এতই যুবক বলে বোধ হচ্ছিল যে এই ছিনালি আর মুখ খারাপিতে অজ্ঞাতসারে এতই দূরে গিয়ে পেঁছালেন যে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি, অথচ দুঃখের বিষয় প্রিন্সেসকে তাঁর ভালো লাগত না শুধু নয়, বিছছিরিই লাগত। এই সুরটা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল কারণ বেট্সি সাতিশয় পছন্দ করতেন তাঁকে। তাই প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া আসায় তাঁদের দ্বৈত নিভৃতি ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি খুশি হয়েছিলেন খুবই।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'আ, আপনি এখানে। আপনার বেচারি বোনের খবর কী? ওভাবে চাইবেন না আমার দিকে' — তারপর যোগ দিলেন। 'যে লোকেরা ওঁর চেয়ে লক্ষ গুণ খারাপ তারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর তখন থেকে আমি মনে করে এসেছি যে খুব ভালো কাজই তিনি করেছেন। উনি যে পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন, সে খবর আমায় না দেওয়ায় ভ্রন্স্কিকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সর্বত্র যেতাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, কেমন? ওঁর কথা আমায় বলুন।'

'আপনার বোনের কথা আমায় বলুন' হৃদয়ের সরলতাবশে প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়ার এই কথাটাকে অকপট জ্ঞানে স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শুরু করেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবস্থা ওর সহ্যাতীত...' কিন্তু প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়ার যা অভ্যাস, তৎক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে শুরু করলেন।

'আমি ছাড়া সবাই যা করে থাকে কিন্তু লুকিয়ে রাখে তাই উনি করেছেন; প্রতারণা করতে উনি চান নি এবং চমৎকার কাজ করেছেন। কাজটা আরো ভালো হয়েছে এই জন্যে যে ত্যাগ করেছেন আপনার ঐ ক্ষীণবুদ্ধি জামাতাকে। মাপ করবেন, সবাই বলত উনি বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কেবল আমি বলেছিলাম উনি নির্বোধ। আর এখন তিনি যখন নিজেকে জড়ালেন লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদোর সঙ্গে, তখন সবাই বলছে উনি ক্ষীণবুদ্ধি, সব কথায় আপত্তি করে আমি আনন্দই পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে অপারক।'

'আচ্ছা, বলুন তো আমায়, কী এর মানে?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'গতকাল আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার বোনের ব্যাপার নিয়ে এবং চূড়ান্ত জবাব চেয়েছিলাম। উনি জবাব দিলেন না, বললেন ভেবে দেখবেন, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেলাম সন্ধ্যায় লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে যাবার নিমন্ত্রণপত্র।'

'বটে, বটে!' সহর্ষে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া, 'ওরা লাঁদোর পরামর্শ নেবে।'

'লাঁদোর কাছে কেন? কী জন্যে? এই লাঁদোই বা কে?'

'সে কি, Jules Landau, le fameux, Jules Landau, le clairvoyant* আপনি চেনেন না? এটিও একটি ক্ষীণবুদ্ধি প্রাণী, কিন্তু আপনার

বিখ্যাত জুল লাঁদো, দিব্যদৃষ্টি জুল লাঁদোকে (ফরাসি)।

বোনের ভাগ্য নির্ভর করছে ওর ওপর। এই দেখুন, মফস্বলে দিন কাটালে কী হয়, কোনোই খবর রাখেন না আপনি। মানে, প্যারিসের এক দোকান-কর্মচারী এই লাঁদো একদিন ডাক্তারের কাছে আসে আর অভ্যর্থনা-কক্ষে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ঘুমের মধ্যেই অন্য রোগীদের উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে। আর আশ্চর্য সব পরামর্শ। ইউরি মেলেদিন্স্কি — জানেন তো, তিনি অসুস্থ - তাঁর বউ লাঁদোর কথা শুনে তাকে নিয়ে আসেন স্বামীর কাছে। স্বামীর চিকিৎসা করলে লাঁদো। আমার মতে কিন্তু কোনো উপকার হয় নি, কেননা একইরকম দুর্বল থেকে গেছেন তিনি। তবে ওর ওপর এঁদের বিশ্বাস আছে, নিজেদের সঙ্গে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। রাশিয়াতেও নিয়ে এলেন। এখানে সবাই ছেঁকে ধরলে তাকে, সেও সবার চিকিৎসা শুরু করলে। কাউণ্টেস বেজজুবোভাকে সে সারিয়ে তোলে। উনি এত তার অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন যে তাকে পোষ্যপুত্র করে নেন।'

'পোষ্যপুত্র মানে?'

'পোষ্যপুত্র আর কি, ও আর এখন লাঁদো নয়, কাউণ্ট বেজজুবোভ। তবে ওটা কোনো কথা নয়, কিন্তু লিদিয়া -- ওকে আমি খুবই ভালোবাসি, কিন্তু মাথার ঠিক নেই ওর — বলাই বাহুল্য, লিদিয়া এখন লাঁদোর পেছনে ধরনা দিচ্ছে, ওকে ছাড়া লিদিয়া বা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, তাই আপনার বোনের ভাগ্য এখন এই লাঁদোর বা কাউণ্ট বেজজুবোভের হাতে।'

॥ ২১ ॥

বার্তেনিয়ান্স্কির ওখানে চমৎকার একটা ডিনার সেরে, প্রচুর পরিমাণ কনিয়াক টেনে স্তেপান আর্কাদিচ কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বাড়ি পেঁছলেন নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে।

'কাউণ্টেসের ওখানে আরো কে আছেন? ফরাসি?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পরিচিত ওভারকোট আর ফিতেটিতে বাঁধা অদ্ভুত একটা বাতুল গোছের কোটের দিকে দৃষ্টিপাত করে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

হল-পোর্টার কাটখোট্টা জবাব দিলে, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন আর কাউণ্ট বেজজুবোভ।'

'প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া ঠিকই ধরেছিলেন তো' — সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'আশ্চর্য! তবে ওঁর নেকনজরে থাকা ভালো। অগাধ ওঁর প্রভাব। উনি যদি পমোর্স্কিকে দুটো কথা বলেন, তাহলেই সব পাকা।'

আঙিনায় তখনো বেশ আলো ছিল, কিন্তু বাতি জ্বলছিল কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্দা নামানো ছোট ড্রয়িং-রুমটায়।

বাতির নিচে গোল টেবিলটার কাছে বসে কাউন্টেস আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলেন মৃদুস্বরে। ড্রয়িং-রুমের অন্য প্রান্তে বেঁটে রোগা একটি লোক দেয়ালের পোর্ট্রেটগুলো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। পাছা তাঁর মেয়েদের মতো, পা হাঁটুর কাছে ঢুকে যাওয়া, দেখতে সুপুরুষ, খুবই বিবর্ণ, সুন্দর জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে ফ্রক-কোটের কলারের ওপর। গৃহকর্ত্রী আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করার পর স্তেপান আর্কাদিচের দৃষ্টি আপনা থেকেই আবার পড়ল অপরিচিত লোকটির ওপর।

'মঁসিয়ে লাঁদো!' যে কোমলতা আর সন্তর্পণতা নিয়ে কাউন্টেস তাঁকে ডাকলেন তাতে চমক লাগল অব্‌লোন্‌স্কির। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

লাঁদো তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে কাছে এলেন, হেসে স্তেপান আর্কাদিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে নিজের ঘর্মাক্ত, অনড় হাত রেখেই তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন পোর্ট্রেট দেখতে। কাউন্টেস আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ অর্থময় দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'বিশেষ করে আজ আপনার দেখা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত' — কারেনিনের পাশে তাঁর আসনটা দেখিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

ফরাসিটির দিকে আর তৎক্ষণাৎ আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'আমি ওঁকে লাঁদো বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউন্ট বেজজুবোভ, যা আপনি জানেন নিশ্চয়। শুধু এই খেতাব উনি ভালোবাসেন না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি কাউন্টেস বেজজুবোভাকে উনি একেবারে সারিয়ে দিয়েছেন।'

'আজ আমার এখানে এসেছিলেন তিনি, এমন করুণ লাগছিল!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস, 'এটা ওঁর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচণ্ড একটা আঘাত!'

'নিশ্চিতই উনি যাচ্ছেন?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, যাচ্ছেন প্যারিসে। কাল উনি কণ্ঠস্বর শুনেছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আহ্ কণ্ঠস্বর!' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন অব্লোন্স্কি, অনুভব করলেন যে এই মহলটায় অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে, অথবা ঘটার কথা, তার চাবি নেই তাঁর হাতে, এখানে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে।

নামল এক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা যেন কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গে যাবার জন্য মিহি হেসে অব্লোন্স্কিকে বললেন:

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি, আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল। Les amis de nos amis sont nos amis.* তবে বন্ধু হতে হলে অপরের মন কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা দরকার। কিন্তু আমার আশংকা আছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় আপনি সেটা করছেন না। আপনি বুঝতে পারছেন কী বলতে চাইছি' — তাঁর অপূর্ব ভাবালু চোখ তুলে বললেন তিনি।

'অংশত, কাউণ্টেস, আমি বুঝি যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটা...' ব্যাপারটা কী ভালো না বুঝে, সুতরাং ভাসা ভাসা উক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়ে বললেন অব্লোন্স্কি।

'পরিবর্তনটা বাইরের অবস্থায় নয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে চলে যাচ্ছিলেন লাঁদোর কাছে, সপ্রেম দৃষ্টিতে তাঁকে অনুসরণ করে কড়া করে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'অন্তর ওঁর বদলে গেছে, নতুন অন্তর পেয়েছেন তিনি, আর আমার আশংকা ওঁর মধ্যে এই যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তা নিয়ে আপনি পুরো ভাবেন নি।'

'মানে, আমি সাধারণভাবে এই বদলটা কল্পনা করতে পারি। আমরা বরাবরই বন্ধু ছিলাম আর এখন...' কোমল দৃষ্টিতে কাউণ্টেসের দৃষ্টির প্রত্যুত্তর দিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ভাবতে লাগলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই মন্ত্রীর

* আমাদের বন্ধুর বন্ধুরা আমাদের বন্ধু (ফরাসি)।

মধ্যে কার কাছে ওঁর হয়ে দুটো কথা বলতে অনুরোধ করবেন সেটা জানা যায় কিভাবে।

'ওঁর মধ্যে যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তাতে নিকটতমদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ক্ষীণ হতে পারে না; বরং এ পরিবর্তনটায় সে ভালোবাসা বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না আমায়। চা খাবেন না?' ট্রেতে করে চা নিয়ে আসছিল যে চাপরাশিটি তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'পুরোটা নয়, কাউণ্টেস। বলাই বাহুল্য ওঁর দুর্ভাগ্য...'

'হ্যাঁ, ওঁর দুঃখ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিমাত্রায় এক সুখ, যখন হৃদয় হয়ে উঠেছে নতুন, ভরে উঠেছে সেই সুখে' — প্রেমাতুর দৃষ্টিতে স্তেপান আর্কাদিচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

'মনে হচ্ছে দু'জনের কাছেই সুপারিশ করতে অনুরোধ করা সম্ভব' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বললেন, 'নিশ্চয় কাউণ্টেস, তবে এই পরিবর্তনগুলো এতই গহন ব্যক্তিগত যে অতি ঘনিষ্ঠেরাও তা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে না।'

'বরং উলটো! আমাদের তা নিয়ে কথা বলে সাহায্য করতে হবে পরস্পরকে।'

'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যয়ের খুবই পার্থক্য থাকে তো, তা ছাড়া...' কোমল হাসি হেসে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি।

'পবিত্র সত্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই, কিন্তু...' বিব্রত হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে গেলেন। বুঝলেন যে ব্যাপারটা ধর্ম নিয়ে।

'আমার মনে হয় এখুনি উনি ঘুমিয়ে পড়বেন' — লিদিয়া ইভানোভনার কাছে এসে অর্থপূর্ণ অর্ধস্বরে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে দেখলেন। জানলার কাছে বসে লাঁদো আরাম-কেদারার হাতলে দু'হাত রেখে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে লক্ষ করে, মাথা তুলে শিশুর মতো সরল হাসি হাসলেন তিনি।

'ওঁর দিকে নজর দেবেন না' — লঘু ভঙ্গিতে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা; 'আমি লক্ষ করেছি...' কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময়

চাপরাশি ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে। লিদিয়া ইভানোভনা দ্রুত চিঠিটা পড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় জবাব লিখে দিয়ে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'আমি লক্ষ করেছি' — যে কথাটা শুরু করেছিলেন তা বলে চললেন, 'মস্কোর লোকেরা, বিশেষত পুরুষেরা ধর্মের ব্যাপারে একান্ত উদাসীন।'

'না, না, কাউণ্টেস, আমার মনে হয়, অতি নিষ্ঠাবান বলে মস্কোর লোকেদের নাম-ডাকই তো আছে' -- জবাব দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'তবে আমি যতটা বুঝেছি আপনি দুঃখের বিষয় উদাসীনদের দলে' — ক্লান্ত হাসিতে তাঁকে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'উদাসীন হয়ে আবার থাকা যায় নাকি!' লিদিয়া ইভানোভনা বললেন।

'এ ব্যাপারে আমি ঠিক উদাসীন নই, তবে প্রতীক্ষমাণ' -- সবচেয়ে মোলায়েম হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার মনে হয় না যে এই সব প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় এসেছে আমার।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'সময় হয়েছে কিনা সেটা জানা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়' -- কড়া করে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তৈরি কি তৈরি নই, সে চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ঐশীশক্তি মানুষের বিচার-বুদ্ধি মেনে চলে না: যারা খুব সচেষ্ট, মাঝে মাঝে তা কৃপা করে না তাদের, আবার মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব হয় সেই লোকের অন্তরে যে মোটেই তৈরি ছিল না।'

'না, মনে হচ্ছে এখনো হয় নি' — বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, এই সময়টা তিনি লক্ষ করছিলেন ফরাসিটির ভাবভঙ্গি।

লাঁদো উঠে এলেন তাঁদের কাছে।

'আপনাদের কথা আমার শোনায় আপত্তি করছেন না তো?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'শুনুন বৈকি, আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি' — সস্নেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'বসুন আমাদের সঙ্গে।'

'শুধু জ্যোতি থেকে যাতে বঞ্চিত না হই তার জন্যে চোখ খুলে রাখা দরকার' — তাঁর আগের কথার খেই ধরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি যে আছেন সেটা অনুভব করে কী যে সুখ পাই তা যদি জানতেন!' অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কিন্তু লোকের তো মনে হতে পারে যে অত উ'চুতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ধর্মীয় উচ্চতা মেনে নিয়ে তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে কপটতা করছেন সেটা টের পেলেও পমোর্স্কিকে যিনি একটি কথা বললেই বাঞ্ছিত পদটা তিনি পেতে পারেন, তাঁর কাছে নিজের মুক্ত চিন্তা কবুল করার সাহস পেলেন না তিনি।

'তার মানে, বলতে চান যে নিজের পাপ সে লোককে বাধা দিচ্ছে?' বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'কিন্তু সেটা একটা মিথ্যে ধারণা। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ নেই, পাপ ক্ষমা পেয়ে গেছে, মাপ করবেন' — আরেকটা চিঠি নিয়ে চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। সেটা পড়ে লিখিত নয়, মৌখিক জবাব দিলেন: 'বলে দাও কাল গ্র্যান্ড প্রিন্সেসের ওখানে। — বিশ্বাসীদের পাপ থাকে না' — আগের কথার জের টেনে বললেন তিনি।

'কিন্তু নিষ্ক্রিয় বিশ্বাস নিষ্প্রাণ' — প্রশ্নোত্তর বচনামৃত থেকে এই কথাটা স্মরণ করে, এখন শুধু হাসি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এঃই, আবার সেই সেণ্ট জেম্‌সের বাণী থেকে উদ্ধৃতি' — কিছুটা ভর্ৎসনার সুরে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এবং চাইলেন লিদিয়া ইভানোভনার দিকে; বোঝা গেল যেন ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন একাধিক বার। 'কত ক্ষতিই যে করেছে এই জায়গাটার ভুল ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যাটার মতো বিশ্বাস থেকে লোককে আর কিছু সরিয়ে দেয় না। 'আমি কাজ করছি না, অতএব আমি বিশ্বাসহীন' কোথাও এ কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে বিপরীতটাই।'

'ঈশ্বরের জন্যে খাটা, খেটে উপবাস দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ' — বিষাক্ত ঘেন্নায় বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আমাদের সাধুসন্তদের এ এক বিটকেলে চিন্তা... তদুপরি এটা যখন কোথাও বলা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল' — উৎসাহ দানের যে হাসিতে তিনি দরবারের নতুন আবহাওয়ায় অপ্রতিভ তরুণী রাজ্ঞী-সহচরীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই হাসি নিয়ে তিনি অব্‌লোন্‌স্কির দিকে চাইলেন।

'আমাদের ত্রাণ করেন খ্রিস্ট, আমাদের জন্যে যিনি যন্ত্রণা ভুগেছেন।

আমাদের ত্রাণ করে বিশ্বাস' — দৃষ্টিপাতে উৎসাহ দিয়ে কাউণ্টেসের কথাকে সমর্থন করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনি ইংরেজি বোঝেন?' জিগ্যেস করলেন লিদিয়া ইভানোভনা এবং সদর্থক উত্তর পেয়ে তাকে বই খুঁজতে লাগলেন।

'ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, 'নিরাপদ ও সুখী' নাকি 'পক্ষতলে'?' কারেনিনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন। তারপর বইটা বার করে ফের আসনে বসলেন, খুললেন বইটা: 'খুবই সংক্ষিপ্ত। কী করে বিশ্বাস লাভ করা যায়, সে পথের বর্ণনা আছে, আর তখন যে সুখ পার্থিবের ঊর্ধ্বে তাতে চিত্ত ভরে ওঠে। বিশ্বাসপ্রাণ লোক অসুখী হতে পারে না, কেননা তখন সে আর একা নয়। এই দেখুন।' পড়ে শোনাবার উপক্রম করতেই ফের চাপরাশি এল। 'বরোজ্দিনা? বলে দাও কাল দুটোর সময়। — হ্যাঁ' — বইয়ের পাতায় আঙুল রেখে অপরূপ ভাবালু চোখে সামনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই দেখুন, সত্যিকারের বিশ্বাস কাজ করে কিভাবে। সানিনা মারিকে চেনেন তো? ওর দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছেন? একমাত্র সন্তানকে সে হারায়। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কী হল? বিশ্বাস সে পেল। এখন নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঈশ্বরকে। এমনি সুখই দেয় বিশ্বাস!'

'হ্যাঁ, এটা খুবই...' স্তেপান আর্কাদিচ খুশি হয়ে বললেন, কারণ এইবার পড়া শুরু হবে এবং তাঁর খানিকটা সুযোগ হবে সম্বিত ফিরে পাবার। 'না, দেখা যাচ্ছে আজ কোনো অনুরোধ না করাই ভালো' — ভাবলেন তিনি, 'বেকুবি কিছু না করে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।'

'আপনার বোধ হয় বেজার লাগবে' — লাঁদোকে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আপনি তো ইংরেজি জানেন না, তবে জিনিসটা খুব ছোটো।'

'ও, আমি বুঝতে পারব' — ঐ একই হাসি নিয়ে কথাটা বলে চোখ মুদলেন লাঁদো।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন এবং শুরু হল পড়া।

॥ ২২ ॥

তাঁর কাছে নতুন, অদ্ভুত যেসব কথা তিনি শুনলেন, তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। পিটার্সবুর্গী জীবনের বৈচিত্র্য সাধারণত তাঁকে চাঙ্গা ক'রে মস্কোর অচলতা থেকে টেনে তুলত; তবে এ বৈচিত্র্য তিনি বুঝতেন আর ভালোবাসতেন চেনাপরিচিত ও ঘনিষ্ঠদের মহলে। কিন্তু এই অনাত্মীয় পরিমণ্ডলে তিনি হতভম্ব, স্তম্ভিত হয়ে যান, কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পঠন শুনতে শুনতে আর নিজের ওপর লাঁদোর সুন্দর, সরল নাকি ধূর্ত দৃষ্টি (নিজেই তিনি জানতেন না ঠিক কী) অনুভব করে স্তেপান আর্কাদিচের মাথার মধ্যে কেমন একটা ভার বোধ হতে থাকল।

হরেকরকম চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। 'মারি সানিনা আহ্লাদিত যে তার শিশুসন্তান মারা গেছে... এখন একটু ধূমপান করলে হত... ত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস, কিন্তু কী করে তা পাওয়া যায়, সাধুসন্তেরা জানে না, জানেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা... কিন্তু আমার মাথা এত ভার-ভার লাগছে কেন? কনিয়াক থেকে, নাকি এ সব অতি উদ্ভট বলে? তাহলেও মনে হয় এতক্ষণ পর্যন্ত আমি অশোভন কিছু করি নি। কিন্তু তবুও তাঁকে অনুরোধ করা আর চলে না চাকরির জন্যে। শুনেছি ওরা লোককে বাধ্য করে প্রার্থনা করতে। আমাকেও আবার বাধ্য না করে। সেটা হবে বড়ো বেশি নির্বুদ্ধিতা। কী ছাইভস্ম পড়ছে, কিন্তু উচ্চারণ করছে ভালো। লাঁদো — বেজজুবোভ। কিন্তু বেজজুবোভ কেন?' হঠাৎ স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করলেন যে তাঁর নিচের চোয়াল অবাধ্য হয়ে ঝুলে পড়ছে হাই তোলায়। হাইটা তিনি চাপা দিলেন তাঁর গালপাট্টা ঠিক ক'রে। গা-ঝাড়া দিলেন তিনি। কিন্তু এর পরে তিনি টের পেলেন যে ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, নাক ডাকার উপক্রম হচ্ছে। 'উনি ঘুমোচ্ছেন' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গলা শুনতে পাওয়া মাত্র জেগে উঠলেন তিনি।

স্তেপান আর্কাদিচ জেগে উঠলেন আতংকে, তিনি দোষী, দোষ ধরা পড়েছে এমন একটা অস্বস্তিতে। কিন্তু 'উনি ঘুমোচ্ছেন' কথাটা যে তাঁর সম্পর্কে নয়, লাঁদো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা দেখতে পেয়ে তক্ষুনি শান্ত হয়ে এলেন তিনি। ফরাসিটিও ঘুমিয়ে পড়েছেন স্তেপান আর্কাদিচের

মতো। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ভেবেছিলেন তাঁর ঘুমে ওঁরা অপমানিত বোধ করবেন (তবে সবই এমন অদ্ভুত ঠেকছিল যে এটা তিনি ভাবেন নি), ওদিকে লাঁদোর ঘুম ওঁদের, বিশেষ করে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে অসাধারণ খুশি করে দিলে।

'Mon ami'* — শব্দ না করে তাঁর সিল্ক গাউনের ভাঁজ সন্তর্পণে ঠিক করতে করতে লিদিয়া ইভানোভনা কারেনিনকে তাঁর অভ্যস্ত সম্ভাষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উত্তেজনাবশে ভুলে গিয়ে ডাকলেন 'mon ami' বলে, 'donnez lui la main. Vous voyez?** শ্-শ্!' চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তাকে সাবধান করে দিলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হবে না।'

আরাম-কেদারার পিঠে মাথা হেলিয়ে ফরাসিটি ঘুমোচ্ছিলেন অথবা ঘুমের ভান করছিলেন, হাঁটুর ওপরে রাখা ঘর্মাক্ত হাতের ক্ষীণ নড়াচড়ায় মনে হচ্ছিল কী যেন ধরতে চাইছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন, ভেবেছিলেন উঠবেন সাবধানে, তাহলেও হোঁচট খেলেন টেবিলে। ফরাসিটির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। স্তেপান আর্কাদিচও ঘুমিয়ে থাকলে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য উঠলেন, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগলেন কখনো একজনকে কখনো অন্যজনকে। না, সবই দেখছেন জাগ্রত অবস্থায়, টের পেলেন মাথার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে।

চোখ না মেলে ফরাসিটি বললেন, 'যে এসেছে সবার শেষে, যে কিছু চাইবে ভাবছে সে চলে যাক! চলে যাক!'

'মাপ করবেন, কিন্তু দেখছেন তো... আসুন দশটা নাগাদ, আরো ভালো হয় কাল।'

'চলে যাক!' অসহিষ্ণু হয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন ফরাসিটি।

'এটা আমার সম্পর্কে, তাই না?'

সমর্থনসূচক জবাব পেয়ে লিদিয়া ইভানোভনার কাছে কী চাইবেন ভাবছিলেন ভুলে গিয়ে, বোনের ব্যাপারটাও বিস্মৃত হয়ে, শুধু যথাসত্বর এখান থেকে কেটে পড়ার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ পা টিপে টিপে বেরুলেন, তারপর যেন সংক্রামিত একটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছেন

* বন্ধুবর (ফরাসি)।

** হাত বাড়িয়ে দিন ওঁর দিকে। দেখছেন না? (ফরাসি।)

এমনভাবে ছুটে গেলেন রাস্তায়। নিজেকে তাড়াতাড়ি সুস্থির করে তোলার জন্য অনেকখন ধরে কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন রসিকতা করে।

ফরাসি থিয়েটারে শেষ অংকে পে'ছে, তারপর তাতার সরাইয়ে শ্যাম্পেন খেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যেন খানিকটা হাঁপ ছাড়লেন তাঁর নিজের বাতাসে। তাহলেও এ সন্ধ্যাটায় তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না।

পিটার্সবুর্গে তিনি উঠেছিলেন পিওত্র অব্লোন্স্কির ওখানে, সেখানে ফিরে তিনি বেট্সির চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন, যে আলাপটা শুরু হয়েছিল সেটা শেষ করতে তিনি ভারি ইচ্ছুক, স্তেপান আর্কাদিচ যেন কাল আসেন। চিঠিটা পড়ে মুখ কোঁচকাতে না কোঁচকাতেই নিচে থেকে কানে এল বোঝা নিয়ে ওঠা লোকেদের ভারী পদশব্দ।

স্তেপান আর্কাদিচ দেখতে বেরলেন। বোঝাটা — জোয়ান হয়ে ওঠা পিওত্র অব্লোন্স্কির। এতই তিনি মাতাল যে সি'ড়ি দিয়ে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি লোকেদের হুকুম করলেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং তাঁকে ধরে গেলেন তাঁর ঘরে। ঘরে গিয়ে সন্ধেটা কেমন কাটালেন, সে গল্প শুরু করেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

স্তেপান আর্কাদিচ ছিলেন মনমরা, যা তিনি হন কদাচিৎ, ঘুমতে পারলেন না অনেকখন। যা কিছুই তাঁর মনে পড়ছিল, সবই জঘন্য লাগছিল, কিন্তু সবার চেয়ে জঘন্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে সন্ধেটা কাটানোর স্মৃতি, যেন সেটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার।

পরের দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে তিনি পেলেন আন্নার বিবাহবিচ্ছেদে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান এবং বুঝলেন. কাল তাঁর সত্যিকার অথবা ভান করা ঘুমে ফরাসিটা যা বলেছেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে।

॥ ২৩ ॥

পারিবারিক জীবনে কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হলে প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল, নয় প্রেমময় মিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা যখন এর কোনোটাই নয়, রয়েছে তা একটা অনির্দিষ্ট অবস্থায়, তখন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায় না।

কোনো কোনো পরিবার যে দু'জনের কাছেই অসহ্য একটা জায়গায় দিন কাটিয়ে যায় বছরের পর বছর, তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে পুরো মিল বা অমিল নেই।

সূর্য যখন আর বসন্ত নয়, গ্রীষ্মকালের মতো কিরণ দিচ্ছে, বুলভারের সব গাছ অনেকদিন আগেই যখন পাতায় ঢাকা আর পাতাগুলো ধূলিধূসর, তখন এই উত্তাপ আর ধুলোয় ভ্রন্স্কি আর আন্নার কাছে মস্কো জীবন হয়ে উঠেছিল অসহ্য; কিন্তু তাঁরা ভজ্‌দ্ভিজেনস্কয়ে গেলেন না, যা অনেক আগেই স্থির হয়ে ছিল, বিরক্তিকর মস্কোতেই থাকতে লাগলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না ইদানীং।

যে জ্বালাটা তাঁদের তফাৎ করে দিচ্ছিল, বাইরের কোনো কারণ ছিল না তার, বোঝাবুঝির সমস্ত চেষ্টায় তা দূর না হয়ে বেড়েই উঠছিল। এটা ছিল আভ্যন্তরীণ জ্বালা, আন্নার পক্ষে তার কারণ ভ্রন্স্কির প্রেমে ভাটা, ভ্রন্স্কির পক্ষে — উনি যে নিজেকে একটা দুঃসহ অবস্থায় ফেলেছেন, আন্না যে সেটাকে সহনীয় না করে বরং আরো দুঃসহ করে তুলছেন তার জন্য অনুশোচনা। দু'জনের কেউ তাঁদের জ্বালার কারণ বলেন নি, কিন্তু দু'জনেই মনে করতেন যে অন্যায় করছে অপরে এবং ছুতো পেলেই চেষ্টা করতেন পরস্পরের কাছে তা প্রমাণ করার।

আন্না মনে করতেন, ভ্রন্স্কি তাঁর আচার-অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, তাঁর চিত্ত ও দেহের গঠন, সব নিয়ে উদ্দিষ্ট কেবল একটা জিনিসের জন্য — নারীর প্রতি প্রেম, আর এই যে প্রেম কেবল তাঁর প্রতিই উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি বোধ করতেন, সেটা হ্রাস পাচ্ছিল; সুতরাং, তাঁর যুক্তি অনুসারে এই প্রেমের একাংশ তিনি নিশ্চয় সরিয়ে দিচ্ছেন এক বা একাধিক অন্য নারীতে — এবং ঈর্ষা হত তাঁর। ঈর্ষা হত কোনো একজন নারী উপলক্ষে নয়, ভ্রন্স্কির প্রেম কমে যাচ্ছে বলে। ঈর্ষার উপলক্ষ না থাকায় সেটা তিনি খুঁজতেন। সামান্য একটু আঁচ পেলেই তাঁর ঈর্ষা সরে যেত একজন থেকে অন্যজনে। কখনো তাঁর ঈর্ষা হত সেই সব বিশ্রী নারীদের জন্য, নিজের অবিবাহিত অবস্থার দরুন ভ্রন্স্কি অমন সহজে যাদের সঙ্গে মিলন সম্পর্কে যেতে পারতেন; কখনো ঈর্ষা করতেন উচ্চ সমাজের নারীদের, যাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন তিনি; কখনো ঈর্ষা হত কল্পিত এক বালিকাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভ্রন্স্কি যাকে বিয়ে করতে চান। এই শেষ ঈর্ষাটা বেশি যন্ত্রণা দিত তাঁকে, বিশেষ করে এই জন্য যে

মনখোলা একটা মুহূর্তে ভ্রন্‌স্কি নিজেই অসাবধানে বলে ফেলেছিলেন যে মা তাঁকে এতই কম বোঝেন যে প্রিন্সেস সরোকিনাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন।

আর ঈর্ষাবশে ভ্রন্‌স্কির ওপর রাগ হত আন্নার এবং সবকিছুতে সে রাগের অজুহাত খুঁজতেন তিনি। আন্নার সমস্তই যে দুঃসহ, তার সবকিছুর জন্য তিনি দায়ী করতেন ভ্রন্‌স্কিকে। প্রতীক্ষার যে যন্ত্রণাকর পরিস্থিতিতে তিনি আকাশ-মাটির মাঝখানে ভাসমান জীবন কাটাচ্ছেন মস্কোয়, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দীর্ঘসূত্রিতা আর সিদ্ধান্তে অক্ষমতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা — সবকিছুর দায় তিনি চাপাতেন ভ্রন্‌স্কির ওপর। যদি তিনি আন্নাকে ভালোবাসতেন, তাহলে বুঝতেন তাঁর অবস্থার অসহ্যতা এবং এ থেকে উদ্ধার করতেন তাঁকে। আন্না যে গ্রামে নয়, মস্কোয় রয়েছেন, সে তো ওঁরই দোষ। গ্রামে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন না তিনি, যেটা আন্না চাইছিলেন। উচ্চ সমাজ তাঁর আবশ্যক, তাই আন্নাকে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তিনি রেখেছেন, যার দুঃসহতা তিনি বুঝতে চান না। ছেলের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সেটাও ওঁরই দোষ।

মমতার যে বিরল মুহূর্তগুলো দেখা দিত তাঁদের মধ্যে, তাতেও শান্তি পেতেন না আন্না; ভ্রন্‌স্কির মমতায় আন্না এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রশান্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছায়া যা আগে ছিল না, এতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

তখন গোধূলি। আন্না একা, ভ্রন্‌স্কি গিয়েছিলেন অবিবাহিতদের ডিনারে, সেখান থেকে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর স্টাডিতে (রাস্তার গোলমাল যেখানে শোনা যায় সবচেয়ে কম) আগে-পিছে পায়চারি করতে করতে আন্না ভাবছিলেন গতকালের ঝগড়াটার খুঁটিনাটি কথা। কলহের সমস্ত অপমানকর উক্তিগুলো থেকে তাদের উপলক্ষে ফিরে আন্না শেষ পর্যন্ত কথাবার্তার শুরুটায় পেঁছিলেন। বহুক্ষণ তাঁর বিশ্বাস হল না যে কলহ শুরু হতে পারে এমন নিরীহ, কারো মনে ঘা না-দেওয়া কথাবার্তা থেকে। অথচ আসলে হয়েছিল তাই-ই। শুরু হয়েছিল এই থেকে যে ভ্রন্‌স্কি হাসাহাসি করছিলেন নারী জিমন্যাসিয়াম নিয়ে, তাঁর মতে ওগুলো নিষ্প্রয়োজন, আর আন্না তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সাধারণভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল ভ্রন্‌স্কির, বললেন যে হান্না নামে যে ইংরেজ

বালিকাটিকে আন্না নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, পদার্থবিদ্যার জ্ঞান তার দরকার নেই।

এতে চটে ওঠেন আন্না। নিজের কাজের ওপর একটা অবজ্ঞা এতে দেখতে পেলেন তিনি। এবং ভেবেচিন্তে এমন একটা কথা তিনি বলেন যাতে তাঁর দেওয়া আঘাতটার শোধ দেওয়া যায়।

'এমন আশা করি না যে আপনি আমাকে, আমার অনুভূতিকে বুঝবেন যে ভালোবাসে সে যেভাবে বুঝতে পারে, তবে সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু আশা করেছিলাম' — বলেছিলেন আন্না।

এবং বাস্তবিকই বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠেন ভ্রন্স্কি, কী একটা অপ্রীতিকর কথা বলেন তিনি। আন্নার মনে পড়ল না তিনি নিজে কী জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময় স্পষ্টতই তাঁর মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছাতেই বলেন:

'ও মেয়েটির প্রতি আপনার যা টান তাতে আমার উৎসাহ নেই তা সত্যি, কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওটা অস্বাভাবিক।'

দুর্বহ জীবনকে সইবার জন্য অত কষ্টে আন্না যে জগৎটাকে গড়ে তুলেছিলেন তাকে চুরমার করে দেবার এই নিষ্ঠুরতা, তাঁকে কপট, অস্বাভাবিক বলার এই অন্যায়টায় আন্না ফেটে পড়েন।

'খুবই দুঃখের কথা যে কেবল স্থূল আর বৈষয়িক ব্যাপারগুলোই আপনার কাছে বোধগম্য আর স্বাভাবিক' — এই বলে আন্না বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

গত সন্ধ্যায় ভ্রন্স্কি যখন আসেন আন্নার কাছে, কলহটার কথা তাঁরা তোলেন না, কিন্তু দুজনেই টের পাচ্ছিলেন যে ঝগড়াটা চাপা পড়েছে মাত্র, চুকে যায় নি।

আজ সারা দিন ভ্রন্স্কি বাড়ি ছিলেন না, আন্নার এত একলা-একলা লাগছিল, ভ্রন্স্কির সঙ্গে ঝগড়াটায় এত ভার বোধ হচ্ছিল যে সবকিছু ভুলে যেতে, ক্ষমা করতে, ওঁর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চাইছিলেন তিনি, চাইছিলেন নিজেকে দোষী করে ভ্রন্স্কিকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে।

'আমার নিজেরই দোষ। আমি খিটখিটে, অসম্ভব ঈর্ষাপরায়ণ। ওর সঙ্গে মিটিয়ে নেব, চলে যাব গ্রামে, সেখানে শান্তিতে থাকব আমি' — মনে মনে বললেন তিনি।

'অস্বাভাবিক' — হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, যা কথায় ততটা অপমানকর নয়, যতটা তাঁকে ব্যথা দেবার সংকল্পে।

'জানি কী বলতে চেয়েছিল ও; বলতে চেয়েছিল নিজের মেয়েটিকে ভালো না বেসে পরের শিশুকে ভালোবাসা অস্বাভাবিক। শিশুদের ভালোবাসা, যে সেরিওজাকে আমি ওর জন্যে ত্যাগ করেছি তাকে আমার ভালোবাসার কী বোঝে সে? না, এ শুধু আমাকে ব্যথা দেওয়ার অভিসন্ধি! না, অন্য নারীকে সে ভালোবাসে, তা ছাড়া হতে পারে না!'

আর নিজেকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি বহুবার অতিক্রান্ত চক্র আবার পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আগের সেই তিতিবিরক্তিতে; তা দেখে নিজেকেই ভয় পেয়ে যান তিনি। 'সত্যিই কি হবার নয়? দোষ মেনে নিতে সত্যিই কি আমি অক্ষম?' মনে মনে বলে তিনি আবার শুরু করলেন গোড়া থেকে; 'ও সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, আমায় ও ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি ওকে, দিন কয়েকের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিসের আর দরকার থাকল? দরকার শান্তি, আস্থা, দোষ মেনে নেব। এবার ও এলে বলব যে আমার দোষ, যদিও দোষ আমার নয়, তারপর চলে যাব।'

এবং আরো ভাবনা যাতে থামে, মনের জ্বলুনি যাতে চাপা পড়ে, তার জন্য ঘণ্টি বাজিয়ে দাসীদের ডেকে ট্রাংকগুলো এনে গ্রামে যাবার জন্য প্যাক করতে বললেন।

ভ্রন্‌স্কি এলেন দশটার সময়।

॥ ২৪ ॥

'কী, জমেছিল তো?' দোষী-দোষী বশীভূত ভাব নিয়ে আন্না এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

'যেমন সচরাচর' — এই বলে আন্নার দিকে একবার চাইতেই বুঝলেন যে আন্নার মেজাজ অতি প্রসন্ন। এই মেজাজ-বদলে তিনি অভ্যস্তই, আজ তাতে তাঁর খুবই আনন্দ হল, তাই নিজেও অতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এ কী দেখছি! হ্যাঁ, এটা ভালো!' হলঘরে ট্রাংকগুলোকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'হ্যাঁ চলে যাওয়াই দরকার। আজ আমি গাড়ি করে বেড়াতে

বেরিয়েছিলাম, এত ভালো লাগছিল যে গ্রামের জন্যে মন কেমন করে উঠল। এখানে তোমার তো আটকে থাকার কিছু নেই?'

'শুধু ওইটেই আমার বাসনা। পোশাক বদলে এক্ষুনি আসছি, কথাবার্তা কইব। চা দিতে বলো।'

ভ্রন্স্কি গেলেন তাঁর স্টাডিতে।

শিশু যখন দুষ্টুমি থামায় তখন লোকে তাকে যা বলে, সেভাবে 'হ্যাঁ, এটা ভালো' বলার মধ্যে অপমানকর কিছু একটা ছিল; আরো বেশি অপমানকর ছিল আন্নার দোষী-দোষী আর ওঁর আত্মনিশ্চিত ভাবের মধ্যে বৈপরীত্য। আন্না টের পেলেন তাঁর মধ্যে সংগ্রামের একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; কিন্তু নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আন্না সেটা দমন করলেন, ভ্রন্স্কির সামনে রইলেন একইরকম হাসিখুশি।

ভ্রন্স্কি যখন তাঁর কাছে এলেন, তাঁকে তিনি বললেন অংশত আগে থেকে তৈরি করা কথার পুনরাবৃত্তি করে, দিনটা তাঁর কেমন কেটেছে, কী তাঁর পরিকল্পনা গ্রামে চলে যাবার।

'জানো, প্রায় প্রেরণা এসে গেছে আমার। বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে কী দরকার এখানে অপেক্ষা করার? গ্রামেও তো পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করতে চাই না আমি, বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই না। ঠিক করে ফেলেছি ওটায় আর কিছু এসে যাবে না আমার জীবনে। তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই!' আন্নার উত্তেজিত মুখের দিকে অস্বস্তিভরে তাকিয়ে বললেন ভ্রন্স্কি।

'তোমরা কী করলে ওখানে? কে কে ছিল?' একটু চুপ করে থেকে শুধালেন আন্না।

অতিথিদের নাম করলেন ভ্রন্স্কি।

'ডিনার ছিল চমৎকার, বাইচ-টাইচ দৌড়, সবই বেশ ভলো, কিন্তু মস্কোয় একটা-না-একটা ridicule* ছাড়া কিছু ঘটে না। উদিত হলেন কে এক মহিলা, সুইডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা, দেখালেন তাঁর বিদ্যে।'

'সেকি? সাঁতরাল?' ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

* হাস্যকর ব্যাপার (ফরাসি)।

'কী একটা লাল costume de natation,* বুড়ি, বদখত চেহারা। তাহলে কবে যাচ্ছ?'

'কী যে পাগলামি! সাঁতরায় অসাধারণ কিছু?' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলেন আন্না।

'মোটেই অসাধারণ নয়। আমি বলব সাংঘাতিক হাঁদামি। তাহলে কবে যাবে ভাবছ?'

আন্না মাথা ঝাঁকালেন, যেন বিছছিরি ভাবনাটা তাড়াতে চান।

'কবে যাচ্ছ? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কাল গুছিয়ে ওঠা যাবে না, পরশু।'

'বেশ... না, সম্ভব হবে না। পরশু রবিবার, মায়ের কাছে যেতে হবে'— ভ্রন্‌স্কি বললেন অস্বস্তিভরে, কেননা মায়ের নাম করা মাত্র তিনি অনুভব করলেন তাঁর ওপর স্থির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর অস্বস্তিতে পুষ্ট হল আন্নার সন্দেহ। লাল হয়ে উঠে তিনি সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। এখন আর সুইডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা নয়, মনে তাঁর ভেসে উঠল প্রিন্সেস সরোকিনার ছবি, মস্কোর উপকণ্ঠে গ্রামে যিনি থাকেন কাউণ্টেস ভ্রন্‌স্কায়ার সঙ্গে।

'তুমি তো কালও যেতে পারো?' আন্না বললেন।

'আরে না, যে ব্যাপারটার জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, অনুমতিপত্র আর টাকা, সেটা কালকে পাওয়া যাবে না' — উনি বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে আদৌ আমরা যাব না।'

'কেন?'

'এর পরে আমি যাব না। হয় সোমবার নতুবা কদাচই নয়!'

'কেন?' যেন অবাক হয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'এর তো কোনো মানে হয় না!'

'তোমার কাছে মানে হয় না, কারণ আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার জীবনটা তুমি বুঝতে চাও না। এখানে একমাত্র যেটা আমায় ব্যস্ত রেখেছে, সে — হান্না। তুমি বলো ওটা ভান। কালই তো তুমি বলেছ যে আমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি না আর ভান করি যে ইংরেজ খুকিটিকে

* সুইমিং কস্টিউম (ফরাসি)।

ভালোবাসি, এটা অস্বাভাবিক; জানতে চাই এখানে কোন জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে!'

মুহূর্তের জন্য আন্নার চৈতন্য হয়েছিল, নিজের সংকল্প ভঙ্গ করছেন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেই যে নিজের সর্বনাশ করছেন তা জেনেও সংযত থাকতে পারলেন না, ভ্রন্‌স্কিরই যে অন্যায় সেটা না দেখিয়ে পারলেন না, পারলেন না ওঁর কাছে নত হতে।

'আমি ও কথা কখনো বলি নি; বলেছিলাম এই আকস্মিক ভালো-বাসাটায় আমার সহানুভূতি নেই।'

'তুমি তোমার স্পষ্টতার বড়াই করো, কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না কেন?'

'বড়াই আমি কখনো করি নি, অসত্য আমি বলি না' — ভেতরে যে রাগটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল. সেটাকে চেপে রেখে মৃদুস্বরে বললেন তিনি; 'খুবই দুঃখের কথা যে তুমি সম্মান করছ না...'

'সম্মান কথাটা বানানো হয়েছে শূন্য জায়গাটা আড়াল করার জন্যে যেখানে প্রেম থাকার কথা। কিন্তু তুমি যদি আর ভালো না বাসো, তবে সেটা বলাই হবে বেশি ভালো আর সৎ।'

'না, একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি। তারপর আন্নার সামনে থেমে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমার সহ্যশক্তিকে কেন তুমি পরীক্ষা করো বলো তো' — বললেন এমন ভাব করে যেন আরো অনেককিছু বলতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলছেন না, 'ওর একটা সীমা আছে।'

'কী আপনি বলতে চান এতে?' আতংকে আন্না চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁর সারা মুখে, বিশেষ করে নিষ্ঠুর ভীষণ চোখে সুস্পষ্ট ঘৃণা দেখে।

'আমি বলতে চাই ...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু থেমে গেলেন। 'আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত কী আপনি চান আমার কাছে।'

'কী আমি চাইতে পারি? আমি শুধু চাইতে পারি যে আপনি আমায় যেন ত্যাগ না করেন, যেটা আপনি ভাবছেন' — ভ্রন্‌স্কি যা সম্পূর্ণ করে বলেন নি, সেটা বুঝে নিয়ে আন্না বললেন; 'তবে ওটা আমি চাই না, ওটা গৌণ। আমি চাই ভালোবাসা কিন্তু সেটা নেই। তার মানে সব শেষ হয়ে গেছে!'

দরজার দিকে গেলেন তিনি।

'দাঁড়াও! দাঁ-ড়াও!' ভুরুর অন্ধকার কুঞ্চন বজায় রেখেই তবে হাত দিয়ে

আন্নাকে থামিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'কী এমন হল? আমি বললাম যে যাওয়াটা তিন দিন পেছিয়ে দিতে হবে, আর তুমি আমায় বললে যে আমি মিথ্যে বলছি, আমি অসাধু লোক।'

'হ্যাঁ,আবার বলছি, এমন লোক যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে বলে ভর্ৎসনা করে আমায়' — আন্না বললেন আরো আগেকার একটা কলহে বলা কথাটা স্মরণ করে, 'অসাধু লোকের চেয়েও এ খারাপ, এ হৃদয়হীন লোক।'

'নাহ্‌, সহ্যের একটা সীমা আছে!' চেঁচিয়ে উঠে উনি ঝট করে আন্নার হাত ছেড়ে দিলেন।

'আমায় ও ঘৃণা করে, এটা পরিষ্কার' — আন্না ভাবলেন এবং ফিরে না চেয়ে নীরবে স্খলিত পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'অন্য নারীকে ও ভালোবাসে, এটা আরো পরিষ্কার' — নিজের ঘরে ঢুকে আন্না ভাবলেন মনে মনে; 'আমি চাই ভালোবাসা, সেটা নেই। তাহলে সব শেষ' — আগে বলা নিজের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'আর শেষ করে দেওয়াই উচিত।'

'কিন্তু কী করে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, বসলেন আয়নার সামনেকার আরাম-কেদারায়।

কোথায় তিনি এখন যাবেন, পিসির কাছে, যিনি তাঁকে মানুষ করেছেন, ডল্লির কাছে, নাকি একলা বিদেশে, কী এখন ভ্রন্‌স্কি করছেন একলা তাঁর স্টাডিতে, ঝগড়াটা কি চূড়ান্ত নাকি মিটমাট হওয়া এখনো সম্ভব, তাঁর সম্পর্কে কী এখন বলাবলি করবে পিটার্সবুর্গে তাঁর ভূতপূর্ব পরিচিতেরা, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ব্যাপারটা কিভাবে দেখবেন, এই সব এবং বিচ্ছেদের পর কী হবে তা নিয়ে নানান চিন্তার উদয় হল তাঁর মনে। কিন্তু এতে তিনি একেবারে ভেসে গেলেন না। প্রাণের মধ্যে অস্পষ্ট আরো একটা চিন্তা ছিল, শুধু সেটাই আকর্ষণ করছিল তাঁকে, কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছিলেন না তিনি। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কথা আর একবার ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল প্রসবের পরে তাঁর পীড়া এবং যেসব অনুভূতি তাঁকে তখন রেহাই দিচ্ছিল না, তার কথা। 'কেন আমি মরলাম না?' মনে পড়ল তাঁর তখনকার কথা আর তখনকার চিত্তাবেগ। আর হঠাৎ আন্না বুঝতে পারলেন কী রয়েছে তাঁর প্রাণের গভীরে। হ্যাঁ, এটা সেই চিন্তা শুধু যেটাই সবকিছুর সমাধান করবে। 'হ্যাঁ, মরতে হবে!..'

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আর ছেলের লজ্জা ও কলংক, আর আমার ভয়ঙ্কর লজ্জা — সব মুছে যাবে মৃত্যুতে। মরব — আর ও পরিতাপ করবে, দুঃখ করবে, ভালোবাসবে, কষ্ট পাবে আমার জন্যে।' নিজের ওপর সমবেদনার একটা হাসি লেগে রইল তাঁর ঠোঁটে, আরাম-কেদারায় বসে বাঁ হাতের আংটিটা খুলতে আর পরতে লাগলেন তিনি, মৃত্যুর পর নানা দিক থেকে ওর মনোভাব জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠতে থাকল তাঁর মনে।

ভ্রন্‌স্কির এগিয়ে আসা পদক্ষেপ, ওঁর পদক্ষেপ জাগিয়ে তুলল তাঁকে। যেন নিজের আংটিগুলো রাখা নিয়েই তিনি ব্যস্ত, এমন ভাব করে আন্না তাঁর দিকে এমনকি চেয়েও দেখলেন না।

আন্নার কাছে এসে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি মৃদুস্বরে বললেন:

'আন্না, যদি চাও পরশুই যাব। আমি সবকিছুতে রাজি।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

'কী?' জিগ্যেস করলেন ভ্রন্‌স্কি।

'তুমি নিজেই জানো' — এই বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আন্না ডুকরে উঠলেন।

কান্নার দমকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ত্যাগ করো আমায়, ত্যাগ করো! কালই আমি চলে যাব... তারও বেশি কিছু করব। কে আমি? ব্যভিচারিণী নারী। তোমার গলায় একটা পাথর। তোমায় কষ্ট দিতে আমি চাই না, চাই না! তোমায় মুক্তি দেব আমি। তুমি আমায় ভালোবাসো না, ভালোবাসো অন্য কাউকে!'

শান্ত হবার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন ভ্রন্‌স্কি, নিশ্চয় করে বললেন যে তাঁর ঈর্ষার সামান্যতম ভিত্তি নেই, ওঁকে ভালোবাসায় কখনো তিনি ক্ষান্ত হন নি, হবেন না, এখন তাঁকে ভালোবাসছেন আগের চেয়েও বেশি।

'আন্না, কেন অমন যন্ত্রণা দাও নিজেকেও, আমাকেও?' তাঁর করচুম্বন করে বললেন ভ্রন্‌স্কি। এখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে কোমলতা আর আন্নার মনে হল তিনি যেন কানে শুনছেন তাঁর কণ্ঠস্বরে অশ্রুবর্ষণধ্বনি, হাতে অনুভব করছেন তার আর্দ্রতা। মুহূর্তে আন্নার মরিয়া ঈর্ষা পরিণত হল মরিয়া, আবেগমথিত কোমলতায়। ভ্রন্‌স্কিকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা, গলা, হাত তিনি ছেয়ে দিলেন চুম্বনে।

॥ ২৫ ॥

পুরোপুরি মিটমাট হয়ে গেছে অনুভব করে আন্না সকাল থেকে সোৎসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যদিও স্থির হয় নি যাওয়া হবে সোমবার নাকি মঙ্গলবার, কেননা কাল দু'জনেই দু'জনের ওপর তার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাহলেও আন্না সযত্নে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, যাওয়া হবে একদিন আগে কি পরে তাতে তাঁর একেবারেই কিছু এসে যায় না। খোলা একটা ট্রাঙ্কের ওপর ঝুঁকে জিনিসপত্র বাছছিলেন তিনি, এমন সময় পোশাক আশাক পরে, সচরাচরের চেয়ে আগে ভ্রন্স্কি এলেন তাঁর কাছে।

বললেন, 'এখনি মায়ের কাছে যাচ্ছি, টাকা উনি আমায় পাঠাতে পারেন ইয়েগরভের হাত দিয়ে। কালই যাবার জন্যে আমি তৈরি।'

মন যত ভালোই থাক, মায়ের উল্লেখমাত্রই আন্নার বুকে যেন ছোরা বিঁধল।

'না, আমি নিজেই গুছিয়ে উঠতে পারব না' — আন্না বললেন এবং তক্ষুনি ভাবলেন: 'তাহলে আমি যা চেয়েছিলাম, তার ব্যবস্থা করা যেত দেখছি।' — 'না, তুমি যা চেয়েছিলে তাই করো। ডাইনিং-রুমে যাও, আমি শুধু এই নিষ্প্রয়োজন জিনিসগুলো বেছে এক্ষুনি আসছি' — এই বলে তিনি আন্নুশ্কার হাতে আরো কিসব তুলে দিতে লাগলেন, এর মধ্যেই সে হাতে জমে উঠেছিল ন্যাতাকানির ডাঁই।

আন্না যখন ডাইনিং-রুমে এলেন, ভ্রন্স্কি তখন বিফস্টিক খাচ্ছিলেন।

'তুমি ভাবতে পারবে না এই ঘরগুলোয় কিরকম ঘেন্না ধরে গেছে আমার' — ভ্রন্স্কির পাশে বসে নিজের কফি টেনে নিয়ে বললেন তিনি: 'এই সব chambres garnies*-এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না। ওদের কোনো চেহারা নেই, প্রাণ নেই। এই সব ঘড়ি, পর্দা, বিশেষ করে ওই ওয়াল-পেপারগুলো — বীভৎস। ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-র কথা যখন ভাবি, মনে হয় প্রতিশ্রুত দেশ। তুমি ঘোড়াগুলোকে এখনো পাঠাও নি?'

'না, ওরা আসবে আমাদের পরে। কেন, যাবে কোথাও?'

'উইলসনের কাছে যাব ভাবছিলাম। কিছু পোশাক নিয়ে যেতে হবে

* আসবাব সমেত ভাড়া করা ঘর (ফরাসি)।

ওর জন্যে। তাহলে কাল যাওয়াই ঠিক?' খুশির গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি; কিন্তু হঠাৎ মুখভাব তাঁর বদলে গেল।

ভ্রন্স্কির সাজ-ভৃত্য পিটার্সবুর্গ থেকে আসা একটা টেলিগ্রামের রসিদ চাইতে এসেছিল। ভ্রন্স্কির কাছে টেলিগ্রাম আসায় অস্বাভাবিক কিছু নেই, কিন্তু উনি যেভাবে বললেন যে রসিদ আছে স্টাডিতে, তাতে মনে হল উনি আন্নার কাছ থেকে কিছু একটা যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছেন, তাড়াতাড়ি করে আন্নাকে বললেন:

'কাল আমি অবশ্যই সব শেষ করে ফেলব।'

ওঁর কথায় কান না দিয়ে আন্না জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছ থেকে টেলিগ্রাম?'

'স্তিভার কাছ থেকে' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন ভ্রন্স্কি।

'আমায় দেখালে না যে? স্তিভা আর আমার মধ্যে গোপন কিছু থাকতে পারে?'

সাজ-ভৃত্যকে ফিরিয়ে ভ্রন্স্কি তাকে টেলিগ্রামটা আনতে বললেন।

'আমি দেখাতে চাই নি কারণ টেলিগ্রাম করার একটা দুর্বলতা আছে স্তিভার। টেলিগ্রাম পাঠাবার কী আছে যখন সিদ্ধান্ত হয় নি কিছুরই?'

'বিবাহবিচ্ছেদের?'

'হ্যাঁ, ও লিখেছে: এখনো কিছু করে উঠতে পারি নি। দিন কয়েকের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেছে। নাও, পড়ো।'

কাঁপা-কাঁপা হাতে টেলিগ্রামটা নিয়ে ভ্রন্স্কি যা বলেছেন, তাই পড়লেন আন্না। শেষে আরেকটু যোগ করা ছিল: আশা কম, তবে আমি সম্ভব অসম্ভব সবকিছু করব।

'কালই তো আমি বলেছি যে বিবাহবিচ্ছেদ কবে পাব, আদৌ পাব কিনা, আমার কাছে সবই সমান' — লাল হয়ে আন্না বললেন, 'আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না।' — 'এইভাবেই তো অন্য নারীদের সঙ্গে পত্রালাপ সে লুকিয়ে রাখতে পারে আর লুকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে' — আন্নার মনে হল।

'ও হ্যাঁ, ইয়াশ্‌ভিন আর ভোইতভ আজ সকালে আসবে ভাবছিল' — ভ্রন্স্কি বললেন, 'মনে হয় পেভ্‌ৎসভের কাছ থেকে সবকিছু ও জিতে নিয়েছে, ও যা শোধ দিতে পারবে, তারও বেশি — প্রায় ষাট হাজার।'

'না, বলো' — কথাবার্তার প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে ভ্রন্স্কি যে স্পষ্টতই

দেখাতে চাইলেন যে আন্না চটেছেন, তাতে চটে উঠে আন্না বললেন, 'কেন তুমি ভাবলে যে খবরটা আমার কাছে এতই আগ্রহোদ্দীপক যে লুকিয়েই রাখতে হবে? আমি বলেছি যে ও নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, আমার মতো তোমারও যাতে এতে কম আগ্রহ থাকে, তাই আমার ইচ্ছে।'

'আমি আগ্রহ বোধ করি কারণ আমি ভালোবাসি সুস্পষ্টতা' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'স্পষ্টতাটা বাহ্যরূপে নয়, ভালোবাসায়' — ভ্রন্‌স্কির কথায় নয়, যে নিরুত্তাপ সুস্থির কণ্ঠে তিনি তা বললেন তাতে আরো চটে উঠে আন্না বললেন, 'এ স্পষ্টতা তুমি কেন চাও?'

'ভগবান, ফের ভালোবাসা' — মুখ কুঁচকে ভাবলেন ভ্রন্‌স্কি। বললেন, 'তুমি তো জানো কিসের জন্যে: তোমার জন্যে আর যে ছেলেমেয়েরা হবে, তাদের জন্যে।'

'ছেলেমেয়ে হবে না।'

'খুবই দুঃখের কথা' — উনি বললেন।

'তোমার ওটা দরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আর আমার কথা তুমি ভাবছ না?' উনি যে 'তোমার জন্যে আর ছেলেমেয়েদের জন্যে' বলেছেন সে কথা একেবারে ভুলে গিয়ে এবং কানে না তুলে বললেন আন্না।

ছেলেমেয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা বহুদিন থেকে আন্নাকে কলহে টানছে, চটিয়ে দিচ্ছে। ছেলেমেয়ের জন্য ভ্রন্‌স্কির আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল এই যে উনি তাহলে তাঁর রূপে মূল্য দিচ্ছেন না।

'আহ্, আমি বললাম: তোমার জন্যে, সবচেয়ে বেশি তোমার জন্যে...' যেন যাতনায় কুঞ্চিত মুখে পুনরাবৃত্তি করলেন ভ্রন্‌স্কি, 'কারণ আমার সন্দেহ নেই যে তোমার জ্বালার বেশির ভাগটা আসছে অবস্থার অনির্দিষ্টতা থেকে।'

'হ্যাঁ, ভান করা থামাতে এখন আমার প্রতি তার কঠোর ঘৃণাটা সমূহ দেখা যাচ্ছে' — ভাবলেন আন্না। ওঁর কথা কানে না তুলে তিনি আতংকে তাকিয়ে রইলেন সেই নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুর বিচারকের দিকে যে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল চোখের কোণ থেকে।

বললেন, 'ওটা কারণ নয়, বুঝি না, যাকে তুমি আমার জ্বালা বলছ, কেমন করে তার কারণ হতে পারে যে আমি পুরোপুরি তোমার অধীনে। অবস্থার অনির্দিষ্টতা এখানে কোথায়? বরং বিপরীত।'

'খুবই দুঃখ হচ্ছে যে তুমি বুঝতে চাইছ না' — নিজের ভাবনাটা পুরো বলবার জেদে আন্নাকে বাধা দিয়ে বললেন ভ্রন্স্কি, 'অনির্দিষ্টতা এইখানে যে তোমার মনে হচ্ছে আমি স্বাধীন।'

'এ ব্যাপারে তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো' — বলে আন্না ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কফি খেতে লাগলেন।

কড়ে আঙুলটা ছেড়ে রেখে কফির কাপ মুখে তুলেছিলেন আন্না। কয়েক ঢোক খাওয়ার পর আন্না চাইলেন ভ্রন্স্কির দিকে, তাঁর মুখভাব দেখে পরিষ্কার তিনি বুঝলেন যে তাঁর হাত, হাতের ভঙ্গি, কফিতে চুমুক দেবার শব্দ, সবই তাঁর কাছে কদর্য লাগছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালা নামিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মা কী ভাবেন, কিভাবে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে একেবারে বয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে কথা বলছিলাম না।'

'না, এই নিয়েই। আর তোমায় বলে রাখি, হৃদয়হীন কোনো নারী, বৃদ্ধা সে হোক বা না হোক, তোমার মা কি অপরের, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে।'

'আন্না, অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না।'

'যে নারী হৃদয় দিয়ে ধরতে পারে নি তার ছেলের সুখ-সম্মান কিসে, তার হৃদয় নেই।'

'ফের অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না, তাঁকে আমি সম্মান করি' — ভ্রন্স্কি বললেন গলা চড়িয়ে, আন্নার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে।

আন্না জবাব দিলেন না। ওঁর দিকে, ওঁর মুখ, হাতের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর মনে পড়ল গতকাল তাঁদের মিটমাট আর ভ্রন্স্কির সাবেগ আদরের সমস্ত খুঁটিনাটি কথা। 'ঠিক একই রকম আদর উনি দিয়েছেন, দেবেন, দিতে চান অন্য নারীদের!' ভাবলেন তিনি।

'মা'কে তুমি ভালোবাসো না। এটা কেবল ফাঁকা কথা, কথা আর কথা!' বিদ্বেষভরে ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে আন্না বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আমি নিয়েছি' — এই বলে আন্না

চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন ইয়াশ্‌ভিন। আন্না সম্ভাষণ বিনিময় করে রয়ে গেলেন।

কেন, বুকের মধ্যে যখন ঝড় ফুঁসছে, যখন টের পাচ্ছেন যে তিনি জীবনের এমন একটা মোড়ের মুখে এসে পড়েছেন যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ, তখন কেন এই মুহূর্তে প্রয়োজন পড়ল অপর লোকের সামনে ভান করার, যে আজ হোক, কাল হোক সবই জানবে — এটা আন্না বলতে পারতেন না; কিন্তু তক্ষুনি বুকের ভেতরকার ঝড় চাপা দিয়ে আন্না বসে কথাবার্তা কইতে লাগলেন অতিথির সঙ্গে।

'তা আপনার খবর কী? দেনা শোধের টাকা পেয়েছেন?' ইয়াশ্‌ভিনকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

'চলছে একরকম; মনে হচ্ছে সব টাকাটা পাব না, ওদিকে চলে যাচ্ছি বুধবার। আর আপনারা কবে যাচ্ছেন?' ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কির দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন ইয়াশ্‌ভিন, বোঝা যায় একটা ঝগড়া যে হয়ে গেছে, সেটা তিনি অনুমান করেছেন।

'সম্ভবত পরশু' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'তবে আপনারা যাব-যাব করছেন অনেকদিন থেকেই।'

'কিন্তু এখন একেবারে স্থির' — আন্না বললেন ভ্রন্‌স্কির দিকে সোজাসুজি যে দৃষ্টিতে চেয়ে, তা বলছিল মিটমাটের কথা তিনি যেন স্বপ্নেও না ভাবেন।

'হতভাগ্য ওই পেভ্‌ৎসভের জন্যে কষ্ট হয় না আপনার?' ইয়াশ্‌ভিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন আন্না।

'কষ্ট হয় কি হয় না, আন্না আর্কাদিয়েভনা, ভেবে দেখি নি কখনো। আমার সমস্ত সম্পত্তি যে এখানে' — নিজের পাশ পকেট দেখালেন তিনি, 'এখন আমি ধনী লোক; আর আজ ক্লাবে যাব, বেরুব হয়ত ভিখিরি হয়ে। আমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। কিন্তু আমরা লড়ছি, সেই তো আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন' — আন্না বললেন, 'কেমন লাগত আপনার স্ত্রীর?'

ইয়াশ্‌ভিন হেসে উঠলেন।

'বোঝা যাচ্ছে সেই জন্যেই আমি বিয়ে করি নি এবং কখনো করার বাসনাও নেই।'

'আর হেলসিঙ্গফোর্স?' কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাস্যময়ী আন্নার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে আন্নার মুখভাব হয়ে উঠল হঠাৎ শীতল-কঠোর। যেন তা ভ্রন্‌স্কিকে বলছিল: 'কিছুই ভোলা হয় নি। সবই রয়েছে আগের মতন।'

ইয়াশ্‌ভিনকে তিনি জিগ্যেস করলেন. 'সত্যিই প্রেমে পড়েছিলেন নাকি?'

'হে ঈশ্বর! কতবার! কিন্তু মনে রাখবেন, একজন তাসে বসে শুধু ততটা, যাতে rendez-vous*-এর সময় উঠে পড়া যায়, কিন্তু আমি প্রেম নিয়ে মেতে থাকতে পারি শুধু ততটা, যাতে সন্ধ্যার জুয়ায় দেরি না হয়। সেই ব্যবস্থাই আমি করি।'

'না, ও কথা আমি জিগ্যেস করছি না, সত্যিকারের' — হেলসিঙ্গফোর্স কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির উচ্চারিত কথাটা বলার ইচ্ছে হল না তাঁর।

ভোইতভ এলেন, একটা মর্দা ঘোড়া কিনছিলেন তিনি। আন্না উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ভ্রন্‌স্কি এলেন তাঁর কাছে। আন্না ভেবেছিলেন টেবিলে কিছু একটা যেন খুঁজছেন এমন ভাব করবেন। কিন্তু ভান করায় লজ্জা বোধ করে সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকালেন নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে।

'কী আপনার চাই?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

'গাম্বেত্-এর জন্যে সার্টিফিকেট। আমি ওকে বেচে দিলাম' — ভ্রন্‌স্কি বললেন এমন স্বরে যাতে পরিষ্কার প্রকাশ পেল: 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমার, কোনো ফলও নেই তাতে।'

মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'ওর কাছে আমি তো কোনো দোষ করি নি। যদি নিজেকে সে শাস্তি দিতে চায়, tant pis pour elle.**' কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর মনে হল আন্না কী যেন বললেন, সমবেদনায় বুক তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল হঠাৎ।

জিগ্যেস করলেন, 'এ্যাঁ, কী বলছ আন্না?'

* অভিসার (ফরাসি)।

** ওর পক্ষে তাতে আরো খারাপ (ফরাসি)।

'কিছুই না' — একইরকম শীতল ও শান্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'কিছুই না যদি, তাহলে tant pis' — ফের শীতল হয়ে মনে মনে ভাবলেন দ্রন্স্কি। তারপর ফিরে চলে গেলেন। বেরবার সময় আয়নায় চোখে পড়ল বিবর্ণ একটা মুখ, কম্পমান ঠোঁট। ভেবেছিলেন থামবেন, সান্ত্বনার দুটো কথা বলবেন ওঁকে, কিন্তু কী বলবেন ভেবে উঠতে না উঠতেই পাদুটো তাঁকে বার করে আনল ঘর থেকে। সারাটা দিন তিনি কাটালেন বাড়ির বাইরে, রাতে যখন ফিরলেন, দাসী তাঁকে জানালে যে আন্না আর্কাদিয়েভনার মাথা ধরেছে, তাঁর কাছে যেতে মানা করেছেন তিনি।

॥ ২৬ ॥

সারা দিন কলহে কেটেছে, আগে এমন হয় নি কখনো। আজই প্রথম বার। আর এটা কলহও নয়। ভালোবাসা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এটা তার পরিষ্কার স্বীকৃতি। সার্টিফিকেটের জন্য ঘরে ঢুকে যেভাবে তিনি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেভাবে তাকানো চলত কি? হতাশায় বুক ওঁর ফেটে যাচ্ছে এটা চেয়ে দেখেও অমন নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন মুখে নীরবে চলে যাওয়া? ওঁর প্রতি প্রেম শুধু তাঁর জুড়িয়ে যায় নি, তাই নয়, তাঁকে তিনি ঘৃণা করেন কারণ ভালোবাসেন অন্য নারীকে, এটা পরিষ্কার।

আর যেসব নিষ্ঠুর কথা দ্রন্স্কি বলেছেন তা স্মরণ করে, এবং আরো যেসব কথা তিনি স্পষ্টতই বলতে চাইছিলেন এবং বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে আন্না ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।

দ্রন্স্কি বলতে পারতেন, 'আমি আপনাকে ধরে রাখছি না, যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন। স্বামীর সঙ্গে আপনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছিলেন না, সম্ভবত তাঁর কাছে ফিরবেন বলে। ফিরে যান। আপনার যদি টাকার দরকার থাকে, আমি দেব। কত রুব্ল চাই আপনার?'

রূঢ় একজন মানুষ যত নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে, আন্নার কল্পনায় দ্রন্স্কি তাই বললেন তাঁকে, আর সে জন্য আন্না তাঁকে ক্ষমা করলেন না, যেন কথাগুলো সত্যিই তিনি বলেছেন।

'এই কালই কি শপথ করে সে বলে নি যে ভালোবাসে; এই ন্যায়নিষ্ঠ

সৎ মানুষটা? অনেকবার কি আমি অনর্থক হতাশায় পৌঁছুই নি?' এরপর নিজেকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

উইলসনের কাছে যাবার দু'ঘণ্টা ছাড়া সারাটা দিন আন্নার কাটল এই সন্দেহে: সবই কি শেষ, নাকি মিটমাটের আশা আছে। এখুনি কি চলে যাওয়া দরকার, নাকি ওঁকে আরো একবার দেখবেন। সারা দিন ওঁর পথ চেয়ে ছিলেন আন্না, আর সন্ধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ধরেছে — দাসীকে এই কথা ওঁকে বলতে বলে দিয়ে নিজের দিক থেকে স্থির করলেন: 'দাসীর কথা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তার মানে এখনো সে ভালোবাসে। যদি না আসে তার মানে সব শেষ, তখন আমি ঠিক করব কী আমায় করতে হবে!..'

সন্ধ্যায় আন্না শুনলেন: তাঁর গাড়ির আওয়াজ থামল, ঘণ্টা দিলেন; শুনলেন তাঁর পদশব্দ, দাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, ভ্রন্‌স্কি যা শুনলেন তা বিশ্বাস করলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাহলে সব শেষ।

এবং তাঁর প্রতি ভ্রন্‌স্কির ভালোবাসা ফের জাগিয়ে তোলা, তাঁকে শাস্তি দেওয়া, অলক্ষ্মী তাঁর বুকে ঠাঁই নিয়ে যে লড়াই চালাচ্ছে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তাতে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় হিশেবে মৃত্যু তাঁর সামনে যেন দেখা দিল পরিষ্কার, জীবন্ত মূর্তিতে।

ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্কয়ে-তে যাওয়া আর না যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া আর না পাওয়া — এখন সবই সমান, সবই নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু একটা — ওঁকে শাস্তি দেওয়া।

আফিমের রোজকার ডোজ ঢেলে যখন তিনি ভাবলেন কেবল ওই পুরো শিশিটা খেলেই মৃত্যু হবে, জিনিসটা তখন তাঁর কাছে এত সহজ মনে হল যে ফের তৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কিভাবে উনি যন্ত্রণা পাবেন, বিলাপ করবেন, ভালোবাসবেন তাঁর স্মৃতিকে যখন বড়োই দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফুরিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় তিনি দেখতে লাগলেন সিলিঙের ঢালাই কাজ আর স্ক্রিনের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার একাংশ এবং পরিষ্কার দেখতে পেলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওঁর জন্য যখন থাকবে শুধু তাঁর স্মৃতি, তখন কী তাঁর মনে হবে। 'এই সব নিষ্ঠুর কথা আমি কী করে বলতে পেরেছিলাম?' বলবেন তিনি, 'ওকে কিছু না বলে কী করে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছিলাম ঘর থেকে? এখন সে আর নেই,

চিরকালের মতো সে ছেড়ে গেছে আমাদের, সে ওখানে...' হঠাৎ স্ক্রিনের ছায়া দপদপিয়ে উঠে গ্রাস করে নিলে গোটা ঢালাই কাজটা, গোটা সিলিঙ, অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য ছায়া এগিয়ে এল তাঁর দিকে; মুহূর্তের জন্য ছোটাছুটি করল ছায়ারা, তারপর নতুন দ্রুততায় এগিয়ে গেল, দপদপাল, একাকার হয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল সবকিছু। 'মৃত্যু!' মনে হল আন্নার। আর এতই তাঁর আতংক হল যে অনেকখন ভেবে পেলেন না কোথায় তিনি আছেন, যে মোমবাতিটা পুড়ে নিবে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা জ্বালাবার জন্য কম্পিত হাতে দেশলাই খুঁজে পেলেন না অনেকখন। 'না, না, যাই হোক শুধু বাঁচা! আমি তো ওকে ভালোবাসি, ও তো আমায় ভালোবাসে! এমন আগেও ঘটেছে, এটাও কেটে যাবে' — আন্না বলছিলেন, টের পাচ্ছিলেন জীবনে প্রত্যাবর্তনের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়েছে তাঁর গাল বেয়ে। আর আতংকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি করে গেলেন ভ্রন্স্কির কাছে।

স্টাডিতে ভ্রন্স্কি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আন্না তাঁর কাছে গিয়ে ওপর থেকে আলো ধরে বহুক্ষণ দেখলেন তাঁকে। এখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে এতই তিনি ভালোবাসছিলেন যে কোমলতার অশ্রু বাধা মানল না; কিন্তু আন্না জানতেন যে জেগে উঠলে ভ্রন্স্কি একইরকম শীতল, নিজের সত্যতায় সজাগ দৃষ্টিতে তাকাতেন তাঁর দিকে; আর নিজের ভালোবাসার কথা বলার আগে আন্নাকে দেখাতে হবে যে তাঁর কাছে ভ্রন্স্কি কত দোষী। আন্না তাঁকে জাগালেন না, নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ডোজ আফিম খেয়ে ভোরের দিকে ঢলে পড়লেন একটা দুঃসহ অর্ধনিদ্রায়, যার ভেতর চেতনা তাঁর মিলিয়ে যাচ্ছিল না।

সকালে ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন, ভ্রন্স্কির সঙ্গে পরিচয়ের আগেও যা তিনি একাধিকবার দেখেছেন, জাগিয়ে দিলে তাঁকে। এলোমেলো দাড়িওয়ালা এক বুড়ো লোহার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছে, বিড়বিড় করছে অর্থহীন ফরাসি কথা আর এই দুঃস্বপ্নটার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো (এইটেই তার ভয়ংকরতা) আন্না টের পাচ্ছেন যে চাষীটা তাঁর দিকে মন দিচ্ছে না, কিন্তু লোহা নিয়ে তাঁর জন্যই ভয়ংকর কিছু একটা করছে। ঠান্ডা ঘামে জেগে উঠলেন আন্না।

যখন শয্যা ত্যাগ করলেন, আগের দিনের ঘটনাগুলো কুয়াশার মতো ঝাপসা মনে পড়ল তাঁর।

'ঝগড়া হয়েছিল। যা হয়েছিল তা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। আমি বলেছিলাম আমার মাথা ধরেছে, ও ঘরে ঢোকে নি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি, তার সঙ্গে দেখা করতে আর তৈরি হতে হবে যাত্রার জন্যে' — নিজেকে আন্না বললেন। ভ্রন্‌স্কি তাঁর স্টাডিতে আছেন জেনে গেলেন তাঁর কাছে। ড্রয়িং-রুম দিয়ে যাবার সময় আন্না শুনতে পেলেন দেউড়িতে একটা গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি, বেগুনি টুপি পরা একটি তরুণী তার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কী যেন হুকুম করছিল ঘণ্টি দেওয়া চাপরাশিকে। হলঘরে কথাবার্তার পর কে যেন ওপরে উঠে গেল, ড্রয়িং-রুমের পাশে শোনা গেল ভ্রন্‌স্কির পদশব্দ। দ্রুত পায়ে তিনি নামছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। আন্না আবার জানলার কাছে এলেন। ভ্রন্‌স্কি খোলা মাথায় গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। বেগুনি টুপি পরা তরুণী একটা লেফাফা দিলে তাঁকে। ভ্রন্‌স্কি হেসে কী যেন তাকে বললেন। গাড়ি চলে গেল; দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন ভ্রন্‌স্কি।

যে কুয়াশা কেবলি বিছিয়ে যাচ্ছিল আন্নার মনে, হঠাৎ তা কেটে গেল। গতকালের অনুভূতি আরো তীক্ষ্ন হয়ে বিঁধল তাঁর রুগ্ন হৃদয়ে। এখন তিনি বুঝতে পারছিলেন না নিজেকে তিনি এত হীন করলেন কেমন করে যে সারা দিন একই বাড়িতে কাটালেন ওঁর সঙ্গে। নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য তিনি স্টাডিতে গেলেন তাঁর কাছে।

'সরোকিনা আর তাঁর মেয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আর দলিল দিয়ে গেল। কাল তা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তোমার মাথা কেমন, ভালো?' আন্নার মুখে অন্ধকার বিজয়ের ভাব দেখতে আর বুঝতে না চেয়ে শান্তভাবে বললেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আন্না নীরবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ভ্রন্‌স্কি ওঁর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকালেন, তারপর পড়ে যেতে লাগলেন চিঠি। আন্না ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে। ভ্রন্‌স্কি তখনো তাঁকে ফেরাতে পারতেন, কিন্তু আন্না দুয়োর পর্যন্ত গেলেও তিনি চুপ করে রইলেন, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাতা ওলটানোর খড়খড় শব্দ।

'ও হ্যাঁ' — আন্না যখন দুয়োরে পেঁছে গেছেন, তখন উনি বললেন, 'কাল আমরা যাচ্ছি, ঠিক তো? তাই না?'

'আপনি যাবেন, আমি না' — ওঁর দিকে ফিরে আন্না বললেন।

'আন্না, এভাবে চলা যায় না...'

'আপনি যাবেন, আমি না' — পুনরুক্তি করলেন আন্না।

'এ যে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

'আপনি... আপনি এর জন্যে অনুতাপ করবেন' — এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

যে মরিয়া হতাশায় কথাগুলো বলা হয়েছিল তাতে ভয় পেয়ে ভ্রন্স্কি লাফিয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন ছুটে যাবেন তাঁর পেছনে, কিন্তু সম্বিত ফিরতে ফের বসলেন, ভুরু কোঁচকালেন দাঁতে দাঁত চেপে। এই অভদ্র, ভ্রন্স্কির তাই মনে হয়েছিল, হুমকিটা কেন জানি ক্ষেপিয়ে তুলছিল তাঁকে। 'আমি সবরকম চেষ্টা করে দেখেছি' — ভাবলেন তিনি, 'বাকি আছে শুধু একটা — ওর দিকে কোনো মন না দেওয়া।' তিনি তৈরি হতে লাগলেন শহরে যাওয়া এবং ফের মায়ের কাছে যাবার জন্য। দলিলে তাঁর সই নেওয়া দরকার ছিল।

স্টাডিতে এবং ডাইনিং-রুমে তাঁর পদশব্দ শুনলেন আন্না। ড্রয়িং-রুমে তিনি থামলেন। কিন্তু আন্নার ঘরের দিকে না ফিরে তিনি শুধু এই আদেশ দিয়ে বলেন যে তিনি না থাকলেও ঘোড়া যেন দেওয়া হয় ভোইতভকে। তারপর আন্নার কানে এল গাড়ি এনে দাঁড় করাবার আওয়াজ, দরজা খুলল, আবার তিনি বেরুলেন। আবার তিনি গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলেন, কে যেন ছুটে গেল ওপরে। এটা ওই ভুলে ফেলে আসা দস্তানার জন্য গিয়েছিল তাঁর সাজ-ভৃত্য। জানলার কাছে গেলেন আন্না, দেখতে পেলেন চোখ তুলে না চেয়েই তিনি দস্তানা নিলেন, কোচোয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। তারপর জানলার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসলেন তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, তারপর দস্তানা পরে আড়ালে গেলেন।

॥ ২৭ ॥

'চলে গেল! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললেন আন্না আর জবাবে নিভন্ত মোমবাতির অন্ধকার আর ভয়াবহ দুঃস্বপ্নটা একসঙ্গে মিলে হিম ত্রাসে বুক তাঁর ভরে তুলল।

'না, এ হতে পারে না!' ঘরটা পেরিয়ে তিনি সজোরে ঘণ্টি দিলেন। এখন একা থাকতে তাঁর এত ভয় করছিল যে চাপরাশি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিজেই গেলেন তার কাছে।

বললেন, 'কাউণ্ট কোথায় গেছেন জেনে আসুন।'

লোকটা বললে যে কাউণ্ট গেছেন আস্তাবলে।

'হুকুম আছে যে আপনি বেরুতে চাইলে গাড়ি এক্ষুনি ফিরবে।'

'তা বেশ। দাঁড়ান। এক্ষুনি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে মিখাইলকে পাঠান আস্তাবলে। জলদি।'

আন্না চেয়ারে বসে লিখলেন:

'আমি দোষী। বাড়ি ফিরে এসো। বোঝাবুঝি হওয়া দরকার। ভগবানের দোহাই ফিরে এসো। ভয় করছে আমার।'

সীলমোহর করে সেটা দিলেন ভৃত্যকে।

এখন একলা থাকতে ভয় হচ্ছিল তাঁর, লোকটার পেছু পেছু তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিশুকক্ষে।

'সে কী, এ যে সে নয়! কোথায় তার নীল চোখ, ভীরু-ভীরু মিষ্টি হাসি?' গোলমেলে চিন্তায় শিশুকক্ষে যে সেরিওজাকে দেখবেন ভেবেছিলেন তার বদলে কোঁকড়া কালো-চুল, গোলগাল তাঁর মেয়েকে দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে এসেছিল প্রথম। মেয়েটি টেবিলের কাছে বসে একরোখার মতো তার ওপর সজোরে ঠুকছিল একটা ছিপি। কালো বৈঁচির মতো মণিতে সে মায়ের দিকে তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে। তিনি বেশ ভালো আছেন, কাল গ্রামে চলে যাচ্ছেন ইংরেজ মহিলাটিকে এই বলে আন্না বসলেন মেয়ের কাছে, জলপাত্রের ছিপিটা ঘোরাতে লাগলেন তার সামনে। কিন্তু মেয়ের উচ্চ ঝমঝমে হাসি আর ভুরু তোলার ভঙ্গি এমন জীবন্ত করে মনে পড়িয়ে দিল ভ্রন্‌স্কিকে যে কান্না ঠেকাবার জন্য তিনি ঝট করে উঠে চলে গেলেন। 'সত্যিই কি সব শেষ? না, এ হতে পারে না' — ভাবলেন তিনি, 'সে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর এই হাসি, এই সজীবতার কারণ সে আমায় বোঝাবে কী ক'রে? না, বোঝাতে পারবে না, তাহলেও বিশ্বাস করব। বিশ্বাস না করলে আমার করার আছে শুধু একটাই, আর সেটা আমি চাই না।'

ঘড়ি দেখলেন আন্না। বারো মিনিট কেটেছে। 'চিঠিটা সে পেয়েছে, ফিরে আসছে; আর বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিট... কিন্তু যদি না আসে? না,

এটা হতে পারে না। আমার কান্নাভেজা চোখ ওকে দেখানো উচিত নয়। যাই, মুখ ধুয়ে আসি। আর হ্যাঁ, আজকে কি আমি চুল আঁচড়েছি, নাকি আঁচড়াই নি?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। চুলে হাত দিয়ে দেখলেন। 'হ্যাঁ, আঁচড়েছি, কিন্তু কখন মনে পড়ছে না তো।' নিজের হাতকে বিশ্বাস না করে তিনি আয়নার কাছে দেখতে এলেন সত্যিই চুল আঁচড়েছেন কিনা। হ্যাঁ, চুল আঁচড়ানো, কিন্তু কখন আঁচড়েছেন, পারলেন না সেটা মনে করতে। 'কে এটা?' আয়নায় আতপ্ত মুখে অদ্ভুত জ্বলজ্বলে চোখে ভীতভাবে যে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল তাকে দেখে ভাবলেন তিনি; 'আরে, এ তো আমি' — সহসা চৈতন্য হল তাঁর, এবং নিজেকে আগাগোড়া দেখে হঠাৎ ভ্রন্‌স্কির চুম্বন অনুভব করে কেঁপে উঠে কাঁধ কোঁচকালেন। তারপর হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খেলেন।

'এ যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি' — এই ভেবে শোবার ঘরে গেলেন তিনি, আন্নুশ্‌কা সেখানে ঘর পরিষ্কার করছিল।

'আন্নুশ্‌কা' — এই বলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে থামলেন তার সামনে, কিন্তু ভেবে পেলেন না কী বলবেন পরিচারিকাকে।

'দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে আপনি যেতে চাইছিলেন' — পরিচারিকা বললে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

'দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা? হ্যাঁ, যাব।'

'পনের মিনিট যেতে, পনের মিনিট আসতে। ও রওনা দিয়েছে, এখুনি এসে পড়বে' — ঘড়ি বার করে দেখলেন আন্না: 'কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে যেতে পারল সে? আমার সঙ্গে মিটমাট না করে কিভাবে সে থাকতে পারে?' জানলার কাছে গিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ফেরার কথা। কিন্তু হিসাবে ভুল হতে তো পারে। ফের তিনি মনে করতে লাগলেন কখন তিনি গেছেন, গুনতে লাগলেন কত মিনিট কাটল।

যেসময় তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখার জন্য বড়ো ঘড়িটার কাছে যাচ্ছিলেন, কে যেন এল। জানলা দিয়ে আন্না দেখলেন তাঁর গাড়ি। কিন্তু কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠল না। নিচে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যে গাড়ি নিয়ে এসেছে এটা তার গলা। আন্না গেলেন তার কাছে।

'কাউণ্টকে পাওয়া যায় নি। উনি চলে গেছেন নিজনি নভগোরদ রেল স্টেশনে।'

'কী, কী দরকার তোমার?..' রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ মিখাইলকে জিগ্যেস করলেন তিনি, চিঠিটা ফেরত দিচ্ছিল সে।

'কিন্তু চিঠিটা সে তো পায় নি' — মনে পড়ল তাঁর।

'এই চিঠিটা নিয়েই চলে যাও গ্রামে, কাউণ্টেস ভ্রন্‌স্কায়ার কাছে, জানো তো? আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আনবে' — বললেন তিনি মিখাইলকে।

'আর আমি নিজে? কী আমি করব?' ভাবলেন তিনি, 'হ্যাঁ, আমি যাব ডল্লির কাছে। সেটা ঠিকই। নইলে পাগল হয়ে যাব। টেলিগ্রামও পাঠানো যেতে পারে।' এবং টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন:

'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার, এক্ষুনি চলে আসুন।'

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে তিনি সাজপোশাক করতে গেলেন। টুপি মাথায় দেবার পর তিনি মুটিয়ে ওঠা আন্নুশ্‌কার শান্ত চোখের দিকে চাইলেন। তার ছোটো ছোটো ধূসর মায়াময় চোখে আন্নার জন্য সুস্পষ্ট সমবেদনা।

'আন্নুশ্‌কা কী আমি করি?' অসহায়ের মতো আরাম-কেদারায় এলিয়ে ডুকরে উঠলেন আন্না।

'অত অস্থির হবার কী আছে আন্না আর্কাদিয়েভনা! এ তো ঘটেই থাকে। যান, হালকা হয়ে নিন' — বললে পরিচারিকা।

'হ্যাঁ, আমি যাব' — সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আন্না বললেন; 'আমি না থাকতে কোনো টেলিগ্রাম এলে লোক পাঠিও দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে... না, নিজেই আমি ফিরে আসব।'

'হ্যাঁ, ভেবে লাভ নেই, কিছু একটা করা দরকার, চলে যেতে হবে, প্রধান কথা এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' — বুকের ভয়ংকর ঢিপঢিপ শুনে নিজেকে বললেন তিনি, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা?' কোচবাক্সে ওঠার আগে জিগ্যেস করলে পিওত্‌র।

'জ্‌নামেন্‌কায়, অব্‌লোন্‌স্কিদের ওখানে।'

॥ ২৮ ॥

আবহাওয়াটা ছিল পরিষ্কার। সারা সকাল ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়েছে ঘন ঘন। কিছুক্ষণ আগে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাড়ির চাল, ফুটপাথের টালি, পাথরবাঁধানো রাস্তা, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা আর পেতল —

সবই ঝকঝক করছিল মে মাসের রোদে। বেলা তখন তিনটে, রাস্তায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা।

ছাইরঙের ঘোড়াদুটোর দ্রুতগতিতে স্প্রিঙের ওপর গাড়িটা দুলছিল, রাস্তায় গাড়ির অবিরাম ঘর্ঘর, নির্মল হাওয়ায় দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্য; গাড়ির কোণে বসে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিচার করে আন্না দেখলেন যে বাড়িতে যা মনে হয়েছিল, তা থেকে অবস্থা তাঁর একেবারেই অন্যরকম। এখন মৃত্যুচিন্তা অমন ভয়াবহ আর প্রকট ঠেকল না। খোদ মৃত্যুটাই মনে হল না অনিবার্য। যে হীনতায় তিনি নেমেছিলেন, তার জন্য ধিক্কার দিলেন নিজেকে। 'আমি ওর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছি। আমি ওর বশীভূত হয়েছি। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছি। কেন? ওকে ছাড়া কি থাকতে আমি পারি না?' এবং ওঁকে ছাড়া কিভাবে তিনি থাকবেন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন। ''অফিস ও গুদাম', 'দাঁতের ডাক্তার'। হ্যাঁ, ডল্লিকে আমি সব বলব। দ্রন্স্কিকে সে পছন্দ করে না। লজ্জা করবে, কষ্ট হবে, কিন্তু সব বলব তাকে। আমায় সে ভালোবাসে, ওর পরামর্শ মেনে আমি চলব। দ্রন্স্কির অধীন হয়ে থাকব না; ওকে সর্দারি করতে দেব না আমি। 'ফিলিপভের পাঁউ-রুটি'। লোকে বলে ওরা মাখা ময়দার তাল নিয়ে যায় পিটার্সবুর্গেও। মস্কোর জল কী ভালো। মিতিশ্যির কুয়ো, সরুচাকলিও।' আন্নার মনে পড়ল অনেকদিন আগে, যখন তাঁর বয়স সতের বছর, পিসির সঙ্গে গিয়েছিলেন ত্রইৎসে-সের্গিয়েভ্স্কি মঠে। 'তাতে আবার ঘোড়ার গাড়িতে। সে কি আমি, লাল লাল যার হাত? তখন যা সুন্দর আর আয়ত্তের বাইরে বলে মনে হত, তেমন কত জিনিস হয়ে গেছে তুচ্ছ, আর তখন যা ছিল তা আজ চিরকালের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন কি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এতটা হীনতায় নামা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার চিঠি পেয়ে কী গর্বিত আর আত্মসন্তুষ্টই না সে হবে! কিন্তু আমি ওকে দেখাব... কী দুর্গন্ধ এই রংটায়। সবাই কেন বাড়ি বানায় আর রং করে? 'টুপি আর গাউন'' — আন্না পড়লেন। একজন লোক তাঁর উদ্দেশে মাথা নোয়ালে। লোকটা আন্নুশ্কার স্বামী। মনে পড়ল দ্রন্স্কি যা বলতেন: 'আমাদের গলগ্রহ। আমাদের? কেন আমাদের? কী ভয়ংকর যে অতীতকে সমূলে উৎপাটন করা যায় না। উৎপাটন করা যায় না, তবে তার স্মৃতি গোপন করা যায়। আমিও গোপন করি।' আন্নার মনে পড়ল আলেক্সেই

আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন, যা তিনি মুছে দিয়েছেন স্মৃতি থেকে। 'ডল্লি ভাববে যে আমি দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করছি। সুতরাং নিশ্চয় অন্যায় করছি আমি। আমি কি ন্যায় করতেই চাই? পারি না আমি!' বিড়বিড় করলেন আন্না আর কান্না পেল তাঁর। কিন্তু তখনই তিনি ভাবলেন মেয়েদুটি হাসতে পারছে কী কারণে? 'নিশ্চয় ভালোবাসার কথায়? ওরা জানে না এটা কতখানি আনন্দহীন, নীচ... বুলভার আর শিশু। তিনটি ছেলে ছুটছে ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়। সেরিওজা! আমি সব হারাব কিন্তু ওকে ফিরে পাব না। হ্যাঁ, সব হারাব যদি ও না ফেরে। ও হয়ত ট্রেন ফেল করেছে, ফিরে এসেছে বাড়িতে। ফের অপমান চাইছ!' নিজেকে বললেন তিনি; 'না, আমি ডল্লির কাছে যাব, তাকে আমি সোজাসুজি বলব: আমি অভাগা, তাই হওয়া আমার উচিত। আমি দোষী, তাহলেও আমি অভাগা, সাহায্য করো আমাকে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, নিজেকেই আমার ঘেন্না হচ্ছে এই গাড়িতে — সবই ওর; কিন্তু এ সব চোখে দেখার পালা এবার আমার শেষ।'

কিভাবে ডল্লিকে সব বললেন তা ভাবতে ভাবতে এবং ইচ্ছে করে হৃদয়কে বিষে ভরে তুলে আন্না উঠলেন সিঁড়িতে।

হলে তিনি জিগ্যেস করলেন: 'বাইরের কেউ আছে?'

'কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা লেভিনা' — চাপরাশি বললে।

'কিটি! সেই কিটি যার প্রেমে পড়েছিল ভ্রন্‌স্কি' — আন্না ভাবলেন, 'সেই মেয়েটি যার কথা ভ্রন্‌স্কি স্মরণ করত ভালোবাসা নিয়ে। ওর আফশোস হচ্ছে যে ওকে সে বিয়ে করে নি। আর আমার কথা সে স্মরণ করে বিদ্বেষভরে, আফশোস করে যে আমার সঙ্গে সে আছে।'

আন্না যখন আসেন শিশুকে খাওয়ানো নিয়ে দুই বোনের মধ্যে তখন পরামর্শ চলছিল। আলাপে বাধা দেওয়া অতিথিকে স্বাগত করতে ডল্লি বেরিয়ে এলেন একা।

'আরে, তুমি চলে যাও নি এখনো? আমি নিজেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম' — ডল্লি বললেন, 'আজ চিঠি পেয়েছি স্তিভার।'

'আমরাও টেলিগ্রাম পেয়েছি' — কিটিকে দেখার জন্য এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে আন্না বললেন।

'লিখেছে, বুঝতে পারছে না আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ঠিক কী চান। তবে জবাব আদায় না করে ফিরবে না।'

'আমি ভেবেছিলাম তোমার এখানে কেউ এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'হ্যাঁ, কিটি' — অস্বস্তিভরে বললেন ডল্লি, 'ও রয়ে গেছে শিশুকক্ষে। ভারি অসুস্থ হয়েছিল সে।'

'শুনেছি। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'এক্ষুনি নিয়ে আসছি। তবে উনি প্রত্যাখ্যান করেন নি: বরং উলটো, স্তিভা আশা করে আছে' — ডল্লি বললেন দোরগোড়ায় থেমে।

'আমি কোনো আশা করি না এবং চাই না' — বললেন আন্না।

ডল্লি চলে গেলে আন্না ভাবলেন, 'কী ব্যাপার, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কি কিটি অপমানজনক বলে মনে করে? হয়ত সে ঠিক। কিন্তু ঠিক হলেও নিজেই যে ভ্রন্‌স্কির প্রেমে পড়েছিল, তার পক্ষে এটা আমায় দেখানো চলে না। আমি জানি যে আমার বর্তমান অবস্থায় কোনো সুশীলা নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওর জন্যে সবকিছু ত্যাগ করার সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে এটা আমি জানি। আর এই তার পুরস্কার! ওহ্, কী ঘৃণাই না ভ্রন্‌স্কিকে করি! আর কেনই বা এলাম এখানে? আমার শুধু আরো খারাপ, আরো দুঃসহ লাগছে।' অন্য ঘর থেকে দুই বোনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল তাঁর। 'কী আমি এখন বলব ডল্লিকে? কিটিকে এই বলে আশ্বস্ত করব যে আমি অভাগা, তার আনুকূল্য মেনে নিচ্ছি? না, আর ডল্লিও বুঝবে না কিছু। ওকে আমার বলবারও কিছু নেই। শুধু কিটির সাক্ষাৎ পেলে আমি যে সবাইকে কত ঘৃণা করি, আমার কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সেটা ওকে দেখাতে পারলে হত।'

ডল্লি ঢুকলেন চিঠি নিয়ে। আন্না সেটা পড়ে নীরবে ফেরত দিলেন।

বললেন, 'এ সবই আমি জানি। এতে আমার কোনো আগ্রহও নেই।'

'সে কী? আমি এদিকে বরং আশা করে আছি' — ডল্লি বললেন আন্নার দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে। আন্নাকে এমন অদ্ভুত উত্ত্যক্ত অবস্থায় তিনি আগে কখনো দেখেন নি। জিগ্যেস করলেন, 'কবে যাচ্ছ?'

আন্না চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, উত্তর দিলেন না।

'কিটি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকছে যে?' দরজার দিকে চেয়ে লাল হয়ে বললেন আন্না।

'আহ্, যত বাজে কথা! ছেলেকে দুধ দিচ্ছে সে, ওর সব ভালো চলছিল না. আমি কিছু উপদেশ দিলাম... ও খুব খুশি। এখুনি সে

আসবে' — অসত্য বলার অভ্যাস না থাকায় আনাড়ির মতো ডল্লি বললেন; 'হ্যাঁ, ওই তো সে।'

আন্না এসেছেন জানতে পেরে কিটি বেরুতে চাইছিল না ঘর থেকে। কিন্তু ডল্লি তাকে বুঝিয়ে রাজি করান। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিটি এসে হাত বাড়িয়ে দিলে আন্নার দিকে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ভারি আনন্দ হল।'

ভ্রষ্টা এই নারীর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাঁর প্রতি অনুকূল হবার বাসনার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তার মধ্যে, তাতে অস্বস্তি হচ্ছিল কিটির; কিন্তু আন্নার সুন্দর প্রিয়দর্শন মুখখানা দেখা মাত্র বিদ্বেষ মিলিয়ে গেল তার।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে না চাইলে আমি কিন্তু অবাক হতাম না। সবকিছুতেই আমি এখন অভ্যস্ত। আপনার অসুখ করেছিল? হ্যাঁ, অন্যরকম দেখাচ্ছে আপনাকে' — আন্না বললেন।

কিটি টের পেল যে আন্না তাকে দেখছেন বিদ্বেষ নিয়ে। যে আন্না আগে তার প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন, আর এখন তিনি তার সামনে যে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ছেন, বিদ্বেষটা তারই ফল বলে ধরলে কিটি। তাঁর জন্য কষ্ট হল তার।

কিটির অসুখ, শিশুটি, স্তিভাকে নিয়ে কথাবার্তা হল ওঁদের মধ্যে, কিন্তু বোঝা গেল কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই আন্নার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।'

'কবে তোমরা যাচ্ছ?'

কিন্তু তার জবাব না দিয়ে আন্না ফিরলেন কিটির দিকে।

হেসে বললেন, 'সত্যি, আপনাকে দেখতে পেলাম বলে ভারি খুশি হলাম। সবার কাছ থেকে আমি আপনার কথা কত যে শুনেছি, এমনকি আপনার স্বামীর কাছ থেকেও; উনি এসেছিলেন আমাদের ওখানে, আমার বেশ লাগল ওঁকে' -- স্পষ্টতই দুরভিসন্ধি নিয়ে কথাটা যোগ করলেন আন্না। 'এখন উনি কোথায়?'

'উনি গ্রামে চলে গেছেন' — লাল হয়ে কিটি বললে।

'আমার হয়ে অভিনন্দন জানাবেন ওঁকে, অবশ্য-অবশ্যই জানাবেন।'

'অবশ্যই জানাব' -- সরলভাবে কিটি বললে আন্নার চোখের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে।

'তাহলে বিদায় ডল্লি!' ডল্লিকে চুমু খেয়ে আর কিটির করমর্দন করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন আন্না।

'সেই একইরকম, তেমনি আকর্ষণীয়, ভারি সুন্দর!' আন্না চলে গেলে দিদিকে একা পেয়ে কিটি বললে; 'কিন্তু ওর মধ্যে করুণ কী একটা যেন আছে! সাংঘাতিক করুণ!'

'নাঃ, আজ সে অন্যরকম' — ডল্লি বললেন; 'ওকে যখন হল পর্যন্ত পেঁছে দিই, মনে হল এই বুঝি কেঁদে ফেলবে।'

॥ ২৯ ॥

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আন্নার যে মনের অবস্থা ছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় তিনি বসলেন গাড়িতে। আগেকার যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হল অপমান আর অস্পৃশ্যতার ছোঁয়া যা তিনি পরিষ্কার অনুভব করেছিলেন কিটির উপস্থিতিতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা? বাড়ি?' জিগ্যেস করলে পিওত্র।

'হ্যাঁ, বাড়ি' — কোথায় যেতে হবে, এখন সে কথা না ভেবেই বললেন আন্না।

'আমার দিকে ওরা চাইছিল কেমন করে, যেন আমি একটা ভয়াবহ, দুর্বোধ্য, কৌতূহলজনক বস্তু' — দু'জন পথচারীর দিকে চেয়ে আন্না ভাবলেন: 'আহ্, সোৎসাহে সে কী বলতে পারে অন্যকে। নিজের যা অনুভূতি, সে কি অন্যদের বলা যায়? ডল্লিকে আমি সব বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ্যিস বলি নি। আমার দুর্ভাগ্যে কী খুশিই না সে হত! সেটা সে চেপে রাখত অবিশ্যি; তবে প্রধান কথা, যে উপভোগের দরুন আমায় সে হিংসে করে, তার জন্যে শাস্তি পেয়েছি বলে আনন্দ হত তার। কিটি, সে তো আরো খুশি হত। আমি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি! সে জানে যে ওর স্বামীর প্রতি আমার সৌজন্য ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। তাই আমায় সে ঈর্ষা করে, দেখতে পারে না। তদুপরি ঘৃণাই করে। ওর চোখে আমি দুর্নীতিপরায়ণ নারী। দুর্নীতিপরায়ণ হলে আমি ওর স্বামীকে আমার প্রেমে পড়াতে পারতাম... যদি চাইতাম। হ্যাঁ, চেয়েইছিলাম। আর এই যে আত্মসন্তুষ্ট লোকটা' — মোটা সোটা রক্তিমগণ্ড এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তিনি ভাবলেন। ভদ্রলোক আসছিলেন উল্টো দিক থেকে, তিনি আন্নাকে পরিচিত

মনে করে চকচকে টেকো মাথা থেকে চকচকে টুপিটা তুলেছিলেন, পরে ভুল বুঝতে পারেন। 'ও ভেবেছিল আমায় সে চেনে। অথচ দুনিয়ায় যত লোক আমায় যতটুকু চেনে, ও চেনে ততটুকুই কম। নিজেই আমি চিনি না নিজেকে। ফরাসিরা যা বলে, আমি জানি আমার খিদে। এই তো, ওরা ওই নোংরা কুল্পি বরফ খেতে চাইছে। এটা ওরা নিশ্চয় জানে' — ভাবলেন উনি দুটি ছেলেকে দেখে। বরফওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। সে তার মাথা থেকে গামলা খুলে নিয়ে রুমালের খুঁট দিয়ে মুখের ঘাম মুছছিল। 'আমাদের সবারই ইচ্ছে মিষ্টি, সুস্বাদু কিছু। চকোলেট না থাকলে নোংরা কুল্পি বরফই সই। কিটিও তাই, ভ্রন্স্কি নেই তাহলে লেভিনই সই। আর আমায় সে ঈর্ষা করে। ঘৃণা করে আমাকে। সবাই আমরা ঘৃণা করি পরস্পরকে। আমি কিটিকে, কিটি আমাকে। এটা ঠিক কথা। 'কেশপ্রসাধক ত্যুৎকিন'। Je me fais coiffer par Tutkin...* ও এলে কথাটা আমি ওকে বলব' — ভেবে হাসলেন তিনি। কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল হাসির কথা শোনাবেন এখন এমন কেউ নেই তাঁর। 'তা ছাড়া মজার বা হাসিরই কিছু নেই। সবকিছু জঘন্য। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে আর কী নিখুঁত করে ক্রুশ করছে বেনিয়াটা! যেন কিছু বুঝি খোয়া যাবে বলে ভয় পাচ্ছে। কেন এই গির্জা, এই ঘণ্টা, এই মিথ্যা? শুধু গোপন করার জন্যে যে আমরা সবাই ঘৃণা করি পরস্পরকে, ঠিক ওই ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো, যারা অমন খেপে গালিগালাজ করে নিজেদের মধ্যে। ইয়াশ্ভিন বলে, সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। এই হল সত্যি!'

এই যেসব চিন্তায় তিনি নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিলেন তা ভাবতে ভাবতে তিনি এসে থামলেন নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায়। তাঁর দিকে হল-পোর্টারকে আসতে দেখেই কেবল তাঁর মনে পড়ল যে তিনি চিঠি আর টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

জিগ্যেস করলেন, 'জবাব এসেছে?'

'এখুনি দেখছি' — হল-পোর্টার তার ডেস্কে গিয়ে টেলিগ্রামের পাতলা চৌকো একটা খাম এগিয়ে দিলে। আন্না পড়লেন: 'দশটার আগে আসতে পারব না। ভ্রন্স্কি।'

'আর যে লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরেছে?'

'এখনো ফেরে নি' — বললে হল-পোর্টার।

---

* আমি ত্যুৎকিনের কাছে কেশ প্রসাধন করি... (ফরাসি।)

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি জানি কী আমায় করতে হবে' — আন্না বললেন নিজেকে; নিজের ভেতর অনির্দিষ্ট একটা ক্রমবর্ধমান রোষ আর প্রতিহিংসার তাগিদ অনুভব করে তিনি ছুটে গেলেন ওপরে। 'আমি নিজেই যাব তার কাছে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার আগে আমি তাকে সবকিছু বলে যাব। এই লোকটার মতো আর কখনো কাউকে আমি এত ঘৃণা করি নি!' ভাবলেন তিনি। হ্যাঙ্গারে ওঁর টুপি দেখে আন্না কেঁপে উঠলেন বিতৃষ্ণায়। আন্না ভেবে দেখেন নি যে ভ্রন্স্কির টেলিগ্রামটা ছিল তাঁর টেলিগ্রামের জবাব, চিঠিটা তিনি তখনো পান নি। তাঁর মনে ভেসে উঠল যে এখন তিনি শান্তভাবে মা আর সরোকিনার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আনন্দ পাচ্ছেন তাঁর কষ্টে। 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যেতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন আন্না কোথায় যাবেন না জেনেই। ভয়ংকর এই বাড়িতে তাঁর যে অনুভূতিগুলো হয়েছে তা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন তিনি। এ বাড়ির চাকরবাকর, দেয়ালগুলো, জিনিসপত্র — সবই তাঁর মনে ঘেন্না আর রাগের উদ্রেক করছিল, কেমন একটা চাপে পিষ্ট করছিল তাঁকে।

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার রেল স্টেশনে, সেখানে যদি ও না থাকে, তাহলে ওখানেই যাব, ছিঁড়ে ফেলব ওর মুখোশ।' খবরের কাগজে ট্রেনের সময়-নির্ঘণ্ট দেখলেন আন্না। সন্ধ্যা আটটা দুই মিনিটে ট্রেন ছাড়ছে। 'হ্যাঁ, সময় আছে।' ঘোড়া বদলে অন্য ঘোড়া জোতার হুকুম দিলেন তিনি, দিন কয়েকের জন্য যা প্রয়োজন তেমন সব জিনিসপত্র ভরতে লাগলেন ব্যাগে। তিনি জানতেন যে এখানে আর ফিরবেন না। মাথায় যতরকম পরিকল্পনা আসছিল, তার মধ্যে ঝাপসাভাবে তিনি স্থির করলেন যে স্টেশনে বা কাউণ্টেসের মহালে যাই ঘটুক, নিজনি নভগোরদ রেলপথে প্রথম শহর পর্যন্ত গিয়ে তিনি সেখানে থামবেন।

টেবিলে খাবার দেওয়া ছিল; সেখানে গিয়ে রুটি আর পনীর শুঁকে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে সমস্ত খাবারের গন্ধ তাঁর কাছে ন্যক্কারজনক, গাড়ি দিতে বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গোটা রাস্তা জুড়ে ছায়া পড়েছে বাড়ির, সন্ধ্যাটা ঝরঝরে, রোদে তখনো উষ্ণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে আসছিল আন্নুশ্কা, গাড়িতে জিনিসপত্র রাখছিল পিওত্র আর সহিস দাঁড়িয়েছিল স্পষ্টতই বেজার হয়ে — সবাই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল, তাদের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গিতে বিরক্তি ধরছিল তাঁর।

'আমার তোমাকে দরকার নেই, পিওত্র।'

'কিন্তু টিকিট?'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, আমার কিছু এসে যায় না' — বিরক্তিভরে বললেন আন্না।

পিওতর কোচবাক্সে উঠে কোমরে হাত রেখে হুকুম দিলে স্টেশনে যেতে।

॥ ৩০ ॥

'ফের আমি, সেই আমি! ফের সবকিছু আমি বুঝতে পারছি' — গাড়ি ছাড়তে, খোয়া পাথরে বাঁধানো রাস্তায় ঘর্ঘর শব্দ তুলে দুলতে দুলতে এগনো মাত্র আন্না ভাবলেন, ফের একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

'আচ্ছা, কী ভাবনাটা অমন চমৎকার এসেছিল?' মনে করতে চাইলেন তিনি, 'কেশপ্রসাধক ত্যুৎকিন? না, ওটা নয়। হ্যাঁ, ইয়াশ্‌ভিন যা বলে, সেই কথাটা: অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম আর ঘৃণা — কেবল এইটেই লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। উঁহু, খামকা যাচ্ছেন আপনারা' — চার ঘোড়ায় টানা গাড়ির আরোহীদের উদ্দেশ করে মনে মনে বললেন তিনি, বোঝা যায় দলটা চলেছে শহরের বাইরে ফুর্তি করতে। 'আর যে কুকুরটা আপনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাকে দিয়েও কোনো সাহায্য হবে না। নিজের কাছ থেকে তো পালাতে পারবেন না।' পিওতর যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন নেশায় আধমরা এক মজুরকে। মাথা নড়বড় করছে, পুলিশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়। 'এই যেমন এটি পারবে' — আন্না ভাবলেন, 'কাউন্ট ভ্রন্‌স্কি আর আমি তৃপ্তি খুঁজে পেলাম না, যদিও অনেক আশা ছিল তার।' আর এই প্রথম আন্না উজ্জ্বল আলোয় দেখতে পেলেন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সবখানি যা নিয়ে আগে তিনি এড়িয়ে যেতেন ভাবতে। 'আমার মধ্যে কী খুঁজেছিল সে? ভালোবাসা ততটা নয়, যতটা আত্মগরিমার সাফল্য।' তাঁর মনে পড়ল তাঁদের সম্পর্কের প্রথম দিকটায় তাঁর কথা, তাঁর মুখভাব ছিল একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। এখন সবকিছুতেই তা সমর্থিত হচ্ছে। 'হ্যাঁ, আত্মগরিমার বিজয় পেয়েছিল সে। বলা বাহুল্য, ভালোবাসাও ছিল বৈকি, কিন্তু বেশির ভাগটা ছিল আত্মগরিমার সাফল্য। আমাকে নিয়ে সে গর্ব করেছে। এখন এটা গেছে। গর্ব করার

কিছু নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে সে যা পেরেছে সব নিয়েছে, এখন আমাকে আর দরকার নেই ওর। আমি ওর ওপর একটা বোঝা, আমার সঙ্গে সম্পর্কে ও সম্মান রেখে চলতে চায়। কাল সে বলে ফেলেছিল, ও চায় বিবাহবিচ্ছেদ আর বিয়ে যাতে ফেরার সাঁকোটা পুড়িয়ে দেওয়া যায়। ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু কেমন ভাবে? উৎসাহ নিবে গেছে। এ লোকটা সবাইকে তাক লাগাতে চায়, ভারি আত্মসন্তুষ্ট' — ভাড়া করা ঘোড়ায় চাপা লাল-গাল একজন দোকান কর্মচারীকে দেখে আন্না ভাবলেন; 'হ্যাঁ, আমার মধ্যে সে স্বাদ ওর কাছে আর নেই। আমি যদি ওকে ছেড়ে যেতে চাই, ভেতরে ভেতরে সে খুশিই হবে।'

এটা শুধু অনুমান নয়, যে অন্তর্ভেদী আলোয় এখন তাঁর কাছে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থ ধরা পড়ছিল, তাতে তিনি এটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

'আমার ভালোবাসা ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে প্রজ্বলিত, আত্মকেন্দ্রিক, আর ওর নিভে যাচ্ছে ক্রমেই, এই জন্যই আমরা তফাৎ হয়ে পড়ছি' — ভাবনার জের টেনে চললেন আন্না, 'এখানে সাহায্য করার কিছু নেই। আমার সর্বকিছু ওর জন্যে আর আমি চাই সে যেন ক্রমেই বেশি করে আমার কাছে উজাড় করে তার সর্বকিছু। আর ও চাইছে ক্রমেই আমার কাছ থেকে সরে যেতে। আমাদের মিলন হবার আগে পর্যন্ত আমরা ক্রমাগত পরস্পরের কাছে এগিয়েছি, তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। এটাকে বদলানো যায় না কিছুতেই। ও আমায় বলে যে আমি অর্থহীন রকমে ঈর্ষান্বিত, আমিও নিজেকে বলেছি যে আমার যা ঈর্ষা হচ্ছে তার কোনো মানে হয় না; কিন্তু সেটা ঠিক নয়, আমি ঈর্ষান্বিত নই, অসন্তুষ্ট। কিন্তু...' হঠাৎ আসা একটা চিন্তার উত্তেজনায় মুখ হাঁ করে তিনি সরে বসলেন গাড়িতে, 'যদি তার আদরের আকুল কামুকী এক নাগরী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতাম; কিন্তু অন্যকিছু হতে আমি পারি না, চাই না। আমার এই কামনায় তার বিতৃষ্ণা হয়, আর তাতে সে আমাকে রাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না। আমি কি জানি না যে আমাকে ও প্রতারণা করছে না, সরোকিনার ওপর তার চোখ নেই, কিটির অনুরক্ত সে নয়, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার অবস্থা সহনীয় হচ্ছে না। যদি সে ভালো না বেসে আমার ওপর সদয় আর কোমল থাকে, কিন্তু আমি যা চাই সেটা থাকছে

না, তাহলে তা বিদ্বেষের চেয়েও হাজারগুণ খারাপ! সেটা নরক! আর এই নরকই রয়েছে। অনেকদিন থেকেই সে আমায় আর ভালোবাসে না। আর যেখানে ভালোবাসার শেষ, সেখানে ঘৃণার শুরু। এই রাস্তাগুলো আমার একেবারে অজানা। কি সব ঢিপি, কেবল বাড়ি আর বাড়ি... আর বাড়িতে লোক আর লোক... কত যে লোক তার ইয়ত্তা নেই। আর সবাই ঘৃণা করে পরস্পরকে। কিন্তু ভাবা যাক, সুখী হতে হলে আমার কী চাই। বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেলাম, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আমায় দিলেন সেরিওজাকে, ভ্রন্স্কিকে বিয়ে করলাম আমি।' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা ভাবতেই তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তাঁর ভীরু ভীরু নির্জীব নিভন্ত চোখ, শাদা হাতে শিরা, আঙুল মটকানি, কথার টান নিয়ে অসাধারণ স্পষ্টতায় জীবন্ত, আর তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, যাকেও ভালোবাসা বলা হত, তা মনে পড়ে ঘেন্নায় শিউরে উঠলেন তিনি। 'বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়ে বিয়ে করলাম ভ্রন্স্কিকে। কী হবে, কিটি আজকের মতো আমার দিকে কি আর চাইবে না? না। আমার দুই স্বামী নিয়ে প্রশ্ন করতে বা ভাবতে ক্ষান্ত থাকবে সেরিওজা? আর ভ্রন্স্কি এবং আমার মধ্যে নতুন কী সম্পর্ক আমি ভাবতে পারি? সুখ আর নয়, কিন্তু যন্ত্রণার অবসান কি আদৌ আর সম্ভব? না, না!' নিজেকে এবার তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়; 'না, না! সে অসম্ভব! জীবনেই আমরা তফাৎ হয়ে যাচ্ছি, আমি ওকে অসুখী করছি, সে আমাকে, এটা বদলানো ওর বা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চেষ্টা করা হয়েছে, খুলে এসেছে ইস্ক্রুপ। হ্যাঁ, ছেলের সাথে ভিখারিণী, সে ভাবছে লোকে ওকে করুণা করবে। কিন্তু সবাই আমরা দুনিয়ায় আসি নি কি কেবল পরস্পরকে ঘৃণা করতে আর তাতে করে নিজেকে আর অন্যদের কষ্ট দিতে? স্কুলের ছাত্ররা যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে। সেরিওজা?' মনে পড়ল তাঁর, 'আমিও ভেবেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, মন ভিজে উঠত স্নেহে। অথচ রইলাম তো তাকে ছাড়াই, তাকে বিনিময় করে গেলাম অন্য একটা ভালোবাসার পেছনে, আর যতদিন সে ভালোবাসায় পরিতৃপ্তি পেয়েছি, ক্ষোভ করি নি এ বিনিময়ের জন্যে।' আর যেটার তিনি নাম দিয়েছিলেন ভালোবাসা সে কথা মনে পড়ে ঘেন্না হল তাঁর। আর যে স্পষ্টতায় এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর এবং অন্য সব লোকের জীবন, তাতে আনন্দ বোধ করলেন তিনি। 'আমি, পিওত্র, সহিস ফিওদর, আর সেই সমস্ত লোক যারা থাকে ভলগা পাড়ে, যেখানে যাবার জন্যে ডাক দিচ্ছে

বিজ্ঞাপনটা, সবাই আমরা ওইরকম' — নিজনি নভগোরদ স্টেশনের নিচু দালানটার কাছে যখন পেঁছে গেছেন, ছুটে আসছে মুটেরা, তখন এই কথা ভাবছিলেন তিনি।

'আজ্ঞা করুন, ওবিরালোভ্‌কা-র টিকিট কাটব?' জিজ্ঞেস করলে পিওত্‌র।

আন্না একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় এবং কেন তিনি যাচ্ছেন। বহু চেষ্টা করে প্রশ্নটার মানে বোধগম্য হল তাঁর।

'হ্যাঁ' — ওকে একটা মানি-ব্যাগ দিয়ে আন্না বললেন, তারপর নিজের ছোটো লাল থলিটা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং-রুমের দিকে যেতে যেতে একটু একটু করে তাঁর মনে পড়ল নিজের অবস্থার খুঁটিনাটি আর যেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি দোল খেয়েছেন, তার কথা; এবং ফের পুরনো আর্ত জায়গাগুলো নিয়ে কখনো আশা কখনো হতাশা আঁচড়াচ্ছিল তাঁর জর্জরিত, সাংঘাতিক দপদপ করা হৃদয়ের ক্ষতগুলোকে। ট্রেনের অপেক্ষায় পঞ্চমুখী সোফায় বসে, যে লোকগুলো ঢুকছিল আর বেরুচ্ছিল, ঘৃণায় তাদের দিকে চেয়ে (এখন সবাই তাঁর কাছে জঘন্য) আন্না ভাবছিলেন কিভাবে গন্তব্যে পেঁছে তিনি ওঁকে চিঠি পাঠাবেন, তাতে কী লিখবেন, ভাবছিলেন কিভাবে এখন তিনি মায়ের কাছে নিজের ভাগ্য নিয়ে অনুযোগ করছেন (আন্নার যন্ত্রণাটা না বুঝে), কিভাবে তিনি ঘরে ঢুকবেন আর কী তিনি বলবেন ওঁকে। তারপর ভাবলেন জীবন কত সুখের হতে পারত আর কী যন্ত্রণায় আন্না তাঁকে ভালোবাসেন ও ঘৃণা করেন, কী ভয়ংকর ঢিপঢিপ করছে তাঁর বুক।

॥ ৩১ ॥

ঘণ্টা পড়ল। কী সব কুৎসিত, বেহায়া, হন্তদন্ত তবে সেইসঙ্গে কী ছাপ তারা ফেলছে সে সম্পর্কে সচেতন যুবকেরা বেরিয়ে গেল; ভোঁতা, পশুবৎ মুখে চাপরাশ আর বোতাম-আঁটা বুট পরা পিওত্‌র তাঁকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য ওয়েটিং-রুম পেরিয়ে এল তাঁর কাছে। প্ল্যাটফর্মে কোলাহল করা যুবকদের পাশ দিয়ে আন্না যখন যাচ্ছিলেন, চুপ করে গেল তারা। একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন বললে — বলাই বাহুল্য, জঘন্য

কোনো মন্তব্য। আন্না উ'চু সি'ড়ি দিয়ে উঠে একলা বসলেন একটা গদি আঁটা দাগ ধরা সোফায়, যা একসময় ছিল শাদা। ব্যাগটা স্প্রিঙের ওপর লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে পড়ল। জানলার কাছে এসে বোকার মতো হেসে বিদায় জানাবার জন্য সোনালী ফিতে দেওয়া টুপি তুললে পিওত্র। অভদ্র কনডাক্টর ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে হুড়কো দিলে। বাস্‌ল পরা জনৈক কুৎসিত মহিলা (আন্না মনে মনে মহিলাটিকে বিবস্ত্র করে স্তম্ভিত হলেন তার কুশ্রীতায়) আর অস্বাভাবিক হাসি হাসতে হাসতে একটি মেয়ে ছুটে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে।

'কাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সব আছে, আমার খুড়ি!'

'খুকি — আর সেও কিনা বিকৃত, ন্যাকামি করছে' — ভাবলেন আন্না। কাউকে যাতে আর দেখতে না হয় তার জন্য আন্না ঝট করে উঠে ফাঁকা ওয়াগনে বসলেন উলটো দিকের জানলার কাছে। এ জানলার সামনে দিয়ে সরে গেল তেল-কালি লাগা কুৎসিত একটা লোক, মজুরের টুপির তল থেকে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, নিচু হয়ে ওয়াগনের চাকাগুলোয় কী যেন সে করছিল। 'এই কুৎসিত লোকটার মধ্যে কী যেন চেনা-চেনা ঠেকছে' — ভাবলেন আন্না! আর তাঁর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে আতংকে শিউরে উঠে গেলেন অন্য দরজার কাছে। দরজা খুলে একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে ভেতরে ঢুকতে দিল কনডাক্টর।

'আপনি কি বেরুবেন?'

আন্না জবাব দিলেন না। অবগুণ্ঠনের তলে তাঁর মুখের আতংক নবাগত বা কনডাক্টর — চোখে পড়ে নি কারুরই। আন্না ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের কোণটিতে। স্বামী-স্ত্রী উলটো দিকে বসে মন দিয়ে তবে গোপনে গোপনে লক্ষ করছিলেন তাঁর পোশাক। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই জঘন্য লাগল আন্নার। স্বামী জিগ্যেস করলেন ধূমপান করা চলবে কি? স্পষ্টতই ধূমপানের জন্য নয়, আন্নার সঙ্গে কথা ফাঁদার জন্য। সম্মতি পেয়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে এমন বিষয়ে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে লাগলেন যা তাঁর কাছে ধূমপানের চেয়েও নিরর্থক। বোকামির ভান করে তাঁরা কথা কইছিলেন শুধু আন্নার কানে যাতে তা যায়। আন্না পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন পরস্পরের ওপর কিরকম বিরক্তি ধরে গেছে তাঁদের, কী ঘৃণাই না তাঁরা করেন পরস্পরকে। আর এই ধরনের কুশ্রী জীবদের ঘৃণা না করেও পারা যায় না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, তার পরেই শোনা গেল মাল ঠেলা, চে'চামেচি,

গোলমাল, হাসির শব্দ। আন্নার কাছে খুবই পরিষ্কার যে কারো আনন্দ করার কিছু নেই, হাসিটা তাঁকে বিরক্ত করে তুলল যন্ত্রণার মাত্রায়, তা যাতে শুনতে না হয় তার জন্য কানে আঙুল চাপা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অবশেষে পড়ল তৃতীয় ঘণ্টা, শোনা গেল হুইসিল, ফোঁস করে উঠল ইঞ্জিন, টান পড়ল শেকলে, স্বামী ক্রুশ করলেন। 'কী ভেবে এটা সে করছে, জিগ্যেস করলে হত' — আক্রোশে লোকটার দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন। যারা ট্রেনে চাপিয়ে দিতে এসেছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মহিলার পাশ থেকে জানলা দিয়ে তাদের দেখতে লাগলেন আন্না। ঠিক যেন পেছিয়ে যাচ্ছে সবাই। আন্না যে ওয়াগনটায় বসেছিলেন, রেল লাইনের জোড়গুলোয় তা সমতালে কেঁপে কেঁপে পেরিয়ে যেতে লাগল প্ল্যাটফর্ম, পাথরের দেয়াল, সিগন্যাল পোস্ট, অন্যান্য ওয়াগন; ট্রেনের চাকা হয়ে উঠল মসৃণ, অনায়াস, মৃদু আওয়াজ উঠতে লাগল তা থেকে, উজ্জ্বল সান্ধ্য কিরণে আলো হয়ে উঠল জানলা, পর্দায় খেলা করতে লাগল বাতাস। কামরায় তাঁর সহযাত্রীদের কথা ভুলে গিয়ে ট্রেনের সামান্য দুলুনিতে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আন্না ফের ডুবে গেলেন তাঁর ভাবনায়।

'কী যেন ভাবছিলাম? হ্যাঁ, আমি এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি না যেখানে জীবন হবে না যন্ত্রণাকর, সবাই আমরা জন্মেছি কষ্ট পেতে, আমরা সবাই এটা জানি আর আত্মপ্রতারণার উপায় খুঁজি। কিন্তু সত্যকে যখন মুখোমুখি দেখি, কী তখন করব আমরা?'

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই তো বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে মানুষকে' - ফরাসিতে বললেন মহিলাটি, স্পষ্টতই নিজের বুকনিতে খুশি হয়ে এবং ভাষার কেরদানি দেখিয়ে।

কথাগুলো যেন আন্নার চিন্তার জবাব।

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া' — কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন আন্না। আর রক্তিমগণ্ড স্বামী আর শীর্ণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন যে রুগ্না স্ত্রী নিজেকে মনে করেন এক প্রহেলিকাময়ী নারী আর তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণাটায় ইন্ধন জুগিয়ে স্বামী প্রতারণা করেন তাঁকে। আন্না যেন আলো ফেলে তাঁদের সমস্ত কাহিনী, প্রাণের কোনাকানাচগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না সেখানে, নিজের ভাবনা তিনি ভেবে চললেন।

'হ্যাঁ, আমাকে খুবই অস্থির করে তোলে আর মানুষকে বুদ্ধি দেওয়া

হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তাহলে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বাতিটা কেন নিবিয়ে ফেলব না যখন দেখবার কিছু আর নেই, যখন এই সবকিছুর দিকে তাকাতে ঘেন্না করে? কিন্তু কেমন করে? করিডোর দিয়ে কনডাক্টর ছুটে গেল কেন? ওই ওয়াগনে কেন চিৎকার করছে ওরা, ওই ছোকরারা? কেন কথা বলছে তারা? কেন হাসছে? সব বেঠিক, সব মিথ্যা, সবই প্রতারণা, সবই অশুভ!..'

আন্না স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, অন্যান্য প্যাসেন্‌জারদের ভিড়ের সঙ্গে তিনিও নামলেন আর যেন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের ছোঁয়া এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে, চেষ্টা করলেন স্মরণ করতে কেন তিনি এখানে এসেছেন, কী করার সংকল্প ছিল তাঁর। আগে যা তাঁর কাছে সম্ভব মনে হয়েছিল, এখন তা কল্পনা করাই কঠিন হল, বিশেষত এই হৈচৈ করা কদর্য লোকগুলোর ভিড়ে, যারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মাল বইবার আশায় মুটেরা ছুটে এল তাঁর কাছে, প্ল্যাটফর্মের তক্তায় হিলের দুমদাম শব্দ করে ছোকরারা উচ্চৈস্বরে কথা কইতে কইতে তাকাতে লাগল তাঁর দিকে, উল্টো দিক থেকে আসা যাত্রীর স্রোত তাঁকে ঠেলে দিলে অন্যদিকে জবাব না পেলে তিনি আরো এগিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেটা মনে পড়ায় একজন মুটেকে থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবার মতো কোনো গাড়োয়ান এখানে পাওয়া যাবে কিনা।

'কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি? ওঁদের কাছ থেকে এখুনি গাড়ি এসেছিল প্রিন্সেস সরোকিনা আর তাঁর মেয়ের জন্যে। আচ্ছা, কোচোয়ান দেখতে কেমন?'

মুটের সঙ্গে যখন আন্না কথা বলছিলেন, তখন বুকের ওপর চেন ঝোলানো চটকদার নীল কোট পরা রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ কোচোয়ান মিখাইল এসে একটা চিঠি দিলে তাঁকে, বোঝা যায় এমন চমৎকার করে দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভারি গর্ব তার। চিঠি পড়তে গিয়ে বুক তাঁর আগের চেয়েও হিম হয়ে এল।

হেলাফেলা হস্তাক্ষরে ভ্রন্‌স্কি লিখেছেন, 'ওখানে চিঠিটা পাই নি বলে খুবই দুঃখিত। দশটায় পেঁছব।'

'বটে! তাই আমি ভেবেছিলাম!' মনে মনে বললেন তিনি আক্রোশের বাঁকা হাসি নিয়ে।

'বেশ, তাহলে বাড়ি চলে যাও' — মিখাইলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন আস্তে করে। আস্তে করে বললেন কারণ বুকের দ্রুত স্পন্দনে কষ্ট হচ্ছিল

নিশ্বাস নিতে। 'না, আমাকে যন্ত্রণায় ভোগাতে তোমায় দেব না' — ভ্রন্‌স্কিকে নয়, নিজেকে নয়, যে তাঁকে যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে তাকে হুমকি দিয়ে বললেন তিনি, চলতে লাগলেন স্টেশন ঘর পেরিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল দু'জন চাকরানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁর সাজপোশাক সম্পর্কে নিজেদের মতামত তারা ব্যক্ত করলে শুনিয়ে শুনিয়ে: 'আসলী মাল' — তাঁর পরনের লেস সম্পর্কে বলাবলি করলে তারা। ছোকরারা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না তাঁকে। ফের তারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে অস্বাভাবিক গলায় কী একটা চিৎকার করে চলে গেল পাশ দিয়ে। স্টেশন মাস্টার যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন আরো দূরে তিনি যাবেন কিনা। যে ছেলেটি ক্‌ভাস বিক্রি করছিল, সে তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। 'ভগবান, কোথায় আমি যাব?' প্ল্যাটফর্ম বরাবর ক্রমেই দূরে চলে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি। প্ল্যাটফর্মের শেষে থামলেন। চশমাধারী এক ভদ্রলোককে নিতে আসা মহিলা আর ছেলেপিলেরা সজোরে হাসাহাসি করে কথা কইছিল, আন্না তাদের কাছাকাছি যেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল তারা। দ্রুত পদক্ষেপে আন্না তাদের ছাড়িয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে। একটা মালগাড়ি আসছিল। থরথরিয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম আর আন্নার মনে হল আবার ট্রেনে চেপে তিনি যাচ্ছেন।

ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন ট্রেনে যে লোকটা কাটা পড়েছিল, হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি বুঝলেন কী তাঁর করা দরকার। স্টেশনের সিঁড়ি গিয়েছিল জলের পাম্প থেকে রেল লাইন পর্যন্ত, ক্ষিপ্র লঘু পায়ে তা বেয়ে নেমে তিনি দাঁড়ালেন চলন্ত মালগাড়িটার একেবারে কাছ ঘেঁষে। ওয়াগনগুলোর তলের দিকটা, ধীরে ধীরে যাওয়া প্রথম ওয়াগনটার বোল্ট, শেকল আর লোহার উঁচু চাকাটার দিকে চাইলেন তিনি. চোখ আন্দাজে স্থির করার চেষ্টা করলেন সামনের চাকা আর পেছনকার চাকার মাঝখানটা কোথায় আর কখন সে মাঝখানটা এসে পড়বে তাঁর সামনে।

'ওইখানে!' ওয়াগনের ছায়া থেকে কয়লা আর বালি ছড়ানো স্লিপারগুলোর দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি, 'ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।'

প্রথম ওয়াগনটার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আন্না। কিন্তু লাল ব্যাগটা হাত থেকে খুলতে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল: মাঝখানটা পেরিয়ে গেল তাঁকে। পরের ওয়াগনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। স্নান করতে গিয়ে ঠান্ডা জলে ঝাঁপাবার আগে যেমন লাগত, তেমন একটা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, ক্রস করলেন তিনি। ক্রস করার অভ্যস্ত ভঙ্গিটায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠল বাল্য ও কৈশরের একসারি স্মৃতি আর যে অন্ধকারটা তাঁর সবকিছু ঢেকে রেখেছিল, হঠাৎ তা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, মুহূর্তের জন্য অতীতের সমস্ত ভাস্বর আনন্দ নিয়ে জীবন ভেসে উঠল তাঁর সামনে। কিন্তু এগিয়ে আসা দ্বিতীয় ওয়াগনটার চাকা থেকে দৃষ্টি সরালেন না তিনি। তারপর দুই চাকার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি ছুড়ে ফেললেন লাল ব্যাগটা, কাঁধে মাথা গুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াগনের তলে দুই হাতের ওপর, আর যেন তক্ষুনি দাঁড়িয়ে পড়বেন এমন লঘু ভঙ্গিতে উঠে বসলেন হাঁটুর ওপর। আর সেই মুহূর্তেই যা করেছেন তাতে আতংক হল তাঁর। 'কোথায় আমি? কী করলাম? কেন?' তিনি চেয়েছিলেন উঠে দাঁড়াবেন, লাফিয়ে ফিরে আসবেন: কিন্তু বিপুল, অমোঘ কোনো কিছু ঘা দিল তাঁর মাথায়, টেনে নিয়ে যেতে লাগল পিঠ ধরে। সংগ্রাম অসম্ভব টের পেয়ে আন্না অস্ফুট মিনতি করলেন, 'ভগবান, আমার সবকিছু ক্ষমা করো!' চাষীটা কী যেন বিড়বিড় করে কাজ করছিল লোহা নিয়ে। আর যে মোমবাতিটার আলোয় তিনি শংকা, প্রতারণা, দুঃখ আর অকল্যাণে ভরা বইখানা পড়ছিলেন, তা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা কখনো হয় নি, আগে যা ছিল অন্ধকারে তা সব আলো করে তুলল, তারপর দপদপ করে উঠে ম্লান হয়ে আসতে লাগল, নিভে গেল চিরকালের জন্য।

অষ্টম অংশ

॥১॥

প্রায় দুই মাস কেটে গেছে। আতপ্ত গ্রীষ্মের মাঝামাঝি তখন, অথচ সের্গেই ইভানোভিচ কেবল এখনই মস্কো থেকে বেরুবার আয়োজন করলেন।

এই সময়ের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের জীবনে নিজস্ব কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। ছয় বছর ধরে পরিশ্রমের ফল, 'ইউরোপ ও রাশিয়ায় রাষ্ট্রপাটের ভিত্তি ও রূপ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা' নামে তাঁর বই সমাপ্ত হয়েছিল এক বছর আগেই। এ বইয়ের কিছু কিছু অধ্যায় ও ভূমিকা প্রকাশিত হয় সাময়িক পত্রাদিতে, অন্যান্য অংশ সের্গেই ইভানোভিচ পড়ে শোনান নিজ মহলের লোকেদের কাছে। ফলে এ বইয়ে বিবৃত ধ্যান-ধারণা পাঠকসমাজের কাছে একেবারে অভিনব ঠেকা সম্ভব ছিল না; তাহলেও সের্গেই ইভানোভিচ আশা করেছিলেন যে বইটি প্রকাশিত হলে সমাজের ওপর গুরুতর ছাপ ফেলবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব না ঘটালেও বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলবে প্রচণ্ড।

সযত্ন পরিমার্জনার পর বইটি প্রকাশিত ও পুস্তকবিক্রেতাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল গত বছর।

বইটি সম্পর্কে কারো মতামত জিগ্যেস না করলেও, বইটা কেমন কাটছে বন্ধুদের এ প্রশ্নে অনিচ্ছায় এবং কৃত্রিম ঔদাসীন্যে উত্তর দিলেও, বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, এমনকি পুস্তকবিক্রেতাদের কাছেও সে প্রশ্ন না করলেও সমাজে ও সাহিত্যজগতে বইটির যে প্রাথমিক ছাপ ফেলার কথা, সেটা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে, অসহ্য মনোযোগে অনুসরণ করছিলেন তিনি।

কিন্তু কাটল এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, — সমাজের ওপর ছাপ লক্ষিত হল না। তাঁর বন্ধুরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বইটির কথা বলতেন স্পষ্টতই সৌজন্যবশে। তাঁর অন্য পরিচিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাঁর কাছে বইটার কথা বলতেন না আদপেই। তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত সমাজ রইল সম্পূর্ণ নির্বিকার। সাহিত্যেও এক মাসের মধ্যে কোনো লেখা বেরয় নি বইটা সম্পর্কে।

সমালোচনা লেখার জন্য কত সময় দরকার সেটা খুঁটিয়ে হিসাব করেছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ, কিন্তু দু'মাসও কেটে গেল, সমালোচনা একইরকম নীরব।

শুধু গলা বসে যাওয়া অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে 'উত্তরী গুবরে' পত্রিকার একটি পরিহাস প্রবন্ধে কথায় কথায় কজ্‌নিশেভের বই সম্পর্কে তাচ্ছিল্যসূচক কয়েকটা মন্তব্য করে বোঝানো হয় যে বহু আগেই বইটি সবার চোখে নিন্দিত হয়ে একটা সাধারণ হাসাহাসির উপলক্ষ ঘটিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে ভারিক্কী এক পত্রিকায় বেরুল সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখককে সের্গেই ইভানোভিচ চিনতেন। গলুব্‌ৎসভের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

প্রবন্ধলেখক খুবই তরুণবয়সী, অসুস্থ রম্য লেখক, লেখায় খুব তুখোর, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ কম, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীরু।

লেখকটি সম্পর্কে সের্গেই ইভানোভিচের একান্ত তাচ্ছিল্য থাকলেও প্রবন্ধটি তিনি পড়তে শুরু করেন একান্ত শ্রদ্ধাভরে। দেখা গেল ভয়াবহ প্রবন্ধ!

বোঝাই যায় যে রম্য লেখক গোটা বইটাকে এমনভাবে বুঝেছেন যা বোঝা চলে না। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো তিনি বাছাই করেছেন এমন কায়দা করে যে বইটা যারা পড়ে নি (বোঝা যাচ্ছে প্রায় কেউ-ই তা পড়ে নি) তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বইটি গুরুগম্ভীর, তদুপরি অপ্রাসঙ্গিক (যা দেখানো হয়েছে প্রশ্ন চিহ্নগুলো দিয়ে) শব্দের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছু নয়, এবং লেখক অকাট একটি মূর্খ। এবং সবই বলা হয়েছে এমন রসিকতা করে যে সের্গেই ইভানোভিচ নিজেই অমন রসিকতায় পরাঙমুখ হতেন না; আর সেইটেই হল ভয়ংকর ব্যাপার।

যে একান্ত সততার সঙ্গে সের্গেই ইভানোভিচ সমালোচকের যুক্তিগুলির ন্যায্যতা খতিয়ে দেখছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে হাস্যাস্পদ করার জন্য তুলে

ধরা ভুলত্রুটিতে মুহূর্তের জন্যও থামছিলেন না, — এ তো বোঝাই যাচ্ছিল যে ওগুলো বাছা হয়েছে ইচ্ছে করেই — কিন্তু তখনই প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপের সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন অজ্ঞাতসারেই।

নিজেকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওর মনে কি আমি আঘাত দিয়েছি কিছুতে?'

এবং সাক্ষাতের সময় তিনি যে তরুণটির ব্যবহৃত একটি শব্দের অজ্ঞতা শুধরে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ায় সের্গেই ইভানোভিচের কাছে প্রবন্ধটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ প্রবন্ধের পর বইটা সম্পর্কে মুখে এবং মুদ্রণে উভয়তই নামল মৃত্যুসম নীরবতা এবং সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে অত দরদে আর খেটে ছয় বছর ধরে যা তিনি রচনা করেছেন, তা নিশ্চিহ্নে ভেসে গেছে।

সের্গেই ইভানোভিচের অবস্থা আরো দুঃসহ দাঁড়িয়েছিল এই জন্য যে বইটা শেষ করার পর টেবিলে বসে করার মতো কাজ তাঁর আর ছিল না, আগে সেইটেতেই তাঁর সময় যেত বেশি।

সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, সুস্থ, কর্মঠ, ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর এই সক্রিয়তা কোথায় কাজে লাগাবেন। ড্রয়িং-রুমে, কংগ্রেসে, সম্মেলনে, কমিটিতে — যেখানে কথাবার্তা বলা যেত তেমন সব-খানেই কথাবার্তা বলে কাটত তাঁর সময়ের একাংশ। কিন্তু বহুকালের নাগরিক হওয়ায় তাঁর কুণ্ঠা হত শুধু কথাবার্তা কয়ে যেতে (মস্কোয় এসে তাঁর অনভিজ্ঞ ভ্রাতাটি যা করেছেন), ফলে আরো অনেক অবসর ও মানসিক শক্তি তাঁর রয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা যে বইয়ের ব্যর্থতা হেতু তাঁর এই দুঃসময়টায় ভিন্নধর্মীর প্রশ্ন, মার্কিন বন্ধু, সামারা দুর্ভিক্ষ, প্রদর্শনী, প্রেততত্ত্বের স্থান নিল স্লাভ প্রশ্ন, সমাজে আগে যা জ্বলছিল মাত্র ধিকিধিকি, এবং সের্গেই ইভানোভিচও — যিনি আগেই ছিলেন এ প্রশ্নের অন্যতম উত্থাপক, তিনি এতে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করলেন।

সের্গেই ইভানোভিচ যে মহলের লোক সেখানে স্লাভ প্রশ্ন ও সার্বীয় যুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি ও আলোচনা হত তেমন আর কিছু নিয়ে নয়। সময় কাটাবার জন্য অবসরভোগী জনতা সাধারণত যা করে থাকে, তা এখন করা হতে লাগল স্লাভদের সাহায্যার্থে। বলনাচ, কনসার্ট, ডিনার, ভাষণ,

মহিলাদের পোশাক, বিয়ার, শুঁড়িখানা — সবই স্লাভদের প্রতি সহানুভূতির সাক্ষ্য বহন করতে থাকল।

এই উপলক্ষে সে সময় যা বলাবলি ও লেখালেখি হত, তার অনেকগুলির খুঁটিনাটিতে সায় ছিল না সের্গেই ইভানোভিচের। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্লাভ প্রশ্ন পরিণত হচ্ছে তেমনি এক হুজুগে যা সর্বদা একটার পর অন্যটা এসে সমাজকে ব্যস্ত রাখার উপলক্ষ হয়; এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ ব্যাপারে অনেক লোকই জুটেছে স্বার্থগৃধ্নু, উচ্চাহংকারী উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি স্বীকার করতেন যে পত্রিকায় নিষ্প্রয়োজন ও অতিরঞ্জিত অনেককিছু ছাপা হচ্ছে শুধু নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ আর চিৎকার করে অন্যদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সমাজের এই সাধারণ জোয়ারে সামনে লাফিয়ে এসে সবার চেয়ে বেশি চিৎকার জুড়ছিল তারা যারা জীবনে ব্যর্থকাম, ক্ষোভ পুষে রেখেছে মনে: ফৌজ ছাড়া সর্বাধিনায়ক, মন্ত্রক ছাড়া মন্ত্রী, সংবাদপত্র ছাড়া সাংবাদিক, পার্টি অনুগামী ছাড়া পার্টি কর্তা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে লঘুচিত্ত ও হাস্যকর অনেককিছু আছে এর মধ্যে; কিন্তু স্বীকার করে নিতেন সন্দেহাতীত ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনাকে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে একত্রে মেলাচ্ছে, যার প্রতি সহানুভূতি পোষণ না করে পারা যায় না। একই ধর্মবিশ্বাসী স্লাভ ভ্রাতাদের রক্তস্নানে জাগছিল উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি আর উৎপীড়কদের প্রতি রোষ। বড়ো একটা আদর্শের জন্য সংগ্রামী সার্ব আর মণ্টেনেগ্রীনদের বীর্য সারা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল শুধু কথায় নয়, কাজে ভ্রাতাদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা।

তবে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে আনন্দজনক একটা দিকও ছিল এর মধ্যে: সেটা হল জনমতের আত্মপ্রকাশ। জনসমাজ সুনির্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত করল তার বাসনা। সের্গেই ইভানোভিচ যা বলতেন, স্ফূর্তি পেয়েছে জনগণের প্রাণ। আর এ ব্যাপারটায় যত তিনি জড়ালেন, ততই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে এটা এমন একটা সাধনা যা বিশাল আয়তন লাভ করে যুগান্তর ঘটাতে বাধ্য।

এই মহতী সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, বইয়ের ভাবনা ভুলে গেলেন।

এখন তাঁর সমস্ত সময়ই এত কর্মব্যস্ত যে তাঁর কাছে লেখা সমস্ত চিঠি ও দাবির জবাব দিতে পারছিলেন না তিনি।

সারা বসন্ত ও গ্রীষ্মের একাংশ এ সবে ব্যাপৃত থেকে কেবল জুলাই মাসে গ্রামে ভাইয়ের কাছে যাবার তোড়জোড় করলেন।

গেলেন দু'সপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন আর সেইসঙ্গে জনগণের মধ্যে যা পূতাধিক পূত, গ্রামের দুরান্ত বিজনে জাতীয় প্রাণের সে উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হবেন বলে যার সম্পর্কে রাজধানী ও শহরের লোকেরা নিঃসন্দেহ। কাতাভাসোভ লেভিনকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ওখানে যাবেন। বহুদিন থেকে কথাটা রাখার চেষ্টা করার পর এখন সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনিও গেলেন।

॥ ২ ॥

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ আজ অসাধারণ জনাকীর্ণ কুর্স্ক রেল স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে চাপরাশি এল কিনা দেখতে না দেখতেই চারটে ছ্যাকড়া গাড়িতে এসে পড়ল স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকেরা। ফুল নিয়ে মহিলারা বরণ করলেন তাদের, পেছন পেছন ভিড় ঢুকে পড়ল স্টেশনে।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বরণ করতে এসেছিলেন যে মহিলারা, তাঁদের একজন হল থেকে বেরিয়ে সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন ফরাসি ভাষায়।

'আপনিও বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'না প্রিন্সেস, আমি নিজেই যাত্রী। ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। আপনি সর্বদাই বিদায় জানাতে আসেন বুঝি?' প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে জিগ্যেস করলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'সে কি আর পারা যায়!' প্রিন্সেস বললেন, 'আমাদের এখান থেকে আটশ' জন গেছে, তাই না? মালভিনস্কি বিশ্বাস করলে না আমার কথা।'

'আটশ'র বেশি। সরাসরি যাদের মস্কো থেকে পাঠানো হয় নি তাদের ধরলে হাজারের বেশি' -- বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'এই তো দেখুন। আমি তাই বলেছিলাম' -- সহর্ষে তাঁর কথা লুফে নিলেন মহিলা, 'আর এখন চাঁদা উঠেছে প্রায় দশ লাখ, তাই না?'

'তারও বেশি, প্রিন্সেস।'

'আর আজকের তারবার্তাটা কেমন, দেখেছেন? ফের পরাস্ত হল তুর্কীরা।'

'হ্যাঁ পড়েছি' — সের্গেই ইভানোভিচ জবাব দিলেন। শেষ সংবাদ নিয়ে কথা কইছিলেন ওঁরা। তাতে সমর্থিত হয়েছে যে পর পর তিন দিন সমস্ত পয়েণ্টে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছে তুর্কীরা এবং চরম একটা সংঘর্ষের আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।

'ও হ্যাঁ, একটি নওজোয়ান, চমৎকার লোক, যুদ্ধে যেতে চায়। জানি না কিসব প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছে। আমি ওকে জানি, অনুরোধ করি একটা চিঠি লিখে দিন। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জানিয়েছেন।'

যে লোকটি যুদ্ধে যেতে চায় তার সম্পর্কে প্রিন্সেস যা জানেন বিস্তারিত জেনে নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ প্রথম শ্রেণীর ওয়টিং-রুমে গিয়ে যাঁর ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করছিল তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রিন্সেসের হাতে।

'জানেন কাউণ্ট ভ্রন্স্কি, সেই যে... এই ট্রেনেই যাচ্ছেন' — চিঠিটা নিয়ে বিজয়গর্বে বহু অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে তিনি বললেন।

'আমি শুনেছিলাম যে উনি যাবেন, কিন্তু জানতাম না কবে। এই ট্রেনেই?'

'আমি দেখেছি ওঁকে। এইখানেই আছেন তিনি। একলা মা বিদায় জানাতে এসেছেন। যাই বলুন, এর চেয়ে ভালো কিছু উনি করতে পারতেন না।'

'ও হ্যাঁ, বটেই তো।'

ওঁরা যখন কথা কইছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে জনস্রোত চলল ভোজনালয়ের দিকে। তাঁরাও এগিয়ে গেলেন, শুনলেন পানপাত্র হাতে একজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'ধর্মের জন্যে, মানবজাতির, আমাদের ভাইদের সেবায়' — ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে বললেন ভদ্রলোক; 'মহাকর্মে আপনাদের আশীর্বাদ করছে মস্কো মা-জননী। জিভিও!*' চিৎকার করে সজল চোখে তিনি শেষ করলেন।

সবাই চিৎকার করল: 'জিভিও!' আরো একদল জনতা হুড়মুড়িয়ে হলে ঢুকে প্রিন্সেসকে প্রায় উলটে ফেলে দিচ্ছিল আর-কি।

'আরে, প্রিন্সেস যে, কেমন আছেন!' ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত

* জিন্দাবাদ! (সার্বীয়।)

হয়ে এক গাল হেসে সানন্দে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সত্যি, চমৎকার বললে, দরদ ঢেলে, তাই না? ব্রেভো! আর সেগেই ইভানোভিচ, আপনিও আপনার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বললে পারতেন, মানে, সমর্থন করে আর-কি? এটা আপনার এত ভালো আসে' — কোমল শ্রদ্ধাশীল সন্তর্পণ হাসি হেসে যোগ দিলেন তিনি, সের্গেই ইভানোভিচের হাত টেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনলেন।

'না, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'গ্রামে, ভাইয়ের কাছে' — জবাব দিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আপনিই বোধ হয় আগে পেঁছবেন। বলে দেবেন — এ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সব অল রাইট। কী তা সে বুঝবে। তবে দয়া করে ওকে বলবেন যে আমি সংযুক্ত... কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছি। মানে, সে বুঝতে পারবে। জানেন তো les petites misères de la vie humaine*' — যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরলেন প্রিন্সেসের দিকে, 'আর প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া — লিজা নয়, বিবিশ পাঠাচ্ছেন এক হাজার রাইফেল আর বারোজন নার্স, আমি বলেছি আপনাকে?'

'হ্যাঁ, শুনেছি' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন কজ্‌নিশেভ।

'দুঃখের কথা যে আপনি চলে যাচ্ছেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'কাল আমরা ডিনার দিচ্ছি দু'জন স্বেচ্ছাসৈনিকের জন্যে — পিটার্সবুর্গের দিমের্-বার্ৎনিয়ান্‌স্কি আর আমাদের ভেসেলোভস্কি, গ্রিশা। দু'জনেই লড়াইয়ে যাচ্ছে। ভেসেলোভস্কির বিয়ে হল এই সেদিন। বাহাদুর ছেলে! তাই না প্রিন্সেস?' মহিলাকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রিন্সেস তাকালেন কজ্‌নিশেভের দিকে। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেন তাঁকে এড়াতে চাইছেন এতে এতটুকু দমলেন না স্তেপান আর্কাদিচ। হেসে তিনি চাইছিলেন কখনো প্রিন্সেসের টুপির পালকের দিকে, কখনো অন্য কোথাও, যেন কী একটা মনে করতে চাইছেন। মগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা, তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে পাঁচ রুব্‌লের একটা নোট ফেললেন মগে।

* মানবিক জীবনের ছোটোখাটো দুঃখকষ্ট (ফরাসি)।

'যতক্ষণ পয়সা আছে, এই মগগ্নলোকে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না' — বললেন তিনি; 'আহ্ কী খবর আজকের। বাহবা মণ্টেনেগ্রীন!'

প্রিন্সেস যখন বললেন যে ভ্রন্স্কি এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, স্তেপান আর্কাদিচ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আপনি!' ম্নহ্নর্তের জন্য দ্নঃখ ফুটে উঠল তাঁর ম্নখে, কিন্তু এক মিনিট বাদেই যখন প্রতি পায়ের ওপর দ্নলতে দ্নলতে আর গালপাট্টা ঠিক করতে করতে তিনি ঢুকলেন যে ঘরে ভ্রন্স্কি ছিলেন, ততক্ষণে বোনের শবদেহের ওপর তাঁর ব্নকভাঙ্গা কান্নাটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়ে ভ্রন্স্কিকে দেখছিলেন কেবল বীর আর প্নরনো বন্ধ্ন হিশেবে।

'সমস্ত দোষত্র্নটি সত্ত্বেও ওর ভালো দিকটারও কদর করা উচিত' — অব্লোন্স্কি চলে যেতেই প্রিন্সেস বললেন সের্গেই ইভানোভিচকে, 'একেবারে প্নরোপ্নরি র্নশী, স্লাভ চরিত্র! শ্নধ্ন আমার আশংকা আছে যে ওকে দেখে ভালো লাগবে না ভ্রন্স্কির। যতই বল্নন, লোকটার জীবন আমার কাছে মর্মস্পর্শী। ট্রেনে ওঁর সঙ্গে কথা বল্নন-না' — অন্নরোধ করলেন প্রিন্সেস।

'হ্যাঁ স্নযোগ পেলে হয়ত বলব।'

'ওঁকে কখনো পছন্দ হয় নি আমার। কিন্তু এই ব্যাপারটায় অনেক পাপ ধ্নয়ে যায়। উনি শ্নধ্ন নিজে যাচ্ছেন না, একটা স্কোয়াড্রনও সঙ্গে নিচ্ছেন নিজের খরচায়।'

'হ্যাঁ, শ্ননেছি।'

ঘণ্টি শোনা গেল, সবাই ভিড় করল দরজাগ্নলোর দিকে।

'ওই যে উনি' — ভ্রন্স্কিকে দেখিয়ে বললেন প্রিন্সেস। পরনে তাঁর দীর্ঘ ওভারকোট, চওড়া কানার কালো টুপি, যাচ্ছিলেন মায়ের হাত ধরে। তাঁর পাশে যেতে যেতে অব্লোন্স্কি কী যেন বলছিলেন উত্তেজিত হয়ে।

ভুর্ন কুঁচকে ভ্রন্স্কি তাকিয়ে ছিলেন সামনে, স্তেপান আর্কাদিচ যা বলছিলেন, তা যেন শ্ননছিলেন না।

সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিশ্চয় অব্লোন্স্কির ইঙ্গিতেই সেদিকে তাকিয়ে নীরবে টুপি তুললেন ভ্রন্স্কি। ব্নড়িয়ে আসা যন্ত্রণার্ত ম্নখ তাঁর মনে হল পাথর হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে এসে মায়ের জন্য নীরবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ওয়াগনের ভেতর দিকে।

প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল: 'জারকে রক্ষা করো, ভগবান' সঙ্গীত, তারপর 'হুররে!' আর 'জিভিও!' চিৎকার। বুক-বসে যাওয়া অতি তরুণ ঢ্যাঙা একজন স্বেচ্ছাসৈনিক মাথার ওপর ফেল্ট টুপি আর ফুলের গোছা দুলিয়ে কুর্নিশ করছিল খুবই চোখে পড়ার মতো। তার পেছন থেকে এগিয়ে এল দু'জন অফিসার আর তেলচিটে টুপি পরা দেড়েল এক প্রৌঢ়, তারাও কুর্নিশ করলে।

॥ ৩ ॥

প্রিন্সেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কাতাভাসোভকে সঙ্গে করে উঠলেন লোকে ঠাসাঠাসি একটা ওয়াগনে।

ত্সারিৎসিনো স্টেশনে ট্রেনকে অভ্যর্থনা করলে 'গৌরব তব' গান গেয়ে তরুণ একটি দলের ছিমছাম কোরাস। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ফের মাথা বাড়িয়ে কুর্নিশ করলে, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ সেদিকে মন দিলেন না; স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে তাঁকে এত খাটতে হয়েছিল যে তাদের সাধারণ টাইপ তাঁর জানা হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর। কাতাভাসোভ কিন্তু তাঁর বিদ্যাচর্চায় ব্যস্ত থাকায় স্বেচ্ছাসৈনিকদের লক্ষ করার সুযোগ পান নি, ভয়ানক উৎসুক হয়ে তিনি সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করতে লাগলেন তাদের সম্পর্কে।

সের্গেই ইভানোভিচ পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে নিজেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। পরের স্টেশনে কাতাভাসোভ তাই করলেন।

ট্রেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে। ওয়াগনের এক কোণে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছিল তারা। বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জানে যে যাত্রী এবং আগন্তুক কাতাভাসোভের মনোযোগ তাদের দিকেই। সবচেয়ে চেঁচিয়ে কথা কইছিল বুক-বসা তরুণটি। বোঝা যায় সে টেনে এসেছে, বলছিল তাদের শিক্ষায়তনে কী একটা ঘটনার কথা। তার সামনে বসে ছিল অস্ট্রীয় গার্ড উর্দির গেঞ্জি পরা একজন অফিসার, এখন আর তাকে যুবক বলা যাবে না। হাসিমুখে কাহিনীটা শুনছিল সে, আবার কথককে থামিয়েও দিচ্ছিল। গোলন্দাজ

উর্দি পরা তৃতীয় জন তাদের কাছে বসে ছিল স্যুটকেসের ওপর। চতুর্থ জন ঘুমাচ্ছিল।

তরুণটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসোভ জানলেন যে এটি মস্কোর এক ধনী সওদাগর। বাইশ বছর বয়স না হতেই বিশাল সম্পত্তি উড়িয়েছে। তাকে কাতাভাসোভের ভালো লাগল না, কারণ সে ছিল আহ্লাদ-পাওয়া, ক্ষীণদেহী, মেয়েলী গোছের এক মানুষ; এখন, বিশেষ করে মদ্যপানের পর সে যে একটা বীরত্ব দেখাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বড়াই করছিল অতি কুৎসিত ধরনে।

দ্বিতীয় জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকেও বিশ্রী লাগল কাতাভাসোভের। বোঝা গেল লোকটা সবকিছুতেই হাত পাকিয়েছে। রেলওয়ের কাজে ছিল সে, হয় সে কর্মাধ্যক্ষ, নিজেই একটা কারখানা চালু করে এবং এ সব কথাই সে বলছিল নেহাৎ অকারণে আর পণ্ডিতী শব্দের অপব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় জন গোলন্দাজকে কাতাভাসোভের খুবই ভালো লাগল। লোকটি নিরহংকার চুপচাপ মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত গার্ড অফিসারের জ্ঞান আর বেনিয়া-পুত্রের বীর্যবান আত্মোৎসর্গের কাছে স্পষ্টতই নতশির, নিজের কথা কিছুই বলছিল না। কাতাভাসোভ যখন শুধান সার্বিয়ায় সে যাচ্ছে কোন প্রেরণায়, বিনীতভাবে সে বললে:

'সবাই যে যাচ্ছে। সার্বদেরও তো সাহায্য করা দরকার। ওদের জন্যে কষ্ট হয় বৈকি।'

'বিশেষ করে ওখানে গোলন্দাজ কম' -- বললেন কাতাভাসোভ।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি আছি বেশি দিন নয়; আমায় পদাতিক কি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতেও বহাল করতে পারে।'

'পদাতিক কেন, যখন সবচেয়ে বেশি দরকার গোলন্দাজদের?' গোলন্দাজটির বয়স আন্দাজ করে কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তার পদস্থ সৈনিক হবার কথা।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি বেশি দিন নই। আমি হলাম পদচ্যুত শিক্ষার্থী অফিসার' — এই বলে সে বোঝাতে লাগল কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

সব মিলিয়ে এগুলো বিশ্রী একটা ছাপ ফেলে কাতাভাসোভের ওপর। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা যখন পান করার জন্য স্টেশনে নেমে যায়, কাতাভাসোভ

তখন কারো সঙ্গে কথা বলে নিজের বিরূপ মনোভাবটা যাচাই করে দেখতে চান। ফৌজী ওভারকোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে কাতাভাসোভের কথাবার্তা শুনছিলেন সারাটা সময়। তাঁকে একলা পেয়ে কাতাভাসোভ বললেন:

'হ্যাঁ, ওখানে এই যেসব লোক যাচ্ছে, তাদের অবস্থা কত হরেকরকমের'— নিজের মত প্রকাশ, আর সেইসঙ্গে বৃদ্ধের মতামত জানার জন্য অনির্দিষ্ট একটা মন্তব্য করলেন তিনি।

বৃদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোক, দু'টো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। সৈনিক কী বস্তু সেটা তিনি জানতেন এবং এই লোকগুলোর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শুনে, আর যে উৎসাহে তারা মদের ফ্লাস্ক শূন্য করছিল তাতে বৃদ্ধ তাদের খারাপ সৈনিক বলেই গণ্য করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মফস্বল শহরের লোক। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল বলবেন তাঁর শহরের একটি লোক, চোর এবং মদ্যপ, কেউ যাকে কাজে নিচ্ছিল না, সে চলে গেছে বিনা মেয়াদের সৈনিক হয়ে। কিন্তু জনসমাজের বর্তমান মেজাজ জানা থাকায় সমাজের বিরোধী মত প্রকাশ, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিন্দা যে বিপজ্জনক সেটা বুঝে তিনিও অনুসরণ করলেন কাতাভাসোভকে।

চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, লোকের দরকার আছে ওখানে।' এবং যুদ্ধের শেষ সংবাদ নিয়ে কথাবার্তা কইতে শুরু করলেন তাঁরা, শেষ খবর অনুসারে তুর্কীরা যখন সমস্ত পয়েণ্টে বিধ্বস্ত তখন আগামী কাল সংঘাতের আশা করা যায় কিভাবে, তা নিয়ে নিজেদের বিহ্বলতা দু'জনেই লুকিয়ে রাখলেন পরস্পরের কাছ থেকে। দু'জনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ না করে চলে গেলেন যে যার ওয়াগনে।

নিজের ওয়াগনে ফিরে সত্যের অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করে সের্গেই ইভানোভিচকে কাতাভাসোভ বললেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের দেখে কী তাঁর মনে হয়েছে; মনে হয়েছে চমৎকার লোক এরা।

শহুরে বড়ো স্টেশনটায় ফের গান আর হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দন জানানো হল স্বেচ্ছাসৈনিকদের, ফের মগ নিয়ে দেখা দিলেন চাঁদা-তুলিয়েরা, স্বেচ্ছাসৈনিকদের ফুল দিলেন স্থানীয় মহিলারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন বুফেতে; তবে এ সবই ছিল মস্কোর তুলনায় অনেক সামান্য ও ক্ষীণ।

॥ ৪ ॥

মফস্বল শহরের স্টেশনটায় ট্রেন থামলে সের্গেই ইভানোভিচ বুফেতে না গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মে।

প্রথম বার ভ্রন্স্কির ওয়াগনের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে জানলা পর্দায় ঢাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যেতে জানলার কাছে দেখলেন বৃদ্ধা কাউণ্টেসকে। কজ্‌নিশেভকে তিনি কাছে ডাকলেন।

বললেন, 'এই যাচ্ছি, ওকে পেঁাছে দেব কুর্স্ক পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, শুনেছি' — জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। কামরায় ভ্রন্স্কি নেই দেখে তিনি যোগ দিলেন, 'ওঁর পক্ষ থেকে কী চমৎকার কাজ!'

'ওর ওই দুর্ভাগ্যের পর আর কীই-বা ওর করার ছিল?'

'কী সাংঘাতিক ব্যাপার!' সের্গেই ইভানোভিচ বললেন।

'কী যে আমি সয়েছি! ভেতরে আসুন-না...' সের্গেই ইভানোভিচ ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে সোফায় বসার পর পুনরুক্তি করলেন তিনি, 'কী যে আমি সয়েছি! কল্পনা করা যায় না! ছয় সপ্তাহ ও কারো সঙ্গে কথা বলে নি আর কিছু মুখে তুলেছে কেবল আমি যখন কাকুতি-মিনতি করেছি। এক মিনিটও ওকে একলা ছেড়ে রাখা চলত না। যা দিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব এমন সবকিছু সরিয়ে নিই আমরা; থাকতাম আমরা নিচের তলায়, তাহলেও কিছু বলা তো যায় না। আপনি তো জানেন, ওই নারীর জন্যে একবার সে গুলি করে নিজেকে' — ঘটনাটা স্মরণ করে ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল বৃদ্ধার; 'হ্যাঁ, এমন নারীর যেভাবে শেষ হবার কথা সেইভাবেই তারও শেষ হয়েছে। এমনকি যে মৃত্যুটা সে বেছে নেয়, সেটা পর্যন্ত হীন, কদর্য।'

'বিচারের ভার আমাদের নয়, কাউণ্টেস' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমি বুঝি আপনার পক্ষে কী কঠিন হয়েছিল।'

'আহ্, সে কথা আর বলবেন না! আমি ছিলাম আমার মহাল বাড়িতে। ও আসে আমার কাছে। একটা চিঠি এল, ও জবাব লিখে পাঠিয়ে দিলে। আমরা তখন জানতামই না যে সে এইখানে, স্টেশনে। সন্ধ্যায় আমি সবে শুতে গেছি, দাসী খবর দিলে যে স্টেশনে একজন মহিলা ট্রেনের তলে

ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেমন যেন বজ্রাঘাত হল! বুঝতে পরছিলাম এ সেই-ই। প্রথম যা বললাম, সেটা — ওকে যেন না বলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব বলা হয়ে গেছে। তার কোচোয়ান সেখানে ছিল। সব ও দেখেছে। আমি যখন ছুটে গেলাম তার ঘরে, ও আর তখন স্বমূর্তিতে নেই — দেখে ভয় হয়। একটা কথাও না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেখানে। কী সেখানে হয়েছিল জানি না, লোকেরা ওকে নিয়ে এল একেবারে যেন মরা। আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ডাক্তার বললে সম্পূর্ণ হতবল। তারপর শুরু হল প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি। আহ্, বলার আর কী আছে!' হাতের ঝটকা মেরে বললেন কাউন্টেস; 'সাংঘাতিক সময়! না, যাই বলুন, বদ নারী। কী এই মরিয়া কামাবেগ! নিজেকে অসাধারণ বলে দেখানো। তাই দেখালে। ধ্বংস করলে নিজেকে, আর দুটি চমৎকার মানুষকে — নিজের স্বামী আর আমার অভাগা ছেলেটিকে।'

'স্বামী আছে কেমন?' জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'উনি আন্নার মেয়েটিকে নিয়েছেন। প্রথম দিকে আমার আলেক্‌সেই রাজি হয়ে যায় সবকিছুতেই। কিন্তু এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে, নিজের মেয়েটিকে তো দিয়ে দিয়েছে পরকে। কিন্তু কথা ফেরত নিতে ও পারে না। অন্ত্যেষ্টিতে কারেনিন এসেছিলেন। কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যাতে দুজনের দেখা না হয়। তাঁর পক্ষে, স্বামীর পক্ষে এই বরং ভালো। আন্না ওঁকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার বেচারা ছেলেটি সব দিয়েছিলে তাকে। তার জন্যে ও ত্যাগ করে সবকিছু — কেরিয়ার, আমাকে, অথচ সে একটুও মায়া করলে না, ইচ্ছে করে ওকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়লে। না, যাই বলুন, তার মৃত্যুটাই হল ধর্মহীনা দুরাত্মা নারীর মৃত্যু। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার ছেলের সর্বনাশ দেখে তার স্মৃতিকে আমি ঘৃণা না করে পারি না।'

'এখন কেমন আছে ও?'

'ঈশ্বর সাহায্য করেছেন আমাদের — সার্বিয়ার এই যুদ্ধটা। আমি বুড়ি মানুষ, এ ব্যাপারের কিছুই বুঝি না, কিন্তু ওর জন্যে এই যুদ্ধটা পাঠিয়েছেন ভগবান। মা হিশেবে বলাই বাহুল্য ভয় পাই আমি; প্রধান কথা শুনছি নাকি ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg.* কিন্তু

* পিটার্সবুর্গে এটাকে বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে (ফরাসি)।

কী করা যাবে! শুধু এই জিনিসটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে তাকে। ইয়াশ্‌ভিন — ওর বন্ধু, জুয়ায় সব হেরেছে, সার্বিয়ায় যাবে ঠিক করে। ও আসে আলেক্‌সেইয়ের কাছে, ওকেও বুঝিয়ে রাজি করায়। এখন এই নিয়ে মেতে উঠেছে সে — আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন দয়া করে, আমি ওকে অন্যদিকে ফেরাতে চাই। ভারি ও মনমরা। তার ওপর আরো বিপদ — দাঁত ব্যথা করছে। আপনাকে দেখলে খুবই সে খুশি হবে। ওর সঙ্গে কথা বলুন। ও হাঁটছে অন্য দিকে।'

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন যে তিনি কথা বলতে পেরে খুশিই হবেন এবং ট্রেনের উল্টো দিকে চলে গেলেন।

॥ ৫ ॥

প্ল্যাটফর্মের ওপর স্তূপাকৃতি বস্তাগুলো থেকে যে তীর্যক সান্ধ্য ছায়া এসে পড়েছিল, সেখানে লম্বা ওভারকোট আর নরম টুপিপরিহিত ভ্রন্‌স্কি পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো পায়চারি করছিলেন — বিশ পা এগিয়ে আবার ঝট করে ফিরছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতে সের্গেই ইভানোভিচের মনে হল ভ্রন্‌স্কি তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিন্তু ভান করছেন যে দেখেন নি। তাতে কিছু এসে যায় না সের্গেই ইভানোভিচের, ভ্রন্‌স্কির প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের ঊর্ধ্বে তিনি।

এই মুহূর্তে সের্গেই ইভানোভিচের চোখে ভ্রন্‌স্কি হলেন বিপুল এক সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, তাঁকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা নিজের কর্তব্য বলে ধরেছিলেন তিনি। গেলেন ভ্রন্‌স্কির কাছে।

ভ্রন্‌স্কি থামলেন, সের্গেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন তাঁকে, তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে করমর্দন করলেন।

'সম্ভবত আমার সঙ্গে দেখা হোক, এটা আপনি চান নি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'কিন্তু আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি না কি?'

'এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে এত কম অপ্রীতিকর মনে হবে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'মাপ করবেন। আমার জীবনে প্রীতিকর আর কিছু নেই।'

'আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি চাইছিলাম আপনার কাজে লাগতে' — ভ্রন্‌স্কির সুস্পষ্ট বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; 'রিস্তিচ কি মিলানের কাছে একটা চিঠি দেব কি আপনার জন্যে?'

'আজ্ঞে না!' যেন কষ্ট করে কথাটার মানে ধরতে পেরে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আসুন, হাঁটা যাক। ওয়াগনের ভেতরে বড়ো গুমোট। চিঠি? না, ধন্যবাদ আপনাকে; মরবার জন্যে কোনো সুপারিশ পত্র লাগে না। হয়ত তুর্কীদের কাছে...' ভ্রন্‌স্কি বললেন শুধু মুখ দিয়ে হেসে, চোখে রয়েই গেল ক্রুদ্ধ-আর্ত ভাবটা।

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে তো আপনাকে যেতেই হবে, সেটা সহজ হয় যদি লোকটা তৈরি থাকে। তবে আপনার যা অভিরুচি। আপনার সংকল্পের কথা শুনে খুবই আনন্দ হয়েছিল আমার। স্বেচ্ছাসৈনিকদের এত সমালোচনা হচ্ছে যে আপনার মতো লোক তাতে যোগ দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাই বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'মানুষ হিশেবে আমি এই জন্যে ভালো যে নিজের জীবনের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আর আক্রমণে যাওয়া, খুন করা বা হওয়ার মতো দৈহিক উদ্যম আমার যথেষ্ট — এটা আমি জানি। নিজের জীবন দান করার মতো একটা উপলক্ষ আছে বলে আমি খুশি। এ জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু নয়, আমার কাছে তা ঘৃণ্য। কারো হয়ত আমার জীবনে প্রয়োজন থাকতে পারে' — দাঁতের ক্ষান্তিহীন ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি মুখ বিকৃত করলেন, তাঁর উক্তিতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, ব্যথাটার দরুন তা পেরে উঠছিলেন না।

'আপনি নবজন্ম লাভ করবেন, এই আমি বলে রাখছি' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন মর্মস্পৃষ্ট হয়ে; 'জোয়াল থেকে নিজের ভাইদের মুক্তি এমন একটা লক্ষ্য যার জন্যে মৃত্যু ও জীবন দুই-ই বরণীয়। ভগবান আপনাকে বাইরের সাফল্য আর অন্তরের শান্তি দিন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে সজোরে চাপ দিলেন ভ্রন্‌স্কি।

'হ্যাঁ, অস্ত্র হিশেবে আমি কোনো কাজে লাগতে পারি। কিন্তু মানুষ হিশেবে আমি — বিধ্বস্ত' — থেমে থেমে তিনি বললেন।

শক্ত দাঁতের টনটনে ব্যথা মুখ লালায় ভরে তুলে কথা কইতে বাধা দিচ্ছিল। রেল লাইনের ওপর ধীরে ধীরে মসৃণভাবে গড়িয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চাকার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

হঠাৎ অন্য একটা জিনিস, যন্ত্রণা নয়, ভেতরকার একটা কষ্টকর অস্বস্তি মুহূর্তের জন্য তাঁকে ভুলিয়ে দিলে দাঁতের ব্যথা। লোকোমোটিভ আর রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে যে পরিচিতের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন, মর্মান্তিক ঘটনাটার পর যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, তারই প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ আন্নাকে মনে পড়ে গেল তাঁর, মানে উন্মত্তের মতো স্টেশনের ব্যারাকে যখন তিনি ছুটে ঢোকেন, তখন যেটুকু অবশিষ্ট ছিল আন্নার, সেইটে: ব্যারাকের টেবিলের ওপর নির্লজ্জের মতো পরের দৃষ্টির সামনে শায়িত রক্তাক্ত দেহ যা কিছু আগেও ভরপুর ছিল জীবনে; অক্ষত মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন কেশগুচ্ছ, রগের কাছে কোঁকড়ানো চুল, অপরূপ আননে আধখোলা লাল মুখে ঠোঁটের কাছে করুণ আর বুজিয়ে-না-দেওয়া চোখে স্থির হয়ে যাওয়া সাংঘাতিক মুখভাব যেন সেই ভয়ংকর কথাটা বলছে — কলহের সময় ভ্রন্স্কিকে আন্না যা বলেছিলেন: অনুতাপ করতে হবে তাঁকে।

প্রথম বার, সেও রেল স্টেশনে, আন্নাকে যেমন দেখেছিলেন, সেই মূর্তিতে তাঁকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন ভ্রন্স্কি — রহস্যময়ী, অপরূপা, প্রেমদেবী, সুখের অন্বেষী ও তার বরদা, শেষ মুহূর্তটায় তাঁকে যেমন লেগেছিল, তেমন কঠোরা-প্রতিহিংসিকা নয়। তাঁর সঙ্গে সেরা মুহূর্তগুলো মনে করতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সে মুহূর্তগুলো বিষিয়ে গেছে চিরকালের মতো। সবার কাছেই যা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু অমোঘ অনুতাপের শাসানি কার্যকর করার বিজয়োল্লাসেই শুধু মনে পড়ল তাঁকে। দাঁতের ব্যথা আর টের পাচ্ছিলেন না তিনি, কান্নার দমকে বিকৃত হয়ে উঠল মুখ।

বস্তাগুলোর কাছ দিয়ে নীরবে দু'বার গিয়ে নিজেকে সংযত করে তিনি শান্তভাবে জিগ্যেস করলেন সের্গেই ইভানোভিচকে:

'কালকের তারবার্তার পর আপনি আর কিছু পান নি? হ্যাঁ, তিনবার পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত সংঘর্ষ আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।'

আর মিলানকে রাজা ঘোষণা আর তা থেকে কী বিপুল ফলাফল সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করে দ্বিতীয় ঘণ্টির পর তাঁরা যে যাঁর ওয়াগনের দিকে চলে গেলেন।

॥ ৬ ॥

মস্কো থেকে ঠিক কখন বেরুতে পারবেন জানা না থাকায় সের্গেই ইভানোভিচ তাঁর জন্য লোক পাঠাতে বলে টেলিগ্রাম করেন নি ভাইকে। কাতাভাসোভ আর সের্গেই ইভানোভিচ যখন স্টেশনে একটা কাটখোট্টা গাড়ি ভাড়া করে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে কালো হয়ে বেলা বারোটায় পক্রোভ্স্কয়ে ভবনের গাড়ি-বারান্দায় পেঁছলেন, লেভিন বাড়ি ছিলেন না। অলিন্দে পিতা আর দিদির সঙ্গে বসে ছিল কিটি, ভাশুরকে চিনতে পেরে ছুটে সে নিচে নেমে এল।

'লজ্জা হয় না আপনার, একটা খবরও দিলেন না' — সের্গেই ইভানোভিচের করমর্দন করে তাঁর চুমু পাবার জন্য ললাট এগিয়ে দিয়ে বললে কিটি।

'চমৎকার চলে এসেছি আমরা, আপনাদেরও বিরক্ত করতে হল না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি এমন ধুলোমাখা যে ছুঁতে ভয় পাচ্ছি। অনেক কাজ ছিল, জানতাম না কখন ছাড়া পাব।' তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আর আপনারা সেই আগের মতোই স্রোতের বাইরে নিজেদের শান্ত খাঁড়িতে উপভোগ করছেন শান্ত সুখ। ইনি আমাদের বন্ধু ফিওদর ভাসিলিচ, শেষ পর্যন্ত সময় করে এলেন যা হোক।'

'না, আমি কৃষ্ণকায় নই, গা ধুলেই হয়ে যাব মানুষ' — নিজের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সুরে কিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন কাতাভাসোভ। মুখ নোংরা থাকায় খুবই ঝকঝক করে উঠল তাঁর দাঁত।

'কস্তিয়া ভারি খুশি হবে। গেছে খামার বাড়িতে। এখনই তো এসে পড়ার কথা।'

'সেই কৃষিকর্ম নিয়েই আছে। ঠিক এই খাঁড়িতেই' — কাতাভাসোভ বললেন, 'আর শহরে আমরা সার্বীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা আমার বন্ধুবর কী ভাবছে এ নিয়ে? নিশ্চয় জনমনিষ্যি যা ভাবে তেমন নয়।'

'হ্যাঁ, ওই এমনি, মানে, সব লোকের মতোই' — খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে কিটি বললে, 'তাহলে আমি ওকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। বাবাও আমাদের এখানে আছেন। উনি সম্প্রতি ফিরেছেন বিদেশ থেকে।'

লেভিনের জন্য লোক পাঠিয়ে, ধূলিধূসর অতিথিদের হাত-মুখ

ধোয়া, একজনকে স্টাডিতে, অন্যজনকে ডল্লির বড়ো ঘরটায় তোলা এবং তাঁদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে কিটি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে উঠল ঝুল-বারান্দায়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এ অধিকারটা থেকে বঞ্চিত ছিল সে।

বললে, 'এ'রা সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ, প্রফেসার।'

'ওই, এই গরমে বরদাস্ত হবে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা, সুন্দর মিষ্টি লোক উনি, কস্তিয়াও ওঁকে খুব পছন্দ করে'— পিতার মুখে উপহাসের একটা ভাব লক্ষ করে হেসে কিটি তাঁকে যেন বললে মিনতি করে।

'আমাকে নিয়ে ভাবনা নেই।'

'শোনো লক্ষ্মীটি, ওঁদের কাছে যাও তুমি' — দিদিকে বললে কিটি, 'ওঁদের নিয়ে থাকো। স্টেশনে ওঁরা স্তিভাকে দেখেছেন, ভালো আছে সে। আমি চললাম মিতিয়ার কাছে। কী যে হয়েছে, চায়ের পর থেকে ওকে দুধ দিই নি। এখন জেগে উঠেছে, নিশ্চয় কাঁদছে' — স্তনে দুধের সঞ্চার টের পেয়ে দ্রুত পায়ে সে চলে গেল শিশুকক্ষে।

এবং সত্যিই, কিটি শুধু অনুমান করেছিল তাই নয় (শিশুর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি তখনো), নিজের বুকে দুধের স্ফীতি থেকে সে নিশ্চিতই জানত যে শিশুটির পেট খালি।

শিশুকক্ষের কাছে আসার আগেই সে জানত যে ছেলেটি কাঁদছে। আর সত্যিই কাঁদছিল সে। তার গলা শুনতে পেয়ে গতি বাড়াল কিটি। কিন্তু যত দ্রুত সে যাচ্ছিল, ততই সে কাঁদছিল জোরে জোরে। কণ্ঠস্বর সুন্দর, সুস্থ, শুধু ক্ষুধার্ত ও অধীর।

'অনেকখন ধরে, ধাই-মা, অনেকখন ধরে?' চেয়ারে বসে দুধ দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কিটি বললে হড়বড় করে। 'আহ্, দিন-না আমায় তাড়াতাড়ি, ইস, বড়ো ধীর আপনি, টুপির ফিতেটা পরেই নয় বাঁধতেন!'

ক্ষুধার্ত চিৎকারে ঝটকা দিলে শিশু।

'অমন করতে নেই যে মা' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা, প্রায় সবসময় তিনি এখন কাটান শিশুকক্ষেই, 'ওকে ঠিকমতো গুছিয়ে তো দিতে হবে। হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব' — মায়ের দিকে কোনো মন না দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন শিশুটির উদ্দেশে।

মায়ের কাছে মিতিয়াকে এনে দিলে ধাই-মা। স্নেহকোমল মুখে আগাফিয়া মিখাইলোভনাও এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'চিনতে পারছে। ভগবানের দিব্যি, বৌমা কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, চিনতে পেরেছে আমায়!' শিশুর চিৎকারের ওপর গলা চড়িয়ে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

কিন্তু কিটি তাঁর কথা শুনছিল না। শিশুটির অধৈর্যের মতো বেড়ে উঠছিল তারও অধৈর্য।

অধৈর্যের ফলে ব্যাপারটা অনেকখন উৎরাচ্ছিল না। যা দরকার সেটা না ধরতে পেরে রেগে উঠছিল শিশুটি। অবশেষে স্তন্যপানের ব্যর্থতায় রুদ্ধশ্বাস মরিয়া চিৎকারের পর সড়গড় হল ব্যাপারটা। মা আর ছেলে দু'জনেই একই সঙ্গে সুস্থির হয়ে চুপ করে গেল।

'আহা বেচারি, ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে' — শিশুর গা হাতড়ে ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'কেন আপনি ভাবছেন যে ও চিনতে পারছে?' টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা, কিটির যা মনে হয়েছিল, দুষ্টু দুষ্টু চোখ, সমান তালে ফুলে ফুলে ওঠা গাল আর গোলাপী তালু নিয়ে যে হাতটা শূন্যে বৃত্ত রচনা করছিল তার দিকে কটাক্ষে চেয়ে যোগ দিল সে।

'হতে পারে না' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিনেছে বলায় কিটি বললে হেসে, 'কাউকে যদি চিনতে পারে তাহলে আমাকেই চিনত আগে।'

কিটি হাসলে, কেননা যদিও সে বলছিল যে চেনা সম্ভব নয়, তাহলেও তার প্রাণ বলছিল যে তার মিতিয়া শুধু আগাফিয়া মিখাইলোভনাকেই চিনতে পারে তাই নয়, সবকিছু ও জানে আর বোঝে। এবং সে জানে আর বোঝে এমন অনেককিছু যা আর কেউ জানে না, এবং কিটি তা জেনেছে, বুঝতে শুরু করেছে শুধু ওরই কল্যাণে। আগাফিয়া মিখাইলোভনা, ধাই-মা, দাদু, এমনকি পিতার কাছেও মিতিয়া শুধু একটি জীবন্ত সত্তা যা কেবল বৈষয়িক পরিচর্যা দাবি করে; কিন্তু মায়ের কাছে সে অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটি নৈতিক সত্তা, যার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের একটা গোটা ইতিহাস জড়িত।

'বেশ, ও যখন উঠবে, ভগবান দেন তো নিজেই দেখতে পাবেন। আমি যদি এমনি করি, অমনি সে জেগে উঠবে, সোনা আমার, এমন জ্বলজ্বল করে উঠবে যেন রোদঝলমল দিনটি' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'বেশ, বেশ, তখন দেখা যাবে' — ফিসফিসিয়ে কিটি বললে, 'এখন যান, ও ঘুমিয়ে পড়ছে।'

॥ ৭ ॥

পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা; ধাই-মা পর্দা নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ার নেটের ভেতর ঢুকে পড়া মাছিগুলো আর জানলার শার্সিতে ঝটপট করা ভীমরুলটাকে ভাগিয়ে দিয়ে বসলে, বার্চ গাছের একটা শুকনো পল্লব দিয়ে হাওয়া করতে লাগল মা আর ছেলেকে।

বললে, 'গরম বাপু, কী গরম! ভগবান যদি এক পশলা বৃষ্টিও দিতেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্-শ্-শ্...' সামান্য জবাব দিয়ে শিশুকে মৃদু দোলাতে দোলাতে, কব্জির কাছে যেন সুতোয় টানা নাদুসনুদুস যে হাতখানা সে কখনো চোখ মেলে কখনো বুজে সামান্য দোলাচ্ছিল সেটাকে সস্নেহে চেপে ধরছিল কিটি। হাতটায় অস্থির লাগছিল কিটির; ইচ্ছে হচ্ছিল তাতে চুমু খায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল পাছে জেগে যায় যদি। শেষ পর্যন্ত হাতটার নড়নচড়ন থেমে গেল, মুদে এল চোখ। শুধু মাঝে মধ্যে ছেলেটা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, লম্বা লম্বা বাঁকা আঁখিপল্লব কিছুটা তুলে যে চোখ মেলে সে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল, অন্ধকারে তা মনে হচ্ছিল কালো আর সজল। ধাই-মা হাওয়া করা বন্ধ করে ঢুলতে লাগল। ওপর থেকে ভেসে এল বৃদ্ধ প্রিন্সের গুরুগুরু কণ্ঠস্বর আর কাতাভাসোভের হাসির শব্দ।

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই এদের আলাপ জমে উঠেছে' — কিটি ভাবলে; 'তাহলেও দুঃখের কথা যে কস্তিয়া নেই। নিশ্চয় ফের গেছে মক্ষিশালায়। ওখানে সে যে ঘন ঘন যায়, তাতে মন খরাপ লাগলেও আমি খুশি। অন্য ব্যাপার থেকে এতে মন গেছে ওর। এখন সে বসন্ত কালের চেয়ে অনেক ভালো, হাসিখুশি। তখন সে হয়ে ওঠে এমন মনমরা, এমন কষ্ট পাচ্ছিল যে ওর জন্যে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী মজার লোক বাপু,' — হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

সে জানত কীসে কষ্ট পাচ্ছিলেন তার স্বামী। এটা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস নিয়ে। কিটির কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে তিনি ভবিষ্যতে ধ্বংস পাবেন বলে সে মনে করে কিনা; তাহলে তাকে সায় দিতেই হত যে হ্যাঁ, ধ্বংস পাবেন। তাঁর অবিশ্বাসে অসুখী হয় নি কিটি; এবং অবিশ্বাসীর যে মোক্ষলাভ হতে পারে না,

সেটা মানলেও স্বামীর অন্তরটাকে দ্বনিয়ায় সবকিছ্বর চেয়ে ভালোবাসায় সে তাঁর অবিশ্বাসের কথা ভেবেছিল হাসি নিয়ে, মনে মনে বলেছিল তিনি মজার লোক।

'সারা বছর ধরে দর্শনের বইগ্বলো সে পড়ছে কেন?' কিটি ভাবলে, 'এ সব বইয়ে সবই যদি লিখে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ওর আয়ত্ত হয়ে যাবার কথা। আর তাতে যদি অসত্য থাকে, তাহলে কী দরকার পড়ার? নিজেই সে তো বলেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সে চায়। তাহলে কেন বিশ্বাস করছে না? অনেক ভাবে বলেই কি? আর ভাবা সম্ভব কেবল একলা থাকলে। কেবলি একা, একা। আমাদের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা অতিথিদের ওর ভালো লাগবে, বিশেষ করে কাতাভাসোভকে। ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে সে ভালোবাসে' — ভাবলে সে আর তক্ষ্বনি চিন্তাটা সরে গেল কাতাভাসোভের শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা ভালো, সেই প্রশ্নে, — আলাদা নাকি সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে একত্রে। অমনি এমন একটা ভাবনা এসে গেল যাতে চমকে উঠল সে, এমনকি মিতিয়াকেও ত্রস্ত করে তুলল। এতে চোখ খ্বলে সে কড়া চাউনিতে তাকাল কিটির দিকে। 'মনে হচ্ছে ধোপানি এখনো বিছানার চাদর-টাদরগ্বলো দিয়ে যায় নি, আর অতিথিদের সমস্ত চাদরই ব্যবহৃত হচ্ছে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বলে না রাখলে তিনি হয়ত ব্যবহৃত চাদরই দিয়ে বসবেন সের্গেই ইভানোভিচকে' - এ ভাবতেই ম্বখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল তার।

'হ্যাঁ, বলে রাখব' — এই ভেবে সে ফিরল আগের চিন্তায় এবং তার মনে পড়ল গ্বর্ত্বপ্বর্ণ আধ্যাত্মিক কী একটা ব্যাপার প্বরো ভেবে দেখা হয় নি, সেটা কী মনে করার চেষ্টা করল সে। 'হ্যাঁ, কস্তিয়া অবিশ্বাসী'— মনে পড়তেই আবার ম্বখে তার হাসি ফুটল।

'নয় অধার্মিক! মাদাম শ্‌টাল অথবা তখন আমি বিদেশে থাকতে যা হতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বরং এমনিই থাক বরাবর। না, ও ভান করবে না কখনো।'

তাঁর সদাশয়তার আরেকটা দিক সম্প্রতি যা লক্ষ করেছে কিটি সেটা মনে পড়ল তার। দ্ব'সপ্তাহ আগে স্তেপান আর্কাদিচের কাছ থেকে একটা অন্বতপ্ত চিঠি পান ডল্লি। তাতে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য ডল্লির মহাল বেচে তাঁর সম্মান বাঁচানোর মিনতি করেছেন তাঁকে। ডল্লি একেবারে

হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঘেন্না হয়েছিল স্বামীর ওপর, রাগ হয়েছিল, মায়াও হচ্ছিল, ভেবেছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, না করে দেবেন, তবে শেষ পর্যন্ত মহালের একাংশ বিক্রি করতে রাজি হলেন। অগোচরে মন ভিজে ওঠা হাসিতে কিটির মনে পড়ল তার নিজের স্বামী তখন পড়েছিলেন কী হতভম্ব অবস্থায়, তাঁর মনে যে চিন্তাটা ছিল, কিটির কাছে কতবার সেটা পাড়তে গেছেন আনাড়ির মতো, শেষ পর্যন্ত ডল্লির অভিমানে আঘাত না দিয়ে তাঁকে সাহায্যের একমাত্র উপায় হিশেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিটি তার নিজের অংশটা বিক্রি করে দিক। আগে এটা কিটির খেয়াল হয় নি।

'কী সে অধার্মিক? কাউকে, এমনকি শিশুকেও যেন দুঃখ না দিতে হয় তার জন্যে এত তার উৎকণ্ঠা! নিজের জন্যে কিছু নয়, সবই পরের জন্যে। সের্গেই ইভানোভিচ তো মনেই করেন যে কস্তিয়ার কর্তব্য হল তাঁর গোমস্তা হওয়া। ওর দিদিও তাই। এখন ডল্লি তার ছেলেপিলে নিয়ে ওরই আশ্রয়ে। আর এই সব চাষী রোজই আসে তার কাছে, যেন ওদের উপকার করতে সে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, শুধু তোর বাপের মতো হবি, শুধু ওর মতো' — এই বলে, ছেলের গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে মিতিয়াকে ধাই-মার কাছে দিল কিটি।

॥ ৮ ॥

তাঁর আদরের দাদাকে মরতে দেখার মুহূর্ত থেকে, লেভিনের মতে তাঁর বিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের যে সমস্ত বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করেছিল যেসকল নতুন প্রত্যয়, তার ভেতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নটাকে প্রথমবার দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল মরণে ততটা নয়, জীবনেই, কোত্থেকে তা এল, কোন লক্ষ্যে, কেন, জীবনটাই বা কী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায়। দেহসত্তা, তার বিনাশ, বস্তুর অক্ষয়তা, শক্তির নিত্যতার নিয়ম, বিকাশ -- এই সব কথাই তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসের স্থান নিয়েছিল। কথাগুলি আর তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোধ মননের ক্ষেত্রে খুবই ভালো; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না, নিজেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল সেই লোকের মতো যে একটা মসলিন পোশাকের জন্য বিনিময় করেছে তার গরম ফারকোট আর হিমে প্রথম

বেরিয়েই কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না রেখে নিজের গোটা শরীর দিয়েই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে নগ্ন, যন্ত্রণাকর অমোঘ মৃত্যু তার শিরোধার্য।

সেই মুহূর্ত থেকে, নিজে সচেতন না হয়ে আগের মতো জীবন কাটালেও নিজের অজ্ঞানতায় এই ভয়টা অনুভব না করে লেভিন পারতেন না।

তা ছাড়া তিনি ঝাপসাভাবে টের পেতেন, যেগুলিকে তিনি প্রত্যয় বলেছেন, সেগুলি শুধু অজ্ঞানতাই নয়, এগুলি এমন একটা চিন্তাধারা যাতে তাঁর যা দরকার সে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

বিবাহের পর প্রথম সময়টায়, নতুন আনন্দ আর যেসব কর্তব্য তিনি স্বীকার করে নিচ্ছিলেন, সেগুলিতে এই সব ভাবনা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু স্ত্রীর প্রসবের পর মস্কোয় যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন বিনা কাজে, তখন থেকে লেভিনের কাছে ঘন ঘন, একাগ্র একটা প্রশ্ন উত্তর দাবি করেছে।

তাঁর কাছে প্রশ্নটা এইরকম: 'আমার জীবনের প্রশ্নে খ্রিস্টধর্ম যেসব উত্তর দেয়, তা যদি স্বীকার না করি, তাহলে কোন উত্তর আমি মানব?' এবং তাঁর প্রতীতির অস্ত্রাগারে শুধু উত্তর নয়, উত্তর গোছের কিছু একটাও তিনি খুঁজে পেলেন না।

তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খেলনা আর বন্দুকের দোকানে খাবার কিনতে যাওয়া লোকের মতো।

আপনা থেকে, নিজের অগোচরে তিনি এখন প্রতিটি বই, প্রতিটি আলাপ, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে খুঁজছিলেন এই সব সমস্যা সম্পর্কে কী তাদের মনোভাব, কী তাদের সমাধান।

এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে অবাক লাগছিল, পীড়িত বোধ হচ্ছিল এই দেখে যে তাঁর মহল ও বয়সের অধিকাংশ লোকে ওঁরই মতো আগেকার বিশ্বাস বর্জন করে, ওঁরই মতো নতুন প্রত্যয় গ্রহণ করলেও এতে কোনো সর্বনাশ দেখছেন না, খুবই তুষ্ট আর শান্ত তাঁরা। তাই প্রধান প্রশ্নটা ছাড়াও অন্যান্য প্রশ্নও লেভিনকে জ্বালাচ্ছিল: 'এই লোকগুলি কি অকপট? ভান করছে না তারা? নাকি যেসব প্রশ্নে তিনি ভাবিত তাতে বিজ্ঞান যে উত্তর দেয় সেটা ওরা তাঁর চেয়ে অন্যরকমভাবে পরিষ্কার করে বোঝে?' আর এই সব লোকের মতামত, যেসব বইয়ে তার উত্তর আছে, সেগুলি সযত্নে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করার পর থেকে তিনি একটা জিনিস দেখলেন যে নিজের তারুণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধুবান্ধবদের কথা স্মরণ করে তিনি যে ধরে নিয়েছিলেন ধর্মের কাল ফুরিয়েছে, তা আর নেই, সেটা ভুল। তাঁর জীবনে যত ভালো লোক আর আপনজন তিনি দেখেছেন, সবাই ধর্মবিশ্বাসী। বৃদ্ধ প্রিন্স, তাঁর যে অত অনুরাগী সেই ল্ভভ, সের্গেই ইভানিচ, সমস্ত নারীই — সবাই ধর্মপ্রাণা, তিনি বাল্যকালে যেরকম বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্ত্রীও তেমনি বিশ্বাসী। শতকরা নিরানব্বুই জন রুশী, যে চাষীদের জীবন তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান জাগিয়েছে, তারা সবাই খ্রিস্টবিশ্বাসী।

অনেক বই পড়ার পর আরেকটা জিনিসে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেসব লোক মানেন, তার ভেতর অন্যকিছুর সন্ধান তাঁরা পান না, এবং যেসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়া তাঁর কাছে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেগুলো তাঁরা বিনা ব্যাখ্যায় নাকচ করে দিতেন, আর যাতে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়, উত্তর দিতেন তেমন সব প্রশ্নের: যেমন, জীবদেহের বিকাশ, অন্তরাত্মার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

তা ছাড়া স্ত্রীর প্রসবকালে আরো একটা আশ্চর্য জিনিস তাঁর ঘটেছিল। অধার্মিক তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করেন আর যতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু সে মুহূর্তটা কেটে যেতেই তিনি তখনকার এই ভাবাবেগকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।

তখন তিনি সত্য জেনেছিলেন আর এখন ভুল করছেন, এ কথা তিনি মানতে পারেন নি, কেননা শান্তচিত্তে এটা ভাবতে গেলেই সব ছত্রাকার হয়ে যায়; আবার তখন তিনি ভুল করেছিলেন এটাও মানতে পারেন নি, কেননা তখনকার আত্মিক দশা তাঁর কাছে ছিল মূল্যবান, সেটাকে দুর্বলতা বলে মানলে সে মুহূর্তগুলোর অপমান করা হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক যন্ত্রণাকর দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন তিনি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করেন তাঁর সমস্ত চিত্তশক্তি।

॥ ৯ ॥

এই সব চিন্তায় তিনি কখনো অল্প, কখনো বেশি কষ্ট পেতেন, কিন্তু চিন্তাগুলো কখনো ছেড়ে যেত না তাঁকে। বই পড়তেন তিনি, ভাবতেন, আর

যত পড়তেন আর ভাবতেন, ততই অনুভব করতেন যে তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে।

ইদানীং মস্কোয় থাকাকালে এবং গ্রামে বস্তুবাদে তিনি তার উত্তর খুঁজে পাবেন না বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ফের পড়েন প্লেটো, স্পিনোজা, ক্যান্ট, শেলিঙ, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, অর্থাৎ সেই সব দার্শনিকের রচনা যাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী ভিত্তিতে নয়।

যখন তিনি পড়তেন অথবা নিজেই অন্যান্য মতবাদ, বিশেষ করে বস্তুবাদ খণ্ডনের যুক্তি ভেবে বার করতেন, তখন চিন্তাগুলো তাঁর কাছে মনে হত কার্যকরী; কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসা তিনি বইয়ে পড়ে অথবা নিজে ভেবে বার করার পর দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার। আত্মা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা, সার প্রভৃতি অস্পষ্ট শব্দগুলোর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসরণ করে দার্শনিকদের অথবা তাঁর নিজেরই পাতা এই সব শব্দের ফাঁদে তিনি যখন ইচ্ছে করে ধরা দিতেন, তখন কিছু একটা যেন বুঝতে শুরু করছেন বলে মনে হত। কিন্তু নির্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করে ভেবে যাতে তিনি সন্তোষ লাভ করেছিলেন, চিন্তার সেই কৃত্রিম ধারা ভুলে গিয়ে জীবন থেকে তাতে ফেরা মাত্র কৃত্রিম এই সব গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত আর পরিষ্কার হয়ে উঠত যে বুদ্ধি ছাড়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অন্যকিছুর ওপর যা নির্ভরশীল নয় তেমন সব শব্দেরই পুনর্বিন্যাস থেকে গড়ে উঠেছিল গঠনগুলি।

একবার শোপেনহাওয়ার পড়ার সময় তিনি তাঁর ইচ্ছা'র স্থানে প্রেম শব্দটি বসান এবং এই নতুন দর্শন ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত দিন দুয়েক তাঁকে তা সান্ত্বনা দিয়েছিল; কিন্তু পরে জীবন থেকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র তাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়, দেখা গেল সেটা শীতে মসলিন পোশাকের মতো অকেজো।

দাদা সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে খোমিয়াকভের আধ্যাত্মিক রচনাবলি পড়ার পরামর্শ দেন। লেভিন খোমিয়াকভের দ্বিতীয় খণ্ড পড়লেন এবং তাঁর তার্কিক, মার্জিত, সুরসিক চাল তাঁকে প্রথমটা বিরূপ করে তুললেও গির্জা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তাঁকে অভিভূত করল। প্রথমে তাঁকে অভিভূত করল এই ভাবনা যে ঐশ্বরিক সত্য মানুষের লভ্য নয়। লভ্য প্রেমে সম্মিলিত নির্দিষ্ট একদল মানুষের, যথা গির্জার কাছে। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে বিদ্যমান, সক্রিয় যে গির্জাগুলি সবরকম বিশ্বাসের লোক

নিয়ে চলছে, যার শীর্ষে ঈশ্বর, সুতরাং যা পবিত্র, নিষ্পাপ, তাতে বিশ্বাস রাখা কত সহজ; সুদূর তুরীয় এক ঈশ্বর, ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি ইত্যাদি দিয়ে শুরু না করে এই গির্জার কাছ থেকেই ঈশ্বর, সৃষ্টি, পতন, পাপমোচনে বিশ্বাস লাভ করে এগুনো সম্ভব। কিন্তু পরে ক্যাথলিক লেখক রচিত গির্জার ইতিহাস আর রুশী সনাতনী লেখকের গির্জার ইতিহাস পড়ে এবং মর্মার্থের দিক থেকে অকলুষ দুটি গির্জাই পরস্পরকে খণ্ডন করছে দেখে তিনি খোমিয়াকভের গির্জা মতবাদেও বিশ্বাস হারলেন এবং দার্শনিক ইমারতটার মতো এটাও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সারা এই বসন্তটা তিনি আত্মস্থ ছিলেন না, দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন।

'কে আমি, কেন আমি এখানে, তা জানা না থাকলে বাঁচা চলে না। আর জানতে আমি পারছি না, সুতরাং বাঁচা চলে না আমার' — মনে মনে ভাবতেন লেভিন।

'অনন্ত কালে, অনন্ত বস্তুপিণ্ডে, অনন্ত শূন্যদেশে জেগে উঠল জীবসত্তার বুদ্বুদ, কিছুক্ষণ টিকে থেকে তা ফেটে যাবে, আর সে বুদ্বুদ আমি।'

এ সিদ্ধান্তটা যন্ত্রণাকর একটা অসত্য, কিন্তু এই নিয়ে যুগযুগের মানবিক চিন্তার শেষ ও একমাত্র পরিণাম এইটেই।

এ শেষ বিশ্বাসটার ওপর গড়ে উঠেছে মানবিক চিন্তার অন্বেষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু, এটা ছিল আধিপত্যকারী প্রত্যয়, অন্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে যতই হোক এটা ছিল বেশি পরিষ্কার, আর অজ্ঞাতসারে, কখন, কেমন করে নিজেই না জেনে লেভিন এইটেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু এটা শুধু অসত্য ছিল তাই নয়, এটা ছিল কী একটা অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, এমন একটা অশুভ, বিরক্তি জাগানো শক্তি, যার কাছে নতিস্বীকার করা চলে না।

এ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর সে উদ্ধার সকলেরই আয়ত্তে। অশুভের ওপর এই নির্ভরশীলতা ছিন্ন করা দরকার। আর তার একটাই উপায় — মৃত্যু।

এবং বিবাহে সুখী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ লেভিন বার কয়েক আত্মহত্যার এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে দড়িগুলো সব লুকিয়ে রাখতে লাগলেন যাতে গলায় ফাঁস না দিতে হয়, ভয় পেতেন বন্দুক নিয়ে চলতে, পাছে নিজেকে গুলি করে বসেন।

কিন্তু লেভিন নিজেকে গুলিও করলেন না, দড়িও দিলেন না গলায়। বেঁচেই থাকতে লাগলেন।

॥ ১০ ॥

কে তিনি, কেন তিনি বেঁচে আছেন, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেভিন কোনো উত্তর পেতেন না, হতাশ হয়ে উঠতেন; কিন্তু এ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা যখন তিনি বন্ধ করতেন, তখন মনে হত যেন তাঁর জানা আছে কে তিনি, কেন তিনি বেঁচে আছেন, কেননা দৃঢ়ভাবে সুনির্দিষ্ট কাজ করে তিনি বেঁচে থাকছিলেন; ইদানীং তিনি খাটছেন এমনকি আগের চেয়েও সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ়ভাবে।

জুনের গোড়ায় গ্রামে এসে তিনি ফেরেন তাঁর অভ্যস্ত ক্রিয়াকলাপে। কৃষিকর্ম, চাষী আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংসার দেখাশোনা, দিদি আর দাদার বিষয়-আশয়, স্ত্রী, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক, ছেলেটির জন্য যত্ন, আর এ বসন্তে মৌমাছি শিকারের যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাতেই খেয়ে যেত তাঁর গোটা সময়।

এই সব কাজে তিনি ব্যাপৃত থাকতেন এই জন্য নয় যে আগের মতো কোনো একটা সাধারণ নীতি দিয়ে তা সমর্থন করছিলেন নিজের কাছে; উল্টে বরং, এখন একদিকে সাধারণের উপকারার্থে তাঁর পূর্বেকার উদ্যোগগুলির নিষ্ফলতায় আশাভঙ্গ হয়ে এবং অন্যদিকে নিজের ভাবনা আর প্রচুর পরিমাণ যে কাজ চারিদিক থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছিল তাতে ব্যস্ত থেকে সাধারণ উপকারের সবরকম ভাবনা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন, এ কাজগুলোয় তিনি ব্যস্ত থাকতেন শুধু এই জন্য যে তিনি যা করছেন সেটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হত — অন্য কিছু পারেন না তিনি।

আগে (আর সেটা প্রায় শৈশব থেকে গোটা পূর্ণবয়স্কতা পর্যন্ত) যখন তিনি সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, রাশিয়ার জন্য, গোটা গ্রামের জন্য কিছু একটা মঙ্গল করার চেষ্টা করেন, তখন দেখেছেন যে এ নিয়ে ভাবনাটা বেশ সুখপ্রদ, কিন্তু কাজটা সর্বদাই হত বেখাপ্পা, ওটা অবশ্যই প্রয়োজন এমন পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যেত না, আর খাস যে কাজটা প্রথমে

অত বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল, তা কমতে কমতে মিলিয়ে যেত শূন্যে; বিবাহের পর এখন কিন্তু জীবনকে যখন তিনি ক্রমেই সংকুচিত করে আনছিলেন নিজের গণ্ডিতে, তখন নিজের কাজকর্মের ভাবনাটা তাঁকে সুখ না দিলেও এই নিশ্চয়তা অনুভব করতেন যে তাঁর কাজের প্রয়োজন আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগের চেয়ে কাজগুলো চলছে অনেক স্ফূর্তিতে, ক্রমেই বৃহদাকার হয়ে উঠছে তা।

এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না।

পিতা-পিতামহেরা যেভাবে দিন কাটিয়েছেন, শিক্ষার সেই পরিবেশে, ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করে যে পরিবারকে চলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। খিদে পেলে খাদ্য গ্রহণের মতো তা প্রয়োজন, আর তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমান প্রয়োজন ছিল পক্রোভ্‌স্কয়ের বিষয়কর্মটা এমনভাবে চালানো যাতে আয় হয়। এতেও সন্দেহ ছিল না যে ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে, বংশসূত্রে প্রাপ্ত জমিকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে হবে যে ছেলে তার উত্তরাধিকার পেয়ে তেমনিভাবে ধন্যবাদ জানাবে যেভাবে দাদুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেভিন, তিনি যা কিছু গড়েছেন, রোপণ করেছেন, তার জন্য। এর জন্য দরকার জমি খাজনায় বিলি না করা, দরকার নিজেই তা চষা, গরুবাছুর রাখা, জমিতে গোবর সার দেওয়া, বন বসানো।

সের্গেই ইভানোভিচ ও দিদির সম্পত্তি না দেখা, যেসব চাষী উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাজগুলো করে না দেওয়াও চলে না, যেমন চলে না কোলে ধরে রাখা শিশুকে ফেলে দেওয়া। সন্তানাদি সমেত আমন্ত্রিত শ্যালিকা এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে না কাটিয়েও চলত না।

এবং এই সবের সঙ্গে পাখি শিকার আর মক্ষিকা মৃগয়ার নতুন নেশাটা মেলায় ভরে উঠেছিল লেভিনের গোটা জীবন, ভাবতে গেলে যার কোনো অর্থ থাকত না তাঁর কাছে।

কিন্তু কী করতে হবে সেটা দৃঢ়ভাবে জানা ছাড়াও তিনি ঠিক তেমনি জানতেন কিভাবে এ সব করতে হবে, আর কোন কাজটা অন্যগুলোর চেয়ে জরুরি।

তিনি জানতেন যে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে যথাসম্ভব শস্তায়; কিন্তু আগেই তাদের মজুরির চেয়ে শস্তা টাকা দাদন দিয়ে খৎবন্দী করা চলবে না, যদিও সেটা খুবই লাভজনক। গবাদির খাবার ফুরিয়ে এলে চাষীদের কাছে খড় বেচা চলতে পারে, যদিও কষ্ট হয় তাদের জন্য। কিন্তু সরাইখানা আর পানশালায় বেশ আয় হলেও তা তুলে দিতে হবে। গাছ কাটার জন্য শাস্তি দিতে হবে যথাসম্ভব কড়া করে, কিন্তু গরু চরাবার জন্য জরিমানা নেওয়া চলে না; আর পাহারাদারদের খেদ বৃদ্ধি আর চাষীদের ভয় হ্রাস পেলেও চারণরত পশুদের আটকে রাখা চলে না।

মহাজনকে মাসে মাসে শতকরা দশ হারে সুদ দিচ্ছে পিওত্র, দেনাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাকে ধার দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীদের বকেয়া পড়া খালাসি খাজনা মাপ করা বা তা শুধবার মেয়াদ পেছিয়ে দেওয়া চলবে না। ঘেসো জমির সবটাই কাটা হয়েছে, এবং ঘাস বেচা হয়েছে লাভে, এটা দেখতে গোমস্তার অবহেলা করা চলবে না ঠিকই, কিন্তু যে আশি দেসিয়াতিনায় কচি বন লাগানো হয়েছে সেখানকার ঘাস কাটা বারণ। বাপ মারা গেছে বলে কাজের মরশুমে যে শ্রমিক বাড়ি চলে যায়, তার জন্য কষ্ট হলেও সেটা মাপ করা চলে না, একমাস কাজে অনুপস্থিতির দরুন টাকাটা কেটে রাখতে হবে তার পাওনা থেকে; ওদিকে বৃদ্ধ আর একেবারে অকর্মণ্যদের মাসোহারা না দেওয়াটা কিন্তু অনুচিত।

লেভিন এও জানতেন যে বাড়ি ফিরে প্রথমে যেতে হবে স্ত্রীর কাছে যে খানিকটা অসুস্থ; তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে চাষীরা তারা আরো খানিক অপেক্ষা করতে পারে। জানতেন যে মৌচাক বসাবার সমস্ত আনন্দ সত্ত্বেও কাজটা তিনি বুড়োকে দিয়ে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবেন, আর যে চাষীরা মক্ষিকালয়ে তাঁর পাত্তা পেল কথা কইবেন তাদের **সঙ্গে**।

ভালো করছেন কি খারাপ করছেন সেটা তিনি জানতেন না এবং এখন তা নিয়ে যুক্তিবিস্তার তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বা ভাবনাও এড়িয়ে যেতেন।

বিচার করতে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত তা স্থির করতে পারা হত মুশকিল। যখন তিনি কিছু না ভেবেচিন্তে শুধুই জীবনযাপন করতেন. প্রাণের মধ্যে তিনি এক অভ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি টের পেতেন যিনি ঠিক করে দিতেন আচরণের দুই

বিকল্পের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যেমন উচিত তেমন কিছু একটা না করলে তৎক্ষণাৎ টের পেতেন সেটা।

কে তিনি, কেন দুনিয়ায় দিন কাটাচ্ছেন তা না জেনে, জানার সম্ভাবনাটুকু না দেখতে পেয়ে বেঁচে থাকছিলেন তিনি, আর এ অজ্ঞেয়তা তাঁকে এত পীড়িত করত যে আত্মহত্যা করে বসবেন বলে ভয় পেতেন, অথচ সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট, সুনির্দিষ্ট জীবনপথ পেতে চলছিলেন।

॥ ১১ ॥

সের্গেই ইভানোভিচ যেদিন পক্রোভ্স্কয়েতে আসেন, লেভিনের কাছে সে দিনটা খুবই কষ্টকর।

কাজে তাড়া করার একটা জোর মরশুম তখন, শ্রমে আত্মদানের অসাধারণ একটা তীব্রতা দেখায় লোকে, যা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে দেখা যায় না, তাকে খুবই মূল্যবান বলে ধরা চলত যদি এই গুণগুলি যে লোকেরা প্রকটিত করছে তারা নিজেরাই তার কদর করত, যদি প্রতি বছর তার পুনরাবৃত্তি না ঘটত, যদি এই তীব্রতার পরিণাম না হত অমন সাধাসিধে।

রাই আর ওট শস্য কাটা, আঁটি বাঁধা, গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো, ঘেসো জমি পুরো ছাঁটা, পতিত জমিতে হাল দেওয়া, বীজ মাড়াই করা, শীতকালীন বপন — এ সবই মনে হবে সহজ, সাধারণ; কিন্তু এগুলি করে উঠতে পারার জন্য দরকার গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই যেন খাটে, আর এই তিন-চার সপ্তাহ খাটে যেন সচরাচরের চেয়ে তিনগুণ বেশি, শুধু ক্ভাস, কালো রুটি আর পেঁয়াজ খেয়ে যেন ঝাড়াই করে, মাড়াই করে, পাঁজ যেন বয়ে নিয়ে যায় রাতে, সারা দিনরাতে যেন না ঘুমোয় দু'তিন ঘণ্টার বেশি। এবং প্রতি বছর এই চলে সারা রাশিয়ায়।

জীবনের বেশির ভাগটা গ্রামে এবং কৃষকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকায় লেভিন টের পেতেন যে কাজের সময়ে এই সাধারণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যেও।

ভোরে তিনি যান প্রথম রাই বপন আর ওট গাদা করে নিয়ে যাওয়া দেখতে, স্ত্রী এবং শ্যালিকার শয্যাত্যাগ নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁদের সঙ্গে

কফি খান এবং ফের পায়ে হে'টে যান খামার বাড়িতে, যেখানে বীজ তৈরির জন্য বসানো একটি নতুন ঝাড়াই যন্ত্র চালু হবার কথা।

সারা দিনটা লেভিন গোমস্তা আর চাষীদের সঙ্গে কথা কইলেন, বাড়িতে স্ত্রী, ডল্লি, তাঁর ছেলেপিলে, শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও শুধু একটা কথাই ভাবছিলেন, সবকিছুতে খুঁজছিলেন তাঁর এই প্রশ্নের সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ: 'কে আমি, কোথায় আমি, কেন আমি এখানে?'

শস্যাগার নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, সদ্য চাঁছা অ্যাস্পেন কড়ি আর তখনো পল্লব লেগে থাকা হাজেল ডালের চৌখুপি পাতাগুলো থেকে গন্ধ আসছে, এখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে লেভিন তাকালেন খোলা ফটক দিয়ে: সেখানে মাড়াই আঙিনা থেকে শুকনো কটু ধুলো দাপাদাপি করছে, খেলছে; তপ্ত রোদে জ্বলজ্বলে আঙিনার ঘাসের দিকে, গোলা থেকে সদ্য নিয়ে আসা তাজা খড়ের দিকে, ফুটকি-মাথা ধবলী-বুক যে চাতকগুলো শিস দিয়ে সাঁ করে চালার নিচে উড়ে গিয়ে দোরের কাছে দপদপে সিলুয়েট রচনা করছিল তাদের দিকে, শস্যাগারের অন্ধকার আর ধুলোর মধ্যে যে মানুষগুলো কাজ করছে তাদের দিকে চাইলেন আর অদ্ভুত একটা চিন্তা মনে এল তাঁর।

ভাবলেন, 'কেন এ সব করা হচ্ছে? কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের খাটাচ্ছি? কত যে ওদের চাড়, সবাই ওরা আমাকে তা দেখাবার জন্য অত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কী কারণে? বুড়ি মাত্রেনা (অগ্নিকাণ্ডে কড়ি খসে পড়ে তার ওপর, আমি তখন তার চিকিৎসা করি) কেন অত খাটছে' — শীর্ণ যে বৃদ্ধা আঁকশি দিয়ে দানা সরাতে সরাতে অসমান শক্ত মেঝের ওপর রোদপোড়া কালচে খালি পায়ে ছটফট করছিল তার দিকে চেয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তখন সে সেরে উঠেছিল; কিন্তু আজ না হোক, কাল না হোক, দশ বছরের মধ্যে গোর দেওয়া হবে ওকে, কিছুই তার থাকবে না, লাল স্কার্টে সাজগোজ করা ওই মেয়েরও না, যা থেকে থেকে অমন নিপুণ নরম ভঙ্গিতে ঝেড়ে ফেলছে মঞ্জরির খুদ। ওটাও মারা যাবে, ওই দাগ-দাগালি ঘোড়াটা, বুক যার নুয়ে এসেছে মাটি অবধি আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে, তার পায়ের তল থেকে অবনত চাকাটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে। ওকেও গোর দেওয়া হবে, আর কোঁকড়া-চুল, খুদে ভরাট নরম দাড়ি আর শাদা কাঁধের ওপর ছেঁড়া কামিজটা সমেত

যোগানদার ফিওদরকেও। অথচ ও শস্যের আঁটি খুলছে, কী সব হুকুম দিচ্ছে, ধমকাচ্ছে মেয়েদের আর চটপট বেল্ট পরাচ্ছে চাকায়। আর প্রধান কথা শুধু ওদের নয়, আমাকেও গোর দেবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আমার। কী জন্যে?'

এই সব ভাবছিলেন তিনি আর সেইসঙ্গে ঘড়ি দেখে ঠিক করছিলেন ঘণ্টায় মাড়াই হল কতটা। এটা জানা তাঁর দরকার, সেই অনুসারে আগামী দিনের কাজ দিতে হবে।

'এক ঘণ্টা হয়ে এল অথচ মাত্র শুরু হচ্ছে তৃতীয় গাদিটা' — এই ভেবে লেভিন গেলেন যোগানদারের কাছে আর যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন যেন শস্য দেয় অল্প করে।

'অল্প অল্প করে দিবি ফিওদর! দেখছিস — আটকে যাচ্ছে, কাজ তাই তরতরিয়ে চলছে না। সমান সমান কর!'

যোগানদারের ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো লেপটে গিয়ে তা কালো হয়ে উঠেছে। সেও চিৎকার করে কী জবাব দিলে, কিন্তু কাজ চালাতে লাগল লেভিন যা চাইছিলেন সেভাবে নয়।

লেভিন যন্ত্রের কাছে গিয়ে ফিওদরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শস্য যোগাতে লাগলেন।

চাষীদের বড়ো হাজরির সময় হতে আর সামান্য বাকি। ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে তিনি যোগানদারের সঙ্গে শস্যাগার থেকে বেরিয়ে, বীজ তৈরী করার জন্য মেঝের ওপর পরিপাটি করে রাখা হলদে রাইশস্যের গাদির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তার সঙ্গে।

যোগানদার দূর গ্রামের লোক, যেখানে লেভিন প্রথমে জমি দিয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিতে। এখন তা খাজনায় দেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

এই জমি সম্পর্কে লেভিন কথাবার্তা কইতে লাগলেন ফিওদরের সঙ্গে, জিগ্যেস করলেন সামনের বছর প্লাতন জমিটা নেবে কিনা। প্লাতন ঐ গাঁয়েরই সমৃদ্ধ কর্মিষ্ঠ চাষী।

'দর বেশি। প্লাতন পেরে উঠবে না, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — ঘর্মাক্ত বুক থেকে মঞ্জরি ঝেড়ে ফেলে জবাব দিলে ফিওদর।

'তাহলে কিরিল্লোভ কী করে পারছে?'

'মিতিউখা' (কিরিল্লোভকে চাষীরা ঘেন্না করে এই নামে ডাকত) 'লাভ ওঠাতে কেন পারবে না, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ! লোকটা শুষে নিজের টুকু

বার করে নেয়। চাষাভূষাকে কোনো দয়া করে না গো। আর ফোকানিচ খুড়ো' (বৃদ্ধ প্লাতনকে সে এই বলে ডাকে) 'সে কি লোকের গা থেকে ছাল খসাতে যাবে? কাউকে ঋণ দেয়, কাউকে ছেড়ে দেয় এমনি। পেরে উঠবে না। মনিষ্যির মতো ব্যবহার।'

'কেন সে এমনি ছেড়ে দেয়?'

'মানে লোক তো নানান রকমের; কেউ দিন কাটায় কেবল নিজের অভাব মেটাবার জন্যে, যেমন মিতিউখা তার পেট ভর্তি করে চলেছে, কিন্তু ফোকানিচ বুড়ো — হক্ মানুষ, আত্মার জন্যে ও বাঁচে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করে মানে? আত্মার জন্যে কিভাবে বাঁচে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সে তো জানা কথা, ন্যায়মতে, ধর্মমতে চলা। লোক তো নানান রকমের। আপনাকেই ধরুন কেনে, আপনিও লোকের প্রতি অন্যায় করবেন না...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলাম, চলি এবার!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে লেভিন বললেন, নিজের ছড়িটা নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন বাড়ির দিকে। ফোকানিচ বেঁচে আছে আত্মার জন্য, চলে ন্যায়মতে, ধর্মমতে, চাষীটাব এই কথায় কোথাকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে যেন ভেঙে বেরুল এক ঝাঁক অস্পষ্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা, সবই একটা লক্ষ্যে পাক খেতে লাগল তাঁর মাথায়, চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তাদের আলোয়।

॥ ১২ ॥

বড়ো রাস্তায় লেভিন যাচ্ছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, কান পেতে ছিলেন তাঁর চিন্তাগুলোর দিকে ততটা নয় (তখনো তিনি তা গুছিয়ে উঠতে পারেন নি), যতটা তাঁর প্রাণের অবস্থার দিকে, এমন অবস্থা তাঁর কখনো হয় নি।

চাষী যে কথাটা বললে সেটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ফুলকির কাজ করে পুরো একঝাঁক বিচ্ছিন্ন, অশক্ত, পৃথক পৃথক যে ভাবনাগুলো তাঁকে ছেড়ে যেত না কখনো, তাদের রূপান্তরিত ও ঘনীভূত

করলে একাকার অখণ্ডতায়। জমি দেওয়া নিয়ে যখন কথা কইছিলেন, তখনো এ ভাবনাগুলো তাঁর মন জুড়ে ছিল তাঁরই অলক্ষ্যে।

প্রাণের মধ্যে নতুন কী একটা অনুভব করলেন তিনি, কী সেটা তখনো তা না জেনেও সেই নতুনকে তিনি হাতড়ে দেখতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে।

'নিজের জন্যে নয়। ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা। কোন ঈশ্বর? ও যা বলেছে, তার চেয়ে বাজে কথা হয় কিছু? ও বললে, নিজের অভাব মেটাবার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, অর্থাৎ যা আমাদের বোধগম্য, যা আমাদের আকর্ষণ করে, যা আমরা চাই, তার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, উচিত দুর্বোধ্য কিছু একটার জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা, যাঁকে কেউ বোঝে না, সংজ্ঞা দিতে পারে না তাঁর। কিন্তু কী হল? ফিওদরের এই বাজে কথাগুলো কি আমি বুঝি নি? আর বুঝে কি সন্দেহ করেছি তাদের ন্যায্যতায়? তাদের মনে হয়েছে নির্বোধ, অস্পষ্ট, অযথার্থ?

'না, আমি ওকে বুঝেছি, ঠিক ও যেমন বোঝে তেমনি, জীবনে যাকিছু আমি বুঝেছি, এ কথাগুলো বুঝলাম তার চেয়ে পরিপূর্ণ আর পরিষ্কার করে, জীবনে আমি এতে সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে পারি না। আর আমি শুধু একা নই, সবাই, সারা বিশ্ব পুরোপুরি এটা বোঝে, শুধু এই একটাতেই তারা নিঃসন্দেহ. সর্বদাই তা মেনে নেয়।

'ফিওদর বলছে যে কিরিল্লোভ বেঁচে আছে তার পেটের জন্যে। এটা বোধগম্য এবং যুক্তিযুক্ত, যুক্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা সবাই পেটের জন্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে দিলে পেটের জন্যে বেঁচে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে আর পলকেই আমি বুঝতে পারলাম তাকে! এবং আমি আর অতীত যুগের কোটি কোটি লোক, এখন যারা বেঁচে আছে, চিত্তসম্পদে দীন চাষীরা আর প্রাজ্ঞরা যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, একই কথা বলেছেন অস্পষ্ট ভাষায়, সবাই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত: কিসের জন্যে বাঁচা উচিত এবং কী ভালো। সমস্ত লোকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে, পরিষ্কার করে আমি একটা জিনিস জানি আর সে জানাটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, তা যুক্তিবহির্ভূত, তার পেছনে কোনো কারণ নেই, কোনোরকম ফলাফলও তার থাকতে পারে না।

'শুভের পেছনে যদি কারণ থাকে, তাহলে সেটা আর শুভ নয়; যদি

তার ফলাফল দেখা দেয় — পুরস্কার, তাহলে সেটাও শুভ নয় আর। দাঁড়াচ্ছে শুভ কারণ পরিণামের পরম্পরাবহির্ভূত।

'আর শুভকে তো আমি জানি, সবাই জানি আমরা।

'আমি যার খোঁজ করেছি, সে অলৌকিককে পাই নি যা আমায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে পারত, তার জন্যে খেদ হয়। আর এই তো সে, অলৌকিক, একমাত্র যা সম্ভবপর, নিরন্তর বিদ্যমান, সব দিক থেকে বেষ্টন করে আছে আমায়, অথচ আমি তা লক্ষ্য করি নি!

'এর চেয়ে বড়ো অলৌকিক আর কী হতে পারে?

'সত্যিই কি আমি সবকিছুর সমাধান পেয়ে গেছি, সত্যিই কি আমার ভোগান্তির অবসান হল এবার?' ধুলিময় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন লেভিন, গরম কি ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না তিনি, উপশম অনুভব করছিলেন দীর্ঘ যন্ত্রণায়। সে অনুভূতি এত আনন্দময় যে মনে হচ্ছিল তা অবিশ্বাস্য। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, আর বেশি এগুবার শক্তি না থাকায়, তিনি রাস্তা থেকে নেমে বনে ঢুকলেন, বসলেন অ্যাস্পেন গাছের ছায়াতলে না-কাটা ঘাসের ওপর। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে টুপিটা খুলে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়লেন রসালো ঝাঁকড়া বন্য ঘাসের ওপর।

'হ্যাঁ, সুস্থির হয়ে ভাবা দরকার' — তাঁর সামনেকার অদলিত ঘাসগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে, ডাঁটি বেয়ে উঠন্ত, আঙ্গেলিকার পাতায় পথরুদ্ধ একটা সবুজ পোকাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন। 'সব গোড়া থেকে' — পোকাটাকে যাতে বাধা না দেয় আঙ্গেলিকার পাতাটা ঘুরিয়ে আর পোকাটা যাতে অন্য ডাঁটিতে চলে যায় তার জন্য অন্য একটা ঘাস নুইয়ে নিজেকে বললেন তিনি। 'কেন আমার আনন্দ হচ্ছে? কী আবিষ্কার করলাম আমি?

'আগে আমি বলতাম যে আমার দেহে, ঐ ঘাসটার, ঐ পোকাটার দেহে (বটে, ও ডাঁটিতে যেতে চাইছিল না, ডানা মেলে উড়ে গেল) পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুসারে বস্তুর রূপান্তর ঘটছে। এই অ্যাস্পেন গাছগুলো, মেঘ, কুয়াশার ছোপ, সবাইকে নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে চলেছে বিকাশ। কী থেকে বিকাশ? কিসে বিকাশ? চিরন্তন বিকাশ আর সংগ্রাম?.. চিরন্তনে যেন কোনো অভিমুখ আর সংগ্রাম থাকা সম্ভব! এই দিকে অতি প্রখর চিন্তা নিয়োগ করেও আমার জীবনের অর্থ, আমার প্রেরণা ও প্রয়াসের অর্থ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল না দেখে অবাক লেগেছিল

আমার। অথচ আমার ভেতরকার প্রেরণার অর্থ এত পরিষ্কার যে সবসময় সেই অনুসারেই চলি, আর চাষীটা যখন বললে তার কথাটা: ঈশ্বরের জন্য, আত্মার জন্য বাঁচা, তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি, আনন্দ হল।

'কিছুই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি যা জানতাম শুধু সেইটে জানলাম। যে শক্তি শুধু অতীতে নয়, এখনো আমায় জীবন দিয়ে যাচ্ছে তাকে বুঝলাম। আমি মুক্তি পেয়েছি ছলনা থেকে, জেনেছি কর্তাকে।'

এবং বিগত দুই বছরে তাঁর চিন্তার ধারাটা তিনি সংক্ষেপে আওড়ে নিলেন মনে মনে, নৈরাশ্যজনকরূপে পীড়িত প্রিয়জন দাদার মৃত্যুর পরিষ্কার, স্বতঃস্পষ্ট ভাবনা দিয়ে যার শুরু।

তখন সেই প্রথম বার পরিষ্কার করে এইটে বুঝতে পেরে যে প্রত্যেক মানুষের এবং তাঁরও সম্মুখে যন্ত্রণা, মৃত্যু, চিরবিস্মরণ ছাড়া আর কিছু নেই, তিনি স্থির করেন যে এভাবে বাঁচা চলে না, হয় জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার যাতে তা কোনো এক পিশাচের জঘন্য বিদ্রূপ বলে মনে না হয়, নতুবা দরকার আত্মহত্যা।

কিন্তু এর কোনোটাই উনি করলেন না, বেঁচে রইলেন তিনি, ভাবতে থাকলেন, অনুভব করে গেলেন, এমনকি এই সময়টাতেই বিবাহ করেন, অনেক আনন্দানুভূতি হয়েছে তাঁর, নিজের জীবনের অর্থ কী তা না ভাবলে নিজেকে সুখীই বোধ করেছেন।

কী এর অর্থ? এর অর্থ উনি ঠিকই জীবননির্বাহ করেছেন, কিন্তু ভেবেছেন ভুল।

মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব আত্মিক সত্যে পুষ্ট হয়েছেন তিনি, বেঁচে থেকেছেন তাই নিয়ে (যদিও সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে), অথচ চিন্তা করেছেন এই সব সত্যকে শুধু গ্রহণ না করে নয়, সর্বোপায়ে তাদের এড়িয়ে গিয়ে।

এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে তিনি যেসব বিশ্বাসে লালিত শুধু তারই কল্যাণে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন।

'কী আমি হতাম, কী জীবন কাটাতাম যদি না থাকত এই বিশ্বাসগুলো, যদি না জানতাম যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, জীবনধারণ করা উচিত ঈশ্বরের জন্যে? আমি হয়ত লুঠ করতাম, মিথ্যে বলতাম, খুন করতাম। আমার জীবনের যা সর্বাধিক আনন্দ তার কিছুই থাকত না।' এবং কিসের

জন্য বাঁচছেন তা না জানলে তিনি যে পাশবিক সত্তায় পরিণত হতেন, প্রচুর কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করেও তিনি তা ধরতে পারলেন না।

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলাম। কিন্তু চিন্তা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, তা খাপ খায় না প্রশ্নের সঙ্গে। স্বয়ং জীবনই আমায় জবাব দিয়েছে, কী ভালো, কী খারাপ তার জ্ঞানে। আর এ জ্ঞানটা আমি অর্জন করি নি, সকলের সঙ্গে তা প্রদত্ত হয়েছে আমায়, প্রদত্ত হয়েছে কারণ কোথা থেকেও আমি তা পেতে পারি না।

'কোত্থেকে তা পেলাম? যুক্তি দিয়ে কি আমি এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছি যে প্রতিবেশীকে টুঁটি চিপে না মেরে ভালোবাসা উচিত? এ কথা আমায় বলা হয় আমার শৈশবে আর আমি সানন্দে তা বিশ্বাস করি, কারণ আমাকে তাই বলা হয়, যা ছিল আমার প্রাণে। আর কে আবিষ্কার করল এটা? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম, আমার ইচ্ছা পূরণে যা বাধা দেয় তাদের নির্মূল করার নিয়ম। এটা যুক্তির সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্যকে ভালোবাসাটা যুক্তি আবিষ্কার করতে পারে না, কেননা সেটা যুক্তিহীন।'

'হ্যাঁ, গর্ব' — উপুড় হয়ে তিনি ঘাসের শিষ না ভেঙে তা দিয়ে বিনুনি বুনতে বুনতে মনে মনে ভাবলেন।

'আর মননের গর্ব শুধু নয়, নির্বুদ্ধিতাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ধূর্ততা, মননের ধূর্ততাই। মননের কারচুপিই' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

॥ ১৩ ॥

লেভিনের মনে পড়ল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডল্লির একটা দৃশ্যের কথা। কেউ না থাকায় ছেলেমেয়েরা মোমবাতির আগুনে র‍্যাস্পবেরি ভাজছিল, দুধ খাচ্ছিল ফোয়ারার মতো করে। মা তাদের এই কর্মে দেখতে পেয়ে লেভিনের উপস্থিতিতে তাদের বোঝাতে শুরু করেন যে তারা যেটা ভাঙছে সেটার জন্য বড়োদের কত খাটতে হয়েছে, খেটেছে তাদের জন্য; পেয়ালা যদি তারা ভাঙে, তাহলে চা খাবার পাত্র থাকবে না, আর দুধ যদি ফেলে দেয়, তাহলে তাদের খাবার থাকবে না কিছুই, না খেয়ে মারা যাবে।

মায়ের এই কথাগুলো ছেলেমেয়েরা যে শান্ত, বিষণ্ণ অবিশ্বাসে শুনছিল, সেটা অবাক করেছিল লেভিনকে। তাদের শুধু দুঃখ হয়েছিল এই যে

চমৎকার একটা খেলা বন্ধ হয়ে গেল, মা যা বলছিলেন তার একটা কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাদের ব্যবহারে যা লাগছে সে সব জিনিসের মোট পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত, তারা ভাবতেই পারে না, যে-জিনিসগুলো তারা ভাঙছে, তাই দিয়েই তারা বেঁচে আছে।

ওরা ভেবেছিল: 'এ সবই স্বতঃসিদ্ধ, এতে আগ্রহোদ্দীপক বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, কেননা এ সবই সর্বদা থেকেছে ও থাকবে। সর্বদাই একইরকম। ও নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই, সর্বদা ওগুলো তৈরি; অথচ আমাদের নিজস্ব নতুন কিছু একটা ভেবে বার করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা কাপে র‍্যাস্পবেরি দিয়ে মোমবাতির আগুনে ভাজছি, দুধ খাচ্ছি সোজা পরস্পরের মুখে ফোয়ারা ঢেলে। এটা মজার আর নতুন, কাপ থেকে দুধ খাওয়ার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়।'

'আমরা কি সবাই এইরকমই করি না, আমি কি করি নি, যখন বুদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য আর মানুষের জীবনের অর্থ খুঁজতে গেছি?' ভেবে চললেন লেভিন।

'সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব যখন মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, বিচিত্র এক চিন্তাপথে তাকে সেই জ্ঞান দেয় যা সে অনেক দিন থেকে জানে, এত নিশ্চিতরূপে জানে যে তা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন দর্শনগুলোও কি সেই কাজই করছে না? সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বের বিকাশে কি পরিষ্কার করে এইটে দেখা যাচ্ছে না যে, চাষী ফিওদরের মতো আগে থেকেই তাদের নিঃসন্দেহে জানা আছে জীবনের প্রধান অর্থ কী এবং মোটেই বেশি স্পষ্ট করে নয়। শুধু সন্দেহজনক মননের পথে তারা সেখানে ফিরতে চায় যা সকলেই জানে?

'কিন্তু শিশুদের যদি ছেড়ে দিয়ে বলা হয় নিজেরাই তারা তাদের কাপ ইত্যাদি বানিয়ে, দুধ দুয়ে নিক, তাহলে দুষ্টুমি আর করবে কি? না খেয়ে মারা যাবে তারা। আমাদের ঝোঁক আর চিন্তা নিয়ে আমাদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক একেশ্বর ও স্রষ্টার কোনো বোধ ছাড়াই! কিংবা সু কী তা না বুঝে, কু কী তার নৈতিক ব্যাখ্যা না দিয়ে?

'এই বোধগুলি ছাড়া বানাও দেখি কিছু!

'আমরা শুধু ভাঙি, কেননা প্রাণের দিক থেকে আমাদের পেট ভরা। ঠিক ওই শিশুগুলির মতো!

'চাষীটার সঙ্গে আনন্দময় একই সাধারণ জ্ঞান আমার হল কোথা থেকে যাতে প্রাণ জুড়োয়? কোত্থেকে আমি তা পেলাম?

'আমি ঈশ্বরের একটা ধারণায় লালিত খ্রিস্টান, খ্রিস্টধর্ম যা দেয়, সেই সব আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি জীবন, সেই সব আশীর্বাদে আমি অনুপ্রাণিত, তার ওপরেই বেঁচে আছি, অথচ ওই শিশুদের মতো কিছু না বুঝে ওগুলো ভাঙছি, অর্থাৎ তাই ভাঙতে চাইছি যার ওপর বেঁচে আছি। কিন্তু জীবনের গুরুত্ব ধরে এমন মুহূর্ত আসা মাত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত শিশুদের মতোই আমি তাঁর কাছে যাই। নষ্টামির জন্যে শিশুদের তো ধমক দেয় মা, আর তাদের চেয়ে আমি কম অনুভব করি যে আমার বাসন ভাঙার ছেলেমানুষি চেষ্টায় আমার দায়িত্ব ধরা হচ্ছে না।

'হ্যাঁ, যা আমি সঠিক জানি তা জেনেছি যুক্তি দিয়ে নয়, ওটা আমায় প্রদত্ত, আমার জন্যে আবিষ্কৃত, হৃদয় দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রধান জিনিসটা জানি যা প্রচার করে গির্জা।

'গির্জা? গির্জা!' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন লেভিন, অন্য পাশে কাত হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইলেন সুদূরে, ওপার থেকে নদীর কাছে আসছিল যে গরুর পাল, তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে।

'কিন্তু গির্জা যা প্রচার করে, তা সবই কি বিশ্বাস করতে পারি আমি?' নিজেকে পরখ করে, তাঁর বর্তমান প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে এমন সবকিছু ভেবে দেখে মনে মনে বললেন তিনি। ইচ্ছা করে তিনি গির্জার সেই সব শিক্ষা স্মরণ করতে লাগলেন, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছে, প্রলোভিত করেছে তাঁকে; 'সৃষ্টি? কিন্তু অস্তিত্বের ব্যাখ্যা আমি করব কী দিয়ে? অস্তিত্ব দিয়েই? কিছু দিয়েই নয়? — শয়তান আর পাপ? কু'য়ের কী ব্যাখ্যা আমি দেব?.. পাপস্খালনের?

'না, আমি কিছু জানি না, জানতে পারি না, শুধু সকলের মতো আমাকেও যা বলা হয়েছে সেইটে ছাড়া।'

এখন তাঁর মনে হল গির্জার এমন একটা শিক্ষাও ছিল না যা নষ্ট করছে প্রধান জিনিসটা — ঈশ্বরে, মানুষের একমাত্র কর্তব্য হিশেবে শুভে বিশ্বাস।

প্রয়োজন মেটানোর বদলে সত্যের সেবা করাটা থাকতে পেরেছে গির্জার প্রতিটি বিশ্বাসে। প্রতিটি শিক্ষা এটাকে লঙ্ঘন তো করেই নি, বরং যা প্রধাণ জিনিস, পৃথিবীতে নিত্য ঘটমান অলৌকিক যাতে ঘটতে থাকে

তার জন্য সেটা প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, প্রাজ্ঞ আর মূর্খ, শিশু আর বৃদ্ধ — সকলের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে ল্ভভ. কিটি, কাঙাল, আর রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একই কথা বোঝা এবং চিত্তের সেই জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় এ অলৌকিকে. শুধু তার জন্যই বাঁচা সার্থক, শুধু তাকেই আমরা মূল্য দিই।

চিত হয়ে শুয়ে তিনি উঁচু, নির্মেঘ আকাশ দেখাতে লাগলেন। 'আমি কি জানি না যে ওটা অসীম শূন্যদেশ, গোল গম্বুজ নয়? কিন্তু যতই আমি চোখ কুঁচকে দৃষ্টি শানিত করি, শূন্যদেশের অন্তহীনতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্ত্বেও ওটাকে গোল আর সসীম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না আমি, ওটাকে যখন আমি দেখি একটা কঠিনাকার নীল গম্বুজ হিশেবে, তখন আমি নিঃসন্দেহে সঠিক, আরো দূরে দেখার চেষ্টা করার চেয়ে বেশি সঠিক।'

ভাবনায় ক্ষান্ত হলেন লেভিন, শুধু রহস্যময় যে কণ্ঠস্বরগুলো কী নিয়ে যেন আনন্দে আর উদ্বেগে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল, কান পেতে রইলেন তাদের দিকে।

'সত্যিই কি এটা বিশ্বাস?' নিজেব সুখে বিশ্বাস করতে ভয় পেয়ে তিনি ভাবলেন; 'ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমায়!' যে কান্না উদ্গত হতে যাচ্ছিল সেটা গিলে, দুই হাতে অশ্রুপূর্ণ চোখের জল মুছে বিড়বিড় করলেন তিনি।

॥ ১৪ ॥

লেভিন সামনে তাকিয়ে গরুর পাল দেখছিলেন, তারপর দেখলেন তাঁর কেলে ঘোড়া জোতা গাড়িটা, কোচোয়ান পালের কাছে গিয়ে, কী যেন বললে রাখালকে; তারপর একেবারে কাছে শুনতে পেলেন গাড়ির চাকার শব্দ আর তাগড়া ঘোড়ার ফোঁৎফোঁৎ। কিন্তু ভাবনায় তিনি এমন ডুবে ছিলেন যে কোচোয়ান কেন তাঁর কাছে আসছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি।

সেটা তাঁর মনে হয় কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তাঁর কাছে এসে চিৎকার করে বললে:

'মা-ঠাকরুন পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা এসেছেন, আরো কে একজন ভদ্রলোক।'

লেভিন গাড়িতে উঠে বসে লাগাম টেনে নিলেন।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো অনেকখন সংবিৎ ফিরছিল না তাঁর। পাছার দিকে আর বল্‌গার ঘর্ষণে ঘাড়ের কাছে ফেনায়িত পুষ্ট ঘোড়ার দিকে চাইলেন তিনি, তাকালেন পাশে বসা কোচোয়ান ইভানের দিকে, মনে পড়ল যে তিনি দাদার আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে স্ত্রী, দাদার সঙ্গে অতিথি কে এলেন অনুমান করার চেষ্টা করলেন। এবং দাদা, স্ত্রী আর অভ্যাগতকে তাঁর লাগল আগের চেয়ে অন্যরকম। তাঁর মনে হল, সমস্ত লোকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক এখন অন্যরকম হবে।

'দাদা আর আমার মধ্যে সর্বদা যে পর-পর ভাবটা ছিল তা আর থাকবে না, তর্ক করব না আর; কিটির সঙ্গে ঝগড়া হবে না কখনোই; যে অতিথি এসেছেন তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর প্রতি হব মমতাময়, উদার; লোকেদের সঙ্গে, ইভানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অন্যবিধ।'

অস্থিরতায় ফোঁৎফোঁৎ করে পুরুষ্টু যে ঘোড়াটা ছুটতে চাইছিল, তাকে কড়া লাগামে সংযত রেখে তিনি পাশে বসা ইভানের দিকে চাইলেন, কর্মহীন হাতদুটো দিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, নিজের কামিজ চেপে ধরছিল। লেভিন তার সঙ্গে কথা বলার অজুহাত খুঁজছিলেন। ভেবেছিলেন বলবেন খামোকাই ইভান ঘোড়াটা যুতেছে বড়ো বেশি উঁচু করে, কিন্তু সেটা তিরস্কারের মতো শোনাবে, ওদিকে ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল দরদ দিয়ে কথা বলেন। অন্যকিছু মাথায় আসছিল না তাঁর।

'আপনি ডান দিকে চালান, এখানে একটা কাটা গুঁড়ি আছে' — লেভিনের লাগাম ঠিক করে দিয়ে কোচোয়ান বললে।

'মাপ করো, লাগাম ছুঁয়ো না, শেখাতে এসো না আমায়!' কোচোয়ানের এই হস্তক্ষেপে রেগে গিয়ে বললেন লেভিন। বরাবরের মতোই হস্তক্ষেপে রাগ হয়ে যায় তাঁর, আর তক্ষুনি সখেদে টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের আবেগ তৎক্ষণাৎ বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বদলে দিতে পারে ভেবে কী ভুলই না তিনি করেছেন।

বাড়ি পেঁৗছতে যখন সিকি ভার্স্ট বাকি লেভিন দেখলেন গ্রিশা আর তানিয়া ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

'কস্তিয়া মেসো! মা-ও আসছে, দাদুও, সের্গেই ইভানিচ, আরো কে একজন' — গাড়িতে উঠে বললে তারা।

'কে?'

'সাঙ্ঘাতিক ভয়ানক লোক! হাত দিয়ে এইরকম করে' — গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে কাতাভাসোভের ভঙ্গি নকল করে বললে তানিয়া।

'বয়স্ক নাকি যুবক?' তানিয়ার ভঙ্গিটায় কার কথা যেন মনে পড়ায় হেসে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'শুধু অসহ্য কেউ না হলে বাঁচি!' ভাবলেন তিনি।

কেবল রাস্তায় মোড় নিয়ে লেভিন দেখতে পেলেন কারা আসছে তাঁর দিকে, চিনতে পারলেন স্ট্র-হ্যাট মাথায় কাতাভাসোভকে, যিনি হাত দোলাচ্ছিলেন তানিয়া যা দেখিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই।

দর্শনের কথা বলতে খুবই ভালোবাসতেন কাতাভাসোভ, যদিও তার ধারণাগুলো নিতেন প্রকৃতিবিদদের কাছ থেকে যাঁরা দর্শনের চর্চা কখনো করেন নি; সম্প্রতি মস্কোয় তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছিল লেভিনের।

আর তাঁকে চিনতে পেরে তেমন যে একটা আলাপের কথা লেভিনের প্রথম মনে পড়েছিল, তাতে স্পষ্টতই কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি জিতেছেন।

লেভিন ভাবলেন, 'না, তর্ক করে লঘুচিত্তে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে যাব না কিছুতেই।'

গাড়ি থেকে নেমে দাদা আর কাতাভাসোভকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন স্ত্রীর খবর।

'মিতিয়াকে সে নিয়ে গেছে কলোকে' (এটা বাড়ির কাছে একটা উপবন)। 'ওখানেই তাকে রাখতে চাইছিল, বাড়ির ভেতর বড়ো গরম' — ডল্লি বললেন।

স্ত্রীকে লেভিন সর্বদা বলেছেন ছেলেকে বনে না নিয়ে যেতে, ভাবতেন ওটা বিপজ্জনক, তাই সংবাদটা ভালো লাগল না তাঁর।

'জায়গা থেকে জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে' — হেসে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছি ঠাণ্ডি ঘরে নিয়ে যেতে।'

'কিটি মক্ষিকালয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি' — ডল্লি বললেন।

'তা কী করছ তুমি?' অন্যদের কাছ থেকে সরে ভাইয়ের কাছে এসে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'বিশেষ কিছু না। বরাবরের মতো কৃষিকর্ম নিয়ে আছি' — উত্তর

দিলেন লেভিন। 'কিন্তু তুমি কত দিনের জন্যে? আমরা অনেকদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।'

'সপ্তাহ দুয়েক থাকব। মস্কোয় কাজ আছে মেলা।'

এই কথায় চোখাচোখি হল দুই ভাইয়ের আর চিরকাল বন্ধুর মতো, প্রধান কথা, সহজ সম্পর্কে থাকার বরাবরকার যে ইচ্ছেটা এখন বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও লেভিন টের পেলেন যে তাঁর দিকে চাইতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।

কথোপকথনের এমন একটা প্রসঙ্গ লেভিন বাছছিলেন যা সের্গেই ইভানোভিচের ভালো লাগবে আর মস্কোয় তাঁর কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই সার্বীয় যুদ্ধ আর স্লাভ প্রশ্ন থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে। সের্গেই ইভানোভিচের বইয়ের কথা পাড়লেন লেভিন। শুধালেন:

'কী, সমালোচনা বেরুল আপনর বইয়ের?'

অভিসন্ধিমূলক প্রশ্নটায় হাসলেন সের্গেই ইভানোভিচ। 'ও নিয়ে কেউ আর ভাবে না, আমি তো সবচেয়ে কম' — বললেন তিনি। তারপর অ্যাস্পেন গাছের মাথায় যে শাদা মেঘ জমেছিল. ছাতা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে যোগ দিলেন, 'ওই দেখুন, দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা, বৃষ্টি নামবে।'

আর শত্রুতা নয়, পরস্পরের মধ্যে যে নিরুত্তাপ সম্পর্ক লেভিন অত এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, এই কথাগুলো বলা মাত্র ভাইদের মধ্যে আবার ফিরে এল তা।

লেভিন গেলেন কাতাভাসোভের কাছে। বললেন:

'আপনি যে এলেন খুব ভালো করেছেন।'

'অনেকদিন থেকেই আসব-আসব করছিলাম। এবার আলাপ করব, দেখব। স্পেনসার পড়েছেন?'

'না, শেষ করি নি' — লেভিন বললেন, 'তবে ওঁকে এখন আমার দরকার নেই আর।'

'সে কি, অতি মনোগ্রাহী। কেন বলুন তো?'

'মানে, আমি এই চূড়ান্ত নিশ্চয়তায় পেণছেছি যে আমি যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত, তার উত্তর ওঁর বা অনুরূপ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এখন...'

কিন্তু কাতাভাসোভের শান্ত, আমুদে মুখভাবে হঠাৎ ভারি অবাক

লাগল লেভিনের এবং এই কথাবার্তাটায় স্পষ্টতই নিজের মানসিক অবস্থাটা বিঘ্নিত হয়েছে বলে এত কষ্ট হল তাঁর যে নিজের সংকল্পের কথা মনে হতে থেমে গেলেন।

'তবে সে নিয়ে পরে কথা হবে' -- যোগ দিলেন তিনি; 'মক্ষিকালয়ে যেতে হলে এই হাঁটাপথটা ধরা ভালো' -- বললেন তিনি সবার উদ্দেশে।

সরু হাঁটাপথটা দিয়ে তাঁরা পেশছলেন ঘাস-না-কাটা একটা মাঠে, তার একদিকে জবলজবলে কাউ-হুইটের নীরন্ধ্র ঝোঁপ, তার মাঝে মাঝে কালচে-সবুজ হেলেবোরের উ'চু উ'চু ঝাড়। সেখানে লেভিন কচি অ্যাস্পেন গাছগুলোর তাজা ছায়ায় বসালেন অতিথিদের। যে আগন্তুকেরা মৌমাছিতে ভয় পায় তাদের জন্য ইচ্ছে করেই তিনি বেঞ্চি আর গ‍ুঁড়ি পেতেছিলেন সেখানে, আর নিজে পাশের পথ ধরে গেলেন ছেলেপিলে আর বড়োদের জন্য রুটি, শসা আর টাটকা মধু আনতে।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপ যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করে, ক্রমেই ঘন ঘন পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মৌমাছিদের গুঞ্জন শুনতে শুনতে তিনি একটা কুটিরে পেশছলেন। ঢোকবার মুখেই একটা মৌমাছি তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে গিয়ে রেগে গোঁগোঁ করে উঠল, কিন্তু সাবধানে লেভিন তাকে মুক্ত করলেন। ছায়াচ্ছন্ন অলিন্দের দেয়ালে টাঙানো জাল নিয়ে পরলেন, হাত ঢোকালেন পকেটে, তারপর ঢুকলেন বেড়া দেওয়া মক্ষিকালয়ে, সেখানে ঘাস-কাটা একটা জায়গায় সারি সারি মৌচাক, পত্যেকটি খু'টির সঙ্গে বাকলের ফালি দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেকটি চাকই তাঁর পরিচিত, প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ইতিহাস আছে: আছে পুরনো মৌচাক, আবার ছিটে বেড়ার গা বেয়ে এই বছরেই বসানো নতুনগুলো। চাকের মুখগুলোয় চোখ ধাঁধিয়ে একই জায়গায় পাক দিয়ে গিজগিজ করছে পুরুষ আর অন্যান্য মৌমাছিরা এবং সেখান থেকে কর্মী মাছিরা বরাবর একই দিকে উড়ে যাচ্ছে ফুটন্ত লিন্ডেন গাছের লক্ষ্যে -- আহরণের জন্য, আবার চাকে ফিরে আসছে আহরণ নিয়ে।

অবিরাম শোনা যাচ্ছিল নানা ধ্বনি, কখনো কাজে ব্যস্ত দ্রুত উড্ডীয়মান কর্মী মাছির গুঞ্জন, কখনো পুরুষ মাছির ভে'পু, কখনো শত্রুর কাছ থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হুল ফুটাতে উদ্যত সান্ত্রী মাছিদের হ‍ুঁশিয়ারি। বেড়ার ওপাশে বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক একটা গোঁজ চাঁচছিল। লেভিনকে সে

দেখতে পায় নি। লেভিন তাকে না ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন মক্ষিকালয়ের মাঝখানে।

যে বাস্তবতা ইতিমধ্যেই তাঁর মেজাজকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, তা থেকে সংবিৎ ফিরে পাওয়ার জন্য একলা হবার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ল যে ইভানের ওপর তিনি চটে উঠেছিলেন, দাদার প্রতি শীতলতা দেখিয়েছেন, কাতাভাসোভের সঙ্গে কথা বলেছেন বাতুলের মতো।

'মানসিক ঐ অবস্থাটা কি ছিল সত্যিই ক্ষণিক, কোনো চিহ্ন না রেখে তা মিলিয়ে যাবে?' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের মনোভাব ফিরল তাঁর মধ্যে, সানন্দে তিনি অনুভব করলেন তাঁর ভেতরে নতুন ও গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। প্রাণের যে প্রশান্তি তিনি পেয়েছেন, বাস্তবতা শুধু সাময়িকভাবে সেটাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু গোটাগুটি সেটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে।

ঠিক যেমন মৌমাছিগুলো তাঁকে ঘিরে উড়ে উড়ে ভয় দেখিয়ে আর আনমনা করে পরিপূর্ণ দৈহিক প্রশান্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে চাইছিল, কুঁকড়ে যেতে, ওদের পরিহার করতে তাঁকে বাধ্য করছিল, ঠিক তেমনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হরণ করে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণই টিকে থেকেছে সেটা। মৌমাছিগুলো সত্ত্বেও দৈহিক শক্তি তাঁর মধ্যে যেমন অক্ষুণ্ণ, সদ্য পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তিও ছিল তেমনি।

॥ ১৫ ॥

'জানো কস্তিয়া, কার সঙ্গে সের্গেই ইভানোভিচ এখানে এসেছেন?' ছেলেমেয়েদের শসা আর মধু ভাগ করে দিতে দিতে ডল্লি বললেন, 'ভ্রন্স্কির সঙ্গে! উনি সার্বিয়ায় যাচ্ছেন।'

'তাতে আবার একলা নন, নিজের খরচায় পুরো এক স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে!' বললেন কাতাভাসোভ।

'এটা তাঁকে শোভা পায়' — লেভিন বললেন; 'এখনো স্বেচ্ছাব্রতী যাচ্ছে নাকি?' সের্গেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচ কোনো উত্তর দিলেন না, ভোঁতা একটা ছুরি দিয়ে সন্তর্পণে কাপের কিনারায় মধুস্রোতে লেপটে যাওয়া তখনো জীবন্ত একটা মৌমাছিকে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

'যাচ্ছে মানে, সে কি যাওয়া! কাল স্টেশনে কী ঘটছিল যদি দেখতেন!' সশব্দে শসায় কামড় দিয়ে বললেন কাতাভাসোভ।

'কিন্তু এটা বুঝতে হবে কিভাবে? খিস্টের দোহাই, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন সের্গেই ইভানোভিচ, কোথায় যাচ্ছে এই সব স্বেচ্ছাব্রতীরা, লড়ছে কার সঙ্গে?' স্পষ্টতই লেভিনের অনুপস্থিতিতে যে আলাপ শুরু হয়েছিল, সেটা চালিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'লড়ছে তুর্কীদের সঙ্গে' — শান্তভাবে হেসে, অসহায়ের মতো পা নাড়াচ্ছিল মধুতে কালো হয়ে আসা যে মৌমাছিটা তাকে ছুরি থেকে একটা শক্ত অ্যাস্পেন পাতায় স্থানান্তরিত করে জবাব দিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধটা ঘোষণা করল কে? কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে মিলে ইভান ইভানিচ রাগোজভ?'

'যুদ্ধ কেউ ঘোষণা করে নি, কিন্তু লোকে নিকট জনের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি বোধ করছে, সাহায্য করতে চায় তাদের' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু প্রিন্স সাহায্যের কথা নয়, যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছেন' — শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে লেভিন বললেন, 'প্রিন্স বলছেন যে সরকারের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লোকে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না।'

'এই দ্যাখো কস্তিয়া, একটা মৌমাছি! আমাদের সত্যিই হুল ফোটাবে!' একটা বোলতাকে ঝেড়ে ফেলে ডল্লি বললেন।

লেভিন বললেন, 'আরে না, এটা মৌমাছি নয়, বোলতা।'

'বটে, বটে, আপনার তত্ত্বটি বলুন দেখি' — হেসে লেভিনকে বললেন কাতাভাসোভ, স্পষ্টতই তাঁকে তর্কদ্বন্দ্বে নামাতে চাইছিলেন তিনি, 'কেন লোকের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না?'

'আমার তত্ত্বটা এই: একদিকে যুদ্ধ এমন একটা পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে কোনো লোকও, খিস্টান তো ততোধিক, যুদ্ধ-শুরুর দায়িত্ব নিতে পারে না, সেটা পারে কেবল সরকার। সেটা তার কাজ, অনিবার্যরূপে তারা গিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অন্যদিকে বিদ্যা এবং সুবুদ্ধি

দুই-ই বলে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে যুদ্ধের ক্ষেত্রে নাগরিকদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করা।'

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ তাঁদের তৈরি আপত্তি নিয়ে কথা কয়ে উঠলেন একই সঙ্গে।

'কিন্তু সেইখানেতেই তো খিঁচ যাদু, এমন ঘটনা হতে পারে যে সরকার নাগরিকদের ইচ্ছা পালন করছে না, তখন সমাজ ঘোষণা করে তার ইচ্ছা'— বললেন কাতাভাসোভ।

কিন্তু বোঝা গেল এ আপত্তিটা সের্গেই ইভানোভিচের পছন্দ হল না। কাতাভাসোভের কথায় ভুরু কুঁচকে তিনি অন্য যুক্তি দিলেন:

'অনর্থক প্রশ্নটা তুই ওভাবে রাখছিস। এটা যুদ্ধের ঘোষণা নয়, স্রেফ মানবিক খ্রিস্টীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। খুন হচ্ছে ভাইয়েরা, একই যাদের রক্ত, একই ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু ধরে নিচ্ছি ভাইও নয়, সমধর্মীয়ও নয়, নিতান্ত শিশু, নারী, বৃদ্ধ; বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে চিত্ত, এই বীভৎসতা বন্ধ করায় সাহায্য করার জন্যে ছুটে যাচ্ছে রুশীরা। কল্পনা কর, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তুই দেখতে পেলি এক মাতাল পেটাচ্ছে নারী কিংবা শিশুকে; আমি মনে করি, লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি হয় নি জিগ্যেস না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আর্তকে রক্ষা করবি।'

'তাই বলে খুন করব না তাকে।'

'না, খুনই করবি।'

'জানি না। ঘটনাটা যদি নিজে দেখতাম, তাহলে হয়ত সরাসরি ভেসে যেতাম নিজের আবেগে; তবে আগে থেকে কিছু বলতে আমি পারি না। কিন্তু স্লাভদের ওপর পীড়নে এমন একটা সরাসরি আবেগ দেখা দিচ্ছে না, দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সে আবেগ আছে'— অসন্তোষে ভুরু কুঁচকে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; ''দুরাত্মা হাগর সন্তানদের' জোয়ালের নিচে সনাতনী স্লাভদের নিগ্রহের কথা এখনো বেঁচে আছে কিংবদন্তিতে। জনগণ শুনেছে তাদের ভাইদের কষ্টের কথা এবং কথা কইতে শুরু করেছে।'

'হয়ত তাই' — এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন লেভিন, 'কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না; আমিও তো জনগণের একজন, কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না।'

'আমারও না' — প্রিন্স বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম. খবরের কাগজ পড়তাম, কিন্তু স্বীকার করছি, এমনকি বুলগারীয় বীভৎসতার আগেও বুঝতে পারতাম না হঠাৎ কেন স্লাভ ভাইদের জন্যে সমস্ত রুশীর ভালোবাসা জন্মাল আর আমি কোনো ভালোবাসাই টের পাচ্ছি না? ভারি বিছছিরি লাগত আমার, ভাবতাম হয় আমি একটা গর্ভস্রাব, নয় কার্লস্‌বাডের প্রভাব পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু এখানে ফিরে শান্ত হলাম, দেখলাম আমি ছাড়াও এমন অনেকে আছে যাদের আগ্রহ শুধু রাশিয়াকে নিয়ে, স্লাভ ভাইদের নিয়ে নয়। যেমন এই কনস্তান্তিন।'

'ব্যক্তিগত মতামতে কিছু এসে যায় না এক্ষেত্রে' — বললেন সের্গেই ইভানিচ, 'গোটা রাশিয়া, জনগণ যখন তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে. তখন ব্যক্তিগত মত অর্থহীন।'

'মাপ করবেন, ওটা আমার চোখে পড়ছে না। জনগণ জানে না, জানতেও পারে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা... জানে না মানে! রবিবারে কী হল গির্জায়?' আলাপটা শুনতে শুনতে বললেন ডল্লি। বৃদ্ধ প্রিন্স ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তাঁকে ডল্লি বললেন, 'তোয়ালেটা দাও-না। এটা হতে পারে না যে সবাই...'

'রবিবারে কী হয়েছিল গির্জায়? পুরোহিতকে বলা হয়েছিল পড়ে শোনাতে, তিনি পড়ে শোনালেন। লোকে কিছুই বুঝল না. শুধু প্রত্যেকটা ধর্মোপদেশের সময় তারা যা করে থাকে সেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে' — বলে চললেন প্রিন্স, 'তারপর বলা হল আত্মা ত্রাণের জন্যে টাকা তোলা হচ্ছে গির্জায়, ওরাও এক-এক কোপেক চাঁদা দিলে। কিন্তু কিসের জন্যে দিলে নিজেরাই তা জানে না।'

'জনগণ না জেনে পারে না; জনগণের মধ্যে সর্বদাই থাকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটা চেতনা আর বর্তমানের মতো এইরকম মুহূর্তে সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়' — বৃদ্ধ মক্ষিকাপালকের দিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

বৃদ্ধের দাড়ি ছাইরঙা, মাথায় ঘন রুপোলী চুল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মধুর পাত্র হাতে সস্নেহে শান্তভাবে সে তার উচ্চতা থেকে তাকিয়ে ছিল ভদ্রলোকদের দিকে. স্পষ্টতই কিছুই সে বুঝতে পারছিল না, চাইছিলও না।

সের্গেই ইভানোভিচের কথায় বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সে বললে, 'ঠিক তাই বটে।'

'ওকে জিগ্যেস করুন-না। কিছুই ও জানে না, ভাবছেও না কিছুই'— লেভিন বললেন; 'যুদ্ধের কথা তুমি শুনেছ মিখাইলিচ?' বৃদ্ধকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'গির্জায় কী পড়া হল? কী তুমি ভাবছ? খিস্টানদের জন্যে আমাদের লড়া উচিত কি?'

'আমাদের ভাববার কী আছে গো? সম্রাট আলেক্‌সান্দর নিকোলায়েভিচ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে ভেবে থাকেন, ভাবছেন। উনি দেখতে পান আমাদের চেয়ে পরিষ্কার... আরো রুটি আনব কি? খোকাকে দিলে হয় না?' গ্রিশা রুটির চটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল, তাকে দেখিয়ে সে শুধাল দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাকে।

'জিগ্যেস করার প্রয়োজন নেই আমার' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'শত শত লোককে আমরা দেখেছি, দেখছি যারা সবকিছু ফেলে রেখে আসছে ন্যায়ের সেবার জন্যে, আসছে রাশিয়ার সবখান থেকে, সোজাসুজি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছে তাদের ভাবনা আর লক্ষ্য। তারা নিয়ে আসছে তাদের মুষ্টিভিক্ষা অথবা নিজেরাই চলে যাচ্ছে এবং সরাসরি বলছে কেন। কী এতে বোঝায়?'

'আমার মতে এতে বোঝায়'—উত্তেজিত হতে শুরু করে লেভিন বললেন, 'আট কোটি মানুষের মধ্যে এখনকার মতো শত শত নয়, হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খোয়া গেছে, বেপরোয়া সব লোক যারা পুগাচোভের দস্যুদলে যোগ দিতে, খিবায়, সার্বিয়ায় যেতে সর্বদাই রাজি...'

'তোকে বলছি শুধু শত শত নয়, বেপরোয়াও নয়, জনগণের সেরা প্রতিনিধি!' সের্গেই ইভানোভিচ বললেন এমন বিরক্তিতে যেন তিনি তাঁর শেষ সম্পত্তিটুকু রক্ষা করছেন, 'আর চাঁদা? এখানে সমগ্র জনগণ সোজাসুজি ব্যক্ত করছে তাদের অভিপ্রায়।'

''জনগণ' কথাটা অতি অনির্দিষ্ট। একজন কেরানি, শিক্ষক, হাজার পিছু একজন চাষী হয়ত জানে ব্যাপারটা কী নিয়ে' — লেভিন বললেন; 'বাকি আট কোটি এই মিখাইলিচের মতো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত তো করছেই না, কী নিয়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। এটা জনগণের অভিপ্রায় এ কথা বলার কী অধিকার আছে আমাদের?'

॥ ১৬ ॥

দ্বন্দ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ সের্গেই ইভানোভিচ আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ আলাপটা নিয়ে গেলেন অন্য এক ক্ষেত্রে।

'হ্যাঁ, তুই যদি পাটীগণিত দিয়ে জনগণের আত্মাকে ধরতে চাস, তাহলে বলাই বাহুল্য, সেটা ধরা খুবই কঠিন। এবং ভোটদানও আমাদের এখানে প্রবর্তিত হয় নি, হতে পারে না, কেননা তাতে প্রতিফলিত হয় না জনগণের ইচ্ছা; কিন্তু সেটা জানার জন্যে অন্য পথ আছে। বাতাসে সেটা টের পাওয়া যায়, টের পাওয়া যায় হৃদয় দিয়ে। যেসব অন্তঃস্রোত বইতে শুরু করেছে জনগণের অচল সাগরে, সংস্কারাচ্ছন্ন নয়, এমন প্রতিটি লোকের কাছে যা পরিষ্কার তার কথা তো তুললামই না। সমাজকে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থে দ্যাখ। বুদ্ধিজীবী জগতের অতিবিভিন্ন সমস্ত দল, যারা আগে ছিল পরস্পর অতি শত্রুতাপরায়ণ, তারা মিলে গেছে এক হয়ে। শেষ হয়ে গেছে সমস্ত বিবাদ, সমস্ত সামাজিক মুখপত্র একই কথা বলছে, একটা ভৌত শক্তি অনুভব করছে সবাই, সেটা তাদের জাপটে নিয়ে চলেছে একই দিকে।'

'হ্যাঁ, খবরের কাগজগুলো একই কথা বলছে বটে' — প্রিন্স বললেন, 'তা ঠিক। একেবারে বজ্রমেঘ দেখে ব্যাঙদের একইরকম ডাকের মতো, ফলে কিছুই আর শোনা যায় না।'

'ব্যাঙ হোক বা না হোক — খবরের কাগজ প্রকাশ করি না আমি, তাদের সমর্থন করতেও চাই না, আমি বলছি বুদ্ধিজীবী জগতে একই চিন্তাধারার কথা' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে।

লেভিন উত্তর দিতে চাইছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁকে থামালেন। বললেন:

'ওই একই চিন্তাধারা নিয়ে অন্য কথাও বলা যায়। যেমন আমার ওই জামাতা, স্তেপান আর্কাদিচ, আপনি তো চেনেন ওকে। কী একটা কমিশনের কমিটি নাকি আরো কীসব নাম তার — মনে নেই আমার, সেখানে সে এখন কাজ পেয়েছে। শুধু সেখানে করবার কিছু নেই — কী হল ডল্লি, এটা তো গোপন কথা নয়! — অথচ বেতন আট হাজার। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন চাকরিটা প্রয়োজনীয় কিনা, ও প্রমাণ করে দেবে যে অতি প্রয়োজনীয়। অথচ ও সৎ লোক, কিন্তু আট হাজারের প্রয়োজনে বিশ্বাস না করে কি চলে।'

'হ্যাঁ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে উনি বলতে বলেছেন যে চাকরিটা

উনি পেয়েছেন' — প্রিন্স অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়ায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'পত্রিকাগুলোর এক চিন্তাও সেই ব্যাপার। লোকে আমায় এটা বুঝিয়ে দিয়েছে: যুদ্ধ বাধলেই তাদের মুনাফা হয় দ্বিগুণ। জনগণের ভাগ্য, স্লাভ... এ সব না ভেবে তারা পারে কি?'

'অনেক পত্রিকাই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথাটা অন্যায়' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমি শুধু একটা শর্ত রাখতে চাই' — প্রিন্স বলে গেলেন, 'প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আগে সেটা চমৎকার বলেছিলেন আলফোঁস কার। 'আপনারা মনে করেন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? চমৎকার। বেশ, যারা যুদ্ধের প্রচার করছে তাদের একটা বিশেষ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সবার আগে পাঠান ঝঞ্ঝাক্রমণে!''

'বেশ দেখাবেন তাহলে সম্পাদকেরা' — সশব্দে হেসে উঠে বললেন কাতাভাসোভ। নির্বাচিত এই বাহিনীতে তাঁর পরিচিত সম্পাদকদের দশা কল্পনায় ভেসে উঠেছিল তাঁর কাছে।

'কী আর হবে, পালিয়ে যাবে তারা' — ডল্লি বললেন, 'শুধু ব্যাঘাত ঘটাবে।'

'যদি পালাতে যায়, তাহলে পেছন থেকে গুলি কিংবা চাবুক হাতে কসাক ঘোড়সওয়ার' — প্রিন্স বললেন।

'এটা একটা রগড়, এবং মাপ করবেন প্রিন্স, তেমন ভালো রগড় নয়!' বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমার মনে হচ্ছে না এটা রগড়, আমি...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন লেভিন, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন:

'সমাজের প্রতিটি সভ্যই তার উপযুক্ত কাজ করতেই আহূত। আর সামাজিক মতামত প্রকাশ ক'রে চিন্তা জগতের লোকেরা সেইটেই করছেন। এবং সামাজিক মতের অভিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই হল সংবাদপত্রের একটা বড়ো অবদান এবং সেইসঙ্গে তা একটা আনন্দজনক ঘটনা। বিশ বছর আগে আমরা মুখ বুঁজে থাকতাম, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে রুশী জনগণের কণ্ঠ, এক হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত, নিপীড়িত ভাইদের জন্যে তারা আত্মদানে রাজি; এটা মস্তো একটা পদক্ষেপ এবং শক্তির ভাণ্ডার।'

'কিন্তু শুধু তো আত্মদান নয়, তুর্কীদের খুন করাও' — সসংকোচে

বললেন লেভিন, 'লোকে আত্মদান করছে, করতে রাজি নিজের আত্মার জন্যে, হত্যা করার জন্যে নয়' — যে চিন্তাগুলো এখন তাঁর মন জুড়ে আছে, তাদের সঙ্গে অগোচরে কথোপকথনটা যুক্ত করে যোগ দিলেন লেভিন।

'আত্মার জন্যে মানে? প্রকৃতিবিদের কাছে কথাটা দুর্বোধ্য। আত্মা কী জিনিস?' হেসে জিগ্যেস করলেন কাতাভাসোভ।

'আপনি তো সেটা জানেনই!'

'ভগবানের দিব্যি, সামান্যতম ধারণাও নেই!' কাতাভাসোভ বললেন উচ্চহাস্যে।

'খ্রিস্ট বলেছেন, 'আমি শান্তি নয়, খড়্গ এনেছি'' — নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। বাইবেলের এই যে কথাটা লেভিনকে সবচেয়ে বেশি হতভম্ব করেছে, সেটা তিনি বললেন এমনি এমনি, যেন সেটা অতি বোধগম্য একটা ব্যাপার।

'ঠিক তাই' — ওঁদের কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক বললে তার প্রতি অকস্মাৎ একটা দৃষ্টিপাতের জবাবে।

'না ভায়া, হেরে গেছেন, একেবারে হেরে গেছেন!' ফুর্তিতে চিৎকার করলেন কাতাভাসোভ।

হেরে গেছেন বলে নয়, ক্ষান্ত না থেকে তর্ক করতে শুরু করেছেন বলে বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন। ভাবলেন:

'না। ওঁদের সঙ্গে তর্ক করা আমার চলে না। ওরা বর্মাচ্ছাদিত, আর আমি নগ্ন।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দাদা আর কাতাভাসোভকে বোঝানো যাবে না, আর তাঁদের কথায় সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো অসম্ভব। ওঁরা যা প্রচার করছিলেন, সেটা মননের সেই গরিমা যা তাঁকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে রাজধানী দিয়ে যাওয়া কয়েক শ' প্রগল্‌ভ স্বেচ্ছাসৈনিকের কথা শুনে পত্রিকাগুলোর সঙ্গে তাঁর দাদা সমেত কয়েক ডজন লোকের এ কথা বলার অধিকার আছে যে তাঁরা জনগণের চিন্তা ও ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তাও আবার এমন চিন্তা যা অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রতিহিংসা আর হত্যায়। এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ যে লোকগুলোর মধ্যে তিনি বাস করছেন তাদের ভেতর এই সব চিন্তার প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে এরকম চিন্তা তিনি দেখেন নি (আর রুশ জনগণ যাদের নিয়ে গঠিত, নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে

তিনি যে কারো চেয়ে কম যান না তা মনে না করে পারতেন না); এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণ কল্যাণ কী বস্তু সেটা তিনি ও জনগণ জানেন না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা তিনি দৃঢ়ভাবেই জানেন যে, এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব শুধু শুভের যে নীতিগুলি প্রত্যেকেরই জানা তা কঠোরভাবে পালন ক'রে। আর তাই সাধারণ যে লক্ষ্যই থাক তার জন্য যুদ্ধ চাইতে বা তার প্রচার করতে তিনি পারেন না। মিখাইলিচ ও জনগণের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারাঙ্গিয়ানদের আমন্ত্রণের কিংবদন্তিতে, তাদের সঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'আমাদের ওপর রাজত্ব করুন, শাসন করুন। সানন্দে আমরা পরিপূর্ণ বশ মানছি। সমস্ত মেহনত, সমস্ত হীনতা, সমস্ত কোরবানি আমরা নিজেদের কাঁধে নিচ্ছি; কিন্তু আমরা বিচারও করব না, সিদ্ধান্তও নেব না।' আর এখন, সের্গেই ইভানিচদের কথায়, মহামূল্যে কেনা এই অধিকার ত্যাগ করছে জনগণ।

তাঁর বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, জনমত যদি হয় অপাপবিদ্ধ বিচারক, তাহলে স্লাভদের সাহায্যার্থে আন্দোলনের মতো বিপ্লব, কমিউনও ন্যায্য হবে না কেন? কিন্তু এ সব চিন্তায় কিছুরই সমাধান হত না। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল — এই মুহূর্তে তর্ক সের্গেই ইভানোভিচকে চটিয়ে দিচ্ছে, তাই তর্ক করা খারাপ; লেভিনও চুপ করে গেলেন এবং অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে মেঘ জমছে, বৃষ্টি নামার আগে বাড়ি ফেরা ভালো।

॥ ১৭ ॥

প্রিন্স আর সের্গেই ইভানিচ গাড়িতে বসে চলে গেলেন; বাকিরা পদক্ষেপ বাড়িয়ে হাঁটলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু কখনো শাদা, কখনো কালো মেঘ এত দ্রুত এগিয়ে আসছিল যে বৃষ্টির আগে বাড়ি পৌঁছতে হলে পদক্ষেপ আরো বাড়ানো দরকার। ঝুলকালি মাখা ধোঁয়ার মতো সামনের নিচু মেঘগুলো অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ছোটাছুটি করছিল আকাশে। বাড়ি যেতে তখনো দু'শ পা বাকি, হঠাৎ বেগ উঠল বাতাসের। যেকোনো মুহূর্তে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

সশংকিত সহর্ষ চিৎকার তুলে সামনে ছুটল ছেলেমেয়েরা! পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্টের সঙ্গে কোনোক্রমে যুঝতে যুঝতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর হাঁটছিলেন না, ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিচ্যুত না করে শুরু করলেন দৌড়তে। পুরুষেরা মাথার টুপি চেপে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন। অলিন্দের কাছে পেঁছিতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ে ভেঙে যেতে লাগল টিনের পয়ঃপ্রণালীর কানায়। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছু পেছু বড়োরাও ফুর্তিতে কথা কইতে কইতে ছুটলেন চালের আশ্রয়ে।

শাল আর কম্বল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, তাঁকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা?'

উনি বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আছেন।'

'আর মিতিয়া?'

'কলোক বনে থাকার কথা, আয়াও আছে তাদের সঙ্গে।'

লেভিন কতকগুলো কম্বল নিয়ে ছুটলেন কলোক বনে।

এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই মেঘ তার বুক দিয়ে সূর্যকে এতটা চাপা দিয়েছিল যে হয়ে উঠল গ্রহণ লাগার মতো অন্ধকার। বাতাসের বেগ যেন নিজের জেদ ধরে একরোখার মতো থামিয়ে দিচ্ছিল লেভিনকে, লিন্ডেন গাছের পাতা আর ফুল ঝরিয়ে, অদ্ভুত আর বিশ্রীভাবে বার্চ গাছের শাদা ফেঁকড়ি ন্যাংটা করে একদিকে নুইয়ে দিচ্ছিল সবকিছুকে· অ্যাকেসিয়া, ফুলগাছ, আগাছা, ঘাস, গাছের চুড়ো। বাগানে যে মেয়েরা কাজ করছিল তারা চিল্লিয়ে ছুটে গেল চাকরবাকরদের ডেরার চালার নিচে। দরদর ধারে বৃষ্টির পর্দায় দূরের বন আর কাছের মাঠের আধখানা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। দ্রুত তা এগিয়ে আসছিল কলোকের দিকে। ছোটো ছোটো ফোঁটায় ভেঙে যাওয়া বৃষ্টির আর্দ্রতা টের পাওয়া যাচ্ছিল বাতাসে।

ঝড়ে শাল খসে গেল হাত থেকে, সামনের দিকে মাথা নুইয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে লেভিন প্রায় এসে গিয়েছিলেন কলোক বনের কাছে. দেখতে পাচ্ছিলেন ওক গাছটার পেছনে শাদা কী একটা ধবধব করছে, এমন সময় হঠাৎ সব ঝলকে উঠল, আগুন লেগে গেল মাটিতে, মাথার ওপর যেন ফেটে গেল আকাশের গম্বুজ। ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ খুলে বৃষ্টির যে ঘন পর্দাটা এখন তাঁকে কলোক থেকে আলাদা করে ফেলেছে, তার ভেতর দিয়ে তিনি সবার আগে সভয়ে দেখলেন বনের মাঝখানে তাঁর পরিচিত ওক গাছটার সবুজ চুড়োটার অবস্থান বদলে গেছে। 'সত্যিই বাজ

পড়েছে নাকি?' লেভিন কথাটা ভাবতে না ভাবতেই ওক গাছের চুড়োটা ক্রমেই দ্রুতবেগে হারিয়ে যেতে লাগল বাকি গাছের পেছনে, শোনা গেল অন্যান্য গাছের ওপর বড়ো একটা গাছের পতনের শব্দ।

বিদ্যুতের ঝলক, বজ্রের নির্ঘোষ আর দেহে একটা ক্ষণিক শীতলতা বোধ লেভিনের কাছে মিলে গেল একটা আতংকে। 'ভগবান! ভগবান! যেন ওদের ওপর না পড়ে!' বিড়বিড় করলেন তিনি।

যে ওক গাছটা এখন পড়ে গেছে তাতে ওরা যেন মারা না যায়, এ প্রার্থনা কতটা অর্থহীন সেটা তক্ষুনি তাঁর মনে হলেও তিনি এটা আওড়াতে লাগলেন এ কথা জেনেই যে, অর্থহীন প্রার্থনার চেয়ে ভালো কিছু আর তাঁর করার নেই।

যেখানেই ওরা সাধারণত থাকত, সে জায়গাটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তিনি তাদের দেখতে পেলেন না।

ওরা ছিল বনের অন্য প্রান্তে, বুড়ো লিন্ডেন গাছের তলে, ডাকছিল তাঁকে। কালচে রঙের (আগে তাদের রঙ ছিল হালকা) ফ্রক পরা দুটি মূর্তি কিসের ওপর যেন গুড়ি মেরে আছে। ওরা কিটি আর আয়া। লেভিন যখন ওদের কাছে ছুটে গেলেন, বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে, ফরসা হতে শুরু করেছে আকাশ। আয়ার স্কার্টের নিচুটা শুকনো, কিন্তু কিটির ফ্রক ভিজে জবজবে হয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। বজ্রপাতের সময় তারা যেভাবে ছিল বৃষ্টি থেমে গেলেও এখনো তারা সেই অবস্থাতেই। দু'জনেই ঝুঁকে আছে সবুজ ছাতা মেলা প্যারাম্বুলেটারের ওপর।

'বেঁচে আছো? অক্ষত? জয় ভগবান!' সরে না যাওয়া জলে তাঁর জলভরা জুতো থপথপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললেন তিনি।

কিটির সিক্ত আরক্তিম মুখ তাঁর দিকে চেয়ে বিকৃত টুপির তল থেকে ভয়ে ভয়ে হাসছিল।

'লজ্জা হয় না তোমার! বুঝতে পারি না কেমন করে এত অসাবধানী হতে পার!' স্ত্রীর ওপর খেঁকিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সত্যি, আমার দোষ নেই। আমরা চলে যাব ভাবছিলাম এমন সময় ও চেঁচিয়ে ওঠে। ওর কাঁথাকানি বদলাতে হল। আমরা সবে...' কৈফিয়ৎ দিতে লাগল কিটি।

মিতিয়া অক্ষত, শুকনো, দুর্যোগেও ঘুম তার ভাঙে নি।

'যাক গে, জয় ভগবান! কী বলছি খেয়ালই নেই!'

ভেজা কাঁথাগুলো জড়ো করা হল। শিশুটিকে বার করে তাকে কোলে নিয়ে চলল আয়া। নিজের রাগের জন্য দোষী-দোষী ভাব করে লেভিন যাচ্ছিলেন স্ত্রীর পাশে পাশে, আয়াকে লুকিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন কিটির হাতে।

॥ ১৮ ॥

সারাটা দিন হরেক রকমের কথাবার্তায় লেভিন যেন যোগ দিচ্ছিলেন শুধু তাঁর মানসের একটা বহির্ভাগ দিয়ে, নিজের প্রতীক্ষিত পরিবর্তনটার ব্যাপারে হতাশ হলেও অন্তরের মধ্যে একটা প্রসন্ন মূর্ছনা তাঁর থামছিল না।

বৃষ্টির পর মাটি এত ভেজা যে বেড়াতে বেরুনো যায় না; তা ছাড়া বজ্রগর্ভ কালো মেঘ দিগন্ত ছেড়ে চলে যায় নি, আকাশের কখনো এ কিনারায়, কখনো ও কিনারায় কালো হয়ে গর্জন করে ফিরছিল। বাকি দিনটা সবাই কাটালেন বাড়িতেই।

বিতর্ক আর বাধে নি, বরং ডিনারের পর সবাই ছিলেন শরীফ মেজাজে।

প্রথমে কাতাভাসোভ মহিলাদের হাসালেন তাঁর মৌলিক ধরনের হাস্যকৌতুক দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সবারই ভারি ভালো লাগত, কিন্তু পরে সের্গেই ইভানোভিচের অনুরোধে তিনি শোনাতে লাগলেন ঘরোয়া মাছির বিভিন্ন স্বভাব, এমনকি মাদি-মর্দার চেহারায় পার্থক্য আর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর অতি মনোগ্রাহী পর্যবেক্ষণের কথা। সের্গেই ইভানোভিচও বেশ খুশিতে ছিলেন এবং চায়ের পর ভাই শুনতে চাওয়ায় তিনি প্রাচ্য প্রশ্নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত পেশ করলেন এমন সহজ আর সুন্দর করে যে সবাই তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

শুধু কিটির সবটা শোনা হল না, মিতিয়াকে স্নান করাবার জন্য ডাক পড়েছিল তার।

কিটি বেরিয়ে যাবার কিছু পরে লেভিনকেও ডাকা হল তার কাছে শিশুকক্ষে।

চা ফেলে রেখে, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তাটায় ছেদ পড়ল বলে দুঃখ, সেইসঙ্গে আবার ডাকা হয়েছে বলে উদ্বেগ (কেননা সেটা ঘটে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই) নিয়ে লেভিন ঢুকলেন শিশুকক্ষে।

মুক্তিপ্রাপ্ত চার কোটি স্লাভদের কী করে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে

ইতিহাসের একটা নবযুগ শুরু করতে হবে, সের্গেই ইভানোভিচের পুরো না শোনা ঐ পরিকল্পনাটা তাঁর কাছে একদম অভিনব বলে তাতে তিনি উৎসুক ও আকৃষ্ট বোধ করলেও, কেন তাঁকে ডাকা হল তার জন্য কৌতূহল ও অস্থিরতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুললেও, ড্রয়িং-রুম থেকে বেরিয়ে একা হওয়া মাত্রই লেভিনের মনে পড়ল তাঁর সকাল বেলাকার চিন্তা। এবং তাঁর প্রাণের মধ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় বিশ্ব ইতিহাসে স্লাভ উপাদানের গুরুত্ব নিয়ে এই সব যুক্তিবিস্তার তাঁর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হল যে মুহূর্তে তিনি সে সব ভুলে চলে গেলেন সকাল বেলাকার মানসিকতায়।

আগে যা ঘটত, চিন্তার গতিধারা কিভাবে এগিয়েছিল সেটা মনে পড়ল না তাঁর, এখন তার আর প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে। এই সব চিন্তার সঙ্গে জড়িত যে অনুভূতিতে তিনি চালিত হয়েছিলেন তাতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাণের মধ্যে সে অনুভূতি আরো প্রবল ও সুনির্দিষ্ট। আগে তাঁর যা হত, কল্পিত একটা সান্ত্বনার জন্য চিন্তার পুরো ধারাটা ঝালিয়ে নিয়ে অনুভূতি জাগাতে হত, সেটা হল না। এখন বরং আনন্দ ও প্রশান্তির বোধ আগের চেয়ে জীবন্ত, চিন্তা তার নাগাল পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসা আকাশে দুটো তারা ফুটেছে, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আরে হ্যাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে গম্বুজটা আমি দেখছি, সেটা অসত্য নয়। আর তাতে করে কী একটা যেন আমি পুরো ভাবি নি, কী একটা যেন লুকিয়ে রাখছিলাম নিজের কাছ থেকে' — ভাবলেন তিনি। 'তবে সে যাই হোক. আপত্তি করা চলবে না। পুরো ভাবতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে!'

শিশুকক্ষে ঢুকতে তাঁর মনে পড়ল নিজের কাছ থেকে কী লুকিয়ে রাখছিলেন তিনি। শুভ আছে তাঁর এই উন্মোচনটা যদি হয় ঐশী সত্তার প্রধান প্রমাণ, তাহলে কেন সে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল খ্রিস্টীয় গির্জায়? এই উন্মোচনের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকছে বৌদ্ধদের, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের? তারাও তো শুভের প্রচার, শুভকর্ম আচরণ করে থাকে?

তাঁর মনে হল এ প্রশ্নের জবাব তাঁর আছে; কিন্তু নিজের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারার আগেই এসে গেলেন শিশুকক্ষে।

আস্তিন গুটিয়ে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল টবের কাছে, শিশুটিকে ধোয়াচ্ছিল তাতে। স্বামীর পদশব্দ শুনে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে

সে কাছে ডাকলে তাঁকে। একটা হাতে সে চিৎ হয়ে ভাসন্ত হৃষ্টপুষ্ট ছটফটে-পা ছেলের মাথার তলে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা দিয়ে পেশী টান করে স্পঞ্জ চেপে সমানে জল ছিটিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর।

স্বামী কাছে আসতে কিটি বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিকই বলেছিলেন। চিনতে পারছে।'

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সেই দিন থেকেই মিতিয়া স্পষ্টতই তার আপনজনদের সবাইকে চিনতে পারছিল নিঃসন্দেহেই। লেভিন টবের কাছে যেতেই একটা পরীক্ষা দেখানো হল তাঁকে, ভালোই উৎরাল সেটা। এর জন্য বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছিল রাঁধুনিকে, ঝুঁকে পড়ল সে শিশুর ওপর। শিশু চোখ কোঁচকাল, মাথা নাড়লে আপত্তি জানিয়ে। এবার কিটি ঝুঁকে এল, হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠল শিশু, দুই হাতে স্পঞ্জ চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে আত্মতৃপ্ত বিচিত্র সেই পতপত শব্দটা করতে লাগল যাতে শুধু কিটি আর আয়াকে নয়, লেভিনকেও পেয়ে বসত অপ্রত্যাশিত একটা উচ্ছ্বাস।

এক হাতে শিশুকে টব থেকে তুলে, জল ঢেলে, তোয়ালে জড়িয়ে, গা মুছে শিশুর তীক্ষ্ম চিৎকারের পর তাকে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে ওকে তুমি ভালোবাসতে শুরু করেছ' — ছেলেকে বুকে করে শান্তভাবে তার অভ্যস্ত জায়গাটিতে বসে কিটি বললে, 'খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমার তো দুঃখ হতেই শুরু করেছিল। তুমি বলেছিলে যে ওর জন্যে তোমার টান নেই।'

'উঁহু, টান নেই বলেছিলাম কি? আমি শুধু বলেছিলাম যে হতাশ হয়েছি।'

'সে কি, ওর জন্যে হতাশা?'

'না, ওর জন্যে হতাশা নয়, হতাশাটা নিজের স্নেহে; আমি আশা করেছিলাম আরো বেশি। আশা করেছিলাম, চমকের মতো আমার মধ্যে নামবে নতুন একটা সুখানুভূতি। আর তার বদলে বিতৃষ্ণা, অনুকম্পা...'

মিতিয়াকে চান করাবার জন্য যে আংটিগুলি কিটি খুলে রেখেছিল, সরু সরু আঙুলে তা পরতে পরতে শিশুর মাথার ওপর দিয়ে মনোযোগ সহকারে লেভিনের কথা শুনছিল কিটি।

'আর প্রধান কথা, তৃপ্তির বদলে ভয় আর করুণা অনুভব করতাম বেশি। আজ বজ্রঝঞ্ঝার সময় যে আতংক হয়েছিল তাতে বুঝলাম কত ভালোবাসি ওকে।'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিটি।

বললে, 'আর তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না? আমিও। কিন্তু যেটা ঘটে গেছে, সেটা আমার কাছে এখন বেশি ভয়াবহ। আমি গিয়ে ওক গাছটা দেখে আসব। কী মিষ্টি লোক কাতাভাসোভ! হ্যাঁ, মোটের ওপর সারা দিনটা ভারি ভালো কাটল। আর তুমিও ইচ্ছে করলে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো বেশ... নাও, যাও এখন। স্নানের পর জায়গাটা সর্বদাই গরম থাকে, ভাপ ওঠে...'

॥ ১৯ ॥

শিশুকক্ষ থেকে বেরিয়ে লেভিন থামলেন। একলা হতেই তাঁর ভাবনাটায় যে কী একটা অস্পষ্টতা ছিল, সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

ড্রয়িং-রুম থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি থামলেন বারান্দায়, রেলিঙে কনুই ভর দিতে দেখতে লাগলেন আকাশ।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর দক্ষিণে, যেদিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সেখানে মেঘ ছিল না। মেঘ ছিল বিপরীত দিকে। সেখান থেকে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ, শোনা যাচ্ছিল দূরের মেঘগর্জন। লেভিন কান পেতে শুনছিলেন লিন্ডেন গাছের পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরার শব্দ। দেখছিলেন নক্ষত্রের পরিচিত ত্রিভুজ আর তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পল্লবিত ছায়াপথ। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকে শুধু ছায়াপথ নয়, জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলোও অদৃশ্য হচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতেই ফের স্বস্থানে দেখা যাচ্ছিল তাদের, যেন নির্ভুল লক্ষ্যে কেউ তাদের ছুড়ে দিয়েছে।

'কিন্তু কী আমাকে জ্বালাচ্ছে?' নিজেকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, যদিও আগে থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর সংশয়ের নিরসন হয়ে আছে তাঁর প্রাণের মধ্যেই, যদিও সেটা ঠিক কী, তখনো তাঁর জানা নেই।

'হ্যাঁ, ঐশী সত্তার সুস্পষ্ট, সন্দেহাতীত প্রকাশ হল শুভের নীতি, যা জগতের কাছে উন্মোচিত আর আমি সেটা অনুভব করি নিজের মধ্যে এবং এই স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বরভক্তদের যে সমাজটাকে গির্জা বলা হয়, তাতে আমি অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে যেন মিলিত হতে যাচ্ছি না, চাই না-চাই

মিলিত হয়েই আছি। কিন্তু ইহুদি, মুসলমান, কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ — কে এরা?' নিজেকে তিনি সেই প্রশ্নই করলেন যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিপজ্জনক; 'কোটি কোটি এই সব লোক সত্যিই কি সেই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত যা ছাড়া জীবন অর্থহীন?' একটু ভাবলেন তিনি, কিন্তু তক্ষুনি সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'কিন্তু কী আমার প্রশ্ন?' নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐশী সত্তার সঙ্গে গোটা মানবজাতির নানাবিধ ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, হরেক রকম ঝাপসা ছোপ নিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে ঈশ্বরের সাধারণ আবির্ভাব। কিন্তু কী আমি করছি? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, আমার হৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এমন জ্ঞান যা যুক্তির অনধিগম্য, অথচ একরোখার মতো সে জ্ঞানটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যুক্তি আর কথা দিয়ে।

'আমি কি জানি না যে নক্ষত্রেরা চলিষ্ণু নয়?' বার্চ গাছের সর্বোচ্চ শাখায় সরে এসেছে যে উজ্জ্বল তারাটা তার দিকে চেয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন নিজেকে, 'কিন্তু তারার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণন আমি কল্পনা করতে পারি না, তাই তারারা চলছে বলে আমি ঠিকই বলছি।

'জ্যোতির্বিদরা যদি পৃথিবীর সমস্ত জটিল ও বহুবিচিত্র গতিগুলোকে নেয়, তাহলে কিছু তারা বুঝতে, হিসেব কষতে পারবে কি? জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্ব, ভার, গতি ও অস্থিরতা নিয়ে তাদের বিস্ময়কর সব সিদ্ধান্ত তো শুধু নিশ্চল পৃথিবীকে ঘিরে দৃশ্যগোচর গ্রহ-তারার গতির ভিত্তিতে, সেই গতি যা আমি এখন আমার সামনে লক্ষ করছি। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকের কাছে যা সর্বদা ছিল এবং থাকবে একই, আর তা যাচাই করা যায়। এবং একই মধ্যরেখা আর একই দিগন্তকে ধরে দৃষ্টিগোচর আকাশকে পরিদর্শন না করলে জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত যেমন অসিদ্ধ আর টলমলে হবে, ঠিক তেমনি শুভের যে বোধ সকলের কাছে সর্বদা ছিল ও থাকবে একই, যা খিস্টধর্ম আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং প্রাণের মধ্যে সর্বদাই যা যাচাই করা চলবে, তার ভিত্তিতে না হলে আমার সমস্ত সিদ্ধান্তও হবে সমান অসিদ্ধ আর টলমলে। আর ঐশী সত্তার সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের যে সম্পর্ক, সে প্রশ্ন সমাধানের অধিকার ও সম্ভাবনা আমার নেই।'

'সে কি, তুমি যাও নি?' হঠাৎ শোনা গেল কিটির কণ্ঠ, একই পথে সে যাচ্ছিল ড্রয়িং-রুমের দিকে, 'কোনো কিছুতে বিচলিত হয়েছ নাকি?'

তারার আলোয় মন দিয়ে লেভিনের মুখ দেখার চেষ্টা করল কিটি।

তাহলেও দেখা সম্ভব হত না, যদি ঠিক সেই মুহূর্তে আবার বিদ্যুৎ ঝলক তারাদের মিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করে না তুলত তাঁর মুখ। বিদ্যুতের আলোয় তাঁর সমস্ত মুখখানা দেখতে পেল কিটি আর লেভিন যে সৌম্য, প্রসন্ন, তা লক্ষ করে তাঁর উদ্দেশে হাসলে।

'ও বুঝতে পারছে, ও জানে কী আমি ভাবছি' — মনে হল লেভিনের, 'ওকে কি বলব নাকি বলব না? উঁহু, বলব।' কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিটিও কথা কয়ে উঠল তখন। বললে:

'শোনো কস্তিয়া! আমার একটা উপকার করো। কোণের ঘরটায় গিয়ে দ্যাখো গে সের্গেই ইভানোভিচের থাকার ব্যবস্থাটা কেমন হল। আমার পক্ষে অসুবিধা। নতুন ওয়াশ-স্ট্যান্ড দিয়েছে?'

'বেশ, নিশ্চয় যাব' — খাড়া হয়ে লেভিন বললেন কিটিকে চুমু খেয়ে।

'না, বলার দরকার নেই' — কিটি তাঁর আগে আগে চলে গেলে লেভিন ভাবলেন; 'এটা একটা গোপন রহস্য, কেবল আমারই তা দরকার, কেবল আমার কাছেই তা গুরুত্বপূর্ণ, কথায় অপ্রকাশ্য।

'নতুন এই ভাবাবেগটা আমায় পালটে দেয় নি, সুখী করে তোলে নি, হঠাৎ জ্ঞান দেয় নি আমায়, যা আমি কল্পনা করেছিলাম আমার পুত্রস্নেহের ব্যাপারে। কোনো হঠাৎ চমক কিছু হয় নি। কিন্তু এই ঈশ্বর বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, জানি না কী এটা, কিন্তু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে এসে গিয়ে দৃঢ়ভাবে তা প্রোথিত হয়ে গেছে আত্মায়।

'একই রকম রেগে উঠব কোচোয়ান ইভানের ওপর, একই রকম তর্ক করে যাব, নিজের ভাবনা বলে বসব খাপছাড়াভাবে, আমার প্রাণের কাছে যা পবিত্রাধিক পবিত্র এবং অন্য লোক, এমনকি স্ত্রী — তাদের মাঝখানে থেকে যাবে একই রকম দেয়াল, নিজের ভীতির জন্যে একই রকম দোষ ধরব কিটির আর অনুতাপ করব তার জন্যে, কেন আমি প্রার্থনা করছি যুক্তি দিয়ে সেটা একই রকম না বুঝেও প্রার্থনা করে যাব, কিন্তু এখন থেকে আমার জীবন, আমার পুরো জীবন, আমার যাই ঘটুক তা নির্বিশেষে, তার প্রতিটি মিনিট শুধু আগের মতো আর অর্থহীন থাকবে না, তাতে থাকবে শুভের সন্দেহাতীত একটা বোধ, যা আমিই পারি সঞ্চারিত করতে!'

সমাপ্ত

উত্তর নিবেদন

॥ ১ ॥

ল. ন. তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর সাহিত্যিক তাৎপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর। শুধু শিল্পী নন, একাধারে তিনি নৈতিকতাবাদী, দার্শনিক, জীবনাচার্য। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জন্মসূত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষায় তিনি রুশ অভিজাত সম্প্রদায়ের 'উচ্চতম মহলের' লোক। আঠারো শতকের গোড়ায় তাঁর পূর্বপুরুষদের কাউন্ট খেতাব দিয়েছিলেন রুশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান পিটার স্বয়ং। ওয়ারিসী স্বত্ব হিশেবে তিনি পান মধ্য রাশিয়ায় বিশাল এক সম্পত্তি — ইয়াস্নায়া পলিয়ানা, তার ভূমিদাস কৃষক, সমস্ত জমি, বন, জলসম্পদ, মৎস্যশিকারের অধিকার সমেত। উনি বলতেন, এমনকি জানলার কাছে নাইটিঙ্গেল পাখিগুলোও ছিল তাঁর। কিন্তু তলস্তয় এই অভিমতে উপনীত হন যে জনগণের দারিদ্র্যের কাছে ঐশ্বর্যের কোনো নৈতিক ন্যায্যতা থাকতে পারে না। ১৮৬১ সালে সামাজিক সংস্কারের যুগে তিনি ভূমিদাস চাষীদের মুক্তির ব্যাপারে সহায়তা করেন সর্বোপায়ে। নিজের জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি একটা আত্মিক ক্রান্তির মধ্যে দিয়ে যান। তার মূলকথাটা হল, 'নিজের সমাজের জীবনকে তিনি বর্জন করলেন' — যা তিনি বলেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থে (১৮৮১-১৮৮২)।

বলা যায় যে তলস্তয়ের ক্রিয়াকলাপে রুশ অভিজাতপ্রধান রাষ্ট্র আত্মনৈতির দিকে যাচ্ছিল। ধনীদের যে সমালোচনা তলস্তয় করেন, তা বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জনগণের, 'যারা জীবন গড়ছে তাদের'*

* ল. ন. তলস্তয়, 'স্বীকারোক্তি'।

পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। শিল্পী ইলিয়া রেপিন তলস্তয়কে এ'কেছেন এক মহাবল কৃষকের মূর্তিতে যে হলকর্ষণ করে চলেছে স্বদেশের মাটিতে। এ ছবিটা আছে 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লেভিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না'।* রুশ সাহিত্যে এবং রুশ জীবনে এইরকম গভীর হলরেখা দেগে দিয়েছেন তলস্তয়।

॥ ২ ॥

১৮৬৫-১৮৬৮ সালে তলস্তয় রচনা করেন ঐতিহাসিক মহোপন্যাস যুদ্ধ ও শান্তি', ১৮৮৯-১৮৯৯ সালে কশাঘাতী আখ্যায়িকা 'পুনরুত্থান' আর এর মাঝখানে আবির্ভূত হল 'সমসাময়িক জীবন নিয়ে', 'আন্না কারেনিনা' (১৮৮১-১৮৮২) উপন্যাস।

উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তলস্তয় লিখেছিলেন: 'অব্লোন্স্কিদের বাড়িতে সবই জড়িয়ে গেল।' কথাটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহুল। তাতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের সাধারণ যুগবৈশিষ্ট্য, তেমনি পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত অবস্থা। তলস্তয়ের সমাজসমালোচনা পরিবার নিয়ে শুরু হয়ে আরো এগিয়ে গেছে, যে সমাজজীবন ও রাষ্ট্র পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, স্পর্শ করেছে তার জরুরি সমস্যা। 'আন্না কারেনিনা' যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে 'রুস্স্কি ভেস্ত্নিক' পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল সে-সময়কার একজন সমালোচক তলস্তয়ের উপন্যাসটিতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন 'পারিবারিক নীতির অতি অনুভবযোগ্য ধ্বংস'।

এই দিয়েই শুরু হচ্ছে উপন্যাস। অব্লোন্স্কি দম্পতির মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্য আন্না কারেনিনা এলেন মস্কোয় আর ঠিক এই সময়েই পুড়ল তাঁর নিজের কপাল। সংসারে শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখার জন্য কারেনিনের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর পরিবার ভেঙে গেল।

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৮, অধ্যায় ১০, পৃঃ ৪৬৫।

কারেনিন ছিলেন 'বিবাহবন্ধনের অটুটতার' দৃঢ় সমর্থক। কিন্তু তলস্তয় যখন উপন্যাসটি লিখছিলেন সেই সত্তরের দশকেই পারিবারিক বন্ধন আইনত ছিন্ন করা সম্ভব এবং অনুমোদনীয়, এমন একটা সামাজিক মত প্রাধান্য লাভ করছিল। উপন্যাসের একটা খসড়া পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে, 'সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের যে প্রশ্ন উঠেছে, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আনুষ্ঠানিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই ছিলেন তার বিরোধী'। কিন্তু উপন্যাসে আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করেন কারেনিন। এবং শুধু তিনি একাই নন। অভিজাত পরিবারের ভাঙন হয়ে দাঁড়ায় সার্বত্রিক। 'স্ত্রী?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্‌স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন' — অব্‌লোন্‌স্কির পিটার্সবুর্গ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তলস্তয় লিখছেন, 'প্রিন্স চেচেন্‌স্কির স্ত্রী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্‌স্কি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে।'* সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে যেন-বা সহজে, কিন্তু তার পেছনে বেড়ে উঠছিল ভয়াবহ পরিণাম যাতে ভীত বোধ করছিলেন তলস্তয়। 'ছেলেমেয়ে? পিটার্সবুর্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে।'** 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে তলস্তয় পারিবারিক নীতির সংহারক ছিলেন না; বিবাহের প্রশ্নে নিহিলিস্ট তত্ত্ব তাঁর কাছে বিজাতীয়। কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে বনেদী অভিজাত পরিবার ভেঙে পড়ছে। 'পারিবারিক ধর্মের' রক্ষাকবচ ও উৎস তিনি খুঁজতে চাইছিলেন জনজীবনের মধ্যে। 'সাদাসিধে' জীবনযাত্রা নিয়ে লেভিনের স্বপ্ন মিলে যায় 'মেহনতী বিশুদ্ধ জীবনের' আদর্শের সঙ্গে। গ্রামে বিচালি তোলার সময় লেভিন দেখতে পান ইভান পারমেনভ আর তার স্ত্রীকে। পরম একটা আবিষ্কারের মতো তাদের ভালোবাসা মুগ্ধ করে লেভিনকে। তলস্তয় লিখছেন: 'লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মুগ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, পৃঃ ৩৮৫।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, পৃঃ ৩৮৫।

বার, বিশেষ করে তর্ণী বৌয়ের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিষ্কার ধারণা হল যে কষ্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই শ্রমশীল নির্মল, সার্বিক এক অপর্প জীবনে পরিণত করা নির্ভর করছে তাঁরই ওপর।'* লেভিনের স্বপ্ন তাঁর নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত খেয়াল ছিল না, তলস্তয়ের উপন্যাসে 'পারিবারিক ধর্ম' মিলে যায় 'লোকধর্মের' সঙ্গে।

॥ ৩ ॥

অভিজাত সম্পত্তির প্রশ্নটা ছিল আরো গর্ত্বপূর্ণ ও তীব্র। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়ায় জমিদারী স্বত্বের চিরাচরিত পরিস্থিতি ধ্বসে পড়ে। ব্যর্থ হয় কৃষিকর্ম ও জীবনযাত্রার পুরনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য অভিজাতদের সমস্ত প্রচেষ্টা। 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে তলস্তয় লিখেছেন, আলস্যজীবী মানুষকে কোণঠাসা করছে বাস্তব জীবন। অসাফল্য শুধু অব্লোন্স্কিকে নয়, লেভিনকেও কোণঠাসা করছে সব দিক থেকে। তলস্তয় লিখেছেন: 'স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ... মোটেই টাকা ছিল না।'** চাকরি নিতে হল তাঁকে; শেষ সম্পত্তি — বনটাকে বিক্রি করে দেন তিনি। মহাল একেবারে ভগ্নদশায়। অব্লোন্স্কির স্ত্রী ডল্লি গ্রামে নিজেকে অসহায় বোধ করেন। 'ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশুদের ঘরে, তাই খাটগুলো সরিয়ে আনতে হল ড্রয়িং-রুমে। রাঁধুনি ছিল না। নয়টা গরুর মধ্যে, পাল দেখা শোনা করে যে মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছুর দিয়েছে, কোনোটা বুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত; মাখন নেই, এমনকি শিশুদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুরগি পাওয়া যাচ্ছে না; ভাজা আর সেদ্ধ করা হচ্ছিল বুড়ো বুড়ো, বেগুনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পৃঃ ৩৬০।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১৭, পৃঃ ৩৭৩।

ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আলু চাষে ব্যস্ত। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দণ্ডের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জায়গাটা; এমনকি বেড়িয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গরুর পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ ষাঁড়, গর্জন করত সেটা, সুতরাং সে ঢিঁস মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগুলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খুলে যেত আপনা থেকেই। উনুনের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইস্ত্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।'* উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে অভিজাত কৃষিকর্মের এই হল হাল। অব্‌লোন্‌স্কির বিপরীতে লেভিন থাকেন গ্রামে এবং প্রাণপণে নিজের বিষয়-আশয় দেখেন। কিন্তু যে বিষয়কর্মকে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালাতে চান, তা প্রতিরোধ করে তাঁকে। সর্বাগ্রে তিনি সংঘাতে আসেন সেই কৃষকদের অপরাজেয় অনাস্থার সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই পুরনো প্রথার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তলস্তয় লিখছেন: 'আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুষে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস।'** লেভিন দেখতে পান 'নৌকোয় তাঁর জল উঠছে ফুটো দিয়ে'। আর পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন খুঁজছিলেন 'সাদাসিধে জীবন', তেমনি বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রে তিনি উপনীত হলেন 'বিসর্জনের' ধারণায়, যদিও জানতেন না কী করে এই সম্পত্তিবিসর্জন করা যায়: 'একটা হল নিজের পুরনো জীবনকে, নিজের অকেজো জ্ঞানকে, সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন।'***

॥ ৪ ॥

একটা উদ্বেগ ও বিহ্বলতায় 'আন্না কারেনিনা' আচ্ছন্ন। একটা 'হতাশার আতংকে' দিন কাটিয়েছেন শুধু আন্না নন, লেভিনও, যিনি

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ৭, পৃঃ ৩৪১—৩৪২।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৯, পৃঃ ৪৪৪।

*** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পৃঃ ৩৬১।

'নির্ভরবিন্দু' খুঁজতে গিয়ে প্রায় আত্মহত্যার মুখে এসে পড়েছিলেন। যে জীবনটায় প্রায় সবকিছু ফুরিয়ে গেছে, তাতে বিহ্বল আতংক আর অস্থিরতার কবলস্থ হয়ে পড়ে সবাই। যখন 'চাষী আর মনিবের' কথা ওঠে নিশ্চিন্ত ভাসেংকা ভেসলোভস্কিও বলেন: 'এ সব ব্যাপারে কিছু একটা কারচুপি থাকেই।'* আর চাষী যতই খাটুক, সে যে দরিদ্র আর অসহায়ই থেকে যাচ্ছে, এটাকে সরলপ্রাণ অব্‌লোন্‌স্কিও মনে করেন 'অসাধু'। নিজের অবস্থা আর গরিবের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়ে না দেখার চেষ্টা করেন লেভিন, কিন্তু সে পার্থক্যটা এত বেশি গুরুতর যে নিজের ন্যায়বোধে তিনি প্রশান্ত থাকতে পারেন না। পুরনো সম্পর্কটা 'উলটিয়ে গেছে' আর নতুন বুর্জোয়া পুঁজিবাদী যে সম্পর্কটা ক্রমশ দানা বাঁধছে রাশিয়ায়, সেটা তাঁর কাছে বিজাতীয়, অপরিচিত, দুর্বোধ্য। তিনি তাতে আস্থাহীন, আতংকিত।

অভিজাত বংশের সন্তান অব্‌লোন্‌স্কি 'রেলপথের রাজা' বলগারিনভের অফিসে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ধৈর্য ধরে। উনি জমির চেয়ে এখন পুঁজির ওপর, টাকার ওপর বেশি নির্ভরশীল। অব্‌লোন্‌স্কির সঙ্গে লেভিন তর্ক করেন: 'অসাধু পন্থায়, কলে-কৌশলে টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার, এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপুল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শুধু এখন তার চেহারা পালটেছে... ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে মুনাফা।'**

নিজের 'শ্রম নৈতিকতা' গড়ে তুলছিলেন তলস্তয়, তাঁর মতে কর্ষকের 'শস্য শ্রম', 'পরিশ্রমী ও নির্মল সমাজ জীবনই' হল মূল কথা। লেভিনের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্ভিয়াজ্‌স্কি আর 'ভূমিদাস প্রথার গুপ্ত সমর্থক', অর্থাৎ সাবেকি বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলে যে জমিদারদের 'ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে' বলেই কৃষিকর্মে দুর্দশা দেখা দিয়েছে। কৃষিকর্মের একটা নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চান লেভিন, সে উদ্দেশ্যে তিনি সাবেকি সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ার এবং বুর্জোয়া ইংলণ্ডের শ্রম আইন অধ্যয়ন করেন। শস্য উৎপাদন এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্ন এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাঁর। লেভিন ভাবেন:

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, পৃঃ ২০৫।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, পৃঃ ২০৪।

'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে গ্রুত্বপূর্ণ নয়, উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র সুস্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শুধু এইটেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।'* সমকালীন জীবনকে তার জরুরি প্রশ্নগুলির সমস্ত বৈচিত্র্যে দেখানো হয়েছে তলস্তয়ের উপন্যাসে। কনস্তান্তিন লেভিনের দাদা নিকোলাই লেভিন একজন বিপ্লবী। কৃষিকর্মে যেমন পুরনো সামন্ততান্ত্রিক তেমনি নতুন বুর্জোয়া সম্পর্ক, উভয়ই তাঁর কাছে অগ্রহণীয়, তিনি মনে করেন যে, 'পুঁজি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খাটুনির সব কষ্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাড়তি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পুঁজিপতিরা।'** লেভিন অনুভব করেন, সামাজিক ন্যায়ের জন্য যে আবেগ তাঁর অতি পরিচিত, সেটা রয়েছে তাঁর দাদার মধ্যে আর নৈতিকতা নিয়ে ভাবিত মনীষী তলস্তয় নিজেই অনুপ্রাণিত তাঁর সত্য ও ন্যায়ের জিজ্ঞাসায়। লেভিন সম্পর্কে তলস্তয় লিখছেন: 'কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল।'*** এখানে আত্মোন্নতি সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণা সত্ত্বেও 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঢেলে সাজার' তীব্র সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি করা হয়েছে লেভিনকে। নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন কনস্তান্তিন লেভিন আর নিকোলাই লেভিন বলেন অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা। 'আন্না কারেনিনা' পড়ে দস্তয়েভস্কি চমৎকৃত হয়েছিলেন এই দেখে যে তলস্তয় বস্তুত তেমন 'একজন অতি উচ্চমানের কথাশিল্পী, প্রধানত ঔপন্যাসিক, লেখায় দিনের সত্যকার যা অভিশাপ, বর্তমান রুশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ তা সবই যেন জড়ো করা হয়েছে একটা বিন্দুতে।'****

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৬, পৃঃ ৪২৮-৪২৯।

** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ১, অধ্যায় ২৫, পৃঃ ১২২।

*** 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ১, অধ্যায় ২৬, পৃঃ ১২৮।

**** ফ. ম. দস্তয়েভস্কি, 'লেখকের দিনলিপি', ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭।

॥ ৫ ॥

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিজাত রুশ রাষ্ট্রপাটের গভীর সংকট সম্পর্কে তলস্তয়ের ভাবনা কারেনিনের চরিত্র ও চিন্তাধারার মধ্যে যত স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আর কিছুতে হয় নি। 'দুনিয়ায় সবার চেয়ে শক্তিশালীদের' তিনি একজন, যাঁরা আইন প্রণয়ন অথবা তার পালনের ওপর তত্ত্বাবধান করেন তিনি তাঁদের একজন। কারেনিনের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে তলস্তয় এ‌ঁকেছেন দরদ দিয়ে, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অনেক চিন্তাকে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন শ্লেষের সঙ্গে। কারেনিন স্পষ্টতই অকৃতকার্য। তিনি ছিলেন সক্রিয় একজন রাজপুরুষ। কিন্তু যেমন তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সমান করুণভাবে রূপ নিচ্ছে তাঁর সবকিছু। তলস্তয় লিখছেন: 'হয়েছিল এই যে ২ জুনের কমিশনে জারাইস্ক গুবের্নিয়ায় সেচকর্মের ব্যাপারটা ওঠে যা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যে মন্ত্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিষ্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগুজে মনোভাবের প্রখর দৃষ্টান্ত এটি।'* 'কারেনিন জানতেন যে এটাই সঙ্গত', তাহলেও তিনি লড়তে চান এবং পরাজয় স্বীকার করেন। আর সবকিছুতে পরাজিত হয়ে তিনি সান্ত্বনা খোঁজেন ধর্মে, মোক্ষদাতা পুস্তক পাঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অবারিত হয়েছে আন্না কারেনিনার অশান্ত হৃদয়ের ইতিহাস যাঁকে বাঁচাতে পারেন নি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, যাঁকে রক্ষা করেন নি ভ্রন্‌স্কি আর বিশৃঙ্খলায় নেমে যেতে থাকা এই দুনিয়ার ওপর দিয়ে আন্না ছুটে গেছেন 'ছন্নছাড়া ধূমকেতুর' মতো। কারেনিনের প্রতি আন্নার ভালোবাসা উবে গেল অথবা কখনোই তা ছিল না; ওদিকে আবার সত্যনিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ন্যায়পরায়ণ আন্নার প্রতি ভ্রন্‌স্কির ভালোবাসাও উবে গেল অথবা কখনোই তাঁকে বোঝেন নি। এইটে বুঝতে পেরেছিলেন কেবল একলা লেভিন আর একটা আবিষ্কারের মতো সেটা অবাক করেছিল তাঁকে। 'হ্যাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শুধু বুদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কষ্ট হচ্ছে

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১৪, পৃঃ ৩৭৩।

ওঁর জন্যে!'* মস্কোর বলনাচের আসরে আন্নাকে প্রথম এ অবস্থায় দেখে কিটি, লেভিনের ভবিষ্যৎ স্ত্রী, আর তার কানে যায় কার যেন বলা একটা কথা: 'না, না, আমি ঢিল ছুড়ছি না'... তলস্তয় আন্না কারেনিনার অভিযোক্তাও নন, রক্ষকও নন। তিনি তাঁকে সমর্থনও করেন নি, অভিযুক্তও করেন নি। আন্নার ভয়াবহ ট্রাজেডির তিনি ছিলেন ইতিবৃত্তকার আর সে ট্রাজেডি তিনি আঁকেন 'মানবপ্রাণের' ঐতিহাসিক হিসেবে। তলস্তয়ের বিচক্ষণ সমকালীনদের একজন, কবি আফানাসি ফেত বলেন, 'উপন্যাসটি আমাদের গোটা জীবনধারার কঠোর, অকপট একটা বিচার।'** 'প্রভু কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমি তাহা শুধিব' উপন্যাসের এই শীর্ষলিপিটিকে ফেত বুঝেছিলেন ধর্মের অর্থে ততটা নয় যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে: ''শুধিব' কথাটা তলস্তয় উল্লেখ করেছেন বদমেজাজী গুরুমশায়ের বেত হিশেবে নয়, অবস্থাচক্রের শাস্তিদান শক্তি হিশেবে।'*** স্বকালের ইতিহাস লিখেছেন তলস্তয়, গোটা একটা সমাজব্যবস্থার পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখেছেন কার্য ও কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ নিয়মসঙ্গত সম্পর্ক। তলস্তয় বলতেন, 'সবকিছুতে প্রতিশোধ, সবকিছুতে অবসান, তাকে পালটানো যায় না।'

॥ ৬ ॥

তলস্তয়ের 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসের সমকালীনতা নিহিত শুধু সমস্যাদির প্রাসঙ্গিকতায় নয়, তাতে প্রতিফলিত ৭০'এর দশকের জীবন্ত খুটিনাটিতেও: উপন্যাসে এমনকি তারিখ দেওয়া ঘটনাও আছে, যেমন ১৮৭৬ সালের গ্রীষ্মে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায়জ্ঞাপন (অংশ ৮)। এই তারিখ অনুসরণ করে যদি উপন্যাসের গোড়ায় যাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাবলির গোটা কালপরম্পরা জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। আন্না কারেনিনা

* 'আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১১, পৃঃ ৩৫১।

** 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', পত্রাবলি। আ. ফেতের সঙ্গে তলস্তয়ের পত্র-বিনিময়। 'আন্না কারেনিনা' সম্পর্কে আ. ফেতের অসমাপ্ত প্রবন্ধ।

*** ল. ন. তলস্তয়ের নোট-বুক।

মস্কো আসেন ১৮৭৩ সালের শীতের শেষাশেষি (অংশ ১)। অবিরালোভকা স্টেশনের দুর্ঘটনা ১৮৭৬ সালের বসন্তে (অংশ ৭)। সেই বছরেরই গ্রীষ্মে ভ্রন্স্কি গেলেন সার্বিয়ায় (অংশ ৮)। উপন্যাসের কালপরম্পরা গড়ে উঠেছে শুধু পঞ্জিকাশ্রয়ী ঘটনাধারায় নয়, সমসাময়িক জীবনের খুঁটিনাটি থেকে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনে। এইভাবেই সামারায় দুর্ভিক্ষ আর খিবা অভিযান (১৮৭৩), সার্বজনীন সৈন্যভুক্তি ও রবিবারের স্কুল (১৮৭৪), পুশকিনের স্মৃতিস্তম্ভের প্রকল্প আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন (১৮৭৫), মিলান অব্রেনোভিচ আর রুশী স্বেচ্ছাসৈনিকদের (১৮৭৬) উল্লেখ আছে উপন্যাসে। এই বছরেই তলস্তয় উপন্যাসটি লেখেন ও প্রায় গোটাটাই প্রকাশ করেন। 'আন্না কারেনিনা' সম্পর্কে দস্তয়েভস্কির একটি মন্তব্যে 'দিনের অভিশাপ' কথাটা আছে অকারণে নয়। তলস্তয়ের উপন্যাসের ঘটনাবলি তদানীন্তন জীবনের পরম্পরায় গ্রথিত।

'আন্না কারেনিনা' নিয়ে কাজ করার সময় তলস্তয় কোনো দিনলিপি রাখেন নি। তিনি বলেন, 'আমি সব লিখে দিয়েছি 'আন্না কারেনিনা'য়, কিছুই বাকি নেই।'* বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন দিনলিপি হিশেবে। ফেত-এর নিকট পত্রে তিনি লেখেন, 'আমি যা ভেবেছি তার অনেকখানি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি 'রুস্স্কি ভেস্ত্নিক'-এর এপ্রিল সংখ্যার শেষ অধ্যায়ে।'** এই অধ্যায়ে নিকোলাই লেভিনের মৃত্যুর কথা আছে। তলস্তয়ের নিজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। লেভিনের পক্রোভ্স্কয়ে জমিদারি মনে পড়িয়ে দেয় তলস্তয়ের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা। দর্শন অধ্যয়ন, চাষবাস দেখা এবং লেভিন যে চাষীদের সঙ্গে কালিনভ মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন, এ সবই তলস্তয়ের আত্মজীবনীমূলক, যেন ডায়েরি।

* ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি (আলেক্সান্দর ও তাতিয়ানা কুজমিনস্কিদের নিকট চিঠি থেকে)।

** ঐ।

॥ ৭ ॥

'লেভ তলস্তয় ও তাঁর যুগ' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তয় যে যুগের লোক, যা যেমন তাঁর রচনায় তেমনি তাঁর মতবাদে আশ্চর্য সুপ্রকট রূপে প্রতিফলিত, সেটা হল ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের যুগটা।' রুশ ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিকাল — কৃষি সংস্কার থেকে প্রথম বিপ্লব। তাঁর ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে, যেখানে তিনি লেভিনের মুখ দিয়ে বলেছেন যে, 'আমাদের সব উলটে গেছে, সবে দানা বাঁধতে শুরু করছে এখন'। '১৮৬১-১৯০৫ সালের পর্বটার এর চেয়ে যথাযথ চরিত্রায়ন কল্পনা করা কঠিন' — মন্তব্য করেছেন লেনিন। 'আন্না কারেনিনা' উনিশ শতকের মহত্তম একটি সামাজিক উপন্যাস, যা বেরিয়েছে প্রতিভাধর এক শিল্পীর লেখনী থেকে। 'মানব প্রাণের বিপুল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে', 'আশ্চর্য গভীরতা আর বলিষ্ঠতায়, আমাদের এখানে এযাবৎ যা অভূতপূর্ব, শিল্পিত চিত্রণের সেরূপ বাস্তবতায়' উচ্ছ্বসিত হয়েছেন দস্তয়েভস্কি।* তুর্গেনেভ স্বীকার করেন, পড়ার সময় বইটি খসে পড়ে তাঁর হাত থেকে এবং তিনি চিৎকার করে ওঠেন: 'এত চমৎকার করে লেখা সত্যিই কি সম্ভব!' তলস্তয় নিজে কিন্তু নিজের সাফল্যে ছিলেন অতি কুণ্ঠিত। ১৮৭৮ সালে তিনি উইলিয়ম রলস্টনকে ইংরেজিতে লেখেন: 'সমকালীনেরা যাঁদের খুবই প্রশংসা করেছে আর জীবদ্দশাতেই যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন এমন লেখকদের বহু দৃষ্টান্ত থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সমকালীনদের পক্ষে সাহিত্যকর্মের সঠিক গুণবিচার অসম্ভব, সুতরাং আমার ইচ্ছা থাকলেও আমার লেখা রুশ সাহিত্যে একটা স্থান নেবেই আমার কিছু বন্ধু এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করলেও এই সাময়িক বিভ্রমে আমি অংশ নিতে পারি না। আমার রচনা একশ' বছর পরে পঠিত অথবা একশ' দিনেই বিস্মৃত হবে কিনা তা সত্যিই জানা না থাকায় আমার বন্ধুদের অতি সম্ভাব্য ভ্রান্তিতে একটা হাস্যকর ভূমিকা আমি নিতে চাই না।'**

কিন্তু যেমন দস্তয়েভস্কি ও তুর্গেনেভ তেমনি তলস্তয়ের অন্যান্য

* ফ. ম. দস্তয়েভস্কি, 'লেখকের দিনলিপি'। ১৮৭৮।

** ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি।

বন্ধুরাও ভুল করেন নি। 'যুদ্ধ ও শান্তি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে তলস্তয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জন ফরেস্টের চিঠি পান। ফরেস্ট লেখেন: 'মানব চরিত্রের যে বিস্ময়কর অধ্যয়ন 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আন্না কারেনিনা' তাতে আপনার কাছে আমি যে মননের ঋণে অতিশয় ঋণী তা স্বীকার করে আমার আনন্দ হচ্ছে। আন্না কারেনিনার কথা যদি ধরি — হায়, বেচারা, অত্যুজ্জ্বল, মরিয়া আন্না! — জীবনের কী সর্বনাশ সে করল, কী সর্বনাশ সে রেখে যেতে পারল আমার জন্যে!.. কাউণ্ট, আপনার চরিত্ররা আমার কাছে আপনার মতোই বাস্তব... আগে যা ছিল কেবল ভৌগোলিক নামে অধ্যুষিত নির্জন ভূমি, গত বছরে আমার কাছে তা লোকে ভরে তুলেছেন আপনি, দস্তয়েভস্কি আর গোগল। আমি যদি এখন রাশিয়ায় আসি, তাহলে নাতাশা, সোনিয়া, আন্না, পিয়ের* আর লেভিনের খোঁজ করব জারের খোঁজ করার চেয়ে বেশি নিশ্চিত হয়ে। যদি আমায় বলা হয় যে তারা মৃত, তাহলে ভারি দুঃখ পাব এবং বলব, 'সে কী! সবাই?' কী করে যে সমস্ত রুশ ঔপন্যাসিক লিখতে পারেন এই অকপটতা আর বাস্তবতায়? স্বল্পপরিচিত স্তাঁদালের রচনায় ছাড়া এমনটা আর আগে কখনো দেখা যায় নি।'**

তলস্তয় এবং রুশ উপন্যাস সম্পর্কে ফরেস্টের চিন্তাভাবনা অসাধারণ চিত্তাকর্ষক। তলস্তয়ের রচনায় অনেককিছু তিনি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস ও জনগণের ভাগ্য নিয়েও ভাবেন। এই ধরনের চিঠির খুবই কদর করতেন তলস্তয়। তিনি বলেন, 'যেসব লোক ভৌগোলিক, নরকৌলিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা সুদূর হওয়া সম্ভব ততটা সুদূর বলে মনে হবে তাদের সঙ্গে নিজের ভ্রাতৃত্ব অনুভব করতে পারা আমার কাছে সর্বদাই সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার।'*** 'আন্না কারেনিনা'কে তলস্তয় প্রশস্ত ও মুক্ত উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন, যাতে 'অক্লেশে' সবকিছু প্রবেশ করেছে যা লেখক নিজে বুঝেছেন এবং দেখেছেন 'একটা নতুন, অসচরাচর, লোকসার্থক দিক থেকে'।

* নাতাশা, সোনিয়া, পিয়ের — ল. ন. তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের চরিত্র।

** 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' সংস্করণে চিঠিটি প্রকাশিত হয় (ল. তলস্তয়ের বৈদেশিক পত্রলেখক, অংশ ১)। মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে মস্কোয়, তলস্তয়ের সাহিত্য মিউজিয়মে।

*** ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি।

তলস্তয়ের মুক্ত উপন্যাসে শুধু মুক্তি নেই, আছে কঠোর শিল্পীয় আবশ্যিকতা। বিচ্ছিন্ন এক-একটা চিত্রের নান্দনিক তাৎপর্যে নয়, সমগ্রের রসোত্তীর্ণ পরিপূর্ণতাতেই নিহিত উপন্যাসটির মূল্য। সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে উপন্যাসের কোনো একটি ভাবনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পী হিশেবে তলস্তয়ের খুবই বড়ো একটা বৈশিষ্ট্য হল 'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা', 'সমস্যার তর্কাতীত সমাধান নয়, জীবনের অসংখ্য কখনো-বা অফুরন্ত প্রকাশে তাকে ভালোবাসানো'* ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন, 'আমাকে যদি বলা হয় যে আমি যা লিখছি তা আজকের শিশুরা পড়বে বিশ বছর পরে আর পড়ে হাসবে, কাঁদবে, ভালোবাসবে জীবনকে, তাহলে আমার জীবন আর আমার সমগ্র শক্তি তার জন্যে উৎসর্গ করতে পারি।'** এটা তিনি লিখেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে। কালের পরীক্ষায় তলস্তয়ের রচনা উত্তীর্ণ। যে শিশুদের কথা ভেবেছিলেন তলস্তয়, তাদের নাতিরা এখন মুখ গুঁজে থাকে তাঁর বইয়ে। তাঁর প্রতিটি রচনা পাঠকদের কাছে সত্যকার এক-একটা আবিষ্কার। তবে আবিষ্কার সেটা লেখকের কাছেও। তিনি বলেছেন, 'আমি যা লিখেছি তার বিষয়বস্তু পাঠকদের মতোই আমার কাছে নতুন।'*** সৃজনের সত্যকার উৎস হয়ত এইটাই।

এ. বাবায়েভ

* ল. ন. তলস্তয়, পত্রাবলি।

** ঐ।

*** ঐ।